ধর্মপুস্তক সহ পুরাতন ও নুতন নিয়মের

The Old Bengali Bible (Carey)

Public Domain

This Bible is in the Public Domain and is produced at cost by the Digital Bible Society (dbs.org).

This Bible, and many others, are available for free download in a variety of digital formats at dbs.org/bibles.

Language:
Country:
Publisher:
Copyright: Public Domain
Last Updated: 2023-10-20
ID: 4888b8f4-2e32-431e-8e9a-d8d36daa4aa7
ISO: ben
ISBN:

DIGITAL BIBLE SOCIETY
www.DBS.org

যাত্ৰা ৪
মথির লেখা সুসমাচার। ৩১
মার্ক ৫৩
লূক ৬৭
যোহন ৮৭
পশিষ্যচরিত ১০৬
ৰোমীয়া ১২৭
১ কৰিন্থীয়া ১৩৭
২ করিন্থীয় ১৪৬
গালাতীয় ১৫২
ইফিষীয় ১৫৬
ফিলিপীয় ১৬০
কলসীয় ১৬৩
১ থিষলনীকীয় ১৬৬
২ থিষলনীকীয় ১৬৯
১ তীমথি ১৭১
২ তীমথি ১৭৪
তীত ১৭৬
ফিলীমন ১৭৮
ইব্ৰী ১৭৯
যাকোব ১৮৬
১ পিতর ১৮৯
২ পিতর ১৯২
১ যোহন ১৯৪
২ যোহন ১৯৭
৩ যোহন ১৯৮
যিহূদা ১৯৯
প্রকাশিত বাক্য ২০০

যাত্রা

ইস্রায়েলীয়দের বৃদ্ধি দৌরাত্ম্যভোগ।

১ ইস্রায়েলের পুত্রগণ, যাঁহারা মিসর দেশে গিয়াছিলেন, সপরি-
বারে যাকোবের সহিত গিয়েছিলেন, তাঁহাদের নাম এই এই;
২ রূবেন, শিমিয়োন, লেবি ও যিহূদা, ৩ ইষাখর, সবূলূন ও বিন্যামীন,
৪ দান ও নপ্তালি, গাদ ও আশের। ৫ যাকোবের কটি হইতে উৎপন্ন
প্রাণী সর্ব্বশুদ্ধ সত্তর জন ছিল; আর যোষেফ মিসরেই ছিলেন।
৬ পরে যোষেফ, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও তাৎকালিক সমস্ত লোক মরিয়া
গেলেন। ৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা ফলবন্ত, অতি বর্দ্ধিষ্ণু ও বহুবংশ
হইয়া উঠিল, ও অতিশয় প্রবল হইল, এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরি-
পূর্ণ হইল। ৮ পরে মিসরের উপরে এক নূতন রাজা উঠিলেন, তিনি
যোষেফকে জানিতেন না। ৯ তিনি আপন প্রজাদিগকে কহিলেন,
দেখ, আমাদের অপেক্ষা ইস্রায়েল-সন্তানদের জাতি বহুসংখ্যক ও
বলবান্; ১০ আইস, আমরা তাহাদের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবহার
করি, পাছে তাহারা পাড়িয়া উঠে, এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহারাও
শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করে, এবং এ দেশ হইতে
প্রস্থান করে। ১১ অতএব তাহাটা ভার বহন দ্বারা উহাদিগকে দুঃখ দি-
বার জন্য উহাদের উপরে কার্য্যশাসকদিগকে নিযুক্ত করিল। আর
উহারা ফরৌণের নিমিত্ত ভাণ্ডারের নগর, পিথোম ও রামিষেষ গাঁ-
থিল। ১২ কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পা-
ইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; তাই ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে তাহারা
অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। ১৩ আর মিস্রীয়েরা নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক ইস্রায়েল-
সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম্ম করাইল; ১৪ তাহারা কর্দ্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের
সমস্ত কার্য্যে কঠিন দাস্যকর্ম্ম দ্বারা উহাদের প্রান তিক্ত করিতে লা-
গিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম্ম করাইত, সে সমস্ত নি-
র্দ্দয়তাপূর্ব্বক করাইত। ১৫ পরে মিসরের রাজা শিফ্রা নামে ও পূয়া
নামে দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে এই কথা কহিলেন, ১৬ যে সময়ে তোমরা
ইব্রীয় স্ত্রী-লোকদের ধাত্রী কার্য্য করিবে, ও তাহাদিগকে প্রসব-আধা-
রে দেখিবে, যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহাকে বধ করিবে; আর যদি কন্যা
হয়, তাহাকে জীবিত রাখিবে। ১৭ কিন্তু ঐ ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয়
করিত, সুতরাং মিসর-রাজের আজ্ঞানুসারে না করিয়া পুত্রসন্তানদি-
গকে জীবিত রাখিত। ১৮ তাই মিসর-রাজ সেই ধাত্রীদিগকে ডাকাইয়া
কহিলেন, এ কর্ম্ম কেন করিয়াছ? পুত্রসন্তানগণকে কেন জীবিত রা-
খিয়াছও? ১৯ ধাত্রীরা ফরৌণকে উত্তর করিল, ইব্রীয় স্ত্রীলোকেরা মি-
স্রীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় নহে; তাহারা বলবতী, তাহাদের কাছে ধাত্রী
যাইবার পূর্ব্বেই তাহারা প্রসব হয়। ২০ অতএব ঈশ্বর ঐ ধাত্রীদের
মঙ্গল করিলেন; এবং লোকেরা বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান্ হইল।
২১ সেই ধাত্রীরা ঈশ্বরকে ভয় করিত বলিয়া তিনি তাহাদের বংশবৃদ্ধি
করিলেন। ২২ পরে ফরৌণ আপনার সকল প্রজাকে এই আজ্ঞা দি-
লেন, তোমরা [ইব্রীয়দের] নবজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে নদীতে নি-
ক্ষেপ করবে, কিন্তু প্রত্যেক কন্যাকে জীবিত রাখিবে।

মোশির বিবরণ।

২ আর লেবির কুলের এক পুরুষ গিয়া এক লেবীয় কন্যাকে বি-
বাহ করিলেন। ২ আর সেই স্ত্রী গর্ভ ধারণ করিয়া পুত্র প্রসব
করিলেন, ও শিশুটিকে সুশ্রী দেখিয়া তিন মাস গোপনে রাখিলেন।
৩ পরে আর গোপন করিতে না পারাতে তিনি এক নলের পেটরা লই-
য়া মেটিয়া তৈল ও আলকাটারা লেপন করিয়া তাহার মধ্যে বালক-
টিকে রাখিলেন, ও ন্দীতীরস্থ নলবনে তাহা স্থাপন করিলেন।
৪ আর তাহার কি দশা ঘটে, তাহা দেখিবার জন্য তাহার ভগিনী দূ-
রে দাঁড়াইয়া রহিল। ৫ পরে ফরৌণের কন্যা স্নানার্থে নদীতে আসি-
লেন, এবং তাঁহার সহচরীগণ নদীতীরে বেড়াইতেছিল; আর তিনি
নল বনের মধ্যে ঐ পেটরা দেখিয়া আপন দাসীকে তাহা আনিতে পা-
ঠাইলেন। ৬ পরে পেটরা খুলিয়া শিশুটীকে দেখিলেন; আর দেখ, ছে-
লেটি কাঁদিতেছে; তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, এটা ইব্রী-
য়দের ছেলে। ৭ তখন তাহার ভগিনী ফরৌণের কন্যাকে কহিল, আমি
গিয়া কি আপনার নিমিত্ত এই ছেলেকে দুদ দিবার জন্য স্তন্যদাত্রী
একটি ইব্রীয় স্ত্রীলোককে আপনার নিকটে ডাকিয়া আনিব? ফরৌ-
ণের কন্যা কহিলেন, যাও। ৮ তখন সেই মেয়েটী গিয়া ছেলের মাকে
ডাকিয়া আনিল। ৯ ফরৌণের কন্যা তাহাঁকে কহিলেন, তুমি এই ছে-
লেটীকে লইয়া আমার নিমিত্ত দুগ্ধ পান করাও; আমি তোমাকে বে-
তন দিব। তাহাতে সেই স্ত্রী ছেলেটীকে লইয়া দুগ্ধ পান করাইতে লা-
গিলেন। ১০ পরে ছেলেটি বড় হইলে তিনি তাহাকে লইয়া ফরৌণের
কন্যাকে দিলেন; তাহাতে সে তাঁহারই পুত্র হইল; আর তিনি তাহার
নাম মোশি [টানিয়া তোলা] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, আমি
তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছি। ১১ সেকালে এই ঘটনা হইল;
মোশি বড় হইলে পর এক দিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহা-
দিগের ভার বহন দেখিতে লাগিলেন; আর সেখিলেন, এক জন মি-
স্রীয় এক জন ইব্রীয়কে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনকে মারি-
তেছে। ১২ তখন তিনি এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না
পাওয়াতে ঐ

মিস্রীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুতিয়া রাখিলেন।

১৩ পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখ, দুই জন
ইব্রীয় পরস্পর বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন,
তোমার ভাইকে কেন মারিতেছ? ১৪ সে কহিল, তোমাকে অধ্যক্ষ ও
বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যে-
মন সেই মিস্ররীয়কে বধ করিয়াছ, তদ্রূপ কি আমাকেও বধ করিতে
চাহ? তখন মোশি ভীত হইয়া কহিলেন, কথাটা অবশ্যই প্রকাশ হইয়া
পড়িয়াছে। ১৫ পরে ফরৌণ এই কথা শুনিয়া মোশিকে বধ করিতে
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মোশি ফরৌণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি-
লেন, এবং মিদিয়ন দেশে বাস করিতে গিয়া এক কূপের নিকটে
বসিলেন। ১৬ মিদিয়নীয় যাজকের সাতটি কন্যা ছিল; তাহারা সেই
স্থানে আসিয়া পিতার মেষপালকে জলপান করাইবার জন্য জল তু-
লিয়া নিপানগুলি পরিপূর্ণ করিল। ১৭ তখন মেষপালকেরা আসিয়া
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু মোশি উঠিয়া তাহাদের সাহায্য
করিলেন, ও তাহাদের মেষপালকে জল পান করাইলেন। ১৮ পরে তা-
হারা আপনাদের পিতা রূয়েলের কাছে গেলে তিনি তাহাদিগকে জি-
জ্ঞাসা করিলেন, অদ্য তোমরা কি প্রকারে এত শীঘ্র আসিলে? ১৯ তা-
হারা কহিল, এক জন মিস্রীয় আমাদিগকে মেষপালকদের হস্ত হইতে

উদ্ধার করিলেন, আরও তিনি আমাদের নিমিত্তে যথেষ্ট জল তুলিয়া
মেষপালকে জল পান করাইলেন। ২০ তখন তিনি আপন কন্যাদিগকে
কহিলেন, সে লোকটা কোথায়? তোমরা তাঁহাকে কেন ছাড়িয়া
আসিলে? তাঁহাকে ডাক; তিনি আহার করুন। ২১ পরে মোশি ঐ ব্য-
ক্তির সঙ্গে বাস করিতে সম্মত হইলেন, আর তিনি মোশির সহিত
আপন কন্যা সিপ্পোরার বিবাহ দিলেন। ২২ পরে ঐ স্ত্রী পুত্র প্রসব
করিলেন, আর মোশি তাহার নাম গের্শোম [তত্রপ্রবাসী] রাখিলেন,
কেননা তিনি কহিলেন, আমি বিদেশে প্রবাসী হইয়াছি।

মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশ

৩ মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রো নামক মিদিয়নীয় যাজকের মেষ-
পাল চরাইতেন। একদা তিনি প্রান্তরের পশ্চাদ্ভাগে মেষপাল
লইয়া গিয়া হোরেবে, ঈশ্বরের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। ২ আর ঝো-
পের মধ্য হইতে অগ্নিশিখাতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে দর্শন দিলেন;
তখন তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, ঝোপ অগ্নিতে জ্বলিতেছে,
তথাপি ঝোপ বিনষ্ট হইতেছে না। ৩ তাই মোশি কহিলেন আমি এক
পার্শ্বে গিয়া এই মহাশ্চার্য্য দৃশ্য দেখি, ঝোপ দগ্ধ হয় না, ইহার কারণ
কি?
৪ কিন্তু সদাপ্রভু যখন দেখিলেন যে, তিনি দেখিবার জন্য এক পা-
র্শ্বে যাইতেছেন, তখন ঝোপের মধ্য হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া
কহিলেন, মোশি, মোশি। তিনি কহিলেন, দেখুন, এই আমি। ৫ তখন
তিনি কহিলেন, এ স্থানের নিকটবর্ত্তী হইও না, তোমার পদ হইতে জু-
তা খুলিয়া ফেলো; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ,উহা প্রবিত্র
ভূমি। ৬ তিনি আরও কহিলেন, আমি তোমার পিতা ঈশ্বর, অব্রাহা-
মের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর। তখন মোশি আপন
মুখ আচ্ছাদন করিলেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে
ভীত হইয়াছিলেন। ৭ পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সত্যিই আমি মিসরস্থ
আপন প্রজাদের কষ্ট দেখিয়াছি, এবং কার্য্যশাসকদের সমক্ষে তাহা-
দের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; ফলতঃ আমি তাহাদের দুঃখ জানি। ৮ আর
মিস্রীয়দের হস্ত হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, এবং সেই
দেশ হইতে উঠাইয়া লইয়া উত্তম ও প্রশস্ত এক দেশে, অর্থাৎ কনা-
নীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় লোকেরা যে
স্থানে থাকে, সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহাদিগকে আনিবার জন্য
নামিয়া আসিয়াছি। ৯ এখন দেখ, ইস্রায়েল-সন্তানগণের ক্রন্দন
আমার নিকতে উপস্থিত হইয়াছে, এবং মিস্রীয়েরা তাহাদের প্রতি যে
দৌরাত্ম্য করে, তাহা আমি দেখিয়াছে। ১০ অতএব এখন আইস,
আমি তোমাকে ফরৌণের নিকটে প্রেরণ করি, তুমি মিসর হইতে
আমার প্রজা ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বাহির করিও। ১১ মোশি ঈশ্বর-
কে কহিলেন, আমি কে, যে ফরৌণের নিকটে যাই, ও মিসর হইতে
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বাহির করি? ১২ তিনি কহিলেন, নিশ্চয় আমি
তোমার সহবর্ত্তী হইব; এবং আমি যে তোমাকে প্রেরণ করিলাম, তো-
মার পক্ষে তাহার এই চিহ্ন হইবে; তুমি মিসর হইতে লোকসমূহকে
বাহির করিয়া আনিলে পর তোমরা এই পর্ব্বতে ঈশ্বরের সেবা করি-
বে। ১৩ পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-
সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তো-
মাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জি-
জ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব? ১৪ ঈশ্বর
মোশিকে কহিলেন, “আমি যে আছি সেই আছি”;* আরও কহি-
লেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, “আছি” তোমাদের নি-
কটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ১৫ ঈশ্বর মোশিকে আরও কহি-
লেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও, যিহোবাঃ [সদা-
প্রভু], তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের
ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন;
আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা আমি পুরুষে পুরু-
ষে স্মরণীয়। ১৬ তুমি যাও, ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তা-
হাদিগকে এই কথা বলও, সদাপ্রভু, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর,
অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়া কহি-
লেন, সত্যই আমি তোমাদিগের তত্ত্ব লইয়াছি, মিসরে তোমাদের প্র-
তি যাহা হইতেছে, তাহা দেখিয়াছি। ১৭ আর আমি বলিয়াছি, আমি
মিসরের কষ্ট হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া কনানীয়দের, হিত্তী-
য়দের, ইমোরীয়দের, পরিষীয়দের, হিব্বীয়দের ও যিবূষীয়দের দে-
শে, দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে, লইয়া যাইব। ১৮ তাহারা তোমার রবে মনো-
যোগ করিবে; তখন তুমি ও ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গ মিসরের রাজার
নিকটে যাইবে, তাহাকে বলিবে, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগ-
কে দেখা দিয়াছেন; অতএব বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর
উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইবার
অনুমতি দিউন। ১৯ কিন্তু আমি জানি, মিসরের রাজা তোমাদিগকে
যাইতে দিবে না, পরাক্রান্ত হস্ত দেখাইলেও দিবে না। ২০ পরন্তু আমি
হস্ত বিস্তার করিব, এবং দেশের মধ্যে যে সমস্ত আশ্চার্য্য কার্য্য
করিব, তদ্দ্বারা মিসরকে আঘাত করিব, তৎপরে সে তোমাদিগকে
যাইতে দিবে। ২১ পরে আমি মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে
অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে
না; ২২ কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবা-
সিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার অ বস্ত্র চাহিবে; এবং তো-
মরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূ-
পে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।

***(বা) আমি আছি, কারণ আছি। (বা) আমি যে হইব, সেই হইব।**

৪ মোশি উত্তর করিলেন, কিন্তু দেখুন, তাহারা আমাকে বিশ্বাস
করিবে না, ও আমার রবে মনোযোগ করিবে না, কেননা তাহা-
রা বলিবে, সদাপ্রভু তোমাকে দর্শন দেন নাই। ২ তখন সদাপ্রভু তাঁহা-
কে কহিলেন, তোমার হস্তে ওখানি কি? তিনি বলিলেন, যষ্টি। তখন
তিনি কহিলেন, উহা ভূমিতে ফেল। ৩ পরে তিনি ভূমিতে ফেলিলে তা-
হা সর্প হইল; আর মোশি তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন।
৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ‘হস্ত বিস্তার করিয়া উহার
লেজ ধর’,- তাহাতে তিনি হস্ত বিস্তার করিয়া ধরিলে উহা তাঁহার হস্তে
যষ্টি হইল, ৫ -‘যেন তাহারা বিশ্বাস করে যে, সদাপ্রভু, তাহাদের পিতৃ-
পুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর যাকোবের
ঈশ্বর তোমাকে দর্শন দিয়াছেন।’ ৬ পরে সদাপ্রভু তাঁহাকে আরও
কহিলেন, তুমি তোমার হস্ত বক্ষঃস্থলে দেও; তিনি বক্ষঃস্থলে হস্ত দি-
লেন; পরে তাহা বাহির করিলে দেখ, তাঁহার হস্ত হিমের ন্যায় কুস্থযু-
ক্ত হইয়াছে। ৭ পরে তিনি কহিলেন, ‘তোমার হস্ত আবার বক্ষঃস্থলে
দেও’। তিনি আবার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিলেন, পরে বক্ষঃস্থল হইতে হস্ত
বাহির করিলে দেখ, তাহা পুনরায় তাঁহার মাংসের ন্যায় হইলো।
৮ ‘তাহারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে, এবং ঐ প্রথম চিহ্নেও যদি
মনোযোগ না করে, তবে দ্বিতীয় চিহ্নে বিশ্বাস করিব। ৯ আর এই দুই
চিহ্নে যদি বিশ্বাস না করে, ও তোমার রবে যদি মনোযোগ না করে,
তবে তুমি নদীর কিছু জল লইয়া শুষ্ক ভূমিতে ঢালিয়া দিও; তাহাতে
তুমি নদী হইতে যে জল তুলিবে, তাহা শুষ্ক ভূমিতে রক্ত হইয়া যাই-
বে।’ ১০ পরে মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, হায় প্রভু! আমি বাকপটু
নহি, ইহার পূর্ব্বেও ছিলাম না, বা এই দাসের সহিত তোমার আলাপ
করিবার পরেও নহি; কারণ আমি জড়মুখ ও জড়জিহব। ১১ সদাপ্রভু
তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্যের মুখ কে নির্মাণ করিয়াছে? আর বোবা,
বধি, মুক্তচক্ষু বা অন্ধকে কে নির্মাণ করে? ১২ আমি সদাপ্রভুই কি
করি না? এখন তুমি যাও; আমি তোমার মুখের সহবর্ত্তী হইব, ও কি
বলিতে হইবে, তোমাকে জানিইব। ১৩ তিনি কহিলেন, হে আমার প্রভু,

বিনয় করি, যাহার হাতে পাঠাইতে চাও, পাঠাও। ১৪ তখন মোশির প্র-
তি সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল; তিনি কহিলেন, তোমার ভ্রাতা
লেবীয় হারোণ কি নাই? আমি জানি সে সুবক্তা; আরও দেখ, সে
তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে; তোমাকে দেখিয়া হৃষ্টচি-
ত্ত হইবে। ১৫ তুমি তাহাকে বলিবে, ও তাঁহার মুখে বাক্য দিবে; এবং
আমি তোমার মুখের ও তাহার মুখের সহবর্ত্তী হইব, ও কি করিতে
হইব, তোমাদিগকে জানাইব। ১৬ তোমার পরিবর্ত্তে সে লোকদের কা-
ছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে, এবং তুমি তা-
হার ঈশ্বর স্বরূপ হইবে। ১৭ আর তুমি এই যষ্টি হস্তে করিবে, ইহা দ্বা-
রাই তোমাকে সে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিতে হইবে।

মোশি মিসর দেশে ফিরিয়া গিয়া ফরৌণকে ঈশ্বরের কথা জানান।

১৮ পরে মোশি আপন শ্বশুর যিথ্রোর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া কহি-
লেন, বিনয় করি, মিসরে স্থিত আমার ভ্রাতৃগণের নিকটে ফিরিয়া
যাইতে, এবং রাহারা এখনও জীবিত আছে কি না, তাহা দেখিতে
আমাকে বিদায় দিউন।যিথ্রো মোশিকে কহিলেন, কুশলে যাও।
১৯ আর সদাপ্রভু মিদিয়নে মোশিকে বলিলেন, তুমি মিসরে ফিরিয়া
যাও; কেননা যে লোকেরা তোমার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, তাহারা
সকলে মরিয়া গিয়াছে। ২০ তখন মোশি আপন স্ত্রী ও পুত্রদিগকে
গর্দ্দভে চড়াইয়া মিসর দেশে ফিরিয়া গেলেন, এবং মোশি আপন
হস্তে ঈশ্বরের সেই যষ্টি লইলেন। ২১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন,
তুমি যখন মিসরে ফিরিয়া যাইবে, দেখিও, আমি তোমার হস্তে যে
সকল অদ্ভুদ কর্ম্মের ভার দিয়াছি, ফরৌণের সাক্ষাতে সে সকল
করিও; কিন্তু আমি তাহার হৃদয় কঠিন করিব, সে লোকদিগকে ছা-
ড়িয়া দিবে না। ২২ আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা
কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। ২৩ আর আমি তো-
মাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও;
কিন্তু তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তো-
মার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব। ২৪ পরে পথে পান্থশা-
লায়সদাপ্রভু তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিলেন।
২৫ তখন সিপ্রা একখানি পাথরের ছুরি লইয়া আপন পুত্রের ত্বক্ ছে-
দন করিলেন ও তাঁহার চরণের নিকটে তাহা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন,
আমার পক্ষে তুমি রক্তের বর। ২৬ আর ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়িয়া দি-
লেন; তখন সিপ্পোরা কহিলেন, ত্বক্ছেদ সম্বন্ধে তুমি রক্তের বর।
২৭ আর সদাপ্রভু হারোণকে বলিলেন, তুমি মোশির সহিত সাক্ষাৎ
করিতে প্রান্তরে যাও। তাহাতে তিনি গিয়া ঈশ্বরের পর্ব্বতে তাঁহার দে-
খা পাইলেন, ও তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। ২৮ তখন মোশি প্রেরণকর্ত্তা
সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য ও তাঁহার আজ্ঞাপিত সমস্ত চিহ্নের বিষয় হা-
রোণকে জ্ঞাত করিলেন। ২৯ পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ইস্রায়েল-
সন্তানদের সমস্ত প্রাচীনকে একত্র করিলেন। ৩০ আর হারোণ মোশির
প্রতি সদাপ্রভুর কথিত সমস্ত বাক্য তাহাদিগকে জ্ঞাত করিলেন, এবং
তিনি লোকদের দৃষ্টিতে সেই সকল চিহ্ন-কার্য্য করিলেন। ৩১ তাহাতে
লোকের বিশ্বাস করিল; এবং ঈশ্বর সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদিগের
তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, ও তাহাদের দুঃখ দেখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া
তাহারা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিল।

৫ পরে মোশি ও হারোণ গিয়া ফরৌণকে কহিলেন, সদাপ্রভু,
ইস্রায়েলের ঈশ্বর এই কথা কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে
উৎসব করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ ফরৌণ কহি-
লেন, সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার কথা শুনিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া
দিব? আমি সদাপ্রভু কে জানি না, ইস্রায়েলকেও ছাড়িয়া দিব না।
৩ তাঁহারা কহিলেন, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন;
আমরা বিনয় করি, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণা-
র্থে আমাদিগকে তিন দিনের পথ প্রান্তরে যাইতে দিউন, পাছে তিনি
মহামারী কি খড়গ দ্বারা আমাদিগকে আক্রমণ করেন।
৪ মিসর-রাজ তাঁহাদিগকে কহিলেন, ওহে মোশি ও হারোণ, তোম-
রা লোকদিগকে কেন তাহাদের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত? যাও, তোমাদের
ভার বহন কর গিয়া। ৫ ফরৌণ আরও কহিলেন, দেখ, দেশে লোক
এখন অনেক, আর তোমরা তাহাদিগকে ভার বহন হইতে নিবৃত্ত
করিতেছ। ৬ আর ফরৌণ সেই দিন লোকদের কার্য্যশাসক ও অধ্য-
ক্ষগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, ৭ তোমরা ইষ্টক নির্ম্মাণার্থে পূর্ব্বের মত
এই লোকদিগকে আর পলাল দিও না; তাঁহারা গিয়া আপনারাই
আপনাদের পলাল সংগ্রহ করুক। ৮ কিন্তু পূর্ব্বে তাহাদের যত ইষ্টক
নির্ম্মাণের ভার ছিল, এখনও সেই ভার দেও; তাহার কিছুই কম
করিও না; কেননা তাহারা অলস, এই জন্য ক্রন্দন করিয়া বলিতে-
ছে, আমরা আপনাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে যাই। ৯ সেই
লোকদের উপরে আর কঠিন কার্য্য চাপান হউক, তাহারা তাহাতেই
ব্যস্ত থাকুক, এবং মিথ্যা কথায় অবধান না করুক। ১০ আর লোক-
দের কার্য্যশাসকেরা ও অধ্যক্ষেরা বাহিরে গিয়া তাহাদিগকে কহিল,
ফরৌণ এই কথা কহেন, আমি তোমাদিগকে পলাল দিব না।
১১ আপনারা যেখানে পাও, সেইখানে গিয়া পলাল সংগ্রহ কর; কিন্তু
তোমাদের কার্য্য কিছুই কম হইবে না। ১২ তাহাতে লোকেরা পলালের
চেষ্টায় নাড়া সংগ্রহ করিতে সমস্ত মিসর দেশে ছড়াইয়া পড়িল।
১৩ আর কার্য্যশাসকেরা ত্বরা করাইয়া কহিল, পলাল পাইলে যেমন
করিতে, তদ্রূপ এখনও তোমাদের কার্য্য, নিরূপিত দৈবসিক কর্ম্ম ,
প্রতিদিন সম্পূর্ণ কর। ১৪ আর ফরৌণের কার্য্যশাসকেরা ইস্রায়েল-
সন্তানদের যে অধ্যক্ষদিগকে তাহাদের উপরে রাখিয়াছিল, তাহারাও
প্রহারিত হইল, আর বলিয়া দেওয়া হইল, তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইষ্টক
গঠন বিষয়ে নিরূপিত কর্ম্ম আজকাল কে সম্পূর্ণ কর না? ১৫ তাহা-
তে ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষেরা আসিয়া ফরৌণের নিকটে ক্রন্দন
করিয়া কহিল, আপনকার দাসদের সহিত আপনি এমন ব্যবহার
কেন করিতেছেন? ১৬ লোকেরা আপনকার দাসদিগকে পলাল দেয়
না, তথাপি আমাদিগকে বলে ইষ্টক নির্ম্মাণ কর; আর দেখুন আপন-
কার এই দাসেরা প্রহারিত হয়, কিন্তু আপনকারই লোকদের দোষ।
১৭ ফরৌণ কহিলেন, তোমরা অলস, তোমরা অলস, তাই বলিতেছ,
আমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে যাই। ১৮ এখন যাও, কর্ম্ম
কর, তোমাদিগকে পলাল দেওয়া যাইবে না, তথাপি ইষ্টকের পূর্ণ সং-
খ্যা দিতে হইবে। ১৯ তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের অধ্যক্ষেরা দেখিল,
তাহারা বিপাকে পড়িয়াছে, কারণ বলা হইয়াছিল, তোমরা প্রত্যেক
দিনের কার্য্যের, নিরূপিত ইষ্টকের, কিছু কম করিতে পাইবে না।
২০ পরে ফরৌণের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে তাহারা
মোশির ও হারোণের সাক্ষাৎ পাইল, তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়াছিলেন।
২১ তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া
বিচার করুন, কেননা তোমরা ফরৌণের দৃষ্টিতে ও তাঁহার দাসগণের
দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধস্বরূপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তা-
হাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ। ২২ পরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া
গিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, তুমি এই লোকদিগের অমঙ্গল কেন
করিলে? আমাকে কেন পাঠাইলে? ২৩ যে অবধি তোমার নামে কথা
কহিতে ফরৌণের কাছে উপস্থিত হইয়াছি, সেই অবধি তিনি এই
লোকদের অমঙ্গল করিতেছেন, আর তুমি আপন প্রজাদের উদ্ধার
কিছুই কর নাই।

৬ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি ফরৌণের প্রতি যাহা
করিব, তাহা তুমি এখন দেখিবে; কেননা পরাক্রান্ত হস্ত দেখান
হইলে সে লোকদিগকে ছাড়িয়া দিবে, এবং পরাক্রান্ত হস্ত দেখান
হইলে আপন দেশ হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে। ২ ঈশ্বর মো-
শির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদাপ্র-
ভু]; ৩ আমি অব্রাহামকে, ইস্হাককে ও যাকোবকে ‘সর্ব্বশক্তিমান্

ঈশ্বর’ বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম
লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।
৪ আর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছি, আমি তা-
হদিগকে কনান দেশ দিব, যে দেশে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের
সেই প্রবাস-দেশ দিব। ৫ অধিকন্তু মিস্রীয়দের দ্বারা দাসত্বে নিযুক্ত
ইস্রায়েল-সন্তানদের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার সেই নিয়ম স্মরণ
করিলাম। ৬ অতএব ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল, আমি যিহোবা,
আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিব। ৭ আর আমি তোমাদিগকে আপন
প্রজা রূপে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব; তাহাতে তোমরা
জানিতে পারিবে যে, আমি যিহোবা, তোমাদের ঈশ্বর, যিনি তোমাদি-
গকে মিস্রীয়দের ভারের নীচে হইতে বাহির কর্য়া আনিতেছেন।
৮ আর আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে দিবার জন্যে দে-
শের বিষয়ে হস্ত উঠাইয়াছ, সেই দেশে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, ও
তোমাদের অধিকারার্থে তাহা দিব; আমিই সদাপ্রভু। ৯ পরে মোশি
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে তদনুসারে কহিলেন, কিন্তু তাহারা মনের
অধৈর্য্য ও কঠিন দাস্যকর্ম হেতু মোশির বাক্যে মনোযোগ করিল না।
১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি যাও, ১১ মিসর-রাজ ফরৌ-
ণকে বল, যেন সে আপন দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া
দেয়। ১২ তখন মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কহিলেন, দেখ, ইস্রায়েল-
সন্তানেরা আমার বাক্যে মনোযোগ করিল না; তবে ফরৌণ কি প্রকা-
রে শুনিবেন? আমি ত অচ্ছিন্নত্বক-ওষ্ঠ। ১৩ আর সদাপ্রভু মোশির ও
হারোণের সহিত আলাপ করিলেন, এবং ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মি-
সর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য ইস্রায়েল-সন্তানদিগের
নিকটে এবং মিসর-রাজ ফরৌণের নিকটে যাহা বক্তব্য, তাঁহাদিগকে
আদেশ করিলেন।

মোশির পিতৃকুল

১৪ এই সকল লোক আপন আপন পিতৃকুলের পতি। ইসরায়েলের
জ্যৈষ্ঠ পুত্র রূবেণের সন্তান হোক, পল্লু, হিষ্রোণ ও কর্ম্মি; ইহারা রূ-
বেণের গোষ্ঠী। ১৫ শিমিয়োনের পুত্র যিমূয়েল, যামীন, সোহর ও কনা-
নীয় স্ত্রীর পুত্র শৌল; ইহারা শিমিয়োনের গোষ্ঠী। ১৬ বংশাবলি অনুসা-
রে লেবির পুত্রদের নাম গের্শোন, কহাৎ ও মরারি; লেবির বয়স এক-
শত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ১৭ আর আপন আপন গোষ্ঠী অনু-
সারে গের্শোনের সন্তান লিব্নি ও শিমিয়ি। ১৮ কহাতের সন্তান অম্রম,
যিষ্হর, হিব্রোণ ও উষীয়েল; কহাতের বয়স একশত তেত্রিশ বৎসর
হইয়াছিল। ১৯ মরারির সন্তান মহলি ও মুশি; ইহারা বংশাবলি অনুসা-
রে লেবির গোষ্ঠী। ২০ আর অম্রম আপন পিসী যোকেবদকে বিবাহ
করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করি-
লেন। অম্রমের বয়স একশত সাঁইত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ২১ যিষ্হ-
রের সন্তান কোরহ, নেফগ ও সিখ্রি। ২২ আর উষীয়েলের সন্তান মী-
শায়েল, ইল্‌সাফন ও সিখ্রি। ২৩ আর হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা
নহোশনের ভগিনী ইলীশেবাকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার
জন্য নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামরকে প্রসব করিলেন। ২৪ আর
কোরহের সন্তান অসীর, ইল্কানা ও অবীয়াসফ; ইহারা কোরহীয়দের
গোষ্ঠী। ২৫ আর হারোণের পুত্র ইলিয়াসর পূটীয়েলের এক কন্যাকে
বিবাহ করিলে তিনি তাঁহার জন্য পীনহসকে প্রসব করিলেন; ইহারা
লেবীয়দের গোষ্ঠী অনুসারে তাহাদের পিতৃকুলপতি ছিলেন। ২৬ এই
যে হারোণ ও মোশি, ইহাদিগকেই সদাপ্রভু কহিলেন, তোমরা ইস্রা-
য়েল-সন্তানদিগকে সৈন্যশ্রেণীক্রমে মিসর দেশ হইতে বাহির কর।
২৭ ইহারাই ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর হইতে বাহির করিয়া আনি-
বার জন্য মিসর-রাজ ফরৌণের সহিত আলাপ করিলেন। ইহারা
সেই মোশি ও হারোণ।

মিসরের উপরে প্রথম আঘাত।

২৮ আর মিসর দেশে যে দিন সদাপ্রভু মোশির সহিত আলাপ
করেন, ২৯ সেই দিন সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, আমিই সদাপ্রভু,
আমি তোমাকে যাহা যাহা বলি, সে সকলই তুমি মিসর-রাজ ফরৌণ-
কে বলিও। ৩০ আর মোশি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে বলিলেন, দেখ, আমি
অচ্ছিন্নত্বক-ওষ্ঠ, ফরৌণ কি প্রকারে আমার কথা শুনিবেন?
৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কা-
ছে তোমাকে ঈশ্বরসরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম, আর তোমার
ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে। ২ আমি তোমাকে যাহা যাহা
আদেশ করি, সে সকলই তুমি বলিবে; এবং তোমার ভ্রাতা হারোণ
ফরৌণকে তাহা বলিবে, জেন সে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে আপন
দেশ হইতে ছড়িয়া দেয়। ৩ কিন্তু আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব,
এবং মিসর দেশে আমি বহুসংখ্যক চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইব।
৪ তথাপি ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না; আর
আমি মিসরে হস্তার্পণ করিয়া মহাশাস্ন দ্বারা মিসর দেশ হইতে আপন
সৈন্যসামন্তকে, আপন প্রজা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে, বাহির করিব।
৫ আমি মিসরের উপরে আপ্নহস্ত বিস্তার করিয়া মিস্রীয়দের মধ্য হই-
তে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বাহির করিয়া আনিলে, উহারা জানিবে,
আমিই সদাপ্রভু। ৬ পরে মোশি ও হারোণ সেইরূপ করিলেন; সদাপ্র-
ভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন। ৭ ফরৌণের সহিত আলাপ করি-
বার সময়ে মোশির আশী ও হারোণের তিরাশী বৎসর বয়স হইয়া-
ছিল। ৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, ফরৌণ যখন
তোমাদিগকে বলে, ৯ তোমরা আপনাদের পক্ষে কোন অদ্ভুত লক্ষণ
দেখাও, তখন তুমি হারোণকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌণের
সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে তাহা সর্প হইব। ১০ তখন মোশি ও হা-
রোণ ফরৌণের নিকটে গিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন;
হারোণ ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের সম্মুখে আপন যষ্টি নিক্ষেপ
করিলেন, তাহাতে তাহা সর্প হইল। ১১ তখন ফরৌণও বিদ্বানদিগকে
ও গুণীগণকে ডাকিলেন; তাহাতে তাহারা অর্থাৎ মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তা-
রাও আপনাদের মায়াবলে সেইরূপ করিল। ১২ ফলতঃ তাহারা প্র-
ত্যেক আপন আপন যষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে সকল সর্প হইল, কিন্তু
হারোণের যষ্টি তাহাদের সকল যষ্টিকে গ্রাস করিল। ১৩ আর ফরৌ-
ণের হৃদয় কঠিন হইল, তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন
না; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন। ১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহি-
লেন, ফরৌণের হৃদয় ভারী হইয়াছে; সে লোকদিগকে ছড়িয়া দিতে
অস্বীকার করে। ১৫ তুমি প্রাতঃকালে ফরৌণের নিকটে যাও; দেখ, সে
জলের দিকে যাইবে; তুমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে নদীতীরে দাঁড়া-
ইও; এবং যে যষ্টি সর্প হইয়া গিয়াছিল, তাহাও হস্তে গ্রহণ করিও।
১৬ আর তাহাকে বলিও, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাকে দিয়া,
আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তুমি আমার প্রজাদিগকে প্রান্তরে
আমার সেবা করণার্থে ছড়িয়া দেও; কিন্তু দেখ, তুমি এ পর্য্যন্ত মনো-
যোগ কর নাই। ১৭ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি যে সদাপ্রভু, তাহা
তুমি ইহাতে জ্ঞাত হইবে; দেখ, আমি আপন হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা নদীর
জলে প্রহার করিব, তাহাতে তাহা রক্ত হইয়া যাইবে; ১৮ আর নদীতে
যে সকল মৎস্য আছে, তাহারা মরিয়া যাইবে, এবং নদীতে দুর্গন্ধ
হইবে; আর নদীর জল পান করিতে মিস্রীয়দের ঘৃণা জন্মিবে।
১৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে এই কথা বল, তুমি
আপন যষ্টি লইয়া মিসরের জলের উপরে, দেশের নদী, খাল, বিল ও
সমস্ত জলাশয়ের উপরে তোমার জস্ত বিস্তার কর; তাহাতে সে সকল
জল রক্ত হইবে, এবং মিসর দেশের সর্ব্বত্র কাষ্ঠময় ও প্রস্তরময় পা-
ত্রেও রক্ত হইবে। ২০ তখন মোশি ও হারোণ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে
সেইরূপ করিলেন, তিনি যষ্টি তুলিয়া ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের

সম্মুখে নদীর জলে প্রহার করিলেন; তাহাতে নদীর সমস্ত জল রক্ত
হইল। ২১ আর নদীর মৎস্য সকল মরিল, ও নদীতে দুর্গন্ধ হইল; তা-
হাতে মিস্রীয়েরা নদীর জল পান করিতে পারিল না, এবং মিসর দে-
শের সর্ব্বত্র রক্ত হইল। ২২ আর মিস্রীয় মন্ত্রবেত্তারাও আপনাদের মা-
য়াবলে সেইরূপ করিল; তাহাতে ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, এবউং
তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিলেন না; যেমন সদাপ্রভু বলি-
য়াছিলেন। ২৩ পরে ফরৌণ আপন গৃহে ফিরিয়া গেলেন, ইহাতেও
মনোযোগ করিলেন না। ২৪ আর মিস্রীয়েরা সকলে নদীর জল পান
করিতে না পারাতে জলের চেষ্টায় নদীর আশে পাশে চারিদিকে খনন
করিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আঘাত।

৮ নদীতে সদাপ্রভুর আঘাত করিবার প্র সাত দিন গত হইল।
পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে যাও,
তাহাকে বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে
আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ যদি ছাড়িয়া দিতে অসম্মত
হও, তবে দেখ, আমি ভেক দ্বারা তোমার সমস্ত প্রদেশকে আঘাত
করিব। ৩ নদী ভেকে পরিপূর্ণ হইবে; সে সকল ভেক উঠিয়া তোমার
গৃহে, শয়নাগারে ও শয্যায়, এবং রমার দাসগণের গৃহে, তোমার প্র-
জাদের মধ্যে, তোমার তুন্দুরে ও তোমার আটা ছানিবার কাঠুয়াতে
প্রবেশ করিবে;
৪ আর তোমার, তোমার প্রজাদের ও দাসগণের অঙ্গে ভেক উঠি-
বে। ৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি নদী,
খাল ও বিল সকলের উপরে ভেক আনাও। ৬ তাহাতে হারোণ মিস-
রের সকল জলের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিলে ভেকেরা উঠিয়া
মিসর দেশ ব্যাপিল। ৭ আর মন্ত্রবেত্তারাও মায়াবলে সেইরূপ করিয়া
মিসর দেশের উপরে ভেক আনিল। ৮ পরে ফরৌণ মোশি ও হারোণ-
কে ডাকাইয়া কহিলেন, সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর, জেন তিনি
আমা হইতে ও আমার প্রজাদিগের হইতে এই সকল ভেক দূর করি-
য়া দেন, তাহাতে আমি লোকদিগকে ছাড়িয়া দিব, যে তাহারা সদাপ্র-
ভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে পারে। ৯ তখন মোশি ফরৌণকে করিলেন,
আমার উপরে দর্প করিয়া বলুন; ভেক সকল যেন আপনা হইতে ও
আপনার গৃহ সকল হইতে উচ্ছিন্ন হয়, কেবল নদীতে থাকে, আপ-
নার ও আপনার দাসগণের ও প্রজা সকলের নিমিত্তে কোন সময়ের
জন্য এমন বিনতি করিব? তিনি কহিলেন, কল্যকার জন্য। ১০ তখন
মোশি কহিলেন, আপনার বাক্যানুসারেই হউক, যেন আপনি জানি-
তে পারেন যে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর তুল্য কেহ নাই; ১১ ভেকেরা
আপনা হইতে ও আপনার গৃহ, দাস ও প্রজা সকল হইতে দূর হইয়া
কেবল নদীতেই থাকিবে। ১২ পরে মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকট
হইতে বাহিরে গেলেন, এবং মোশি ফরৌণের বিরুদ্ধে যে সকল ভেক
আনিয়াছিলেন, সেই সকলের বিষয়ে সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করি-
লেন। ১৩ আর সদাপ্রভু মোশির বাক্যানুসারে করিলেন, তাহাতে গৃহে,
প্রাঙ্গণে ও ক্ষেত্রে সকল ভেক মরিল। ১৪ তখন লোকেরা সে সকল
একত্র করিয়া ঢিবি করিলে দেশে দুর্গন্ধ হইল। ১৫ কিন্তু ফরৌণ যখন
দেখিলেন, নিবৃত্তি হইল, তখন আপন হৃদয় ভারী করিলেন, তাঁহাদের
বাক্যে মনোযোগ করিলেন না; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন। ১৬ পরে
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, হারোণকে বল, তুমি আপন যষ্টি বিস্তার
করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার কর, তাহাতে সমুদয় মিসর দেশে পিশু
হইবে। ১৭ তখন তাঁহারা সেইরূপ করিলেন; হারোণ আপন যষ্টিসহ
হস্ত বিস্তার করিয়া ভূমির ধূলিতে প্রহার করিলেন, তাহাতে মনুষ্যে ও
পশুতে পিশু হইল, মিসর দেশের সর্ব্বত্র ভূমির সকল ধূলি পিশু হই-
য়া গেল। ১৮ তখন মন্ত্রবেত্তারা আপনাদের মায়াবলে পিশু উৎপন্ন
করিবার জন্য সেইরূপ করিল বটে, কিন্তু পারিল না, আর মনুষ্যে ও
পশুতে পিশু হইল। ১৯ তখন মন্ত্রবেত্তারা ফরৌণকে কহিল, এ ঈশ্ব-
রের অঙ্গুলি। তথাপি ফরৌণের হৃদয় কঠিন হইল, তিনি তাঁহাদের
কথায় মনোযোগ করিলেন না; যেমন সদাপ্রভু বলিয়াছিলেন।
২০ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যূষে ইথিয়া গিয়া ফরৌ-
ণের সম্মুখে দাঁড়াও; দেখ, সে জলের কাছে আসিবে; তুমি তাহাকে
এই কথা বল, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমার সেবা করণার্থে
আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২১ যদি আমার প্রজাদিগকে ছা-
ড়িয়া না দেও, তবে দেখ, আমি তোমাতে, তোমার দাসগণে, প্রজাদি-
গেতে ও গৃহ সকলে দংশকের ঝাঁক প্রেরণ করিব; মিস্রীয়দের গৃহ
সকল, এমন কি, তাঁহাদের বাসভূমিও দংশকে পরিপূর্ণ হইবে। ২২ কি-
ন্তু আমি সেই দিন আমার প্রজাদের নিবাসস্থান গোশন প্রদেশ ভিন্ন
করিব; সে স্থানে সংশক হইবে না; যেন তুমি জানিতে পার যে, পৃথি-
বীর মধ্যে আমিই সদাপ্রভু। ২৩ আমি আমার প্রজাদের মধ্যে প্রভেদ
করিব; কল্য এই চিহ্ন হইব। ২৪ পরে সদাপ্রভু সেইরূপ করিলেন,
ফরৌণের ও তাঁহার দাসগণের গৃহে দংশকের বৃহৎ ঝাঁক উপস্থিত
হইল; তাহাতে সমস্ত মিসর দেশে দংশকের ঝাঁক হেতু দেশ উৎসন্ন
হইল। ২৫ তখন ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, তো-
মারা যাও, দেশের মধ্যে তোমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ কর।
২৬ মোশি কহিলেন, তাহা করা উপযুক্ত নয়, কেননা আমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে মিস্রীয়দের ঘৃণাজনক বলিদান করিতে হইবে; দে-
খুন, মিস্রীয়দের সাক্ষাতে তাঁহাদের ঘৃণাজনক বলিদান করিলে তা-
হারা কি আমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে না? ২৭ আমরা তিন দি-
নের পথ প্রান্তরে গিয়া, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আজ্ঞা দিবেন,
তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করিব। ২৮ ফরৌণ কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি, তোমরা প্রান্তরে গিয়া আপন ঈশ্বর
সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ কর; কিন্তু বহুদূর যাইও না; তোমরা আমার
জন্য বিনতি কর। ২৯ তখন মোশি কহিলেন,দেখুন, আমি আপনকার
নিকট হইতে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিব,তাহাতে ফরৌণের,
তাঁহার দাসগণের ও তাঁহার প্রজাদের নিকট হইতে কল্য দংশকের
ঝাঁক সকল দূরে যাইবে; কিন্তু সদাপ্রভুর উদ্দেশে যজ্ঞ করণার্থে লো-
কদিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে ফরৌণ পুনর্ব্বর প্রবঞ্চনা না করুন।
৩০ পরে মোশি ফরৌণের নিকট হইতে বাহির গিয়া সদাপ্রভুর কাছে
বিনতি করিলেন। ৩১ আর সদাপ্রভু মোশির বাক্যানুসারে করিলেন;
ফরৌণ, তাঁহার দাসগণ ও প্রজা সকল হইতে দংশকের সমস্ত ঝাঁক
দূর করিলেন; একটিও অবশিষ্ট রহিল না। ৩২ আর এবারও ফরৌণ
আপন হৃদয় ভারী করিলেন, লোকদিগকে ছড়িয়া দিলেন না।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আঘাত।

৯ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে গিয়া
তাহাকে বল, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন,
আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও। ২ যদি তা-
হাদিগকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হও, এখনও বাধা দেও, ৩ তবে
দেখ, ক্ষেত্রস্থ তোমার পশুধনের উপর, অশ্বদের, গর্দ্দভদের, উষ্ট্র-
দের, গোপালের ও মেষপালের উপর সদাপ্রভুর হস্ত রহিয়াছে; ভারী
মহামারী হইবে।
৪ কিন্তু সদাপ্রভু ইস্রায়েলের পশুতে ও মিসরের পশুতে প্রভেদ কর-
বেন; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানদের কোন পশু মরিবে না। ৫ আর সদা-
প্রভু সময় নিরূপণ করিয়া কহিলেন, কল্য সদাপ্রভু দেশে ওই কর্ম্ম
করিবেন। ৬ পরদিন সদাপ্রভু তাহাই করিলেন, তাহাতে মিসরের
সকল পশু মরিল, কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানদের পশুদের মধ্যে একটিও
মরিল না। ৭ তখন ফরৌণ লোক পাঠাইলেন, আর দেখ, ইস্রায়েলের
একটি পশুও মরে নাই; তথাপি ফরৌণের হৃদয় ভারী হইল, এবং তি-
নি লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না। ৮ পরে সদাপ্রভু মোশি ও হারো-

ণকে কহিলেন, রোমরা মুষ্টি পূর্ণ করিয়া ভাটীর ভস্ম লওও, পরে
মোশি ফরৌণের সাক্ষাতে তাহা আকাশের দিকে ছড়াইয়া দিউক।
৯ তাহা সমস্ত মিসর দেশব্যাপী সূক্ষ্ম ধূলি হইয়া মিসর দেশের সর্ব্বত্র
মনুষ্য ও পশুদের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক জন্মাইবে। ১০ তখন তাঁহা-
রা ভাটীর ভস্ম লইয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং মোশি
আকাশের দিকে তাহা ছড়াইয়া দিলেন, তাহাতে মনুষ্যদের ও পশু-
দের গাত্রে ক্ষতযুক্ত স্ফোটক হইল। ১১ সেই স্ফোটক প্রযুক্ত মন্ত্রবে-
ত্তাদের ও সমস্ত মিস্রীয়ের গাত্রে স্ফোটক জন্মিল। ১২ আর সদাপ্রভু
ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন; তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ
করিলেন না, যেমন সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন। ১৩ পরে সদাপ্র-
ভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রত্যুষে উঠিয়া ফরৌণের সম্মুখে দাঁড়াই-
য়া তাহাকে এই কথা বলিও, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা
কহেন, আমার সেবা করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও;
১৪ নতুবা এই বার আমি রমার হৃদয়ের বিরুদ্ধে এবং তোমার দাসগ-
ণের ও প্রজাদের মধ্যে আমার সর্ব্বপ্রকার আঘাত প্রেরণ করিব;
যেন তুমি জানিতে পার, সমস্ত পৃথিবীতে আমার তুল্য কেহই নাই।
১৫ কেননা এতদিন আমি আপন হস্ত ভইসটার করিয়া মহামারী দ্বারা
তোমাকে ও তোমার প্রজাদিগকে আঘাত করিতে পারতাম; তাহা
করিলে তুমি পৃথিবী হইতে উচ্ছিন্ন হইতে। ১৬ কিন্তু বাস্তবিক আমি এই
জন্যই তোমাকে স্থাপন করিয়াছি, যেন আমার প্রভাব তোমাকে দে-
খাই ও সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত হয়। ১৭ এখনও তুমি
আমার প্রজাগণের উপর দর্প করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে চা-
হিতেছ না। ১৮ দেখ, মিসরের পত্তনাবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাদৃশ কখন হয়
নাই, এমন অতিশয় ভারী শিলাবৃষ্টি আমি কল্য এই সময়ে বর্ষাইব।
১৯ অতএব তুমি এমন লোক পাঠাইয়া ক্ষেত্রে তোমার পশু ও আর
যাহা কিছু আছে, সে সকল ত্বরায় আনাও; যে মনুষ্য ও পশু গৃহমধ্যে
আনীত না হইয়া ক্ষেত্রে থাকিবে, তাঁহাদের উপরে শিলাবৃষ্টি হইবে,
আর তাহারা মরিবে। ২০ তখন ফরৌণ দাসগণের মধ্যে যে কেহ সদা-
প্রভুর বাক্যে ভীত হইল, সে শীঘ্র আপন দাস ও পশুদিগকে গৃহমধ্যে
আনিল; ২১ আর যে কেহ সদাপ্রভুর বাক্যে মনোযোগ করিল না, সে
আপন দাস ও পশুদিগকে ক্ষেত্রে থাকিতে দিল। ২২ পরে সদাপ্রভু
মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিকে আপন হস্ত বিস্তার কর,
তাহাতে মিসর দেশের সর্ব্বত্র শিলাবৃষ্টি হইবে, মিসর দেশের মনুষ্য,
পশু ও ক্ষেতস্থ সমস্ত ওষধির উপরে তাহা হইবে। ২৩ পরে মোশি
আপন যষ্টি আকাশের দিকে বিস্তার করিলে সদাপ্রভু মেঘগর্জ্জন
করাইলেন, ও শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন, এবং অগ্নি ভূমির উপরে বেগে
আসিয়া পড়িল; এইরূপে সদাপ্রভু মিসর দেশে শিলাবৃষ্টি বর্ষাইলেন।
২৪ তাহাতে শিলা এবং শিলার সহিত মিশ্রিত অগ্নিবৃষ্টিও হওয়াতে তা-
হা অতি দুঃসহ হইল; এরূপ শিলাবৃষ্টি মিসর দেশে রাজ্য স্থাপনাবধি
কখনও হয় নাই। ২৫ তাহাতে সমস্ত মিসর দেশের ক্ষেত্রস্থ মনুষ্য ও
পশু সকলই শিলা দ্বারা আহত হইল, ও ক্ষেত্রের সমস্ত ওষধি শিলা-
বৃষ্টি দ্বারা আহত হইল, আর ক্ষেত্রের সমস্ত বৃক্ষ ভগ্ন হইল। ২৬ কেবল
ইস্রায়েল-সন্তানদের বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হইল না।
২৭ পরে ফরৌণ লোক পাঠাইয়া মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহি-
লেন, এইবার আমি পাপ করিয়াছি; সদাপ্রভু ধর্ম্মময়, কিন্তু আমি ও
আমার প্রজারা দোষী। ২৮ তোমরা সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর; দেব-
গর্জ্জন ও শিলাবৃষ্টি যথেষ্ট হইয়াছে? আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া
দিব, তোমাদের আর বিলম্ব হইবে না। ২৯ তখন মোশি তাঁহাকে কহি-
লেন, আমি নগর হইতে বাহিরে গিয়াই সদাপ্রভুর দিকে অঞ্জলি বি-
স্তার করিব, তাহাতে মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত হইবে ও শিলাবৃষ্টি আর হইবে
না, যেন আপনি জানিতে পারেন যে, পৃথিবী সদাপ্রভুরই। ৩০ কিন্তু
আমি জানি, আপনি ও আপনার দাসগণ, আপনারা এখনও সদাপ্র-
ভু ঈশ্বর হইতে ভীত হইবেন না। ৩১ তৎকালে মসিনা ও যব সকলই
আহত হইল, কেননা যব শীষযুক্ত ও মসিনা পুষ্পিত হইয়াছিল।
৩২ কিন্তু গোম ও জনার বড় না হওয়াতে আহত হইল না। ৩৩ পরে মো-
শি ফরৌণের নিকট হইতে নগরের বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর দিকে
অঞ্জলি বিস্তার করিলেন, তাহাতে মেঘগর্জ্জন ও শিলাপতন নিবৃত্ত
হইল, এবং ভূমিতে আর জলধারা বর্ষিল না। ৩৪ তখন বৃষ্টি, শিলা-
পাত ও মেঘগর্জ্জন নিবৃত্ত দেখিয়া ফরৌণ আরও পাপ করিলেন,
তিনি ও তাঁহার দাসগণ আপন আপন হৃদয় ভারী করিলেন। ৩৫ আর
ফরৌণের হৃদয় কঠিন হওয়াতে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে যাইতে
দিলেন না; যেমন সদাপ্রভু মোশি দ্বারা বলিয়াছিলেন।

অষ্টম ও নবম আঘাত

১০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ফরৌণের নিকটে
যাও; কেননা আমি তাহার ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী
করিলাম, যেন আমি তাহাদের মধ্যে আমার এই সকল চিহ্ন প্রদর্শন
করি, ২ এবং আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছি, ও তাঁহা-
দের মধ্যে আমার যে যে চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত যেন তু-
মি আপন পুত্রের ও পৌত্রের কর্ণগোচরে বল, এবং আমি সদাপ্রভু,
ইহা তোমরা জ্ঞাত হও। ৩ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের নিকটে
গিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু, ইব্রীয়দের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তুমি
আমার সম্মুখে নম্র হইতে কত কাল অসম্মত থাকিবে? আমার সেবা
করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও।
৪ কিন্তু যদি আমার প্রজাদিগকে ছড়িয়া দিতে অসম্মত হওঁ, তবে
দেখ, আমি কল্য তোমার সীমাতে পঙ্গপাল আনিব। ৫ তাহারা ভূতল
এমন আচ্ছন্ন করিবে যে, কেহ ভূমি দেখিতে পাইবে না; এবং শিলা-
বৃষ্টি হইতে রক্ষিত ও অবশিষ্ট তোমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা তা-
হারা খাইয়া ফেলিবে, এবং ক্ষেত্রোৎপন্ন তোমাদের বৃক্ষ সকলও খা-
ইবে। ৬ আর তোমার গৃহ ও তোমার দাসের গৃহ ও সমস্ত মিস্রীয় লো-
কের গৃহ সকল পরিপূর্ণ হইবে; পৃথিবীতে তোমার পিতৃপুরুষদের ও
তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের জন্মাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তদ্রূপ দেখা যায়
নাই। তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গে-
লেন। ৭ আর ফরৌণের দাসগণ তাঁহাকে কহিল, এ ব্যেক্তি কত কাল
আমাদের ফাঁদ হইয়া থাকিবে? এই লোকদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কর-
ণার্থে ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিউন; আপনি কি এখনও বুঝিতেছেন না
যে, মিসর দেশ ছারখার হইল? ৮ তখন মোশি ও হারোণ ফরৌণের
নিকটে পুনর্ব্বার আনীত হইলেন; আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
যাও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর গিয়া; কিন্তু কে কে যাই-
বে? ৯ মোশি কহিলেন, আমরা আমাদের শিশু ও বৃদ্ধদিগকে, আমা-
দের পুত্রকন্যাগণকে এবং গোমেষাদি পালও সঙ্গে লইয়া যাইব, কে-
ননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে আমাদের উৎসব করিতে হইবে। ১০ তখন
ফরৌণ তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদের সেইরূপ সহবর্ত্তী
হউন, যেরূপে আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের শিশুগণকে ছাড়িয়া
দিব; দেখ, অনিষ্ট তোমাদের সম্মুখে। ১১ তাহা হইবে না; তোমাদের
পুরুষেরা গিয়া সদাপ্রভুর সেবা করুক; কারণ তোমরা ত ইহাই চাহি-
তেছ। পরে তাঁহারা ফরৌণের সম্মুখ হইতে দূরীকৃত হইলেন। ১২ পরে
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি মসর দেশের উপরে পঙ্গপালের
জন্য হস্ত বিস্তার কর, তাহাতে তাহারা মিসর দেশে আদিয়া ভূমির
সমস্ত ওষধি খাইবে, শিলাবৃষ্টি যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছে, সকলই
খাইবে। ১৩ তখন মোশি মিসর দেশের উপরে আপন যষ্টি বিস্তার
করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি দেশে পূর্ব্বীয়
বায়ু বহাইলেন; আর প্রাতঃকাল হইলে পূর্ব্বীয় বায়ু পঙ্গপাল উঠাইয়া
আনিল। ১৪ তাহাতে সমুদয় মিসর দেশের উপরে পঙ্গপাল ব্যাপ্ত
হইল; ও মিসরের সমস্ত সীমাতে পঙ্গপাল পড়িল। তাহা অত্যন্ত ভা-
য়ানক হইল; তদ্রূপ পঙ্গপাল পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, এবং পরেও
কখনও হইবে না। ১৫ তাহারা সমস্ত ভূমিতল আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে

দেশ অন্ধকার হইল, এবং ভূমির যে ওষধি ও বৃক্ষাদির যে ফল শি-
লাবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সে সমস্ত তাহারা খাইয়া ফেলিল;
সমস্ত মিসর দেশে বৃক্ষ বা ক্ষেত্রের ওষধি, হরিদ্বর্ণ কিছুই রহিল না।
১৬ তখন ফরৌণ সত্বর মোশি ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, আমি
তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তোমাদের বিরুদ্ধে পাপ করি-
য়াছি। ১৭ বিনয় করি, কেবল এই বার আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং
আমা হইতে এই কালসরুপকে দূর করিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর
সদাপ্রভুর কাছে বিনতি কর। ১৮ তখন তিনি ফরৌণের নিকট হইতে
বাহিরে গিয়া সদাপ্রভুর কাছে বিনতি করিলেন; ১৯ আর সদাপ্রভু
অতি প্রবল পশ্চিম বায়ু আনিলেন; তাহা পঙ্গপালদিগকে উঠাইয়া
লইয়া সূফসাগরে তাড়াইয়া দিল, তাহাতে মিসরের সমস্ত সীমাতে
একটাও পঙ্গপাল থাকিল না। ২০ কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয়
কঠিন করিলেন, আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন
না। ২১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আকাশের দিকে হস্ত
বিস্তার কর; তাহাতে মিসর দেশে অন্ধকার হইবে, ও সেই অন্ধকার
স্পর্শনীয় হইবে। ২২ পরে মোশি আকাশের দিকে হস্ত বিস্তার করিলে
তিন দিন পর্য্যন্ত সমস্ত মিসর দেশে গাঢ় অন্ধকার হইল। ২৩ তিন দিন
পর্য্যন্ত কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না, এবং কেহ আপন স্থান হই-
তে উঠিল না; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তান সকলের নিমিত্তে তাহাদের বাস-
স্থানে আলো ছিল। ২৪ তখন ফরৌণ মোশিকে ডাকাইয়া কহিলেন,
যাও, সদাপ্রভুর সেবা কর গিয়া; কেবল তোমাদের মেষপাল ও গো-
পাল থাকুক; তোমাদের শিশুগণও তোমাদের সঙ্গে যাউক। ২৫ মোশি
কহিলেন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসর্গ করণার্থে
আমাদের হস্তে বলি ও হোমদ্রব্য সমর্পণ করা আপনার কর্ত্তব্য।
২৬ আমাদের সহিত আমাদের পশুগণও যাইবে, একটী খুরও অবশি-
ষ্ট থাকিবে না; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবার্থে তাঁহাদের
মধ্য হইতে বলি লইতে হইবে এবং কি কি দিয়া সদাপ্রভুর সেবা
করিব, তাহা সে স্থানে উপস্থিত না হইলে আমরা জানিতে পারি না।
২৭ কিন্তু সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি তাহা-
দিগকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না। ২৮ তখন ফরৌণ তাঁহাকে
কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; সাবধান, আমার মুখ আর
কখনও দেখিও না; কেননা যে দিন আমার মুখ দেখিবে, সেই দিন
মরিবে। ২৯ মোশি কহিলেন, ভালই বলিয়াছেন, আমি আপনার মুখ
আর কখনও দেখিব না।

১১ আর সদাপ্রভু মোশিকে বলিলেন, আমি ফরৌণের ও মিস-
রের উপরে আর এক উৎপাত আনিব, তৎপরে সে তোমাদি-
গকে এ স্থান হইতে ছাড়িয়া দিবে, এবং ছাড়িয়া দিবার সময়ে তোমা-
দিগকে নিশ্চয়ই এখান জইতে একেবারে তাড়াইয়া দিবে। ২ তুমি
লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতি-
বাসী হইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী হইতে রৌপ্যা-
লঙ্কার ও স্বর্ণালঙ্কার চাহিয়া লউক। ৩ আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টি-
তে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন। আবার মিসর দেশে মো-
শি ফরৌণের দাসদের ও প্রজাদের দৃষ্টিতে অতি মহান্ ব্যক্তি হইয়া
উঠিলেন।
৪ মোশি আরও কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি অর্দ্ধরা-
ত্রে মিসরের মধ্য দিয়া গমন করিব। ৫ তাহাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট
ফরৌণের প্রথমজাত অবধি যাঁতা পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত
পর্য্যন্ত মিসর দেশস্থিত সকল প্রথমজাত মরিবে। ৬ আর যাদৃশ কখ-
নও হয় নাই ও হইবে না, সমস্ত মিসর দেশে এমন মহাক্রন্দন হইবে।
৭ কিন্তু সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের মধ্যে মনুষ্যের কি পশুর বিরুদ্ধে
একটা কুকুরও জিহ্বা দোলাইবে না, যেন আপনারা জানিতে পারেন
যে, সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগেতে ও ইস্রায়েলে প্রভেদ করেন। ৮ আর
আপনারা এই দাসেরা সকলে আমার নিকটে নামিয়া আসিবে, ও প্র-
ণিপাত করিয়া আমকে বলিবে, তুমি ও তোমার অনুগামী সকল প্র-
জা বাহির হও; তাহার পর আমি বাহির হইব। তখন তিনি মহা ক্রোধ-
ভরে ফরৌণের নিকট হইতে বাহিরে গেলেন। ৯ আর সদাপ্রভু মোশি-
কে বলিয়াছিলেন, ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না,
যেন মিসর দেশে আমার অদ্ভুত লক্ষণ বহুসংখ্যক হয়। ১০ ফলে মো-
শি ও হারোণ ফরৌণের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছি-
লেন; আর সদাপ্রভু ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, আর তিনি
আপন দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিলেন না।

নিস্তারপর্ব্ব স্থাপন। ঈশ্বরীয় দশম আঘাত।

১২ আর মিসর দেশে সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন,
২ এই মাস তোমাদের আদি মাস হইবে; বৎসরের সকল মা-
সের মধ্যে প্রথম হইবে। ৩ সমস্ত ইস্রায়েল-মন্ডলীকে এই কথা বল,
তোমরা এই মাসের দশম দিনে তোমাদের পিতৃকুলানুসারে প্রত্যেক
গৃহস্থ এক এক বাটীর জন্য এক একটি মেষশাবক লইবে।
৪ আর মেষশাবক ভোজন করিতে যদি কাহারও পরিজন অল্প হয়,
তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসী প্রানিগনের সংখ্যানুসা-
রে একটি মেষশাবক লইবে। তোমরা এক এক জনের ভোজনশক্তি
অনুসারে মেষশাবকের জন্য গণনা করিবে। ৫ তোমাদের সেই শাবক-
টি নির্দ্দোষ ও প্রথম বৎসরের পুংশাবক হইবে; তোমরা মেষপালের
কিম্বা ছাগপালের মধ্য হইতে তাহা লইবে; ৬ আর এই মাসের চতুর্দ্দশ
দিন পর্য্যন্ত রাখিবে; পরে ইস্রায়েল-মন্ডলীর সমস্ত সমাজ সন্ধ্যাকালে
সেই শাবকটি হনন করিবে। ৭ আর তাহারা তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লই-
বে, এবং যে যে গৃহমধ্যে মেষশাবক ভোজন করিবে, সেই সেই গৃহের
দ্বারের দুই বাজুতে ও কপালীতে তাহা লেপিয়া দিবে। ৮ পরে সেই রা-
ত্রিতে তাহার মাংস ভোজন করিবে; অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাড়ীশূন্য
রুটি ও তিক্ত শাকের সহিত তাহা ভোজন করিবে। ৯ রোমরা তাহার
মাংস কাঁচা কিম্বা জলে সিদ্ধ ক্রিয়া খাইও না, কিন্তু অগ্নিতে দগ্ধ
করিও; তাহার মুণ্ড, জঙ্ঘা ও অন্তরস্থ ভাগ। ১০ আর প্রাতঃকাল পর্য্য-
ন্ত তাহার কিছুই রাখিও না; কিন্তু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যাহা অবশিষ্ট
থাকে, তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেলিও। ১১ আর তোমরা এইরূপে
তাহা ভোজন করিবে; কটিবন্ধন করিবে, চরণে পাদুকা দিবে, জোস-
তে যষ্টি লইবে ও ত্বরানিত হইয়া তাহা ভোজন করিবে; ইহা সদাপ্রভুর
নিস্তারপর্ব্ব। ১২ কেননা সেই রাত্রিতে আমি মিসর দেশের মধ্য দিয়া
যাইব, এবং মিসর দেশস্থ মনুষ্যের ও পশুর যাবতীয় প্রথমজাতকে
আঘাত করিব, এবং মিসরের যাবতীয় দেবের বিচার ক্রিয়া দণ্ড দিব;
আমিই সদাপ্রভু। ১৩ অতএব তোমরা যে যে গৃহে থাক, তোমাদের
পক্ষে ঐ রক্ত চিহ্নসরূপে সেই সেই গৃহের উপরে থাকিবে; তাহাতে
আমি যখন মিসর দেশকে আঘাত করিব, তখন সেই তক্ত দেখিলে
তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রে যাইব, সংহারের আঘাত রমাদের উপরে
পড়িবে না। ১৪ আর এই দিন তোমাদের স্মরণীয় হইবে, এবং তোমরা
এই দিনকে সদাপ্রভুর উৎসব বলিয়া পালন করিবে; পুরুষানুক্রমে
চিরস্থায়ী বিধিমতে এই উৎসব পালন করিবে। ১৫ রোমরা সাত দিন
তাড়ীশূন্য রুটি খাইবে; প্রথম দিনেই আপন আপন গৃহ হইতে তাড়ী
দূর করবে, কেননা যে কেহ প্রথম দিন হইতে সপ্তম দিন পর্য্যন্ত তাড়ী-
যুক্ত ভক্ষ্য খাইবে, সেই প্রাণী ইস্রায়েল হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ১৬ আর
প্রথম দিনে তোমাদের প্রবিত্র সভা হইবে, এবং সপ্তম দিনেও তোমা-
দের প্রবিত্র সভা হইবে; সেই দুই দিন প্রত্যেক প্রাণীর খাদ্য আয়ো-
জন ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না, কেবল সেই কর্ম্ম করিতে
পারিবে। ১৭ এইরূপে তোমরা তাড়ীশূন্য রুটীর পর্ব্ব পালন করিবে,
কেননা এই দিনে আমি তোমাদের বাহিনীদিগকে মিসর দেশ হইতে
বাহির করিয়া আনিলাম; অতএব রোমরা পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী বি-
ধিমতে এই দিন পালন করিবে। ১৮ তোমরা প্রথম মাসের চতুর্দ্দশ দি-
নের সন্ধ্যাকাল হইতে একবিংশ দিনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাড়ীশূন্য

রুটী ভোজন করিও। ১৯ সাত দিন তোমাদের গৃহে যেন তাড়ীর লেশ
না থাকে; কেননা কি প্রবাসী কি দেশজাত, যে কোন প্রাণী তাড়ীমি-
শ্রিত দ্রব্য খাইবে, সে ইস্রায়েল-মন্ডলী হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ২০ তোম-
রা তাড়ীযুক্ত কোন দ্রব্য খাইও না; রোমরা আপনাদের সমস্ত বাসস্থা-
নে তাড়ীশূন্য রুটী খাইও। ২১ তখন মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনব-
র্গকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা আপন আপন গোষ্ঠী অনুসারে এই
একটি মেষশাবক বাহির করিয়া লও, নিস্তারপর্ব্বীয় বলি হনন কর।
২২ আর একটি এসোব লইয়া ডাবরে স্থিত রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের
কপালীতে ও দুই বাজুতে ডাবরে স্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিবে,
এবং প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইবে না।
২৩ কেননা সদাপ্রভু মিস্রীয়দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদের
নিকট দিয়া গমন করিবেন, তাহাতে দ্বারের কপালীতেও দুই বাজুতে
সেই রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দবার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমা-
দের গৃহে সংহারকর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না।
২৪ আর তোমরা ও যুগানুক্রমে তোমাদের সন্তানেরা বিধি বলিয়া এই
রীতি পালন করিবে। ২৫ আর সদাপ্রভু আপন প্রতিজ্ঞানুসারে তোমা-
দিগকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখনও এই
সেবার অনুষ্ঠান করিবে। ২৬ আর তোমাদের সন্তানগণ যখন তোমা-
দিগকে বলিবে, তোমাদের এই সেবার তাৎপর্য্য কি? ২৭ তোমরা কহি-
বে, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্বীয় যজ্ঞ, মিস্রীয়দিগকে
আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিসরে ইস্রায়েল-সন্তানদের গৃহ সকল
ছড়িয়া অগ্রে গিয়াছিলেন, আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন
লোকেরা মস্তক নমনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিল। ২৮ পরে ইস্রায়েল-
সন্তানেরা গিয়া, সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন, সেইরূপ করিল। ২৯ পরে অর্দ্ধরাত্রে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু
সিংহাসনে উপবিষ্ট ফরৌণের প্রথমজাত সন্তান অবধি কারাকূপস্থ
বন্দির প্রথমজাত সন্তান পর্য্যন্ত মিসর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তা-
নকে ও পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকে নিহনন করিলেন। ৩০ তাহা-
তে ফরৌণ ও তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিস্রীয় লোক রাত্রিতে
উঠিল, এবং মিসরে মহাক্রন্দন হইল; কেননা যে ঘরে কেহ মরে নাই,
এমন ঘরই ছিল না। ৩১ তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোণ-
কে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে লইয়া
আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমরা যাও, তোমাদের
কথানুসারে সদাপ্রভুর সেবা কর গিয়া। ৩২ তোমাদের কথানুসারে মে-
ষপাল ও গোপাল সকল সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাও, এবং আমাকেও
আশীর্ব্বাদ কর। ৩৩ তখন লোকদিগকে শীঘ্র দেশ হইতে বিদায় কর-
ণার্থে মিস্রীয়েরা ব্যগ্র হইল; কেননা তাহারা কহিল, আমরা সকলে
মারা পড়িলাম। ৩৪ তাহাতে ময়দার তালে তাড়ী মিশাইবার পূর্ব্বে লো-
কেরা তাহা লইয়া কাঠুয়া সকল আপন আপন বস্ত্রে বাঁধিয়া স্কন্ধে
করিল ৩৫ আর ইস্রায়েল- সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য্য
করিল; ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও
বস্ত্র চাহিল; ৩৬ আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ-
পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে তা-
হাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।

মিসর হইতে ইস্রায়েলীয়দের যাত্রা ।

৩৭ তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা বালক ছাড়া কমবেশ ছয় লক্ষ পদা-
তিক পুরুষ রামিষেষ হইতে সুক্কোতে যাত্রা করিল। ৩৮ আর তাঁহাদের
সহিত মিশ্রিত লোকদের মহাজনতা এবং মেষ ও গো, অতি বিস্তর
পশু প্রস্থান করিল। ৩৯ পরে তাহারা মিসর হইতে আনীত ছানা ময়-
দার তাল দিয়া তাড়ীশূন্য পিষ্টক প্রস্তুত করিল, কেননা তাহাতে তাড়ী
মিশান হয় নাই, কারণ তাহারা মিসর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সুত-
রাং বিলম্ব করিতে না পারাতে আপনাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত
করে নাই।

৪০ ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস
করিয়াছিল।

৪১ সেই চারি শত ত্রিশ বৎসরের শেষে, ঐ দিনে, সদাপ্রভুর সমস্ত
বাহিনী মিসর দেশ হইতে বাহির হইল।

৪২ মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনা হেতু এ সদা-
প্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয় রাত্রি। সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানের পুরু-
ষানুক্রমে এই রাত্রি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতীব পালনীয়।

৪৩ আর সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে কহিলেন, নিস্তারপর্ব্বীয়
বলির বিধি এই; অন্য জাতীয় কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না।

৪৪ কিন্তু কোন ব্যক্তির যে দাস রৌপ্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছে, সে যদি
ছিন্নত্বক হয়, তবে খাইতে পাইবে।

৪৫ প্রবাসী কিম্বা বেতনজীবী তাহা খাইতে পাইবে না।

৪৬ তোমরা এক গৃহমধ্যে তাহা ভোজন করিও; সেই মাংসের কইছি
গৃহের বাহিরে লইয়া যাইও না; এবং তাহার এক অস্থিও ভগ্ন করিও
না।

৪৭ সমস্ত ইস্রায়েল-মন্ডলী ইহা পালন করিবে।

৪৮ আর তোমার সহিত প্রবাসী কোন বিদেশী লোক যদি সদাপ্রভুর
উদ্দেশে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিতে চাহে, তবে সে নিজ পুরুষ পরি-
বারের সহিত ছিন্নত্বক হইয়া ইহা পালনার্থে আগমন করুক, সে দেশ-
জাত লোকের তুল্য হইবে; কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক কোন লোক তাহা ভো-
জন করিবে না।

৪৯ দেশজাত লোকের নিমিত্তে ও তোমাদের মধ্যে প্রবাসকারী বি-
দেশী লোকের নিমিত্তে একই বিধি হইবে। ৫০ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান
সেইরূপ করিল, সদাপ্রভু মোশি ও হারোণকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছি-
লেন, তদনুদারেই করিল। ৫১ এইরূপে সদাপ্রভু সেই দিন বাহিনীক্রমে
ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

১৩ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ ইস্রায়েল-সন্তানদের
মধ্যে মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হুক, গর্ভ উন্মোচক সমস্ত প্রথ-
মজাত ফল আমার উদ্দেশে পবিত্র কর; তাহা আমারই। ৩ আর মো-
শি তাহাদিগকে কহিলেন, এই দিন স্মরণে রাখিও, যে দিনে তোমরা
মিসর হইতে , দাসগৃহ হইতে, বহির্গত হইলে, কারণ সদাপ্রভু পরাক্রা-
ন্ত হস্ত দ্বারা তথা হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিলেন; কোন
তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য খাওয়া হইবে না।
৪ আবীব মাসের এই দিনে তোমরা বাহির হইলে। ৫ আর কনানীয়,
হিত্তীয়, ইমোরীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়ের যে দেশ তোমাকে দিতে সদা-
প্রভু তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দুগ্ধমধুপ্র-
বাহী দেশে জখন তিনি তোমাকে আনিবেন, তখন তুমি এই মাসে এই
সেবার অনুষ্ঠান করিবে। ৬ সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটি খাইও, ও সপ্তম
দিনে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব করিও। ৭ সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য
রুটি খাইতে হইবে, তোমার নিকটে তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্য দৃষ্ট না হউক,
তোমার সমস্ত সীমার মধ্যে তাড়ী দৃষ্ট না হউক। ৮ সেই দিনে তুমি
আপন পুত্রকে ইহা জ্ঞাত করিও, মিসর হইতে আমার বাহির হইবার
সময়ে সদাপ্রভু আমার প্রতি যাহা করিলেন, ইহা সেই জন্য। ৯ আর
ইহা চিহ্নের জন্য তোমার হস্তে ও স্মরণের জন্য তোমার দুই চক্ষুর
মধ্যস্থানে থাকিবে; যেন সদাপ্রভুর ব্যবস্থা তোমার মুখে থাকে, কেন-
না সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা মিসর হইতে তোমাকে বাহির করিয়া-
ছেন। ১০ অতএব তুমি বৎসর বৎসর যথাসময়ে এই বিধি পালন
করিবে। ১১ সদাপ্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে
যে দিব্য করিয়াছেন, তদনুসারে জখন কনানীয়দের দেশে প্রবেশ
করাইয়া তোমাকে সে দেশ দিবেন, ১২ তখন তুমি গর্ভ উন্মোচক সমস্ত
প্রথম ফল সদাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিবে; এবং তোমার পশুগ-
ণেরও সকল প্রথম গর্ভ ফলের মধ্যে পুংসন্তান সদাপ্রভুর হইবে।

১৩ আর গর্দ্দভের প্রত্যেক প্রথম ফলের মুক্তির জন্য তাহার পরিবর্ত্তে
মেষশাবক দিবে; যদি মুক্ত না কর, তবে তাহার গলা ভাঙ্গিবে; তো-
মার পুত্রগণের মধ্যে মনুষ্যের প্রথমজাত সকলকে মুক্ত করিতে হই-
বে। ১৪ আর তোমার পুত্র ভাবিকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি-
বে, এ কি? তুমি বলিবে, সদাপ্রভু পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা আমাদিগকে
মিসর হইতে, দাস-গৃহ হইতে, বাহির করিলেন। ১৫ তৎকালে ফরৌণ
আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার বিষয়ে নিষ্ঠুর হইলে সদাপ্রভু মিসর দে-
শে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মনুষ্যের প্রথমজাত ও পশুর প্রথম-
জাত ফল সকলকে বধ করিলেন, এই নিমিত্তে আমি গর্ভ উন্মোচক
পুংসন্তান সকলকে সদাপ্রভুর উদ্দেশে বলিদান করি, কিন্তু আমার
প্রথমজাত পুত্র সকলকে মুক্ত করি। ১৬ ইহা চিহ্ন স্বরূপ তোমার হস্তে
ও ভূষণস্বরূপ তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে, কেননা সদাপ্রভু
পরাক্রান্ত হস্ত দ্বারা আমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া
আনিলেন। ১৭ আর ফরৌণ লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলে, পলেস্টীয়-
দের দেশ দিয়া সোজা পথ থাকিলেও ঈশ্বর সেই পথে তাহাদিগকে
চালাইলেন না, কেননা ঈশ্বর কহিলেন, যুদ্ধ দেখিলে পাছে লোকেরা
অনুতাপ করিয়া মিসরে ফিরিয়া যায়। ১৮ অতএব ঈশ্বর লোকদিগকে
সূফসাগরের প্রান্তরময় পথ দিয়া গমন কারাইলেন; আর ইস্রায়েল-
সন্তানের সসজ্জ হইয়া মিসর দেশ হইতেজাত্রা করিল। ১৯ আর মোশি
যোষেফের অস্থি আপনার সঙ্গে লইলেন, কেননা তিনি ইস্রায়েল-
সন্তানদিগকে দৃঢ় দিব্য করাইয়া বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর অবশ্য তোমা-
দের তত্ত্বাবধান করিবেন, আর তোমরা আপনাদের সঙ্গে আমার
অস্থি এ স্থান হইতে লইয়া যাইবে। ২০ পরে তাহারা সুক্কোৎ হইতে যাত্রা
করিয়া প্রান্তরের প্রান্তে স্থিত এথমে শিবির স্থাপন করিল। ২১ আর
সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখিবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে
দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গমন
করিতেন, যেন তাহারা দিবারাত্র গমন করিতে পারে। ২২ লোকদের
সম্মুখ হইতে দিবাতে মেঘস্তম্ভ ও রাত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ স্থানান্তর হইত না।
১৪ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগ-
কে বল, ২ তোমরা ফির, পী-হহীরোতের অগ্রে মিগ্‌দোলের ও
সমুদ্রের মধ্যস্থলে বাল্‌সফোনের অগ্রে শিবির স্থাপন কর। ৩ তাহাতে
ফরৌণ ইস্রায়েল-সন্তানদের বিষয়ে কহিবে, তাহারা দেশের মধ্যে
অবরুদ্ধ হইল, প্রান্তরে তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিল।
৪ আর আমি ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিব, আর সে তোমাদের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে, এবং আমি ফরৌণ ও তাহার সমস্ত
সৈন্য দ্বারা গৌরবান্বিত হইব; আর মিস্রীয়েরা জানিতে পারিবে যে,
আমিই সদাপ্রভু। তখন তাহারা সেইরূপ করিল।

ফরৌণের সৈন্যসামন্তের বিনাশ।

৫ পরে লোকেরা পলাইয়াছে, মিসর-রাজকে এই সংবাদ দেওয়া
হইলে লোকদের বিষয়ে ফরৌণ ও তাহার দাসগণের অন্তঃকরণ বি-
কারপ্রাপ্ত হইল; তাঁহারা কহিলেন, আমরা এ কি করিলাম? আমাদের
দাসত্ব হইতে ইস্রায়েলকে কেন ছাড়িয়া দিলাম? ৬ তখন তিনি আপন
রথ প্রস্তুত করাইলেন, ও আপন লোকদিগকে সঙ্গে লইলেন। ৭ আর
মনোনীত ছয় শত রথ, এবং মিসরের সমস্ত রথ ও তৎসমুদয়ের উপ-
রে নিযুক্ত সেনানীদিগকে লইলেন। ৮ আর সদাপ্রভু মিসর-রাজ
ফরৌণের হৃদয় কঠিন করিলেন, তাহাতে তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন; তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা ঊর্দ্ধহস্তে
বহির্গমন করিতেছিল। ৯ আর মিস্রীয়েরা, ফরৌণের সকল অশ্ব ও
রথ, এবং তাহার অশ্বারূঢ়গণ ও সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইল; আর উহারা বাল্‌-সফোনের সম্মুখে পী-হহীরোতের
নিকটে সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপন করিলে তাহাদের নিকটে উপস্থিত
হইল। ১০ ফরৌণ যখন নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা
চক্ষু তুলিয়া চাহিল, আর দেখ, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মিস্রীয়েরা
আসিতেছে; তাই তাঁহারা অতিশয় ভীত হইল, আর ইস্রায়েল-সন্তানে-
রা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিল। ১১ আর তাঁহারা মোশিকে
কহিল, মিসরে কবর নাই বলিয়া তুমি কি আমাদিগকে লইয়া আসি-
লে, যেন আমরা প্রান্তরে মরিয়া যাই? তুমি আমাদের সহিত এ কেমন
ব্যবহার করিলে? কেন আমাদিগকে মিসর হইতে বাহির করিলে?
১২ আমরা কি মিসর দেশে তোমাকে এই কথা কহি নাই, আমাদিগকে
থাকিতে দেও, আমরা মিস্রীয়দের দাস্যকর্ম্ম করি? কেননা প্রান্তরে
মরণাপেক্ষা মিস্রীয়দের দাস্যকর্ম্ম করা আমাদের মঙ্গল। ১৩ তখন
মোশি তাহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না, সকলে স্থির হইয়া দাঁ-
ড়াও। সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করন, তাহা দেখ; কেননা
এই যে মিস্রীয়দিগকে অদ্য দেখিতেছ, ইহাদিগকে আর কখনই দে-
খিবে না। ১৪ সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তোমরা
নীরব থাকিবে। ১৫ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি কেন
আমার কাছে ক্রন্দন করিতেছও? ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে অগ্রসর
হতে বল। ১৬ আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বি-
স্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগ কর; তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক
পথ সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবে। ১৭ আর দেখ, আমিই মিস্রীয়দের হৃ-
দয় কঠিন করিব, তাহাতে তাহারা ইহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ করিবে,
এবং আমি ফরৌণের, তাহার সকল সৈন্যের, তাহার রথ সকলের ও
তাহার অশ্বারূঢ়গণের দ্বারা গৌরবান্বিত হইব। ১৮ আর ফরৌণ ও তার
রথ সকল ও তাহার অশ্বারূঢ়গণ দ্বারা আমার গৌরবলাভ হইলে মি-
স্রীয়েরা জানিতে পারিবে যে, আমিই সদাপ্রভু। ১৯ তখন ইস্রায়েলীয়
সৈন্যের অগ্রগামী ঈশ্বরের দূত সরিয়া গিয়া তাহাদের পশ্চাৎ গমন
করিলেন, এবং মেঘস্তম্ভ তাহাদের অগ্র হইতে সরিয়া গিয়া তাহাদের
পশ্চাৎ দাঁড়াইল; ২০ তাহা মিসরের শিবির ও ইস্রায়েলের শিবির, এই
উভয়ের মধ্যে আসিল; আর সেই মেঘ ও অন্ধকার থাকিল, তথাপি
উহা রাত্রিতে আলোক প্রদান করিল; এবং সমস্ত রাত্রি এক দল অন্য
দলের নিকটে আসিল না। ২১ মোশি সমুদ্রের উপরে আপন হস্ত বি-
স্তার করিলেন, তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি প্রবল পূর্ব্বীয় বায়ু
দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন, ও তাহা শুষ্ক ভূমি করিলেন, তাহাতে
জল দুই ভাগ হইল। ২২ আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে
প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীর স্বরূপ
হইল। ২৩ পরে মিস্রীয়েরা, ফরৌণের সকল অশ্ব ও রথ এবং অশ্বারু-
ঢ়গণ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ
করিল। ২৪ কিন্তু রাত্রির শেষ প্রহরে সদাপ্রভু অগ্নি ও মেঘস্তম্ভে থাকি-
য়া মিস্রীয়দের সৈন্যের উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন, ও মিস্রীয়দের সৈ-
ন্যকে উদ্বিগ্ন করিলেন। ২৫ আর তিনি তাহাদের রথের চক্র সরাইলেন,
তাহাতে তাহারা অতি কষ্টে রথ চালাইল; তখন মিস্রীয়েরা কহিল,
চল, আমরা ইস্রায়েলের সম্মুখ হইতে পলায়ন করি, কেননা সদাপ্রভু
তাহাদের পক্ষে মিস্রীয়দের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। ২৬ পরে সদাপ্র-
ভু মোশিকে কহিলেন, তুমি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর; তাহাতে
জল ফিরিয়া মিস্রীয়দের উপরে ও তাহাদের রথের উপরে ও অশ্বারু-
ঢ়দের উপরে আসিবে। ২৭ তখন মোশি সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার
করিলেন, আর প্রাতঃকাল হইতে না হইতে সমুদ্র পুনরায় সম্মান হই-
য়া গেল; তাহাতে মিস্রীয়েরা তাহার দিকে পলায়ন করিল; আর সদা-
প্রভু সমুদ্রের মধ্যে মিস্রীয়দিগকে ঠেলিয়া দিলেন। ২৮ জল ফিরিয়া
আসিল, ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহা-
তে ফরৌণের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া-
ছিল, তাহাদের এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। ২৯ কিন্তু ইস্রায়েল-
সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল, এবং তাহাদের দক্ষি-
ণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল। ৩০ এই রূপে সেই দিন সদাপ্রভু
মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে নিস্তার করিলেন ও ইস্রায়েল মি-
স্রীয়দিগকে সমুদ্রের ধারে মৃত দেখিল। ৩১ আর ইস্রায়েল মিস্রীয়দের

প্রতি কৃত সদাপ্রভুর মহৎ কর্ম্ম দেখিল; তাহাতে লোকেরা সদাপ্রভুকে
ভয় করিল, এবং সদাপ্রভুতে ও তাঁহার দাস মোশিতে বিশ্বাস করিল।

ইস্রায়েলের বিজয়-সঙ্গীত ।

১৫ তখন মোশি ও ইস্রায়েল-সন্তানেরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে এই
গীত গান করিলেন; তাঁহারা বলিলেন, আমি সদাপ্রভুর উদ্দে-
শে গান করিব; কেননা তিনি মহামহিমান্বিত হইলেন, তিনি অশ্ব ও
তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। ২ সদাপ্রভু আমার বল ও
গান, তিনি আমার পরিত্রাণ হইলেন; এই আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার
প্রশংসা করিব; আমার পৈতৃক ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিব।
৩ সদাপ্রভু যুদ্ধবীর; সদাপ্রভু তাঁহার নাম।
৪ তিনি ফরৌণের রথসমূহ ও সৈন্যদলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করি-
লেন; তাঁহার মনোনীত সেনানিগণ সুফসাগরে নিমগ্ন হইল। ৫ জলরা-
শি তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল; তাহারা অগাধ জলে প্রস্তরবৎ
তলাইয়া গেল। ৬ হে সদাপ্রভু, তোমার দক্ষিণ হস্ত বলে গৌরবান্বিত;
যে সদাপ্রভু, তোমার দক্ষিণ হস্ত শক্রচূর্নকারী। ৭ তুমি নিজ মহিমার
মহত্ত্বে, যাঁহারা তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে নিপাত করিয়া
থাক; তোমার প্রেরিত কোপাগ্নি নাড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ
করে। ৮ তোমার নাসিকার নিশ্বাসে জল রাশীকৃত হইল; স্রোত সকল
স্তূপের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল; সমুদ্র-গর্ভে জলরাশি ঘনীভূত হইল।
৯ শক্র বলিয়াছিল, আমি পশ্চাৎ ধাবিত হইব, উহাদের সঙ্গ ধরিব,
লুট বিভাগ করিয়া লইব; উহাদিগেতে আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে;
আমি খড়গ নিষ্কোষ করিব, আমার হস্ত উহাদিগকে বিনাশ করিবে।
১০ তুমি নিজ বায়ূ দ্বারা ফুঁ দিলে, সমুদ্র তাহাদিগকে আচ্ছাদন
করিল; তাহারা প্রবল জলে সীসাবৎ তলাইয়া গেল। ১১ হে সদাপ্রভু,
দেবগণের মধ্যে কে তোমার তুল্য? কে তোমার ন্যায় পবিত্রতায়
আদরণীয়, প্রশংসায় ভয়ার্হ আশ্চার্য্য ক্রিয়াকারী? ১২ তুমি আপন
দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলে, পৃথিবী উহাদিগকে গ্রাস করিল। ১৩ তুমি
যে লোকদিগকে মুক্ত করিয়াছ, তাহাদিগকে নিজ দয়াতে চালাই-
তেছ, তুমি নিজ পরাক্রমে তাহাদিগকে তোমার পবিত্র নিবাসে লইয়া
যাইতেছ । ১৪ জাতি সকল ইহা শুনিল, কম্পান্বিত হইল, পলেস্টিয়া-
বাসিগণ ব্যথাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ১৫ তখন ইদোমের দলপতগণ বি-
হ্বল হইল; মোয়াবের মেড়ারা কম্পগ্রস্ত হইল; কনান-নিবাসী সকলে
গলিয়া গেল। ১৬ ত্রাস ও আশঙ্ক তাঁহাদের উপরে পরিতেছে; তোমার
বাহুবলে তাহারা প্রস্তরবৎ স্তব্ধ হইয়া আছে; যাবৎ, হে সদাপ্রভু, তো-
মার প্রজাগণ উত্তীর্ন না হয়। ১৭ তুমি তাহাদিগকে লইয়া যাইবে,
আপন অধিকার-পর্ব্বতে রোপণ করিবে; হে সদাপ্রভু, তথায় তুমি
আপন নিবাসার্থ স্থান প্রস্তত করিয়াছ; হে প্রভু, তথায় তোমার হস্ত
ধর্ম্মধাম স্থাপন করিয়াছ। ১৮ সদাপ্রভু যুগে যুগে অনন্তকাল রাজত্ব
করবেন। ১৯ কেননা ফরৌণের অশ্বগণ তাঁহার রথ সকল ও অশ্বারো-
হীগণসহ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর সদাপ্রভু সমুদ্রের জল
তাঁহাদের উপরে ফিরাইয়া আনিলেন; কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক
পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল। ২০ পরে হারোণের ভগিনী মরি-
য়ম ভাববাদিনী হস্তে মৃদঙ্গ লইলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্য
স্ত্রীলোকেরা সকলে মৃদঙ্গ লইয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল।
২১ তখন মরিয়ম লোকদের কাছে এই ধুয়া গাইলেন,- তোমরা সদাপ্র-
ভুর উদ্দেশে গান কর; কেননা তিনি মহামহিমান্বিত হইলেন, তিনি
অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন।

ঈশ্বর প্রান্তরে খাদ্য ও পেয় যোগান ।

২২ আর মোশি ইসরায়েলকে সুফসাগর হইতে অগ্রে চালাইলেন,
তাহাতে তাহারা শূর প্রান্তরে গমন করিল; আর তিন দিন প্রান্তরে যা-
ইতে যাইতে জল পাইল না। ২৩ পরে তাহারা মারাতে উপস্থিত হইল,
কিন্তু মারার জল পান করিতে পারিল না, কারণ সেই জল তিক্ত; এই
জন্য তাঁহার নাম মারা [তিক্ততা] রাখা হইল। ২৪ তখন লোকেরা মো-
শির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল, আমরা কি পান করিব? ২৫ তাহা-
তে তিনি সদাপ্রভুর উদ্দেশে ক্রন্দন করিলেন, আর সদাপ্রভু তাঁহাকে
একটা গাছ দেখাইলেন; তিনি তাহা লইয়া জলে নিক্ষেপ করিলে
জল মিষ্ট হইল। সেই স্থানে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের নিমিত্ত বিধি ও শা-
সন নিরূপণ করিলেন, এবং তাহার পরীক্ষা লইলেন, ২৬ আর কহি-
লেন, তুমি যদি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ কর, তাঁহার
দৃষ্টিতে যাহা ন্যায্য তাহাই কর, তাঁহার আজ্ঞাতে কর্ণ দেও, ও তাহর
বিধি সকল পালন কর, তবে আমি মিস্ত্রীয়দিগকে যে সকল রোগে
আক্রান্ত করিলাম, সেই সকলেতে তোমাকে আক্রমণ করিতে দিব
না; কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী। ২৭ পরে তাহারা
এলীমে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে জলের বারটি উনুই ও সত্তরটি
খর্জ্জূরবৃক্ষ ছিল; তাহারা সেই স্থানে জলের নিকটে শিবির স্থাপন
করিল।

১৬ পরে তাহারা এলীম হইতে যাত্রা করিল। আর মিসর দেশ
হইতে প্রস্থান করিবার পর দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিনে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তরে উপস্থিত হইল, তাহা
এলীমের ও সীনয়ের মধ্যবর্ত্তী। ২ তখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত
মণ্ডলী মোশির ও হারোণের বিরুদ্ধে প্রান্তরে বচসা করিল; ৩ আর
ইস্রায়েল-সন্তানেরা তাঁহাদিগকে কহিল, হায়, হায় আমরা মিসর দে-
শে সদাপ্রভুর হস্তে কেন মরি নাই? তখন মাংসের হাঁড়ীর কাছে বসি-
তাম, তৃপ্তি পর্য্যন্ত রুটি ভোজন করিতাম, তোমরা ত এই সমস্ত সমা-
জকে ক্ষুধায় মারিয়া ফেলিতে আমাদিগকে বাহির করিয়া এই প্রান্ত-
রে আনিয়াছ।
৪ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাদের নিমিত্ত
স্বর্গ হইতে খাদ্য দ্রব্য বর্ষণ করিব; লোকেরা বাহিরে গিয়া প্রতিদিন
দিনের খাদ্য কুড়াইবে; যেন আমি তাঁহাদের এই পরীক্ষা লই যে, তা-
হারা আমার ব্যবস্থাতে চলিবে কি না। ৫ ষষ্ঠ দিনে তাহারা যাহা আনি-
বে, তাহা প্রস্তুত করিলে প্রতিদিন যাহা কুড়ায়, তাঁহার দ্বিগুণ হইবে।
৬ পরে মোশি ও হারোণ সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তানকে কহিলেন, সায়ং-
কাল হইলে তোমরা জানিবে যে, সদাপ্রভু তোমাদিগকে মিসর দেশ
হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৭ আর প্রাতঃকাল হইলে তোমরা
সদাপ্রভুর প্রতাপ দেখিতে পাইবে, কেননা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে যে বচ-
সা, তাহা তিনি শুনিয়াছেন। আমরা কে যে, তোমরা আমাদের বিরু-
দ্ধে বচসা কর? ৮ পরে মোশি কহিলেন, সদাপ্রভু সায়ংকালে ভোজ-
নার্থে তোমাদিগকে মাংস দিবেন, ও প্রাতঃকালে তৃপ্তি পর্য্যন্ত অন্ন দি-
বেন; সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে তোমরা যে বচসা করিতেছ, তাহা তিনি শু-
নিতেছেন; আমরা কে ? তোমরা যে বচসা করিতেছ, উহা আমাদের
বিরুদ্ধে নয়, সদাপ্রভুরি বিরুদ্ধে করা হইতেছে। ৯ পরে মোশি হারোণ-
কে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে বল, তোমরা
সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হও; কেননা তিনি তোমাদের বচসা শুনি-
য়াছেন। ১০ পরে হারোণ যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলীকে
ইহা কহিতেছিলেন, তখন তাহারা প্রান্তরের দিকে মুখ ফিরাইল; আর
দেখ, মেঘস্তম্ভের মধ্যে সদাপ্রভুর প্রতাপ দৃষ্ট হইল। ১১ আর সদাপ্রভু
মোশিকে কহিলেন, ১২ আমি ইস্রায়েল-সন্তানদের বচসা শুনিয়াছি;
তুমি তাঁহাদিগকে বল, সায়ংকালে তোমরা মাংস ভোজন করিবে, ও
প্রাতঃকালে অন্নে তৃপ্ত হইবে; তখন জানিতে পারিবে যে, আমি সদা-
প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। ১৩ পরে সন্ধ্যাকালে ভারুই পক্ষী উড়িয়া
আসিয়া শিবিরস্থান আচ্ছাদন করিল, এবং প্রাতঃকালে শিবিরের
চারিদিকে শিশির পড়িল। ১৪ পরে পতিত শিশির ঊর্দ্ধগত হইলে,
দেখ, ভূমিস্থিত নীহারের ন্যায় সরু বীজাকার সূক্ষ্ম বস্তুবিশেষ প্রান্ত-
রের উপরে পড়িয়া রহিল। ১৫ আর তাহা দেখিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণ
পরস্পর কহিল, উহা কি? কেননা তাহা কি, তাহারা জানিল না।

তখন মোশি কহিলেন, উহা সেই অন্ন, যাহা সদাপ্রভু তোমাদিগকে
আহারার্থে দিয়াছেন। ১৬ উহারই বিষয়ে সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়া-
ছেন, তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে তা-
হা কুড়াও; তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন তাম্বুতে স্থিত লোকদের
সংখ্যানুসারে এক এক জনের নিমিত্তে এক এক ওমর পরমাণে উহা
কুড়াও। ১৭ তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সেইরূপ করিল; কেহ অধিক,
কেহ অল্প কুড়াইল। ১৮ পরে ওমরে তাহা পরিমাণ করিলে, যে অধিক
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাঁহার অভাব হইল না; তাহারা প্রত্যেকে আপন
আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইয়াছিল। ১৯ আর মোশি কহি-
লেন, তোমরা কেহ প্রাতঃকালের জন্য ইহার কিছু রাখিও না।
২০ তথাপি কেহ কেহ মোশির কথা না মানিয়া প্রাতঃকালের নিমিত্তে
কিছু কিছু রাখিল, তখন তাহাতে কীট জন্মিল ও দুর্গন্ধ হইল; আর
মোশি তাঁহাদের উপরে ক্রোধ করিলেন। ২১ আর প্রতিদিন প্রাতঃকা-
লে তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি আনুসারে কুড়াইত, কিন্তু প্র-
খর রৌদ্র হলে তাহা গলিয়া যাইত। ২২ পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ
খাদ্য, প্রতি জনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর, কুড়াইল, আর মণ্ডলীর
অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিলেন। ২৩ তখন তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছেন; কল্য বিশ্রামপর্ব্ব,
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার; তোমাদের যাহা ভাজিবার
ভাজ, ও যাহা পাক করিবার পাক কর; এবং যাহা অতিরিক্তও, তাহা
প্রাতঃকালের জন্য তুলিয়া রাখ। ২৪ তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানু-
সারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না,
কীটও জন্মিল না। ২৫ পরে মোশি কহিলেন, অদ্য তোমরা ইহা ভো-
জন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার; অদ্য মাঠে ইহা পাইবে
না। ২৬ তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবে; কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার,
সে দিন তাহা মিলিবে না। ২৭ তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে
কেহ কেহ তাহা কুড়াইবার জন্য বাহির হইল; কিন্তু কিছুই পাইল না।
২৮ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যব-
স্থা পালন করিতে কতকাল অসম্মত থাকিবে? ২৯ দেখ, সদাপ্রভুই
তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের
খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন; তোমরা প্রতি জন স্ব স্ব স্থানে থাক;
সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে বাহিরে না যাউক। ৩০ তাহাতে লো-
কেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল। ৩১ আর ইস্রায়েল-কুল ঐ খাদ্যের
নাম মান্না রাখিল; তাহা ধনিয়া বীজের মত, শুক্লবর্ণ, এবং তাঁহার
আস্বাদ মধুমিশ্রিত পিষ্টকের ন্যায় ছিল। ৩২ পরে মোশি কহিলেন,
সদাপ্রভু এই আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা পুরুষপরম্পরার জন্য
উহার এক ওমর পরিমাণ তুলিয়া রাখিও, যেন আমি তোমাদিগকে
মিসর দেশ হইতে আনয়নকালে প্রান্তরের মধ্যে যে অন্ন ভোজন
করাইতাম, তাহারা তাহা দেখিতে পায়। ৩৩ তখন মোশি হারোণকে
কহিলেন, তুমি একটা পাত্র লইয়া পূর্ণ এক ওমর পরিমাণ মান্না সদা-
প্রভুর সম্মুখে রাখ; তাহা তোমাদের পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত রাখা
যাইবে। ৩৪ তখন, সদাপ্রভু মোশিকে যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন,
তদনুসারে হারোণ সাখজ-সিন্দুকের নিকটে থাকিবার জন্য তাহা তু-
লিয়া রাখলেন। ৩৫ ইস্রায়েল-সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাস-
দেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিল; কনান দে-
শের সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা মান্না খাইত। ৩৬ এক
ওমর ঐফার দশমাংশ।

১৭ পরে ইস্রায়েল-সন্তানদের সমস্ত মণ্ডলী সীন প্রান্তর হিতে যা-
ত্রা করিয়া সদাপ্রভু আজ্ঞানুসারে নিরূপিত সকল উত্তরণ-
স্থান দিয়া রফীদীমে গিয়া শিবির স্থাপন করিল; আর সে স্থানে লো-
কদের পানার্থ জল ছিল না। ২ এই জন্য লোকেরা মোশির সহিত বি-
বাদ করিয়া কহিল, আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান করিব।
মোশি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কেন আমার সহিত বিবাদ করিতেছ?
কেন সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিতেছ? ৩ তখন লোকেরা সেই স্থানে জল-
পিপাসায় ব্যাকুল হইল, আর মোশির বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিল,
তুমি আমদিগকে এবং আমাদের সন্তানগণকে ও পশুগণকে তৃষ্ণা
দ্বারা বধ করিতে মিসর হইতে কেন আনিলে?
৪ আর মোশি সদাপ্রভুর কাছে কাঁদিয়া কহিলেন, আমি এই লোক-
দের নিমিত্ত কি করিব? ক্ষণকালের মধ্যে ইহারা আমাকে প্রস্তরঘাতে
বধ করিবে। ৫ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের
অগ্রে যাও, ইস্রায়েলের জন কতক প্রাচীনকে সঙ্গে লইয়া, আর যাহা
দিয়া নদীতে আঘাত করিয়াছিলে, সেই যষ্টি হস্তে লইয়া যাও। ৬ দেখ,
আমি হোরেবে সেই শৈলের উপরে তোমার সম্মুখে দেখাইব; তুমি
শৈলে আঘাত করিবে, তাহাতে তাহা হইতে জল নির্গত হইবে, আর
লোকেরা পান করিবে। তখন মোশি ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের দৃষ্টিতে
সেইরূপ করিলেন। ৭ তিনি সেই স্থানের নাম মঃসা ও মরীবা [পরীক্ষা
ও বিবাদ]রাখিলেন, কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ বিবাদ করিয়াছিল
এবং সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, ‘সদাপ্রভু আমাদের
মধ্যে আছেন কি না?’

অমালেকের সহিত যুদ্ধ।

৮ ঐ সময়ে অমালেক আসিয়া রফীদীমে ইস্রায়েলের সহিত যুদ্ধ
করিতে লাগিল। ৯ তাহাতে মোশি যিহোশূয়কে কহিলেন, তুমি আমা-
দের জন্য লোক মনোনীত করিয়া লও, যাও, অমালেকের সহিত যুদ্ধ
কর; কল্য আমি ঈশ্বরের যষ্টি হস্তে লইয়া পর্ব্বতে শিখরে দাঁড়াইব।
১০ পরে যিহোশূয় মোশির আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিলেন; অমালেকের
সহিত যুদ্ধ করিলেন; এবং মোশি, হারোণ ও হূর পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠি-
লেন। ১১ আর এইরূপ হইল, মোশি যখন আপন হস্ত তুলিয়া ধরেন,
তখন ইস্রায়েল জয়ী হয়, কিন্তু মোশি আপন হস্ত নামাইলে অমালেক
জয়ী হয়। ১২ আর মোশির হস্ত ভারী হইতে লাগিল, তখন উহারা
একখানি প্রস্তর আনিয়া তাঁহার নিচে রাখিলেন, আর তিনি তাঁহার
উপরে বসিলেন; এবং হারোণ ও হূর এক জন এক দিকে ও অন্য
জন অন্য দিকে তাঁহার হস্ত ধরিয়া রাখিলেন, তাহাতে সূর্য্য অস্তগত
না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার হস্ত স্থির থাকিল। ১৩ আর যিহোশূয় অমালে-
ককে ও তাঁহার লোকদিগকে খড়গধারে পরাজয় করিলেন। ১৪ পরে
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই কথা স্মরণার্থে পুস্তকে লিখ, এবং
যিহোশূয়ের কর্ণগোচরে শুনাইয়া দেও; কেননা আমি আকাশের নী-
চে হইতে অমালেকের নাম নিঃশেষে লোপ করিব। ১৫ পরে মোশি
এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু
আমার পতাকা] রাখিলেন। ১৬ আর তিনি কহিলেন, সদাপ্রভুর সিং-
হাসনের উপরে হস্ত [উত্তলিত হইয়াছে]; পুরুষানুক্রমে অমালেকের
সহিত সদাপ্রভুর যুদ্ধ হইবে।

মোশির শ্বশুর যিথ্রোর পরামর্শ।

১৮ আর ঈশ্বর মোশির পক্ষে ও আপন প্রজা ইস্রায়েলের পক্ষে
যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, সদাপ্রভু ইস্রায়েলকে মিসর হই-
তে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এই সকল কথা মোশির শ্বশুর মিদি-
য়নীয় যাজক যিথ্রো শুনিতে পাইলেন। ২ তখন মোশির শ্বশুর যিথ্রো
মোশির স্ত্রীকে, পিত্রালয়ে প্রেরিতা সিপ্‌পোরাকে, ও তাঁহার দুই পুত্র-
কে সঙ্গে লইলেন। ৩ ঐ দুই পুত্রের মধ্যে এক জনের নাম গের্শোম
[তত্রপ্রবাসী], কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, আমি পরদেশে প্রবাসী
হইয়াছি।
৪ আর এক জনের নাম ইলীয়েষর [ঈশ্বর-সহকারী], কেননা তিনি
বলিয়াছিলেন, আমার পিতার ঈশ্বর আমার সহকারী হইয়া ফরৌ-
ণের খড়গ হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ৫ মোশির শ্বশুর যিথ্রো
তাঁহার দুই পুত্র ও তার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে মোশির নিকটে,
ঈশ্বরের পর্ব্বতে যে স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই

স্থানে আসিলেন। ৬ আর তিনি মোশিকে কহিলেন, তোমার শ্বশুর যি-
থ্রো আমি, এবং তোমার স্ত্রী ও তাঁহার সহিত তাঁহার দুই পুত্র, আমরা
তোমার নিকটে আসিয়াছি। ৭ তখন মোশি আপন শ্বশুরের সঙ্গে দে-
খা করিতে বাহিরে গেলেন, ও প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে চুম্বন করি-
লেন, এবং পরস্পর মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাহারা তাম্বুতে
প্রবেশ করিলেন। ৮ আর সদাপ্রভু ইস্রায়েলের জন্য ফরৌণের প্রতি ও
মিস্রীয়দের প্রতি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, এবং পথে তাঁহাদের যে
যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, ও সদাপ্রভু যে প্রকারে তাঁহাদিগকে উদ্ধার
করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত মোশি আপন শ্বশুরকে কহিলেন।
৯ তাহাতে সদাপ্রভু মিস্রীয়দের হস্ত হইতে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করিয়া
তাঁহাদের যে সকল মঙ্গল করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত যিথ্রো আহলাদিত
হইলেন। ১০ আর যিথ্রো কহিলেন, ধন্য সদাপ্রভু, যিনি মিস্রীয়দের হস্ত
হইতে ও ফরৌণের হস্ত হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি
মিস্রীয়দের হস্তের অধীনতা হইতে এই লোকদিগকে উদ্ধার করিয়া-
ছেন। ১১ এখন আমি জানি, সকল দেব হইতে সদাপ্রভু মহান্; সেই
বিষয়ে মহান্, যে বিষয়ে উহারা ইহাদের বিপক্ষে গর্ব্ব করিত। ১২ পরে
মসির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের উদ্দেশে হোমদ্রব্য ও বলি উপস্থিত করি-
লেন, এবং হারোণ ও ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীনবর্গ আসিয়া ঈশ্বরের
সম্মুখে মোশির শ্বশুরের সহিত আহার করিলেন। ১৩ পরদিন মোশি
লোকদের বিচার করিতে বসিলেন, আর প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত লোকেরা মোশির কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ১৪ তখন লোকদের
প্রতি মোশি যাহা যাহা করিতেছেন, তাঁহার শ্বশুর তাহা দেখিয়া কহি-
লেন, তুমি লোকদের প্রতি এ কেমন ব্যবহার করিতেছ? কেন তুমি
একাকী বসিয়া থাক, আর সমস্ত লোক প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা
পর্য্যন্ত তোমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে? ১৫ মোশি আপন শ্বশুরকে
কহিলেন, লোকেরা ঈশ্বরীয় বিচার জিজ্ঞাসা করিতে আমার কাছে
আইসে; ১৬ তাঁহাদের কোন বিবাদ হইলে তাহা আমার কাছে উপস্থিত
হয়; আমি বাদী প্রতিবাদীর বিচার করি, এবং ঈশ্বরের বিধি ও ব্যব-
স্থা সকল তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করি। ১৭ তখন মোশির শ্বশুর কহিলেন,
তোমার এই কর্ম্ম ভাল নয়। ১৮ ইহাতে তুমি এবং তোমার সঙ্গী এই
লোকেরাও ক্ষীণবল হইবে, কেননা এ কার্য্য তোমার ক্ষমতা হইতে
গুরুতর; ইহা একাকী সম্পন্ন করা তোমার অসাধ্য। ১৯ এখন আমার
কথায় মনোযোগ কর; আমি তোমাকে পরামর্শ দিই, আর ঈশ্বর তো-
মার সহবর্ত্তী হউন; তুমি ঈশ্বরের সম্মুখে লোকদের পক্ষে হও, এবং
তাঁহাদের বিচার ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত কর, ২০ আর তাঁহাদিগকে
বিধি ও ব্যবস্থার উপদেশ দেও, এবং তাঁহাদের গন্তব্য পথ ও কর্তব্য
কর্ম্ম জ্ঞাত কর। ২১ অধিকন্তু তুমি এই লোক সমূহের মধ্য হইতে কা-
র্য্যদক্ষ পুরুসদিগকে, ঈশ্বরভীত, সত্যবাদী ও অন্যায়-লাভ-ঘৃণাকারী
ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া লোকদের উপরে সহস্রপতি, শতপতি,
পঞ্চশৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত কর । ২২ তাহারা সকল সময়ে
লোকদের বিচার করিবেন; বড় বড় বিচার সকল তোমার নিকটে
আনিবেন, কিন্তু ক্ষুদ্র বিচার সকল তাঁহারাই করিবেন; তাহাতে তো-
মার কর্ম্ম লঘু হইবে, আর তাঁহারা তোমরা সহিত ভার বহিবেন। ২৩ তু-
মি যদি এরূপ কর, ঈশ্বর তোমাকে এরূপ আজ্ঞা দেন, তবে তুমি
সহিতে পারিবে, এবং এই সকল লোকও কুশলে আপনাদের স্থানে
গমন করিবে। ২৪ তাহাতে মোশি আপন শ্বশুরের কথায় মনোযোগ
করিয়া, তিনি যাহা কছু বলিলেন, তদনুসারে কর্ম্ম করিলেন। ২৫ ফল-
তঃ মোশি সমস্ত ইস্রায়েল হইতে কার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে মনোনীত
করিয়া লোকদের উপরে প্রধান, অর্থাৎ সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চা-
শৎপতি ও দশপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন। ২৬ তাহারা সকল সময়ে
লোকদের বিচার করিতেন; কঠিন বিচার সকল মোশির কাছে
আনিতেন, কিন্তু খুদ্র কথা সকলের বিচার আপনারাই করিতেন।
২৭ পরে মোশি আপন শ্বশুরকে বিদায় করিলে তিনি স্বদেশে প্রস্থান
করিলেন।

সীনয় পর্ব্বতের তলে ইস্রায়েলের আগমন।

১৯ মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের বাহির হইবার পর তৃ-
তীয় মাসে, [প্রথম] দিনেই তাহারা সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত
হইল। ২ তাঁহারা রফীদীম হইতে যাত্রা করিয়া সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত
হইলে সেই প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিল। ৩ পরে মোশি ঈশ্বরের নিক-
টে উঠিয়া গেলেন, আর সদাপ্রভু পর্ব্বত হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া
কহিলেন, তুমি যাকোবের কুলকে এই কথা কহ, ও ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে ইহা জ্ঞাত কর।
৪ আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি, এবং যেমন ঈগল পক্ষী
পক্ষ দ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি,
তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ৫ এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান
কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা
আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার; ৬ আর
আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি
হইবে। এই সকল কথা তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে বল। ৭ তখন মো-
শি আসিয়া লোকদের প্রাচীনবর্গকে ডাকাইলেন ও সদাপ্রভু তাঁহাকে
যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা তাঁহাদের সম্মুখে
প্রস্তাব করিলেন। ৮ তাহাতে লোকেরা সকলেই এক সঙ্গে উত্তর ক্রিয়া
কহিল, সদাপ্রভু যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমরা সমস্তই করিব। তখন
মোশি সদাপ্রভুর কাছে লোকদের কথা নিবেদন করিলেন। ৯ আর
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি নিবিড় মেঘে তোমার নিক-
টে আসিব, যেন লোকেরা তোমার সহিত আমার আলাপ শুনিতে
পায়, এবং তোমাতেও চিরকাল বিশ্বাস করে। পরে মোশি লোকদের
কথা সদাপ্রভুকে বলিলেন। ১০ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তু-
মি লোকদের নিকটে গিয়া অদ্য ও কল্য তাঁহাদিগকে পবিত্র কর,
এবং তাঁহারা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করুক, ১১ আর তৃতীয় দিনের
জন্য সকলে প্রস্তুত হউক; কেননা তৃতীয় দিনে সদাপ্রভু সকল লো-
কের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের উপরে নামিয়া আসিবেন। ১২ আর তু-
মি লোকদের চারিদিকে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা বলিও, তো-
মরা সাবধান, পর্ব্বতে আরোহণ কিম্বা তাঁহার সীমা স্পর্শ করিও না;
যে কেহ পর্ব্ব স্পর্শ করিবে, তাঁহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৩ কোন
হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু সে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত, কিম্বা
বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইবে; পশু হউক কি মনুষ্য হউক, সে বাঁচিবে না।
অধিকক্ষণ তূরীবাদ্য হইলে তাঁহারা পর্ব্বতে উঠিবে। ১৪ পরে মোশি
পর্ব্বত হইতে নামিয়া লোকদের নিকটে আসিয়া লোকদিগকে পবিত্র
করিলেন, এবং তাঁহারা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিল। ১৫ পরে তি-
নি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত হও;
কোন স্ত্রী লোকের কাছে যাইও না। ১৬ পরে তৃতীয় দিনে প্রভাত হইলে
মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্ব্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল, আর
অতিশয় উচ্চরবে তূরীধ্বনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত
লোক কাঁপিতে লাগিল। ১৭ পরে মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার
জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন, আর তাঁহারা পর্ব্ব-
তের তলে দান্দায়মান হইল। ১৮ কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাঁহার উপ-
রে নামিয়া আসিলেন, আর ভাটীর ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠি-
তে লাগিল, এবং সমস্ত পর্ব্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। ১৯ আর তূ-
রীর শব্দ ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তখন মোশি কথা
কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাহাকে উত্তর দিলেন। ২০ আর সদা-
প্রভু সীনয় পর্ব্বতে, পর্ব্বতের শিখরে, নামিয়া আসিলেন, এবং সদা-
প্রভু মোশিকে সেই পর্ব্ব-শিখরে ডাকিলেন; তাহাতে মোশি উঠিয়া
গেলেন। ২১ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি নামিয়া গিয়া
লোকদিগকে দৃঢ় আদেশ কর, পাছে তাঁহারা দেখিবার জন্য সীমা
লঙ্ঘন করিয়া সদাপ্রভুর দিকে যায়, ও তাঁহাদের অনেকে পতিত

হয়। ২২ আর যাজকগণ, যাঁহারা সদাপ্রভুর নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে,
তাহারাও আপনাদিগকে পবিত্র করুক, পাছে সদাপ্রভু তাহাদিগকে
আক্রমণ করেন। ২৩ তখন মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, লোকেরা সীন-
নয় পর্ব্বতে উঠিয়া আসিতে পারে না, , কেননা তুমি দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া
আমাদিগকে বলিয়াছ, পর্ব্বতের সীমা নিরূপণ কর, ও তাহা পবিত্র
কর। ২৪ আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, যাও, নাম গিয়া; পরে হা-
রোণকে সঙ্গে করিয়া তুমি উঠিয়া আসিও, কিন্তু যাজকগণ ও লো-
কেরা সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আসিবার জন্য সীমা লঙ্ঘন আ
করুক,পাছে তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। ২৫ তখন মোশি
লোকেদের কাছে নামিয়া গিয়া তাহাদিগকে এই সকল কথা বলি-
লেন।

দশ আজ্ঞা প্রদান।

২০ আর ঈশ্বর এই সকল কথা কহিলেন, আমি তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভু, ২ যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে্ তোমাকে
বাহির করিয়া আনিলেন। ৩ আমার সাক্ষাতে* তোমার অন্য দেবতা
না থাকুক।

৪ তুমি আমার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উপরিস্থ
স্বর্গে, নীচস্থ, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে,
তাঁহাদের কোন মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না, ৫ তুমি তাহাদের কাছে প্রণি-
পাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার
ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি সবগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃ-
গণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা
আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই; ৬ কি-
ন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে,
আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়া করি। ৭ তোমার ঈশ্বর
সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অন-
র্থক লয়, সদাপ্রভু তাঁহাকে নির্দ্দোষ করিবেন না। ৮ তুমি বিশ্রাম দিন
স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ৯ ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত
কার্য্য করিও; ১০ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামদিন; সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস
কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্ত্তী বিদেশী,
কেহ কোন কার্য্য করিও না; ১১ কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃ-
থিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্ম্মাণ
করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন; এইজন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে
আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও পবিত্র করিলেন। ১২ তোমার পিতাকে ও তো-
মার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে
যে দেশ দিবেন , সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। ১৩ নরহত্যা
করিও না। ১৪ ব্যভিচার করিও না। ১৫ চুরি করিও না। ১৬ তোমার প্র-
তিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। ১৭ তোমার প্রতিবাসীর গৃহে
লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে,
কিম্বা তাঁহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ
করিও না। ১৮ তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধবনি ও ধূ-
মময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁ-
ড়াইয়া রহিল। ১৯ আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের
সহিত কথা বল, আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না
বলুন, পাছে আমরা মারা পড়ি। ২০ মোশি লোকদিগকে কহিলেন, ভয়
করিও না; কেননা তোমাদের পরীক্ষা করনার্থে, এবং তোমরা যেন
পাপ না কর, এই নিমিত্তে আপন ভয়ানকতা তোমাদের চক্ষুগোচর
করনার্থে ঈশ্বর আসিয়াছেন। ২১ তখন লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল;
আর মোশি ঘোর অন্ধকারের নিকটে গমন করিলেন, যেখানে ঈশ্বর
ছিলেন। *বা ব্যতিরেকে। নানাবিধ আজ্ঞা। ২২ পরে সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা কহ, তোমরা আপ-
নারাই দেখিলে, আমি আকাশ হইতে তোমাদের সহিত কহিলাম।
২৩ তোমরা আমার প্রতিযোগী কিছু নির্ম্মাণ করিও না; আপনাদের
নিমিত্তে রৌপ্যময় দেবতা কি স্বর্ণময় দেবতা নির্ম্মাণ করিও না। ২৪ তু-
মি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার
উপরে তোমার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ ও তোমার
গোরু উৎসর্গ করিবে। আমি যে যে স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া
তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব। ২৫ তুমি যহি আমার নিমিত্তে প্রস্তরের
বেদি নির্ম্মাণ কর, তবে খোদিত প্রস্তরে তাহা নির্ম্মাণ করিও না, কে-
ননা তাহার উপরে অস্ত্র তুলিলে তুমি তাহা অপবিত্র করিবে। ২৬ আর
আমার বেদির উপরে সোপান দিয়া উঠিও না, পাছে তাহার উপরে
তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়।

২১ আর তুমি এই সকল শাসন তাহাদের সম্মুখে রাখিবে। ২ তুমি
ইব্রীয় দাস ক্রয় করিলে সে ছয় বৎসর দাসত্ব করিবে, প্রে
সপ্তম বৎসরে বিনামূল্যে মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইবে। ৩ সে যদি একাকী
আইসে, তবে একাকী যাইবে; আর যদি সস্ত্রীক আইসে, তবে তাহার
স্ত্রীও তাহার সহিত যাইবে।

৪ যদি তাহার প্রভু তাহর বিবাহ দেয়, এবং সেই স্ত্রী তাহার জন্য পু-
ত্র কি কন্যা প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রীতে ও তাহার সন্তানগণে তাহার
প্রভুর স্বত্ব থাকিবে, সে একাকী চলিয়া যাইবে। ৫ কিন্তু ঐ দাস যদি
স্পষ্টরূপে বলে, আমি আপন প্রভুকে এবং আপন স্ত্রী ও সন্তানগণ-
কে ভালবাসি, মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইব না, ৬ তাহা হইলে তাহার প্রভু
তাহাকে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যাইবে, এবং সে তাহাকে কপাটের
কিম্বা বাজুর নিকটে উপস্থিত করিবে, তথায় তাহার প্রভু গুঁজি দ্বারা
তাহার কর্ণ বিদ্ধ করিবে; তাহাতে সে চিরকাল সেই প্রভুর দাস থাকি-
বে। ৭ আর কেহ যদি আপন কন্যাকে দাসীরূপে বিক্রয় করে, তবে
দাসেরা যেমন যায়, সে তদ্রূপ যাইবে না। ৮ তাহার প্রভু তাহাকে
আপনার জন্য নিরূপণ করিলেও যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তবে
সে তাহাকে মুক্ত হইতে দিবে; তাহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করাতে অন্য জা-
তির কাছে তাহাকে বিক্রয় করিবার অধিকার তাহার হইবে না।
৯ আর যদি সে আপন পুত্রের জন্য তাহাকে নিরূপণ করে, তবে সে
তাহার প্রতি কন্যাগণ সম্বন্ধীয় নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করিবে। ১০ যদি
সে অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ দেয়, তবে উহার অন্নের ও বস্ত্রের
এবং সহবাসের বিষয়ে ত্রুটি করিতে পারিবে না। ১১ আর যদি সে তা-
হার প্রতি এই তিনটি কর্ত্তব্য না করে, তবে সে স্ত্রী অমনি মুক্ত হইয়া
চলিয়া যাইবে; রৌপ্য লাগিবে না। ১২ কে যদি কোন মনুষ্যকে এমন
আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে।
১৩ আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্টা না পায়, কিন্তু
ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে
পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্তে আমি নিরূপণ করিব। ১৪ কিন্তু যদি
কেহ দুঃসাহস করিয়া ছলে আপন প্রতিবাসীকে বধ করণার্থ তাহার
উপর চড়াউ হয়, তবে সে ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করণার্থে তাহাকে আমার
বেদির নিকট হইতেও লইয়া যাইবে। ১৫ আর যে কেহ আপন পিতা-
কে কি আপন মাতাকে প্রহার করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১৬ আর কেহ যদি মনুষ্যকে চুরি করিয়া বিক্রয় করে, কিম্বা তাহার
হস্তে যদি তাহাকে পাওয়া যায়, তবে তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।
১৭ আর কেহ যদি আপন পিতাকে কি আপন মাতাকে শাপ দেয়, তা-
হার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ১৮ আর মনুষ্যেরা বিবাদ করিয়া এক জন
অন্যকে প্রস্তরাঘাত কিম্বা মুষ্ট্যাঘাত করিলে সে যদি না মরিয়া শয্যা-
গত হয়, ১৯ পশ্চাৎ উঠিয়া যষ্টি অবলম্বন করিয়া বাহিরে বেড়ায়, তবে
সে প্রহারক দণ্ড পাইবে না। কেবল তাহার কর্ম্মক্ষতির ও চিকিৎসার
ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে। ২০ আর কেহ আপন দাসকে কিম্বা দাসীকে
যষ্টি দ্বারা প্রহার করিলে সে যদি তাহার হস্তে মরে, তবে সে অবশ্য
দণ্ডীয় হইবে। ২১ কিন্তু সে যদি দুই এক দিন বাঁচে, তবে তাহার প্রভু
দণ্ডার্হ হইবে না, কেননা সে তাহার রৌপ্যসরূপ। ২২ আর পুরুষেরা বি-

বাদ করিয়া কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত
হয়, কিন্তু পরে কোন আপদ না ঘটে, তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনু-
সারে তাহার অর্থদণ্ড অবশ্য হইবে, ও সে বিচারকর্ত্তাদের বিচার মতে
টাকা দিবে। ২৩ কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই প্রতি-
শোধ দিতে হইবে; ২৪ প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু,
দন্তের পরিশোধে দন্ত, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে
চরণ, ২৫ দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার
পরিশোধে কালশিরা। ২৬ আর কেহ আপন দাস কি দাসীর চক্ষুতে
আঘাত করিলে যদি তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহার চক্ষুনাশের জন্য সে
তাহাকে মুক্ত করিবে। ২৭ আর আঘাত দ্বারা আপন দাস কিম্বা দাসীর
দন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঐ দন্তের জন্য সে তাহাকে মুক্ত করিবে।
২৮ আর গোরু কোন পুরুষ কি স্ত্রীকে শৃঙ্গাঘাত করিলে সে যদি মরে,
তবে ঐ গোরু অবশ্য প্রস্তরঘাতে বধ হইবে, এবং তাহার মাংস অখা-
দ্য হইবে; কিন্তু গোরুর স্বামী দণ্ড পাইবে না। ২৯ পরন্তু ঐ গোরু পূর্ব্বে
শৃঙ্গাঘাত করিত, ইহার প্রমাণ পাইলেও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধা-
নে না রাখাতে যদি সে কোন পুরুষকে কিম্বা স্ত্রীকে বধ করে, তবে সে
গোরু প্রস্তরঘাতে বধ্য হইবে; এবং তাহার স্বামীরও প্রাণদণ্ড হইবে।
৩০ যদি তাহার নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হয়, তবে সে প্রাণমুক্তির
নিমিত্তের নিরূপিত সমস্ত মূল্য দিবে। ৩১ তাহার গোরু যদি কাহারও
পুত্রকে কি কন্যাকে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে ঐ বিচারনুসারে তাহার প্র-
তি করা যাইবে। ৩২ আর তাহার গোরু যদি কাহারও দাস কিম্বা দাসী-
কে শৃঙ্গাঘাত করে, তবে সে তাহার প্রভুকে ত্রিশ শেকল রৌপ্য দিবে;
এবং গোরু প্রস্তরঘাতে বধ্য হইবে। ৩৩ আর কেহ যদি কোন কূপ
অনাবৃত করে, কিম্বা কূপ খনন করিয়া তাহা আবৃত না করে, ৩৪ তবে
তাহার মধ্যে কোন গোরু কিম্বা গর্দ্দভ পড়িলে সেই কূপের স্বামী ক্ষ-
তিপূরণ করিবে, সে পশুর স্বামীকে রৌপ্যমূল্য দিবে, কিন্তু ঐ মৃত
পশু তাহারই হইবে। ৩৫ আর এক জনের গোরু অন্য জনের গোরুকে
শৃঙ্গাঘাত করিলে সেঁতা যদি মরে, তবে তাহারা জীবিত গোরু বিক্রয়
করিয়া তাহার মূল্য দুই অংশ করিবে, এবং ঐ মৃত গোরুও দুই অংশ
করিয়া লইবে। ৩৬ কিন্তু যদি জানা যায়, সেই গোরু পূর্ব্বে শৃঙ্গাঘাত
করিত, ও তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানে রাখে নাই, তবে সে তাহার
পরিবর্ত্তে অন্য গোরু দিবে, কিন্ত মৃত গোরু তাহারই হইবে।

২২ যে কেহ গোরু কিম্বা মেষ চুরি ক্রিয়া বধ করে, কিম্বা বিক্রয়
করে, সে এক গোরুর পরিশোধে পাঁচ গোরু, ও এক মেষের
পরিশোধে চারি মেষ দিবে। ২ আর চোর যদি সিঁধ কাটিবার সময়ে
ধরা পড়িয়া যদি আহত হয়, ও মারা পড়ে, তবে তাহার জন্য রক্তপা-
তের দোষ হইবে না। ৩ যদি তাহা উপরে সূর্য্য উদিত হয়, তবে রক্তপা-
তের দোষ হইবে; ক্ষতিপূরণ করা চোরের কর্ত্তব্য; যদি তাহার কিছু
না থাকে, তবে চৌর্য্য হেতুক সে বিক্রীত হইবে।
৪ গোরু, গর্দ্দভ বা মেষ, চুরির কোন বস্তু যদি চোরের হস্তে জীবৎ
পাওয়া যায়, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। ৫ কেহ যদি শস্যক্ষেত্রে
কিম্বা দ্রাক্ষাক্ষেত্রে পশু চরায়, আর আপন পশু ছাড়িয়া দিলে যদি
তাহা অন্যের ক্ষেত্রে চরে, তবে সে ব্যক্তি আপন ক্ষেত্রের উত্তম শস্য
কিম্বা আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তম ফল দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবে।
৬ অগ্নি ধরিয়া উঠিয়া কন্টকবনে লাগিলে যদি কাহারও শস্যরাশি
কিম্বা শস্যের ঝাড় কিম্বা ক্ষেত্র দগ্ধ হয়, তবে সেই দাহকারী অবশ্য
ক্ষতিপূরণ করিবে। ৭ কেহ মিদ্রা কিম্বা জিনিসপত্র আপন প্রতিবাসীর
কাছে গচ্ছিত রাখিলে যদি তাহার গৃহ হইতে কেহ তাহা চুরি করে,
এবং সেই চোর ধরা পড়ে, তবে সে তাহার দ্বিগুণ দিবে। ৮ যদি চোর
ধরা না পড়ে, তবে সে গৃহস্বামী প্রতিবাসীর দ্রব্যে হাত দিয়াছে কি না,
তাহা জানিবার জন্য সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আনীত হইবে। ৯ সব্বপ্র-
কার অপরাধের বিষয়ে, অর্থাৎ গোরু কিম্বা গর্দ্দভ কিম্বা মেষ কিম্বা
বস্ত্র, বা কোন হারাণ বস্তুর বিষয়ে যদি কেহ বলে , এ সেই দ্রব্য, তবে
উভয়ের কথা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইবে; ঈশ্বর যাহাকে দোষী
করিবেন, সে আপন প্রতিবাসীকে তাহার দ্বিগুণ দিবে। ১০ কেহ যদি
আপন গর্দ্দভ কিম্বা গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা কোন পশু প্রতিবাসীর
কাছে পালনার্থে রাখে, এবং লোকের অগোচরে সে পশু মরিয়া যায়,
বা ভগ্নাঙ্গ হয়, কিম্বা তাড়িত হয়, ১১ তবে ‘আমি প্রতিবাসীর দ্রব্যে
হস্তার্পণ করি নাই’, ইহা বলিয়া এক জন অন্য জনের কাছে সদাপ্র-
ভুর নামে দিব্য করিবে; আর পশুর স্বামী সেই দ্রব্য গ্রাহ্য করিবে ঐ
ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ করিবে না। ১২ কিন্তু যদি তাহার নিকট হইতে উহা
চুরি যায়, তবে সে তাহার স্বামীর কাছে ক্ষতিপূরণ করিবে। ১৩ যদি
সেটী বিদীর্ণ হয়, তবে সে প্রমাণার্থে তাহা উপস্থিত করুক; সেই বিদী-
র্ণ পশুর জন্য সে ক্ষতিপূরণ করিবে না। ১৪ আর কেহ যদি আপন প্র-
তিবাসীর পশু চাহিয়া লয়, ও তাহার স্বামী তাহার সহিত না থাকিবার
সময়ে সে ভগ্নাঙ্গ হয় কিম্বা মরিয়া যায়, তবে সে অবশ্য ক্ষতিপূরণ
করিবে। ১৫ যদি তাহার স্বামী তাহার কাছে থাকে , তবে সে ক্ষতিপূরণ
করিবে না; তাহা যদি ভাড়া করা পশু হয়, তবে তাহার ভাড়াতে শোধ
হইল। ১৬ আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত
শয়ন করে, তবে সে অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে।
১৭ যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত
অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য দিতে
হইবে। ১৮ তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না। ১৯ পশুর সহিত শৃঙ্গা-
রকারী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। ২০ যে ব্যক্তি সদাপ্রভু ব্যতিরে-
খে কন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে।
২১ তুমি বিদেশীর প্রতি অন্যায় করিও না, তাহার প্রতি উপদ্রব করিও
না, কেননা মিসর দেশে তোমরা বিদেশী ছিলে। ২২ তোমরা কোন বি-
ধবাকে পিতৃহীনকে দুঃখ দিও না। ২৩ তাহাদিগকে কোন মতে দুঃখ
দিলে যদি তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করে, তবে আমি অবশ্য
তাহাদের ক্রন্দন শুনিব; ২৪ আর আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে, এবং
আমি তোমাদিগকে খড়গ দ্বারা বধ করিব, তাহাতে তোমাদের স্ত্রীরা
বিধবা ও তোমাদের সন্তানগণ পিতৃহীন হইবে। ২৫ তুমি যদি আমার
প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন দুঃখীকে টাকা ধার
দেও, তবে তাহার কাছে সুদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার
উপরে সুদ চাপাইবে না। ২৬ যদি তুমি আপন প্রতিবাসীর বস্ত্র বন্ধক
রাখ, তবে সুর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাহা ফিরাইয়া দিও; কেননা তাহা তাহার
একমাত্র আচ্ছাদন, ২৭ তাহার গাত্রের বস্ত্র; সে কিসে শয়ন করিবে?
আর যদি সে আমার কাছে ক্রন্দন করে, তবে আমি তাহা শুনিব,
কেননা আমি কৃপাবান। ২৮ তুমি ঈশ্বরকে ধিক্কার দিও না, এবং স্বজা-
তীয় লোকদের অধ্যক্ষকে শাপ দিও না। ২৯ তোমার পক্ক শস্য ও দ্রা-
ক্ষারস নিবেদন করিতে বিলম্ব করিও না। তোমার প্রথমজাত পুত্রগণ
আমাকে দিও। ৩০ তোমার গো ও মেষ সম্বন্ধেও তদ্রুপ করিও; তাহা
সাত দিন আপন মাতা সহিত থাকিবে, অস্টম দিনে তুমি তাহা আমা-
কে দিও। ৩১ আর তোমারা আমার উদ্দেশে পবিত্র লোক হইবে; ক্ষে-
ত্রে বিদীর্ণ কোন মাংস খাইবে না; তাহা কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দি-
বে।

২৩ তুমি মিথ্যা জনরব উত্থাপন করিও না; অন্যায় সাক্ষী হইয়া
দুর্জনের সহায়তা করিও না। ২ তুমি দুস্কর্ম্ম করিতে বহু লো-
কের পশ্চাদবর্ত্তী হইও না, এবং বিচারে অন্যায় করণার্থে বহু লো-
কের পক্ষ হইয়া প্রতিবাদ করিও না। ৩ দরিদ্রের বিচারে তাহার পক্ষ-
পাত করিও না
৪ তোমার শত্রুর গোরু কিম্বা গর্দ্দভকে পথহারা দেখিলে তুমি অব-
শ্য তাহার নিকটে তাহাকে লইয়া যাইবে। ৫ তুমি আপন শত্রুর গর্দ্দভ-
কে ভারের নীচে পতিত দেখিলে যদ্যপি তাহাকে ভার মুক্ত করিতে
অনিচ্ছুক হও, তথাপি অবশ্য উহার সঙ্গে তাহাকে ভারমুক্ত করিবে।
৬ দরিদ্র প্রতিবাসীর বিচারে তাহার প্রতি অন্যায় করিও না। ৭ মিথ্যা
বিষয় হইতে দূরে থাকিও, এবং নির্দ্দোষের কি ধার্ম্মিকের প্রাণ নষ্ট
করিও না, কেননা আমি দুষ্টকে নির্দ্দোষ করিব না। ৮ আর তুমি উৎ-

কোচ গ্রহণ করিও না, কেননা উৎকোচ মুক্তচক্ষুদিগকে অন্ধ করে,
এবং ধার্ম্মিকদের কথা সকল উলটায়। ৯ আর তুমি বিদেশীর প্রতি
উপদ্রব করিও না; তোমরা ত বিদেশীর হৃদয় জান, কেননা তোমারা
মিসর দেশে বিদেশী ছিলে। ১০ তুমি আপন ভূমিতে ছয় বৎসর যাবৎ
বীজ বপন করিও, ও উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করিও। ১১ কিন্তু সপ্তম বৎ-
সরে তাহাকে বিশ্রাম দিও, ফেলিয়া রাখিও; তাহাতে তোমার স্বজা-
তীয় দরিদ্রগণ খাইতে পাইবে, আর তাহারা যাহা অবশিষ্ট রাখে, তাহা
বনপশুতে খাইবে; এবং তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ও জিতবৃক্ষ বিষয়েও
সেইরূপ করিও। ১২ তুমি ছয় দিন আপন কর্ম্ম করিও, কিন্তু সপ্তম দি-
নে বিশ্রাম করিও; যেন তোমার গোরু ও গর্দ্দভ বিশ্রাম পায়, এবং
তোমার দাসীপুত্র ও বিদেশী লোক প্রাণ জুড়ায়। ১৩ আমি তোমাদিগ-
কে যাহা যাহা কহিলাম, সকল বিষয়ে সাবধান থাকিও; ইতর দেবগ-
ণের নাম উল্লেখ করিও না, তোমাদের মুখে যেন তাহা শুনা না যায়।
১৪ তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আমার উদ্দেশে উৎসব করিও।
১৫ তাড়ীশূন্য রুটীর উৎসব পালন করিও; আমার আজ্ঞানুসারে, নি-
রুপিত সময়ে, আবীব মাসে, সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী ভোজন
করিও, কেননা এই মাসে তুমি মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া আসি-
য়াছ। আর কেহ রিক্তহস্তে আমার নিকটে উপস্থিত না হউক। ১৬ আর
তুমি শস্যচ্ছেদনের উৎসব, অর্থাৎ ক্ষেত্রে যাহা যাহা বুনিয়াছ, তাহার
আশুপক্ক ফলের উৎসব পালন করিও। আর বৎসরের শেষে ক্ষেত্র
হইতে ফল সংগ্রহ করণ কালে ফলসঞ্চয়ের উৎসব পালন করিও।
১৭ বৎসরের মধ্যে তিন বার তোমার সমস্ত পুংজাতি প্রভু সদাপ্রভু সা-
ক্ষাতে উপস্থিত হইবে। ১৮ তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীযুক্ত দ্রব্যের
সহিত নিবেদন করিও না; আর আমার উৎসব সম্পকীয় মেদ প্রাতঃ-
কাল পয্যন্ত সমস্ত রাত্রি না থাকুক। ১৯ তোমার ভূমির আশুপক্ক
ফলের অগ্রিমাংশ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিও। ছাগবৎস-
কে তাহার মাতার দুগ্ধে পাক করিও না।

ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম স্থাপন।

২০ দেখ, আমি পথে তোমাকে রক্ষা করিতে, এবং আমি যে স্থান প্র-
স্তুত করিয়াছি, সেই স্থানে তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার অগ্রে
অগ্রে এক দূত প্রেরণ করিতেছি। ২১ তাঁহা হইতে সাবধান থাকিও,
এবং তাঁহার রবে অবধান করিও, তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইও না ;
কেননা তিনি তোমাদের অধর্ম্ম ক্ষমা করিবেন না; কারণ তাঁহার
অন্তরে আমার নাম রহিয়াছে। ২২ কিন্তু তুমি যদি নিশ্চয় তাঁহার রবে
অবধান কর, এবং আমি যাহা যাহা বলি, সে সমস্ত কর, তবে আমি
তোমার বিপক্ষদের বিপক্ষ হইব। ২৩ কেননা আমার দূত তোমার
অগ্রে অগ্রে যাইবেন, এবং ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হি-
ব্বীয় ও যিবূষীয়ের দেশে তোমাকে প্রবেশ করাইবেন; আর আমি
তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিব। ২৪ তুমি তাহাদের দেবগণের কাছে প্রণি-
পাত করিও না, ও তাহাদের ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া করিও না; কিন্তু তা-
হাদিগকে সমূলে উতপাটন করিও এবং তাহাদের স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া
ফেলিও। ২৫ তোমরা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা করিও; তাহা-
তে তিনি তোমার অন্নজলে আশীর্ব্বাদ করিবেন, এবং আমি তোমার
মধ্য হইতে রোগ দূর করিব। ২৬ তোমার দেশ কাহারও গর্ভপাত হইবে
না, এবং কেহ বন্ধ্যা হইবে না; আমি তোমার আয়ুর পরিমাণ পূর্ণ
করব। ২৭ আমি তোমার অগ্রে অগ্রে আমাবিষয়ক ত্রাস প্রেরণ
করিব; এবং তুমি যে সকল জাতির নিকটে উপস্থিত হইবে, তাহাদি-
গকে ব্যাকুল করিব, ও তোমার শত্রুগণকে তোমা হইতে ফিরাইয়া
দিব। ২৮ আর আমি তোমার অগ্রে অগ্রে ভিমরুল পাঠাইব; থারা হি-
ব্বীয়, কনানীয় ও হিত্তীয়কে তোমার সম্মুখ হইতে খেদাইয়া দিবে।
২৯ কিন্তু দেশ যেন ধ্বংসস্থান না হয়, ও তোমার বিরুদ্ধে বন্য পশুর
সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়, এই জন্য আমি এক বৎসরেই তোমার
সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিব না। ৩০ তুমি যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত
হইয়া দেশ অধিকার না করে, তাবৎ তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগ-
কে ক্রমে ক্রমে খেদাইয়া দিব। ৩১ আর সূফসাগ্র অবধি [ফরাৎ] নদী
পর্য্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব; কেননা আমি সেই দেশনিবাসী-
দিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, এবং তুমি তোমার সম্মুখ হইতে
তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে। ৩২ তাহাদের সহিত কিম্বা তাহাদের দেব-
গণের সহিত কোন নিয়ম স্থির করিবে না। ৩৩ তাহারা তোমার দেশে
বাস করিবে না, পাছে তাহারা আমার বিরুদ্ধে তোমাকে পাপ করায়;
কেননা তুমি যদি তাহাদের দেবগণের সেবা কর, তবে তাহা অবশ্য
তোমার ফাঁদ সরূপ হইবে।

২৪ আর তিনি মোশিকে কহিলেন, তুমি ও হারোণ, নাদব ও
অবীহূ এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের সত্তর জন, তোমরা
সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া আইস, আর দূরে থাকিয়া প্রণিপাত কর।
২ কেবল মোশি সদাপ্রভুর নিকটে আসিবে, কিন্তু উহারা নিকটে
আসিবে না; আর লোকেরা তাহার সহিত উপরে উঠিবে না। ৩ তখন
মোশি আসিয়া লোকদিগকে সদাপ্রভুর সকল বাক্য ও সকল শাসন
কহিলেন, তাহাতে সমস্ত লোক একস্বরে উত্তর করিল, সদাপ্রভু যে
যে কথা কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব।

৪ পরে মোশি সদাপ্রভুর সমস্ত বাক্য লিখিলেন, এবং প্রত্যূষে উঠি-
য়া পর্ব্বতের তলে এক যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে
দ্বাদশ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। ৫ আর তিনি ইস্রায়েল-সন্তানগণের যুব-
কদিগকে পাঠাইলেন তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমার্থক ও মঙ্গলা-
র্থক বলিরূপে বৃষদিগকে বলিদান করিল। ৬ তখন মোশি তাহার
অর্দ্ধেক রক্ত লইয়া থালে রাখিলেন, এবং অর্দ্ধেক রক্ত বেদির উপরে
প্রক্ষেপ করিলেন। ৭ আর তিনি নিয়ম পুস্তকখানি লইয়া লোকদের
কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন; তাহাতে তারা কহিল, সদাপ্রভু যাহা যাহা
কহিলেন, আমরা সমস্তই পালন করিব ও আজ্ঞাবহ হইব। ৮ পরে
মোশি সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন,
দেখ, এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই
সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন। ৯ তখন মোশি ও হারোণ, না-
দব, ও অবীহূ, এবং ইস্রায়েলের প্রাচীনবর্গের মধ্যে সত্তর জন উঠিয়া
গেলেন; ১০ আর তাহারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন; তাঁহার
চরণতলের স্থান নীলকান্তমণি-নির্ম্মিত শিলাস্তরের কার্য্যবৎ, এবং
নির্ম্মলতায় সাক্ষাৎ আকাশের তুল্য ছিল। ১১ আর তিনি ইস্রায়েল
সন্তানদের অধ্যক্ষগণের উপরে হস্তার্পণ করিলেন না, বরং তাহারা
ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া ভোজন পান করিলেন। ১২ আর সদাপ্রভু মো-
শিকে কহিলেন, তুমি পর্ব্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এই স্থা-
নে থাক, তাহাতে আমি দুইখান প্রস্তরফলক, এবং আমার লিখিত
ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব, যেন তুমি লোকদিগকে শিক্ষা দিতে
পার। ১৩ পরে মোশি ও তাঁহার পরিচারক যিহোশূয় উঠিলেন, এবং
মোশি ঈশ্বরের পর্ব্বতে উঠিলেন। ১৪ আর তিনি প্রাচীনবর্গকে কহি-
লেন, আমরা যাবৎ তোমাদের নিকটে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তো-
মরা আমাদের অপেক্ষায় এই স্থানে থাক; আর দেখ, হারোণ ও হূর
তোমাদের কাছে রহিলেন; কাহারও কোন বিবাদের কথা উপস্থিত
হইলে সে তাহাদের কাছে যাউক। ১৫ মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিলেন,
তখন মেঘে পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল। ১৬ আর সীনয় পর্ব্বতের উপরে
সদাপ্রভুর প্রতাপ অবস্থিতি করিতেছিল; উহা ছয় দিন মেঘাচ্ছন্ন
রহিল; পরে সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য হইতে মোশিকে ডাকিলেন।
১৭ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণের দৃষ্টিতে সদাপ্রভুর প্রতাপ পর্ব্বতশৃঙ্গে
গ্রাসকারী অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইল। ১৮ আর মোশি মেঘের মধ্যে
প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন। মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেই পর্ব্বতে
অবস্থিতি করিলেন।

ঈশ্বরীয় তাম্বু পাত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক আদেশ।

২৫ পরে সদাপ্রভু মোশি কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে
আমার নিমিত্তে উপহার সংগ্রহ করিতে বল; ২ হৃদয়ের
ইচ্ছায় যে নিবেদন করে, তাহা হইতে তোমরা আমার সে উপহার গ্র-
হণ করিও। ৩ এই সকল উপহার তাহাদের হইতে গ্রহণ করিবে;
৪ স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল; এবং নীল, বেগুনে ও লাল, এবং সাদা মসী-
না সূত্র ও ছাগলোম; ৫ ও রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম, তহশ চর্ম্ম, ও শিটীম
কাষ্ঠ; ৬ দীপাথ তৈল, এবং অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নি-
মিত্তে গন্ধদ্রব্য; ৭ এবং এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদক মণি
প্রভৃতি খচনীয় প্রস্তর। ৮ আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম
নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। ৯ আবা-
সের ও তাহার সকল দ্রব্যের যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদ-
নুসারে তোমরা সকলই করিবে।

সাক্ষ্য-সিন্দুক পাপাবরণ।

১০ তাহারা শিটীম কাষ্ঠের এক সিন্দুক নির্ম্মাণ করিবে; তাহা
আড়াই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ হইবে। ১১ পরে তুমি
নির্ম্মল সুবর্ণে তাহা মুড়িবে; তাহার ভিতর ও বাহির মুড়িবে, এবং তা-
হার উপরে চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে। ১২ আর তাহার
জন্য সুবর্ণের চারি কড়া ছাঁচে ঢালিয়া তাহার চারি পায়াতে দিবে; তা-
হার এক পার্শ্বে দুই কড়া থাকিবে। ১৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী
বহন-দণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে। ১৪ আর সিন্দুক বহণার্থে ঐ বহন-দণ্ড
সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে দিবে। ১৫ সেই বহন-দণ্ড সিন্দুকের
কড়াতে থাকিবে, তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ১৬ আর আমি তোমা-
কে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকে রাখিবে। ১৭ পরে তুমি নির্ম্মল
স্বর্ণে আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ পাপাবরণ প্রস্তুত করিবে।
১৮ আর তুমি স্বর্ণের দুই করূব নির্ম্মাণ করিবে; পাপাবরণের দুই মুড়া-
তে পিটান কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিবে। ১৯ এক মুড়াতে
এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য করূব, পাপাবরণের দুই মুড়াতে
তৎসহিত অখণ্ড দুই করূব করিবে। ২০ আর সেই দুই করূব উর্দ্ধে
পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পাপাবরণকে আচ্ছাদন করিবে,
এবং তাহাদের মুখ পরস্পরের দিকে থাকিবে, করূবদের দৃষ্টি পাপা-
বরণের দিকে থাকিবে। ২১ তুমি এই পাপাবরণ সেই সিন্দুকের উপরে
রাখিবে, এবং আমি তোমাকে যে সাক্ষ্যপত্র দিব, তাহা ঐ সিন্দুকের
মধ্যে রাখিবে। ২২ আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ
করিব, এবং পাপাবরণের উপরিভাগ হইতে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরি-
স্থ দুই করূবের মধ্য হইতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েল-
সন্তানগণের প্রতি আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জ্ঞাত করিব।

মেজ।

২৩ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের এক মেজ নির্ম্মাণ করিবে; তাহা দুই
হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ হইবে। ২৪ আর নির্ম্মল স্বর্ণে
তাহা মুড়িবে, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে।
২৫ আর তাহার চারিদিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত এক পার্শ্বকাষ্ঠ করি-
বে, এবং পার্শ্বকাষ্ঠের চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে। ২৬ আর
স্বর্ণের চারিটী কড়া করিয়া চারি পায়ার চারি কোণে রাখিবে।
২৭ মেজ বহণার্থে বহন-দণ্ডের ঘর হইবার নিমিত্তে ঐ কড়া পার্শ্বকা-
ষ্ঠের নিকটে থাকিবে। ২৮ আর ঐ মেজ বহণার্থে শিটীম কাষ্ঠের দুই
বহন-দণ্ড করিয়া তাহা স্বর্ণে মুড়িবে। ২৯ আর মেজের থাল, চমস,
শ্রুব ও ঢালিবার জন্য সেকপাত্র গড়িবে; এই সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা
গড়িবে। ৩০ আর তুমি সেই মেজের উপরে আমার সম্মুখে নিয়ত দর্শন
রুটী রাখিবে।

দীপবৃক্ষ

৩১ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের এক দীপবৃক্ষ প্রস্তুত করিবে; পিটান
কার্য্যে সেই দীপবৃক্ষ প্রস্তুত হইবে; তাহার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার,
কলিকা ও পুষ্প তৎসহিত অখণ্ড হইবে। ৩২ দীপবৃক্ষের এক পার্শ্ব হই-
তে তিন শাখা ও দীপবৃক্ষের অন্য পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয় শা-
খা তাহার পার্শ্ব হইতে নির্গত হইবে। ৩৩ এক শাখায় বাদামপুষ্পের
ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প থাকিবে; এবং অন্য
শাখায় বাদামপুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পু-
ষ্প থাকিবে; দীপবৃক্ষ হইতে নির্গত ছয় শাখায় এইরূপ হইবে। ৩৪ দী-
পবৃক্ষে বাদামপুষ্পের ন্যায় চারি গোলাধার, ও তাহাদের কলিকা ও
পুষ্প থাকিবে। ৩৫ আর দীপবৃক্ষের যে ছয়টি শাখা নির্গত হইবে, তা-
হাদের এক শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা ও অপর
শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা থাকিবে। ৩৬ কলিকা ও
শাখা তৎসহ অখণ্ড হইবে; সমস্তই পিটান নির্ম্মল স্বর্ণের একই বস্তু
হইবে। ৩৭ আর তুমি তাহার সাতটী প্রদীপ নির্ম্মাণ করিবে; এবং লো-
কেরা সেই সকল প্রদীপ জ্বালাইলে তাহার সম্মুখে আলো হইবে।
৩৮ আর তাহার চিমটা ও গুলতরাশ সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ
করিতে হইবে। ৩৯ এই দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত
পরিমিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত হইবে।
৪০ দেখিও, পর্ব্বতে তোমাকে এই সকলের যেরূপ আদর্শ দেখান
গেল, সেইরূপ সকলই করিও।

যবনিকা সমূহ।

২৬ আর তুমি দশ যবনিকা দ্বারা এক আবাস প্রস্তুত করিবে;
সেগুলি পাকান সাদা মসীনা এবং নীল, বেগুনে ও লাল সূত্রে
নির্ম্মাণ করিবে; সেই যবনিকা সমূহে শিল্পিত করূবগণের আকৃতি
থাকিবে। ২ প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে আটাইশ হস্ত ও প্রত্যেক যবনিকা
প্রস্থে চারি হস্ত হইবে; সমস্ত যবনিকার এক পরিমান হইবে। ৩ আর
একত্র পাঁচ যবনিকার পরস্পর যোগ থাকিবে এবং অন্য পাঁচ যবনি-
কার পরস্পর যোগ থাকিবে।
৪ আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলসূত্রের ঘুন্টি-
ঘরা করিয়া দিবে, এবং যোড়স্থানে দ্বিতীয় অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও
তদ্রূপ করিবে। ৫ প্রথম যবনিকাকে পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিয়া দিবে;
এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করি-
য়া দিবে; সেই দুই ঘুন্টিঘরাশ্রেণী পরস্পর সম্মুখীন হইবে। ৬ আর
পঞ্চাশ স্বর্ণঘুন্টি গড়িয়া ঘুন্টিতে যবনিকা সকল পরস্পর বদ্ধ করি-
বে; তাহাতে তাহা একই আবাস হইবে। ৭ আর তুমি আবাসের উপরে
আচ্ছাদনার্থ তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমজাত যবনিকা সকল প্রস্তুত
করিবে, একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিবে। ৮ প্রত্যেক যবনিকা দীর্ঘে
ত্রিশ হস্ত ও প্রত্যেক যবনিকা প্রস্থে চারি হস্ত হইবে; এই একাদশ যব-
নিকার একই পরিমাণ হইবে। ৯ পরে পাঁচ যবনিকা পরস্পর যোড়া
দিয়া পৃথক্ রাখিবে, অন্য ছয় যবনিকাও পৃথক্ রাখিবে, এবং ইহা-
দের ষষ্ঠ যবনিকা দোহারা করিয়া তাম্বুর সম্মুখে রাখিবে। ১০ আর
যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা করিয়া
দিবে, এবং সংযুক্তব্য দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টিঘরা
করিয়া দিবে। ১১ পরে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুন্টি গড়িয়া সেই ঘুন্টিঘরাতে
তাহা প্রবেশ করাইয়া তাম্বু সংযুক্ত করিবে; তাহাতে তাহা একই তাম্বু
হইবে; ১২ তাম্বুর যবনিকার অতিরিক্ত অংশ, অর্থাৎ যে অর্দ্ধযবনিকা
অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আবাসের পশ্চাৎপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে।
১৩ আর তাম্বুর যবনিকার দীর্ঘতার যে অংশ এপার্শ্বে এক হস্ত, ওপার্শ্বে
এক হস্ত অতিরিক্ত থাকিবে, তাহা আচ্ছাদন জন্য আবাসের উপরে

এপার্শ্বে ওপার্শ্বে ঝুলিয়া থাকিবে। ১৪ পরে তুমি তাম্বুর জন্য রক্তীকৃত
মেষচর্ম্মের এক ছাদ প্রস্তুত করিবে।

তক্তা ও অর্গল সমূহ।

১৫ পরে তুমি আবাসের জন্য শিটীম কাষ্ঠের দাঁড় করান তক্তা প্র-
স্তুত করিবে। ১৬ প্রত্যেক তক্তা দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রস্থে দেড় হস্ত হইবে।
১৭ প্রত্যেক তক্তার পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া থাকিবে; এইরূপে
আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিবে। ১৮ আবাসের নিমিত্তে তক্তা প্র-
স্তুত করিবে, দক্ষিণদিকের দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশতি তক্তা।
১৯ আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে চল্লিশ রৌপ্যের চুঙ্গি গড়িয়া দিবে;
এক তক্তার নীচে তাহার দুই পায়ার নিমিত্তের দুই চুঙ্গি, এবং অন্য
অন্য তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার নিমিত্তে দুই দুই চুঙ্গি
হইবে। ২০ আবার আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তরদিকে বিং-
শতি তক্তা; ২১ আর সেইগুলির জন্য রৌপ্যের চল্লিশ চুঙ্গি; এক
তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি ও অন্য অন্য তক্তার নীচেও দুই দুই চুঙ্গি;
২২ আর আবাসের পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের নিমিত্তে ছয়খানি তক্তা
করিবে। ২৩ আর আবাসের সেই পশ্চাদ্ভাগের দুই কোণের জন্য দুই-
খানি তক্তা করিবে। ২৪ সেই দুই তক্তার নীচে যোড় হইবে, এবং সেই-
রূপ মাথাতেও প্রথম কড়ার নিকটে যোড় হইবে; এইরূপ উভয়েতেই
হইবে; তাহা দুই কোণের নিমিত্ত হইবে। ২৫ তক্তা আটখান হইবে, ও
সেইগুলির রৌপ্যের চুঙ্গি ষোলটী হইবে; এক তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি,
ও অন্য তক্তার নীচে দুই চুঙ্গি থাকিবে। ২৬ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠের
অর্গল প্রস্তুত করিবে, ২৭ আবাসের এক পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল,
ও আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তাতে পাঁচ অর্গল, এবং আবাসের
পশ্চিমদিকের পশ্চাদ্ভাগের তক্তাতে পাঁচ অর্গল দিবে। ২৮ এবং মধ্য-
বর্ত্তী অর্গল তক্তাগুলির মধ্যস্থান দিয়া এক প্রান্ত অবধি অন্য প্রান্ত
পর্য্যন্ত যাইবে। ২৯ আর ঐ তক্তাগুলি স্বর্ণে মুড়িবে, এবং অর্গলের ঘর
হইবার জন্য স্বর্ণকড়া গড়িবে, এবং অর্গল সকল স্বর্ণ দিয়া মুড়িবে।
৩০ আবাসের যে আদর্শ পর্ব্বতে তোমাকে দেখান গেল, তদনুসারে
তাহা স্থাপন করিবে।

তিরস্করিণী ও পর্দ্দা।

৩১ আর তুমি নীল, বেগুনে ও লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূত্র
দ্বারা এক তিরস্করিণী প্রস্তুত করিবে; তাহা শিল্পকারের কর্ম্ম হইবে,
তাহাতে করুবগণের আকৃতি থাকিবে। ৩২ তুমি তাহা স্বর্ণে মুড়ান শি-
টীম কাষ্ঠের চারি স্তম্ভের উপরে খাটাইবে; সেইগুলির আঁকড়া স্বর্ণ-
ময় হইবে, এবং সেইগুলি রৌপ্যের চারি চুঙ্গির উপরে বসিবে।
৩৩ আর ঘুণ্টি সকলের নীচে তিরস্করিণী খাটাইয়া দিবে।, এবং তথায়
তিরস্করিণীর ভিতরে সাক্ষ্য-সিন্দুক আনিবে; এবং সেই তিরস্করিণী
পবিত্র স্থানের ও অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রভেদ
রাখিবে। ৩৪ আর অতি পবিত্র স্থানে সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরে পাপাব-
রণ রাখিবে। ৩৫ আর তিরস্করিণীর বাহিরে মেজ রাখিবে, ও মেজের
সম্মুখে আবাসের পার্শ্বে, দক্ষিণদিকে দীপবৃক্ষ রাখিবে; এবং উত্তর-
দিকে মেজ রাখিবে। ৩৬ আর তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত শিল্পকারের কৃত এক পর্দ্দা
প্রস্তুত করিবে। ৩৭ আর সেই পর্দ্দার নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের পাঁচটী স্ত-
ম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িবে, ও স্বর্ণ দ্বারা তাহার আঁকড়া প্রস্তুত
করিবে, এবং তাহার নিমিত্তে পিত্তলের পাঁচ চুঙ্গি ঢালিবে।

হোমার্থক বেদি।

২৭ আর তুমি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা পাঁচ হস্ত দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ বে-
দি নির্ম্মাণ করিবে। সেই বেদি চতুষ্কোণ এবং তিন হস্ত উচ্চ
হইবে। ২ আর তাহার চারি কোণের উপরে শৃঙ্গ করিবে, সেই বেদির
শৃঙ্গে সকল তৎসহ অখণ্ড হইবে, এবং তুমি তাহা পিত্তলে মুড়িবে।
৩ আর তাহার ভস্ম লইবার নিমিত্তে হাঁড়ী প্রস্তুত করিবে, এবং তাহার
হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও অঙ্গারধানী গড়িবে; তাহার সমস্ত পাত্র পিত্তল
দিয়া গড়িবে।
৪ আর জালের ন্যায় পিত্তলের এক ঝাঁঝরী গড়িবে, এবং সে ঝাঁঝ-
রীর উপরে চারি কোণে পিত্তলের চারি কড়া প্রস্তুত করিবে। ৫ এই
ঝাঁঝরী নিম্নভাগে বেদির বেড়ের নীচে রাখিবে, এবং ঝাঁঝরী বেদির
মধ্য পর্য্যন্ত থাকিবে। ৬ আর বেদির নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠের বহন-দণ্ড
করিবে, ও তাহা পিত্তলে মুড়িবে। ৭ আর কড়ার মধ্যে ঐ বহন-দণ্ড
দিবে; বেদি বহনকালে তাহার দুই পার্শ্বে সেই বহন-দণ্ড থাকিবে। ৮ তু-
মি ফাঁপা করিয়া তক্তা দিয়া তাহা গড়িবে; পর্ব্বতে তোমাকে যেরূপ
দেখান গেল, লোকেরা সেইরূপে তাহা করিবে।

প্রাঙ্গণ

৯ আর তুমি আবাসের প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিবে; দক্ষিণ পার্শ্বে, দক্ষি-
ণদিকে পাকান সাদা মসীনা সূত্রনির্ম্মিত যবনিকা থাকিবে; তাহার
এক পার্শ্বের দীর্ঘতা এক শত হস্ত হইবে। ১০ তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও
বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের হইবে, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল
রৌপ্যের হইবে। ১১ তদ্রূপ উত্তর পার্শ্বে এক শত হস্ত দীর্ঘ যবনিকা
হইবে, আর তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের হইবে;
এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যের হইবে। ১২ আর প্রাঙ্গ-
ণের প্রস্থের নিমিত্তে পশ্চিমদিকে পঞ্চাশ হস্ত যবনিকা ও তাহার দশ
স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি হইবে। ১৩ আর প্রাঙ্গণের প্রস্থ পূর্ব্ব পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে
পঞ্চাশ হস্ত হইবে। ১৪ [দ্বারের] এক পার্শ্বের জন্য পনের হস্ত যবনিকা,
তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। ১৫ আর অন্য পার্শ্বের জন্যও পনের হস্ত
যবনিকা, তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি হইবে। ১৬ আর প্রাঙ্গণের দ্বারের নি-
মিত্তে নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রে শিল্পকারের
কৃত বিংশতি হস্ত এক পর্দ্দা ও তাহার চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি হইবে।
১৭ প্রাঙ্গণের চারিদিকের স্তম্ভ সকল রৌপ্য-শলাকাতে বদ্ধ হইবে, ও
সেগুলির আঁকড়া রৌপ্যময়, ও চুঙ্গি পিত্তলের হইবে। ১৮ প্রাঙ্গণের
দীর্ঘতা এক শত হস্ত, প্রস্থ সর্ব্বত্র পঞ্চাশ হস্ত, এবং উচ্চতা পাঁচ হস্ত
হইবে, সকলই পাকান সাদা মসীনা সূত্রে করা যাইবে, ও তাহার পি-
ত্তলের চুঙ্গি হইবে। ১৯ আবাসের যাবতীয় কার্য্য সম্বন্ধীয় সমস্ত দ্রব্য ও
গোঁজ এবং প্রাঙ্গণের সকল গোঁজ পিত্তলের হইবে। ২০ আর তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই আদেশ করিবে, যেন তাহারা আলোর
জন্য উখলিতে প্রস্তুত জিতৈল তোমার নিকটে আনে, জাহাতে নি-
য়ত প্রদীপ জ্বালান থাকে। ২১ আর সমাগম-তাম্বুতে সাক্ষ্য-সিন্দুকের
সম্মুখে স্থিত তিরস্করিণীর বাহিরে হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সন্ধ্যা
অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা প্রস্তুত রাখিবে; ইহা
ইস্রায়েল-সন্তানদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।

যাজকীয় বস্ত্র।

২৮ আর তুমি আমার যাজনার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে
হইতে তোমার ভ্রাতা হারোণকে ও তাহার সঙ্গে তাহার পুত্রগ-
ণকে আপনার নিকটে উপস্থিত করিবে; হারোণ এবং হারোণের পুত্র
নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর ও ঈথামরকে উপস্থিত করিবে। ২ আর তো-
মার ভ্রাতা হারোণের জন্য, গৌরব ও শোভার নিমিত্তে তুমি পবিত্র
বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৩ আর আমি যাহাদিগকে বিজ্ঞতার আত্মায় পূর্ণ
করিয়াছি, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোকদিগকে বল, যেন আমার যা-
জনার্থে হারোণকে পবিত্র করিতে তাহারা তাহার বস্ত্র প্রস্তুত করে।
৪ এই সকল বস্ত্র তাহারা প্রস্তুত করিবে; বুকপাটা, এফোদ, পরি-
চ্ছদ, চিত্রিত অঙ্গরক্ষক বস্ত্র, উষ্ণীষ ও কটিবন্ধন; তাহারা আমার
যাজনার্থে তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের নিমিত্তে পবি-

ত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ৫ তাহারা স্বর্ণ এবং নীল, বেগুনে ও লাল এবং
সাদা মসীনা সূত্র লইবে। ৬ আর তাহারা স্বর্ণ এবং নীল, বেগুনে ও
লাল এবং পাকান সাদা মসীনা সূত্রে শিল্পকারের কর্ম্ম দ্বারা এফোদ
প্রস্তুত করিবে। ৭ তাহার দুই মুড়াতে পরস্পর সংযুক্ত দুই স্কন্ধপটি থা-
কিবে; এইরূপে তাহা যুক্ত হইবে; ৮ এবং তাহা বদ্ধ করিবার জন্য বু-
নানি করা যে পটুকা তাহার উপরে থাকিবে, তাহা তৎসহিত অখণ্ড
এবং সেই বস্ত্রের তুল্য হইবে; অর্থাৎ স্বর্ণে এবং নীল,বেগুনে ও লাল
এবং পাকান সাদা মসীনা সূত্রে হইবে। ৯ পরে তুমি দুই গোমেদক মণি
লইয়া তাহার উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবে। ১০ তাহাদের
জন্মক্রম নাম অনুসারে ছয় নাম এক মণির উপরে, ও অবশিষ্ট ছয়
নাম অন্য মণির উপরে খুদিবে। ১১ শিল্পকর্ম্ম ও মুদ্রা খুদনের ন্যায়
সেই দুই মণির উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খুদিবে, এবং তাহা
দুই স্বর্ণস্থালীতে বদ্ধ করিবে। ১২ আর ইস্রায়েল-সন্তানদের স্মরণার্থক
মণিসরূপে তুমি সেই দুই মণি এফোদের দুই স্কন্ধপটিতে দিবে; তাহা-
তে হারোণ স্মরণ করাইবার নিমিত্তে সদাপ্রভুর সম্মুখে আপনার দুই
স্কন্ধে তাহাদের নাম বহিবে। ১৩ আর তুমি দুই স্বর্ণস্থালী করিবে,
১৪ এবং নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পাকান দুই মাল্যবৎ শৃঙ্খল করিয়া সেই পা-
কান শৃঙ্খল সেই দুই স্থালীতে বদ্ধ করিবে। ১৫ আর শিল্পকারের কর্ম্মে
বিচারাথক বুকপাটা করিবে; এফোদের কর্ম্মানুসারে করিবে; স্বর্ণ
এবং নীল,বেগুনে ও লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রের দ্বারা তাহা
প্রস্তুত করিবে। ১৬ তাহা চতুষ্কোণ ও দোহারা হইবে; তাহার দীর্ঘতা
এক বিঘত ও প্রস্থ এক বিঘত হইবে। ১৭ আর তাহা চারি পংক্তি মণি-
তে খচিত করিবে; তাহার প্রথম পংক্তিতে চুণী, পীতমণি ও মরকত;
১৮ দ্বিতীয় পংক্তিতে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক; ১৯ তৃতীয় পংক্তিতে
পংক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা; ২০ এবং চতুর্থ পংক্তিতে বৈদূ-
র্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত; এই সকল স্ব স্ব পংক্তিতে স্বর্ণে আঁটা হই-
বে। ২১ এই মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামানুযায়ী হইবে, তাহাদের না-
মানুসারে দ্বাদশটী হইবে; মুদ্রার ন্যায় খোদিত প্রত্যেক মণিতে ঐ দ্বা-
দশ বংশের জন্য এক এক পুত্রের নাম থাকিবে। ২২ আর তুমি নির্ম্মল
স্বর্ণ দিয়া বুকপাটার উপরে মাল্যবৎ পাকান দুই শৃঙ্গল নির্ম্মাণ করি-
য়া দিবে। ২৩ আর বুকপাটার উপরে স্বর্ণের দুই কড়া গড়িয়া দিবে,
এবং বুকপাটার দুই প্রান্তে ঐ দুই কড়া বাঁধিবে। ২৪ আর বুকপাটার
দুই প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের ঐ দুই শৃঙ্গল রাখিবে।
২৫ আর পাকান শৃঙ্গলের দুই মুড়া সেই দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া
এফোদের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখিবে। ২৬ তুমি স্বর্ণের দুই
কড়া গড়িয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে এফোদের স্মমুখস্থ ভিতরভাগে রা-
খিবে। ২৭ আরও দুই স্বর্ণকড়া গড়িয়া এফোদের দুই স্কন্ধপটির নীচে
তাহার সম্মুখভাগে যোড়স্থানে এফোদের বুনানি করা পটুকার উপরে
তাহা রাখিবে। ২৮ তাহাতে বুকপাটা যেন এফোদের বুনানি করা পটু-
কার উপরে থাকে, এফোদ হইতে খসিয়া না পড়ে, এই জন্য তাহারা
কড়াতে নীলসূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বুকপাটা বদ্ধ করিয়া
রাখিবে। ২৯ যে সময়ে হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিবে তৎকালে
সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত স্মরণ করাইবার জন্য সে বিচারার্থক বুক-
পাটাতে ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম আপন হৃদয়ের উপরে বহন করি-
বে। ৩০ আর সেই বিচারার্থক বুকপাটায় তুমি ঊরীম ও তুম্মীম [দীপ্তি
ও সিদ্ধতা] দিবে; তাহাতে হারোণ যে সময়ে সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রবেশ
করিবে, তৎকালে হারোণের হৃদয়ের উপরে তাহা থাকিবে, এবং হা-
রোণ সদাপ্রভুর সম্মুখে ইস্রায়েল-সন্তানদের বিচার নিয়ত আপন হৃ-
দয়ের উপরে বহিবে। ৩১ আর তুমি এফোদের সমুদয় পরিচ্ছদ নীলব-
র্ণ করিবে। ৩২ তাহার মধ্যস্থলে শিরঃপ্রবেশার্থে এক ছিদ্র থাকিবে;
বর্ম্মের গলার ন্যায় সেই ছিদ্রের চারিদিকে তন্তুবায়ের কৃত ধারি থা-
কিবে, তাহাতে তাহা ছিঁড়িবে না। ৩৩ আর তুমি তাহার আঁচলায় চারি-
দিকে নীল, বেগুনে ও লাল দাড়িম করিবে, এবং চারিদিকে তাহার
মধ্যে মধ্যে স্বর্ণের কিঙ্কিণী থাকিবে। ৩৪ ঐ পরিচ্ছদের আঁচলায় চারি-
দিকে এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক দাড়িম এবং এক স্বর্ণকিঙ্কিণী ও এক
দাড়িম থাকিবে। ৩৫ আর হারোণ পরিচর্য্যা করবার নিমিত্তে তাহা
পরিধান করিবে; তাহাতে সে যখন সদাপ্রভুর সম্মুখে পবিত্র স্থানে প্র-
বেশ করিবে, ও সেখান হইতে যখন বাহির হইবে, তখন কিঙ্কিণীর
শব্দ শুনা যাইবে; তাহাতে সে মরিবে না। ৩৬ আর তুমি নির্ম্মল স্বর্ণের
এক পাত প্রস্তুত করিয়া মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে “সদাপ্রভুর উদ্দে-
শে পবিত্র” এই কথা খুদিবে। ৩৭ তুমি তাহা নীলসূত্রে বদ্ধ করিয়া রা-
খিবে; তাহা উষ্ণীষের উপরে থাকিবে, উষ্ণীষের সম্মুখভাগেই থাকি-
বে। ৩৮ আর তাহা হারোণের কপালের উপরে থাকিবে, তাহাতে ইস্রা-
য়েল-সন্তানেরা আপনাদের সমস্ত পবিত্র দানে যে সকল দ্রব্য পবিত্র
করিবে, হারোণ সেই সকল পবিত্র দ্রব্যের অপরাধ বহন করিবে,
এবং তাহারা যেন সদাপ্রভুর কাছে গ্রাহ্য হয়, এইজন্য উহা নিয়ত তা-
হার কপালের উপরে থাকিবে। ৩৯ আর তুমি চিত্রিত সাদা মসীনা সূত্র
দ্বারা অঙ্গরক্ষিণী বুনিবে, এবং সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা উষ্ণীষ প্রস্তুত
করিবে; এবং কটিবন্ধন সূচী দ্বারা শিল্পিত করিবে।
৪০ আর হারোণের পুত্রগণের জন্য অঙ্গরক্ষক বস্ত্র ও কটিবন্ধন প্র-
স্তুত করিবে, এবং গৌরব ও শোভার জন্য শিরোভূষণ করিয়া দিবে।
৪১ আর তোমার ভ্রাতা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের গাত্রে সেই
সকল পরাইবে, এবং তাহাদের অভিষেক ও হস্তপূরণ করিয়া তাহা-
দিগকে পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে।
৪২ তুমি তাহাদের উলঙ্গতার আচ্ছাদনার্থে কটি অবধি জঙ্ঘা পর্য্য-
ন্ত শুল্ক জাঙ্ঘিয়া প্রস্তুত করিবে।
৪৩ আর যখন হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ
করিবে, কিম্বা প্রবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ বেদির নিকটবর্ত্তী হই-
বে, তৎকালে যেন অপরাধ বহিয়া না মরে, এই জন্য তাহারা এই বস্ত্র
পরিধান করিবে; ইহা হারোণ ও তাহার ভাবী বংশের পালনীয় চির-
স্থায়ী বিধি।

যাজকদের নিয়োগ বিষয়ক আদেশ।

২৯ আর আমার যাজন কর্ম্ম করণার্থে তাহাদিগকে পবিত্র করি-
বার জন্য তুমি তাহাদের প্রতি এই সকল কর্ম্ম করিবে; নি-
র্দ্দোষ একটী পুংগোবৎস ও দুইটী মেষ লইবে; ২ আর তাড়ীশূন্য রুটি
তৈলমিশ্রিত তাড়ীশূন্য পিষ্টক ও তৈলাক্ত তাড়ীশূন্য সরুচাকলী গো-
মের ময়দা দ্বারা প্রস্তুত করিবে; ৩ এবং সেইগুলি এক ডালিতে রাখি-
বে, আর সেই ডালিতে করিয়া আনিবে, এবং গোবৎস ও দুই মেষ
আনিবে।
৪ আর হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে সমাগম-তাম্বুর দ্বার-সমীপে
আনিয়া জলে স্নান করাইবে। ৫ আর সেই সকল বস্ত্র লইয়া হারোণ-
কে অঙ্গরক্ষিণী, এফোদের পরিচ্ছদ, এফোদ ও বুকপাটা পরাইবে,
এবং এফোদের বুনানি করা পটুকা তাহাতে আবদ্ধ করিবে। ৬ আর
তাহার মস্তকে উষ্ণীষ দিবে, ও উষ্ণীষের উপরে পবিত্র মুকুট দিবে।
৭ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাহার মস্তিস্কের উপরে ঢালিয়া তা-
হাকে অভিষিক্ত করিবে। ৮ আর তুমি তাহার পুত্রগণকে আনিয়া
অঙ্গরক্ষক বস্ত্র পরাইবে। ৯ আর হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে
কটিবন্ধন পরাইবে, ও থাদের মস্তকে শিরোভূষণ বাঁধিয়া দিবে; তাহা-
তে যাজকত্বপদে তাহাদের চিরস্থায়ী অধিকার থাকিবে। আর তুমি
হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তপূরণ করিবে। ১০ পরে তুমি সমা-
গম-তাম্বুর সম্মুখে সেই গোবৎসকে আনাইবে, এবং হারোণ ও তাহার
পুত্রগণ গোবৎসটীর মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। ১১ তখন তুমি সমাগম-
তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে ঐ গোবৎস হনন করিবে।
১২ পরে গোবৎসের কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বেদির শৃঙ্গের
উপরে দিবে, এবং বেদির মূলে সমস্ত রক্ত ঢালিয়া দিবে। ১৩ আর তা-
হার অন্ত্রের উপরিস্থিত সমস্ত মেদ ও যকৃতের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক ও

দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ লইয়া বেদিতে দগ্ধ করিবে। ১৪ কিন্তু
গোবৎসটির মাংস ও তাহার চর্ম্ম ও গোময় শিবিরের বাহিরে অগ্নিতে
পোড়াইয়া দিবে; তাহা পাপার্থক বলি। ১৫ পরে তুমি প্রথম মেষটী
আনিবে, এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ সেই মেষের মস্তকে হস্তার্পণ
করিবে। ১৬ পরে তুমি সেই মেষ হনন করিয়া তাহার রক্ত লইয়া বে-
দির উপরে চারিদিকে ছিটাইয়া দিবে। ১৭ পরে তুমি মেষটী খণ্ড খণ্ড
করিবে, তাহার অন্ত্র ও পদ ধৌত করিবে, আর ঐ খণ্ড সকলের ও
মস্তকের উপরে রাখিবে। ১৮ পরে সমস্ত মেষটী বেদিতে দগ্ধ করিবে;
তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক
অগ্নিকৃত উপহার। ১৯ পরে তুমি দ্বিতীয় মেষটী লইবে, এবং হারোণ ও
তাহার পুত্রগণ ঐ মেষের মস্তকে হস্তার্পণ করিবে। ২০ পরে তুমি সেই
মেষ হনন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া হারোণের দক্ষিণ কর্ণের
প্রান্তে ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের প্রান্তে ও তাহাদের দক্ষিণ
হস্তের অঙ্গুষ্ঠের উপরে দিবে, এবং বেদির উপরে চারিদিকে রক্ত ছি-
টাইয়া দিবে। ২১ পরে বেদির উপরিস্থিত রক্তের ও অভিষেকার্থ তৈ-
লের কিঞ্চিৎ লইয়া হারোণের উপরে ও তাহার বস্ত্রের উপরে এবং
তাহার সহিত তাহার পুত্রদের উপরে ও তাহাদের বস্ত্রের উপরে ছিটা-
ইয়া দিবে; তাহাতে সে ও তাহার বস্ত্র এবং তাহার সহিত তাহার পুত্র-
গণ ও তাহাদের বস্ত্র পবিত্র হইবে। ২২ পরে তুমি সেই মেষের মেদ, লা-
ঙ্গুল ও অন্ত্রের উপরিস্থ অন্ত্রাপ্লাবক অ দুই মেটিয়া ও তদুপরিস্থ মেদ
ও দক্ষিণ জঙ্ঘা লইবে, কেননা সে হস্তপূরণার্থ মেষ। ২৩ পরে তুমি
সদাপ্রভুর সম্মুখস্থিত তাড়ীশূন্য রুটীর ডালি হইতে এক রুটী ও তৈ-
লমিশ্রিত এক পিষ্টক ও এক সরুচাকলী লইবে; ২৪ এবং হারোণের
হস্তে ও তাহার পুত্রগণের হস্তে তৎসমুদয় দিয়া দোলনীয় উপহারার্থে
সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা দোলাইবে। ২৫ পরে তুমি তাহাদের হস্ত হইতে
তাহা লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে সৌরভার্থে বেদিতে হোমার্থক বলির
উপরে দগ্ধ করিবে; তাহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার।
২৬ পরে তুমি হারোণের হস্তপূরণার্থক মেষের বক্ষঃস্থল লইয়া দোল-
নীয় উপহারার্থে সদাপ্রভুর সম্মুখে দোলাইবে; তাহা তোমার অংশ
হইবে। ২৭ পরে হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হস্তপূরণার্থক মেষের
যে দোলনীয় উপহার বক্ষঃস্থল দোলায়িত ও যে উত্তোলনীয় উপহার
জঙ্ঘা উত্তোলিত হইল, তাহা তুমি পবিত্র করিবে। ২৮ তাহাতে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ হইতে তাহা হারোণের ও তাহার সন্তানগণের চিরস্থা-
য়ী অধিকার হইবে, কেননা তাহাই উত্তোলনীয় উপহার তাহাদের মঙ্গ-
লার্থক বলি হইতে দেয়; ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে তাহাদের উত্তোলনীয়
উপহার। ২৯ আর হারোণের পরে তাহার পবিত্র বস্ত্র সকল তাহার পু-
ত্রগণের হইবে; অভিষেক ও হস্তপূরণ সময়ে তাহারা তাহা পরিধান
করিবে। ৩০ তাহার পুত্রদের মধ্যে যে তাহার পদে যাজক হইয়া পবিত্র
স্থানে পরিচর্য্যা করিতে সমাগম তাম্বুতে প্রবেশ করিবে, সে সেই বস্ত্র
সাত দিন পরিবে। ৩১ পরে তুমি সেই হস্তপূরণার্থক মেষের মাংস লই-
য়া কোন পবিত্র স্থানে পাক করিবে, ৩২ এবং হারোণ ও তাহার পুত্রগণ
সমাগম-তাম্বুর দ্বারে সেই মেষমাংস ও ডালিতে স্থিত সেই রুটী ভো-
জন করিবে। ৩৩ আর হস্তপূরণ দ্বারা তাহাদিগকে পবিত্র করণার্থে যা-
হা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা হইল, তাহা তাহারা ভোজন করিবে; কিন্তু
অপর কোন লোক তাহা ভোজন করিবে না, কারণ সে সকল পবিত্র
বস্তু। ৩৪ আর ঐ হস্তপূরণার্থক মাংস ও রুটী হইতে যদি প্রাতঃকাল
পর্য্যন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অংশ অগ্নিতে পোড়া-
ইয়া দিবে; কেহ তাহা ভোজন করিবে না, কারণ তাহা পবিত্র বস্তু।
৩৫ আমি তোমাকে এই যে সকল আজ্ঞা করিলাম, তদনুসারে হারো-
ণের প্রতি ও তাহার পুত্রগণের প্রতি করিবে; সাত দিন তাহাদের হস্ত-
পূরণ করিবে। ৩৬ আর তুমি প্রায়শ্চিত্তের কারণ প্রতিদিন পাপার্থক
বলিরূপে এক একটী পুংগোবৎস উৎসর্গ করিবে, এবং প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া বেদিকে মুক্ত পাপ করিবে; আর তাহা পবিত্র করণার্থে অভি-
ষেক করিবে।

দৈনিক উপহার।

৩৭ তুমি বেদির নিমিত্তে সাত দিন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পবিত্র
করিবে; তাহাতে বেদি অতি পবিত্র হইবে; যে কেহ বেদি স্পর্শ করে,
তাহার পবিত্র হওয়া চাই। ৩৮ সেই বেদির উপরে তুমি এই বলি উৎসর্গ
করিবে; নিয়ত প্রতিদিন একবর্ষীয় দুইটী মেষশাবক; ৩৯ একটী মেষ-
শাবক প্রাতঃকালে উৎসর্গ করিবে, ও অন্যটী সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ
করিবে।
৪০ আর প্রথম মেষশাবকের সহিত উখলিতে প্রস্তুত হিন পাত্রের
চতুর্থাংশ তৈলে মিশ্রিত [ঐফা] পাত্রের দশমাংশ ময়দা, এবং পেয়
নৈবেদ্যের কারণ হিনের চতুর্থাংশ দ্রাক্ষারস দিবে।
৪১ পরে দ্বিতীয় মেষশাবকটী সন্ধ্যাকালে উৎসর্গ করিবে, এবং প্রা-
তঃকালের মতানুসারে ভক্ষ্য ও পেয় নৈবেদ্যের সহিত তাহাও সদাপ্র-
ভুর উদ্দেশে সৌরভার্থক অগ্নিকৃত উপহার বলিয়া উৎসর্গ করিবে।
৪২ ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিয়ত [কর্ত্তব্য] হোম; সমাগম-তা-
ম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে, যে স্থানে আমি তোমার সহিত
আলাপ করিতে তোমাদের কাছে দেখা দিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]
।
৪৩ সেখানে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে দেখা দিব, এবং
আমার প্রতাপে তাম্বু পবিত্রীকৃত হইবে।
৪৪ আর আমি সমাগম-তাম্বু ও বেদি পবিত্র করিব, এবং আমার
যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে পবিত্র করিব।
৪৫ আর আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে বাস করিব, ও তাহাদের
ঈশ্বর হইব।
৪৬ তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর,
আমি তাহাদের মধ্যে বাস করণার্থে মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে
বাহির করিয়া আনিয়াছি; আমিই সদাপ্রভু, তাহাদের ঈশ্বর।

তাম্বু সম্বন্ধীয় পাত্রাদির বিষয়।

ধূপবেদি।

৩০ আর তুমি ধূপদাহ করিবার জন্য এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে;
শিটীম কাষ্ঠ দিয়া তাহা নির্ম্মাণ করিবে। ২ তাহা এক হস্ত দীর্ঘ
ও এক হস্ত প্রস্থ চতুষ্কোণ হইবে, এবং দুই হস্ত উচ্চ হইবে, তাহার শৃঙ্গ
সকল তাহার সহিত অখণ্ড হইবে। ৩ আর তুমি সেই বেদি, তাহার পৃষ্ঠ
ও চারি পার্শ্ব ও শৃঙ্গ নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িবে, এবং তাহার চারিদিকে স্ব-
র্ণের নিকাল গড়িয়া দিবে।
৪ আর তাহার নিকালের নীচে দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই দুই
কড়া গড়িয়া দিবে, দুই পার্শ্বে গড়িয়া দিবে; তাহা বেদি বহনার্থ বহন-
দণ্ডের ঘর হইবে। ৫ আর ঐ বহন-দণ্ড শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করি-
য়া স্বর্ণ দিয়া মুড়িবে। ৬ আর সাক্ষ্য-সিন্দুকের নিকটস্থ তিরস্করিণীর
অগ্রদিকে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ পাপাবরণের সম্মুখে তাহা রা-
খিবে, সেই স্থানে আমি তোমার কাছে দেখা দিব। ৭ আর হারোণ তা-
হার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিস্কার
করিবার সময়ে সে ঐ ধূপ জ্বালাইবে। ৮ আর সন্ধাকালে প্রদোপ জ্বা-
লাইবার সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে, তাহাতে তোমাদের পুরুষানু-
ক্রমে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত ধূপদাহ হইবে। ৯ তোমরা তাহার উপরে
ইতর ধূপ কিম্বা হোমবলি কিম্বা ভক্ষ্য নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও না, ও
তাহার উপরে পেয় নৈবেদ্য ঢালিও না। ১০ আর বৎসরের মধ্যে এক
বার হারোণ তাহার শৃঙ্গের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তোমাদের পুরুষা-
নুক্রমে বৎসরের মধ্যে এক বার প্রায়শ্চিত্তার্থক পাপবলির রক্ত দিয়া
তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এই বেদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতি
পবিত্র।

প্রাণের প্রায়শ্চিত্ত।

১১ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ১২ তুমি যখন ইস্রায়েল-সন্তান-
দের সংখ্যা গ্রহণ কর, তখন যাহাদিগকে গণনা করা যায়, তাহারা প্র-
ত্যেকে গণনাকালে সদাপ্রভুর কাছে আপন আপন প্রাণের জন্য প্রায়-
শ্চিত্ত করিবে, যেন তাহাদের মধ্যে গণনাকালে আঘাত না হয়। ১৩ তা-
হাদের দেয় এই ; যে কেহ গণিত লোকদের মধ্যে আসিবে, সে পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে অর্দ্ধশেকল দিবে; বিংশতি গেরাতে এক শে-
কল হয়; সেই অর্দ্ধশেকল সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার হইবে। ১৪ বিং-
শতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তাহার অধিক বয়স্ক যে কেহ গণিত লোক-
দের মধ্যে আসিবে, সে সদাপ্রভুকে ঐ উপহার দিবে। ১৫ তোমাদের
প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে সদাপ্রভুকে সেই উপহার দিবার
সময়ে ধনবান্ অর্দ্ধ শেকলের অধিক দিবে না, এবং দরিদ্র তাহার
কম দিবে না। ১৬ আর তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণ হইতে সেই প্রায়শ্চি-
ত্তের রৌপ্য লইয়া সমাগম-তাম্বুর কার্য্যের জন্য দিবে; তোমাদের প্রা-
ণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে তাহা ইস্রায়েল-সন্তানদের স্মরণার্থে সদা-
প্রভুর সম্মুখে থাকিবে।

প্রক্ষালন – পাত্র।

১৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি প্রক্ষালন কার্য্যের জন্য
পিত্তলময় এক প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার পিত্তলময় খুরা প্রস্তুত করি-
বে; ১৮ এবং সমাগম-তাম্বুর ও বেদির মধ্যস্থানে রাখিবে, ও তাহার
মধ্যে জল দিবে। ১৯ হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহাতে আপন আপন
হস্ত ও পদ ধৌত করিবে। ২০ তাহারা যেন না মরে, এই জন্য সমাগম-
তাম্বুতে প্রবেশ কালে জলে আপনাদিগকে ধৌত করিবে; কিম্বা পরি-
চর্য্যা করণার্থে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার দগ্ধ করণার্থে
বেদির নিকটে আগমন কালে আপন আপন হস্ত ও পদ ধৌত করি-
বে, ২১ তাহারা যেন না মরে, এই জন্য করিবে; ইহা তাহাদের পক্ষে
চিরস্থায়ী বিধি, পুরুষানুক্রমে হারোণ ও তাহার বংশের নিমিত্ত।

পবিত্র তৈল ও ধূপ।

২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি আপনার নিকটে উত্তম
উত্তম সুগন্ধি দ্রব্য, ২৩ অর্থাৎ পবিত্র স্থনের শেকল অনুসারে পাঁচ শত
শেকল নির্ম্মল গন্ধরস, তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই শত শেকল সুগ-
ন্ধি দারুচিনি, ২৪ আড়াই শত শেকল সুগন্ধি বচ, পাঁচ শত শেকল সূ-
ক্ষ্ম দারুচিনি ও এক হিন জিততৈল লইবে। ২৫ এই সকলের দ্বারা তু-
মি অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল, গন্ধবণিকেরা প্রক্রিয়া মতে কৃত তৈল
প্রস্তুত করিবে, তাহা অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল হইবে। ২৬ আর তদদ্বা-
রা তুমি সমাগম-তাম্বু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, ২৭ মেজ ও তাহার সকল পাত্র,
দীপবৃক্ষ ও তাহার সকল পাত্র, ২৮ ধূপবেদি, হোমবেদি ও তাহার
সকল পাত্র , এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার খুরা অভিষেক করিবে।
২৯ আর এই সকল বস্তু পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহা অতি পবিত্র হই-
বে; যে কেহ তাহা স্পর্শ করে, তাহার পবিত্র হওয়া চাই। ৩০ আর তুমি
হারোণকে ও তাহার পুত্রগণকে আমার যাজনকর্ম্ম করণার্থে আভি-
ষেক করিয়া পবিত্র করিবে। ৩১ আর ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিবে,
তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার নিমিত্তে তাহা পবিত্র অভিষেকার্থ
তৈল হইবে। ৩২ মনুষ্যের গাত্রে তাহা ঢালা যাইবে না; এবং তোমরা
তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তৎসদৃশ আর কোন তৈল প্রস্তুত
করিবে না; তাহা পবিত্র, তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে। ৩৩ যে কেহ
তাহার মত তৈল প্রস্তুত করে, ও যে কেহ পরের গাত্রে তাহার কিঞ্চিৎ
দেয়, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে। ৩৪ আর সদাপ্রভু
মোশিকে কহিলেন, তুমি আপনার নিকটে সুগন্ধি দ্রব্য লইবে,- গুগ্গু-
লু, নখী, কুন্দুরু; এই সকল সুগন্ধি দ্রব্যের ও নির্ম্মল লবানের প্রত্যে-
কটী সম্ভাগ করিয়া লইবে। ৩৫ আর উহা দ্বারা গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া
মতে কৃত ও লবনমিশ্রিত এক নির্ম্মল পবিত্র সুগন্ধি ধূপ প্রস্তুত করি-
বে। ৩৬ তাহার কিঞ্চিৎ চূর্ণ করিয়া, যে সমাগম-তাম্বুতে আমি তোমার
সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহার মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে তাহা রা-
খিবে; তাহা তোমাদের জ্ঞানে অতি পবিত্র হইবে। ৩৭ এবং তুমি যে সু-
গন্ধি ধূপ প্রস্তুত করিবে, তাহার দ্রব্যের পরিমাণানুসারে তোমরা
আপনাদের জন্য তাহা করিও না, তাহা তোমার জ্ঞানে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে পবিত্র হইবে। ৩৮ যে কেহ আঘ্রাণ জন্য তাহার সদৃশ ধূপ প্র-
স্তুত করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।

দুই জন প্রধান শিল্পকার।

৩১ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, ২ আমি যিহূদা-বং-
শীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া ডাকি-
লাম। ৩ আর আমি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বি-
দ্যায় ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে—পরিপূর্ণ করিলাম;
৪ যাহাতে সে কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে পারে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও
পিত্তলের কার্য্য করিতে পারে, ৫ খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে
ও সর্ব্বপ্রকার শিল্পকার্য্য করিতে পারে। ৬ আর দেখ, আমি দান-বং-
শজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবকে তাহার সহকারী করিয়া দি-
লাম, এবং সকল বিজ্ঞমনা লোকের হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিলাম; অতএব
আমি তোমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত তাহারা নির্ম্মাণ
করিবে; ৭ সমাগম-তাম্বু, সাক্ষ্য-সিন্দুক, তাহার উপরিস্থ পাপাবরণ,
এবং তাম্বুর সমস্ত পাত্র; ৮ আর মেজ ও তাহার পাত্র সকল, নির্ম্মল
দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র সকল, এবং ধূপবেদি; ৯ আর হোমবেদি ও
তাহার পাত্র সকল, এবং প্রক্ষালনপাত্র ও তাহার খুরা; ১০ এবং সূক্ষ্ম-
শিল্পিত বস্ত্র, যাজনকর্ম্ম করণার্থে হারোণ যাজকের পবিত্র বস্ত্র, ও
তাহার পুত্রদের বস্ত্র; ১১ এবং অভিষেকার্থ তৈল, ও পবিত্র স্থানের
জন্য সুগন্ধি ধূপ; আমি তোমাকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে
তাহারা সমস্তই করবে।

বিশ্রামদিন।

১২ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে
আরও এই কথা বল, ১৩ তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন
করিবে; কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে
ইহা এক চিহ্ন রহিল, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমা-
দের পবিত্রকারী সদাপ্রভু। ১৪ অতএব তোমরা বিশ্রামদিন পালন
করিবে, কেননা তোমাদের নিমিত্তে সেই দিন পবিত্র; যে কেহ সেই
দিন অপবিত্র করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; কারণ যে কেহ
ঐ দিনে কার্য্য করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হই-
বে। ১৫ ছয় দিন কার্য্য করা হইবে, কিন্তু সপ্তম দিন সদাপ্রভুর উদ্দেশে
বিশ্রামার্থক পবিত্র বিশ্রামদিন, সেই বিশ্রামদিনে যে কেহ কার্য্য করি-
বে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবে। ১৬ ইস্রায়েল-সন্তানগণ চিরস্থায়ী
নিয়ম বলিয়া পুরুষানুক্রমে বিশ্রামদিন মান্য করিবার জন্য বিশ্রাম-
দিন পালন করিবে। ১৭ আমার ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের মধ্যে ইহা চি-
রস্থায়ী চিহ্ন; কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নি-
র্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হই-
য়াছিলেন। ১৮ পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা সাঙ্গ
করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তর-
ফলক, তাঁহাকে দিলেন।

ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা ও মোশির ক্রোধ।

৩২ পর্ব্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লো-
কেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন,

আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্ম্মাণ
করুন, কেননা যে মোশি মিসর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করি-
য়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না।
২ তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও
পুত্রকন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। ৩ তা-
হাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ খুলিয়া হারোণের নিক-
টে আনিল।
৪ তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন
করিলেন, এবং একটি ঢালা গোবৎস নির্ম্মান করিলেন; তখন লো-
কেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এই তোমার দেবতা, যিনি মিসর
দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। ৫ আর হারোণ তাহা
দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্ম্মাণ করিলেন, এবং হারোণ
ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উৎসব
হইবে। ৬ আর লোকেরা পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হোমবলি উৎসর্গ
করিল, এবং মঙ্গলার্থক নৈবেদ্র আনিল; আর লোকেরা ভোজন পান
করিতে বসিল, পরে ক্রীড়া করিতে উঠিল। ৭ তখন সদাপ্রভু মোশিকে
কহিলেন, তুমি নামিয়া যাও, কেননা তোমার যে লোকদিগকে তুমি
মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহারা ভ্রষ্ট হইয়াছে। ৮ আমি
তাহাদিগকে যে পথে চলিবার আজ্ঞা দিয়াছি তাহারা শীঘ্রই সেই পথ
হইতে ফিরিয়াছে; তাহারা আপনাদের নিমিত্তে এক ছাঁচে ঢালা গো-
বৎস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিয়াছে, এবং তাহার
উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে ও বলিয়াছে, হে ইস্রায়েল, এই তোমার
দেবতা, যিনি মিসর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।
৯ সদাপ্রভু মোশিকে আরও কহিলেন, আমি সেই লোকদিগকে দেখি-
লাম; দেখ, তাহারা শক্তগ্রীব জাতি। ১০ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, তাহা-
দের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্বলিত হউক, আমি তাহাদিগকে সং-
হার করি, আর তোমা হইতে এক বড় জাতি উৎপন্ন করি। ১১ তখন
মোশি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে বিনয় করিয়া কহিলেন, যে সদাপ্রভু,
তোমার যে প্রজাদিগকে তুমি মহাপরাক্রম ও বলবান্ হস্ত দ্বারা মিসর
দেশ হইতে বাহির করিয়াছ, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধ কেন
প্রজ্বলিত হইবে? ১২ মিস্রীয়েরা কেন বলিবে, অনিষ্ঠের নিমিত্তে, পর্ব্ব-
তময় অঞ্চলে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে ও ভূতল হইতে লোপ করিতে,
তিনি তাহাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন? তুমি নিজ প্রচণ্ড
ক্রোধ সংবরণ কর, ও আপন প্রজাদের অনিষ্টকরণ বিষয়ে ক্ষান্ত
হও। ১৩ তুমি নিজ দাস অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবকে স্মরণ কর,
যাহাদের কাছে তুমি নিজ নামের দিব্য করিয়া বলিয়াছিলে, আমি
আকাশের তাঁরাগণের ন্যায় তোমাদের বংশবৃদ্ধি করিব, এবং এই যে
সমস্ত দেশের কথা কহিলাম ইহা তোমাদের বংশকে দিব, তাহারা চি-
রকালের জন্য ইহা অধিকার করিবে। ১৪ তখন সদাপ্রভু আপন প্রজা-
দের যে অনিষ্ট করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হই-
লেন। ১৫ পরে মোশি মুখ ফিরাইলেন, সাক্ষ্যের সেই দুই প্রস্তরফলক
হস্তে লইয়া পর্ব্বত হইতে নামিলেন; সেই প্রস্তরফলকের এপৃষ্ঠে ওপৃ-
ষ্ঠে দুই পৃষ্ঠেই লেখা ছিল। ১৬ সেই প্রস্তরফলক ঈশ্বরের নির্ম্মিত, এবং
সেই লেখা ঈশ্বরের লেখা, ফলকে খোদিত। ১৭ পরে যিহোশূয় কোলা-
হলকারী লোকদের রব শুনিয়া মোশিকে কহিলেন, শিবিরে যুদ্ধের
শব্দ হইতেছে। ১৮ তিনি কহিলেন, উহা ত জয়ধ্বনির শব্দ নয়, পরা-
জয়ধ্বনিরও শব্দ নয়; আমি গানের শব্দ শুনিতে পাইতেছি। ১৯ পরে
তিনি শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ গোবৎস এবং নৃত্য দেখিলেন;
তাহাতে মোশি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া পর্ব্বতের তলে আপন হস্ত হই-
তে সে দুইখান প্রস্তরফলক নিক্ষেপ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।
২০ আর তাহাদের নির্ম্মিত গোবৎস লইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলেন,
এবং তাহা ধূলিবৎ পিষিয়া জলের উপরে ছড়াইয়া ইস্রায়েল-সন্তান-
গণকে পান করাইলেন। ২১ পরে মোশি হারোণকে কহিলেন, ঐ লো-
কেরা তোমার কি করিয়াছিল যে, তুমি উহাদের উপরে এমন মহা-
পাপ বর্ত্তাইলে? ২২ হারোণ কহিলেন, আমার প্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত
না হউক। আপনি লোকদিগকে জানেন না যে, তাহারা দুষ্টটায় আস-
ক্ত। ২৩ তাহারা আমাকে কহিল, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য
আমাদের নিমিত্তে দেবতা নির্ম্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিসর
দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সে ব্যক্তির কি
হইল, তাহা আমরা জানি না। ২৪ তখন আমি কহিলাম, তোমাদের
মধ্যে যাহার যে স্বর্ণ থাকে, সে তাহা খুলিয়া দিউক; তাহারা আমাকে
দিল; পরে আমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ঐ বৎসটী নির্গত
হইল। ২৫ পরে মোশি দেখিলেন, লোকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, কেন-
না হারোণ শত্রুদের মধ্যে বিদ্রূপের জন্য তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হই-
তে দিয়াছিলেন। ২৬ তখন মোশি শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কহিলেন,
সদাপ্রভুর পক্ষ কে? সে আমার নিকটে আইসুক। তাহাতে লেবির
সন্তানেরা সকলে তাহার নিকটে একত্র হইল। ২৭ তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা কহেন, তোমরা প্র-
ত্যেক জন আপন আপন ঊরুতে খড়্গ বাঁধ, শিবিরের মধ্য দিয়া এক
দ্বার অবধি অন্য দ্বার পর্য্যন্ত যাতায়াত কর, এবং প্রতিজন আপন
আপন ভ্রাতা, মিত্র ও প্রতিবাসীকে বধ কর। ২৮ তাহাতে লেবির সন্তা-
নেরা মোশির বাক্যানুসারে তদ্রূপ করিল, আর সেই দিন লোকদের
মধ্যে ন্যূনাধিক তিন সহস্র মারা পড়িল। ২৯ কেননা মোশি বলিয়াছি-
লেন, অদ্য তোমরা প্রত্যেক জন আপন আপন পুত্র ও ভ্রাতার বিপক্ষ
হইয়া সদাপ্রভুর উদ্দেশে আপনাদের হস্তপূরণ কর, তাহাতে তিনি এই
দিনে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

ইস্রায়েলের জন্য মোশির সাধ্যসাধনা।

৩০ পরদিন মোশি লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা মহাপাপকরিলে,
এখন আমি সদাপ্রভুর নিকটে উঠিয়া যাইতেছি; যদি সম্ভব হয়, তো-
মাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। ৩১ পরে মোশি সদাপ্রভু নিকটে ফি-
রিয়া গিয়া কহিলেন, হায় হায়, এই লোকেরা মহাপাপ করিয়াছে,
আপনাদের জন্য স্বর্ণ-দেবতা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ৩২ আহা। এখন যদি
ইহাদের পাপ ক্ষমা কর--; আর যদি না কর, তবে আমি বিনয় করি-
তেছি, তোমার লিখিত পুস্তক হইতে আমার নাম কাটিয়া ফেল।
৩৩ তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে পাপ
করিয়াছে, তাহারই নাম আমি আপন পুস্তক হইতে কাটিয়া ফেলিব।
৩৪ এখন যাও, আমি যে দেশের বিষয়ে তোমাকে বলিয়াছি, সেই দে-
শে লোকদিগকে লইয়া যাও; দেখ, আমার দূত তোমার অগ্রে অগ্রে
যাইবেন, কিন্তু আমি প্রতিফলের দিনে তাহাদের পাপের প্রতিফল
দিব। ৩৫ সদাপ্রভু লোকদিগকে আঘাত করিলেন, কেননা লোকেরা
হারোণের কৃত সেই গোবৎস নির্ম্মাণ করাইয়াছিল।

৩৩ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, আমি অব্রাহামের, ইস্‌হা-
কের ও যাকোবের কাছে দিব্য করিয়া যে দেশ তাহাদের বং-
শকে দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দেশে যাও, তুমি মিসর হই-
তে যে লোকদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছ, তাহাদের সহিত এখান
হইতে প্রস্থান কর। ২ আমি তোমার অগ্রে এক দূত পাঠাইয়া দিব,
এবং কনানীয়, ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে দূর
করিয়া দিব। ৩ দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে যাও; কিন্তু আমি তোমার মধ্যব-
র্ত্তী হইয়া যাইব না, কেননা তুমি শক্তগ্রীব জাতি; পাছে পথের মধ্যে
তোমাকে সংহার করি।
৪ এই অশুভ বাক্য শুনিয়া লোকেরা শোক করিল, কেহ গাত্রে
আভরণ পরধান করিল না। ৫ সদাপ্রভু মোশিকে বলিয়াছিলেন, তুমি
ইস্রায়েল-সন্তানগণকে এই কথা বল, তোমরা শক্তগ্রীব জাতি, এক
নিমিষের জন্য তোমাদের মধ্যে গেলে আমি তোমাদিগকে সংহার
করিতে পারি; তোমরা এখন আপন আপন গাত্র হইতে আভরণ দূর
কর, তাহাতে জানিতে পারিব, তোমাদের বিষয়ে আমার কি করা

কর্ত্তব্য। ৬ তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ হোরেব পর্ব্বত অবধি যাত্রাপথে
আপন আপন সমস্ত আভরণ দূর করিল। ৭ আর মোশি তাম্বু লইয়া
শিবিরের বাহিরে ও শিবির হইতে দূরে স্থাপন করিলেন, এবং সেই
তাম্বুর নাম সমাগম-তাম্বু রাখিলেন; আর সদাপ্রভুর অন্বেষণকারী প্র-
ত্যেক জন শিবিরের বাহিরে স্থিত সে সমাগম-তাম্বুর নিকটে গমন
করিত। ৮ আর মোশি যখন বাহির হইয়া সেই তাম্বুর নিকটে যাইতেন,
তখন সমস্ত লোক উঠিয়া প্রতেকে আপন আপন তাম্বুর দ্বারে দাঁড়া-
ইত, এবং যাবৎ মোশি ঐ তাম্বুতে প্রবেশ না করিতেন, তাবৎ তাহার
পশ্চাৎ দৃষ্টি করিতে থাকিত। ৯ আর মোশি তাম্বুতে প্রবেশ করিলে প্র
মেঘস্তম্ভ নামিয়া তাম্বুর দ্বারে অবস্থিতি করিত, এবং [সদাপ্রভু] মো-
শির সহিত আলাপ করিতেন। ১০ সমস্ত লোক তাম্বুর দ্বারে অবস্থিত
মেঘস্তম্ভ দেখিত; ও সমস্ত লোক উঠিয়া প্রতেকে আপন আপন তা-
ম্বুর দ্বারে থাকিয়া প্রণিপাত করিত। ১১ আর মনুষ্য যেমন মিত্রের
সহিত আলাপ করে, তদ্রূপ সদাপ্রভু মোশির সহিত সম্মুখাসম্মুখি
হইয়া আলাপ করিতেন। পরে মোশি শিবিরে ফিরিয়া আসিতেন, কি-
ন্তু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে তাঁহার যুব পরিচারক তাম্বুর মধ্য হইতে
বাহিরে যাইতেন না। ১২ আর মোশি সদাপ্রভুকে কহিলেন, দেখ, তুমি
আমাকে বলিতেছ, এই লোকদিগকে লইয়া যাও, কিন্তু আমার সঙ্গী
করিয়া যাহাকে প্রেরণ করিবে, তাঁহার পরিচয় আমাকে দেও নাই;
তথাপি বলিতেছ, আমি নাম দ্বারা তোমাকে জানি, এবং তুমি আমার
দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ। ১৩ ভাল, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, আমি যেন তোমাকে জা-
নিয়া তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই, এই জন্য আমাকে তোমার পথ
সকল জ্ঞাত কর; এবং এই জাতি যে তোমার প্রজা, ইহা বিবেচনা
কর। ১৪ তখন তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত
গমন করিবেন, এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব। ১৫ তাহাতে তিনি
তাঁহাকে কহিলেন, তোমার শ্রীমুখ যদি সঙ্গে না যান, তবে এখান হই-
তে আমাদিগকে লইয়া যাইও না। ১৬ কেননা আমি ও তোমার এই প্র-
জাগণ যে তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা কিসে জানা
যাইবে? আমাদের সহিত তোমার গমন দ্বারা কি নয়? তদ্দ্বারাই আমি
ও তোমার প্রজাগণ ভূমণ্ডলস্থ যাবতীয় জাতি হইতে বিশিষ্ট। ১৭ পরে
সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, এই যে কথা তুমি বলিলে, তাহাও আমি
করিব, কেননা তুমি আমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং আমি
নাম দ্বারা তোমাকে জানি। ১৮ তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি
আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও। ১৯ ঈশ্বর কহিলেন, আমি
তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তো-
মার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া
করি,তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি
করুণা করিব। ২০ আরও কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে
না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। ২১ সদাপ্রভু
কহিলেন, দেখ, আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ শৈলের
উপরে দাঁড়াইবে। ২২ তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার প্রতাপের
গমন সময়ে আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটালে রাখিব, ও আমার
গমের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব; ২৩ পরে
আমি করতল উঠাইলে তুমি আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু
আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না।

ঈশ্বরীয় নিয়মের পুনঃস্থাপন।

৩৪ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দুই প্র-
স্তরফলক খুদ; প্রথম যে দুই ফলক তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ,
তাহাতে যাহা যাহা লিখিত ছিল, সেই সকল কথা আমি এই দুই ফল-
কে লিখিব। ২ আর তুমি প্রাতঃকালে প্রস্তুত হইও, প্রাতঃকালে সীনয়
পর্ব্বতে উঠিয়া আসিও, ও তথায় পর্ব্বতশৃঙ্গে আমার নিকটে উপ-
স্থিত হইও। ৩ কিন্তু তোমার সহিত কোন মনুষ্য উপরে না আইসুক,
এবং এই পর্ব্বতে কোথাও কোন মনুষ্য দৃষ্টি না হউক, আর গোমেষা-
দি পালও এই পর্ব্বতের সম্মুখে না চরুক।
৪ পরে মোশি প্রথম প্রস্তরের ন্যায় দুই প্রস্তরফলক খুদিলেন, এবং
সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালে উঠিয়া সীনয় পর্ব্বতের উপরে
গেলেন, ও সেই দুই প্রস্তরফলক হস্তে করিয়া লইলেন। ৫ তখন সদা-
প্রভু মেঘে নামিয়া সে স্থানে তাঁহার সহিত দণ্ডায়মান হইয়া সদাপ্রভুর
নাম ঘোষণা করিলেন। ৬ ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন
করতঃ এই ঘোষণা করিলেন,
“সদাপ্রভু, সদাপ্রভু,
স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর,
ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান;
৭ সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক,
অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী;
তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন;
পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত,
তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।”
৮ তখন মোশি ত্বরা করিলেন, ভূমিতে নতমস্তক হইয়া প্রণিপাত করি-
লেন, ৯ আর কহিলেন, যে প্রভু, আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
পাইয়া থাকি, তবে বিনয় করি, প্রভু, আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া গমন
করুন, কারণ ইহারা শক্তগ্রীব জাতি; আপনি আমাদের অপরাধ ও
পাপ মোচন করিয়া আমাদিগকে আপন অধিকারার্থে গ্রহণ করুন।
১০ তখন তিনি কহিলেন দেখ, আমি এক নিয়ম করি; সমস্ত পৃথিবীতে
ও যাবতীয় জাতির মধ্যে যাদৃশ কখনও করা হয় নাই, এমন আশ্চর্য্য
আশ্চর্য্য কার্য্য আমি তোমার সমস্ত লোকের সাক্ষাতে করিব; তাহাতে
যে সকল লোকের মধ্যে তুমি আছ, তাহারা সদাপ্রভুর কার্য্য দেখিবে,
কেননা তোমার নিকটে যাহা করিব, তাহা ভয়ঙ্কর। ১১ অদ্য আমি
তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি, তাহাতে মনোযোগ কর; দেখ, আমি
ইমোরীয়, কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়কে তোমার
সম্মুখ হইতে খেদাইয়া দিব। ১২ সাবধান, যে দেশে তুমি যাইতেছ, সেই
দেশনিবাসীদের সহিত নিয়ম স্থির করিও না, পাছে তাহা তোমার
মধ্যবর্ত্তী ফাঁদসরূপ হয়। ১৩ কিন্তু তোমরা তাহাদের বেদি সকল ভা-
ঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহাদের স্তম্ভ সকল খণ্ড খণ্ড করিবে, ও তথাকার
আশেরা-মূর্ত্তি সকল কাটিয়া ফেলিবে। ১৪ তুমি অন্য দেবতার কাছে
প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী নাম
ধারন করেন; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। ১৫ কি জানি, তু-
মি তদ্দেশনিবাসী লোকদের সহিত নিয়ম করিবে; করিলে যে সময়ে
তাহারা নিজ দেব-গণের অনুগমনে ব্যভিচার করে, ও নিজ দেবগ-
ণের কাছে বলিদান করে, সে সময়ে কেহ তোমাকে ডাকিলে তুমি
তাঁহার বলিদ্রব্য খাইবে; ১৬ কিম্বা তুমি আপন পুত্রদের জন্য তাহাদের
কন্যাগণকে গ্রহণ করিলে তাহাদের কন্যারা নিজ দেবতাদের অনুগ-
মনে ব্যভিচার করিয়া তোমার পুত্রদিগকে আপনাদের দেবগণের
অনুগামী করিয়া ব্যভিচার করাইবে। ১৭ তুমি আপনার নিমিত্তে ছাঁচে
ঢালা কোন দেবতা নির্ম্মাণ করিও না। ১৮ তুমি তাড়ীশূন্য রুটীর উৎ-
সব পালন করিবে। আবীব মাসের যে নিরুপিত সময়ে যেরূপ করি-
তে আজ্ঞা করিয়াছি, সেইরূপে তুমি সেই সাত দিন তাড়ীশূন্য রুটী
খাইবে, কেননা সেই আবীব মাসে তুমি মিসর দেশ হইতে বাহির হই-
য়া আসিয়াছিলে। ১৯ গর্ভ উন্মোচক সকলে এবং গোমেষাদি পালের
মধ্যে প্রথমজাত পুংপশু সকল আমার। ২০ প্রথমজাত গর্দ্দভের পরি-
বর্ত্তে তুমি মেষের বৎস দিয়া তাহাকে মুক্ত করিবে; যদি মুক্ত না কর,
তবে তাঁহার গলা ভাঙ্গিবে। তোমার প্রথমজাত পুত্র সকলকে তুমি মু-
ক্ত করিবে। আর কেহ রিক্তহস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না।
২১ তুমি ছয়দিন পরিশ্রম করিবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিবে; চা-
সের ও ফসল কাটিবার সময়েও বিশ্রাম করিবে। ২২ তুমি সাত সপ্তা-

হের উৎসব, অর্থাৎ কাটা গোমের আশুপক্ক ফলের উৎসব, এবং বৎ-
সরের শেষভাগে ফলসংগ্রহের উৎসব পালন করিবে। ২৩ বৎসরের
মধ্যে তিন বার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু
সদাপ্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইবে। ২৪ কেননা আমি তোমার সম্মুখে
হইতে জাতিগণকে দূর করিয়া দিব, ও তোমার সীমা বিস্তার করিব,
এবং তুমি বৎসরের মধ্যে তিন বার আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মুখে
উপস্থিত হইবার জন্য গমন করিলে তোমার ভূমিতে কেহ লোভ কর-
বে না। ২৫ তুমি আমার বলির রক্ত তাড়ীযুক্ত ভক্ষ্যের সহিত উৎসর্গ
করিবে না, ও নিস্তারপর্ব্বীয় উৎসবের বলিদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত
রাখা যাইবে না। ২৬ তুমি নিজ ভূমির আশুপক্ক ফলের অগ্রিমাংশ
আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর গৃহে আনিবে। তুমি ছাগবৎসকে তাহার মা-
তার দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে না। ২৭ আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি
এই সকল বাক্য লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি এই সকল বাক্যানুসারে
তোমার ও ইস্রায়েলের সহিত নিয়ম স্থির করিলাম। ২৮ সেই সময়ে
মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেখানে সদাপ্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলেন,
অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে
নিয়মের বাক্যাবলি অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন। ২৯ পরে মোশি দুই
সাক্ষ্যপ্রস্তর হস্তে লইয়া সীনয় পর্ব্বত হইতে নামিলেন; যখন পর্ব্বত
হইতে নামিলেন, তখন, সদাপ্রভুর সহিত আলাপে তাহার মুখের চর্ম্ম
যে উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহা মোশি জানিতে পারিলেন না। ৩০ পরে
যখন হারোণ ও সমস্ত ইস্রায়েল-সন্তান মোশিকে দেখিতে পাইল,
তখন দেখ, তাহার মুখের চর্ম্ম উজ্জ্বল, আর তাহারা তাঁহার নিকটে
আসিতে ভীত হইল। ৩১ কিন্তু মোশি তাহাদিগকে ডাকিলে হারোণ ও
মণ্ডলীর অধ্যক্ষ সকল তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, আর মো-
শি তাহাদের সহিত আলাপ করিলেন। ৩২ তৎপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ
সকলে তাঁহার নিকটে আসিল; তাহাতে তিনি সীনয় পর্ব্বতে কথিত
সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল তাহাদিগকে জানাইলেন। ৩৩ পরে তাহাদের
সহিত কথোপকথন সমাপ্ত হইলে মোশি আপন মুখে আবরণ দি-
লেন। ৩৪ কিন্তু মোশি যখন সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে ভিতরে তাঁ-
হার সম্মুখে যাইতেন, তখন, যাবৎ বাহিরে আসিতেন, তাবৎ সেই
আবরণ খুলিয়া রাখিতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা পাইতেন, বাহির
হইয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণকে তাহা বলিতেন। ৩৫ মোশির মুখের চর্ম্ম
উজ্জ্বল, ইহা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
দেখিত; পরে মোশি সদাপ্রভুর সহিত কথা কহিতে যে পর্য্যন্ত না যাই-
তেন, তাবৎ আপন মুখে পুনর্ব্বার আবরণ দিয়া রাখিতেন।

তাম্বুর জন্য ইস্রায়েলের স্বেচ্ছাদত্ত উপহার।

৩৫ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে একত্র
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তোমাদিগকে এই
সকল বাক্য পালন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ২ ছয় দিন কার্য্য করা
যাইবে, কিন্তু সপ্তম দিন তোমাদের পক্ষে পবিত্র দিন হইবে; তাহা
সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামার্থক বিশ্রামদিন হইবে; যে কেহ সেই দিনে
কার্য্য করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। ৩ তোমরা বিশ্রামদিনে আপনা-
দের কোন বাসস্থানে অগ্নি জ্বালিও না।
৪ আর মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলীকে কহিলেন,
৫ সদাপ্রভু এই আজ্ঞা দিয়াছেন;--তোমরা সদাপ্রভুর নিমিত্তে আপনা-
দের নিকট হইতে উপহার লও; যে কেহ মনে ইচ্ছুক, সে সদাপ্রভুর
উপহারসরূপ এই সকল দ্রব্য আনিবে; ৬ স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তল, এবং
নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র ও ছাগের লোম, ৭ এবং
রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম, শিটীম কাষ্ঠ, ৮ এবং দীপার্থ তৈল,
আর অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্তে গন্ধদ্রব্য, ৯ এবং
এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদকাদি খচনার্থক মণি। ১০ আর
তোমাদের প্রত্যেক বিজ্ঞমনা লোক আসিয়া সদাপ্রভুর আজ্ঞাপিত
সকল বস্তু নির্ম্মাণ করুক;-- ১১ আবাস, আবাসের তাম্বু, ছাদ, ঘুন্টী,
তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ ও চুঙ্গি, ১২ আর সিন্দুক ও তাহার বহন-দণ্ড, পা-
পাবরণ ও ব্যবধানের তিরস্করিণী, মেজ, ১৩ তাহার বহন-দণ্ড ও সমস্ত
পাত্র, দর্শন রুটী, ১৪ এবং দীপ্তির জন্য দীপবৃক্ষ ও তাহার পাত্র
সকল, প্রদীপ ও দীপার্থ তৈল, ১৫ এবং ধূপের বেদি ও তাহার বহন-
দণ্ড, এবং অভিষেকার্থ তৈল ও সুগন্ধি ধূপ, ১৬ আবাসের প্রবেশদ্বা-
রের পর্দ্দা, হোমবেদি , তাহার পিত্তলের জাল, বহন-দণ্ড ও সমস্ত পা-
ত্র, এবং প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা, ১৭ প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার
স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা, ১৮ এবং আবাসের গোঁজ,
প্রাঙ্গণের গোঁজ ও উভয়ের রজ্জু, ১৯ এবং পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা
করিবার নিমিত্তে সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, অর্থাৎ হারোণ যাজকের জন্য
পবিত্র বস্ত্র ও যাজনকর্ম্ম করণার্থে তাহার পুত্রদের বস্ত্র। ২০ পরে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণের সমস্ত মণ্ডলী মোশির সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।
২১ আর যাহাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হইল, তাহারা সকলে
সমাগম-তাম্বু নির্ম্মাণ জন্য এবং তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যের ও পবিত্র
বস্ত্রের জন্য সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার আনিল। ২২ পুরুষ ও স্ত্রী যত
লোক মনে ইচ্ছুক হইল, তাহারা সকলে আসিয়া বলয়, কুণ্ডল, অঙ্গু-
রীয়ক ও হার, স্বর্ণময় সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার আনিল। যে কেহ সদাপ্র-
ভুর উদ্দেশে স্বর্ণের উপহার আনিতে চাহিল, সে আনিল। ২৩ আর যা-
হাদের নিকটে নীল,বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র, ছাগলোম,
রক্তীকৃত মেষচর্ম্ম ও তহশচর্ম্ম ছিল, তাহারা প্রতেকে তাহা আনিল।
২৪ যে কেহ রৌপ্য ও পিত্তলের উপহার উপস্থিত করিল, সে সদাপ্রভুর
উদ্দেশে সেই উপহার আনিল; এবং যাহার নিকটে কোন কার্য্যে প্র-
য়োগের নিমিত্তে শিটীম কাষ্ঠ ছিল, সে তাহা আনিল। ২৫ আর বিজ্ঞম-
না স্ত্রীলোকেরা আপন আপন হস্তে সূতা কাটিয়া, তাহাদের কাটা
নীল, বেগুনে, লাল ও সাদা মসীনা সূত্র আনিল। ২৬ আর বিজ্ঞানে প্র-
বৃত্তমনা স্ত্রীলোকেরা সকলে ছাগলোমের সূতা কাটিল। ২৭ আর অধ্য-
ক্ষগণ এফোদের ও বুকপাটার জন্য গোমেদকাদি খচনার্থক মণি,
২৮ এবং দীপের, অভিষেকার্থ তৈলের ও সুগন্ধি ধূপের নিমিত্ত গন্ধদ্র-
ব্য ও তৈল আনিলেন। ২৯ ইস্রায়েল-সন্তানগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সদাপ্রভুর
উদ্দেশে উপহার আনিল, সদাপ্রভু মোশি দ্বারা যাহা যাহা করিতে
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রকার কর্ম্ম করণার্থে যে পুরুষ
ও স্ত্রীলোকদিগের হৃদয়ের ইচ্ছা হইল, তাহারা প্রত্যেকে উপহার
আনিল। ৩০ পরে মোশি ইস্রায়েল-সন্তানগণকে কহিলেন, দেখ, সদা-
প্রভু যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেলের নাম ধরিয়া
ডাকিলেন; ৩১ আর তিনি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায় – জ্ঞানে, বুদ্ধিতে,
বিদ্যায়, ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে—পরিপূর্ণ করিলেন, ৩২ যাহাতে
তিনি কৌশলের কার্য্য কল্পনা করিতে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের কার্য্য
করিতে, ৩৩ খচনার্থক মণি কাটিতে, কাষ্ঠ খুদিতে ও সর্ব্বপ্রকার কৌ-
শলযুক্ত শিল্পকর্ম্ম করিতে পারেন। ৩৪ আর এই সকলের শিক্ষা দিতে
তাহার ও দান-বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াবের হৃদয়ে প্রবৃত্তি
দিলেন। ৩৫ তিনি খুদিতে ও শিল্পকর্ম্ম করিতে এবং নীল, বেগুনে,
লাল ও সাদা মসীনা সূত্রে সূচিকর্ম্ম করিতে ও তাঁতির কর্ম্ম করিতে,
অর্থাৎ যাবতীয় শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রকর্ম্ম করিতে তাঁহাদের হৃদয় বিজ্ঞ-
তায় পরিপূর্ণ করিলেন।

৩৬ অতএব সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে পবিত্র স্থানের কার্য্য
সকল কিরূপ করিতে হইবে, তাহা জানিতে সদাপ্রভু বৎস-
লেল ও অহলীয়াব এবং আর যাহাদিগকে বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি দিয়াছেন,
সেই সকল বিজ্ঞমনা লোক কর্ম্ম করিবেন।

তাম্বু ও তৎসংক্রান্ত পাত্রাদি নির্ম্মাণ।

২ পরে মোশি বৎসলেল ও অহলীয়াবকে এবং সদাপ্রভু যাঁহাদের
হৃদয়ে বিজ্ঞতা দিয়াছিলেন, সেই অন্য সকল বিজ্ঞমনা লোকে ডাকি-

লেন, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে উপস্থিত হইতে যাহাদের
মনে প্রবৃত্তি জন্মিল, তাঁহাদিগকে ডাকিলেন। ৩ তাহাতে তাঁহারা পবিত্র
স্থানের কার্য্যের উপাদান সম্পন্ন করণার্থে ইস্রায়েল-সন্তানগণের
আনীত সমস্ত উপহার মোশির নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। আর
লোকেরা তখনও প্রতিপ্রভাতে তাঁহার নিকটে ইচ্ছাপূর্ব্বক আরও দ্র-
ব্য আনিতেছিল।
৪ তখন প্রবিত্র স্থানের সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত বিজ্ঞ লোক সকল
আপন আপন কর্ম্ম হইতে আসিয়া মোশিকে কহিলেন, ৫ সদাপ্রভু যা-
হা যাহা রচনাকার্য্যের জন্য অতিরিক্ত অধিক বস্তু আনিতেছে। ৬ তা-
হাতে মোশি আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দিলেন
যে, পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক প্রবিত্র স্থানের জন্য আর উপহার প্রস্তুত না
করুক। ৭ কেননা সকল কর্ম্ম করণার্থে তাহাদের যথেষ্ট, এমন কি,
প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। ৮ পরে কর্ম্মকারী বিজ্ঞমনা
লোক সকল পাকান সাদা মসীনা সূত্র, নীল, বেগুনে ও লাল সূত্রনি-
র্ম্মিত দশ যবনিকা দ্বারা আবাস প্রস্তুত করিলেন; এবং সেই যবনিকা
সমূহে শিল্পকারের কৃত করূবগণের আকৃতি ছিল। ৯ প্রত্যেক যবনি-
কা আটাইশ হস্ত দীর্ঘ ও প্রত্যেক যবনিকা চারি হস্ত প্রস্থ, সমস্ত যব-
নিকার একই পরিমান ছিল। ১০ পরে তিনি তাহার পাঁচ যবনিকা এক-
ত্র যোগ করিলেন, এবং অন্য পাঁচ যবনিকাও একত্র যোগ করিলেন।
১১ আর যোড়স্থানে প্রথম অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে নীলবর্ণ ঘুণ্টীঘরা
করিলেন, এবং যোড়স্থানের দ্বিতীয় অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও তদ্রূপ
করিলেন। ১২ প্রথম যবনিকাতে পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন, এবং যো-
ড়স্থানের দ্বিতীয় যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুণ্টীঘরা করিলেন; সেই
দুই ঘুণ্টীঘরাশ্রেণী পরস্পর সম্মুখীন হইল। ১৩ পরে তিনি স্বর্ণের
পঞ্চাশটী ঘুণ্টী গড়িয়া সেই ঘুন্টীতে যবনিকা সকল পরস্পর যোড়া
দিলেন; তাহাতে একই আবাস হইল। ১৪ পরে তিনি আবাসের উপরে
আচ্ছাদনার্থক তাম্বুর নিমিত্তে ছাগলোমজাত যবনিকা সকল প্রস্তুত
করিলেন; একাদশ যবনিকা প্রস্তুত করিলেন। ১৫ তাহার প্রত্যেক যব-
নিকা ত্রিশ হস্ত দীর্ঘ, ও প্রত্যেক যবনিকা চারি হস্ত প্রস্থ; একাদশ যব-
নিকার একই পরিমান ছিল। ১৬ পরে তিনি পাঁচ যবনিকা পৃথক যোড়া
দিলেন, ও ছয় যবনিকা পৃথক যোড়া দিলেন। ১৭ আর যোড়স্থানের
অন্ত্য যবনিকার মুড়াতে পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা করিলেন, এবং দ্বিতীয় যো-
ড়স্থানের অন্ত্য যবনিকার মুড়াতেও পঞ্চাশ ঘুন্টীঘরা করিলেন।
১৮ আর যোড় দিয়া একই তাম্বু করনার্থে পিত্তলের পঞ্চাশ ঘুন্টী গড়ি-
লেন। ১৯ পরে রক্তীকৃত মেষচর্ম্মে তাম্বুর এক ছাদ, আবার তাহার
উপরে তহশচর্ম্মের এক ছাদ, প্রস্তুত করিলেন । ২০ পরে তিনি আবা-
সের জন্য শিটীম কাষ্ঠের দাঁড় করান তক্তা সকল নির্ম্মাণ করিলেন।
২১ এক এক তক্তা দীর্ঘে দশ হস্ত ও প্রত্যেক তক্তা প্রস্থে দেড় হস্ত।
২২ প্রত্যেক তক্তাতে পরস্পর সংযুক্ত দুই দুই পায়া ছিল; এইরূপে তি-
নি আবাসের সকল তক্তা প্রস্তুত করিলেন। ২৩ তিনি আবাসের নিমি-
ত্তে তক্তা প্রস্তুত করিলেন।দক্ষিণদিকে দক্ষিণ পার্শ্বের নিমিত্তে বিংশ-
তি তক্তা; ২৪ আর সেই বিংশতি তক্তার নীচে রৌপ্যের চল্লিশ চুঙ্গি
গড়িলেন, এক তক্তার নীচে তাহার দুই পায়ার নিমিত্তে দুই চুঙ্গি, এবং
অন্য অন্য তক্তার নীচেও তাহাদের দুই দুই পায়ার নিমিত্তে দুই দুই চু-
ঙ্গি গড়িলেন। ২৫ আর আবাসের দ্বিতীয় পার্শ্বের নিমিত্তে উত্তরদিকে
বিংশতি তক্তা করিলেন, ২৬ ও সেইগুলির জন্য চল্লিশটী রৌপ্যের চু-
ঙ্গি গড়িয়া দিলেন; এক তক্তার নীচে দুই দুই চুঙ্গি, ও অন্য অন্য
তক্তার নীচেও দুই দুই চুঙ্গি হইল। ২৭ আর পশ্চিমদিকে আবাসের
পশ্চাৎ পার্শ্বের নিমিত্তে ছয় খানি তক্তা করিলেন। ২৮ আর আবাসের
সেই পশ্চাৎ ভাগে দুই কোণে দুই খানি তক্তা রাখিলেন। ২৯ সেই দুই
তক্তা নীচে দোহারা ছিল, এবং সেইরূপে মাথাতেও প্রথম কড়ার নি-
কটে অখণ্ড ছিল; এইরূপে তিনি দুই কোণের তক্তা বদ্ধ করিলেন।
৩০ তাহাতে আটখানি তক্তা, এবং সে গুলির রৌপ্যের ষোলটি চুঙ্গি
হইল, এক এক তক্তার নীচে দুই দুই চুঙ্গি হইল। ৩১ পরে তিনি শিটীম
কাষ্ঠ দ্বারা অর্গল প্রস্তুত করিলেন; ৩২ আবাসের এক পার্শ্বের তক্তার
জন্য পাঁচ অর্গল, আবাসের অন্য পার্শ্বের তক্তার জন্য পাঁচ অর্গল
এবং পশ্চিমদিকে আবাসের পশ্চাৎ পার্শ্বের তক্তার জন্য পাঁচ
অর্গল। ৩৩ আর মধ্যবর্ত্তী অর্গলটীকে তক্তাগুলির মধ্যস্থান দিয়া এক
প্রান্ত অবধি অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিলেন। ৩৪ পরে তিনি তক্তা-
গুলি স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং অর্গলের ঘর হইবার জন্য স্বর্ণের কড়া
গড়িয়া অর্গলও স্বর্ণে মুড়িলেন। ৩৫ আর তিনি নীল, বেগুনে, লাল ও
পাকান সাদা মসীনা সূত্র দিয়া তিরস্করিণী প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে
করূবাকৃতি করিলেন, তাহা শিল্পকারের কর্ম্ম। ৩৬ আর তাহার নিমিত্তে
শিটীম কাষ্ঠের চারি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহা-
দের আঁকড়াও স্বর্ণের করিলেন, এবং তাহার জন্য রৌপ্যের চারি চু-
ঙ্গি ঢালিলেন। ৩৭ পরে তিনি তাম্বুর দ্বারের নিমিত্তে নীল, বেগুনে, লাল
ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা সূচি-ক্রিয়াবিশিষ্ট এক পর্দ্দা নির্ম্মাণ
করিলেন। ৩৮ আর তাহার পাঁচ স্তম্ভ ও সেগুলির আঁকড়া করিলেন
এবং ঐ সকলের মাথলা ও শলাকা স্বর্ণে মুড়িলেন, কিন্তু সেগুলির
পাঁচ চুঙ্গি পিত্তল দিয়া গড়িলেন।

৩৭ আর বৎসলেল শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা সিন্দুক নির্ম্মাণ করিলেন;
তাহা আড়াই হস্ত দীর্ঘ, দেড় হস্ত প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ করা
হইল; ২ আর ভিতর ও বাহির নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চা-
রিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। ৩ আর তাহার চারি কড়া ঢা-
লিলেন; তাহার এক পার্শ্বে দুই কড়া ও অন্য পার্শ্বে দুই কড়া দিলেন।
৪ আর তিনি শিটীম কাষ্ঠের দুইটী বহন-দণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন,
৫ এবং সিন্দুক বহনার্থে ঐ বহন-দণ্ড সিন্দুকের দুই পার্শ্বস্থ কড়াতে
প্রবেশ করাইলেন। ৬ পরে তিনি নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পাপাবরণ প্রস্তুত
করিলেন; তাহা আড়াই হস্ত দীর্ঘ ও দেড় হস্ত প্রস্থ করা হইল। ৭ আর
পিটান স্বর্ণ দ্বারা দুই করূব নির্ম্মাণ করিয়া পাপাবরণের দুই মুড়াতে
দিলেন। ৮ তাহার এক মুড়াতে এক করূব ও অন্য মুড়াতে অন্য
করূব, পাপাবরণের দুই মুড়াতে তৎসহিত অখণ্ড দুই করূব দিলেন।
৯ তাহাতে সেই দুই করূব উর্দ্ধে পক্ষ বিস্তার করিয়া ঐ পক্ষ দ্বারা পা-
পাবরণ আচ্ছাদন করিল, এবং তাহাদের মুখ পরস্পরের দিকে
রহিল; করূবদের দৃষ্টি পাপাবরণের দিকে রহিল। ১০ পরে তিনি শি-
টীম কাষ্ঠ দ্বারা মেজ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা দুই হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত
প্রস্থ ও দেড় হস্ত উচ্চ করা হইল। ১১ আর তাহা নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন,
ও তাহার চারি দিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন। ১২ আর তিনি
তাহার নিমিত্তে চারিদিকে চারি অঙ্গুলি পরিমিত এক পার্শ্ব-কাষ্ঠ
করিলেন, ও পার্শ্বকাষ্ঠের চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া দিলেন।
১৩ আর তাহার জন্য স্বর্ণের চারি কড়া ঢালিয়া তাহার চারি পায়ার চা-
রি কোণের রাখিলেন। ১৪ সেই কড়া পার্শ্বকাষ্ঠের নিকটে ছিল, এবং
মেজ বহনার্থ বহন-দণ্ডের ঘর হইল। ১৫ পরে তিনি মেজ বহনার্থ শি-
টীম কাস্থদবারা দুই বহন-দণ্ড করিয়া স্বর্ণে মুড়িলেন। ১৬ আর মেজের
উপরিস্থিত পাত্র সকল নির্ম্মাণ করিলেন, অর্থাৎ তাহার থাল,চমস,
ঢালিবার জন্য সেকপাত্র ও স্রুব সকল নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ
করিলেন। ১৭ পরে তিনি নির্ম্মল পিটান স্বর্ণ দ্বারা দীপবৃক্ষ নির্ম্মাণ
করিলেন; তাহার কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, কলিকা ও পুষ্প তৎসহিত
অখণ্ড ছিল। ১৮ সেই দীপবৃক্ষের এক পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, ও দীপ-
বৃক্ষের অন্য পার্শ্ব হইতে তিন শাখা, এই ছয় শাখা তাহার পার্শ্ব হইতে
নির্গত হইল। ১৯ এক শাখায় বাদাম পুষ্পের ন্যায় তিন গোলাধার,
এক কলিকা ও এক পুষ্প, এবং অন্য শাখায় বাদাম পুষ্পের ন্যায়
তিন গোলাধার, এক কলিকা ও এক পুষ্প, দীপবৃক্ষ হইতে নির্গত
ছয় শাখায় এইরূপ হইল। ২০ আর দীপবৃক্ষের বাদাম পুষ্পের ন্যায়
চারি গোলাধার ও তাহাদের কলিকা ও পুষ্প ছিল। ২১ আর দীপবৃ-
ক্ষের যে ছয়টী শাখা নির্গত হইল, সেগুলির এক শাখাদ্বয়ের নীচে
তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা, অন্য শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড
এক কলিকা, ও অপর শাখাদ্বয়ের নীচে তৎসহ অখণ্ড এক কলিকা

ছিল। ২২ এই কলিকা ও শাখা তৎস হত অখণ্ড ছিল, এবং সমস্তই
পিটান নির্ম্মল সুবর্ণের একই বস্তু ছিল। ২৩ আর তিনি তাহার সাতটী
প্রদীপ এবং তাহার চিমটা ও শীষধানী নির্ম্মল স্বর্ণ দিয়া নির্ম্মাণ করি-
লেন। ২৪ তিনি ঐ দীপবৃক্ষ এবং ঐ সমস্ত সামগ্রী এক তালন্ত পরি-
মিত নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিলেন। ২৫ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ
দ্বারা ধূপবেদি নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা এক হস্ত দীর্ঘ, এক হস্ত প্রস্থ ও
দুই হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ; তাহার শৃঙ্গ সকল তাহার সহিত অখণ্ড ছিল।
২৬ পরে সেই বেদি, তাহার পৃষ্ঠ, তাহার চারি পার্শ্ব ও তাহার শৃঙ্গ সকল
নির্ম্মল স্বর্ণে মুড়িলেন, এবং তাহার চারিদিকে স্বর্ণের নিকাল গড়িয়া
দিলেন। ২৭ আর তাহা বহিবার জন্য বহন দণ্ডের ঘর করিয়া দিতে তা-
হার নিকালের নীচে দুই পার্শ্বের দুই কোণের নিকটে স্বর্ণের দুই দুই
কড়া গড়িয়া দিলেন। ২৮ আর শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড প্রস্তুত
করিলেন ও তাহা স্বর্ণে মুড়িলেন। ২৯ পরে তিনি গন্ধবণিকের প্রক্রিয়া-
নুসারে অভিষেকার্থ পবিত্র তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যের নির্ম্মল ধূপ প্রস্তুত
করিলেন।

৩৮ আর শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা হোমবেদি নির্ম্মাণ করিলেন; তাহা
পাঁচ হস্ত দীর্ঘ, পাঁচ হস্ত প্রস্থ ও তিন হস্ত উচ্চ চতুষ্কোণ করা
হইল। ২ আর তাহার চারি কোণের উপরে শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিলেন; সেই
শৃঙ্গ সকল তাহার সহিত অখণ্ড ছিল; তিনি তাহা পিত্তলে মুড়িলেন।
৩ পরে তিনি বেদির সমস্ত পাত্র, অর্থাৎ হাঁড়ী, হাতা, বাটি, ত্রিশূল ও
অঙ্গারধানী, এই সকল পাত্র পিত্তল দিয়া গড়িলেন।

৪ আর বেদির জন্য বেড়ের নীচে অধঃ অবধি মধ্য পর্য্যন্ত জালবৎ
কাজ করা পিত্তলের ঝাঁঝরী প্রস্তুত করিলেন। ৫ তিনি বহন-দণ্ডের
ঘর করিয়া দিতে সেই পিত্তলময় ঝাঁঝরীর চারি কোণে চারি কড়া ঢা-
লিলেন। ৬ পরে তিনি শিটীম কাষ্ঠ দ্বারা বহন-দণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পি-
ত্তলে মুড়িলেন। ৭ আর বেদি বহনার্থে তাহার পার্শ্বস্থ কড়াতে ঐ বহন-
দণ্ড পরাইলেন; তিনি ফাঁপা রাখিয়া তাহা দিয়া বেদি নির্ম্মাণ করি-
লেন। ৮ আর যাহারা সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সেবার্থে শ্রেণীভূত
হইত, সে শ্রেণীভূত স্ত্রীলোকদের পিত্তলনির্ম্মিত দর্পণ দ্বারা তিনি প্র-
ক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা নির্ম্মাণ করিলেন। ৯ আর তিনি প্রাঙ্গণ প্র-
স্তুত করিলেন; দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বে পাকান সাদা
মসীনা সূত্রে এক শত হস্ত পরিমিত যবনিকা ছিল। ১০ তাহার বিংশতি
স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের, এবং সেই স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা
সকল রৌপ্যের ছিল। ১১ আর উত্তর দিকের যবনিকা এক শত হস্ত,
ও তাহার বিংশতি স্তম্ভ ও বিংশতি চুঙ্গি পিত্তলের, এবং স্তম্ভের আঁক-
ড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যের ছিল। ১২ আর পশ্চিম পার্শ্বের যবনিকা
পঞ্চাশ হস্ত, ও তাহার দশ স্তম্ভ ও দশ চুঙ্গি, এবং স্তম্ভের আঁকড়া ও
শলাকা সকল রৌপ্যের ছিল। ১৩ আর পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব পার্শ্বের দীর্ঘতা
পঞ্চাশ হস্ত ছিল। ১৪ প্রাঙ্গণের দ্বারের এক পার্শ্বের নিমিত্তে পনের হস্ত
যবনিকা, তাহার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি, ১৫ এবং অন্য পার্শ্বের জন্যও
সেইরূপ; প্রাঙ্গণের দ্বারের এদিক্ ওদিক্ পনের হস্ত যবনিকা ও তা-
হার তিন স্তম্ভ ও তিন চুঙ্গি ছিল। ১৬ প্রাঙ্গণের চারিদিকের সকল যব-
নিকা পাকান সাদা মসীনা সূত্রে নির্ম্মিত। ১৭ আর স্তম্ভের চুঙ্গি সকল
পিত্তলময়, স্তম্ভের আঁকড়া ও শলাকা সকল রৌপ্যময়, ও তাহার মা-
থলা রৌপ্যমণ্ডিত, এবং প্রাঙ্গণের সকল স্তম্ভ রৌপ্যের শলাকায় সং-
যুক্ত ছিল। ১৮ আর প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা নীল, বেগুনে, লাল ও পা-
কান সাদা মসীনা সূত্রের সূচিকর্ম্মে প্রস্তুত, এবং তাহার দীর্ঘতা বিংশ-
তি হস্ত, আর প্রাঙ্গণের যবনিকার ন্যায় উচ্চতা প্রস্থপরিমাণে পঞ্চ
হস্ত। ১৯ আর তাহার চারি স্তম্ভ ও চারি চুঙ্গি পিত্তলের ও আঁকড়া রৌ-
প্যের, এবং তাহার মাথলা রৌপ্যমণ্ডিত ও শলাকা রৌপ্যময় ছিল।
২০ আর আবাসের প্রাঙ্গণের চারিদিকের গোঁজ সকল পিত্তলময়
ছিল। ২১ আবাসের, সাক্ষ্যের আবাসের, দ্রব্য-সংখার বিবরণ এই।
মোশির আজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত গণনা করা হইল; লেবীয়দের কার্য্য
বলিয়া তাহা হারোণ যাজকদের পুত্র ঈথামরের দ্বারা করা হইল।
২২ আর সদাপ্রভু মোশিকে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে যিহূদা-
বংশজাত হূরের পৌত্র ঊরির পুত্র বৎসলেল সকলই নির্ম্মাণ করিয়া-
ছিলেন। ২৩ আর দান-বংশজাত অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব তাঁহার
সহকারী ছিলেন; তিনি খোদক ও শিল্পকুশল, এবং নীল, বেগুনে,
লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্রের শিল্পকার ছিলেন। ২৪ পবিত্র
আবাস নির্ম্মাণের সমস্ত কর্ম্মে এই সকল স্বর্ণ লাগিল, উপহারের
সমস্ত স্বর্ণ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে ঊনত্রিশ তালন্ত সাত শত
ত্রিশ শেকল ছিল। ২৫ আর মণ্ডলীর গণিত লোকদের রৌপ্য পবিত্র
স্থানের শেকল অনুসারে এক শত তালন্ত এক সহস্র সাত শত পঁচা-
ত্তর শেকল ছিল। ২৬ গণিত প্রত্যেক লোকের জন্য, অর্থাৎ যাহারা
বিংশতি বৎসর বয়স্ক কিম্বা তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল, সেই ছয়
লক্ষ তিন সহস্র সাড়ে পাঁচ শত লোকের মধ্যে প্রত্যেক জনের জন্য
এক এক বেকা, অর্থাৎ পবিত্র স্থানের শেকল অনুসারে অর্দ্ধ অর্দ্ধ
শেকল দিতে হইয়াছিল। ২৭ সেই এক শত তালন্ত রৌপ্যে পবিত্র স্থা-
নের চুঙ্গি ও তিরস্করিণীর চুঙ্গি ঢালা গিয়াছিল; এক শত চুঙ্গির কা-
রণ এক শত তালন্ত, এক এক চুঙ্গির কারণ এক এক তালন্ত ব্যয়
হইয়াছিল। ২৮ আর ঐ এক সহস্র সাত শত পঁচাত্তর শেকলে তিনি স্ত-
ম্ভ সকলের জন্য আঁকড়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ও তাহাদের মাথলা
মণ্ডিত ও শলাকায় সংযুক্ত করিয়াছিলেন। ২৯ আর উপহারের পিত্তল
সত্তর তালন্ত দুই সহস্র চারি শত শেকল ছিল। ৩০ তাহা দ্বারা তিনি সমা-
গম-তাম্বুর দ্বারের চুঙ্গি, পিত্তলময় বেদি ও তাহার পিত্তলময় ঝাঁঝরী
ও বেদির সকল পাত্র, ৩১ এবং প্রাঙ্গণের চারিদিকের চুঙ্গি ও প্রাঙ্গণের
দ্বারের চুঙ্গি ও আবাসের সকল গোঁজ ও প্রাঙ্গণের চারিদিকের গোঁজ
নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

৩৯ পরে শিল্পীরা নীল, বেগুনে, লাল সূত্র দ্বারা পবিত্র স্থানে
পরিচর্য্যা করণার্থ সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন, বিশেষ-
তঃ হারোণের জন্য পবিত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মো-
শিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২ তিনি স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, বেগুনে, লাল
ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা এফোদ নির্ম্মাণ করিলেন। ৩ ফলতঃ
তাঁহারা স্বর্ণ পিটাইয়া পাত করিয়া শিল্পকর্ম্মের নীল, বেগুনে, লাল ও
সাদা মসীনা সূত্রের মধ্যে বুনিবার জন্য তাহা কাটিয়া তার প্রস্তুত
করিলেন।

৪ আর তাঁহারা যোড়া দিবার জন্য তাহার দুই স্কন্ধপটি প্রস্তুত করি-
লেন; দুই মুড়াতে পরস্পর যোড়া দেওয়া গেল; ৫ আর তাহা বন্ধ
করিবার জন্য শিল্পকর্ম্মে বোনা যে পটুকা তাহার উপরে ছিল, তাহা
তৎসহিত অখণ্ড, এবং সেই বস্ত্রের তুল্য ছিল, তাহা স্বর্ণ দ্বারা এবং
নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সাদা মসীনা সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হইল;
যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ৬ পরে তাঁহারা ক্ষোদিত
মুদ্রার ন্যায় ইস্রায়েলের পুত্রদের নামে ক্ষোদিত স্বর্ণময় স্থালীতে
খচিত দুই গোমেদক মণি খুদিলেন। ৭ আর এফোদের দুই স্কন্ধপটির
উপরে ইস্রায়েলের পুত্রদের স্বরণার্থক মণিসরূপে তাহা বসাইলেন;
যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ৮ পরে এফোদের
কর্ম্মের ন্যায় তিনি স্বর্ণ দ্বারা এবং নীল, বেগুনে, লাল ও পাকান সা-
দা মসীনা সূত্র দ্বারা শিল্পকর্ম্মের বুকপাটা প্রস্তুত করিলেন। ৯ তাহা
চতুস্কোণ; তাঁহারা সেই বুকপাটা দোহারা করিলেন; তাহা এক বিঘত
দীর্ঘ ও এক বিঘত প্রস্থ ও দোহারা করিলেন। ১০ আর তাহা চারি
পঙ্ক্তি মণিতে খচিত করিলেন; তাহার প্রথম পঙ্ক্তিতে চুণী, পীতমণি
ও মরকত, ১১ দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও হীরক, ১২ তৃ-
তীয় পঙ্ক্তিতে পেরোজ, যিস্ম ও কাটাহেলা, ১৩ এবং চতুর্থ পঙ্ক্তিতে
বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত ছিল; স্বর্ণস্থালী এই সকল মণিতে
খচিত হইল। ১৪ এই সকল মণি ইস্রায়েলের পুত্রদের নামানুসারে
হইল, তাহাদের নামানুসারে দ্বাদশটি হইল; মুদ্রার ন্যায় ক্ষোদিত প্র-
ত্যেক মণিতে দ্বাদশ বংশের জন্য এক এক পুত্রের নাম হইল। ১৫ পরে
তাঁহারা বুকপাটায় নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা মালাবৎ পাকান দুই শৃঙ্খল গড়ি-

লেন। ১৬ আর স্বর্ণের দুই স্থালী ও বর্ণের দুই কড়া নির্ম্মাণ করিয়া বু-
কপাটার দুই প্রান্তে সেই দুই কড়া বদ্ধ করিলেন, ১৭ আর বুকপাটার
প্রান্তস্থিত দুই কড়ার মধ্যে পাকান স্বর্ণের সেই দুই শৃঙ্খল রাখিলেন।
১৮ এবং পাকান শৃঙ্খলের দুই মুড়া দুই স্থালীতে বদ্ধ করিয়া এফো-
দের সম্মুখে দুই স্কন্ধপটির উপরে রাখলেন। ১৯ আর স্বর্ণের দুইটী
কড়া গড়িয়া বুকপাটার দুই প্রান্তে ভিতরভাগে এফোদের সম্মুখস্থ মু-
ড়াতে রাখিলেন। ২০ এবং স্বর্ণের দুইটী কড়া গড়িয়া এফোদের দুই স্ক-
ন্ধপটির নীচে তাহার সম্মুখভাগে তাহার যোড়ের স্থানে এফোদের বু-
নানি করা পটুকার উপরে রাখিলেন। ২১ আর বুকপাটা যেন এফো-
দের শিল্পিত পটুকার উপরে থাকে, এফোদ হইতে খসিয়া না যায়,
এই জন্য তাঁহারা কড়াতে নীল সূত্র দিয়া এফোদের কড়ার সহিত বু-
কপাটা বদ্ধ করিয়া রাখিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়া-
ছিলেন। ২২ পরে তিনি এফোদের পরিচ্ছদ বুনিলেন; তাহা তন্তুবায়ের
কৃত ও সমুদয় নীলবর্ণ। ২৩ আর সেই পরিচ্ছদের গলা তাহার মধ্যস্থা-
নে ছিল; তাহা বর্ম্মের গলার সদৃশ; তাহা যেন ছিঁড়িয়া না যায়, এই
জন্য সেই গলার চারিদিকে ধারি ছিল। ২৪ আর তাঁহারা ঐ পরিচ্ছ-
দের আঁচলে নীল, বেগুনে, ও লাল পাকান সূত্রে দাড়িম নির্ম্মাণ
করিলেন। ২৫ পরে তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণের কিঙ্কিণী গড়িলেন ও সেই
কিঙ্কিণীগুলি দাড়িমের মধ্যে মধ্যে পরিচ্ছদের আঁচলের চারিদিকে
দাড়িমের মধ্যে মধ্যে দিলেন। ২৬ পরিচর্য্যার্থক পরিচ্ছদের আঁচলে চা-
রি দিকে এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম,এক কিঙ্কিণী ও এক দাড়িম,
এইরূপ করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন ।
২৭ পরে তাঁহারা হারোণের ও তাঁহার পুত্রগণের জন্য সাদা মসীনা সুত্র
দ্বারা তন্তুবায়ের নির্ম্মিত অঙ্গরক্ষিণী, ২৮ ও সাদা মসীনা সুত্রনির্ম্মিত
উষ্ণীত ও সাদা মসীনা সুত্রনির্ম্মিত শিরোভূষন ও পাকান সাদা মসী-
না সুত্রনির্ম্মিত শুল্ক জাঙ্ঘিয়া প্রস্তুত করিলেন। ২৯ আর পাকান সাদা
মসীনা সুত্রে, এবং নীল, বেগুনে, ও লাল সূত্রে সূচিকর্ম্ম দ্বারা এক
কটিবন্ধন প্রস্তুত করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছি-
লেন। ৩০ পরে তাঁহারা নির্ম্মল স্বর্ণ দ্বারা পবিত্র মুকুটের পাত প্রস্তুত
করিলেন, এবং ক্ষোদিত মুদ্রার ন্যায় তাহার উপরে লিখিলেন, “
সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র” । ৩১ পরে ঊর্দ্ধে উষ্ণীষের উপরে রাখিবার
জন্য তাহা নীল সূত্র দিয়া বাঁধিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা
দিয়াছিলেন। ৩২ এই প্রকারে সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের সমস্ত কার্য্য
সমাপ্ত হইল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে ইস্রায়েল-সন্তান-
গণ সমস্ত কর্ম্ম করিল। ৩৩ পরে তাহারা মোশির নিকটে ঐ আবাস
আনিল, তাম্বু, তৎসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্য, এবং ঘুন্টী, তক্তা, অর্গল, স্তম্ভ
ও চুঙ্গি, ৩৪ রক্তীকৃত মেষ-চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ, তহশ-চর্ম্মনির্ম্মিত ছাদ ও
ব্যবধানের তিরস্করিণী, ৩৫ এবং সাক্ষ্য-সিন্দুক ও তাহার বহন-দণ্ড,
৩৬ পাপাবরণ এবং মেজ, তাহার সমস্ত পাত্র ও দর্শন-রুটী, ৩৭ নির্ম্মল
দীপবৃক্ষ, তাহার প্রদীপ সকল অর্থাৎ প্রদীপাবলি, তাহার সমস্ত পাত্র
ও দীপার্থ তৈল, এবং স্বর্ণময় বেদি, ৩৮ অভিষেকার্থ তৈল, ধূপার্থ সুগ-
ন্ধি দ্রব্য ও তাম্বু-দ্বারের পর্দ্দা, ৩৯ পিত্তলময় বেদি, তাহার পিত্তলময়
ঝাঁঝরী, তাহার বহন-দণ্ড ও সমস্ত পাত্র,

৪০ প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা, এবং প্রাঙ্গণের যবনিকা, তাহার
স্তম্ভ ও চুঙ্গি এবং প্রাঙ্গণ-দ্বারের পর্দ্দা, ও তাহার রজ্জু, গোঁজ ও
সমাগম-তাম্বুর জন্য আবাসের কার্য্যের সমস্ত পাত্র,

৪১ পবিত্র স্থানে পরিচর্য্যা করণার্থ সূক্ষ্মশিল্পিত বস্ত্র, হারোণ যাজ-
কের পবিত্র বস্ত্র ও তাঁহার পুত্রদের যাজনকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বস্ত্র।

৪২ সদাপ্রভু মোশিকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ সমস্তই সম্পন্ন করিল।

৪৩ পরে মোশি ঐ সকল কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ,
তাহারা করিয়াছে; সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই করিয়াছে; আর মোশি
তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তাম্বুর স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা।

৪০ পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, ২ তুমি প্রথম মাসের প্রথম
দিনে সমাগম-তাম্বুরূপ আবাস স্থাপন করিবে। ৩ আর তাহার
মধ্যে সাক্ষ্য-সিন্দুক রাখিয়া তিরস্করিণী টাঙ্গাইয়া সেই সিন্দুক
আড়াল করিবে।

৪ পরে মেজ ভিতরে আনিয়া তাহার উপরে সাজাইবার দ্রব্য সাজা-
ইয়া রাখিবে, এবং দীপবৃক্ষ ভিতরে আনিয়া তাহার প্রদীপ সকল
জ্বালিয়া দিবে। ৫ আর স্বর্ণময় ধূপবেদি সাক্ষ্য-সিন্দুকের সম্মুখে রা-
খিবে, এবং আবাস-দ্বারের পর্দ্দা টাঙ্গাইবে। ৬ আর সমাগম-তাম্বুরূপ
আবাসের দ্বারের সম্মুখে হোমবেদি রাখিবে। ৭ আর সমাগম-তাম্বু ও
বেদির মধ্যে প্রক্ষালন-পাত্র রাখিয়া তাহার মধ্যে জল দিবে। ৮ আর
চারিদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করিবে ও প্রাঙ্গণের দ্বারে পর্দ্দা টাঙ্গাইবে।
৯ পরে অভিষেকার্থ তৈল লইয়া আবাস ও তাহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বস্তু
অভিষেক করিয়া তাহা ও তৎসংক্রান্ত সকল দ্রব্য পবিত্র করিবে; তা-
হাতে তাহা পবিত্র হইবে। ১০ আর তুমি হোমবেদি ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত
পাত্র অভিষেক করিয়া, হোমবেদি পবিত্র করিবে; তাহাতে সেই বেদি
অতি পবিত্র হইবে। ১১ আর তুমি প্রক্ষালন-পাত্র ও তাহার খুরা অভি-
ষেক করিয়া পবিত্র করিবে। ১২ পরে তুমি হারোণকে ও তাহার পুত্রগ-
ণকে সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে আনিয়া জলে স্নান করাইবে।
১৩ আর হারোণকে পবিত্র বস্ত্র সকল পরাইবে এবং অভিষেক করিয়া
পবিত্র করিবে, তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে। ১৪ আর
তাহার পুত্রগণকে আনিয়া অঙ্গরক্ষিণী পরাইবে। ১৫ আর তাহাদের
পিতাকে যেমন অভিষেক করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অভিষেক
করিবে; তাহাতে তাহারা আমার যাজনকর্ম্ম করিবে; তাহাদের সেই
অভিষেক পুরুসানুক্রমে চিরস্থায়ী যাজকত্বের জন্য হইবে। ১৬ মোশি
এইরূপ করিলেন; তিনি সদাপ্রভুর সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করি-
লেন। ১৭ পরে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস স্থা-
পিত হইল। ১৮ মোশি আবাস স্থাপন করিলেন, তাহার চুঙ্গি দিলেন,
তক্তা বসাইলেন, অর্গল ভিতরে দিলেন ও তাহার স্তম্ভ সকল তুলি-
লেন। ১৯ পরে ঐ আবাসের উপরে তাম্বু বিস্তার করিলেন, এবং তাম্বুর
উপরে ছাদ দিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
২০ পরে তিনি সাক্ষ্যলিপি লইয়া সিন্দুকের মধ্যে রাখিলেন, সিন্দুকে
বহন-দণ্ড দিলেন, এবং সিন্দুকের উপরে পাপাবরণ রাখিলেন,
২১ আর আবাসের মধ্যে সিন্দুক আনিলেন এবং ব্যবধানের তিরস্করি-
ণী টাঙ্গাইয়া সাক্ষ্য-সিন্দুক আড়াল করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশি-
কে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২২ পরে তিনি আবাসের উত্তর পার্শ্বে তিরস্ক-
রিণীর বাহিরে সমাগম-তাম্বুতে মেজ রাখিলেন, ২৩ এবং তাহার উপ-
রে সদাপ্রভুর সম্মুখে রুটী সাজাইয়া রাখিলেন; যেমন সদাপ্রভু মো-
শিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২৪ পরে তিনি সমাগম-তাম্বুতে মেজের
সম্মুখে আবাসের পার্শ্বে দক্ষিণদিকে দীপবৃক্ষ রাখিলেন, ২৫ এবং
সদাপ্রভুর সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা
দিয়াছিলেন। ২৬ পরে তিনি সমাগম-তাম্বুতে তিরস্করিণীর সম্মুখে স্বর্ণ-
বেদি রাখিলেন, ২৭ এবং তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইলেন; যে-
মন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২৮ পরে তিনি আবাসের
দ্বারে পর্দ্দা টাঙ্গাইলেন। ২৯ আর তিনি সমাগম-তাম্বুরূপ আবাসের দ্বা-
রসমীপে হোমবেদি রাখিয়া তাহার উপরে হোমবলি ও ভক্ষ্য নৈবেদ্য
উৎসর্গ করিলেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন।
৩০ পরে তিনি সমাগম-তাম্বু ও বেদির মধ্যস্থানে প্রক্ষালন-পাত্র রাখিয়া
তাহার মধ্যে প্রক্ষালনার্থ জল দিলেন। ৩১ তাহা হইতে মোশি, হারোণ
ও তাহার পুত্রগণ আপন আপন হস্ত পদ ধৌত করিতেন; ৩২ যখন তাঁ-
হারা সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতেন, কিম্বা বেদির নিকটবর্ত্তী হই-
তেন, তৎকালে ধৌত করিতেন; যেমন সদাপ্রভু মোশিকে আজ্ঞা দি-

য়াছিলেন। ৩৩ পরে তিনি আবাসের ও বেদির চারদিকে পাঙ্গণ প্রস্তুত
করিলেন, এবং প্রাঙ্গণের দ্বারের পর্দ্দা টাঙ্গাইলেন। এইরূপে মোশি
কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। ৩৪ তখন মেঘ সমাগম-তাম্বু আচ্ছাদন করিল,
এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল। ৩৫ তাহাতে মোশি
সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কারণ মেঘ তাহার উপ-
রে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ
করিয়াছিল। ৩৬ আর আবাসে উপর হইতে মেঘ নীত হইলে, ইস্রা-
য়েল-সন্তানগণ আপনাদের প্রত্যেক যাত্রায় অগ্রসর হইত। ৩৭ কিন্তু
মেঘ যদি ঊর্দ্ধে নীত না হইত, সে দিন পর্য্যন্ত তাহারা যাত্রা করিত না।
৩৮ কেননা সমস্ত ইস্রায়েল-কুলের দৃষ্টিগোচরে তাহাদের সমস্ত যাত্রা-
তে দিবাতে সদাপ্রভুর মেঘ এবং রাত্রিতে অগ্নি আবাসের উপরে
অবস্থিতি করিত।

মথির লেখা সুসমাচার।

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

১ যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের
সন্তান। ২ অব্রাহামের পুত্র ইসহাক; ইসহাকের পুত্র যাকোব; যা-
কোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ; ৩ যিহূদার পুত্র পেরস ও সে-
রহ, তামরের গর্ব্ভজাত; পেরসের পুত্র হিস্রোণ; হিস্রোনের পুত্র রাম;
৪ রামের পুত্র অম্মীনাদব; অম্মীনাদবের পুত্র নহশোনের পুত্র সল-
মোন; ৫ সলমোনের পুত্র বোয়স; রাহবের গর্ব্ভজাত; বোয়সের পুত্র
ওবেদ, রূতের গর্ব্ভজাত; ওবেদের পুত্র যিশয়; ৬ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ
রাজা। দায়ূদের পুত্র শলোমন; ঊরিয়ের বিধবার গর্ব্ভজাত; ৭ শলোম-
নের পুত্র রহবিয়াম; রহবিয়ামের পুত্র অবিয়; অবিয়ের পুত্র আসা;
৮ আসার পুত্র যিহোশাফট; যিহোশাফটের পুত্র যোরাম; যোরামের
পুত্র উষিয়; ৯ উষিয়ের পুত্র যোথাম; যোথামের পুত্র আহস; আহসের
পুত্র হিস্কিয়; ১০ হিস্কিয়ের পুত্র মনঃশি; মনঃশির পুত্র আমোন;
আমোনের পুত্র যোশিয়; ১১ যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাঁহার ভ্রা-
তৃগণ, বাবিলের নির্ব্বাসন কালে জাত। ১২ যিকনিয়ের পুত্র শলটী-
য়েল, বাবিলের নির্ব্বাসনের পরে জাত; শলটীয়েলের পুত্র সরুব্বা-
বিল; ১৩ সরুব্বাবিলের পুত্র অবীহূদ; অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম;
ইলীয়াকীমের পুত্র আসোর; ১৪ আসোরের পুত্র সাদোক; সাদোকের
পুত্র আখীম; আখীমের পুত্র ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর;
ইলিয়াসরের পুত্র মত্তন; মত্তনের পুত্র যাকোব; ১৬ যাকোবের পুত্র
যোষেফ; ইনি মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ব্ভে যীশুর জন্ম হয়,
যাঁহাকে খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলে। ১৭ এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ
পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চৌদ্দ্য পুরুষ; এবং বাবিলে নির্ব্বাসন অবধি খ্রীষ্ট
পর্য্যন্ত চৌদ্দ্য পুরুষ। প্রভু যীশুর জন্ম-বিবরণ। ১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম
এইরূপে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা
হইলে, তাঁহাদের সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ব্ভ হইয়াছে-
পবিত্র আত্মা হইতে। ১৯ আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক হওয়াতে
ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিবার করিতে ইচ্ছা না
করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ২০ তিনি এই সকল
ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন
দিয়া কহিলেন, যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ
করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ব্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা
পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, ২১ তুমি
তাঁহার নাম যীশু [ত্রানকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদি-
গকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। ২২ এই সকল ঘটিল, যেন
ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, ২৩ “দেখ, সেই কন্যা
গর্ব্ভবতী হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাঁহার নাম রাখা যাই-
বে ইম্মানুয়েল” অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, ‘আমাদের সহিত ঈশ্বর’।
২৪ পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ
আদেশ করিয়াছিলেন, সেরূপ করিলেন, ২৫ আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করি-
লেন; আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যো-
ষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখি-
লেন।

প্রভু যীশুর শিশুকালের বিবরণ।

২ হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হই-
লে পর, দেখ, পূর্ব্বদেশ হইতে কয়েক জন পন্ডিত ২ যিরুশালে-
মে আসিয়া কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কো-
থায়? কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে
প্রনাম করিতে আসিয়াছি। ৩ এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন
হইলেন, ও তাঁহার সহিত সমুদয় যিরুশালেমও উদ্বিগ্ন হইল।
৪ আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক সাধারণের অধ্যাপকগ-
নকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায়
জন্মিবেন? ৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে, কেন-
না ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ৬ “আর তুমি, হে যিহূদা
দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্র-
তম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি
আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন।” ৭ তখন হেরোদ সেই
পন্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া, ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়া-
ছিল, তাহা তাঁহাদের নিকটে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন। ৮ পরে
তিনি তাঁহাদিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া
বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর; দেখা পাইলে আমাকে সং-
বাদ দিও, যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিতে পারি। ৯ রাজার
কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, আর দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁহারা
যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে
যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাঁহার উপরে আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল।
১০ তারাটি দেখিতে পাইয়া তাঁহারা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হই-
লেন। ১১ পরে তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটিকে তাঁহার মাতা মরিয়-
মের সহিত দেখিতে পাইলেন, ও ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রনাম করি-
লেন, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও
গন্ধরস উপহার দিলেন। ১২ পরে তাঁহারা যেন হেরোদের নিকটে ফি-
রিয়া না যান, স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, অন্য পথ দিয়া আপনাদের
দেশে চলিয়া গেলেন। ১৩ তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক
দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার
মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; আর আমি যত দিন তোমাকে
না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করি-
বার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। ১৪ তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রি-
যোগে শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন,
১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বা-
রা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, “আমি মিসর হইতে আপন পুত্র-
কে ডাকিয়া আনিলাম”। ১৬ পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি
পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং
সেই পন্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়াছি-
লেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎ-
লেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে
সকলকে বধ করাইলেন। ১৭ তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই
বচন পূর্ণ হইল, ১৮ “রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে, হাহাকার ও অত্যন্ত
রোদন; রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন, সান্ত্বনা

পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই।” ১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর,
দেখ, প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,
২০ উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে যাও; কা-
রণ যাহারা যাহারা শিশুটিকে প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা
মরিয়া গিয়াছে। ২১ তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে
লইয়া ইস্রায়েল দেশে আসিলেন। ২২ কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাই-
লেন যে, আর্খিলায় নিজ পিতা হেরোদের পদে যিহূদিয়াতে রাজত্ব
করিতেছেন, তখন সেখান যাইতে ভীত হইলেন; আর স্বপ্নে আদেশ
পাইয়া গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন, ২৩ এবং নাসরৎ নামক নগরে
গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়
যে, তিনি নাসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।

যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারাদি কার্য্য।

৩ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্ত-
রে প্রচার করিতে লাগিলেন; ২ তিনি বলিলেন, ‘মন ফিরাও,
কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।’ ৩ ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কথিত হইয়াছিল, “প্রান্তরে এক
জনের রব; সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্ততু কর,
তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর।”
৪ যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপ-
টুকা, ও তাঁহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল। ৫ তখন যিরুশালেমে,
সমস্ত যিহূদিয়া, এবং যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বা-
হির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; ৬ আর আপন আপন পাপ
স্বীকার করিয়া যর্দ্দনের নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লা-
গিল। ৭ কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ হইতে
পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব মনপরিব-
র্ত্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও। ৯ আর ভাবিও না যে, তোমরা
মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তো-
মাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের জন্য
সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। ১০ আর এখনই গাছ গুলির মূলে কু-
ড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা-
হা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। ১১ আমি তোমাদিগকে মন-
পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার
পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁ-
হার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা
ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। ১২ তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে,
আর তিনি আপন খামার সুপরিষ্কার করিবেন, এবং আপনার গোম
গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দি-
বেন।

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।

১৩ তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হই-
তে যর্দ্দনে তাঁহার কাছে আসিলেন। ১৪ কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ
করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত
হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? ১৫ কিন্তু
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এই-
রূপে সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তখন
তিনি তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। ১৬ পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া
অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া
গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার
উপরে আসিতে দেখিলেন। ১৭ আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইলে,
‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,

ইহাঁতেই আমি প্রীত।’

৪ তখন যীশু দিয়াবলে দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা
প্রান্তরে নীত হইলেন। ২ আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে
থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁ-
হাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল,যেন এই পাথরগু-
লা রুটী হইয়া যায়।
৪ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, “মনুষ্য কেবল
রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত
হয়, তাহাতেই বাঁচিবে।” ৫ তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া
গেল, এবং ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে
কহিল, ৬ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কে-
ননা লেখা আছে, “তিনি আপন দূতগনকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা
দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে
তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।” ৭ যীশু তাহাকে কহিলেন,
আবার লেখা আছে, “তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।”
৮ আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং
জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, ৯ আর তাঁহা-
কে কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রনাম কর, এই সমস্তই
আমি তোমাকে দিব। ১০ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়-
তান; কেননা লেখা আছে, “তোমার ঈশ্বর” প্রভুকেই প্রনাম করিবে,
কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে। ১১ তখন দিয়াবলে তাঁহাকে ছাড়ি-
য়া গেল, আর দেখ, দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে
লাগিলেন। যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ। ১২ পরে যোহন কারাগারে
সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালীলে চলিয়া গেলেন; ১৩ আর
নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে, সবূলূন ও নপ্তালির অঞ্চলে স্থিত
কফরনাহূমে গিয়া বাস করিলেন; ১৪ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা
কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, ১৫ “সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের
পথে, যর্দ্দনের পরপারে পরজাতিগণের গালীল, ১৬ যে জাতি অন্ধ-
কারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল, যাহারা মৃত্যুর
দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।”
১৭ সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগি-
লেন, ‘মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।’ ১৮ একদা তিনি
গালীল সমুদ্রের তীর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, দুই ভ্রাতা-
শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলে, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়- সমুদ্রে জাল
ফেলিতেছেন; কারণ তাঁহারা মৎসধারী ছিলেন। ১৯ তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী
করিব। ২০ আর তখনই তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চা-
দগামী হইলেন। ২১ পরে তিনি তথা হইতে অগ্রে গিয়া দেখিলেন, আর
দুই ভ্রাতা- সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন- আপনা-
দের পিতা সিবদিয়ের সহিত নৌকায় সারিতেছেন; তিনি তাঁহাদিগকে
ডাকিলেন। ২২ আর তখনই তাঁহারা নৌকা ও আপনাদের পিতাকে
পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। ২৩ পরে যীশু সমুদয়
গালীলে ভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে
সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন,
এবং লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভালো করি-
লেন। ২৪ আর তাঁহার জনরব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপিল; এবং না-
না প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক, ভুত্গ্রস্ত ও মৃ-
গীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সকল, তাঁহার নিকটে আনীত হইল,
আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ২৫ আর গালীল, দিকাপলি,
যিরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের পরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

প্রভু যীশুর পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ।

৫ তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন; আর তিনি বসি-
লে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। স্বর্গ রাজ্যের
প্রজা নির্ণয়। ২ তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দি-
তে লাগিলেন- ৩ ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তা-
হাদেরই।
৪ ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাবে। ৫ ধন্য যা-
হারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ৬ ধন্য যাহারা
ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।
৭ ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাবে। ৮ ধন্য যাহারা নি-
র্ম্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ৯ ধন্য যাহারা
মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হই-
বে। ১০ ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গ-রা-
জ্য তাহাদেরই। ১১ ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদি-
গকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে
সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। ১২ আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেন-
না স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাব-
বাদিগন ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।
১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি
প্রকারে লবণের গুনাবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্য্যে
লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত
হইবার যোগ্য হয়। ১৪ তোমরা জগতের দীপ্তি; পর্ব্বতের উপরে স্থিত
নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না। ১৫ আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার
নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহ-
স্থিত সকল লোককে আলো দেয়। ১৬ তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্য-
দের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখি-
য়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে। স্বর্গ- রাজ্যের ব্যবস্থার উৎ-
কর্ষ। ১৭ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ
করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করি-
তে আসিয়াছি। ১৮ কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে
পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মা-
ত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। ১৯ অতএব যে
কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন
করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি
ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়,
তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে। ২০ কেননা আমি তোমাদিগ-
কে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিক-
তা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ
করিতে পাইবে না। ২১ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের নিক-
টে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও না," আর 'যে নরহত্যা
করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'। ২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে
পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্ব্বোধ,' সে মহা-
সভার দায়ে পড়িবে। ২৩ অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকটে
আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে,
তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, ২৪ তবে সেই স্থানে
বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তো-
মার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎ-
সর্গ করিও। ২৫ তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার
সহিত শীঘ্র মিলন করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্ত্তার হস্তে
সমর্পণ করে, ও বিচারকর্ত্তা তোমাকে পেয়াদার হস্তে সমর্পণ করে,
আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। ২৬ আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি,
যাবৎ শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি কোন
মতে সেখান হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে না। ২৭ তোমরা শুনিয়াছ,
উক্ত হইয়াছিল, ২৮ "তুমি ব্যভিচার করিও না।" কিন্তু আমি তোমাদি-
গকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত
করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। ২৯ আর
তোমার দক্ষিন চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া
দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হও-
য়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।
৩০ আর তোমার দক্ষিন হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কা-
টিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া
অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। ৩১ আর
উক্ত হইয়াছিল, "যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
ত্যাগপত্র দিউক"। ৩২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ
ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
ব্যাভিচারিনী করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
সে ব্যভিচার করে। ৩৩ আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোক-
দের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর
উদ্দ্যেশে তোমার দিব্য সকল পালন করিও।' ৩৪ কিন্তু আমি তোমাদি-
গকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কে-
ননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা
তাহা তাঁহার পাদপীঠ; ৩৫ আর যিরুশালেমের দিব্য করিও না, কেননা
তাহা মহান রাজার নগরী। ৩৬ আর তোমার মাথার দিব্য করিও না,
কেননা একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য তোমার নাই।
৩৭ কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক; ইহার অতিরিক্ত যাহা,
তাহা মন্দ হইতে জন্মে। ৩৮ তোমরা শুনিয়াছ উক্ত হইয়াছিল, "চক্ষুর
পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"। ৩৯ কিন্তু আমি তোমাদিগ-
কে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তো-
মার দক্ষিন গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরিয়া দেও।
৪০ আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার
আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও।
৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তা-
হার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।
৪২ যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার
নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না।
৪৩ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম
করিবে," এবং 'তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে'।
৪৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন
শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে,
তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও;
৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি
ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্য উদিত করেন, এবং ধা-
র্ম্মিক অধার্ম্মিকগনের উপরে জল বর্ষাণ।
৪৬ কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম
করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহীরাও কি সেই মত
করে না?
৪৭ আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগনকে মঙ্গলবাদ
কর, তবে অধিক কি কর্ম্ম কর? পরজাতীয়েরাও কি সেইরূপ করে
না?
৪৮ অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি
সিদ্ধ হও।

দান ও প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মের কথা।

৬ সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমা-
দের ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিক-
টে তোমাদের পুরস্কার নাই ২ অতএব তুমি যখন দান কর, তখন তো-
মার সম্মুখে তুরী বাজাইও না, যেমন কপটীরা লোকের কাছে গৌরব
পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে করিয়া থাকে; আমি তোমাদিগকে
সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ৩ কিন্তু তুমি
যখন দান কর, তখন তোমরা দক্ষিন হস্ত কি করিতেছে, তাহা তো-
মার বাম হস্তকে জানিতে দিও না।
৪ এইরূপে তোমার দান যেন গোপন হয়; তাহাতে তোমার পিতা,
যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। ৫ আর তোমরা
যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটীদের ন্যায় হইও না; কারণ তাহারা
সমাজ-গৃহে ও পথের কোণে দাঁড়াইয়া লোক-দেখান প্রার্থনা করিতে
ভাল বাসে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের
পুরস্কার পাইয়াছে। ৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার
অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যি-
নি গোপনে বর্ত্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার
পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। ৭ আর প্রা-
র্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ
করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রা-
র্থনার উত্তর পাইবে। ৮ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেন-
না তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমা-
দের পিতা জানেন। ৯ অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও; হে
আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,
১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে তে-
মনি পৃথিবীতেও হউক; ১১ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমা-
দিগকে দেও; ১২ আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন
আমরা আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; ১৩ আর
আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।
১৪ কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের
স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি
লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপ-
রাধ ক্ষমা করিবেন না। ১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন
কপটীদের ন্যায় বিষন্ন-বদন হইও না; কেননা তাহারা লোককে উপ-
বাস দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদি-
গকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ১৭ কিন্তু
তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তৈল মাখিও এবং মুখ ধুইও;
১৮ যেন লোকে তোমার উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা,
যিনি গোপনে বর্ত্তমান, তিনিই দেখিতে পান; তাহাতে তোমার পিতা,
যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। স্বর্গে ধন সঞ্চয়
করিবার কথা। ১৯ তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয়
করিও না; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে
সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। ২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয়
কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ
কাটিয়া চুরি করে না। ২১ কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তো-
মার মনও থাকিবে। ২২ চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু
যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। ২৩ কিন্তু
তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময়
হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকারময় হয়, সেই
অন্ধকার কত বড়। ২৪ কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কে-
ননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম
করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে
তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার
না। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবার কথা। ২৫ এই জন্য আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, ‘কি ভোজন করিব, কি পান করিব’ বলিয়া প্রানের বিষ-
য়ে, কিম্বা ‘কি পরিব’ বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য
হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? ২৬ আকাশের
পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘ-
রে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে
আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?
২৭ আর তোমাদর মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র
বৃদ্ধি করিতে পারে? ২৮ আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের
কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল
শ্রম করে না, সুতাও কাটে না; ২৯ তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতে-
ছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায় সুস-
জ্জিত ছিলেন না। ৩০ ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চু-
লায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন,
তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বি-
ভূষিত করিবেন না? ৩১ অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে,
৩২ ‘কি ভোজন করিব?’ বা ‘কি পান করিব?’ বা কি পরিব?’ কেননা
পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্ব-
র্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন
আছে। ৩৩ কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার
বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া
হইবে। ৩৪ অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য
আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই
যথেষ্ট।

পরের বিচার করিবার কথা।

৭ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। ২ কেননা যে-
রূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বি-
চারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমা-
দের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে। ৩ আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে
কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে
কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?
৪ অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি
তোমার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তো-
মার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে। ৫ হে কপটি, আগে আপনার
চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার
চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাবে।
৬ পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদি-
গের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায়, এবং
ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে। প্রার্থনার কথা। ৭ যাচ্ঞা কর,
তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত
কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৮ কেননা যে কেহ যাচ্ঞা
করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে
আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৯ তোমাদের মধ্যে
এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে,
১০ কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? ১১ অতএব তোমরা মন্দ
হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে
জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহা-
রা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান
করিবেন। ১২ অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে,
লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ
করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রন্থের সার। স্বর্গ-পথে

চলিবার কথা। ১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্ব্বনাশে যা-
ইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ
করে; ১৪ কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প
লোকেই তাহা পায়। ১৫ ভক্ত ভাববাদীগণ হইতে সাবধান; তাহারা মে-
ষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দু-
য়া। ১৬ তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।
লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমু-
রফল সংগ্রহ করে? ১৭ সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল
ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ১৮ ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে
পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না। ১৯ যে কোন গা-
ছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাঁটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।
২০ অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।
২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরা-
জ্যে প্রবেশ করিতে পাবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ
পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমাকে
বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি
নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি
অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই
বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা,
আমার নিকট হইতে দূর হও। ২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল
বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের
তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষানের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করিল।
২৫ পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে লা-
গিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষানের উপরে তাহার ভিত্তি-
মূল স্থাপিত হইয়াছিল। ২৬ আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শু-
নিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন এক জন নির্ব্বোধ লোকের তুল্য
বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করিল। ২৭ পরে
বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে আঘাত
করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।
২৮ যীশু তখন এই সকল বাক্য শেষ করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার
উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; ২৯ কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির
ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।

যীশুর নানবিধ অলৌকিক কার্য্য।

৮ তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিল। যীশু এক জন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন। ২ আর দেখ,
এক জন কুষ্ঠী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিল, হে প্র-
ভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচী করিতে পরেন। ৩ তখন
তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা,
তুমি শুচীকৃত হও; আর তখনই সে কুষ্ঠী হইতে শুচীকৃত হইল।
৪ পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, দেখিও, এই কথা কাহাকেও বলিও
না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং মোশির
আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার
জন্য। যীশু এক জন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন। ৫ আর তিনি
কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক জন শতপতি তাঁহার নিকটে আসি-
য়া বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, ৬ হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে
পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। ৭ তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমি গিয়া তাহকে সুস্থ করিব। ৮ শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু,
আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন;
কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। ৯ কারণ
আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন;
আমি তাহাদের এক জনকে ‘যাও’ বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে
‘আইস’ বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে ‘এই কর্ম্ম কর’
বলিলে সে তাহা করে। ১০ এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
লেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও
এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই। ১১ আর আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে আসিবে, এবং অব্রাহাম, ইস-
হাক, যাকোবের সহিত স্বর্গ রাজ্যে একত্র বসিবে; ১২ কিন্তু রাজ্যের
সন্তানদিগকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে; সেই স্থানে
রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ১৩ পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন,
চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর
সেই দন্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল। যীশু পিতরের শাশুড়ীর জ্বর ভাল
করেন। ১৪ আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশু-
ড়ী শয্যাগত, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। ১৫ পরে তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ
করিলেন, আর জ্বর ছাড়িয়া গেল; তখন তিনি উঠিয়া যীশুর পরিচ-
র্য্যা করিতে লাগিলেন। ১৬ আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্র-
স্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মা-
গণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন;
১৭ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, “তিনি
আপনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল গ্রহন করিলেন ও ব্যাধি সকল
বহন করিলেন।” ১৮ আর যীশু আপনার চারিদিকে বিস্তর লোক দে-
খিয়া পরপারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ১৯ তখন এক জন অধ্যাপক
আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। ২০ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, শৃ-
গালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু
মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। ২১ শিষ্যদের মধ্যে আর এক
জন তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রভু, অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়া
আসিতে অনুমতি করুন। ২২ কিন্তু যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস; মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিউক।

যীশু ঝর থামান।

২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গে-
লেন। ২৪ আর দেখ, সমুদ্রে ভারী ঝড় আসিল, এমন কি, নৌকা তর-
ঙ্গে আচ্ছন্ন হইতেছিল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। ২৫ তখন তাঁহারা
তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা
করুন, আমরা মারা পড়িলাম। ২৬ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে
অল্প বিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? তখন তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে
ধমক দিলেন; তাহাতে মহাশান্তি হইল। ২৭ আর সেই ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া কহিলেন, আঃ! ইনি কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে
ইহার আজ্ঞা মানে! যীশু দুই জন লোকের ভূত ছাড়ান। ২৮ পরে তিনি
পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্থ লোক কবরস্থান
হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দু-
র্দ্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। ২৯ আর দেখ,
তাহারা চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত
আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরুপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদি-
গকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? ৩০ তখন তাহাদের হইতে কিছু
দূরে বৃহৎ এক শূকর পাল চরিতেছিল। ৩১ তাহাতে ভূতেরা বিনতি
করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকর-পা-
লে পাঠাইয়া দিউন। ৩২ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও।
তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকর-পালে প্রবেশ করিল; আর
দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে
পড়িল, ও জলে ডুবিয়া মরিল। ৩৩ তখন পালকেরা পলায়ন করিল,
এবং নগরে গিয়া সমস্ত বিষয়, বিশেষতঃ সেই ভূতগ্রস্থের বিষয় বর্ণ-
না করিল। ৩৪ আর দেখ, নগরের সমস্ত লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ

করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনা-
দের সীমা হইতে চলিয়া যাইতে বিনতি করিল।

যীশু একজন পক্ষাঘাতীকে আরোগ্য করেন, ও তাহার পাপ ক্ষমা করেন।

৯ পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন, এবং নিজ নগরে
আসিলেন। আর দেখ, কয়েকটি লোক তাঁহার নিকটে এক
জন পক্ষাঘাতীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। ২ যীশু তা-
হাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর,
তোমার পাপ ক্ষমা হইল। ৩ আর দেখ, কয়েকজন অধ্যাপকগণ মনে
মনে কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বর নিন্দা করিতেছে।
৪ তখন যীশু তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা মনে মনে
কুচিন্তা করিতেছ? ৫ কারণ কোনটা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা হইল’
বলা, না ‘তুমি উঠিয়া বেড়াও’ বলা? ৬ কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা
করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার,
এই জন্য- তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন- উঠ, তোমার শয্যা তু-
লিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। ৭ তখন সে উঠিয়া আপন
গৃহে চলিয়া গেল। ৮ তাহা দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর
মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌরব করিল।

মথির আহ্বান। তৎসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৯ আর সেই স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক
এক ব্যক্তি করগ্রহন-স্থানে বসিয়া আছে; তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন
করিল। ১০ পরে তিনি গৃহ মধ্যে ভোজন করিতে বসিয়াছেন, আর
দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের
সহিত বসিল। ১১ তাহা দেখিয়া ফরীশীরা তাঁহার শিষ্যদের কহিল,
তোমাদের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের সহিত ভোজন
করেন? ১২ তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের
প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। ১৩ কিন্তু তোমরা
গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম্ম কি, “আমি দয়াই চাই, বলিদান
নয়”; কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে
আসিয়াছি। ১৪ তখন যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া
কহিল, ফরীশীরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু আপ-
নার শিষ্যগণ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? ১৫ যীশু তাহাদিগ-
কে কহিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে বিলাপ করি-
তে পারে? কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হইতে
বর নীত হইবেন; তখন তাহারা উপবাস করিবে। ১৬ পুরাতন বস্ত্রে
কেহ কোরা কাপড়ের তালী দেয় না, কেননা তাহার তালীতে বস্ত্র ছিঁ-
ড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। ১৭ আর লোকে পুরাতন কু-
পায় নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না; রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহা-
তে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন
কুপাতেই টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

যীশু এক রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন, ও একটী মৃত বালিকাকে জীবন দেন।

১৮ তিনি তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিতেছেন, আর দেখ, এক
জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিলেন, আমার কন্যা-
টি এতক্ষণ মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার উপরে
হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে। ১৯ তখন যীশু উঠিয়া তাঁহার
পশ্চাৎ গমন করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণও চলিলেন। ২০ আর দেখ,
বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত একটী স্ত্রীলোক তাঁহার পশ্চাৎ
দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; ২১ কারণ সে মনে
মনে বলিতেছিল, উঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিয়েত পারিলেই আমি সুস্থ
হইব। ২২ তখন যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বৎসে,
সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। সেই দন্ড অবধি
স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইল। ২৩ পরে যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া
যখন দেখিলেন, বংশীবাদকগণ রহিয়াছে, ও লোকেরা কোলাহল
করিতেছে, ২৪ তখন বলিলেন, সরিয়া যাও, কন্যাটী ত মরে নাই, ঘু-
মাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। ২৫ কিন্তু
লোকদিগকে করিয়া দেওয়া হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটীর হাত
ধরিলেন, তাহাতে সে উঠিল। ২৬ আর এই জনরব সেই দেশময় ব্যা-
পিল। যীশু দুই জন অন্ধকে ও এক জন গোঁগাকে সুস্থ করেন।
২৭ পরে যীশু সেখান থেকে প্রস্থান করিলে, দুই জন অন্ধ তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-
সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ২৮ তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে
পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল; তখন যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি? তা-
হারা তাঁহাকে বলিল, হাঁ প্রভু। ২৯ তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ
করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্র-
তি হউক।তখন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। ৩০ আর যীশু তাহাদিগ-
কে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন, কহিলেন, দেখিও, যেন কেহ ইহা
জানিতে না পায়। ৩১ কিন্তু তাহারা বাহিরে গিয়া সেই দেশময় তাঁহার
কীর্ত্তি প্রকাশ করিল। ৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ, লো-
কেরা এক ভূতগ্রস্থ গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল। ৩৩ ভূত ছাড়ান
হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই।
৩৪ কিন্তু ফরীশীরা বলিতে লাগিল, ভুত্গনের অধিপতি দ্বারা সে ভূত
ছাড়ায়। যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করেন। ৩৫ আর
যীশু সমস্ত নগর ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের
সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন,
এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন।
৩৬ কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি করুনাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহা-
রা ব্যাকুল হইয়া ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। ৩৭ তখন
তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী
লোক অল্প; ৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন
তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

১০ পরে তিনি আপনার বারো জন শিষ্যকে কাছে ডাকিয়া তাঁ-
হাদিগকে অশুচী আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁ-
হারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরো-
গ্য করিতে পারেন। ২ সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই,- প্রথম, শি-
মোন, যাঁহাকে পিতর বলে, এবং তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের
পুত্র যাকোব এবং তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ৩ ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা
ও করগ্রাহী মথি, আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়,
৪ কনানী শিমোন ও ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে
সমর্পণ করিল। ৫ এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁ-
হাদিগকে এই আদেশ দিলেন- ৬ তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও
না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-
কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। ৭ আর তোমরা যাইতে যাইতে
এই কথা প্রচার কর, ‘স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল’। ৮ পীড়িতদিগকে সুস্থ
করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচী করিও, ভূতদি-
গকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যেই দান করিও। ৯ তোমাদের গেঁজি-
য়ায় ১০ স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিত্তল, এবং যাত্রার জন্য থলি কি দুইটি
আঙরাখা কি পাদুকা কি যষ্টি, এ সকলের আয়োজন করিও না;
কেননা কার্য্যকারী নিজ আহারের যোগ্য। ১১ আর তোমরা যে নগরে
কি গ্রামে প্রবেশ করিবে, তথাকার কোন ব্যক্তি যোগ্য, তাহা অনুস-
ন্ধান করিও, আর যে পর্য্যন্ত অন্য স্থানে না যাও, সেখানে থাকিও।

১২ আর তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই গৃহ কে মঙ্গলবাদ
করিও। ১৩ তাহাতে সেই গৃহ যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তা-
হার প্রতি বর্ত্তুক; কিন্তু যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের
কাছে ফিরিয়া আইসুক। ১৪ আর যে কেহ তোমাদিগকে গ্রহন না
করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, সেই গৃহ কিম্বা সেই নগর হইতে
বাহির হইবার সময়ে আপন আপন পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও।
১৫ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, বিচার-দিনে সেই নগরের দশা
অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা দেশের দশা সহ্যনীয় হইবে। ১৬ দেখ,
কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ
করিতেছি; অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায়
অমায়িক হও। ১৭ কিন্তু মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাকিও; কেননা তা-
হারা তোমাদিগকে বিচারসভায় সমর্পণ করিবে, এবং আপনাদের
সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে। ১৮ এমন কি, আমার জন্য তোমরা দেশা-
ধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে, তাহাদের ও পরজাতিগণের কাছে সাক্ষ্য
দিবার জন্য নীত হইবে। ১৯ কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ
করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও
না; কারণ তোমাদের যাহা বলিবার. তাহা সেই দন্ডেই তোমাদিগকে
দান করা যাইবে। ২০ কেননা তোমরা কথা বলিবে, এমন নয়, কিন্তু
তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন, তিনিই
বলিবেন। ২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ
করিবে; এবং সন্তানেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ
করাইবে। ২২ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে;
কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রান পাইবে।
২৩ আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন
অন্য নগরে পলায়ন করিও; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য বলি-
তেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য শেষ হইবে না, যে
পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইসেন। ২৪ শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, এবং
দাস কর্ত্তা হইতে বড় নয়। ২৫ শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন
কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহের কর্ত্তাকে
বেলসবূল বলিয়াছে, তখন তাঁহার পরিজনগণকে আরও কি না
বলিবে? ২৬ অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, কেননা
এমন ঢাকা কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না, এবং এমন গুপ্ত কি-
ছুই নাই, যাহা জানা যাইবে না। ২৭ আমি যাহা তোমাদিগকে অন্ধকা-
রে বলি, তাহা তোমরা আলোতে বলিও; এবং যাহা কাণে কাণে শুন,
তাহা ছাদের উপরে প্রচার করিও। ২৮ আর যাহারা শরীর বধ করে,
কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু
যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁ-
হাকেই ভয় কর। ২৯ দুইটী চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয়
না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটীও ভূমিতে
পড়ে না। ৩০ কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত
আছে। ৩১ অতএব ভয় করিও না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী হইতে
শ্রেষ্ঠ। ৩২ অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।
৩৩ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।
৩৪ মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি
দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি। ৩৫ কেননা আমি পি-
তার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর
বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি; ৩৬ আর আপন আপন পরিজনই মনু-
ষ্যের শত্রু হইবে। ৩৭ যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক
ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে
আমা হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়। ৩৮ আর যে
কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইসে, সে
আমার যোগ্য নয়। ৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারা-
ইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করি-
বে।

৪০ যে তোমাদিগকে গ্রহন করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে।

৪১ যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুর-
স্কার পাইবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধা-
র্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে।

৪২ আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য
বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে
না।

১১ এইরূপে যীশু আপন বারো জন শিষ্যের প্রতি আদেশ সমা-
প্ত করিবার পর লোকদের নগরে নগরে উপদেশ দিবার ও
প্রচার করিবার জন্য সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যোহনের প্রশ্ন
ও যীশু খ্রীষ্টের উত্তর। ২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্ম
বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পা-
ঠাইলেন, ৩ 'যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা
অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?'

৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যা-
হা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও; ৫ অন্ধেরা
দেখিতে পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে
ও বধিরের শুনিতেছে, এবং মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে ও দরিদ্রদের
নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে; ৬ আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে
আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়। ৭ তাহারা চলিয়া যাইতেছে, এমন
সময়ে যীশু লোকসমূহকে যোহনের বিষয় বলিতে লাগিলেন, তোম-
রা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি বায়ুকম্পিত নল? ৮ তবে কি
দেখিতে গিয়াছিলে? কি কোমল বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা কোমল বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে। ৯ তবে
কি জন্য গিয়াছিলে? কি এক জন ভাববাদীকে দেখিবার জন্য? হাঁ,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।
১০ ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে, "দেখ, আমি আপন
দূতকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি; সে তোমার অগ্রে তোমার পথ
প্রস্তুত করিবে।" ১১ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোক
গর্ব্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন
হয় নাই, তথাপি স্বর্গ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতে
মহান। ১২ আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-
রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার
করিতেছে। ১৩ কেননা সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্য্যন্ত ভাব-
বাণী বলিয়াছে। ১৪ আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে
জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি। ১৫ যাহার শু-
নিতে কাণ থাকে সে শুনুক। ১৬ কিন্তু আমি কাহার সাথে এই কালের
লোকদের তুলনা দিব? তাহারা এমন বালকদের তুল্য, যাহারা বাজা-
রে বসিয়া আপনাদের সঙ্গীগণকে ডাকিয়া বলে, ১৭ 'আমরা তোমা-
দের নিকটে বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না; আমরা বিলাপ
করিলাম, তোমরা বুক চাপড়াইলে না।' ১৮ কারণ যোহন আসিয়া
ভোজন পান করেন নাই; তাহাতে লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্থ। ১৯ মনু-
ষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন; তাহাতে লোকে বলে, ঐ দেখ,
এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু
প্রজ্ঞা নিজ কর্ম্মসমূহ দ্বারা নির্দোষ বলিয়া গণিত হয়। অবিশ্বাসীদের
প্রতি ভর্ত্সনা; ভারাক্রান্ত লোকদের প্রতি নিমন্ত্রণ-বাক্য। ২০ তখন যে
যে নগরে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া-
ছিল, তিনি সেই সকল নগরকে ভর্ত্সনা করিতে লাগিলেন, কেননা
তাহারা মন ফিরাই নাই- ২১ 'কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসদা,
ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য

করা গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে
অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত।
২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের দশা হইতে বরং
সোর ও সীদোনের দশা বিচার-দিনে সহ্যনীয় হইবে। ২৩ আর হে কফ-
রনাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত
নামিয়া যাইবে; কেননা যে সকল পরাক্রম কার্য্য তোমার মধ্যে করা
গিয়াছে, সে সকল যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা আজ পর্য্যন্ত
থাকিত। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমার দশা হইতে
বরং সদোম দেশের দশা বিচার দিনে সহ্যনীয় হইবে।' ২৫ সেই সময়ে
যীশু এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি
তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে
এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ;
২৬ হা, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল। ২৭ সক-
লই আমার পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর পুত্রকে
কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না,
কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা করেন, সে জানে। ২৮ হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল,
আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ২৯ আমার
যোঁয়ালী আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা
কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন
আপন প্রানের জন্য বিশ্রাম পাবে। ৩০ কারণ আমার যোঁয়ালী সহজ
ও আমার ভার লঘু।

বিশ্রামবার বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১২ সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করি-
লেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁ-
ড়িয়া খাইতে লাগিলেন। ২ কিন্তু ফরীশীরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে
বলিল, দেখ, বিশ্রামবারে যাহা বিধেয় নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ
করিতেছে। ৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষু-
ধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর
নাই?
৪ তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহারা দর্শন-রুটী
ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বি-
ধেয় ছিল না, কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল। ৫ আর তোমরা কি
ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই যে, বিশ্রামবারে যাজকেরা ধর্ম্মধামে বিশ্রাম-
বার লঙ্ঘন করিলেও নির্দোষ থাকে? ৬ কিন্তু আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, এই স্থানে ধর্ম্মধাম হইতেও মহান এক ব্যক্তি আছেন।
৭ কিন্তু "আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়," এই কথার অর্থ কি, তাহা
যদি তোমরা জানিতে, তবে নির্দোষদিগকে দোষী করিতে না। ৮ কেন-
না মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা। ৯ পরে তিনি তথা হইতে চলিয়া গি-
য়া তাহাদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১০ আর দেখ, একটী
লোক, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা তাঁ-
হাকে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি বিধেয়? তাঁহার
উপরে দোষারোপ করিবার নিমিত্ত ইহা বলিল। ১১ তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে একটী মেষ রাখে,
আর সেটি যদি বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়িয়া যায়, সে কি তাহা তুলিবে
না? ১২ তবে মেষ হইতে মনুষ্য আরও কত শ্রেষ্ঠ! অতএব বিশ্রামবারে
সৎকর্ম্ম করা বিধেয়। ১৩ তখন তিনি সেই লোকটিকে কহিলেন, তো-
মার হাত বাড়াইয়া দেও; তাহাতে সে বাড়াইয়া দিল, আর তাহা অন্য-
টীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল। ১৪ পরে ফরীশীরা বাহিরে গিয়া তাঁহার
বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে
পারে। ১৫ যীশু তাহা জানিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন; অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, আর তিনি সকলকে সুস্থ
করিলেন, ১৬ এবং এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার পরিচয়
দিও না।- ১৭ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,
১৮ "দেখ, আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার
প্রাণ তাঁহাতে প্রীত, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন
করিব, আর তিনি জাতিগনের কাছে ন্যায়বিচার করিবেন। ১৯ তিনি
কলহ করিবেন না, উচ্চশব্দও করিবেন না, পথে কেহ তাঁহার রব শু-
নিতে পাইবে না। ২০ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শলিতা নি-
র্ব্বাণ করিবেন না, যে পর্য্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত
করেন। ২১ আর তাঁহার নামে পরজাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে।" যীশু
এক জন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করেন, এবং লোকদিগকে উপদেশ দেন।
২২ তখন এক জন ভূতগ্রস্থতাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও
গোঁগা; আরতিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা
কহিতে ও দেখিতে লাগিল। ২৩ ইহাতে সমস্ত লোক চমৎকৃতহইল ও
বলিতে লাগল, ইনিই কি সেই দায়ূদ সন্তান? ২৪ কিন্তু ফরীশীরা তাহা
শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল ভূতগণের অধিপ-
তি বেলসবূলের দ্বারাই ভূত ছাড়ায়। ২৫ তাহাদের চিন্তা জানিয়া তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,
তাহা উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপ-
ক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে না। ২৬ আর শয়তান যদি শয়তানকে
ছাড়ায়, সে ত আপনারই বিপক্ষে ভিন্ন হইল; তবে তাহার রাজ্য কি
প্রকারে স্থির থাকিবে? ২৭ আর আমি যদি বেলসবূলের দ্বারাভূত ছা-
ড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য তাহা-
রাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। ২৮ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা
দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে
আসিয়া পড়িয়াছে। ২৯ আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া
কে কেমন করিয়া তাহার ঘরের দ্রব্য লুট করতে পারইবে? বাঁধিলে
পরেই সে তাহার ঘর লুট করিবে। ৩০ যে আমার সপক্ষ নয়, সে
আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফে-
লে। ৩১ এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল
পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে
না। ৩২ আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা
পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা
পাইবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়। ৩৩ হয় গাছকে ভাল বল,
এবং তাহার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার
ফলকেও মন্দ বল; কেননা ফল দ্বারাই গাছকে চেনা যায়। ৩৪ হে
সর্পের বংশেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে
পার? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখে তাহাই বলে।
৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ
মানুষ মন্দ ভান্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে। ৩৬ আরআমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, মানুষেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার দিনে
সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে। ৩৭ কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি
নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী
বলিয়া গণিত হইবে। ৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহা-
কে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা
করি। ৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট
ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তুযোনা ভাববাদীর চি-
হ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।
৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন,
তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্রপৃথিবীর গর্ব্ভে থাকিবেন।
৪১ নীনবীয় লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত দাঁড়াই-
য়া ইহা দিগকে দোষী করিবে, কেননা তাহারা যোনার প্রচারে মন ফি-
রিয়াইয়াছিল, আর দেখ, যোনা হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে
আছেন।

৪২ দক্ষিণ দেশের রানী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া
ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলমোনের জ্ঞানের কথা শুনি-
বার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ, শল-
মোন হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।
৪৩ আর অশুচী আত্মা যখন মানুষ হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন
জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে,
কিন্তু তাহা পায় না।
৪৪ তখন সে বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি,
আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে আসিয়া তাহা শুন্য, মার্জ্জিত
ও শোভিত দেখে।
৪৫ তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপরসাত আত্মাকে সঙ্গে লই-
য়া আইসে, আর তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহা-
তে সেই মানুষের প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয়। এই
কালের লোকদের প্রতি তাহাই ঘটিবে।
৪৬ তিনি লোকসমূহকে এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে
দেখ, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বা-
হিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন।
৪৭ তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনার মাতা ও ভ্রা-
তারা আপনার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।
৪৮ কিন্তু এই যে কথা বলিল, তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, আমার
মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা?
৪৯ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন, এই
দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা; ৫০ কেননা যে কেহ আমার স্ব-
র্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মাতা।

স্বর্গ রাজ্য বিষয়ক সাতটী দৃষ্টান্ত কথা।

১৩ সেই দিন যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়াগিয়া সমুদ্রের কূলে
বসিলেন। ২ আর বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে সমাগত হইল,
তাহাতে তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়াবসিলেন, এবং সমস্ত লোক
তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। ৩ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক
কথা কহিতে লাগিলেন। বীজ-বাপকের দৃষ্টান্ত।
৪ তিনি কহিলেন, দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপ-
নের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া
তাহা খাইয়া ফেলিল। ৫ আর কতক বীজ পাষানময় ভূমিতে পড়িল,
যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়া-
তে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পর পুড়িয়া
গেল, ৬ এবং তাহার মূল না থাকতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর কতক
বীজ কাঁটাবনে পড়িল, তাহাতে কাঁটাগাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রা-
খিল। ৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল;
কতক শত গুন, কতক ষাট গুন, কতক ত্রিশ গুন। ৯ যাহার কাণ থা-
কে সে শুনুক। ১০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের নিকটে কথা কহি-
তেছেন? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব
সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দে-
ওয়া হয় নাই। ১২ কেননা যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, ও তা-
হার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তা-
হার নিকট হইতে লওয়া যাইবে। ১৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে দৃ-
ষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনি-
য়াও শুনে না, এবং বুঝেও না। ১৪ আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়ের
এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে, “তোমরা শ্রবনে শুনিবে, কিন্তু কোন মতে
বুঝিবে না; আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না,
১৫ কেননা এই লোকদের হৃদয় অসাড় হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের
কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা
চক্ষে দেখে, আর কর্ণে শুনে, হৃদয় বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে, আর
আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।” ১৬ কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা
তাহা দেখে, এবং তোমাদের কর্ণ, কেননা তাহা শুনে; ১৭ কারণ আমি
তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা
অনেক ভাববাদী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে
পান নাই; এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে
বাঞ্ছা করিয়াও শুনিতে পান নাই। ১৮ অতএব তোমরা বীজবাপকের
দৃষ্টান্ত শুন। ১৯ যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন
সেই পাপাত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয় যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা
হরণ করিয়া লয়; এ সেই, যে পথের পার্শ্বে উপ্ত। ২০ আর যে পাষাণ-
ময় ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্ব্বক
গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির থা-
কে; ২১ পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বি-
ঘ্ন পায়। ২২ আর যে কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শু-
নে, আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তা-
হাতে সে ফলহীন হয়। ২৩ আর যে উত্তম ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে
সেই বাক্য শুনিয়া তাহা বুঝে, সেবাস্তবিক ফলবান্ হয়, এবংকতক
শত গুন, কতক ষাট গুন, ও কতক ত্রিশ গুন ফল দেয়। শ্যামাঘা-
সের দৃষ্টান্ত। ২৪ পরে তিনি তাহাদেরে কাছে আর এক দৃষ্টান্ত উপস্থিত
করিলেন, কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তিরসহিত তুলনা
করা যায়, যিনিআপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিলেন। ২৫ কিন্তু
লোকে নিদ্রা গেলে পর তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমের মধ্যে শ্যামা-
ঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। ২৬ পরে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া
ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া পড়িল। ২৭ তাহাতে সেই
গৃহকর্ত্তার দাসেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, মহাশয়, আপনি কি নিজ
ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাসকোথা হইতে হইল?
২৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু ইহা করিয়াছে। দাসেরা
তাঁহাকে কহিল, তবেআপনি কি এমন ইচ্ছা করেন যে, আমরা গিয়া
তাহা সংগ্রহ করি? ২৯ তিনি কহিলেন, না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ
করিবার সময়ে তোমরা তাহার সহিত গোমও উপড়াইয়া ফেলিবে।
৩০ শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও। পরে
ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামা-
ঘাস সংগ্রহ করিয়া পোড়াইবার জন্য বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখ, কিন্তু
গোম আমার গোলায় সংগ্রহ কর। সরিষা-দানার ও তাড়ীর দৃষ্টান্ত।
৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, কহি-
লেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটী সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন ব্যক্তি
লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩২ সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ
অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে, পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং
এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশেরপক্ষীগণ আসিয়া তাহার শাখায়
বাস করে। ৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, স্বর্গ-রা-
জ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মাণ ময়দার
মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল। ৩৪ এই
সমস্ত কথা যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকসমূহকে কহিলেন, দৃষ্টান্ত ব্যতিরে-
কে তাহাদিগকে কিছুই কহিলেন না; ৩৫ যেন ভাববাদীর দ্বারা কথিত
এই বচন পূর্ণ হয়, “আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলিব, জগতের-
পত্তনাবধি যাহা যাহা গুপ্ত আছে, সে সকল ব্যক্ত করিব।।”

শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

৩৬ তখন তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া গৃহে আসিলেন। আর
তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ক্ষেত্রের শ্যামাঘা-
সের দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। ৩৭ তিনি উত্তর করিয়া
কহিলেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ৩৮ ক্ষেত্র
জগৎ; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; শ্যামাঘাস সেই পাপাত্মার

সন্তানগণ; ৩৯ যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল; ছেদনের সময়
যুগান্ত; ছেদকেরা স্বর্গদূত।
৪০ অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দে-
ওয়া যায়, তেমনি যুগান্তে হইবে।
৪১ মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা তাঁহার রা-
জ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্ম্মাচারীদিগকে সংগ্রহ করি-
বেন,
৪২ এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে রোদন
ও দন্তঘর্ষণ হইবে।
৪৩ তখন ধার্ম্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সুর্য্যের ন্যায় দেদী-
প্যমান হইবে। যাহার কাণ থাকে, সে শুনুক। গুপ্তধন ও উত্তম মুক্তার
দৃষ্টান্ত।
৪৪ স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাই-
য়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্ব্বস্ব
বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।
৪৫ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক বণিকের তুল্য, যেউত্তম উত্তম মু-
ক্তা অন্বেষণ করিতেছিল,
৪৬ সে একটী মহামূল্য মুক্তা দেখিতে পাইয়া গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয়
করিয়া তাহা ক্রয় করিল। টানা জালের দৃষ্টান্ত।
৪৭ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক টানা জালের তুল্য, যাহা সমুদ্রে
ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্ববপ্রকার মাছ সংগ্রহ করিল।
৪৮ জালটা পরিপূর্ণ হইলে লোকে কূলে টানিয়া তুলিল, আর বসিয়া
বসিয়া ভালগুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল, এবং মন্দগুলি ফেলি-
য়া দিল।
৪৯ এইরূপ যুগান্তে হইবে; দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে
দুষ্টদিগকে পৃথক করিবেন, ৫০ এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া
দিবেন; সেইস্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ৫১ তোমরা কি এইসকল
বুঝিয়াছ? তাঁহারা কহিলেন হাঁ। ৫২ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
এই জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত প্রত্যেক অধ্যাপক এমন গৃহ-
কর্ত্তার তুল্য, যে আপন ভান্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির
করে। যীশু নিজ নগরে অগ্রাহ্য হন। ৫৩ এই সকল দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করি-
বার পর যীশু তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ৫৪ আর তিনি স্বদেশে
আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগি-
লেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও
এমন পরাক্রম-কার্য্য সকল কোথা হইতে হইল? ৫৫ এ কি সূত্রধরের
পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব, যোষেফ,
শিমোন ও যিহূদা কি ইহার ভ্রাতা নয়? ৫৬ আর ইহার ভগিনীরা কি
সকলে আমাদের এখানে নাই? তবে এ কোথা হইতে এই সমস্ত পা-
ইল? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল। ৫৭ কিন্তু যীশু তা-
হাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাওভাব-
বাদী অনাদৃত হন না। ৫৮ আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখা-
নে বিস্তর পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না। যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা।
১৪ সেই সময় হেরোদ রাজা যীশুর বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন,
২ আর আপনার দাসগণকে কহিলেন, ইনি সেই যোহন বাপ্তা-
ইজক; তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরা-
ক্রম সকল তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে। ৩ কারণ হেরোদ আপন
ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যযোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারা-
গারে রাখিয়াছিলেন;
৪ কেননা যোহন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাকে রাখা আপনার বি-
ধেয় নয়। ৫ আর তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও লোকসমূ-
হকে ভয় করিতেন, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।
৬ কিন্তু হেরোদের জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত হইলে, হেরোদিয়ার
কন্যা সভা মধ্যে নাচিয়া হেরোদকে সন্তুষ্ট করিল। ৭ এই জন্য তিনি
শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তুমি যাহা চাইবে, তাহাইতোমা-
কে দিব। ৮ তখন সে আপন মাতার প্রবর্ত্তনায় কহিল, যোহন বাপ্তাই-
জকের মস্তক থালায় করিয়া আমাকে দিউন। ৯ ইহাতে রাজা দুঃখিত
হইলেন, কিন্তু আপন শপথ হেতু, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে বসিয়া-
ছিল, তাহাদের হেতু, তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন, ১০ তিনি লোক পা-
ঠাইয়া কারাগারে যোহনের মস্তক ছেদন করাইলেন। ১১ আর তাঁহার
মস্তকটী একখানি থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দেওয়া
হইল; আরসে তাহা মাতার নিকটে লইয়া গেল। ১২ পরে তাঁহার শিষ্য-
গণ আসিয়া দেহটী লইয়া গিয়া তাঁহার কবর দিল, এবং যীশুর নিক-
টে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল। যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার
দেন, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়াযান। ১৩ যীশু তাহা শুনিয়া তথা
হইতে নৌকাযোগে বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে প্রস্থান করিলেন; আর
লোকসমূহ তাহা শুনিয়া নানা নগর হইতে আসিয়া স্থলপথেতাঁহার
পশ্চাৎ গমনকরিল। ১৪ তখন তিনি বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া
তাহাদের প্রতি করুনাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের পীড়িত লোকদিগ-
কে সুস্থ করিলেন। ১৫ পরে সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁ-
হাকে কহিলেন, এ স্থান নির্জ্জন, বেলাও গিয়াছে; লোকদিগকে বি-
দায় করুন, যেন উহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য
দ্রব্য ক্রয় করে। ১৬ যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাইবার প্র-
য়োজন নাই, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। ১৭ তাঁহারা তাঁহাকে
কহিলেন, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ ছা-
ড়া আর কিছুই নাই। ১৮ তিনি কহিলেন, সেগুলি এখানে আমার কা-
ছে আন। ১৯ পরে তিনি লোকসমূহকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা
করিলেন; আর সেই পাঁচখানি রুটী ও দুইটীমাছলইয়া স্বর্গের দিকে
উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং রুটী কয়খানি ভাঙ্গিয়া শি-
ষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। ২০ তাহাতে সকলে
আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বারো
ডালা তুলিয়া লইলেন। ২১ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও
শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল। ২২ আর যীশু তখনই শি-
ষ্যদিগকে দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন, যেনতাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁ-
হার অগ্রে পরপারে যান, আর ইতিমধ্যে তিনি লোকদিগকে বিদায়
করিয়া দিবেন। ২৩ পরে তিনি লোকদিগকে বিদায় করিয়া বিরলে প্রা-
র্থনা করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিলেন। সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই স্থানে
একাকী থাকিলেন। ২৪ কিন্তু নৌকাখানি স্থল হইতে অনেকটা দূরে
গিয়া পড়িয়াছিল, তরঙ্গে টলমল করিতেছিল, কারণ বাতাস প্রতি-
কূল ছিল। ২৫ পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁ-
টিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। ২৬ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের
উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিলেন, এ যে অপচ্ছা-
য়া! আর ভয়ে চেঁচাইতে লাগিলেন। ২৭ কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের
সহিত কথা কহিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না। ২৮ তখন
পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হেপ্রভু, যদি আপনি হন, তবে
আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন।
২৯ তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া
জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন। ৩০ কিন্তু বাতাস
দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। ৩১ তখনই যীশু হাত
বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি,
কেন সন্দেহ করিলে? ৩২ পরে তাঁহারা নৌকায় উঠিলে বাতাস থামিয়া
গেল। ৩৩ আর যাঁহারা নৌকায় ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে প্র-
নাম করিয়া কহিলেন, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র। ৩৪ পার হইয়া তাঁ-
হারা স্থলে, গিনেষরৎ প্রদেশে, উপস্থিত হইলেন। ৩৫ তথাকার লোকে-
রা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চারিদিকে সেই দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ
পাঠাইল, এবং যত পীড়িত লোক ছিল, সকলকে তাঁহার নিকটে
আনাইল; ৩৬ আর তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের

থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়; আর যত লোক স্পর্শকরিল, সকলে
সুস্থ হইল।

অশুচীতা-বিষয়ক উপদেশ।

১৫ তখন যিরুশালেম হইতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর
নিকটে আসিয়া কহিল, ২ আপনার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীন-
দের পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা আহার করিবার সময়ে
তাহারা হাত ধোয় না। ৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরাওআপনাদের পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা
লঙ্ঘন কর কেন?
৪ কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, "তুমি আপন পিতাকে ও মাতাকে সমা-
দর করিও," আর"যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার
প্রাণদন্ড অবশ্যই হইবে।" ৫ কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে ব্যক্তি পি-
তাকে কি মাতাকে বলে, 'আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার
হইতে পারিত, তাহাঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে,' সে আপন পিতাকে বা
আপন মাতাকে আর সমাদর করিবে না; ৬ এইরূপে তোমরা আপনা-
দের পরম্পরাগত বিধির জন্যঈশ্বরের বাক্য নিস্ফল করিয়াছ।
৭ কপটীরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববাণী বলিয়া-
ছেন, ৮ "এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে, কিন্তু ইহাদের
অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে; ৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার
আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।"
১০ পরে তিনি লোকদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা শুন ও
বোঝ। ১১ মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা যে মনুষ্যকে অশুচী করে,
এমন নয়, কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচী
করে। ১২ তখন শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি
কি জানেন, এই কথা শুনিয়া ফরীশীরা বিঘ্ন পাইয়াছে? ১৩ তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার স্বর্গীয় পিতা যে সকল চারা রোপণ
করেন নাই, সে সকল উপড়াইয়া ফেলা যাইবে। ১৪ উহাদিগকে থাকি-
তে দেও, উহারা অন্ধদের অন্ধ পথদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দে-
খায়, উভয়ই গর্ত্তে পড়িবে। ১৫ পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
এই দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। ১৬ তিনি কহিলেন, তোম-
রাও কি এখন পর্য্যন্তঅবোধ রহিয়াছ? ১৭ ইহা কি বুঝ না যে, যাহা
কিছু মুখের ভিতরে যায়, তাহা উদরে যায়, পরে বহিঃস্থানে নিক্ষিপ্ত
হয়; ১৮ কিন্তু যাহা যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতে
আইসে, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচী করে। ১৯ কেননা অন্তঃকরণ
হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য,
নিন্দা আইসে। ২০ এই সকলই মনুষ্যকে অশুচী করে; কিন্তুঅধৌত
হস্তে ভোজন করিলে মনুষ্য তাহাতেঅশুচী হয় না। যীশু একটী ভূত-
গ্রস্থ বালিকাকে সুস্থ করেন, ও চারি হাজার লোককে ভোজন
করান। ২১ পরে যীশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সিদোন প্রদে-
শে চলিয়া গেলেন। ২২ আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটী কনানীয় স্ত্রী-
লোক আসিয়া এই কথা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-
সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমারকন্যাটী ভূতগ্রস্থ হইয়া অন্ত্য-
ন্ত ক্লেশ পাইতেছে। ২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না।
তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,
ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতে-
ছে। ২৪ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েলের হারান মেষ ছাড়া
আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। ২৫ কিন্তু স্ত্রীলোকলটী
আসিয়াতাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন।
২৬ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের
কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। ২৭ তাহাতে সে কহিল, হাঁ, প্রভু, কে-
ননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্ত্তাদের মেজ হইতে যে গুঁড়াগাঁড়া
পড়ে, তাহা খায়। ২৮ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে
নারি, তোমারবড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি তোমার প্রতি
হউক। আর সেই দন্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থ হইল। ২৯ পরে যীশু
তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গালীল-সমুদ্রেরধারে উপস্থিত হইলেন,
এবং পর্ব্বতে উঠিয়া সেই স্থানে বসিলেন। ৩০ আর বিস্তর লোক তাঁ-
হার কাছে আসিতে লাগিল, তাহারা আপনাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ,
বোবা, নুলা, এবং আরও অনেক লোককে লইয়া তাঁহার চরণের নি-
কটে ফেলিয়া রাখিল; আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ৩১ এই-
রূপে বোবারা কথা কহিতেছে, নুলারা সুস্থ হইতেছে, খঞ্জেরা চলিতে-
ছে এবং অন্ধের দেখিতেছে, ইহাদেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল; এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করিল। ৩২ তখন যীশু
আপন শিষ্যদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকসমূহের প্রতি
আমার করুনা হইতেছে; কেননা ইহারা আজ তিন দিবস আমার
সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ইহাদের নিকটে খাবার কিছুই নাই; আর আমি
ইহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা করি না, পাছে ইহারা পথে
মুর্চ্ছা পড়ে। ৩৩ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, নির্জ্জন স্থানে আমরা
কোথায় এত রুটী পাইব যে, এত লোককে তৃপ্ত করিতে পারি? ৩৪ যী-
শু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটী আছে? তাঁ-
হারা কহিলেন, সাতখানা, আর কয়েকটী ছোট মাছ। ৩৫ তখন তিনি
লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৬ পরে তিনি সেই সা-
তখানা রুটী ও সেই কয়টী মাছলইলেন, ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন,
এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। ৩৭ তখন
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট
রহিল, তাহাতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। ৩৮ যাহারা
আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ।
৩৯ পরে তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নৌকায় উঠিয়া মগদনের
সীমাতে উপস্থিত হইলেন।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

১৬ পরে ফরীশীরা ও সদ্দুকীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে,
তাঁহাকে নিবেদন করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে আকাশ হই-
তে কোন চিহ্ন দেখান। ২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক, পরিস্কার দিন হইবে, কারণ
আকাশ লাল হইয়াছে। ৩ আর প্রাতঃকালে বলিয়া থাক, আজঝড়
হইবে, কারণ আকাশ লাল ওঘোর হইয়াছে। তোমরা আকাশের
লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু কালের চিহ্ন সকল বুঝিতে পার না।
৪ এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কি-
ন্তুযোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্নতাহাদিগকে দেওয়া যাইবে
না। তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৫ শিষ্যেরা
অন্য পারে যাইবার সময় রুটী লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৬ যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী ও সদ্দুকীদের তা-
ড়ী হইতে সাবধান থাক। ৭ তখন তাঁহারা পরস্পর তর্ক করিয়া কহিতে
লাগিলেন, আমরা যে রুটী আনি নাই। ৮ তাহা বুঝিয়া যীশু কহিলেন,
হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন পরস্পর তর্ক
করিতেছ? ৯ এখনও কি বুঝ না, মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ সহ-
স্রের খাদ্য পাঁচখানি রুটী, আর কত ডালা তুলিয়া লইয়াছিলে?
১০ এবং সেই চারি সহস্রের খাদ্য সাতখানি রুটী, আর কত ঝুড়ি তু-
লিয়া লইয়াছিলে? ১১ তোমরা কেন বুঝ না যে, আমিতোমাদিগকে
রুটীর বিষয় বলি নাই? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদ্দুকীদের তাড়ী
হইতে সাবধান থাক। ১২ তখন তাঁহারা বুঝিলেন, তিনি রুটীর তাড়ী
হইতে নয়, কিন্তু ফরীশীও সদ্দুকীদের শিক্ষা হইতে সাবধান থাকি-
বার কথা বলিয়াছেন। যীশুই সেই খ্রীষ্ট, জীবন্তঈশ্বরের পুত্র। ১৩ পরে
যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপীর অঞ্চলে গিয়া আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞা-
সা করিলেন, মনুষ্যপুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে? ১৪ তাঁহারা

কহিলেন, কেহ কেহ বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক; কেহ কেহ
বলে, আপনিএলিয়; আর কেহ কেহ বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা
ভাববাদীগণেরকোন এক জন। ১৫ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু
তোমরা কি বল, আমি কে? ১৬ শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন,
আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। ১৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহা-
কে কহিলেন, যেযোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস
তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্র-
কাশ করিয়াছেন। ১৮ আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর,
আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মন্ডলী গাঁথিব, আর পাতা-
লের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। ১৯ আমি তোমা-
কে স্বর্গ রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু
বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত
করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। ২০ তখন তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা
দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহাকেও বলিও না। যীশু
আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ২১ সেই সময় অবধি যীশু
আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরুশালে-
মে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপক-
দের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে,
আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। ২২ ইহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে
লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে
দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না। ২৩ কিন্তু তিনি
মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়-
তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু
যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ। ২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদি-
গকে কহিলেন, কেহ যোগী আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে
সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং
আমার পশ্চাদগামী হউক। ২৫ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে
ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হা-
রায়, সে তাহা পাইবে। ২৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করি-
য়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য
আপন প্রানের পরিবর্ত্তে কি দিবে? ২৭ কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগ-
ণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্য-
ক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। ২৮ আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে
এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে
না, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।

যীশু উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেন।

১৭ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন-
কে সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন।
২ পরে তিনি তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখ সূ-
র্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হইল।
৩ আর দেখ, মোশি ও এলিয় তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন, তাঁহারা তাঁ-
হার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।
৪ তখন পিতর যীশুকে কহিলেন, প্রভু, এখানে আমাদের থাকা
ভাল; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমি এখানে তিনটী কুটীর নি-
র্ম্মান করি, একটী আপনার জন্য, একটী মোশির জন্য এবং একটী
এলিয়ের জন্য। ৫ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখ, একখানি
উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে ছায়া করিল, আর দেখ, সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইঁহাতেই আমি প্রীত, ইঁহার
কথা শুন’। ৬ এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং
অত্যন্ত ভীত হইলেন। ৭ পরে যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। ৮ তখন তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া
আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল যীশু একা ছিলেন।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে যীশু তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করি-
লেন, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতগণের মধ্য হইতে না উঠেন, সে পর্য্যন্ত
তোমরা এই দর্শনের কথা কাহাকেও বলিও না। ১০ তখন শিষ্যেরা তাঁ-
হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে
এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন,
সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন;
১২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন,
এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তা-
হাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ
করিতে হইবে। ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যো-
হন বাপ্তাইজকের বিষয় বিষয় বলিয়াছেন। যীশুর বিবিধ কর্ম্ম ও শি-
ক্ষা। যীশু একটী মৃগীরোগগ্রস্ত বালককে সুস্থ করেন। ১৪ পরে, তাঁহা-
রা লোকসমূহের নিকটে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া
জানু পাতিয়া কহিল, ১৫ প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা
সে মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ সে বার বার
জলে পড়িয়া থাকে। ১৬ আর আমি আপনার শিষ্যদের নিকটে তাহা-
কে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না।
১৭ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ,
আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি
সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে এখানে আমার কাছে আন।
১৮ পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়ি-
য়া গেল, আর সেই বালকটী সেই দন্ড অবধি সুস্থ হইল। ১৯ তখন শি-
ষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা
উহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না? ২০ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তো-
মাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতে-
ছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে
তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, ‘এখান হইতে ঐখানে যাও,’ আর ইহা
সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। যীশু দ্বি-
তীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ২২ গালীলে তাঁহা-
দের একত্র হইবার সময়ে যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, সম্প্রতি মনুষ্য-
পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ২৩ এবং তাহারা তাঁহাকে বধ
করিবে, আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত
দুঃখিত হইলেন। মাছের মুখে টাকা ২৪ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে
আসিলে, যাহারা আধুলি আদায় করিত, তাহারা পিতরের নিকটে
আসিয়া বলিল, তোমাদের গুরু কি আধুলি দেন না? তিনি কহিলেন,
দিয়া থাকেন। ২৫ পরে তিনি গৃহমধ্যে আসিলে যীশু অগ্রেই তাঁহাকে
কহিলেন, শিমোন, তোমার কেমন বোধ হয়? পৃথিবীর রাজারা কাহা-
দের হইতে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন? কি আপন সন্তান-
দের হইতে, না অন্য লোক হইতে? ২৬ পিতর কহিলেন, অন্য লোক
হইতে। তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তবে সন্তানেরা স্বাধীন। ২৭ তথা-
পি আমরা যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়া
বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মাছটী উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার
মুখ খুলিলে একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া আমার এবং তোমার
নিমিত্ত উহাদিগকে দেও।

স্বর্গ-রাজ্যে মহান কে, এ বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ সেই দন্ডে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, তবে
স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ২ তিনি একটী শিশুকে আপ-
নার কাছে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন, ৩ এবং কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশু-
দের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে
পাইবে না।

৪ অতএব যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত করে, সে স্বর্গ-
রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। ৫ আর যে কেহ ইহার মত একটী শিশুকে আমার নামে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; ৬ কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে
বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তা-
হার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া
দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল। ৭ বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক্! কেননা
বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা
বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ৮ আর তোমার হস্ত কি চরণ যদি তোমার বিঘ্ন
জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরণ
লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা
হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। ৯ আর তোমার চক্ষু যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষু
লইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া
জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। ১০ এই ক্ষুদ্রগণের একটীকেও তু-
চ্ছ করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূত-
গণ সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। ১২ তোমাদের কে-
মন বোধ হয়? কোন ব্যক্তির যদি এক শত মেষ থাকে, আর তাহাদের
মধ্যে একটী হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া
পর্ব্বতে ঐ হারান মেষটীর অন্বেষণ করে না? ১৩ আর যদি সে কোন
ক্রমে সেটী পায়, তবে আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে নিরা-
নব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেইটীর নিমিত্ত সে
অধিক আনন্দ করে। ১৪ সেইরূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনও যে
বিনিষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়। ১৫ আর যদি
তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন
কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া
দেও। সে যদি তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করি-
লে। ১৬ কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক জন ব্যক্তিকে সঙ্গে
লইয়া যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নি-
স্পন্ন হয়।" ১৭ আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মন্ডলীকে
বল; আর যদি মন্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পর-
জাতীয় লোকের ও করগ্রাহীদের তুল্য হউক। ১৮ আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে
বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত
হইবে। ১৯ আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তো-
মাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত
হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাই-
বে। ২০ কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সে-
ইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি। ক্ষমতাশীলতা সম্বন্ধে শিক্ষা।
২১ তখন পিতর তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা
আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা
করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? ২২ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে
বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।
২৩ এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাস-
গণের কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন। ২৪ তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে,
এক জন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত
ধারিত। ২৫ কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকতে তাহার
প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করি-
তে আজ্ঞা করিলেন। ২৬ তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণি-
পাত করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপ-
নার সমস্তই পরিশোধ করিব। ২৭ তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট
হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন। ২৮ কিন্তু
সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে, দেখি-
তে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া
গলাটিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস, তাহা পরিশোধ কর্। ২৯ তখন
তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্র-
তি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। ৩০ তথাপি সে
সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে
পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। ৩১ এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদা-
সেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত
বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। ৩২ তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া
কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার
ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম; ৩৩ আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া
করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসদের প্রতি দয়া করা কি তোমা-
রও উচিত ছিল না? ৩৪ আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের
নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ
না করে। ৩৫ আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন,
যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে
ক্ষমা না কর।

১৯ এই সকল বাক্য সমাপ্ত করিবার পর যীশু গালীল হইতে প্র-
স্থান করিলেন, পরে যর্দ্দনের পরপারস্থ যিহূদিয়ার অঞ্চলে
উপস্থিত হইলেন; ২ আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল, এবং তিনি সেখানে লোকদিগকে সুস্থ করিলেন। স্ত্রী-পরি-
ত্যাগ বিষয়ে শিক্ষা। ৩ আর ফরীশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা
ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারণে কি আপন স্ত্রীকে
পরিত্যাগ করা বিধেয়?
৪ তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা
আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
৫ আর বলিয়াছিলেন, "এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ
করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হই-
বে"? ৬ সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর
যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। ৭ তা-
হারা তাঁহাকে কহিল, তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়া পরিত্যাগ করি-
বার বিধি দিয়াছেন? ৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃ-
করণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরি-
ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয়
নাই। ৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরে-
কে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে
ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
সেও ব্যভিচার করে। ১০ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপন স্ত্রীর
সঙ্গে পুরুষের এরূপ সমন্ধ হয়, তবে বিবাহ না করা ভাল। ১১ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদি-
গকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে। ১২ কারণ এমন নপুংসক
আছে, যাহারা মাতার উদর হইতে সেইরূপ হইয়া জন্মিয়াছে; আর
এমন নপংসক আছে, যাহাদিগকে মানুষে নপুংসক করিয়াছে; আর
এমন নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গ-রাজ্যের নিমিত্তে আপনাদিগকে
নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ করুক। শিশু-
দের বিষয়ে শিক্ষা। ১৩ তখন কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকটে আনীত
হইল, যেন তিনি তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেন ও প্রার্থনা করেন;
তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ত্সনা করিলেন। ১৪ কিন্তু যীশু কহি-
লেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না;
কেননা স্বর্গ-রাজ্য এই মত লোকদেরই। ১৫ পরে তিনি তাহাদের উপ-
রে হস্তার্পণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ধন সমন্ধে শি-
ক্ষা।মজুরদের দৃষ্টান্ত। ১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে
বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম্ম
করিব? ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয় কেন জি-
জ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্র-
বেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। ১৮ সে কহিল,
কোন্ কোন্ আজ্ঞা? যীশু বলিলেন, এই এই, "নরহত্যা করিও না,

ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, ১৯ পিতা ও
মাতাকে সমাদর করিও, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত
প্রেম করিও”। ২০ সেই যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি এ সকলই পালন
করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? ২১ যীশু তাহাকে কহিলেন,
যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা
আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন
পাবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ কিন্তু এই কথা শুনি-
য়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্প-
ত্তি ছিল। ২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দু-
স্কর। ২৪ আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের
প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।
২৫ ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন, কহিলেন,
তবে কাহার পরিত্রান হইতে পারে? ২৬ যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করি-
য়া কহিলেন, তাহা মানুষের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সা-
ধ্য। ২৭ তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আমরা
সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি; আমরা তবে
কি পাইব? ২৮ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টি-
কালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন
তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার
করিবে। ২৯ আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা,
কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি-
য়াছে, সে তাহার শত গুন পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী
হইবে। ৩০ কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে;
এবং যাহারা শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হইবে।

২০ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যিনি প্র-
ভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুর লাগাইবার জন্য বা-
হিরে গেলেন। ২ তিনি মজুরদের সহিত দিন এক সিকি বেতন স্থির
করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ৩ পরে তি-
নি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন
বাজারে নিস্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে,
৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা
ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ আবার তিনি ছয়
ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। ৬ পরে এগা-
রো ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থা-
কিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন
এখানে নিস্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই
আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোম-
রাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। ৮ পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা
আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও,
শেষ জন আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত দেও। ৯ তাহাতে যাহারা
এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক জন এক
এক সিকি পাইল। ১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসি-
য়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক সিকি পা-
ইল। ১১ পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্ত্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিতে
লাগিল, ১২ শেষের ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত
দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের
সমান করিলেন। ১৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহি-
লেন, বন্ধু হে! আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই; তুমি কি
আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? ১৪ তোমার যাহা পা-
ওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শে-
ষের জনকেও তাহাই দিব। ১৫ আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার
ইচ্ছামতে ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়া-
লু বলিয়া তোমার চোখ টাটাইতেছে? ১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তা-
হারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে। যীশু তৃ-
তীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ১৭ পরে যখন যী-
শু যিরুশালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সেই বারো জন
শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন,
১৮ দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাইতেছি; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজ-
কদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ১৯ তাহারা তাঁহার প্রাণ-
দন্ড বিধান করিবে, এবং বিদ্রুপ করিবার, কোড়া মরিবার ও ক্রুশে
দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে তিনি
তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। প্রকৃত ভাবে মহান কে? এই বিষয়ে শিক্ষা।
২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার কাছে কিছু যাচ্ঞা
করিলেন। ২১ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি কহিলেন,
আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন
আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়।
২২ কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করিতেছ,
তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিতে যাইতেছি, তাহাতে কি
তোমরা পান করিতে পার? তাঁহারা বলিলেন, পারি। ২৩ তিনি তাঁহাদি-
গকে কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করিবে বটে, কিন্তু যাহা-
দের জন্য আমার পিতা কর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের
ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে
আমার অধিকার নাই। ২৪ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রা-
তার প্রতি রুষ্ট হইলেন। কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহি-
লেন, ২৫ তোমরা জান, পরজাতীয়দের অধিপতিরা তাহাদের উপরে
প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা মহান্, তাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব
করে। ২৬ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে
কেহ মহান্ হইতে চায়, সে তোমাদের মধ্যে পরিচারক হইবে; ২৭ এবং
তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে;
২৮ যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা
করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে
আসিয়াছেন। অন্ধকে চক্ষুর্দ্দান। যীশুর যিরুশালেমে গমন। ২৯ পরে
যিরীহো হইতে তাঁহাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ৩০ আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পার্শ্বে
বসিয়াছিল; সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা চেঁচাইয়া
কহিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ৩১ তাহাতে
লোক সকল চুপ্ চুপ্ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা
আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি
দয়া করুন। ৩২ তখন যীশু থামিয়া তাহাদিগকে ডাকিলেন, আর বলি-
লেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করিব? ৩৩ তাহারা
তাঁহাকে কহিল, প্রভু, আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। ৩৪ তখন যীশু
কারুনাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা
দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

২১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন
পর্ব্বতে, বৈৎফগী গ্রামে আসিলেন, তখন যীশু দুই জন শি-
ষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, ২ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে
ঐ গ্রামে যাও, অমনি দেখিতে পাইবে, একটী গর্দ্দভী বাঁধা আছে,
আর তাহার সঙ্গে একটী বৎস, খুলিয়া আমার নিকটে আন। ৩ আর
যদি কেহ, তোমাদিগকে কিছু বলে, তবে বলিবে, ইহাদিগেতে প্রভুর
প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে তখনই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে।
৪ এইরূপ ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য পূর্ণ হয়,
৫ “তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে
আসিতেছেন; তিনি মৃদুশীল, ও গর্দ্দভ-বৎসের উপরে উপবিষ্ট।”
৬ পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন, ৭ গর্দ্দ-
ভীকে ও শাবকটীকে আনিলেন, এবং তাহাদের উপরে আপনাদের

বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, আর তিনি তাহাদের উপরে বসিলেন। ৮ আর
ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল,
এবং অন্য অন্য লোক গাছের ডাল কাটিয়া পথে ছড়াইয়া দিল।
৯ আর যে সকল লোক তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহারা চেঁচা-
ইয়া বলিতে লাগিল, হোশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন; ঊর্দ্ধলোকে হোশান্না। ১০ আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ
করিলে নগরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সকলে কহিল, উনি কে?
১১ তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসর-
তীয় যীশু। ১২ পরে যীশু ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন, এবং যত
লোক ধর্ম্মধামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছিল, সেই সকলকে বাহির করিয়া
দিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতে-
ছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন, ১৩ আর তাহাদিগ-
কে কহিলেন, লেখা আছে, “আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ বলিয়া আখ্যাত
হইবে,” কিন্তু তোমরা ইহা “দস্যুগণের গহ্বর” করিতেছ। ১৪ পরে
অন্ধেরা ও খঞ্জেরা ধর্ম্মধামে তাঁহার নিকটে আসিল, আর তিনি তা-
হাদিগকে সুস্থ করিলেন। ১৫ কিন্তু প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা
তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিয়া, আর যে বালকেরা ‘হোশা-
ন্না দায়ূদ-সন্তান,’ বলিয়া ধর্ম্মধামে চেঁচাইতেছিল তাহাদিগকে দেখি-
য়া রুষ্ট হইল; ১৬ এবং তাঁহাকে কহিল, শুনিতেছ, ইহারা কি বলিতে-
ছে? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হাঁ; তোমরা কি কখনও পাঠ কর
নাই যে, “তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে স্তব সম্পন্ন করি-
য়াছ?” ১৭ পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে বৈথনিয়ায়
গেলেন, আর সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। ১৮ প্রাতঃকালে নগরে
ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। ১৯ পথের পার্শ্বে একটী
ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর
কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর
কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকা-
ইয়া গেল। ২০ তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন,
ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকাইয়া গেল কিরূপে? ২১ যীশু উত্তর করিয়া তাঁ-
হাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমা-
দের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল ডুমুর-
গাছের প্রতি এইরূপ করিতে পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু এই পর্ব্বত-
কেও যদি বল, ‘উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,’ তাহাই হই-
বে। ২২ আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে,
সে সকলই পাইবে। যীশু যিরূশালেমে শিক্ষা দেন। যীশুর ক্ষমতা বি-
ষয়ক শিক্ষা। ২৩ পরে তিনি ধর্ম্মধামে আসিলে পর তাঁহার উপদেশ
দিবার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ নিকটে
আসিয়া বলিল, তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছ? আর কেই
বা তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়াছে? ২৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; তাহা
যদি আমাকে বল, তবে কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি, তাহা
আমিও তোমাদিগকে বলিব। ২৫ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে হই-
য়াছিল? স্বর্গ হইতে না মনুষ্য হইতে? তখন তাহারা পরস্পর তর্ক
করিয়া বলিল, যদি বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ আমাদিগকে
বলিবে, তবে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন? ২৬ আর যদি
বলি, মনুষ্য হইতে, লোকসাধারণকে ভয় করি; কারণ সকলে যোহন-
কে ভাববাদী বলিয়া মানে। ২৭ তখন তাহারা যীশুকে উত্তর করিয়া
কহিল, আমরা জানি না। তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও
কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি, তোমাদিগকে বলিব না। ২৮ কিন্তু
তোমাদের কেমন বোধ হয়? এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তিনি প্রথম
জনের নিকটে গিয়া কহিলেন, বৎস, যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম
কর। ২৯ সে উত্তর করিল, আমার ইচ্ছা নাই; শেষে অনুশোচনা করি-
য়া গেল। ৩০ পরে তিনি দ্বিতীয় জনের নিকটে গিয়া সেরূপ কহিলেন।
সে উত্তর করিল, কর্ত্তা আমি যাইতেছি; কিন্তু গেল না। ৩১ সেই দুই-
য়ের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করিল? তাহারা কহিল, প্রথম
জন। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতে-
ছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারা তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ
করিতেছে। ৩২ কেননা যোহন ধার্ম্মিকতার পথ দিয়া তোমাদের নিক-
টে আসিলেন, আর তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু কর-
গ্রাহী ও বেশ্যারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল; আর তোমরা তাহা দেখিয়া
শেষেও এরূপ অনুশোচনা করিলে না যে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে।
গৃহকর্ত্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত। ৩৩ আর একটী দৃষ্টান্ত শুন; এক জন
গৃহ কর্ত্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার ক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া
দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-কুন্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নি-
র্ম্মান করিলেন; পরে কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলি-
য়া গেলেন। ৩৪ আর ফলের সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল
গ্রহণ করিবার জন্য কৃষকদের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করি-
লেন। ৩৫ তখন কৃষকেরা তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার
করিল, কাহাকেও বধ করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। ৩৬ আবার
তিনি পূর্ববাপেক্ষা আরও অনেক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের প্র-
তিও তাহারা সেই মত ব্যবহার করিল। ৩৭ অবশেষে তিনি আপনার
পুত্রকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার
পুত্রকে সমাদর করিবে। ৩৮ কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর
বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া
ইহার অধিকার হস্তগত করি। ৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষা-
ক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া বধ করিল।

৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষক-
দিগকে কি করবেন?

৪১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট
করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যা-
হারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে।

৪২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর
নাই, “যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান
প্রস্তর হইয়া উঠিল; ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা আমাদের দৃষ্টিতে
অদ্ভুত”?

৪৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে
ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দে-
ওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।

৪৪ আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই
প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।

৪৫ তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা
বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয় বলিতেছেন।

৪৬ আর তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্ঠা করিল, কিন্তু লোকসাধারণ-
কে ভয় করিল, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।

বিবাহ-ভোজের দৃষ্টান্ত।

২২ যীশু আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা কহিলেন, তিনি তাহাদিগকে
বলিলেন, ২ স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি
আপন পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করিলেন। ৩ সেই ভোজে
নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ডাকিবার জন্য তিনি আপন দাসদিগকে প্রে-
রণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে চাহিল না।

৪ তাহাতে তিনি আবার অন্য দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন, বলি-
লেন, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করিয়া-
ছি, আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত;
তোমরা বিবাহের ভোজে আইস। ৫ কিন্তু তাহারা অবহেলা করিয়া
কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা আপন ব্যাপারে চলিয়া গেল। ৬ অবশিষ্ট
সকলে তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া অপমান করিল ও বধ করিল।

৭ তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া সেই হত্যা-
কারীদের বিনষ্ট করিলেন, ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া দিলেন।
৮ পরে তিনি আপন দাসদিগকে কহিলেন, বিবাহের ভোজ ত প্রস্তুত,
কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য ছিল না; ৯ অতএব তোমরা রাজ-
পথের মাথায় মাথায় গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবা-
হের ভোজে ডাকিয়া আন। ১০ তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া
ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া
আনিল, তাহাতে বিবাহবাটী অতিথিগণে পরিপূর্ণ হইল। ১১ পরে রা-
জা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্যে ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্য-
ক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহবস্ত্র ছিল না; ১২ তিনি তাহাকে
কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ
করিলে? সে নিরুত্তর হইল। ১৩ তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহি-
লেন, উহার হাত পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরে অন্ধকারে ফেলিয়া দেও;
সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ১৪ বাস্তবিক অনেকে আহূত, কিন্তু
অল্পই মনোনীত। যীশুর শত্রুদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর। ১৫ তখন
ফরীশীরা গিয়া মন্ত্রণা করিল, কিরূপে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ফেলি-
তে পারে। ১৬ আর তাহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যগণ-
কে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি, আপনি
সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং
আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন, কেননা আপনি মনুষ্যের মুখা-
পেক্ষা করেন না। ১৭ ভাল, আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কি?
কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কিনা? ১৮ কিন্তু যীশু তাহাদের দুষ্টামি
বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? ১৯ সেই
করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটী
দিনার অনিল। ২০ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম
কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের। ২১ তখন তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা
যাহা, ঈশ্বরকে দেও। ২২ এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ২৩ সেই দিন সদ্দূকীরা-
যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই- তাঁহার কাছে আসিল; ২৪ এবং তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, মোশি বলিয়াছেন, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া
মরে, তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের
জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে। ২৫ ভাল, আমাদের মধ্যে সাতটী ভাই ছিল;
আর জ্যৈষ্ঠ বিবাহের পর মরিয়া গেল, এবং সন্তান না হওয়াতে
আপন ভ্রাতার জন্য নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া দিল। ২৬ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃ-
তি সপ্তম জন পর্য্যন্ত সেইরূপ করিল। ২৭ সকলের শেষে সে স্ত্রীও
মরিয়া গেল। ২৮ অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে সে কাহার
স্ত্রী হইবে? সকলেই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ২৯ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা
না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম; ৩০ কেননা পুনরুত্থানে লো-
কে বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূত-
গণের ন্যায় থাকে। ৩১ কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমা-
দিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? ৩২ তিনি
বলেন, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের
ঈশ্বর;" ঈশ্বর মৃতদের নহেন, কিন্তু জীবিতদের। ৩৩ এই কথা শুনিয়া
লোকসমূহ তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকার জ্ঞান করিল। ৩৪ ফরীশীরা
যখন শুনিতে পাইল, তিনি সদ্দূকীদিগকে নিরুত্তর করিয়াছেন, তখন
তাহারা একসঙ্গে আসিয়া যুটিল। ৩৫ আর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি,
এক জন ব্যবস্থাবেত্তা, পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ৩৬ গু-
রো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ? ৩৭ তিনি তাহাকে কহিলেন,
"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন
দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," ৩৮ এইটী মহৎ ও প্রথম
আজ্ঞা। ৩৯ আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য; "তোমার প্রতিবাসীকে আপ-
নার মত প্রেম করিবে।"

৪০ এই দুইটী অজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতে-
ছে। যীশুর শত্রুরা নিরুত্তর।

৪১ আর ফরীশীরা একত্র হইলে যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,

৪২ খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান?
তাহারা বলিল, দায়ূদের।

৪৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে দায়ূদ কি প্রকারে আত্মার
আবেশে তাঁহাকে প্রভু বলেন? তিনি বলেন,-

৪৪ "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ
আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলে না রাখি।"

৪৫ অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলেন, তখন তিনি কি প্রকা-
রে তাঁহার সন্তান?

৪৬ তখন কেহ তাঁহাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর সেই দিন
অবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল
না।

ফরীশীদের ও অধ্যাপকদের প্রতি যীশুর অনুযোগ।

২৩ তখন যীশু লোকসমূহকে ও নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন,
২ অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসেন। ৩ অতএব
তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও,
কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না; কেননা তাহারা বলে, কি-
ন্তু করে না।

৪ তাহারা ভারী দুর্ব্বহ বোঝা বাঁধিয়া লোকদের কাঁধে চাপাইয়া
দেয়, কিন্তু আপনারা অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরাইতে চাহে না। ৫ তাহা-
রা লোককে দেখাইবার জন্যই তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম করে; কেননা
তাহারা আপনাদের কবচ প্রশস্ত করে, এবং বস্ত্রের থোপ বড় করে,
৬ আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন, ৭ হাটে
বাজারে মঙ্গলবাদ, এবং লোকের কাছে রব্বি [গুরু] বলিয়া সম্ভা-
ষণ, এ সকল ভাল বাসে। ৮ কিন্তু তোমরা 'রব্বি' বলিয়া সম্ভাষিত
হইও না, কারণ তোমাদের গুরু এক জন, এবং তোমরা সকলে ভ্রা-
তা। ৯ আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিও না,
কারণ তোমাদের পিতা এক জন, তিনি সেই স্বর্গীয়। ১০ তোমরা
'আচার্য্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য্য এক
জন, তিনি খ্রীষ্ট। ১১ কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমা-
দের পরিচারক হইবে। ১২ আর যে কেহ, আপনাকে উচ্চ করে, তাহা-
কে নত করা যাইবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে
উচ্চ করা যাইবে। ১৩ কিন্তু হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্
তোমাদিগকে! কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করি-
য়া থাক; ১৪ আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ
করিতে আইসে, তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও না। ১৫ হা অধ্যাপক
ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ এক জনকে যি-
হূদী-ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পরিভ্রমণ
করিয়া থাক; আর যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা
দ্বিগুণ নারকী করিয়া তুল। ১৬ হা অন্ধ পথ-দর্শকেরা, ধিক্ তোমাদি-
গকে! তোমরা বলিয়া থাক, কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই
নয়, কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল।
১৭ মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটী শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, না সেই মন্দির,
যাহা স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে? ১৮ আরও বলিয়া থাক, কেহ যজ্ঞবে-
দির দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ তাহার উপরিস্থ
উপহারের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল। ১৯ হা অন্ধেরা, বল দেখি,
কোনটী শ্রেষ্ঠ? উপহার না সেই যজ্ঞবেদী, যাহা উপহারকে পবিত্র
করে? ২০ যে ব্যক্তি যজ্ঞবেদির দিব্য করে, সে ত বেদির ও তাহার
উপরিস্থ সমস্তেরই দিব্য করে। ২১ আর যে মন্দিরের দিব্য করে, সে

মন্দিরের, যিনি তথায় বাস করেন, তাঁহারও দিব্য করে। ২২ আর যে
স্বর্গের দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের, এবং যিনি তাহাতে উপ-
বিষ্ট, তাঁহারও তাহারও দিব্য করে। ২৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জি-
রার দশমাংশ দিয়া থাক; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়-ন্যায়বি-
চার, দয়া ও বিশ্বাস- পরিত্যাগ করিয়াছ; কিন্তু এ সকল পালন করা,
এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। ২৪ অন্ধ
পথ- দর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক।
২৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ
তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্র বাহিরে পরিস্কার করিয়া থাক, কিন্তু
সেগুলির ভিতরে দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে ভরা। ২৬ অন্ধ ফরীশী, অগ্রে
পানপাত্র ও ভোজন পাত্র ভিতরে পরিস্কার কর, যেন তাহা বাহিরেও
পরিস্কার হয়। ২৭ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদি-
গকে! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের তুল্য; তাহা বাহিরে দে-
খিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ববপ্রকার
অশুচীতা ভরা। ২৮ তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক
বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরি-
পূর্ণ। ২৯ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে!
কারণ তোমরা ভাববাদিগণের কবর গাঁথিয়া থাক, এবং ধার্ম্মিকগ-
ণের সমাধি-স্তম্ভ শোভিত করিয়া থাক, আর বলিয়া থাক, ৩০ আমরা
যদি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদিগণের
রক্তপাতে তাঁহাদের সহভাগী হইতাম না। ৩১ ইহাতে তোমরা আপনা-
দের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদিগণকে বধ করি-
য়াছিল, তোমরা তাহাদেরই সন্তান। ৩২ তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরু-
ষদের পরিমাণ পূর্ণ কর। ৩৩ সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা, তোমরা
কেমন করিয়া বিচারে নরকদন্ড এড়াইবে? ৩৪ এই কারণ দেখ, আমি
তোমাদের নিকটে ভাববাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব,
তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবে ও ক্রুশে দিবে,
কতক জনকে তোমাদের সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে, এবং এক
নগর হইতে আর এক নগরে তাড়না করিবে, ৩৫ যেন পৃথিবীতে যত
ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের
উপরে বর্ত্তে,- ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি, বরখিয়ের পুত্র যে
সখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছি-
লে, তাঁহার রক্তপাত পর্য্যন্ত। ৩৬ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
এই কালের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্ত্তিবে। ৩৭ হা যিরূশালেম,
যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিক-
টে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যে-
মন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও
কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু
তোমরা সম্মত হইলে না। ৩৮ দেখ, তোমাদের গৃহ, তোমাদের নিমিত্ত
উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। ৩৯ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তো-
মরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্য্যন্ত না
বলিবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।”

যিরূশালেমের বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

২৪ পরে যীশু ধর্ম্মধাম হইতে বাহির হইয়া গমন করিতেছেন,
এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মধামের গাঁথনি
সকল দেখাইবার জন্য নিকটে আসিলেন। ২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ না? আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথ-
রের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে। ৩ পরে তিনি জৈতুন
পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা বিরলে তাঁহার নিকটে আসিয়া
বলিলেন, আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে?
আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি?
৪ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ যেন তো-
মাদিগকে না ভুলায়। ৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে,
বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে। ৬ আর
তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও, ব্যাকুল হইও
না; কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। ৭ কারণ
জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে
স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। ৮ কিন্তু এই সকলই যাতনার আরম্ভ
মাত্র। ৯ সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ
করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয়
জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। ১০ আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পা-
ইবে, এক জন অন্যকে সমর্পণ করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ করি-
বে। ১১ আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে।
১২ আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হই-
য়া যাইবে। ১৩ কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সে পরিত্রান
পাইবে। ১৪ আবার সর্ব্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের
এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ
উপস্থিত হইবে। ১৫ অতএব যখন দেখিবে, ধ্বংসের যে ঘৃণার্হ বস্তু দা-
নিয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহা পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া
আছে,- যে জন পাঠ করে সে বুঝুক, ১৬ -তখন যাহারা যিহূদিয়াতে
থাকে, তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক; ১৭ যে কেহ ছাদের
উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিসপত্র লইবার জন্য নীচে না নামুক;
১৮ আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চা-
তে ফিরিয়া না আসুক। ১৯ হায়, সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী-
দিগের সন্তাপ হইবে! ২০ আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন
শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে। ২১ কেননা তৎকালে এরূপ
“মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত
কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না”। ২২ আর সেই দিনের সংখ্যা
যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না;
কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে।
২৩ তখন যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা
ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না। ২৪ কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত
ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত
লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলা-
ইবে। ২৫ দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম। ২৬ অতএব লো-
কে যদি তোমাদিগকে বলে, ‘দেখ, তিনি প্রান্তরে,’ তোমরা বাহিরে
যাইও না; ‘দেখ, তিনি অন্তরাগারে,’ তোমরা বিশ্বাস করিও না।
২৭ কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিক
পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। ২৮ যেখান
মড়া থাকে সেইখানে শকুন যুটিবে। ২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের
পরেই “সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্রও জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে
তারাগণের পতন হইবে ও আকাশমন্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত
হইবে”। ৩০ আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর
তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং “মনুষ্যপুত্রকে
আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে” দেখিবে।
৩১ আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করি-
বেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার
মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। ৩২ ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ;
যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন তোমরা জা-
নিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; ৩৩ সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা
দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। ৩৪ আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না,
যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হই-

বে কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। ৩৬ কিন্তু সেই দি-
নের ও সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না,
পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৭ বাস্তবিক নোহের সময়ে
যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে। ৩৮ কারণ
জলপ্লাবনের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন
পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান্ করিত, বিবাহ করিত, ও বিবা-
হিত হইত, ৩৯ এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকল-
কে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।

৪০ তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিবে, এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং
অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।

৪১ দুইটী স্ত্রীলোক যাঁতা পিষিবে, এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং
অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।

৪২ অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসি-
বেন, তাহা তোমরা জান না।

৪৩ কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসিবে, তাহা যদি গৃহক-
র্ত্তা জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না।

৪৪ এইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দন্ড তোমরা মনে
করিবে না, সেই দন্ডেই মনুষ্যপুত্র আসিবেন।

৪৫ এখন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ দাস কে, যাহাকে তাহার প্রভু
নিজ পরিজনের উপরে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন সে তাহাদিগকে
উপযুক্ত সময়ে খাদ্য দেয়?

৪৬ ধন্য সেই দাস, যাহাকে তাহার প্রভু আসিয়া সেইরূপ করিতে দে-
খিবেন।

৪৭ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্ব-
স্বের অধ্যক্ষ করিবেন।

৪৮ কিন্তু সেই দুষ্ট দাস যদি মনে মনে বলে, 'আমার প্রভুর আসিবার
বিলম্ব আছে,'

৪৯ আর যদি আপন সহদাসদিগকে মারিতে, এবং মত্ত লোকদের
সঙ্গে ভোজন ও পান করিতে, আরম্ভ করে, ৫০ তবে যে দিন সে অপে-
ক্ষা না করিবে, এবং যে দন্ড সে না জানিবে, সেই দিন সেই দন্ডে সেই
দাসের প্রভু আসিবেন; ৫১ আর তাহাকে দ্বিখন্ড করিয়া কপটীদের
মধ্যে তাহার অংশ নিরূপন করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
হইবে।

বিচার- দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা।

২৫ তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য বলিতে হইবে,
যাহারা আপন আপন প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাহির হইল। ২ তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন নির্ব্বুদ্ধি, আর পাঁচ
জন সুবুদ্ধি ছিল। ৩ কারণ যাহারা নির্ব্বুদ্ধি, তাহারা আপন আপন প্র-
দীপ লইল, সঙ্গে তৈল লইল না;

৪ কিন্তু সুবুদ্ধিরা আপন আপন প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তৈল
লইল। ৫ আর বড় বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া
পড়িল। ৬ পরে মধ্য রাত্রে এই উচ্চরব হইল, দেখ, বর! তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও। ৭ তাহাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠিল,
এবং আপন আপন প্রদীপ সাজাইল। ৮ আর নির্ব্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে
বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা
আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে। ৯ কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিয়া
কহিল, হয় ত তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না; তোমরা
বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর। ১০ তাহা-
রা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আসিলেন; এবং যাহারা প্র-
স্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল; ১১ শেষে
অন্য সকল কুমারীও আসিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, প্রভু, আমাদিগ-
কে দ্বার খুলিয়া দিউন। ১২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে চিনি না। ১৩ অতএব জা-
গিয়া থাক; কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই দন্ড জান না। ১৪ কারণ
মনে কর, যে কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগ-
কে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৫ তিনি
এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত এবং আর এক
জনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি' তাহাকে তদনুসারে দিলেন;
পরে বিদেশ চলিয়া গেলেন। ১৬ যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখ-
নই গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত লাভ
করিল। ১৭ যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই
তালন্ত লাভ করিল। ১৮ কিন্তু যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূ-
মিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল। ১৯ দীর্ঘকাল
পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লই-
লেন। ২০ তখন যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে আসিয়া আরও পাঁচ
তালন্ত আনিয়া কহিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তালন্ত সম-
র্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিয়াছি। ২১ তা-
হার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বি-
ষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব;
তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও। ২২ পরে যে দুই তালন্ত পা-
ইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে দুই তা-
লন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর দুই তালন্ত লাভ করিয়াছি।
২৩ তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি
অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত
করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও। ২৪ পরে যে এক
তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি জানিতাম,
আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেইখানে কাটিয়া থাকেন,
ও যেখানে ছড়ান নাই, সেইখানে কুড়াইয়া থাকেন। ২৫ তাই আমি
ভীত হইয়া গিয়া আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি-
লাম; দেখুন, আপনার যাহা আপনি পাইলেন। ২৬ কিন্তু তাহার প্রভু
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে,
আমি যেখানে বুনি নাই, সেইখানে কাটি, এবং যেখানে ছড়াই নাই,
সেইখানে কুড়াই? ২৭ তবে পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রাখিয়া
দেওয়া তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমি আসিয়া আমার যা-
হা তাহা সুদের সহিত পাইতাম। ২৮ অতএব তোমরা ইহার নিকট হই-
তে ঐ তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে দেও;
২৯ কেননা যেকোন ব্যক্তির নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে
তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও
তাহার নিকট হইতে নীত হইবে। ৩০ আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাস-
কে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
হইবে। ৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতা-
পে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন।
৩২ আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি
তাহাদের এক জন হইতে অন্য জনকে পৃথক্ করিবেন, যেমন পাল-
রক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক্ করে; ৩৩ আর তিনি মেষদিগকে আপ-
নার দক্ষিণদিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন। ৩৪ তখন রাজা
আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ- পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের
জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। ৩৫ কেননা আমি
ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পি-
পাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হই-
য়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; ৩৬ বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম,
আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে, পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার
তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিক-
টে আসিয়াছিলে, ৩৭ তখন ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে উত্তর করিয়া বলিবে,
প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা

পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? ৩৮ কবেই বা আপনাকে
অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরা-
ইয়াছিলাম? ৩৯ কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখি-
য়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম?

৪০ তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদি-
গকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের- এই ক্ষুদ্রতমদিগের-
মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি
করিয়াছিলে।

৪১ পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্র-
স্থ সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগ-
ণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।

৪২ কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে
আহার দেও নাই; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাও
নাই;

৪৩ অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন
হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাও নাই; পীড়িত ও কারাগারস্থ
হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই।

৪৪ তখন তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষু-
ধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারা-
গারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্য্যা করি নাই?

৪৫ তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদি-
গকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের কোন এক জনের
প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রতি কর নাই।

৪৬ পরে ইহারা অনন্ত দন্ডে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ
করিবে।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

২৬ তখন যীশু এই সকল কথা শেষ করিলেন, তিনি আপন শি-
ষ্যদিগকে কহিলেন, ২ তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপ-
র্ব্ব আসিতেছে, আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হই-
তেছেন। ৩ তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা
নামক মহাযাজকের প্রাঙ্গনে একত্র হইল;

৪ আর এই মন্ত্রণা করিল, যেন ছলে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে
পারে। ৫ কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বের সময় নয়, পাছে লোকদের
মধ্যে গন্ডগোল বাধে। যীশুর অভিষেক। ৬ যীশু তখন বৈথনিয়ায় কু-
ষ্ঠি শিমোনের বাটীতে ছিলেন, ৭ তখন একটী স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের
পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, এবং তিনি
ভোজনে বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। ৮ কিন্তু তাহা দেখিয়া
শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এ অপব্যয় কেন? ৯ ইহা ত অনেক
টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। ১০ কিন্তু
যীশু তাহা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্ত্রীলোকটীকে কেন দুঃখ
দিতেছ? এ ত আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল। ১১ কেননা দরিদ্রেরা
তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্ব্বদা পাই-
বে না। ১২ বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দে-
ওয়াতে এ আমার সমাধির উপযোগী কর্ম্ম করিল। ১৩ আমি তোমাদি-
গকে সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার
প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে ইহার এই কর্ম্মের কথাও ইহার স্মরণার্থে
বলা যাইবে। ১৪ তখন বারো জনের মধ্যে এক জন, যাহাকে ঈস্করি-
য়োতীয় যিহূদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল,
১৫ আমাকে কি দিতে চান, বলুন, আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে
সমর্পণ করিব। তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যখন্ড তৌল করিয়া দিল।
১৬ আর সেই সময় অবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য সুযোগ
অন্বেষণ করিতে লাগিল। নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন।
১৭ পরে তাড়ীশুন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর নিকটে
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিমিত্ত আমরা কোথায় নিস্তা-
রপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনার ইচ্ছা কি? ১৮ তিনি কহিলেন,
তোমরা নগরের অমুক ব্যক্তির নিকটে যাও, আর তাহাকে বল, গুরু
কহিতেছেন, আমার সময় সন্নিকট; আমি তোমারই গৃহে আমার শি-
ষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্ব পালন করিব। ১৯ তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর
আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলেন, ও নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
করিলেন। ২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারো জন শিষ্যের সহিত
ভোজনে বসিলেন। ২১ আর তাঁহাদের ভোজন সময়ে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে
সমর্পণ করিবে। ২২ তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভু, সে কি আমি? ২৩ তিনি উত্তর করি-
লেন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইল, সেই আমাকে সম-
র্পণ করিবে। ২৪ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তি-
নি যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সম-
র্পিত হন; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল।
২৫ তখন যে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সেই যিহূদা কহিল, রব্বি, সে কি
আমি? তিনি কহিলেন, তুমিই বলিলে। ২৬ পরে তাঁহারা ভোজন করি-
তেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন,
এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা
আমার শরীর। ২৭ পরে তিনি পানপত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগ-
কে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; ২৮ কারণ
ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমো-
চনের নিমিত্ত পাতিত হয়। ২৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব
না, সেই দিন পর্য্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের
সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব। ৩০ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া বাহির
হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। ৩১ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে; কেননা লেখা
আছে, “আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষেরা
ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।” ৩২ কিন্তু উত্থিত হইলে পর আমি তোমাদের
অগ্রে গালীলে যাইব। ৩৩ পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি
সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না। ৩৪ যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকু-
ড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে। ৩৫ পি-
তর তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয়, কোন মতে
আপনাকে অস্বীকার করিব না। সেইরূপ সকল শিষ্যই কহিলেন। গে-
ৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ৩৬ তখন যীশু তাঁহাদের
সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগ-
কে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তো-
মরা এখানে বসিয়া থাক। ৩৭ পরে তিনি পিতরকে ও সিবদিয়ের দুই
পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগি-
লেন। ৩৮ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত
দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।
৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুর হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া
কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র
আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক,
তোমার ইচ্ছা মত হউক।

৪০ পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘু-
মাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরকে কহিলেন, এ কি? এক
ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না?

৪১ জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা
ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল।

৪২ পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার
পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।
৪৩ পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়া-
ছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল।
৪৪ আর তিনি পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পুর্ব্ব-
মত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।
৪৫ তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমার
নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের
হস্তে সমর্পিত হন।
৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতে-
ছে, সে নিকটে আসিয়াছে। যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন।
৪৭ তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ, যিহূদা, সেই বারো জনের
এক জন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক, খড়্গ ও যষ্টি লই-
য়া প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে
আসিল।
৪৮ যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত
বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহা-
কে ধরিবে।
৪৯ সে তখনই যীশুর নিকটে গিয়া বলিল, রব্বি, নমস্কার, আর তাঁ-
হাকে আগ্রহপুর্ব্বক চুম্বন করিল। ৫০ যীশু তাহাকে কহিলেন, মিত্র,
যাহা করিতে আসিয়াছ, কর। তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর
উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৫১ আর দেখ, যীশুর সঙ্গী-
দের মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া খড়্গ বাহির করিলেন, এবং মহা-
যাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার একটা কাণ কাটিয়া ফেলি-
লেন। ৫২ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার খড়্গ পুনরায় স্বস্থানে
রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গ দ্বারা
বিনিষ্ট হইবে। ৫৩ আর তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার
কাছে বিনতি করিলে তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপে-
ক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন না? ৫৪ কিন্তু তাহা করিলে কেমন
করিয়া শাস্ত্রীয় এই বচন সকল পূর্ণ হইবে যে, এরূপ হওয়া আব-
শ্যক? ৫৫ সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, লোকে যেমন
দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে
ধরিতে আসিলে? আমি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে বসিয়া উপদেশ দিয়াছি,
তখন ত আমাকে ধরিলে না। ৫৬ কিন্তু এ সমস্ত ঘটিল, যেন ভাববাদি-
গণের লিখিত বচনগুলি পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছা-
ড়িয়া পলাইয়া গেলেন। মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার। ৫৭ আর
যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে মহাযাজক কায়াফার
কাছে লইয়া গেল; সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হই-
য়াছিল। ৫৮ আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজ-
কের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, এবং শেষে কি হয়, তাহা দেখি-
বার জন্য ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন। ৫৯ তখন প্র-
ধান যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁ-
হার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, ৬০ কিন্তু অনেক মিথ্যাসা-
ক্ষী আসিয়া যুটিলেও তাহা পাইল না। ৬১ অবশেষে দুই জন আসিয়া
বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলি-
তে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। ৬২ তখন মহাযা-
জক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে
না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? ৬৩ কিন্তু যীশু নীরব
রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্ব-
রের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট,
ঈশ্বরের পুত্র? ৬৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্র-
মের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে
দেখিবে। ৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর
নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন
তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে; ৬৬ তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা
উত্তর করিয়া কহিল, এ মরিবার যোগ্য। ৬৭ তখন তাহারা তাঁহার মুখে
থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুসি মারিল; ৬৮ আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার
করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল্, কে তোকে
মারিল? পিতর যীশুকে তিন বার অস্বীকার করেন। ৬৯ ইতিমধ্যে পি-
তর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন; আর এক জন দাসী তাঁহার নিক-
টে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। ৭০ কিন্তু
তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলি-
তেছ. আমি বুঝিতে পারিলাম না। ৭১ তিনি ফটকের নিকটে গেলে
আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ
ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। ৭২ তিনি আবার অস্বীকার
করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।
৭৩ আর অল্পক্ষণ পরে, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আসিয়া
পিতরকে কহিল, সত্যই তুমিও তাহাদের এক জন, কেননা তোমার
ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে। ৭৪ তখন তিনি অভিশাপ পূর্ব্বক
শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। তখনই
কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। ৭৫ তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন,
‘কুকুড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে,’
তাহা পিতরের মনে পড়িল; এবং তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন
করিলেন।

২৭ প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সক-
লে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা
করিল; ২ আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নি-
কটে সমর্পণ করিল। ঈস্করিয়োতীয় যিহূদার আত্মহত্যা। ৩ তখন যিহু-
দা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে তখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁ-
হার দন্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা
প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া দিল, আর কহিল,
নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি।
৪ তাহারা বলিল, আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝিবে। ৫ তখন সে ঐ
মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গিয়া গলায়
দড়ি দিয়া মরিল। ৬ পরে প্রধান যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া
কহিল, ইহা ভান্ডারে রাখা বিধেয় নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য। ৭ পরে
তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের কবর দিবার জন্য ঐ টাকায় কুম্ভ-
কারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। ৮ এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রকে
রক্তক্ষেত্র বলে। ৯ তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ
হইল, “আর তাহারা সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল; তাহা তাঁহার মূল্য,
যাঁহার মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল, ইস্রায়েল- সন্তানদের কতক লোক
যাঁহার মূল্য নিরূপন করিয়াছিল; ১০ তাহারা সেগুলি লইয়া কুম্ভকা-
রের ক্ষেত্রের জন্য দিল, যেমন প্রভু আমার প্রতি আদেশ করিয়াছি-
লেন।” দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার। ১১ ইতিমধ্যে যীশুকে দে-
শাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমিই
বলিলে। ১২ আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে
দোষারোপ করিতেছিল, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ১৩ তখন
পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বি-
পক্ষে কত বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে? ১৪ তিনি তাঁহাকে এক কথারও
উত্তর দিলেন না; ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।
১৫ আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পর্ব্বের সময়ে তিনি জনসমূহের
জন্য এমন এক জন বন্দিকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত।
১৬ সেই সময়ে তাহাদের এক জন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিল, তাহার নাম বা-
রাব্বা। ১৭ অতএব তাহারা একত্র হইলে পীলাত তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তামদের জন্য কাহাকে মুক্ত করিব?

বারাব্বাকে, না যীশুকে, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে? ১৮ কারণ তিনি জানি-
তেন, তাহারা হিংসা বশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। ১৯ তিনি বি-
চারাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পা-
ঠাইলেন, সেই ধার্ম্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; কারণ আমি
আজ স্বপ্নে তাঁহার জন্য অনেক দুঃখ পাইয়াছি। ২০ আর প্রধান যাজ-
কেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকসমূহকে প্রবৃত্তি দিল, যেন তাহারা বারাব্বা-
কে চাহিয়া লয় ও যীশুকে সংহার করে। ২১ তখন দেশাধ্যক্ষ তাহাদি-
গকে কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে কাহাকে
ছাড়িয়া দিব? তাহারা কহিল, বারাব্বাকে। ২২ পীলাত তাহাদিগকে
বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব? তাহারা
সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। ২৩ তিনি কহিলেন, কেন?
সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল,
উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। ২৪ পীলাত যখন দেখিলেন, তাঁহার চেষ্টা
বিফল, বরং আরও গোলযোগ হইতেছে, তখন জল লইয়া লোক-
দের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের
সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমারই তাহা বুঝিবে। ২৫ তাহাতে সমস্ত লোক
উত্তর করিল, উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের
উপরে বর্ত্তুক। ২৬ তখন তিনি তাহাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দি-
লেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করি-
লেন। ২৭ তখন দেশাধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গি-
য়া তাঁহার নিকটে সমুদয় সেনাদল একত্র করিল। ২৮ আর তাহারা তাঁ-
হার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখান লোহিত বস্ত্র পরিধান করা-
ইল। ২৯ আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার
দক্ষিণ হস্তে এক গাছ নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া,
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'যিহূদি-রাজ, নমস্কার!' ৩০ আর তা-
হারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া, তাঁহার মস্তকে
আঘাত করিতে লাগিল। ৩১ আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্র-
খানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহার আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া
দিল, এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল। যীশুর ক্রুশারো-
পণ ও মৃত্যু। ৩২ আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে এক জন কু-
রীনীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই, তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার
জন্য বেগার ধরিল। ৩৩ পরে গলগথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মা-
থার খুলির স্থান বলে, ৩৪ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পি-
ত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া
পান করিতে চাহিলেন না। ৩৫ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার
বস্ত্র সকল গুলিবাঁটপূর্ব্বক অংশ করিয়া লইল; ৩৬ এবং সেখানে
বসিয়া তাঁহাকে চৌকি দিতে লাগিল। ৩৭ আর উহারা তাঁহার মস্তকের
উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল, 'এ
ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের রাজা'। ৩৮ তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে
ক্রুশে বিদ্ধ হইল, এক জন দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে।
৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহা-
রা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল,

৪০ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁ-
থিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে
নামিয়া আইস।

৪১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রচীনবর্গের
সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল,

৪২ ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা
করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া
আইসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব;

৪৩ ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি উহাকে
চান; কেননা ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।

৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা-
রাও সেইরূপ তাঁহাকে তিরস্কার করিল।

৪৫ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ
অন্ধকারময় হইয়া রহিল।

৪৬ আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া
কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

৪৭ তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
সেই কথা শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি এলিয়কে ডাকিতেছে।

৪৮ আর তাহাদের এক জন অমনি দৌড়িয়া গেল, এক খান স্পঞ্জ
লইয়া তাহাতে সিরকা ভরিল, এবং একটা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে
পান করিতে দিল।

৪৯ কিন্তু অন্য সকলে কহিল থাক্, দেখি, এলিয় উহাকে রক্ষা করি-
তে আইসেন কি না। ৫০ পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া
নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন। ৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিনী
উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও
শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর
অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; ৫৩ এবং তাঁহার
পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্র-
বেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন। ৫৪ শতপতি এবং
যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও
আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল,
সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। ৫৫ আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক
ছিলেন, দূর হইতে দেখিতেছিলেন; তাঁহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে
করিতে গালীল হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। ৫৬ তাঁ-
হাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের ও যোষির মাতা মরিয়ম,
এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন। যীশুর সমাধি। ৫৭ পরে সন্ধ্যা
হইলে অরিমথিয়ার এক জন ধনবান্ লোক আসিলেন, তাঁহার নাম
যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন। ৫৮ তিনি পীলাতের
নিকট গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন। তখন পীলাত তাহা দিতে
আজ্ঞা করিলেন। ৫৯ তাহাতে যোষেফ দেহটী লইয়া পরিস্কার চাদরে
জড়াইলেন, ৬০ এবং আপনার নূতন কবরে রাখিলেন- যাহা তিনি শৈ-
লে খুদিয়াছিলেন- আর কবরের দ্বারে একখান বড় পাথর গড়াইয়া
দিয়া চলিয়া গেলেন। ৬১ মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে
ছিলেন, তাঁহারা কবরের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। ৬২ পরদিন, অর্থাৎ
আয়োজন-দিনের পরদিবস, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলা-
তের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, ৬৩ আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই
প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব।
৬৪ অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা
করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া
যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগনের মধ্য হইতে উঠিয়া-
ছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে।
৬৫ পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরি-দল
আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর। ৬৬ তাহাতে তাহারা গিয়া
প্রহরি-দলের সহিত সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর রক্ষা করিতে লা-
গিল।

কবর হইতে যীশুর উত্থান ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ আজ্ঞা।

২৮ বিশ্রামদিন অবসান হইল, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে,
মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন।
২ আর দেখ, মহা-ভূমিকম্প হইল; কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে
নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখান সরাইয়া দিলেন, এবং তাহার উপরে
বসিলেন। ৩ তাঁহার দৃশ্য বিদ্যুতের ন্যায়, এবং তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায়
শুভ্রবর্ণ।

৪ তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ কাঁপিতে লাগিল, ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল।
৫ সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টীকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কে-
ননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ।
৬ তিনি এখানে নাই; কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন;
আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। ৭ আর শীঘ্র গিয়া
তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন,
এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে
দেখিতে পাইবে; দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ৮ তখন তাঁহারা
সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগ-
কে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। ৯ আর দেখ, যীশু তাঁহাদের
সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাঁহারা
নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রনাম করিলেন।
১০ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও,
আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখা-
নে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে। ১১ তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে
দেখ, প্রহরি-দলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে
সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। ১২ তখন তাহারা প্রাচী-
নবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক
টাকা দিল, ১৩ কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে
আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া
লইয়া গিয়াছে। ১৪ আর যদি এ কথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচোর হয়,
তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব।
১৫ তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কা-
র্য্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ১৬ পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূ-
পিত পর্ব্বতে গমন করিলেন, ১৭ আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রনাম করি-
লেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। ১৮ তখন যীশু নিকটে আসি-
য়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত
কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। ১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জা-
তিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নাম তাহাদিগ-
কে বাপ্তাইজ কর; ২০ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি,
সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই
যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

মার্ক

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।

১ যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ; তিনি ঈশ্বরের পুত্র। ২ যিশা-
ইয় ভাববাদীর গ্রন্থে যেমন লেখা আছে, “দেখ, আমি আপন
দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি; সে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।
৩ প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ
প্রস্তুত কর, তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর;”
৪ তদনুসারে যোহন উপস্থিত হইলেন, ও প্রান্তরে বাপ্তাইজ করিতে
লাগিলেন, এবং পাপমোচনের জন্য মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার
করিতে লাগিলেন। ৫ তাহাতে সমস্ত যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেম নি-
বাসী সকলে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; আর আপন
আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাঁহা দ্বারা বাপ্তাইজিত হই-
তে লাগিলেন। ৬ সেই যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার
কটিদেশে চর্ম্মপটুকা ছিল, এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন
করিতেন। ৭ তিনি প্রচার করিয়া বলিতেন, যিনি আমা অপেক্ষা শক্তি-
মান, তিনি আমার পশ্চাৎ আসিতেছেন; আমি হেঁট হইয়া তাঁহার পা-
দুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই। ৮ আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তা-
ইজ করিলাম, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ
করিবেন। ৯ সেই সময়ে যীশু গালীলের নাসরৎ নগর হইতে আসিয়া
যোহনের দ্বারা যর্দ্দনে বাপ্তাইজিত হইলেন। ১০ আর তৎক্ষনাৎ জলের
মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং
আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন। ১১ আর
স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ‘তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি
প্রীত’। ১২ আর তৎক্ষনাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন,
সেই প্রান্তরে তিনি চল্লিশ দিন থাকিয়া শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হই-
লেন; আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে রহিলেন, এবং স্বর্গীয় দূতগণ
তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। প্রভু যীশুর প্রকাশ্যে কার্য্যের আরম্ভ।
১৪ আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, ১৫ ‘কাল সম্পূর্ণ
হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচা-
রে বিশ্বাস কর’। ১৬ পরে গালীল-সমুদ্রের তীর দিয়া যাইতে যাইতে
তিনি দেখিলেন, শিমোন ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জল ফেলি-
তেছেন, কেননা তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। ১৭ যীশু তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস, আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী
করিব। ১৮ আর তৎক্ষনাৎ তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার
পশ্চাদগামী হইলেন। ১৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া সিবদিয়ের পু-
ত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহনকে দেখিলেন; তাঁহারাও নৌকাতে
ছিলেন, জাল সারিতে ছিলেন। ২০ তিনি তৎক্ষনাৎ তাঁহাদিগকে ডা-
কিলেন, তাহাতে তাঁহারা আপনাদের পিতা সিবদিয়কে বেতনজীবী-
দের সঙ্গে নৌকায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন।
২১ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন, আর তৎক্ষনাৎ তিনি
বিশ্রামবারে সমাজ-গ্রহে গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। ২২ তাহাতে
লোকে তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল, কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্য-
ক্তির ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, অধ্যাপকদের ন্যায় নয়।
২৩ তখন তাহাদের সমাজ-গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তাহাকে অশুচী
আত্মায় পাইয়াছিল; সে চেঁচাইয়া কহিল, ২৪ হে নাসরতীয় যীশু,
আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদিগকে বি-
নাশ করিতে আসিলেন? আমি জানি, আপনি কে; ঈশ্বরের সেই
পবিত্র ব্যক্তি। ২৫ তখন যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, চুপ কর, উহা হই-
তে বাহির হও। ২৬ তাহাতে সেই অশুচী আত্মা তাহাকে মুচড়াইয়া
ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া
গেল। ২৭ ইহাতে সকলে চমৎকৃত হইল, এমন কি, তাহারা পরস্পর
বিতর্ক করিয়া কহিল, আ! এ কি? কেমন নূতন উপদেশ! উনি ক্ষম-
তা সহকারে অশুচী আত্মাদিগকেও আজ্ঞা করেন, আর তাহারা
উহাঁর আজ্ঞা মানে। ২৮ তখন তাঁহার বার্ত্তা তৎক্ষনাৎ সমুদয় গালীল
প্রদেশের চারিদিকে ব্যাপিল। ২৯ পরে সমাজ-গৃহ হইতে বাহির হইয়া
তৎক্ষনাৎ তাঁহারা যাকোব ও যোহনের সহিত শিমোন ও আন্দ্রিয়ের
বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ৩০ তখন শিমোনের শ্বাশুড়ী জ্বর হইয়া
পড়িয়া ছিলেন; আর তাঁহারা তৎক্ষনাৎ তাঁহার কথা তাঁহাকে বলি-
লেন; ৩১ তাহাতে তিনি নিকটে গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাই-
লেন। তখন তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল, আর তিনি তাঁহাদের পরিচর্য্যা
করিতে লাগিলেন। ৩২ পরে সন্ধ্যাকালে, সূর্য্য অস্ত গেলে লোকেরা
সমস্ত পীড়িত লোককে এবং ভূতগ্রস্তদিগকে তাঁহার নিকটে অনিল।
৩৩ আর নগরের সকল লোক দ্বারে একত্র হইল। ৩৪ তাহাতে তিনি না-
না প্রকার রোগে পীড়িত অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, এবং
অনেক ভূত ছাড়াইলেন, আর তিনি ভূতদিগকে কথা কহিতে দিলেন
না, কারণ তাহারা তাঁহাকে চিনিত। ৩৫ পরে অতি প্রত্যুষে, রাত্রি পো-
হাইবার অনেকক্ষণ পূর্ব্বে, তিনি উঠিয়া বাহিরে গেলেন, এবং নি-
র্জ্জন স্থানে গিয়া তথায় প্রার্থনা করিলেন। ৩৬ আর শিমোন ও তাঁহার
সঙ্গীরা তাঁহার পশ্চাৎ গেলেন। ৩৭ এবং তাঁহাকে পাইয়া কহিলেন,
সমস্ত লোক আপনার অন্বেষণ করিতেছে। ৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, চল, আমরা অন্য অন্য স্থানে, নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামে যাই,
আমি সে সকল স্থানেও প্রচার করিব, কেননা সেই জন্যই বাহির হই-
য়াছি। ৩৯ পরে তিনি সমস্ত গালীল দেশে লোকদের সমাজ-গৃহে গিয়া
প্রচার করিতে ও ভূত ছাড়াইতে লাগিলেন।
৪০ একদা একজন কুষ্ঠী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও
জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচী করিতে
পারেন।
৪১ তিনি করুনাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন,
কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও।
৪২ তৎক্ষনাৎ কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচীকৃত হইল।
৪৩ তখন তিনি তাহাকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া বিদায় করিলেন, বলিলেন,
৪৪ দেখিও, কাহাকেও কিছু বলিও না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া
আপনাকে দেখাও, এবং লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিবার ও তোমার
শুচীকরণ জন্য মোশির নিরূপিত উপহার উৎসর্গ কর।
৪৫ কিন্তু সে বাহিরে গিয়া সেই কথা এমন অধিক প্রচার করিতে ও
চারিদিকে বলিতে লাগিল যে, যীশু আর প্রকাশ্যরূপে কোন নগরে
প্রবেশ করিতে পারিলেন না, কিন্তু বাহিরে নির্জ্জন স্থানে থাকিলেন;
আর লোকেরা সকল দিক্ হইতে তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল।

প্রভু যীশু পাপক্ষমাও করিতে পারেন।

২ কয়েক দিবস পরে তিনি আবার কফরনাহূমে চলিয়া আসিলে
শুনা গেল যে, তিনি ঘরে আছেন। ২ আর এত লোক তাঁহার নি-
কটে একত্র হইলে যে, দ্বারের কাছেও আর স্থান রহিল না। আর তি-
নি তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন। ৩ তখন লোকেরা
চারিজন লোক দিয়া এক জন পক্ষাঘাতীকে বহন করাইয়া তাঁহার
কাছে আনিতেছিল।
৪ কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে আসিতে না পারাতে, তিনি যে-
খানে ছিলেন, সেই স্থানের ছাদ খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র করিয়া,
যে খাটে পক্ষাঘাতী শুইয়াছিল, তাহা নামাইয়া দিল। ৫ তাহাদের বি-
শ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, তোমার পাপ
সকল ক্ষমা হইল। ৬ কিন্তু সেখানে কয়েক জন অধ্যাপক বসিয়া-
ছিল; তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল, ৭ এ ব্যক্তি এমন
কথা কেন বলিতেছে? এ যে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে; সেই এক জন,
অর্থাৎ ঈশ্বর, ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? ৮ তাহারা
মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষনাৎ আপন আত্মা-
তে বুঝিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন
করিতেছ? ৯ কোনটা সহজ, পক্ষাঘাতীকে ‘তোমার পাপ ক্ষমা হইল’
বলা, না ‘উঠ’ তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও বলা? ১০ কিন্তু পৃথিবীতে
পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জা-
নিতে পার, এই জন্য- তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন ১১ তোমাকে
বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। ১২ তা-
হাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষনাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে
বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল,
আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে, এমন কখনও
দেখি নাই। প্রভু যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কর্ম্ম ও উপদেশ। লেবীর
আহ্বান। তৎসমন্ধে যীশুর শিক্ষা। ১৩ পরে তিনি আবার বাহির হইয়া
সমুদ্র-তীরে গমন করিলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে
আসিল, আর তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ১৪ পরে তিনি যাই-
তে যাইতে দেখিলেন, আলফেয়েরের পুত্র লেবী করগ্রহণ-স্থানে বসি-
য়া আছেন; তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; তাহাতে
তিনি উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ১৫ পরে তিনি তাঁহার গৃহ-
মধ্যে ভোজন করিতে বসিলেন, আর অনেক করগ্রাহী ও পাপী যী-
শুর ও তাঁহার শিষ্যগণের সহিত বসিল; কারণ অনেকে উপস্থিত
ছিল, আর তাহারা তাঁহার পশ্চাৎ চলিতেছিল। ১৬ কিন্তু তিনি পাপী ও
করগ্রাহীদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন দেখিয়া ফরীশীদের অধ্যাপ-
কেরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, উনি করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে
ভোজন পান করেন। ১৭ যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সুস্থ
লোকদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন
আছে; আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই ডাকিতে
আসিয়াছি। ১৮ আর যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপবাস করিতে-
ছিল। আর তাহারা যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, যোহনের
শিষ্যেরা ও ফরীশীদের শিষ্যেরা উপবাস করে, কিন্তু আপনার শি-
ষ্যেরা উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? ১৯ যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে উপবাস করিতে পা-
রে? যাবৎ তাহাদের সঙ্গে বর থাকেন, তাবৎ তাহারা উপবাস করিতে
পারে না। ২০ কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হইতে
বর নীত হইবেন; সেই দিন তাহারা উপবাস করিবে। ২১ পুরাতন কাপ-
ড়ে কেহ কোরা কাপড়ের তালী দেয় না; দিলে সেই নূতন তালীতে ঐ
পুরাতন কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। ২২ আর পু-
রাতন কুপায় কেহ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না, রাখিলে দ্রাক্ষারসে কু-
পাগুলি ফাটিয়া যায়; তাহাতে দ্রাক্ষারস নষ্ট হয়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়;
কিন্তু টাটকা দ্রাক্ষারস নূতন কুপাতে রাখিতে হইবে। বিশ্রামবারের
বিষয়ে যীশুর উপদেশ। ২৩ আর তিনি বিশ্রামবারের শস্য ক্ষেত্র দিয়া
যাইতেছিলেন; এবং তাঁহার শিষ্যেরা চলিতে চলিতে শীষ ছিঁড়িতে
লাগিলেন। ২৪ ইহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, দেখ, যাহা বিধেয়
নয়, তাহা উহারা বিশ্রামবারে কেন করিতেছে? ২৫ তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে, তি-
নি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনও পাঠ কর নাই?
২৬ তিনি অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া,
যে দর্শনরুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বি-
ধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গীগণকেও দিয়াছি-
লেন। ২৭ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, বিশ্রামবার মনুষ্যের নি-
মিত্তেই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই; ২৮ সুতরাং মনু-
ষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও কর্ত্তা।

৩ আর তিনি আবার সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন; সেখানে
একটী লোক ছিল, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল।
২ তখন লোকেরা, তিনি বিশ্রামবারে তাহাকে সুস্থ করেন কি না, দে-
খিবার জন্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল; যেন তাঁহার নামে দোষারোপ
করিতে পারে। ৩ তখন তিনি সেই শুস্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মা-
ঝখানে আসিয়া দাঁড়াও।
৪ পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়? ভাল
করা না মন্দ করা? প্রাণরক্ষা করা না বধ করা? ৫ কিন্তু তাহারা চুপ
করিয়া রহিল। তখন তিনি তাহাদের আন্তঃকরণের কাঠিন্যে দুঃখিত
হইয়া সক্রোধে চারিদিকে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই লোক-
টীকে কহিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; সে তাহা বাড়াইয়া দিল,
আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল। ৬ পরে ফরীশীরা
বাহির হইয়া তৎক্ষনাৎ হেরোদীয়দের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রণা
করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। যীশুর
অনেক অলৌকিক কার্য্য। ৭ পরে যীশু আপন শিষ্যদের সহিত সমু-
দ্রের নিকটে প্রস্থান করিলেন; তাহাতে গালীল হইতে বিস্তর লোক
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। ৮ আর যিহূদীয়া, যিরূশালেম, ইদোম,
যর্দ্দন নদীর পরপারস্থ দেশ এবং সোর ও সীদোনের চারিদিক্ হইতে
অনেক লোক, তিনি যে সমস্ত মহৎ মহৎ কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা
শুনিয়া তাঁহার নিকটে আসিল। ৯ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে
বলিলেন, ভিড় প্রযুক্ত যেন একখানি নৌকা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থা-
কে, পাছে লোকে তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়ে। ১০ কেননা
তিনি অনেক লোককে সুস্থ করিলেন, সেই জন্য ব্যাধিগ্রস্ত সকলে
তাঁহাকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় তাঁহার গায়ের উপরে পড়িতেছিল।
১১ আর অশুচী আত্মারা তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া
চেঁচাইয়া বলিত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; ১২ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দৃ-
ঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিতেন, যেন তাহারা তাঁহার পরিচয় না দেয়।
বারো জন শিষ্যের প্রেরিত পদে নিয়োগ। ১৩ পরে তিনি পর্ব্বতে উঠি-
য়া, আপনি যাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেন, নিকটে ডাকিলেন; তাহাতে
তাঁহারা তাঁহার কাছে আসিলেন। ১৪ আর তিনি বারো জনকে নিযুক্ত
করিলেন, যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, ও যেন তিনি তাঁহা-
দিগকে প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করেন, ১৫ এবং যেন তাঁহারা ভূত
ছাড়াইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৬ আর তিনি শিমোনকে পিতর, এই
নাম দিলেন, ১৭ এবং সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও সেই যাকোবের ভ্রা-
তা যোহন, এই দুই জনকে বোনেরগশ, অর্থাৎ মেঘধ্বনির পুত্র, এই
উপনাম দিলেন। ১৮ আর আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময় , মথি, থোমা,
আলফেয়ের পুত্র যাকোব, থদ্দেয়, ও উদ্যোগী শিমোন, ১৯ এবং যে
তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিল, সেই ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা। যীশু
বিবিধ শিক্ষা প্রদান করেন। ২০ পরে তিনি গৃহে আসিলেন, আর পুন-
র্ব্বার এত লোকের সমাগম হইল যে, তাঁহারা আহার করিতেও পারি-
লেন না। ২১ ইহা শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া লইতে বা-

স্থির হইল, কেননা তাহারা বলিল, সে হতজ্ঞান হইয়াছে। ২২ আর যে
অধ্যাপকেরা যিরূশালেম হইতে আসিয়াছিল, তাহারা কহিল, ইহাকে
বেলসবূবে পাইয়াছে, ভূতগণের অধিপতি দ্বারা এ ভূত ছাড়ায়।
২৩ তখন তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলেন,
শয়তান কি প্রকারে শয়তানকে ছাড়াইতে পারে? ২৪ কোন রাজ্য যদি
আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তবে সেই রাজ্য স্থির থাকিতে পারে না।
২৫ আর কোন পরিবার যদি আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবে
সেই পরিবার স্থির থাকিতে পারিবে না। ২৬ আর শয়তান যদি আপ-
নার বিপক্ষে উঠে, ও ভিন্ন হয়, তবে সেও স্থির থাকিতে পারে না, কি-
ন্তু তাহার শেষ হয়। ২৭ আর অগ্রে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে না বাঁধিলে
কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্য লুট করিতে পারে না;
কিন্তু বাঁধিলে পর সে তাহার ঘর লুট করিবে। ২৮ আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে সমস্ত পাপকার্য্য ও ঈশ্বরনিন্দা
করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে। ২৯ কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার
নিন্দা করে, অনন্তকালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং অনন্ত পাপের
দায়ী। ৩০ উহাকে অশুচী আত্মায় পাইয়াছে, তাহাদের এই কথা প্রযুক্ত
তিনি এইরূপ কহিলেন। ৩১ আর তাঁহার মাতা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ
আসিলেন, এবং বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
৩২ তখন তাঁহার চারিদিকে লোক বসিয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে কহিল,
দেখুন, আপনার মাতা ও আপনার ভ্রাতৃগণ বাহিরে আপনার অন্বে-
ষণ করিতেছেন। ৩৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা? ৩৪ পরে যাহারা তাঁ-
হার চারিদিকে বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
কহিলেন, এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতৃগণ; ৩৫ কেননা যে
কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মা-
তা।

যীশুর কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

৪ পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে উপদেশ দিতে লাগিলেন;
তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্র হইল যে, তিনি
একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে বসিলেন, এবং সমাগত লোক
সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল। ২ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদি-
গকে অনেক উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশের মধ্যে তিনি তাহা-
দিগকে বলিলেন, শুন; ৩ দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল;
৪ বপনের সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা
আসিয়া তাহা কহিয়া ফেলিল। ৫ আর কতক বীজ পাষণময় স্থানে
পড়িল, যেখানে অধিক মাটী পাইল না; তাহাতে অধিক মাটী না পা-
ওয়াতে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, ৬ কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পর পু-
ড়িয়া গেল, এবং তাহার মূল না থাকাতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর
কতক বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহাতে কাঁটাবন বাড়িয়া তাহা
চাপিয়া রাখিল, তাহার ফল ধরিল না। ৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূ-
মিতে পড়িল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া ফল দিল;
কতক ত্রিশ গুন, কতক ষাট গুন, ও কতক শত গুন ফল দিল।
৯ পরে তিনি কহিলেন, যাহার শুনিবার কাণ থাকে সে শুনুক।
১০ যখন তিনি নির্জ্জনে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গীরা সেই দ্বাদশ জনের
সহিত তাঁহাকে দৃষ্টান্ত কয়টীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত
হইয়াছে; কিন্তু ঐ বাহিরের লোকদের নিকটে সকলেই দৃষ্টান্ত দ্বারা
বলা হইয়া থাকে; ১২ যেন তাহারা দেখিয়া দেখে, কিন্তু টের না পায়,
এবং শুনিয়া শুনে, কিন্তু না বুঝে, পাছে তাহারা ফিরিয়া আইসে, ও
তাহাদিগকে ক্ষমা করা যায়। ১৩ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই
দৃষ্টান্ত কি বুঝিতে পার না? তবে কেমন করিয়া সকল দৃষ্টান্ত বুঝিতে
পারিবে? ১৪ সেই বীজবাপক বাক্য-বীজ বুনে। ১৫ পথের পার্শ্বে যাহা-
রা, তাহারা এমন লোক যাহাদের মধ্যে বাক্য-বীজ বুনা যায়; আর
যখন তাহারা শুনে তৎক্ষনাৎ শয়তান আসিয়া, তাহাদের মধ্যে যাহা
বপন করা হইয়াছিল, সেই বাক্য হরণ করিয়া লইয়া যায়। ১৬ আর
সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা
বাক্যটী শুনিয়া তৎক্ষনাৎ আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করে; ১৭ আর তাহা-
দের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্প কালমাত্র স্থির থাকে, পরে
সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষনাৎ বিঘ্ন পায়।
১৮ আর অন্য যাহারা কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যা-
হারা বাক্যটী শুনিয়াছে, ১৯ কিন্তু সংসারের চিন্তা, ধনের মায়া ও
অন্যান বিষয়ের অভিলাষ ভিতরে গিয়া ঐ বাক্য চাপিয়া রাখে, তা-
হাতে তাহা ফলহীন হয়। ২০ আর যাহারা উত্তম ভূমিতে উপ্ত, তাহারা
এমন লোক, যাহারা সেই বাক্য শুনিয়া গ্রাহ্য করে, কেহ ত্রিশ গুন,
কেহ ষাট গুন, ও কেহ শত গুন, ফল দেয়। ২১ তিনি তাহাদিগকে
আরও কহিলেন, কাঠার নীচে কিম্বা খাটের নীচে রাখিবার জন্য কেহ
কি প্রদীপ আনে? না দীপাধারের উপরে রাখিবার জন্য? ২২ কেননা
এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা প্রকাশিত হইবে না; এমন লুক্কায়িত কি-
ছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না। ২৩ যাহার শুনিবার কাণ থাকে, সে
শুনুক। ২৪ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিও, কি
শুন; তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের
নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে; এবং তোমাদিগকে আরও দেওয়া যাই-
বে। ২৫ কারণ যাহার আছে তাহাকে আরও দেওয়া যাইবে; আর যা-
হার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাই-
বে। ২৬ তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। ২৭ কোন ব্যক্তি
যে ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ
বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে, তাহা সে জানে না। ২৮ ভূ-
মি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর, পরে শীষ, তা-
হার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। ২৯ কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষনাৎ
কাস্তে লাগায়, কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত। ৩০ আর তিনি
কহিলেন, আমরা কিসের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করিব?
কোন্ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বা ব্যক্ত করিব? ৩১ তাহা একটী সরিষা দানার তু-
ল্য ; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময়ে ভূমির সকল বীজের মধ্যে
অতি ক্ষুদ্র বটে, ৩২ কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক
হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের
পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে। ৩৩ এইপ্রকার অনে-
কগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি তাহাদের শুনিবার ক্ষমতা অনুসারে তাহা-
দের কাছে বাক্য প্রচার করিতেন; ৩৪ আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে তাহাদি-
গকে কিছুই বলিতেন না; পরে বিরলে আপন শিষ্যদিগকে সমস্ত বু-
ঝাইয়া দিতেন। যীশুর কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য। যীশু ঝড় থা-
মান, ও এক জন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করেন। ৩৫ সেই দিন সন্ধ্যা হইলে
তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, চল, আমরা ওপারে যাই। ৩৬ তখন তাঁহা-
রা লোকদিগকে বিদায় করিয়া, তিনি নৌকাখানিতে যেমন ছিলেন,
তেমনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; এবং আরও নৌকা তাঁহার সঙ্গে
ছিল। ৩৭ পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি
আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। ৩৮ তখন তিনি
নৌকার পশ্চাদভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; আর তাঁহা-
রা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে
না যে, আমরা মারা পড়িলাম? ৩৯ তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতা-
সকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহা-
তে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল।
৪০ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এরূপ ভীরু হও
কেন? এ কেমন, তোমাদের বিশ্বাস নাই?
৪১ তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন,
ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহাঁর আজ্ঞা মানে?

৫ পরে তাঁহারা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে উপস্থিত
হইলেন। ২ তিনি নৌকা হইতে বাহির হইলে তৎক্ষনাৎ এক ব্য-
ক্তি কবরস্থান হইতে তাঁহার সম্মুখে আসিল, তাহাকে অশুচী আত্মায়
পাইয়াছিল। ৩ সে কবর মধ্যে বাস করিত, এবং কেহ তাহাকে শিকল
দিয়াও আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না।
৪ কেননা লোকে বার বার তাহাকে বেড়ী ও শিকল দিয়া বাঁধিত,
কিন্তু সে শিকল ছিঁড়িয়া ফেলিত, এবং বেড়ী ভাঙ্গীয়া খন্ডবিখন্ড
করিত; কেহ তাহাকে বস করিতে পারিত না। ৫ আর সে রাত দিন
সর্ব্বদা কবরে ও পর্ব্বতে থাকিয়া চীৎকার করিত, এবং পাথর দিয়া
আপনি আপনাকে কাটিত। ৬ সে দূর হইতে যীশুকে দেখিয়া দৌড়িয়া
আসিল, তাঁহাকে প্রনাম করিল, ৭ এবং উচ্চরবে চেঁচাইয়া কহিল, হে
যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্য দিতেছি, আমাকে যাতনা দিবেন না।
৮ কেননা তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে অশুচী আত্মা, এই ব্যক্তি
হইতে বাহির হও। ৯ তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম
কি? সে উত্তর করিল, আমার নাম বাহিনী, কারণ আমরা অনেকগু-
লি আছি। ১০ পরে সে বিস্তর বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে
সেই অঞ্চল হইতে পাঠাইয়া না দেন। ১১ সেই স্থানে পর্ব্বতের পার্শ্বে
এক বৃহৎ শুকরপাল চরিতেছিল। ১২ আর তাহারা বিনতি করিয়া
কহিল, ঐ শুকরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়া
দিউন। ১৩ তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই অশুচী
আত্মারা বাহির হইয়া শুকরদের মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহাতে সেই
শুকরপাল, কমবেশ দুই হাজার শুকর, মহাবেগে দৌড়িয়া ঢালু পাড়
দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল, এবং সমুদ্রে ডুবিয়া মরিল। ১৪ তখন যাহা-
রা সেগুলিকে চরাইতেছিল, তাহারা পলায়ন করিয়া নগরে ও পল্লী-
তে পল্লীতে গিয়া সংবাদ দিল। তখন কি ঘটিয়াছে, দেখিবার জন্য
লোকেরা আসিল; ১৫ এবং যীশুর নিকটে আসিয়া দেখে, সেই ভূতগ্র-
স্থ ব্যক্তি, যাহাকে বাহিনী-ভূতে পাইয়াছিল, সে কাপড় পরিয়া সুবোধ
হইয়া বসিয়া আছে; তাহাতে তাহারা ভয় পাইল। ১৬ আর ঐ ভূতগ্রস্থ
লোকটীর ও শুকরপালের ঘটনা যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা তাহা-
দিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। ১৭ তখন তাহারা আপনাদের সীমা হইতে
প্রস্থান করিতে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল। ১৮ পরে তিনি নৌকায়
উঠিতেছেন, এমন সময়ে যে ব্যক্তিকে ভূত পাইয়াছিল, সে তাঁহাকে
বিনতি করিল, যেন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে। ১৯ কিন্তু তিনি তাহা-
কে অনুমতি দিলেন না, বরং কহিলেন, তুমি বাটীতে তোমার আত্মী-
য়গণের নিকটে চলিয়া যাও, এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কা-
র্য্য করিয়াছেন, ও তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগ-
কে জ্ঞাত কর। ২০ তখন সে প্রস্থান করিয়া, যীশু তাহার জন্য যে যে
মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা দিকাপলিতে প্রচার করিতে লাগিল;
তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। যীশু একটী স্ত্রীলোককে সুস্থ
করেন, ও একটী মৃত বালিকাকে জীবন দেন। ২১ পরে যীশু নৌকায়
পুনরায় পার হইয়া আসিলে তাঁহার নিকটে বিস্তর লোকের সমাগম
হইল; তখন তিনি সমুদ্র-তীরে ছিলেন। ২২ আর সমাজের অধ্যক্ষদের
মধ্যে যায়ীর নামে এক জন আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে
পড়িলেন, ২৩ এবং অনেক বিনতি করিয়া কহিলেন, আমার মেয়েটী
মারা যায়, আপনি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করুন, যেন সে সু-
স্থ হইয়া বাঁচে। ২৪ তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে চলিলেন; এবং অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, ও তাঁহার উপরে চাপাচাপি করি-
য়া পড়িতে লাগিল। ২৫ আর একটী স্ত্রীলোক বারো বৎসর অবধি প্র-
দর রোগগ্রস্থ হইয়াছিল, ২৬ অনেক চিকিৎসকের দ্বারা বিস্তর ক্লেশ
ভোগ করিয়াছিল, এবং সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু উপশম পায় নাই,
বরং আরও পীড়িত হইয়াছিল। ২৭ সে যীশুর বিষয় শুনিয়া ভিড়ের
মধ্যে তাঁহার পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিল। ২৮ কেন-
না সে কহিল, আমি যদি কেবল উহার বস্ত্র স্পর্শ করিতে পাই, তবেই
সুস্থ হইব। ২৯ আর তৎক্ষনাৎ তাহার রক্তস্রোত শুকাইয়া গেল; আর
আপনি যে ঐ রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শরীরে টের পাইল।
৩০ যীশু তৎক্ষনাৎ অন্তরে জানিতে পাইলেন যে, তাঁহা হইতে শক্তি বা-
হির হইয়াছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কে আমার
বস্ত্র স্পর্শ করিল? ৩১ তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, আপনি দেখিতেছেন,
লোকেরা আপনার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতেছে, তবু বলিতে-
ছেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? ৩২ কিন্তু কে ইহা করিয়াছিল, তাহা-
কে দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে দৃষ্টি করিলেন। ৩৩ তাহাতে সেই
স্ত্রীলোকটী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, তাহার প্রতি কি করা হইয়াছে
জানাতে, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রণিপাত করিল, আর সমস্ত সত্য
বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল। ৩৪ তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তো-
মার রোগ হইতে মুক্ত থাক। ৩৫ তিনি এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে
সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষের বাটী হইতে লোক আসিয়া কহিল, আপনার
কন্যার মৃত্যু হইয়াছে গুরুকে আর কেন আর কষ্ট দিতেছেন? ৩৬ কিন্তু
যীশু সে কথা শুনিতে পাইয়া সমাজ-গৃহের অধ্যক্ষকে কহিলেন, ভয়
করিও না, কেবল বিশ্বাস কর। ৩৭ আর পিতর, যাকোব এবং যাকো-
বের ভাই যোহন, এই তিন জন ছাড়া তিনি আর কাহাকেও আপনার
সঙ্গে যাইতে দিলেন না। ৩৮ পরে তাঁহারা সমাজের অধ্যক্ষের বাটীতে
আসিলেন, আর তিনি দেখিলেন, কোলাহল হইতেছে, লোকেরা
অতিশয় রোদন ও বিলাপ করিতেছে। ৩৯ তিনি ভিতরে গিয়া তাহাদি-
গকে কহিলেন, তোমরা কোলাহল ও রোদন করিতেছ কেন? বালি-
কাটী মরে নাই, ঘুমাইয়া রহিয়াছে।
৪০ ইহাতে তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল; কিন্তু তিনি সকলকে বা-
হির করিয়া দিয়া, বালিকার পিতামাতাকে এবং আপন সঙ্গীদিগকে
লইয়া, যেখানে বালিকাটী ছিল, সেইখানে প্রবেশ করিলেন।
৪১ পরে তিনি বালিকার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, টালিথা কু-
মী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, বালিকে, তোমাকে বলিতেছি,
উঠ।
৪২ তাহাতে বালিকাটী তৎক্ষনাৎ উঠিয়া বেড়াইতে লাগিল, কেননা
তাহার বয়স বারো বৎসর ছিল। ইহাতে তাহারা বড়ই বিস্ময়ে একবা-
রে চমৎকৃত হইল।
৪৩ পরে তিনি তাহাদিগকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন, যেন কেহ ইহা
জানিতে না পায়, আর কন্যাটীকে কিছু আহার দিতে আজ্ঞা করি-
লেন।

যীশুর স্বদেশীয়েরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করে।

৬ পরে তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপন দেশে আসিলেন,
এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ২ বিশ্রাম-
বার উপস্থিত হইলে তিনি সমাজ-গৃহে উপদেশ দিতে লাগিলেন; তা-
হাতে অনেক লোক তাহার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার
এ সকল কোথা হইতে হইয়াছে? ইহাকে যে দত্ত হইয়াছে, এবং ইহার
হস্ত দ্বারা যে এরূপ পরাক্রম-কার্য্য সকল সম্পন্ন হয়, এই বা কি? ৩ এ
সকল কি সেই সূত্রধর, মরিয়মের সেই পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যি-
হূদা ও শিমোনের ভাই নয়? এবং ইহার ভগিনীরা কি এখানে আমা-
দের মধ্যে নাই? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল।
৪ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আত্মীয় স্ব-
জন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত
হন না। ৫ তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে পা-
রিলেন না, কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্থ লোকের উপরে হস্তার্পণ
করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ৬ আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস
প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে ভ্রমণ
করিয়া উপদেশ দিলেন। শিষ্যদের প্রচারে প্রেরণ। যোহন বাপ্তাইজ-

কের হত্যা ৭ আর তিনি সেই বারো জনকে ডাকিয়া দুই দুই জন করি-
য়া তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে
অশুচী আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দান করিলেন; ৮ আর আজ্ঞা করি-
লেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক এক যষ্টি ব্যতিরেকে আর কিছুই
লইও না, রুটীও না, ঝুলিও না, গেজিয়ায় পয়সাও না; ৯ কিন্তু পায়ে
পাদুকা দেও, আর দুইটা আঙরাখা পরিও না। ১০ তিনি তাঁহাদিগকে
আরও কহিলেন, তোমরা যে কোন স্থানে যে বাটীতে প্রবেশ করিবে,
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করা পর্য্যন্ত সেই বাটীতেই থাকিও। ১১ আর
যে কোন স্থানের লোকে তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, এবং তোমাদের
কথাও না শুনে, তথা হইতে প্রস্থান করিবার সময় তাহাদের উদ্দ্যেশে
সাক্ষ্যের জন্য আপন আপন পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও। ১২ পরে
তাঁহারা প্রস্থান করিয়া এই কথা প্রচার করিলেন যে, লোকেরা মন
ফিরাউক। ১৩ আর তাঁহারা অনেক ভূত ছাড়াইলেন, ও অনেক পী-
ড়িত লোককে তৈল মাখাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ১৪ আর হে-
রোদ রাজা তাঁহার কথা শুনিতে পাইলেন, কেননা তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ
হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যোহন বাপ্তাইজক মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরাক্রম সকল তাঁহাতে কার্য্য সা-
ধন করিতেছে। ১৫ কিন্তু কেহ কেহ বলিল, উনি এলিয়; এবং কেহ
কেহ বলিল, উনি একজন ভাববাদী, ভাববাদীদের মধ্যে কোন এক-
জনের সদৃশ। ১৬ কিন্তু হেরোদ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি
যে যোহনের মস্তক ছেদন করিয়াছি, তিনি উঠিয়াছেন। ১৭ কারণ হে-
রোদ আপন ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার নিমিত্ত আপনি লোক
পাঠাইয়া যোহনকে ধরিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, কেননা তি-
নি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৮ কারণ যোহন হেরোদকে বলি-
য়াছিলেন, ভাইয়ের স্ত্রীকে রাখা আপনার বিধেয় নয়। ১৯ আর হেরো-
দিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চাহিতেছিল, কি-
ন্তু পারিয়া উঠে নাই। ২০ কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্ম্মিক ও পবিত্র
লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর তাঁহার
কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং তাঁহার কথা শুনিতে
ভাল বাসিতেন। ২১ পরে এক সুবিধার দিন উপস্থিত হইল, যখন হে-
রোদ আপনার জন্মদিনে আপন মহৎ লোকদের, সেনাপতিগণের
এবং গালীলের প্রধান লোকদের নিমিত্ত এক রাত্রিভোজ প্রস্তুত
করিলেন; ২২ আর হেরোদিয়ার কন্যা ভিতরে আসিয়া ও নাচিয়া হে-
রোদ এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের
সন্তোষ জন্মাইল। তাহাতে রাজা সেই কন্যাকে কহিলেন, তোমার যা-
হা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দিব। ২৩ আর তিনি
শপথ করিয়া তাহাকে কহিলেন, অর্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্ত হউক, আমার
কাছে যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব। ২৪ তাহাতে সে বাহিরে গি-
য়া আপন মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাহিব? সে বলিল, যোহন
বাপ্তাইজকের মস্তক। ২৫ সে তৎক্ষনাৎ সত্বর রাজার নিকটে আসিয়া
তাহা চাহিল, বলিল, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি এখনই যোহন বা-
প্তাইজকের মস্তক থালায় করিয়া আমাকে দিউন। ২৬ তখন রাজা
অতিশয় দুঃখিত হইলেও আপন শপথ হেতু, এবং যাহারা ভোজে
বসিয়াছিল, তাহাদের ভয়ে, তাহাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন না।
২৭ আর রাজা তৎক্ষনাৎ এক জন সেনাকে পাঠাইয়া যোহনের মস্তক
আনিতে আজ্ঞা করিলেন; সে কারাগারে গিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন
করিল, ২৮ পরে তাঁহার মস্তক থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে
দিল, এবং কন্যা আপন মাতাকে দিল। ২৯ এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার
শিষ্যগণ আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া কবরে রাখিল। প্রভু যীশুর
আরও কতকগুলি অলৌকিক কার্য্য। যীশু পাঁচ হাজার লোককে
আশ্চর্য্যরূপে আহার দেন, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যান।
৩০ পরে প্রেরিতেরা যীশুর নিকটে আসিয়া একত্র হইলেন; আর তাঁহা-
রা যাহা কিছু করিয়াছিলেন, ও যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই
সমস্তই তাঁহাকে জানাইলেন। ৩১ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কিছু কাল বিশ্রাম কর। কারণ
অনেক লোক আসা যাওয়া করিতেছিল, তাই তাঁহাদের আহার করি-
বারও অবকাশ ছিল না। ৩২ পরে তাঁহারা নৌকাযোগে বিরলে এক
নির্জ্জন স্থানে যাত্রা করিলেন। ৩৩ কিন্তু লোকে তাঁহাদিগকে যাইতে
দেখিল, এবং অনেকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিল, তাই সকল নগর
হইতে পদব্রজে সেখানে দৌড়িয়া তাঁহাদের অগ্রে গেল। ৩৪ তখন যীশু
বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন,
কেননা তাহারা পালক-বিহীন মেষপালের ন্যায় ছিল; আর তিনি তা-
হাদিগকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৩৫ পরে দিবা প্রায়
অবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এ
নির্জ্জন স্থান, এবং দিবাও অবসান-প্রায়; ৩৬ ইহাদিগকে বিদায়
করুন, যেন ইহারা চরিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া
আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পারে। ৩৭ কিন্তু তিনি উত্তর
করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও।
তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটী কিনিয়া লই-
য়া উহাদিগকে খাইতে দিব? ৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমা-
দের কাছে কয়খানা রুটী আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহি-
লেন, পাঁচখানি রুটী এবং দুইটী মাছ আছে। ৩৯ তখন তিনি সকলকে
সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।
৪০ তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি
বসিয়া গেল।
৪১ পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে
উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সেই রুটী কয়খানি ভাঙ্গি-
য়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন;
আর সেই দুইটী মাছও সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন।
৪২ তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল।
৪৩ পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তু-
লিয়া লইলেন।
৪৪ যাহারা সেই রুটী ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পু-
রুষ।
৪৫ পরে তিনি তৎক্ষনাৎ শিষ্যদিগকে দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন,
যেন তাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁহার অগ্রে পরপারে বৈৎসৈদার দিকে
যান, আর ইতিমধ্যে তিনি লোকদিগকে বিদায় দেন।
৪৬ লোকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি প্রার্থনা করিবার জন্য পর্ব্বতে
চলিয়া গেলেন।
৪৭ যখন সন্ধ্যা হইল, তখন নৌকাখানি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল,
এবং তিনি একাকী স্থলে ছিলেন।
৪৮ পরে সম্মুখে বাতাস প্রযুক্ত তাঁহারা নৌকা বাহিতে বাহিতে কষ্ট
পাইতেছেন দেখিয়া, তিনি প্রায় চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে সমুদ্রের উপর
দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া যাই-
তে উদ্যত হইলেন।
৪৯ কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহাকে হাঁটিতে দেখিয়া তাঁহারা মনে
করিলেন, অপচ্ছায়া, আর চেঁচাইয়া উঠিলেন, ৫০ কারণ সকলেই তাঁ-
হাকে দেখিয়াছিলেন ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষনাৎ
তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেন, সাহস কর, এ
আমি, ভয় করিও না। ৫১ পরে তিনি তাঁহাদের নিকটে নৌকায় উঠি-
লেন, আর বাতাস থামিয়া গেল; তাহাতে তাঁহারা মনে মনে যার পর
নাই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। ৫২ কেননা রুটীর বিষয় তাঁহারা বুঝিতে
পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।
পরে তাঁহারা পার হইয়া স্থলে, ৫৩ গিনেষরৎ প্রদেশে আসিয়া নৌকা
লাগাইলেন। ৫৪ আর নৌকা হইতে বাহির হইলে লোকেরা ৫৫ তৎক্ষ-
নাৎ তাঁহাকে চিনিয়া সমুদয় অঞ্চলে চারিদিকে দৌড়িতে লাগিল,
আর পীড়িত লোকদিগকে খাটের উপরে করিয়া, তিনি যে কোন স্থা-
নে আছেন শুনিতে পাইল, সেই স্থানে আনিতে লাগিল। ৫৬ আর গ্রা-

মে, কি নগরে, কি পল্লীতে, যে কোন স্থানে তিনি প্রবেশ করিলেন,
সেই স্থানে তাহারা পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইল; এবং তাঁহাকে বি-
নতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়,
আর যত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল।

অশুচীতা- বিষয়ক উপদেশ।

৭ আর ফরীশীরা ও কয়েক জন অধ্যাপক যিরুশালেম হইতে
আসিয়া তাঁহার নিকটে একত্র হইল। ২ তাহারা দেখিল যে, তাঁ-
হার কয়েক জন শিষ্য অশুচী অর্থাৎ অধৌত হস্তে আহার করিতেছে।
৩ – ফরীশীগণ ও যিহূদীরা সকলে প্রাচীনদের পরম্পরাগত বিধি মা-
ন্য করায় ভাল করিয়া হাত না ধুইয়া আহার করে না।
৪ আর বাজার হইতে আসিলে তাহারা স্নান না করিয়া আহার করে
না; এবং তাহারা আরও অনেক বিষয় মানিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া-
ছে, যথা, ঘটী, ঘড়া ও পিত্তলের নানা পাত্র ধৌত করা।- ৫ পরে ফরী-
শীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিষ্যেরা প্রা-
চীনদের পরম্পরাগত বিধি অনুসারে চলে না, কিন্তু অশুচী হস্তে
আহার করে, ইহার কারণ কি? ৬ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কপটী-
রা, যিশাইয় তামদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববানী বলিয়াছিলেন, যেমন
লেখা আছে, “এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সম্মান করে, কিন্তু
ইহাদের অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে। ৭ ইহারা অনর্থক আমার
আরাধনা করে, মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।”
৮ তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যদের পরম্পরাগত
বিধি ধরিয়া রহিয়াছ। ৯ তিনি তাহাদিগকে আরও কহিলেন, তোমা-
দের পরম্পরাগত বিধি পালনের নিমিত্ত তোমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা বি-
লক্ষণ অমান্য করিতেছ। ১০ কেননা মোশি বলিয়াছেন, “তুমি আপন
পিতাকে ও আপন মাতাকে সমাদর কর,” আর “যে কেহ পিতার কি
মাতার নিন্দা করে, সে তাহার প্রাণদন্ড হউক।” ১১ কিন্তু তোমরা
বলিয়া থাক, মনুষ্য যদি পিতাকে কিম্বা মাতাকে বলে, ‘আমা হইতে
যাহা দিয়া তোমার উপকার হইতে পারিত, তাহা কর্ব্বান্, অর্থাৎ ঈশ্ব-
রকে দত্ত হইয়াছে,’ ১২ তোমরা তাহাকে পিতার কি মাতার জন্য আর
কিছুই করিতে দেও না। ১৩ এইরূপে তোমাদের সমর্পিত পরম্পরাগত
বিধি দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিস্ফল করিতেছ; আর এই প্রকার
অনেক ক্রিয়া করিয়া থাক। ১৪ পরে তিনি লোকসমূহকে পুনরায় কা-
ছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে আমার কথা শুন ও বুঝ।
১৫ মনুষ্যের বাহিরে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহার ভিতরে গিয়া তাহা-
কে অশুচী করিতে পারে; ১৬ কিন্তু যাহা যাহা মনুষ্য হইতে বাহির হয়,
সেই সকলই মনুষ্যকে অশুচী করে। ১৭ পরে তিনি লোকসমূহের নি-
কট হইতে গৃহমধ্যে আসিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে দৃষ্টান্তটীর ভাব
জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও কি
এমন অবোধ? তোমরা কি বুঝ না যে, যাহা কিছু বাহির হইতে মনু-
ষ্যের ভিতরে যায়, তাহা তাহাকে অশুচী করিতে পারে না? ১৯ তাহা ত
তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না, কিন্তু উদরে প্রবেশ করে, এবং বহিঃ-
স্থানে গিয়া পড়ে। এ কথায় তিনি সমস্ত খাদ্য দ্রব্যকে শুচী বলিলেন।
২০ তিনি আরও কহিলেন, মনুষ্য হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্য-
কে অশুচী করে। ২১ কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হই-
তে, কুচিন্তা বাহির হয়- ২২ বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার,
লোভ, দুষ্টতা, ছল, লম্পটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান, ও মুর্খতা;
২৩ এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে
অশুচী করে। প্রভু যীশুর আরও কয়েকটী অলৌকিক কার্য্য। যীশু
একটী ভূতগ্রস্থ বালিকাকে সুস্থ করেন, এবং চারি হাজার লোককে
আশ্চর্য্যরূপে আহার দেন। তদ্বিষয়ে শিক্ষা। ২৪ পরে তিনি উঠিয়া সে
স্থান হইতে সোর ও সিদোন অঞ্চলে গমন করিলেন। আর তিনি এক
বাটীতে প্রবেশ করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, যেন কেহ জানিতে না পা-
রে; কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। ২৫ কারণ তখনই একটী স্ত্রী-
লোক, যাহার একটী মেয়ে ছিল, আর সেটীকে অশুচী আত্মায় পাই-
য়াছিল, তাঁহার বিষয় শুনিতে পাইয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল।
২৬ স্ত্রীলোকটী গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি করি-
তে লাগিল, যেন তিনি তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। ২৭ তিনি
তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের
খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। ২৮ কিন্তু স্ত্রী-
লোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ প্রভু, আর কুকুরেরাও মে-
জের নীচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। ২৯ তখন তিনি তাহাকে
বলিলেন, এই বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার কন্যার ভূত ছাড়িয়া
গিয়াছে। ৩০ পরে সে গৃহে গিয়া দেখিতে পাইল, কন্যাটী শয্যায় শুইয়া
আছে, এবং ভূত বাহির হইয়া গিয়াছে। ৩১ পরে তিনি সোর অঞ্চল
হইতে বাহির হইলেন এবং সিদোন হইয়া দিকাপলি অঞ্চলের মধ্য
দিয়া গালীল- সাগরের নিকটে আসিলেন। ৩২ তখন লোকেরা এক-
জন বধির তোৎলাকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাঁহাকে তাহার উপরে
হস্তার্পণ করিতে বিনতি করিল। ৩৩ তিনি তাহাকে ভিড়ের মধ্য হইতে
বিরলে এক পার্শ্বে আনিয়া তাহার দুই কর্ণে আপন অঙ্গুলী দিলেন,
থুথু ফেলিলেন, ও তাহার জিহ্বা স্পর্শ করিলেন। ৩৪ আর তিনি স্বর্গে-
র দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া তাহাকে কহিলেন, ইপ্-
ফাথা, অর্থাৎ খুইয়া যাউক। ৩৫ তাহাতে তাহার কর্ণ খুলিয়া গেল, জি-
হ্বার বন্ধন মুক্ত হইল, আর সে স্পষ্ট কথা কহিতে লাগিল। ৩৬ পরে
তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এই কথা কাহাকেও
বলিও না; কিন্তু তিনি যত বারণ করিলেন, ততই তাহারা আরও
অধিক প্রচার করিল। ৩৭ আর তাহার যার পর নাই চমৎকৃত হইল,
বলিল, ইনি সকলই উত্তমরূপে করিয়াছেন, ইনি বধিরদিগকে শুনি-
বার শক্তি এবং বোবাদিগকে কথা কহিবার শক্তি দান করেন।
৮ সেই সময়ে যখন আবার লোকের ভিড় হইল, আর তাহাদের
কাছে কিছু খাবার ছিল না, তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে নি-
কটে ডাকিয়া কহিলেন, ২ এই লোকসমূহের প্রতি আমার করুনা হই-
তেছে; কেননা ইহারা আজ তিন দিবস আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে,
এবং ইহাদের নিকটে খাবার কিছুই নাই। ৩ আর আমি যদি ইহাদিগ-
কে অনাহারে গৃহে বিদায় করি, তবে ইহারা পথে মূর্চ্ছা পড়িবে;
আবার ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে আসিয়াছে।
৪ তাঁহার শিষ্যেরা উত্তর করিলেন, এখানে প্রান্তরের মধ্যে কে কো-
থা হইতে রুটী দিয়া এ সকল লোককে তৃপ্ত করিতে পারিবে? ৫ তিনি
তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটী
আছে? তাহারা কহিলেন সাতখানা। ৬ পরে তিনি লোকদিগকে ভূমি-
তে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, এবং সেই সাতখানি রুটী লইয়া ধন্যবা-
দপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে
লাগিলেন; আর তাঁহারা লোকদের সম্মুখে রাখিলেন। ৭ তাঁহাদের নি-
কটে কয়েকটী ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া সে-
গুলিও লোকদের সম্মুখে রাখিতে বলিলেন। ৮ তাহাতে লোকেরা
আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সাত ঝুড়ি
তুলিয়া লইলেন। ৯ লোক ছিল কমবেশ চারি হাজার; পরে তিনি তা-
হাদিগকে বিদায় করিলেন। ১০ আর তখনই তিনি শিষ্যগণের সহিত
নৌকায় উঠিয়া দলমনুথা প্রদেশে আসিলেন। ১১ পরে ফরীশীরা বাহি-
রে আসিয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল, পরীক্ষাভাবে
তাঁহার নিকটে আকাশ হইতে এক চিহ্ন দেখিতে চাহিল। ১২ তখন তি-
নি আত্মায় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, এই কালের লোকেরা কেন
চিহ্নের অন্বেষণ করে? আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই লো-
কদিগকে কোন চিহ্ন দেখান যাইবে না। ১৩ পরে তিনি তাহাদিগকে
ছাড়িয়া আবার নৌকায় উঠিয়া অন্য পারে গেলেন। ১৪ আর শিষ্যগণ
রুটী লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, নৌকায় তাঁহাদের কাছে কেবল
একখানি ব্যতীত আর রুটী ছিল না। ১৫ পরে তিনি তাহাদিগকে

আজ্ঞা করিলেন, সাবধান, তোমরা ফরীশীদের তাড়ীর বিষয়ে ও হে-
রোদের তাড়ীর বিষয়ে সাবধান থাকিও। ১৬ তাহাতে তাঁহারা পরস্পর
তর্ক করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমাদের কাছে ত রুটী নাই। ১৭ তাহা
বুঝিয়া যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন
তর্ক করিতেছ? তোমরা কি এখনও কিছু জানিতে পারিতেছ না?
তোমাদের অন্তঃকরণ কি কঠিন হইয়া রহিয়াছে? ১৮ চক্ষু থাকিতে
দেখিতে পাও না? কর্ণ থাকিতে শুনিতে পাও না? আর মনেও কি
পড়ে না? ১৯ আমি যখন পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটী
ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন তোমরা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা কত ডালা তু-
লিয়া লইয়াছিলে? তাহারা কহিলেন, বারো ডালা। ২০ আর যখন চারি
হাজার লোকের মধ্যে সাতখানা রুটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, তখন গুঁ-
ড়াগাঁড়ায় ভরা কত ঝুড়ি তুলিয়া লইয়াছিলে? ২১ তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কি এখনও বুঝিতে পারিতেছ না? যীশু একজন
অন্ধকে দৃষ্টি দেন। ২২ পরে তাঁহারা বৈৎসৈদাতে আসিলেন; আর লো-
কেরা এক জন অন্ধকে তাঁহার নিকটে আনিয়া তাঁহাকে বিনতি
করিল, যেন তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করেন। ২৩ তখন তিনি সেই অন্ধের
হাত ধরিয়া তাহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন; পরে তাহার চক্ষু-
তে থুথু দিয়া ও তাহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, কিছু দেখিতে পাইতেছ? ২৪ সে চক্ষু তুলিয়া চাহিল ও
বলিল, মানুষ দেখিতেছি, গাছের মতন দেখিতেছি, বেড়াইতেছে।
২৫ তখন তিনি তাহার চক্ষুর উপরে আবার হস্তার্পণ করিলেন, তাহাতে
সে স্থির দৃষ্টি করিল, ও সুস্থ হইল, স্পষ্টরূপে সকলই দেখিতে পাইল।
২৬ পরে তিনি তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, এই
গ্রামে প্রবেশ করিও না। যীশু আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে ভবি-
ষ্যদ্বাক্য বলেন। ২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্থান করিয়া কৈস-
রিয়া- ফিলিপী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন। আর পথিমধ্যে তিনি
আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে, এ বিষয়ে লোকে
কি বলে? ২৮ তাঁহারা তাঁহাকে কহিলেন, অনেকে বলে, আপনি যোহন
বাপ্তাইজক; আর কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ কেহ
বলে, আপনি ভাববাদীগণের মধ্যে এক জন। ২৯ তিনি তাহাদিগকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে? পিতর উত্তর
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট। ৩০ তখন তিনি তাঁহার
কথা কাহাকেও বলিতে তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন।
৩১ পরে তিনি তাঁহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যে, মনু-
ষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গ, প্রধান
যাজক ও অধ্যাপকগণ কর্তৃক অগ্রাহ্য হইতে হইবে, হত হইতে হইবে,
আর তিন দিন পরে আবার উঠিতে হইবে। ৩২ এই কথা তিনি স্পষ্টরূ-
পেই কহিলেন। তাহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করি-
তে লাগিলেন। ৩৩ কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া আপন শিষ্যগণের প্রতি
দৃষ্টি করিয়া পিতরকে অনুযোগ করিলেন, বলিলেন, আমার সম্মুখ
হইতে দূর হও, শয়তান; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা
মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ। ৩৪ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের
সহিত লোকসমূহকেও ডাকিয়া কহিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ
আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তু-
লিয়া লউক এবং আমার পশ্চাদগামী হউক। ৩৫ কেননা যে কেহ
আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যে
কেহ আমার এবং সুসমাচারের নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা
রক্ষা করিবে। ৩৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন
প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? ৩৭ কিম্বা মনুষ্য আপন প্রা-
নের পরিবর্তে কি দিতে পারে? ৩৮ কেননা যে কেহ এই কালের ব্যভি-
চারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার
বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র তাহাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন,
যখন তিনি পবিত্র দূতগণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসি-
বেন।

৯ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে
কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না, যে
পর্য্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সহিত আসিতে না দেখে। যীশুর রূ-
পান্তর। ২ ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে
সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন, আর তিনি তাঁ-
হাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন। ৩ আর তাঁহার বস্ত্র উজ্জ্বল,
এবং অতিশয় শুভ্রবর্ণ হইল, পৃথিবীস্থ কোন রজক সেইরূপ শুভ্রবর্ণ
করিতে পারে না।

৪ আর এলিয় ও মোশি তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন; তাঁহারা যীশুর
সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ৫ তখন পিতর যীশুকে কহি-
লেন, রব্বি, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটী কুটীর নি-
র্ম্মাণ করি, একটী আপনার জন্য, একটী মোশির জন্য, এবং একটী
এলিয়ের জন্য। ৬ কারণ কি বলিতে হইবে, তাহা তিনি বুঝিলেন না,
কেননা তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। ৭ পরে একখানি মেঘ উপ-
স্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; আর সেই মেঘ হইতে এই বাণী
হইল, 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁর কথা শুন।' ৮ পরে হঠাৎ তাঁহারা
চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, দেখি-
লেন, কেবল একা যীশু তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। ৯ পর্ব্বত হইতে
নামিবার সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে দৃঢ় আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, তোমরা
যাহা যাহা দেখিলে, তাহা কাহাকেও বলিও না, যাবৎ মৃতগণের মধ্য
হইতে মনুষ্যপুত্রের উত্থান না হয়। ১০ তখন মৃতগণের মধ্য হইতে
উত্থান কি, তাঁহারা এই বিষয় পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতঃ সেই
কথা আপনাদের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ১১ পরে তাঁহারা তাঁহাকে জি-
জ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন, অধ্যাপকেরা ত বলেন, প্রথমে এলিয়কে
আসিতে হইবে। ১২ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এলিয় প্রথমে আসি-
য়া সকল বিষয়ের সুধারা পুনঃস্থাপন করিবেন বটে; আর মনুষ্যপু-
ত্রের বিষয়ে কিরূপেই বা লেখা রহিয়াছে যে, তাঁহাকে অনেক দুঃখ
পাইতে ও অবজ্ঞাত হইতে হইবে? ১৩ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, এলিয়ের বিষয়ে যেরূপ লেখা আছে, তদনুসারে তিনি আসি-
য়া গিয়াছেন, এবং লোকেরা তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়া-
ছে। যীশুর বিবিধ কর্ম্ম ও শিক্ষা। ১৪ পরে তাঁহারা শিষ্যগণের নিকটে
আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের চরিদিকে অনেক লোক, আর অধ্যাপ-
কেরা তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করিতেছে। ১৫ তাঁহাকে দেখিবামাত্র
সমস্ত লোক অতিশয় চমৎকৃত হইল, ও তাঁহার নিকটে দৌড়িয়া গিয়া
তাঁহাকে মঙ্গলবাদ করিল। ১৬ তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
ইহাদের সঙ্গে তোমরা কোন্ বিষয়ে বাদানুবাদ করিতেছ? ১৭ তাহাতে
লোকদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল, হে গুরু, আমার পুত্রটীকে
আপনার কাছে আনিয়াছিলাম তাহাকে বোবা আত্মায় পাইয়াছে;
১৮ আর সেটী তাহাকে যেখানে ধরে, সেইখানে আছাড় মারে, আর
তাহার মুখে ফেনা উঠে, এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর কাট হই-
য়া যায়; আমি আপনার শিষ্যদিগকে তাহা ছাড়াইতে বলিয়াছিলাম,
কিন্তু তাঁহারা পারিলেন না। ১৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, হে অবিশ্বাসী বংশ, আমি কত কাল তোমাদের নিকটে থাকিব?
কত কাল তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব? উহাকে আমার নিকটে
আন। ২০ তাহারা তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিল; তাঁহাকে দেখিবামা-
ত্র সেই আত্মা তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া ধরিল, আর সে ভূমিতে
পড়িয়া ফেনা ভাঙ্গিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ২১ তখন তিনি তাহার
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কত দিন এমন হইয়াছে? ২২ সে
কহিল, ছেলে বেলা থেকে; আর সেই আত্মা ইহাকে বিনাশ করিবার
নিমিত্ত অনেক বার আগুনে ও অনেক বার জলে ফেলিয়া দিয়াছে;
কিন্তু আপনি যদি কিছু করিতে পারেন, তবে আমাদের প্রতি দয়া
করিয়া উপকার করুন। ২৩ যীশু তাহাকে কহিলেন, যদি পারেন! যে
বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে সকলই সাধ্য। ২৪ অমনি সেই বালকের পি-

তা চেঁচাইয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস করিতেছি,
আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন। ২৫ পরে লোকেরা একসঙ্গে দৌ-
ড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া যীশু সেই অশুচী আত্মাকে ধমকাইয়া
কহিলেন, হে বধির গোঁগা আত্মা, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি,
ইহা হইতে বাহির হও, আর কখনও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিও না।
২৬ তখন সে চেঁচাইয়া তাহাকে অতিশয় মুচড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়া
গেল; তাহাতে বালকটী মরার মতন হইয়া পড়িল, এমন কি অধি-
কাংশ লোক বলিল, সে মরিয়া গিয়াছে। ২৭ কিন্তু যীশু তাহার হাত
ধরিয়া তাহাকে তুলিলে সে উঠিল। ২৮ পরে তিনি গৃহে আসিলে তাঁহার
শিষ্যেরা বিজনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কেন সেটা ছা-
ড়াইতে পারিলাম না? ২৯ তিনি কহিলেন, প্রার্থনা ভিন্ন আর কিছুতেই
এই জাতি বাহির হয় না। যীশু দ্বিতীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়
বলেন। ৩০ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহারা গালীলের মধ্য দিয়া
গমন করিলেন, আর তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে, কেহ তাহা জানিতে
পায়। ৩১ কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন,
মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাঁহাকে বধ করি-
বে; হত হইলে পর তিনি তিন দিন পরে উঠিবেন। ৩২ কিন্তু তাঁহারা
সেই কথা বুঝিলেন না, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করি-
লেন। প্রকৃত ভাবে শ্রেষ্ঠ কে, এবং ধর্ম্ম পথে বিঘ্ন দানের ফল কি, এ
বিষয়ে শিক্ষা। ৩৩ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলেন; আর গৃহমধ্যে
উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে তোমরা
কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলে? ৩৪ তাঁহারা চুপ করিয়া রহি-
লেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়া-
ছিলেন। ৩৫ তখন তিনি বসিয়া সেই বারো জনকে ডাকিয়া কহিলেন,
কেহ যদি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকিবে ও
সকলের পরিচারক হইবে। ৩৬ পরে তিনি একটী শিশুকে লইয়া তাঁহা-
দের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে কোলে করিয়া তাঁহাদি-
গকে কহিলেন, ৩৭ যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন শিশুকে গ্র-
হণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ
করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁ-
হাকেই গ্রহণ করে। ৩৮ যোহন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আমরা এক
ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে
বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের পশ্চাদগমন করে না।
৩৯ কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ
নাই, যে আমার নামে পরাক্রম- কার্য্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা
করিতে পারে।
৪০ কারণ যে কেহ আমাদের বিপক্ষ নয়, সে আমাদের সপক্ষ।
৪১ বাস্তবিক যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া এক বাটী
জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে কোন
মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।
৪২ আর এই যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের
এক জনের বিঘ্ন জন্মায়, বরং তাহার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহা-
কে সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেও তাহার পক্ষে ভাল।
৪৩ আর তোমার হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া
ফেল;
৪৪ দুই হস্ত লইয়া নরকে, সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিতে, যাওয়া অপেক্ষা,
বরং নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।
৪৫ আর তোমার চরণ যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া
ফেল; দুই চরণ লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খোঁড়া
হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।
৪৬ আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উৎপাটন
করিয়া ফেল;
৪৭ দুই চক্ষু লইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হই-
য়া ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তোমার ভাল;
৪৮ নরকে ত লোকদের কীট মরে না, এবং অগ্নি নির্ব্বান হয় না।
৪৯ বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে অগ্নিরূপ লবণে লবণাক্ত করা যাইবে,
এবং প্রত্যেক বলিকে লবণে লবণাক্ত করা যাইবে। ৫০ লবণ ভাল,
কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব হারায়, তবে তোমরা কিসে তাহা আস্বাদযুক্ত
করিবে? তোমরা আপন আপন অন্তরে লবণ রাখ, এবং পরস্পর
শান্তিতে থাক।

স্ত্রী পরিত্যাগ বিষয়ে শিক্ষা।

১০ সেই স্থান হইতে উঠিয়া তিনি যিহূদিয়ার অঞ্চলে ও যর্দ্দনের
পরপারে আসিলেন; তাহাতে তাঁহার নিকটে আবার লোক
সমাগত হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ রীতি অনুসারে আবার তাহা-
দিগকে উপদেশ দিলেন। ২ তখন ফরীশীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা-
ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, স্ত্রী পরিত্যাগ করা কি পুরুষের পক্ষে
বিধেয়? ৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মোশি তোমাদি-
গকে কি আজ্ঞা দিয়াছেন?
৪ তাহারা কহিল, ত্যাগপত্র লিখিয়া আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করি-
বার অনুমতি মোশি দিয়াছেন। ৫ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমা-
দের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া তিনি এই বিধি লিখিয়াছেন; ৬ কিন্তু
সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মান
করিয়াছেন; ৭ “এই কারণ মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া
আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ৮ আর সে দুই জন একাঙ্গ হইবে;” সুত-
রাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। ৯ অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ
করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। ১০ পরে শিষ্যেরা
গৃহে আবার সেই বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১ তিনি তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে
বিবাহ করে, সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; ১২ আর স্ত্রী যদি
আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া আর এক জনকে বিবাহ করে,
তবে সেও ব্যভিচার করে। শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা। ১৩ পরে লোকেরা
কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে
স্পর্শ করেন; তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ত্‌সনা করিলেন। ১৪ কি-
ন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন,
শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা
ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই। ১৫ আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে
কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। ১৬ পরে তিনি তাহাদি-
গকে কোলে করিলেন, ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া আশী-
র্ব্বাদ করিলেন। ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে শিক্ষা। ১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া
পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক জন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার
সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদগুরু, অনন্ত জীবনের
অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব? ১৮ যীশু তাহাকে কহিলেন,
আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? এক জন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ
নাই, তিনি ঈশ্বর। ১৯ তুমি আজ্ঞা সকল জান, “নরহত্যা করিও না,
ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, প্রবঞ্চনা
করিও না, তোমার পিতামাতাকে সমাদর করিও”। ২০ সেই ব্যক্তি তাঁ-
হাকে কহিল, হে গুরু, বাল্যকাল অবধি এই সকল পালন করিয়া
আসিতেছি। ২১ যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভাল বা-
সিলেন, এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তো-
মার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় কর, আর দরিদ্রদিগকে দান কর, তা-
হাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ এই
কথায় সে বিষন্ন হইল, দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বি-
স্তর সম্পত্তি ছিল। ২৩ তখন যীশু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন
শিষ্যদিগকে কহিলেন, যাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের
রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন দুস্কর! ২৪ তাঁহার কথায় শিষ্যেরা চমৎকৃত

হইলেন; কিন্তু যীশু পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎগণ, যাহারা
ধনে নির্ভর করে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে কেমন
দুস্কর! ২৫ ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর
ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ। ২৬ তখন তাঁহারা অতিশয় আশ্চর্য্য
মনে করিলেন, কহিলেন, তবে কাহার পরিত্রাণ হইতে পারে? ২৭ যীশু
তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মানুষের অসাধ্য বটে, কিন্তু
ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য। ২৮ তখন পিতর
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া
আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি। ২৯ যীশু বলিলেন, আমি তোমাদিগ-
কে সত্য কহিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচা-
রের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতৃগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তা-
নসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শত-
গুণ না পাইবে; ৩০ সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র, তা-
ড়নার সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পা-
ইবে। ৩১ কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে, ও যা-
হারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে। যীশু তৃতীয় বার আপন মৃত্যুর বি-
ষয়ে বলেন। ৩২ একদা তাঁহারা পথে ছিলেন, যিরূশালেম যাইতেছি-
লেন, এবং যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা
চমৎকার জ্ঞান করিলেন; আর যাঁহারা পশ্চাতে চলিতেছিলেন, তাঁহা-
রা ভয় পাইলেন। পরে তিনি আবার সেই বারো জনকে লইয়া আপ-
নার প্রতি যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন।
৩৩ তিনি বলিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি, আর মনুষ্য-
পুত্র প্রধান যাজক ও অধ্যাপকগণের হস্তে সমর্পিত হইবেন; এবং
তাহারা তাঁহার প্রাণদন্ড বিধান করিবে, এবং পরজাতীয়দের হস্তে তাঁ-
হাকে সমর্পণ করিবে। ৩৪ আর তাহারা তাঁহাকে বিদ্রুপ করিবে, তাঁহার
মুখে থুথু দিবে, তাঁহাকে কোড়া মারিবে ও বধ করিবে; আর তিন দিন
পরে তিনি আবার উঠিবেন। ঈশ্বর- রাজ্যে মহান কে, এ বিষয়ে
আরও শিক্ষা। ৩৫ পরে সিবদিয়ের দুই পুত্র, যাকোব ও যোহন, তাঁহার
নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে গুরু, আমাদের বাঞ্ছা এই, আমরা
আপনার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিব, আপনি তাহা আমাদের জন্য
করুন। ৩৬ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বাঞ্ছা কি? তোমা-
দের নিমিত্ত আমি কি করিব? ৩৭ তাঁহার কহিলেন, আমাদিগকে এই
বর দান করুন, যেন আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হইলে আমরা এক জন
আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন আপনার বাম পার্শ্বে বসিতে
পাই। ৩৮ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমার কি যাচ্ঞা করিতেছ, তা-
হা বুঝ না। আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে কি তোমরা পান করি-
তে পার, এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে কি তোম-
রা বাপ্তাইজিত হইতে পার? ৩৯ তাঁহারা বলিলেন পারি। যীশু তাঁহাদি-
গকে কহিলেন, আমি যে পাত্রে পান করি, তাহাতে তোমরা পান
করিবে; এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হই, তাহাতে তোমরাও
বাপ্তাইজিত হইবে;

৪০ কিন্তু যাহাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহাদের ভিন্ন
আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে কি বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে
আমার অধিকার নাই।

৪১ এই কথা শুইয়া অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের প্রতি রুষ্ট
হইতে লাগিলেন।

৪২ কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা জান,
জাতিগণের মধ্যে যাহারা শাসনকর্ত্তা বলিয়া গন্য, তাহারা তাহাদের
উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মহান, তাহারা তাহা-
দের উপরে কর্ত্তৃত্ব করে।

৪৩ তোমাদের মধ্যে সেরূপ নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহা-
ন্ হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হইবে।

৪৪ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে সকলের
দাস হইবে।

৪৫ কারণ বাস্তবিক মনুষ্যপুত্রও পরিচর্য্যা পাইতে আসেন নাই, কিন্তু
পরিচর্য্যা করিতে এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্য-
রূপে দিতে আসিয়াছেন। যীশু যিরূশালেমে যাত্রা করেন, ও উপদেশ
দেন। অন্ধ বরতীময়কে চক্ষুর্দ্দান।

৪৬ পরে তাঁহারা যিরীহোতে আসিলেন। আর তিনি যখন আপন শি-
ষ্যগণের ও বিস্তর লোকের সহিত যিরীহো হইতে বাহির হইয়া যাইতে-
ছেন, তখন তীময়ের পুত্র বরতীময় নামে এক জন অন্ধ ভিক্ষুক
পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল।

৪৭ সে যখন শুনিতে পাইল, তিনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচাইয়া
বলিতে লাগিল, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।

৪৮ তখন অনেক লোক চুপ চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক্ দিল; কিন্তু
সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-সন্তান, আমার
প্রতি দয়া করুন।

৪৯ তখন যীশু থামিয়া বলিলেন, উহাকে ডাক; তাহাতে লোকেরা
সেই অন্ধকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, সাহস কর, উঠ, ইউনিট তোমাকে
ডাকিতেছেন। ৫০ তখন সে আপনার কাপড় ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠি-
য়া যীশুর নিকটে গেল। ৫১ যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও?
আমি তোমার নিমিত্ত কি করিব? অন্ধ তাঁহাকে কহিল, রব্বূণী [হে
গুরু], যেন দেখিতে পাই। ৫২ যীশু তাহাকে কহিলেন, চলিয়া যাও,
তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। তখনই সে দেখিতে পাইল,
এবং পথ দিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

যীশুর যিরূশালেমে প্রবেশ

১১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন
পর্ব্বতে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামে আসিলেন, তখন তিনি
আপন শিষ্যদের মধ্যে দুই জনকে পাঠাইয়া দিলেন, ২ তাঁহাদিগকে
বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে ঐ গ্রামে যাও; তথায় প্রবেশ করিবামাত্র
একটী গর্দ্দভশাবক বাঁধা দেখিতে পাইবে, যাহার উপরে কোন মনুষ্য
কখনও বসে নাই; সেটীকে খুলিয়া আন। ৩ আর যদি কেহ তোমাদি-
গকে বলে, এ কর্ম্ম কেন করিতেছ? তবে বলিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়ো-
জন আছে; তাহাতে সে তৎক্ষনাৎ সেটীকে এখানে পাঠাইয়া দিবে।
৪ তখন তাঁহারা গিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী গর্দ্দভশাবক কোন
দ্বারের নিকটে, বাঁধা রহিয়াছে, আর তাহা খুলিতে লাগিলেন। ৫ তাহা-
তে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,
গর্দ্দভশাবকটী খুলিয়া কি করিতেছ? ৬ তাহাতে যীশু যেমন বলিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা উহাদিগকে সেই মত বলিলেন, আর উহারা তাঁহাদি-
গকে লইয়া যাইতে দিল। ৭ পরে তাঁহারা গর্দ্দভশাবকটীকে যীশুর নি-
কটে আনিয়া তাহার উপরে আপনাদের কাপড় পাতিয়া দিলেন;
আর তিনি তাহার উপরে বসিলেন। ৮ তখন অনেকে আপন আপন
বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল ও অন্যেরা ক্ষেত্র হইতে ডালপালা কাটিয়া
পথে ছড়াইয়া দিল। ৯ আর যেসকল লোক অগ্রে ও পশ্চাতে যাইতে-
ছিল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, হোশান্না ! ধন্য তিনি, যিনি
প্রভুর নামে আসিতেছেন! ১০ ধন্য যে রাজ্য আসিতেছে, আমাদের
পিতা দায়ূদের রাজ্য; উর্দ্ধলোকে হোশান্না। ১১ পরে তিনি যিরূশালেমে
প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মধামে গেলেন, আর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
সকলই দেখিয়া বেলা অবসান হওয়াতে সেই বারো জনের সঙ্গে বা-
হির হইয়া বৈথনিয়াতে গমন করিলেন। বিশ্বাসযুক্ত প্রার্থনার বিষয়
শিক্ষা। ১২ পরদিবসে তাঁহারা বৈথনিয়া হইতে বাহির হইয়া আসিলে
পর তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলনে; ১৩ এবং দূর হইতে সপত্র এক ডুমুরগাছ
দেখিয়া, হয় ত তাহা হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া, কাছে গেলেন;
কিন্তু নিকটে গেলে পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেন-
না তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। ১৪ তিনি গাছটীকে বলিলেন,
এখন অবধি কেহ কখনও তোমার ফল ভোজন না করুক। এ কথা

তাঁহার শিষ্যেরা শুনিতে পাইলেন। ১৫ পরে তাঁহারা যিরূশালেমে
আসিলেন, আর তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে গিয়ে, যাহারা ধর্ম্মধামের
মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতেছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে লা-
গিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ, ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতে-
ছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন। ১৬ আর ধর্ম্মধা-
মের মধ্য দিয়া কাহাকেও কোন পাত্র লইয়া যাইতে দিলেন না।
১৭ আর তিনি উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা কি লেখা
নাই, “আমার গৃহকে সর্ব্বজাতির প্রার্থনা-গৃহ বলা যাইবে”? কিন্তু
তোমরা ইহা “দস্যু গণের গহ্বর” করিয়াছ। ১৮ এ কথা শুনিয়া প্রধান
যাজক ও অধ্যাপকেরা, কিরূপে তাঁহাকে বিনষ্ট করিবে, তাহারই চে-
ষ্টা দেখিতে লাগিল; কেননা তাহারা তাঁহাকে ভয় করিত, কারণ তাঁ-
হার উপদেশে সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়াছিল। ১৯ আর সন্ধ্যা হইলে
তাঁহারা নগরের বাহিরে যাইতেন। ২০ প্রাতঃকালে তাঁহারা যাইতে যাই-
তে দেখিলেন, সেই ডুমুরগাছটী সমূলে শুকাইয়া গিয়াছে। ২১ তখন
পিতর পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, দেখুন,
আপনি যে ডুমুরগাছটীকে শাপ দিয়াছিলেন, সেটী শুকাইয়া গিয়া-
ছে। ২২ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ।
২৩ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলে
‘উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,’ এবং মনে মনে সন্দেহ না
করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যাহা বলে তাহা ঘটিবে, তবে তাহার
জন্য তাহাই হইবে। ২৪ এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু
তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তা-
হাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে। ২৫ আর তোমরা যখনই প্রার্থনা
করিতে দাঁড়াও, যদি কাহারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে,
তাহাকে ক্ষমা করিও; ২৬ যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের
অপরাধ সকল ক্ষমা করেন। যীশুর ক্ষমতা বিষয়ক শিক্ষা। ২৭ পরে
তাঁহারা আবার যিরূশালেমে আসিলেন; আর তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে
বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণ ও প্রাচী-
নবর্গ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, ২৮ তুমি কি ক্ষমতায়
এই সকল করিতেছ? এ সকল করিতে তোমাকে এই ক্ষমতা কেই বা
দিয়াছে? ২৯ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমিও তোমাদিগকে একটী
কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমাকে উত্তর দেও, তাহা হইলে আমি তোমা-
দিগকে বলিব, কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি। ৩০ যোহনের বাপ্তিস্ম
স্বর্গ হইতে হইয়াছিল না ছিল, না মানুষ হইতে? আমাকে উত্তর দেও।
৩১ তখন তাহারা পরস্পর বিচার করিয়া বলিল, যদি বলি, স্বর্গ হইতে,
তাহা হইলে এ বলিবে, তবে তোমরা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন?
৩২ কিন্তু মানুষ হইতে হইল, ইহা কি বলিব? তাহারা লোকসাধারণকে
ভয় করিত, কারণ সকলে যোহনকে সত্যই ভাববাদী বলিয়া মানিত।
৩৩ অতএব তাহারা যীশুকে এই উত্তর দিল, আমরা জানি না। তখন
যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এ সকল
করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে বলিব না।

গৃহস্থ ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।

১২ পরে তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের কাছে কথা কহিতে লাগি-
লেন। এক ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া
দিলেন, দ্রাক্ষা পেষণার্থ কুন্ডু খনন করিলেন, এবং উচ্চ গৃহ নির্ম্মান
করিলেন; আর কৃষকদিগকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গে-
লেন। ২ পরে কৃষকদের কাছে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার
নিমিত্ত তাহাদের নিকটে উপযুক্ত সময়ে এক দাসকে পাঠাইয়া দি-
লেন; ৩ তাহারা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিল, ও রিক্তহস্তে বিদায়
করিয়া দিল।
৪ আবার তিনি তাহাদের নিকটে আর এক দাসকে পাঠাইলেন; তা-
হারা তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া দিল ও অপমান করিল। ৫ পরে তিনি আর
এক জনকে পাঠাইলেন; তাহারা তাহাকে বধ করিল; এবং আর আর
অনেকের মধ্যে কাহাকেও প্রহার, কাহাকেও বা বধ করিল। ৬ তখন
তাঁহার আর এক জন মাত্র ছিলেন, তিনি প্রিয়তম পুত্র; তিনি তাহা-
দের নিকটে শেষে তাঁহাকেই পাঠাইলেন, বলিলেন, তাহারা আমার
পুত্রকে সমাদর করিবে। ৭ কিন্তু কৃষকেরা পরস্পর বলিল, এই ত
উত্তরাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করি, তাহাতে অধিকার
আমাদেরই হইবে। ৮ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিল, এবং
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল। ৯ সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা কি
করিবেন? তিনি আসিয়া সেই কৃষকদিগকে বিনষ্ট করিবেন, এবং
ক্ষেত্র অন্য লোকদিগকে দিবেন। ১০ তোমরা কি এই শাস্ত্রীয় বচনও
পাঠ কর নাই, “যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কো-
ণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল; ১১ ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে, ইহা
আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত”? ১২ তখন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা
করিল, -কিন্তু লোকসাধারণকে ভয় করিল, -কেননা তাহারা বুঝিয়া-
ছিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত বলিয়াছিলেন; পরে তা-
হারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শাসনকর্ত্তাদের প্রতি
কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা। ১৩ পরে তাহারা কয়েক জন ফারীশী ও হেরো-
দীয়কে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিল, যেন তাহারা তাঁহাকে কথার
ফাঁদে ধরিতে পারে। ১৪ তাহারা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, গুরো, আম-
রা জানি, আপনি সত্য, এবং কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন; কারণ
আপনি মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না, কিন্তু সত্যরূপে ঈশ্বরের
পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন; ১৫ কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কি
না? আমরা দিব, কি না দিব? তিনি তাহাদের কপটতা বুঝিয়া কহি-
লেন, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? একটী দীনার মুদ্রা আনিয়া
দেও, আমি দেখি। ১৬ তাহারা আনিল; তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,
এই মূর্ত্তি ও এই নাম কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের। ১৭ যীশু তা-
হাদিগকে বলিলেন, কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্ব-
রের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও। তখন তাহারা তাঁহার বিষয়ে অতিশয়
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পরকালের বিষয়ে শিক্ষা। ১৮ পরে সদ্দূকীরা-
যাহারা বলে, পুনরুত্থান নাই- তাঁহার কাছে আসিল, এবং তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, ১৯ গুরো, মোশি আমাদের জন্য লিখিয়াছেন, কাহা-
রও ভ্রাতা যদি স্ত্রী রাখিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার সন্তান না থাকে,
তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের জন্য
বংশ উৎপন্ন করিবে। ২০ ভাল, সাতটী ভাই ছিল; প্রথম জন একটী
স্ত্রীকে বিবাহ করিল, আর সে সন্তান না রাখিয়া মারা গেল। ২১ পরে
দ্বিতীয় জন তাহাকে বিবাহ করিল, কিন্তু সেও সন্তান না রাখিয়া
মরিল; তৃতীয় জনও তদ্রূপ। ২২ এইরূপে সাত জনই কোন সন্তান রা-
খিয়া যায় নাই; সকলের শেষে সেই স্ত্রীও মরিয়া গেল। ২৩ পুনরুত্থানে,
যখন তাহারা উঠিবে, সে তাহাদের মধ্যে কাহার স্ত্রী হইবে? তাহারা
সাত জনই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ২৪ যীশু তাহাদিগকে বলি-
লেন, ইহাই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শা-
স্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম? ২৫ মৃতদের মধ্য হইতে উঠিলে পর
লোকেরা ত বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে দূত-
গণের ন্যায় থাকে। ২৬ কিন্তু মৃতদের বিষয়ে, তাহারা যে উত্থিত হয়,
এই বিষয়ে মোশির গ্রন্থে ঝোপের বৃত্তান্তে ঈশ্বর তাঁহাকে কিরূপ বলি-
য়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? তিনি বলিয়াছিলেন,
“আমি অব্রাহামের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।” ২৭ তিনি মৃতদের
ঈশ্বর নহেন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা বড়ই ভ্রান্তিতে পড়িয়াছ।
সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞার বিষয়ে শিক্ষা। ২৮ আর অধ্যাপকদের এক জন
নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু
তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটী প্রথম? ২৯ যীশু উত্তর করিলেন,
প্রথমটী এই, “হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু;
৩০ আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার

সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম
করিবে।” ৩১ দ্বিতীয়টী এই, “তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম
করিবে।” এই দুই আজ্ঞা হইতে আর বড় আর কোন আজ্ঞা নাই।
৩২ অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে,
তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; ৩৩ আর সমস্ত অন্তঃকরণ,
সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপ-
নার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। ৩৪ তখন সে
বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের
রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্ত্তী নও। ইহার পরে তাঁহাকে কোন কথা জি-
জ্ঞাসা করিতে আর কাহারও সাহস হইল না। ৩৫ আর ধর্ম্মধামে উপ-
দেশ দিবার সময়ে যীশু প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন, অধ্যাপকেরা কেমন
করিয়া বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? ৩৬ দায়ূদ নিজেই ত পবিত্র
আত্মার আবেশে এই কথা কহিয়াছেন, “প্রভু আমার প্রভুকে কহি-
লেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ তোমার শত্রুগণকে তোমার
পদতলে না রাখি।” ৩৭ দায়ূদ নিজেই তাঁহাকে প্রভু বলেন, তবে তিনি
কিরূপে তাঁহার সন্তান হইলেন? আর সাধারণ লোকে আনন্দপূর্ব্বক
তাঁহার কথা শুনিত। অহঙ্কার ও দানশীলতার বিষয়ে শিক্ষা। ৩৮ আর
তিনি আপন উপদেশের মধ্যে তাহাদিগকে বলিলেন, অধ্যাপকদের
হইতে সাবধান, তাহারা লম্বা লম্বা কাপড় পরিয়া বেড়াইতে চায়,
৩৯ এবং হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান
আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান স্থান ভাল বাসে।

৪০ এই যে লোকেরা বিধবাদের বাড়ীশুদ্ধ গ্রাস করে, আর ছলে
লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে, ইহারা বিচারে আরও অধিক দন্ড পাইবে।

৪১ আর তিনি ভান্ডারের সম্মুখ বসিয়া, লোকেরা ভান্ডারের মধ্যে
কিরূপে মুদ্রা রাখিতেছে, তাহা দেখিতেছিলেন। তখন অনেক ধনবান্
তাহার মধ্যে বিস্তর মুদ্রা রাখিল।

৪২ পরে একটী দরিদ্রা বিধবা আসিয়া দুইটী ক্ষুদ্র মুদ্রা তাহাতে রা-
খিল, যাহার মূল্য সিকি পয়সা।

৪৩ তখন তিনি আপন শিষ্যগণকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ভান্ডারে যাহারা মুদ্রা রাখিতেছে, তাহা-
দের সকল অপেক্ষা এই দরিদ্রা বিধবা অধিক রাখিল;

৪৪ কেননা অন্য সকলে আপন আপন অতিরিক্ত ধন হইতে কিছু
কিছু রাখিয়াছে, কিন্তু এ নিজ অনাটন হইতে, যাহা কিছু ছিল, সম-
স্তই জীবনোপায় রাখিল।

যিরূশালেমের বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক শিক্ষা।

১৩ পরে ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে যাইবার সময়ে তাঁহার শিষ্যগ-
ণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, দেখুন, কে-
মন পাথর ও কেমন গাঁথনি! ২ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি এই
সকল বড় বড় গাঁথনি দেখিতেছ? ইহার একখানি পাথর আর এক-
খানি পাথরের উপরে থাকিবে না, সকলই ভূমিসাৎ হইবে। ৩ পরে তি-
নি জৈতুন পর্ব্বতে ধর্ম্মধামের সম্মুখে বসিলে পিতর, যাকোব, যোহন
ও আন্দ্রিয় বিরলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

৪ আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন্ হইবে? আর
এই সমস্তের সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী হইবার চিহ্নই বা কি? ৫ যীশু তাঁহাদিগ-
কে বলিতে লাগিলেন, দেখিও, কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়।
৬ অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই, আর
অনেক লোককে ভুলাইবে। ৭ কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যু-
দ্ধের জনরব শুনিবে, তখন ব্যাকুল হইও না; এ সকল অবশ্যই ঘটি-
বে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। ৮ কারণ জাতির বিপক্ষে জাতি, ও রা-
জ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে। স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হইবে; দুর্ভিক্ষ
হইবে; এ সকল যাতনার আরম্ভ মাত্র। ৯ তোমরা আপনাদের বিষয়ে
সাবধান। লোকে তোমাদিগকে বিচার-সভায় সমর্পণ করিবে, এবং
তোমরা সমাজ-গৃহে প্রহারিত হইবে; আর আমার জন্য তোমরা দে-
শাধ্যক্ষ ও রাজাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাহাদের সম্মুখে দাঁ-
ড়াইবে। ১০ আর অগ্রে সর্ব্বজাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হওয়া
আবশ্যক। ১১ কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতে লইয়া
যাইবে, তখন কি বলিবে, অগ্রে সে জন্য ভাবিত হইও না ; বরং সেই
দন্ডে যে কথা তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, তাহাই বলিও; কেননা
তোমরাই যে কথা বলিবে, তাহা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বলিবেন।
১২ তখন ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করিবে;
এবং সন্তানেরা আপন আপন মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগ-
কে বধ করাইবে। ১৩ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত
হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।
১৪ পরন্তু যখন তোমরা দেখিবে, ধ্বংসের সেই ঘৃণার্হ বস্তু যেখানে দাঁ-
ড়াইবার নয়, সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে- যে পাঠ করে, সে বুঝুক,
-তখন যাহারা যিহূদিয়াতে থাকে, তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন
করুক; ১৫ এবং যে কেহ ছাদের উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিস-
পত্র লইবার জন্য নীচে না নামুক ও তাহার মধ্যে প্রবেশ না করুক;
১৬ এবং যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চা-
তে ফিরিয়া না যাউক। ১৭ হায়, সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী
নারীদের সন্তাপ! ১৮ আর প্রার্থনা করিও, যেন ইহা শীতকালে না হয়।
১৯ কেননা তৎকালে এরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ ক্লেশ ঈশ্বরের
কৃত সৃষ্টির আদি অবধি এ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই, কখন হইবেও
না। ২০ আর প্রভু যদি সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া না দিতেন, তবে
কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে মনোনীত করি-
য়াছেন, সেই মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।
২১ আর তৎকালে যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখা-
নে, কিম্বা দেখ, ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না। ২২ কেননা ভাক্ত
খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ
দেখাইবে, যেন, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলায়।
২৩ কিন্তু তোমরা সাবধান থাকিও। দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে
সকলই জানাইলাম। ২৪ আর সেই সময়ে, সেই ক্লেশের পরে, সূর্য্য
অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, ২৫ আকাশ হইতে তারাগণের
পতন হইবে, ও আকাশমন্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে।
২৬ আর তখন লোকেরা দেখিবে মনুষ্যপুত্র মহাপরাক্রমে ও প্রতাপের
সহিত মেঘযোগে আসিতেছেন। ২৭ তখন তিনি দূতগনকে প্রেরণ
করিয়া পৃথিবীর সীমা অবধি আকাশের সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে
তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। ২৮ আর ডুমুরগাছ হইতে দৃ-
ষ্টান্ত শিখ; যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন
তোমরা জানিতে পাও গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; ২৯ সেইরূপ তোমরা ঐ
সকল ঘটনা দেখিলেই জানিতে পাইবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বা-
রে উপস্থিত। ৩০ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত এ
সমস্ত সিদ্ধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে
না। ৩১ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের
লোপ কখনও হইবে না। ৩২ কিন্তু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কে-
হই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল
পিতা জানেন। ৩৩ সাবধান, তোমরা জাগিয়া থাকিও ও প্রার্থনা
করিও; কেননা সে সময় কবে হইবে, তাহা জান না। ৩৪ কোন ব্যক্তি
যেন আপন বাটী ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া প্রবাস করিতেছেন; আর তি-
নি আপন দাসদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, প্রত্যেকের কার্য্য নিরূপন
করিয়া দিয়াছেন, এবং দ্বারীকে জাগিয়া থাকিতে আদেশ করিয়া-
ছেন। ৩৫ অতএব তোমরা জাগিয়া থাকিও, কেননা গৃহের কর্ত্তা কখন
আসিবেন, কি সন্ধ্যাকালে, কি দুই প্রহর রাত্রিতে, কি কুকুড়াডাকের
সময়ে, কি প্রাতঃকালে, তোমরা তাহা জান না; ৩৬ তিনি হঠাৎ আসি-
য়া যেন তোমাদিগকে নিদ্রিত না দেখিতে পান। ৩৭ আর আমি তোমা-
দিগকে যাহা বলিতেছি, তাহাই সকলকে বলি, জাগিয়া থাকিও।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।

১৪ দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব্ব ও তাড়ীশুন্য রুটীর পর্ব্ব; এমন
সময়ে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা, কিরূপে তাঁহাকে
কৌশলে ধরিয়া বধ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেছিল। ২ কে-
ননা তাহারা বলিল, পর্ব্বের সময়ে নয়, পাছে লোকদের মধ্যে গন্ড-
গোল হয়। যীশুর অভিষেক। ৩ যীশু তখন বৈথনিয়াতে কুষ্ঠী শিমো-
নের বাটীতে ছিলেন, তখন তিনি ভোজনে বসিলে একটী স্ত্রীলোক
শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে বহুমূল্য আসল জটামাংসীর তৈল লইয়া
আসিল; সে পাত্রটী ভাঙ্গিয়া তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল।
৪ কিন্তু উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া পরস্পর কহিল,
তৈলের এরূপ অপব্যয় হইল কেন? ৫ এই তৈল ত বিক্রয় করিলে
তিন শত সিকিরও অধিক পাওয়া যাইত। এবং তাহা দরিদ্রদিগকে
দিতে পারা যাইত। আর তাহারা সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি বিরক্ত প্র-
কাশ করিল। ৬ কিন্তু যীশু কহিলেন, ইহাকে থাকিতে দেও, কেন ইহা-
কে দুঃখ দিতেছ? এ আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল। ৭ কেননা দরিদ্রে-
রা তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই আছে; তোমরা যখন ইচ্ছা কর, তাহা-
দের উপকার করিতে পার; কিন্তু আমাকে সর্ব্বদাই পাইবে না। ৮ এ
যাহা করিতে পারিত, তাহাই করিল; অগ্রে আসিয়া সমাধির উপল-
ক্ষে আমার দেহে শুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দিল। ৯ আর আমি তোমাদিগ-
কে সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে সুসমাচার প্রচা-
রিত হইবে, সেই স্থানে ইহার স্মরণার্থে ইহার এই কর্ম্মের কথাও বলা
যাইবে। ১০ পরে ঈস্করোতীয় যিহূদা, সেই বারো জনের মধ্যে এক
জন, প্রধান যাজকদের নিকটে গেল, যেন তাহাদের হস্তে যীশুকে
সমর্পণ করিতে পারে। ১১ তাহারা শুনিয়া আনন্দিত হইল, এবং তাহা-
কে টাকা দিতে স্বীকার করিল; তখন সে কোন্ সুযোগে তাঁহাকে সম-
র্পণ করিবে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্র-
ভুর ভোজ স্থাপন। ১২ তাড়ীশুন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিন, যে দিন
নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক বলিদান করা হইত, সেই দিন তাঁহার শি-
ষ্যেরা তাঁহাকে বলিলেন, আমরা কোথায় গিয়া আপনার জন্য নিস্তা-
রপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনার ইচ্ছা কি? ১৩ তখন তিনি
আপন শিষ্যদের মধ্যে দুই জনকে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, তোম-
রা নগরে যাও, এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে পড়িবে, যে এক
কলশী জল লইয়া আসিতেছে; তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইও;
১৪ আর সে যে বাটীতে প্রবেশ করে, সেই বাটীর কর্ত্তাকে বলিও, গুরু
বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের
ভোজ ভোজন করিতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়?
১৫ তাহাতে সে ব্যক্তি তোমাদিগকে উপরের একটী সাজান বড় কুঠরী
দেখাইয়া দিবে, সেই স্থানে আমাদের জন্য প্রস্তুত করিও। ১৬ পরে শি-
ষ্যেরা প্রস্থান করিয়া নগরে গেলেন, আর তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন,
সেইরূপ দেখিতে পাইলেন; পরে তাঁহারা নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
করিলেন। ১৭ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারো জনের সহিত হই-
লেন। ১৮ তাঁহারা বসিয়া ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যীশু বলি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের এক জন
আমাকে সমর্পণ করিবে, সে আমার সহিত ভোজন করিতেছে।
১৯ তখন তাঁহারা দুঃখিত হইলেন, এবং একে একে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিতে লাগিলেন, সে কি আমি? ২০ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, এই
বারো জনের মধ্যে এক জন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডু-
বাইতেছে, সেই। ২১ কেননা মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে,
তেমনি তিনি যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনু-
ষ্যপুত্র সমর্পিত হন। সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভালই
ছিল। ২২ তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি রুটী লইয়া
আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে দিলেন, আর কহি-
লেন, তোমরা লও, ইহা আমার শরীর। ২৩ পরে তিনি পানপাত্র লইয়া
ধন্যবাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দিলেন, এবং তাঁহারা সকলেই তাহা হই-
তে পান করিলেন। ২৪ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহা আমার
রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের ন্যায় পাতিত হয়। ২৫ আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে দিন আমি ঈশ্বরের রাজ্যে ইহা নূ-
তন পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত আমি দ্রাক্ষাফলের রস আর কখ-
নও পান করিব না। ২৬ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া বাহির হইয়া
জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। ২৭ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমার
সকলে বিঘ্ন পাইবে; কেননা লেখা আছে, “আমি পালরক্ষককে
আঘাত করিব, তাহাতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে।” ২৮ কিন্তু
উঠিলে পর আমি তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইব। ২৯ পিতর তাঁহাকে
কহিলেন, যদিও সকলে বিঘ্ন পায়, তথাপি আমি পাইব না। ৩০ যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, তুমিই আজ, এই
রাত্রিতে, কুকুড়া দুইবার ডাকিবার পূর্ব্বে, তিন বার আমাকে অস্বী-
কার করিবে। ৩১ কিন্তি তিনি অতিরিক্ত ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে লা-
গিলেন, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয়, কোন মতে আপনাকে
অস্বীকার করিব না। অন্য সকলেও তদ্রূপ কহিলেন। গেৎশিমানী বা-
গানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ৩২ পরে তাঁহারা গেৎশিমানী নামক এক
স্থানে আসিলেন; আর তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি
যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসিয়া থাক। ৩৩ পরে তিনি পি-
তর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং অত্যন্ত বিস্ময়া-
পন্ন ও উৎকন্ঠিত হইতে লাগিলেন। ৩৪ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক,
আর জাগিয়া থাক। ৩৫ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে পড়ি-
লেন, এবং এই প্রার্থনা করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে যেন সেই
সময় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। ৩৬ তিনি কহিলেন, আব্বা, পি-
তঃ, সকলই তোমার সাধ্য; আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর
কর; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।
৩৭ পরে তিনি আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমিয়া পড়িয়াছেন, আর
তিনি পিতরকে কহিলেন, শিমোন, তুমি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছ? এক
ঘন্টাও কি জাগিয়া থাকিতে তোমার শক্তি হইল না? ৩৮ তোমরা জা-
গিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে,
কিন্তু মাংস দুর্ব্বল। ৩৯ আর তিনি পুনরায় গিয়া সেই কথা বলিয়া প্রা-
র্থনা করিলেন।

৪০ পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়া-
ছেন; কারণ তাঁহাদের চক্ষু বড়ই ভারী হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাঁহা-
কে কি উত্তর দিবেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

৪১ পরে তিনি তৃতীয় বার আসিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, এখন
তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর; যথেষ্ট হইয়াছে; সময় উপস্থিত,
দেখ, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন।

৪২ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতে-
ছে, সে নিকটে আসিয়াছে। যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন।

৪৩ আর তিনি যখন কথা কহিতেছেন, তৎক্ষনাৎ যিহূদা, সেই বারো
জনের এক জন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে অনেক লোক খড়্গ ও
যষ্টি লইয়া প্রধান যাজকদের, অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের নিকট
হইতে আসিল।

৪৪ যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে পূর্ব্বে তাহাদিগকে এই
সঙ্কেত বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সেই ঐ ব্যক্তি, তোম-
রা তাহাকে ধরিয়া সাবধানে লইয়া যাইবে।

৪৫ সে আসিয়া তৎক্ষনাৎ তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, রব্বি; আর
তাঁহাকে আগ্রহ পূর্ব্বক চুম্বন করিল।

৪৬ তখন তাহারা তাঁহার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল।

৪৭ কিন্তু যাহারা পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন
আপন খড়্গ খুলিয়া মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিল, তাহার
একটী কাণ কাটিয়া ফেলিল।
৪৮ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেম-
নি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে?
৪৯ আমি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে তোমাদের নিকটে থাকিয়া উপদেশ দি-
য়াছি, তখন ত আমায় ধরিলে না; কিন্তু শাস্ত্রের বচনগুলি সফল হও-
য়া আবশ্যক। ৫০ তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গে-
লেন। ৫১ আর, এক জন যুবক উলঙ্গ শরীরে একখানি চাদর জড়াই-
য়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল; ৫২ তাহারা তাহাকে ধরিল,
কিন্তু সে সেই চাদরখানি ফেলিয়া উলঙ্গই পলায়ন করিল। মহাযাজ-
কের সম্মুখে যীশুর বিচার। ৫৩ পরে তাহারা যীশুকে মহাযাজকের
নিকটে লইয়া গেল; তাঁহার সঙ্গে প্রধান যাজকগণ, প্রাচীনবর্গ ও
অধ্যাপকেরা সকলে সমবেত হইল। ৫৪ আর পিতর দুরে থাকিয়া তাঁ-
হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে, মহাজজকের প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত গেলেন,
এবং পদাতিকদের সহিত বসিয়া আগুন পোহাইতে লাগিলেন।
৫৫ তখন প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার
জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। ৫৬ কেন-
না অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিল বটে, কিন্তু তাহাদের সা-
ক্ষ্য মিলিল না। ৫৭ পরে একজন দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপক্ষে মিথ্যাসাক্ষ্য
দিয়া কহিল, ৫৮ আমরা উহাকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, আমি
এই হস্তকৃত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর তিন দিনের মধ্যে অহস্ত-
কৃত আর এক মন্দির নির্ম্মান করিব। ৫৯ ইহাতেও তাহাদের সাক্ষ্য মি-
লিল না। ৬০ তখন মহাযাজক মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া যীশুকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি
সাক্ষ্য দিতেছে? ৬১ কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন
না। আবার মহাযাজক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই খ্রী-
ষ্ট, পরমধন্যের পুত্র? ৬২ যীশু কহিলেন, আমি সেই; আর তোমরা
মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে ও আকাশের
মেঘসহ আসিতে দেখিবে। ৬৩ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া
কহিলেন, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? ৬৪ তোমরা ত
ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে; তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা সকলে
তাঁহাকে দোষী করিয়া বলিল, এ মরিবার যোগ্য। ৬৫ তখন কেহ কেহ
তাঁহার গায়ে থুথু দিতে লাগিল, এবং তাঁহার মুখ ঢাকিয়া তাঁহাকে ঘু-
ষি মারিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, ভাববাণী বল না? পরে
পদাতিকগণ প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল। পিতর যী-
শুকে তিন বার অস্বীকার করেন। ৬৬ পিতর যখন নীচে প্রাঙ্গনে ছি-
লেন, তখন মহাযাজকের এক দাসী আসিল; ৬৭ সে পিতরকে আগুন
পোহাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তুমিও ত
সেই নাসরতীয়ের, সেই যীশুর, সঙ্গে ছিলে। ৬৮ কিন্তু তিনি অস্বীকার
করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি জানিও না, বুঝিও
না। পরে তিনি বাহির হইয়া ফটকের নিকটে গেলেন, আর কুকুড়া
ডাকিয়া উঠিল। ৬৯ কিন্তু দাসী তাঁহাকে দেখিয়া, যাহারা নিকটে দাঁড়া-
ইয়াছিল, তাহাদিগকেও বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি তাহাদের এক
জন। ৭০ তিনি আবার অস্বীকার করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, যাহারা
নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, আবার তাহারা পিতরকে বলিল, সত্যই তুমি
তাহাদের এক জন, কেননা তুমি গালীলিয় লোক। ৭১ কিন্তু তিনি
অভিশাপপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা যে ব্যক্তির
কথা বলিতেছ, তাহাকে আমি চিনি না। ৭২ তৎক্ষনাৎ দ্বিতীয় বার কু-
কুড়া ডাকিয়া উঠিল; তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন, 'কু-
কুড়া দুই বার ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার
করিবে,' তাহা পিতরের মনে পড়িল; এবং তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা
করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

১৫ আর প্রভাতেই প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রধান যা-
জকগণ এবং সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া যীশুকে বাঁধিয়া
লইয়া গিয়া পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল। ২ তখন পীলাত তাঁহা-
কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? তিনি উত্তর করি-
য়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে। ৩ পরে প্রধান যাজকেরা তাঁহার
উপরে অনেক দোষারোপ করিতে লাগিল।
৪ পীলাত তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর
দিবে না? দেখ, ইহারা তোমার উপরে কত দোষারোপ করিতেছে।
৫ কিন্তু যীশু আর কিছুই উত্তর করিলেন না; তাহাতে পীলাতের
আশ্চর্য্য বোধ হইল; ৬ পর্ব্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন এক
জন বন্দিকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত। ৭ সেই সময়ে
বারাব্বা নামে এক ব্যক্তি উপপল্লবকারীদের সঙ্গে কারাবদ্ধ ছিল,
তাহারা উপপল্লবক্রমে নরহত্যাও করিয়াছিল। ৮ তখন লোকসমূহ
উপরে গিয়া, তিনি তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, তাহা যাচ্ঞা করিতে
লাগিল। ৯ পীলাত উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমা-
দের জন্য যিহূদীদের রাজাকে মুক্ত করিয়া দিব, এই কি তোমাদের
বাঞ্ছা? ১০ কেননা প্রধান যাজকেরা যে হিংসা বশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ
করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। ১১ কিন্তু প্রধান যাজকে-
রা জনতাকে উত্তেজিত করিয়া বরং আপনাদের জন্য বারাব্বাকে মু-
ক্তি চাহিতে বলিল। ১২ পরে পীলাত আবার উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
বলিলেন, তবে তোমরা যাহাকে যিহূদীদের রাজা বল, তাহাকে কি
করিব? ১৩ তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে
দেও। ১৪ পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করি-
য়াছে? কিন্তু তাহারা অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দেও।
১৫ তখন পীলাত লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাহাদের জন্য
বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার
জন্য সমর্পণ করিলেন। যীশুর ক্রুশারোপণ, মৃত্যু ও সমাধি। ১৬ পরে
সেনারা প্রাঙ্গনের মধ্যে, অর্থাৎ রাজবাটীর ভিতরে, তাঁহাকে লইয়া
গিয়া সমস্ত সেনাদলকে ডাকিয়া একত্র করিল। ১৭ পরে তাঁহাকে বে-
গুনিয়া কাপড় পরাইল, এবং কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মাথায়
দিল, ১৮ আর তাঁহার বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিল, যিহূদি-রাজ,
নমস্কার! ১৯ আর তাঁহার মস্তকে নল দ্বারা আঘাত করিল, তাঁহার গা-
য়ে থুথু দিল, ও হাঁটু পাতিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিল। ২০ তাঁহাকে বি-
দ্রূপ করিবার পর তাহারা ঐ বেগুনিয়া কাপড় খুলিয়া তাঁহার নিজের
কাপড় পরাইয়া দিল। পরে তাহারা ক্রুশে দিবার জন্য তাঁহাকে বাহিরে
লইয়া গেল। ২১ আর শিমোন নামে এক জন কুরীনীয় লোক পল্লীগ্রাম
হইতে সেই পথ দিয়া আসিতেছিল,- সে সিকন্দরের ও রূফের পিতা-
তাহাকেই তাহারা যীশুর ক্রশ বহিবার জন্য বেগার ধরিল। ২২ পরে
তাহারা তাঁহাকে গলগথা নামক স্থানে লইয়া গেল; এই নামের অর্থ
'মাথার খুলির স্থান'। ২৩ আর তাহারা তাঁহাকে গন্ধরসে মিশ্রিত দ্রা-
ক্ষারস দিতে চাহিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। ২৪ পরে তাহারা
তাঁহাকে ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার বস্ত্র সকল অংশ করিয়া লইল; কে
কি লইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য গুলিবাঁট করিল। ২৫ তৃতীয় ঘটি-
কার সময়ে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিল। ২৬ আর তাঁহার উপরে দোষ-
সূচক এই অধিলিপি লিখিত হইল, 'যিহূদীদের রাজা'। ২৭ আর তাহা-
রা তাঁহার সহিত দুই জন দস্যুকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাঁহার
দক্ষিণে, এক জনকে তাঁহার বামে। ২৮ আর যে সকল লোক সেই পথ
দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার
নিন্দা করিয়া কহিল, ২৯ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর
তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! ৩০ আপনাকে রক্ষা কর, ক্রশ হইতে
নাম। ৩১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরাও অধ্যাপকদের সহিত

আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য
লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; ৩২ খ্রীষ্ট,
ইস্রায়েলের রাজা, এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আইসুক, দেখিয়া আম-
রা বিশ্বাস করিব। আর যাহারা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল,
তাহারাও তাঁহাকে তিরস্কার করিল। ৩৩ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে
নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল। ৩৪ আর নয়
ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, এলোই, এলোই,
লামা শবক্তানী; অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ এই, 'ঈশ্বর আমার,
ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' ৩৫ তাহাতে যা-
হারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেই কথা শুনি-
য়া বলিল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকিতেছে। ৩৬ আর এক জন দৌড়িয়া
একখানি স্পঞ্জে সিরকা ভরিয়া তাহা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে পান
করিতে দিয়া কহিল, থাক্ দেখি, এলিয় উহাকে নামাইতে আইসেন
কি না। ৩৭ পরে যীশু উচ্চ রব ছাড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ৩৮ তখন
মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল।
৩৯ আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দে-
খিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন,
সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

৪০ কএকটী স্ত্রীলোকও দূরে থাকিয়া দেখিতেছিলেন; তাঁহাদের
মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, ছোট যাকোবের ও যোশির মাতা মরিয়ম,
এবং শালোমী ছিলেন;

৪১ যখন তিনি গালীলে ছিলেন, তখন ইঁহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। আরও অনেক স্ত্রীলোক সে-
খানে ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে যিরূশালেমে আসিয়াছিলেন।

৪২ পরে সন্ধ্যা হইলে, সেই দিন আয়োজনের দিন অর্থাৎ বিশ্রামবা-
রের পূর্ব্বদিন বলিয়া,

৪৩ অরিমাথিয়ার যোষেফ নামক এক জন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন,
তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতেন; তিনি সাহসপূ-
র্ব্বক পীলাতের নিকটে গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন।

৪৪ কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চ-
র্য্য জ্ঞান করিলেন, এবং সেই শতপতিকে ডাকাইয়া, তিনি ইহার
মধ্যেই মরিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন;

৪৫ পরে শতপতির নিকট হইতে জানিয়া যোষেফকে দেহটী দান
করিলেন।

৪৬ যোষেফ একখানি চাদর কিনিয়া তাঁহাকে নামাইয়া ঐ চাদরে
জড়াইলেন, এবং শৈলে ক্ষোদিত এক কবরে রাখিলেন; পরে কব-
রের দ্বারে একখান পাথর গড়াইয়া দিলেন।

৪৭ তাঁহাকে যে স্থানে রাখা হইল, তাহা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির
মাতা মরিয়ম দেখিতে পাইলেন।

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ।

১৬ বিশ্রামদিন অতীত হইলে পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের
মাতা মরিয়ম ও শালোমী সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিলেন, যেন
গিয়া তাঁহাকে মাখাইতে পারেন। ২ পরে সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁহারা
অতি প্রত্যুষে, সূর্য্য উদিত হইলে, কবরের নিকটে আসিলেন। ৩ তাঁ-
হার পরস্পর বলাবলি করিতেছিলেন, কবরের দ্বার হইতে কে আমা-
দের জন্য পাথরখান সরাইয়া দিবে?

৪ এমন সময় তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, পাথরখান সরান
দিয়াছে; কেননা তাহা অতি বৃহৎ ছিল। ৫ পরে তাঁহারা কবরের ভিত-
রে গিয়া দেখিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে শুক্লবস্ত্র পরিহিত একজন যুবক
বসিয়া আছেন; তাহাতে তাঁহারা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ৬ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, বিস্ময়াপন্ন হইও না, তোমরা নাসরতীয় যীশুর
অন্বেষণ করিতেছ, যিনি ক্রুশে হত হইয়াছেন; তিনি উঠিয়াছেন,
এখানে নাই; দেখ, এই স্থানে তাঁহাকে রাখা গিয়াছিল; ৭ কিন্তু তোমরা
যাও, তাঁহার শিষ্যগণকে আর পিতরকে বল, তিনি তোমাদের অগ্রে
গালীলে যাইতেছেন; যেমন তিনি তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন, সেই-
খানে তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ৮ তখন তাঁহারা বাহির হইয়া
কবর হইতে পলায়ন করিলেন, কারণ তাঁহারা কম্পান্বিতা ও বিস্ময়া-
পন্না হইয়াছিলেন; আর তাঁহারা কাহাকেও কিছু বলিলেন না; কেননা
তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। ৯ সপ্তাহের প্রথম দিবসে যীশু প্রত্যূষে
উঠিলে প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দিলেন, যাঁহা হইতে
তিনি সাত ভূত ছাড়াইয়াছিলেন। ১০ তিনিই গিয়া, যাঁহারা যীশুর সঙ্গে
থাকিতেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিলেন, তখন তাঁহারা শোক ও রো-
দন করিতেছিলেন। ১১ যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, তিনি জীবিত
আছেন, ও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন, তখন অবিশ্বাস করিলেন।
১২ তৎপরে তাঁহাদের দুই জন যখন পল্লেগ্রামে যাইতেছিলেন, তখন
তিনি আর এক আকারে তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন। ১৩ তাঁহা-
রা গিয়া অন্য সকলকে ইহা জানাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কথাতেও
তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। ১৪ তৎপরে সেই এগার জন ভোজনে
বসিলে তিনি তাঁহাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাদের অবি-
শ্বাস ও মনের কঠিনতা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন; কেন-
না তিনি উঠিলে পর যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথায়
তাঁহারা বিশ্বাস করেন নাই। ১৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তো-
মরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।
১৬ যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে
অবিশ্বাস করে, তাহার দন্ডাজ্ঞা করা যাইবে। ১৭ আর যাহারা বিশ্বাস
করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে
ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, ১৮ তাহারা
সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন
মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ
করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে। ১৯ তাঁহাদের সহিত কথা কহিবার
পর প্রভু যীশু উর্দ্ধে, স্বর্গে গৃহীত হইলেন, এবং ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে
বসিলেন। ২০ আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগি-
লেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই
বাক্য সপ্রমান করিলেন। আমেন্।

লূক

আভাষ। যোহন বাপ্তাইজকের জন্ম-বিষয়ে আগাম-সংবাদ।

১ প্রথম অবধি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এবং বাক্যের সেবা
করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে যেমন সমর্পণ করি-
য়াছেন, ২ তদনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে গৃহিত বি-
ষয়াবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ৩ সেই
জন্য আমিও প্রথম হইতে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি
বলিয়া, হে মহামহিম থিয়ফিল, আপনাকে অনূপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা
বিহিত বুঝিলাম;
৪ যেন, আপনি যে সকল বিষয় শিক্ষা পাইয়াছেন, সেই সকল বি-
ষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হইতে পারেন। ৫ যিহুদিয়ার রাজা হেরোদের
সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে এক জন যাজক ছিলেন;
তাঁহার স্ত্রী হারোণবংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ। ৬ তাঁহারা দুই জন
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আগ্জ্ঞা ও বিধি অনু-
সারে নির্দ্দোষরূপে চলিতেন। ৭ তাঁহাদের সন্তান ছিল না, কেননা
ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন, এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হয়েছিল।
৮ একদা যখন সখরিয় নিজ পালার অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যা-
জকীয় কার্য্য করিতেছিলেন, ৯ তখন যাজকীয় কার্য্যের প্রথানুসারে
গুলিবাঁট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধুপ জ্বালাইতে
হইল। ১০ সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রাথনা
করিতেছিল। ১১ তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিন পার্শ্বে দাঁড়াই-
য়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ১২ দেখিয়া সখরিয় ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয়
তাঁহাকে আক্রমন করিল। ১৩ কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়,
ভয় করিও না, কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার স্ত্রী
ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম
যোহন রাখিবে। ১৪ আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার
জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। ১৫ কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান
হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর সে মা-
তার গর্ব্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে; ১৬ এবং ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে।
১৭ সে তাঁহার সম্মুখে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে,
যেন পিতৃগনের হৃদয় সন্তানদের প্রতি, ও অনাজ্ঞবহদিগকে ধার্ম্মিক-
দের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুস-
জ্জিত এক প্রজামন্ডলী প্রস্তুতু করিতে পারে। ১৮ তখন সখরিয় দূত-
কে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার
স্ত্রীও অধিক বয়স হইয়াছে। ১৯ দূত উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন,
আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা
কহিবার ও তোমাকে এই সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রে-
রিত হইয়াছি। ২০ আর দেখ, এই সকল যে দিন ঘটিবে, সেই দিন
পর্য্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতুক
আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বি-
শ্বাস করিলে না। ২১ আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতে
ছিল, এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য্য
গ্জ্ঞান করিতে লাগিল। ২২ পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে
কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে
তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা
সঙ্কেত করিতে থাকিলেন, এবং বোবা হইয়া রহিলেন। ২৩ পরে তাঁহার
উপাসনার সময় পূর্ণ হইলে তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। ২৪ এই
সময়ের পরে তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ব্ভবতী হইলেন; আর তিনি পাঁচ
মাস আপনাকে গোপনে রাখিলেন, বলিলেন, ২৫ লোকদের মধ্যে
আমার অপযশ খন্ডাইবার নিমিত্ত এই সময়ে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু
আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

যীশু খ্রিস্টের জন্ম-বিষয়ে আগাম-সংবাদ।

২৬ পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ইশ্বরের নিকট হইতে গালীল দে-
শের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হইলেন,
২৭ তিনি দায়ুদ-কুলের যোষেফ নামক পরুষের প্রতি বাগ্দত্তা হইয়া
ছিলেন; সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। ২৮ দূত গৃহ মধ্যে তাঁহার কাছে
আসিয়া কহিলেন, অয়ি মহানুগৃহীতে মঙ্গল হউক; প্রভু তোমার সহ-
বর্ত্তী। ২৯ কিন্তু তিনি সেই বাক্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন, আর মনে
মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এ কেমন মঙ্গলবাদ? ৩০ দূত তাঁ-
হাকে কহিলেন, মরিয়ম, ভয় করিও না, কেননা তুমি ইশ্বরের নিকটে
অনুগ্রহ পাইয়াছ। ৩১ আর দেখ, তুমি গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করি-
বে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। ৩২ তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে
পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ুদের
সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; ৩৩ তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে
রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। ৩৪ তাখন মরিয়ম
দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না।
৩৫ দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে
আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই
কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরর পুত্র বলা যাইবে।
৩৬ আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ , তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র
সন্তান গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছেন; লোকে যাঁহাকে বন্ধ্যা বলিত, এই তাঁ-
হার ষষ্ঠ মাস। ৩৭ কেননা ঈশ্বরের বাক্য শক্তিহীন হইবে না। ৩৮ তখন
মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে
আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন।
৩৯ তৎকালে মরিয়ম উঠিয়া সত্বর পাহাড় অঞ্চলে যিহুদার এক নগরে
গেলেন,
৪০ এবং সখরিয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইলীশাবেৎকে মঙ্গলবাদ
করিলেন।
৪১ আর এইরূপ হইল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনি-
লেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটি নাচিয়া উঠিল; আর ইলীশাবেৎ
পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন,
৪২ এবং উচ্চরবে মহাশব্দ করিয়া বলিলেন, নারীগণের মধ্যে তুমি
ধন্য, এবং ধন্য তোমার জঠরের ফল।
৪৩ আর আমার প্রভুর মাতা আমার কাছে আসিবেন, আমার এমন
সৌভাগ্য কোথা হইতে হইল?
৪৪ কেননা দেখ, তোমার মঙ্গলবাদের ধ্বনি আমার কর্নে প্রবেশ
করিবামাত্র শিশুটি আমার জঠরে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল।

৪৫ আর ধন্য যিনি বিশ্বাস করিলেন, কারণ প্রভু হইতে যাহা যাহা
তাঁহাকে বলা গিয়াছে, সে সমস্ত সিদ্ধ হইবে।
৪৬ তখন মরিয়ম কহিলেন, আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন কর-
তেছে,
৪৭ আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরে উল্লাসিত হইয়াছে।
৪৮ কারণ তিনি নিজ দাসীর নীচ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া-
ছেন; কেননা দেখ, এই অবধি পুরষ-পরম্পরা সকলে আমাকে ধন্য
বলিবে।
৪৯ কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য্য করি-
য়াছেন; এবং তাঁহার নাম পবিত্র। ৫০ আর যাহারা তাঁহাকে ভয় করে,
তাঁহার দয়া তাহাদের পুরুষ পরম্পরায় বর্ত্তে। ৫১ তিনি আপন বাহু বি-
ক্রম-কার্য্য করিয়াছেন; যাহারা আপনাদের হৃদয়ের কল্পনায় অহঙ্কা-
রী, তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন। ৫২ তিনি বিক্রমদিগকে সিংহা-
সন হইতে নামাইয়া দিয়াছেন, ও নীচদিগকে উন্নত করিয়াছেন;
৫৩ তিনি ক্ষুধার্ত্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ধন-
বানদিগকে রিক্তহস্তে বিদায় করিয়াছেন। ৫৪ তিনি আপন দাস ইস্রা-
য়েলের উপকার করিয়াছেন, যেন, আমাদের পিতৃগনের প্রতি উক্ত
আপন বাক্যানুসারে ৫৫ অব্রাহাম ও তাঁহার বংশের প্রতি চিরতরে
করুনা স্মরণ করেন। ৫৬ আর মরিয়ম মাস তিনেক ইলীশাবেতের নি-
কটে রহিলেন, পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

যোহনের জন্ম।

৫৭ পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুত্র প্রসব
করিলেন। ৫৮ তখন, তাঁহার প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণ শুনিতে পাইল
যে, প্রভু তাঁহার প্রতি মহা দয়া করিয়াছেন, আর তাহারা তাঁহার
সহিত আনন্দ করিল। ৫৯ পরে তাহারা অষ্টম দিনে বালকটির ত্বক-
ছেদ করিতে আসিল, আর তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম
সখরিয় রাখিতে চাহিল। ৬০ কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া কহিলেন,
তাহা নয়, ইহার নাম যোহন রাখা যাইবে। ৬১ তাহারা তাঁহাকে কহিল,
আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে এ নাম ত কাহাকেও ডাকা হয় না। ৬২ পরে
তাহারা তাহার পিতাকে সঙ্কেতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ইচ্ছা
কি? ইহার কি নাম রাখা যাইবে? ৬৩ তিনি একখান লিপিফলক চাহি-
য়া লইয়া লিখিলেন, ইহার নাম যোহন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্য
গ্জ্ঞান করিল। ৬৪ আর তখনই তাঁহার মুখ ও তাঁহার জিহ্বা খুলিয়া
গেল, আর তিনি কথা কহিলেন, ইশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।
৬৫ ইহাতে চারিদিকের প্রতিবাসীরা সকলে ভয়গ্রস্থ হইল, আর যিহু-
দিয়ার পাহাড় অঞ্চলের সর্ব্বত্র লোকে এই সমস্ত কথা বলাবলি
করিতে লাগিল। ৬৬ আর যত লোক শুনিল, সকলে তাহা হৃদয়ে স্থান
দিয়া বলিতে লাগিল, এ বালকটি তবে কি হইবে? কারণ প্রভুর হস্তও
তাহার সহবর্ত্তী ছিল। ৬৭ তখন তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায়
পরিপূর্ণ হইলেন, এবং ভাববাণী বলিলেন; তিনি কহিলেন, ৬৮ ধন্য প্র-
ভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর; কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, আপন প্র-
জাদের জন্য মুক্তি সাধন করিয়াছেন, ৬৯ আর আমাদের জন্য আপন
দাস দায়ুদের কুলে পরিত্রানের এক শৃঙ্গ উঠাইয়াছেন, ৭০ যেমন তিনি
পুরাকাল অবধি তাঁহার সেই পবিত্র ভাববাদীগনের মুখ দ্বারা বলিয়া
আসিয়াছেন- ৭১ আমাদের শত্রুগণ হইতে ও যাহারা আমাদিগকে
দ্বেষ করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতে পরিত্রান করিয়াছেন।
৭২ আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি কৃপা করিবার জন্য, আপন পবিত্র
নিয়ম স্মরণ করিবার জন্য। ৭৩ এ সেই দিব্য, যাহা তিনি আমাদের
পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে শপথ করিয়াছিলেন, ৭৪ আমাদিগিকে
এই বর দিবার জন্য, যে আমরা শত্রুগনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া,
নির্ভয়ে সাধুতায় ও ধার্ম্মিকতায় তাঁহার আরাধনা করিতে পারিব,
৭৫ তাঁহার সাক্ষাতে যাবজ্জীবন করিতে পারিব। ৭৬ আর, হে বালক,
তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া আখ্যাত হইবে, কারণ তুমি প্রভুর
সম্মুখে চলিবে, তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য; ৭৭ তাঁহার প্রজাদের
পাপ মোচন তাহাদিগকে পরিত্রানের গ্জ্ঞান দিবার জন্য। ৭৮ ইহা
আমাদের ইশ্বরের সেই কৃপাযুক্ত স্নেহহেতু হইবে, যদ্দারা উর্দ্ধ হইতে
উষা আমাদের তত্ত্বাবধান করিবে, ৭৯ যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছা-
য়ায় বসিয়া আছে, তাহদের উপরে দীপ্তি দিবার জন্য, আমাদের
চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য। ৮০ পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে
এবং আত্মায় বলবান হইতে লাগিল; আর সে যত দিন ইস্রায়েলের
নিকটে প্রকাশিত না হইল, তত দিন প্রান্তরে ছিল।

যীশু খ্রিষ্টের জন্ম ও বাল্যকাল।

২ সেই সময়ে আগস্ত কৈসরের এই আদেশ বাহির হইল যে, সমু-
দয় পৃথিবীর লোক নাম লিখিয়া দিবে। ২ সুরিয়ার শাসনকর্ত্তা
কুরীনিয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখান হয়। ৩ সকলে নাম লিখিয়া
দিবার নিমিত্তে আপন আপন নগরে গমন করিল।
৪ আর যোষেফও গালীলের নাসরৎ নগর হইতে যিহুদিয়ায় বৈৎ-
লেহম নামক দায়ুদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ুদের কুল ও
গোষ্ঠীজাত ছিলেন; ৫ তিনি আপনার বাগ্দত্তা স্ত্রী মরিয়মের সহিত
নাম লিখিয়া দিবার জন্য গেলেন; তখন ইনি গর্ব্ভবতী ছিলেন। ৬ তাঁ-
হারা সেই স্থানে আছেন, এমন সময়ে মরিয়মের প্রসবকাল সম্পূর্ন
হইল। ৭ আর তিনি আপনার প্রথজাত পুত্র প্রসব করিলেন, এবং তাঁ-
হাকে কাপড়ে জড়াইয়া যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখিলেন, কারণ পান্থ-
শালায় তাঁহাদের জন্য স্থান ছিল না। ৮ ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মা-
ঠে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌ-
কি দিতেছিল। ৯ আর প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁ-
ড়াইলেন এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল;
তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। ১০ তখন দূত তাহাদিগকে কহি-
লেন, ভয় করিও না, কেননা দেখ, আমি তোমাদিগকে মহানন্দের সু-
সমাচার জানাইতেছি; সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে; ১১ কারণ
অদ্য দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন; তিনি
খ্রীষ্ট প্রভু। ১২ আর তোমদের জন্য ইহাই চিহ্ন, তোমরা দেখিতে পাবে,
একটি শিশু কাপড়ে জড়ান ও যাবপাত্রে শয়ান রহিয়াছে। ১৩ পরে
হঠাৎ স্বর্গীয় বাহীনির এক বৃহৎ দল ঐ দুতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্ত-
বগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, ১৪ উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহি-
মা, পৃথীবিতে [তাঁহার] প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। ১৫ দূতগণ
তাহাদের নিকট হইতে স্বর্গে চলিয়া গেলে পর মেষপালকেরা পর-
স্পর কহিল, চল, আমরা একবার বৈৎলেহম পর্য্যন্ত যাই, এবং এই
যে ব্যাপারে প্রভু আমাদিগকে জানাইলেন, তাহা গিয়া দেখি। ১৬ পরে
তাহারা শীঘ্র গমন করিয়া মরিয়ম ও যোষেফ এবং সেই যাবপাত্রে
শয়ান শিশুটিকে দেখিতে পাইল। ১৭ দেখিয়া বলকটীর বিষয়ে যে
কথা তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তাহা জানাইল। ১৮ তাহাতে যত
লোক মেষপালকগনের মুখে ঐ সব কথা শুনিল, সকলে এই সকল
বিষয়ে আশ্চর্য্য গ্জ্ঞান করিল। ১৯ কিন্তু মরিয়ম সেই সকল কথা হৃ-
দয় মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন।
২০ আর মেষপালকদিগকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, তাহারা তদ্রুপ
সকলই দেখিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও স্তবগান করিতে করিতে
ফিরিয়া আসিল। ২১ আর যখন বালকটির ত্বকছেদনের জন্য আট
দিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল; এই নাম তাঁহার
গর্ব্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে দুতের দ্বারা রাখা হইয়াছিল।

শিশু যীশুর বিষয়ে শিমিয়োনের ও হান্নার কথা।

২২ পরে যখন মোশির ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহাদের শুচী হইবার কাল
সম্পূর্ণ হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে যিরুশালেমে লইয়া গেলেন, যেন

তাঁহাকে প্রভুর নিকটে উপস্থিত করেন, ২৩ যেমন প্রভুর ব্যবস্থায় লে-
খা আছে, ‘গর্ব্ভ উন্মোচক প্রত্যেক পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশ্যে পবি-
ত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে’; ২৪ আর যেন বলি উৎসর্গ করেন, যেমন
প্রভুর ব্যবস্থায় উক্ত হইয়াছে, ‘এক ষোড়া ঘুঘু কিম্বা দুই কপোতশা-
বক।’ ২৫ আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরুশালেমে ছিলেন,
তিনি ধার্ম্মিক ও ভক্ত, ইস্রায়েলের সান্ত্বনার অপেক্ষাতে থাকিতেন,
এবং পবিত্র আত্মা তাহার উপরে ছিলেন। ২৬ আর পবিত্র আত্মা দ্বারা
তাঁহার কাছে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি প্রভুর খ্রীষ্টকে দেখিতে না
পাইলে মৃত্যু দেখিবেন না। ২৭ তিনি সেই আত্মার আবেশে ধার্ম্মধামে
আসিলেন, এবং শিশু যীশুর পিতামাতা যখন তাঁহার বিষয়ে ব্যবস্থার
রীতি অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য তাঁহাকে ভিতরে আনিলেন,
২৮ তখন তিনি তাঁহাকে কোলে লইলেন, আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি-
লেন, ও কহিলেন, ২৯ হে স্বামিন, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে
তোমার দাসকে বিদায় করিতেছ, ৩০ কেননা আমার নয়নযুগল তো-
মার পরিত্রান দেখিতে পাইল, ৩১ যাহা তুমি সকল জাতির সম্মুখে প্র-
স্তুত করিয়াছ, ৩২ পরজাতিগনের প্রতি প্রকাশিত হইবার জ্যোতি, ও
তোমার প্রজা ইস্রায়েলের গৌরব। ৩৩ তাঁহার বিষয়ে কথিত এই সকল
কথায় তাঁহার পিতামাতা আশ্চর্য্য গজ্ঞান করিতে লাগিলেন। ৩৪ আর
শিমিয়োন তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, এবং তাঁহার মাতা মরিয়-
মকে কহিলেন, দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থা-
নের নিমিত্ত, এবং যাহার বিরুদ্ধে কথা বলা যাইবে, এমন চিহ্ন হই-
বার নিমিত্ত স্থাপিত, ৩৫ আর তোমার নিজের প্রাণও খড়্গে বিদ্ধ হই-
বে,- যেন অনেকে হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়। ৩৬ আর হান্না নাম্নী
এক ভাববাদীনি ছিলেন, তিনি পনুয়েলের কন্যা, আশের-বংশজাত;
তাঁহার অনেক বয়স হয়েছিল, তিনি কুমারী অবস্থার পর সাত বৎসর
স্বামীর সহিত বসবাস করেন, ৩৭ আর চৌরাশী বৎসর পর্য্যন্ত বিধবা
হইয়া থাকেন, তিনি ধার্ম্মধাম হইতে প্রস্থান না করিয়া উপবাস ও প্রা-
র্থনা সহকারে রাত দিন উপাসনা করিতেন। ৩৮ তিনি সেই দন্ডে উপ-
স্থিত হইয়া ইশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক যিরুশালেমের
মুক্তির অপেক্ষো করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লা-
গিলেন। ৩৯ আর প্রভুর ব্যবস্থানুরূপ সমস্ত কার্য্য সাধন করিবার পর
তাঁহারা গালীলে নিজ নগর নাসরতে, ফিরিয়া গেলেন।

বালক যীশুর যিরুশালেমে যাত্রা।

৪০ পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞা-
নে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল।
৪১ তাঁহার পিতামাতা প্রতি বৎসর নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যিরুশালেমে
যাইতেন।
৪২ তাঁহার বারো বৎসর বয়স হইলে, তাহারা পর্ব্বের রীতি অনুসারে
যিরুশালেমে গেলেন;
৪৩ এবং পর্ব্বের সময় সমাপ্ত করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন,
তখন বালক যীশু যিরুশালেমে রহিলেন; আর তাহার পিতামাতা তা-
হা জানিতেন না,
৪৪ কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে আছেন, মনে করিয়া তাঁহারা এক
দিনের পথ গেলেন; পরে জ্ঞাতি ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁহার
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন;
৪৫ আর তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে যিরুশা-
লেমে ফিরিয়া গেলেন।
৪৬ তিন দিনের পর তাঁহারা তাঁহাকে ধর্ম্মধামে পাইলেন; তিনি গুরু-
দিগের মধ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে ছিলেন ও তাঁহাদিগকে
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন;
৪৭ আর যাহারা তাঁহার কথা শুনিতেছিল, তাঁহারা সকলে তাহার বু-
দ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।
৪৮ তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহার মাতা
তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করি-
লে? দেখ, তোমার পিতা এবং আমি কাতর হইয়া তোমার অন্বেষণ
করিতেছিলাম।
৪৯ টিই তাঁহাদিগকে কহিলেন, কেন আমার অন্বেষণ করিলে?
আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতে হইবে, ইহা কি জানিতে না?
৫০ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে যে কথা বলিলেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে
পারিলেন না। ৫১ পরে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে নামিয়া নাসরতে চলিয়া
গেলেন, ও তাঁহাদের বশীভূত থাকিলেন। আর তাঁহার মাতা সমস্ত
কথা আপন হৃদয়ে রাখিলেন। ৫২ পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং
ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন।

যোহন বাপ্তাইজকের কর্ম্ম।

যীশুর বাপ্তিস্ম।

৩ তিনবারকৈসরের রাজত্বেরপঞ্চদশ বৎসরে যখন পন্তীয় পী-
লাত যিহুদিয়ার অধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁহার ভ্রাতা
ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা, এবং লূষানিয়
অবিলীনির রাজা, ২ তাখনহানন ও কায়াফার মহাযাজকত্ব কালে
ঈশ্বরের এই বানী প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকট উপস্থিত
হইল। ৩ তাহাতে তিনি যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপ-
মোচনের জন্য মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন;
৪ যেমন যিশাইয় ভাববাদী বাক্য-গ্রন্থে লিখিত আছে, “প্রান্তরে
একজনের রব, সে ঘোষনা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত
কর, তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর। ৫ প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূ-
রিত হইবে, প্রত্যেক পর্ব্বত ও উপপর্ব্বত নিম্ন করা যাইবে, যাহা যাহা
বক্র, সে সকলকে সরল করা যাইবে, যাহা যাহা অসমান, সে সকল
সমান করা যাইবে, ৬ এবং মর্ত্ত্য ঈশ্বরের পরিত্রান দেখিবে।”
৭ অতএব যে সকল লোক তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে বাহির হই-
য়া আসিল, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা, আগামী
কপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব
মন পরিবর্ত্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও, এবং মনে মনে বলিতে
আরম্ভ করিও না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের জন্য
সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। ৯ আর এখন বৃক্ষ সকলের মূলে কু-
ঠার লাগান আছে; অতএব যেকোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা
কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। ১০ তখন লোকেরা তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কি করিতে হইবে? ১১ তিনি উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যাহার দুইটি আঙরাখা আছে, সে, যা-
হার নাই, তাহাকে একটি দিউক; আর যাহার কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে,
সেও তদ্রুপ করুক। ১২ আর করগ্রাহীরাও বাপ্তাইজিত হইতে
আসিল, এবং তাঁহাকে কহিল,গুরো আমাদের কি করিতে হইবে?
১৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের জন্য যাহা নিরুপিত, তা-
হার অধিক আদায় করিও না। ১৪ আর সৈনিকেরাও তাঁহাকে জিজ্ঞা-
সা করিল, আমাদেরই বা কি করিতে হইবে? তিনি তাহাদিগকে বলি-
লেন, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, অন্যায়পূর্ব্বক কিছু আদা-
য়ও করিও না, এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও। ১৫ আর লো-
কেরা যখন অপেক্ষায় ছিল, এবং যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে
এই তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই খ্রীষ্ট, ১৬ তখন
যোহন উত্তর করিয়া সকলকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে জলে
বাপ্তাইজিত করিতেছি বটে, কিন্তু এমন একজন আসিতেছেন, যিনি
আমা অপেক্ষা শক্তিমান, যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য
আমি নই; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজিত

করিবেন। ১৭ তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে; তিনি আপন খামার সু-
পরিস্কৃত করিবেন, ও গোম আপন গলাতে সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু
তূষ অনির্ব্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন।
১৮ আরও অনেক উপদেশ দিয়া যোহন লোকদের নিকটে সুসমা-
চার প্রচার করিতেন। ১৯ কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরো-
দিয়ার বিষয়ে তাঁহা কর্ত্তৃক দোষীকৃত হইলে, নিজ দুষ্কার্য্য সকলের
উপরে এইটিও যোগ করিলেন, ২০ যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করি-
লেন। ২১ আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাইজিত হয়, তখন যীশুও বাপ্তা-
ইজিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলিয়া গেল,
২২ এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপ-
রে নামিয়া আসিলেন, আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, "তুমি আমার
প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"

যীশু খ্রীস্টের বংশাবলি-পত্র।

২৩ আর যীশু নিজে, যখন তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন, কমবেশ ত্রিশ
বৎসর বয়স্ক ছিলেন; তিনি, যেমন ধরা হইত, যোষেফের পুত্র-ইনি
এলিয়র পুত্র, ২৪ ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি মল্কির পুত্র,
ইনি যান্নায়ের পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, ২৫ ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি
আমোসের পুত্র, ইনি নহূমের পুত্র, ইনি ইষলির পুত্র, ২৬ ইনি নগির পু-
তর, ইনি মাটের পুত্র, ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি
যোষেখের পুত্র, ২৭ ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোহানার পুত্র, ইনি রীষার
পুত্র, ইনি সারুব্বাবিলের পুত্র, ইনি শল্টীয়েলের পুত্র, ২৮ ইনি নেরির
পুত্র, ইনি মল্কির পুত্র, ইনি অদ্দীর পুত্র, ইনি কোষমের পুত্র, ইনি ইল-
মাদমের পুত্র, ২৯ ইনি এরের পুত্র, ইনি যীশুর পুত্র, ইনি ইলীয়েষরের
পুত্র, ইনি যোরীমের পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র, ৩০ ইনি লেবির পুত্র, ইনি
শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, ইনি যোন-
মের পুত্র, ৩১ ইনি ইলিয়াকীমের পুত্র, ইনি মিলেয়ার পুত্র, ইনি মিন্নার
পুত্র, ইনি মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র, ৩২ ইনি দায়ূদের পুত্র, ইনি
যিশয়ের পুত্র, ইনি ওবেদের পুত্র, ইনি বোয়সের পুত্র, ইনি সলমোনের
পুত্র, ৩৩ ইনি নহশোনের পুত্র, ইনি অম্মীনাদবের পুত্র, ইনি অদমানের
পুত্র, ইনি অর্নির পুত্র, ইনি হিস্রোনের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র, ইনি
যিহুদার পুত্র, ৩৪ ইনি যাকোবের পুত্র, ইনি ইসহাকের পুত্র, ইনি অব্রা-
হামের পুত্র, ইনি তেরুহের পুত্র, ৩৫ ইনি নাহোরের পুত্র, ইনি সরুগের
পুত্র, ইনি রিয়ুর পুত্র, ইনি পেলগের পুত্র, ইনি এবরের পুত্র, ইনি শে-
লহের পুত্র, ৩৬ ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র, ইনি শেমের
পুত্র, ইনি নোহের পুত্র, ইনি লেমকের পুত্র, ৩৭ ইনি মথূশেলহের পুত্র,
ইনি হনোকের পুত্র, ইনি যেরদের পুত্র, ইনি মহললেলের পুত্র, ইনি
কৈননের পুত্র, ৩৮ ইনি ইনোশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের
পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

যীশুর পরীক্ষা।

৪ যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া, যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসি-
লেন, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তর
মধ্যে চালিত হইলেন, ২ আর দিয়াবল দ্বারা পরিক্ষীত হইলেন, সেই
সকল দিন তিনি কিছুই আহার করেন নাই; পরে সেই সকল দিন
শেষ হইলে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তখন দিয়াবল তাঁহাকে কহিল, তুমি
যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরখনিকে বল, যেন ইহা রুটী হই-
য়া যায়।
৪ যীশু তাহাকে উত্তর করিলেন, লেখা আছে, "মনুষ্য কেবল রুটী-
তে বাঁচিবে না।" ৫ পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তকাল
মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। ৬ আর দিয়াবল তাঁহাকে
বলিল, তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ
দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহা-
কে ইচ্ছা তাহাকে দান করি; ৭ অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে
পড়িয়া প্রনাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে। ৮ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিলেন, লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রাভুকেই প্র-
নাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" ৯ আর সে তাঁহাকে
যিরুশালেমে লইয়া গেল, ও ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল,
এবং তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই স্থান হই-
তে নীচে পড়; ১০ কেননা লেখা আছে,

'তিনি আপন দূত্গনকে তোমার বিষয়ে আগ্জ্ঞা দিবেন, যেন তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করেন;'

১১ আর

'তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।'

১২ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, উক্ত আছে, "তুমি ঈশ্বর প্রভুর
পরীক্ষা করিও না।" ১৩ আর সমস্ত পরীক্ষা সমাপন করিয়া দিয়াবল
কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল।

নাসরতে যীশুর উপদেশ।

১৪ তখন যীশু আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরিয়া গেলেন, এবং
তাঁহার কীর্ত্তি চারিদিকে সমুদয় অঞ্চলে ব্যাপিল। ১৫ আর তিনি তাহা-
দের সমাজ-গৃহে উপদেশ দিয়া সকলের দ্বারা গৌরবান্বিত হইতে লা-
গিলেন। ১৬ আর তিনি যেখানে পালিত হইয়াছিলেন, সেই নাসরতে
উপস্থিত হইলেন, এবং তিনি আপন রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে
সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও পাঠ করিতে দাড়াঁইলেন। ১৭ তখন
যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল, আর তিনি পু-
স্তকখানি খুলিয়া সেই স্থান পাইলেন, যেখানে লেখা আছে, ১৮ "প্রভুর
আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত
করিয়াছেন, দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগনের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার
জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে
নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, ১৯ প্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘো-
ষনা করিবার জন্য"। ২০ পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভৃত্যের
হস্তে দিয়া বসিলেন। তাহাতে সমাজ-গৃহে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি
স্থির হইয়া রহিল। ২১ আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,
অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্নগোচরে পূর্ণ হইল। ২২ তাহাতে
সকলে তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল, ও তাহাঁর মুখনির্গত মধুর বাক্যে
আশ্চর্য্য বোধ করিল, আর কহিল, এ কি যোষেফের পুত্র নহে?
২৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমাকে অবশ্য এই প্রবাদ-
বাক্য বলিবে, চিকিৎসক, আপনাকেই সুস্থ কর; কফরনাহূমে যাহা
যাহা করা হইয়াছে শুনিয়াছি, এখানে এই দেশেও কর। ২৪ তিনি
আরও কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, কোন ভাববাদী
স্বদেশে গ্রাহ্য হয় না। ২৫ আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
এলিয়ের সময় যখন তিন বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত আকাশ রুদ্ধ ছিল,
ও সমুদয় দেশে মহা-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইস্রায়েলের
মধ্যে অনেক বিধবা ছিল; ২৬ কিন্তু এলিয় কাহারও নিকটে প্রেরিত
হন নাই, কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক বিধবা স্ত্রীলোকের
নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ২৭ আর ইলীশায় ভাববাদীর সময়ে
ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকে কুষ্ঠী ছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই শুচীকৃত
হয় নাই, কেবল সুরীয় নামান হইয়া ছিল। ২৮ এই কথা শুনিয়া
সমাজ-গৃহে উপস্থিত লোকেরা সকলে ক্রোধে পূর্ণ হইল; ২৯ আর তা-
হারা উঠিয়া তাঁহাকে নগরের বাহিরে ঠেলিয়া লইয়া চলিল. এবং যে

পর্ব্বতে তাহাদের নগর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত
লইয়া গেল, যেন তাঁহাকে নীচে ফেলিয়া দিতে পারে।
৩০ কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন।

যীশুর নানা অলৌকিক –কার্য্য

যীশু অনেক পীড়িত ও ভূতগ্রস্ত লোককে সুস্থ করেন।

৩১ পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম নগরে নামিয়া আসিলেন।
আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন;
৩২ এবং লোকেরা তাঁহার উপদেশে চমৎকৃত হইল; কারণ তাঁহার বা-
ক্য ক্ষমতা যুক্ত ছিল। ৩৩ তখন ঐ সমাজ-গৃহে এক ব্যক্তি ছিল, তা-
হাকে অশুচী ভূতের আত্মায় পাইয়াছিল; ৩৪ সে উচ্চরবে চেঁচাইয়া
কহিল, আহা, হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক
কি? আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিলেন? আমি জা-
নি, আপনি কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। ৩৫ তখন যীশু তাহাকে
ধমকাইয়া কহিলেন, চুপ কর, এবং উহা হইতে বাহির হও, তখন সেই
ভূত তাহাকে মাঝখানে ফেলিয়া দিয়া তাহা হইতে বাহির হইয়া গেল,
তাহার কোন হানি করিল না। ৩৬ তখন সকলে চমৎকৃত হইল, এবং
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এ কেমন কথা? ইনি ক্ষমতায় ও
পরাক্রমে অশুচী আত্মাদিগকে আগ্জ্ঞা করেন, আর তাহারা বাহির
হইয়া যায়। ৩৭ পরে চারিদিকের অঞ্চলে সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি ব্যাপিল।
৩৮ পরে তিনি সমাজ-গৃহ হইতে উঠিয়া শিমোনের বাটীতে প্রবেশ
করিলেন; তখন শিমোনের শাশুড়ী ভারী জ্বরে পীড়িতা ছিলেন, তাই
তাঁহারা তাঁহার নিমিত্তে তাঁহাকে বিনতি করিলেন। ৩৯ তখন তিনি তাঁ-
হার নিকটে দাঁড়াইয়া জ্বরকে ধমক দিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর ছা-
ড়িয়া গেল; আর তিনি তৎক্ষনাত উঠিয়া তাহদের পরিচর্য্যা করিতে
লাগিলে।
৪০ পরে সূর্য্য অস্ত যাইবার সময়ে, নানা রোগে রুগী যাহাদের ছিল,
তাহারা সকলে তাহাদিগকে তাঁহার নিকটে অনিল; আর তিনি প্র-
ত্যেক জনের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।
৪১ আর অনেক লোক হইতে ভূতও বাহির হইল, তাহারা চীৎকার
করিয়া কহিল, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে ধমক
দিয়া কথা কহিতে দিলেন না, কারণ তাহারা জনিত যে তিনিই সেই
খ্রীষ্ট।
৪২ পরে প্রভাত হইলে তিনি বাহির হইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গমন
করিলেন; আর লোকেরা তাহার অন্বেষণ করিল, এবং তাঁহার নিক-
টে আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে চাহিল, যেন তিনি তাহাদের নি-
কট হইতে চলিয়া না যান।
৪৩ কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে
ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই
আমি প্রেরিত হইয়াছি।
৪৪ পরে তিনি যিহুদিযার নানা সমাজ-গৃহে প্রচার করিতে লাগি-
লেন।

জালে বিস্তর মাছ উঠে।

৫ একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়ি-
য়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূ-
লে দাঁড়াইয়াছিলেন, ২ আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখান নৌ-
কা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতে
ছিল। ৩ তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌ-
কাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দুরে যাইতে তাঁহাকে বিনতি করি-
লেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগি-
লেন।
৪ পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর
জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমার মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের
জাল ফেল। ৫ শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি
পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি
জাল ফেলিব। ৬ তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা
পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাহাঁদের যে
অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সংকেত
করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। ৭ তাঁহারা
আসিয়া দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে
লাগিল। ৮ তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর জানুর উপরে পড়িয়া
কহিলেন, আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি
পাপী। ৯ কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি, ও যাঁ-
হারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; ১০ আর সি-
বদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছি-
লেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন যীশু শিমোন-
কে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ
ধরিবে। ১১ পরে তাঁহারা নৌকা কূলে আনিয়া সকলই পরিত্যাগ করি-
য়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন।

যীশু এক জন কুষ্ঠী ও এক জন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেন।

১২ একদা তিনি কোন নগরে আছেন, এমন সময়ে দেখ, এক জন
সর্ব্বাঙ্গকুষ্ঠ; সে যীশুকে দেখিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক
বলিল, প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুচী করিতে
আরেন। ১৩ তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহি-
লেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও; আর তখনই তাহার কুষ্ঠ চলি-
য়া গেল। ১৪ পরে তিনি তাহাকে আগ্জ্ঞা দিলেন, এই কথা কাহাকেও
বলিও না, কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং
লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমার শুচীকরণ সম্বন্ধে মো-
শির অগ্জ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর। ১৫ কিন্তু তাঁহার বিষয়ে জন-
রব আরও অধিক ব্যাপিতে লাগিল; আর কথা শুনিবার জন্য এবং
আপন আপন রোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য বিস্তর লোক সমাগত
হইতে লাগিল। ১৬ কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া প্রা-
র্থনা করিতেন। ১৭ আর এক দিবস তিনি উপদেশ দিতেছিলেন, এবং
ফরীশীরা ও ব্যবস্থা গুরুরা নিকটে বসিয়া ছিল; তাহারা গালীল ও
যিহুদিয়ার সমস্ত গ্রাম এবং যিরুশালেম হইতে আসিয়াছিল; আর প্র-
ভুর শক্তি উপস্থিত ছিল, যেন তিনি সুস্থ করেন। ১৮ আর দেখ, কএ-
কটি লোক এক জনকে খাটে করিয়া অনিল, সে পক্ষাঘাতী; তাহারা
তাহাকে ভিতরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিতে চেষ্ঠা করিল। ১৯ কি-
ন্তু ভিড় প্রযুক্ত ভিতরে অনিবার পথ না পাওয়াতে ঘরের ছাদে
উঠিল, এবং টালি সমূহের মধ্য দিয়া শয্যাশুদ্ধ তাহাকে মাঝখানে
যীশুর সম্মুখে নামাইয়া দিল। ২০ তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি কহি-
লেন, হে মনুষ্য, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। ২১ তখন অধ্যাপক-
গণ ও ফরীশীরা এই তর্ক করিতে লাগিল, এ কে যে ঈশ্বরনিন্দা
করিতেছে? কেবলমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে
পারে? ২২ যীশু তাহাদের তর্ক জানিয়া উত্তর করিয়া তাহাদিগিকে
কহিলেন, তোমরা মনে মনে কেন তর্ক করিতেচেও? ২৩ কোনটা
সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও'
বলা? ২৪ কিন্তু পৃথীবিতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্য পুত্রের ক্ষমতা
আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য- তিনি সেই পক্ষাঘা-
তীকে বলিলেন,-তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লই-
য়া তোমার ঘরে যাও। ২৫ তাহাতে সে তখনই তাহাদের সাক্ষাতে
উঠিল, এবং আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে
করিতে আপন গৃহে চলিয়া গেল। ২৬ তখন সকলে অতিশয় আশ্চ-

র্য্যান্বিত হইল, আর সকলে ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল, এবং ভয়
পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিল, আজ আমরা আলৌকিক ব্যাপার দে-
খিলাম।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

লেবির আহ্ববান। তৎসমন্ধে যীশুর আগ্জ্ঞা।

২৭ তৎপরে তিনি বাহিরে গেলেন, আর দেখিলেন, লেবি নামে এক
জন করগ্রাহী করগ্রহণ-স্থানে বসিয়া আছেন; তিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, আমার পশ্চাৎ আইস। ২৮ তাহাতে তিনি সকলই পরিত্যাগ
করিয়া উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ২৯ পরে লেবি আপন
বাটীতে তাঁহার নিমিত্ত বড় এক ভোজ প্রস্তুত করিলেন, এবং অনেক
করগ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল।
৩০ তখন ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা
করিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা কি কারণ করগ্রাহী ও পাপীদের
সঙ্গে ভোজন পান করিতেছ? ৩১ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িত
লোকদেরই প্রয়োজন আছে। ৩২ আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পা-
পীদিগকেই ডাকিতে আসিয়াছি, যেন তাহারা মন ফিরায়। ৩৩ পরে
তাহারা তাঁহাকে কহিল, যোহনের শিষ্যগণ বার বার উপবাস করে ও
প্রার্থনা করে, ফরীশীদের শিষ্যেরাও সেইরূপ করে; কিন্তু তোমার শি-
ষ্যেরা ভোজন পান করিয়া থাকে। ৩৪ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, বর
সঙ্গে থাকিতে তোমারা কি বাসর-ঘরের লোকদিগকে উপবাস করা-
ইতে পার? ৩৫ কিন্তু সময় আসিবে; আর যখন বর তাহাদের নিকট
হইতে নীত হইবেন, তখন তাহারা উপবাস করিবে। ৩৬ আরও তিনি
তাহাদিগকে একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন, তাহা এই, কেহ নূতন কাপড়
হইতে টুকরা ছিঁড়িয়া পুরাতন কাপড়ে লাগায় না; তাহা করিলে নূত-
নটাও ছিঁড়িতে হয়, এবং পুরাতন কাপড়েও সেই নূতনের তালী মি-
লিবে না। ৩৭ আর পুরাতন কুপায় কেহ টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে না;
রাখিলে টাটকা দ্রাক্ষারসে কুপাগুলি ফাটিয়া যাইবে, তাহাতে দ্রাক্ষা-
রসও পড়িয়া যাইবে, কুপা গুলিও নষ্ট হইবে। ৩৮ কিন্তু টাটকা দ্রাক্ষা-
রস নূতন কুপাতেই রাখিতে হয়। ৩৯ আর পুরাতন দ্রাক্ষারস পান
করিয়া কেহ টাটকা চায় না, কেননা সে বলে, পুরাতনই ভাল।

বিশ্রামবার- বিষয়ক কথা।

৬ এক দিন বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া যাইতেছিলেন, এমন
সময়ে তাঁহার শিষ্যরা শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাতে মাড়িয়া খাই-
তে লাগিলেন। ২ তাহাতে কএক জন ফরীশী কহিল, বিশ্রামবারে যাহা
করা বিধেয় নয়, তোমরা কেন তাহা করিতেছ? ৩ যীশু উত্তর করিয়া
তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ুদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষুধিত হইলে তিনি কি
করিয়াছিলেন. তাহাও কি তোমরা পাঠ কর নাই?
৪ তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী কেবল যাজ-
কবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহা লইয়া
আপনি ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগনকেও দিয়াছিলেন।
৫ পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা।
৬ আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া উপদেশ দি-
লেন; সেই স্থানে একটি লোক ছিল, তাহার দক্ষিন হস্ত শুকাইয়া গি-
য়াছিল। ৭ আর অধ্যাপকেরা ও ফরীশীরা, তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ
করেন কি না, দেখিবার জন্য তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল, যেন তাঁহার
নামে দোষারোপ করিবার সূত্র পায়। ৮ কিন্তু তিনি তাহাদের চিন্তা
জ্ঞাত ছিলেন, আর সেই শুস্কহস্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, উঠ, মাঝখানে
দাঁড়াও। তাহাতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ৯ পরে যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা বিধেয়?
ভাল করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা না নাশ করা? ১০ পরে তিনি
চারিদিকে তাহাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সেই লোকটিকে
বলিলেন, তোমার হাত বাড়াইয়া দেও। সে তাহা করিল, আর তাহার
হাত সুস্থ হইল। ১১ কিন্তু তাহারা উন্মত্তায় পূর্ণ হইল, আর যীশুর প্রতি
কি করিবে, তাহাই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল।

প্রেরিতগনকে নিযুক্ত করণ। যীশুর উপদেশ।

১২ সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করণার্থে বাহির হইয়া পর্ব্বতে
গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি যা-
পন করিলেন। ১৩ পরে যখন দিবস হইল, তিনি আপন শিষ্যগনকে
ডাকিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে বারো জনকে মনোনীত করি-
লেন, আর তাঁহাদিগকে ‘প্রেরিত’ নাম দিলেন;- ১৪ শিমোন, যাঁহাকে
তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, এবং যাকোব ও
যোহন, এবং ফিলিপ ও বর্থলময়, ১৫ এবং মথি ও থোমা, এবং আল-
ফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও উদযোগী আখ্যাত শিমোন, যাকোবের [পু-
ত্র] যিহুদা। ১৬ এবং ঈস্করিয়োতীয় যিহুদা, যে তাঁহাকে [শত্রু হস্তে]
সমর্পণ করে। ১৭ পরে তিনি তাঁহাদের সহিত নামিয়া এক সমান ভূমির
উপরে গিয়া দাঁড়াইলেন; আর তাঁহার অনেক শিষ্য এবং সমস্ত যিহু-
দিয়া ও যিরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূল হইতে
বিস্তর লোক উপস্থিত হইল; তাহারা তাঁহার বাক্য শুনিবার ও আপন
আপন রোগ হইতে সুস্থ হইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আসিয়াছিল,
১৮ এবং যাহারা অশুচী আত্মা দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিল, তাহারা সু-
স্থ হইল। ১৯ আর, সমস্ত লোক তাঁহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্ঠা করিল,
কেননা তাহা হইতে শক্তি নির্গত হইয়া সকলকে সুস্থ করিতেছিল।
২০ পরে তিনি আপন শিষ্যগনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ধন্য
দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বেরে রাজ্য তোমাদেরই। ২১ ধন্য তোমরা, যাহা-
রা এক্ষণে ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য তোমরা, যা-
হারা এক্ষণে রোদন কর, কারণ তোমরা হাসিবে। ২২ ধন্য তোমরা,
যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে দ্বেষ করে, আর যখন
তোমাদিগকে পৃথক করিয়া দেয়, ও নিন্দা করে, এবং তোমাদের নাম
মন্দ বলিয়া দূর করিয়া দেয়। ২৩ সেই দিন আনন্দ করিও ও নৃত্য
করিও, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর;কেননা তাহাদের
পিতৃপুরুষেরা ভাববাদিগনের প্রতি তাহাই করিত। ২৪ কিন্তু

ধিক তোমাদিগকে, হা ধনবানেরা, কারণ তোমারা আপনাদের সান্ত্ব-না পাইয়াছ।

২৫ ধিক তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে পরিতৃপ্ত, কারণ তোমারা ক্ষু-
ধিত হইবে; ধিক তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে হাস্য কর, কারণ তো-
মারা বিলাপ ও রোদন করিবে। ২৬ ধিক তোমাদিগকে, যখন সকল
লোকে তোমাদের সুখ্যাতি করে, কারণ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা
ভক্ত ভাববাদীদের প্রতি তাহাই করিত। ২৭ কিন্তু তোমরা যে শুনিতেছ,
আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম
করিও, যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও; ২৮ যাহা-
রা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও; যাহারা
তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও,। ২৯ যে
তোমার এক গালে চর মারে, তাহার দিকে অন্য এক গালও পাতিয়া
দিও; এবং যে তোমার চোগা তুলিয়া লয়, তাহাকে আঙরাখাটীও
লইতে বারণ করিও না। ৩০ যে কেহ তোমার কাছে যাচ্না করে, তাহা-
কে দিও; এবং যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়, তাহার কাছে তাহা আর
চাহিও না। ৩১ আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের
প্রতি করে তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও। ৩২ আর যাহারা
তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমরা কিরূপ
সাধুবাদ পাইতে পার? কেননা পাপীরাও, যাহারা তাহাদিগকে প্রেম

করে, তাহাদিগকে প্রেম কর। ৩৩ আর যাহারা তোমাদের উপকার
করে, যদি তাহাদের উপকার কর, তবে তোমরা কিরূপ সাধুবাদ পা-
ইতে পার? পাপীরাও তাহাই করে। ৩৪ আর যাহাদের কাছে পাবার
আশা থাকে, যদি তাহাদিগকেই ধার দেও, তবে তোমরা কিরূপ সাধু-
বাদ পাইতে পার? পাপীরাও পাপীদিগকে ধার দেয়, যেন সেই পরি-
মানে পুনরায় পায়। ৩৫ কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম
করিও, তাহাদের ভাল করিও, এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার
দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহাপুরস্কার হইবে, এবং তোমরা পরা-
ৎপরের সন্তান হইবে, কেননা তিনি অকৃতজ্ঞদের ও দুস্টদের প্রতিও
কৃপাবান। ৩৬ তোমার পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু
হও। ৩৭ আর তোমরা বিচার করিও না, তাহাতে বিচারিত হইবে না।
আর দোষী করিও না, তাহাতে দোষীকৃত হইবে না। তোমরা ছাড়িয়া
দিও, তাহাতে তোমাদেরও ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে। ৩৮ দেও, তাহাতে
তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমানে চাপিয়া
ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমা-
নে পরিমান কর, সেই পরিমানে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমান করা
যাইবে। ৩৯ আর তিনি তাহাদিগকে একটি দৃষ্টান্তও কহিলেন, অন্ধ কি
অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে? উভয়েই কি গর্ত্তে পড়িবে না?

৪০ শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, কিন্তু যে কেহ পরিপক্ক হয়,

৪১ সে আপন গুরুর তুল্য হইবে। আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কু-
টা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে
কড়িকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?

৪২ তোমার চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা যখন দেখিতেছ না,
তখন তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিতে পার, ভাই, এস,
আমি তোমার চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির করিয়া দিই? তোমার নি-
জের চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা ত তুমি দেখিতেছ না! হে কপ-
টি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাঠ বাহির করিয়া ফেল, তার
পর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহা বাহির করিবার নিমি-
ত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাবে।

৪৩ কারণ এমন ভালো গাছ নাই, যাহাতে মন্দ ফল ধরে, এবং এমন
মন্দ গাছও নাই, যাহাতে ভালো ফল ধরে।

৪৪ স্ব স্ব ফল দ্বারাই প্রত্যেক গাছ চানা যায়; লোকে ত কাঁটাবন হই-
তে ডুমুর সংগ্রহ করে না, এবং শ্যাকুলের ঝোপ হইতে দ্রাক্ষাফল
সংগ্রহ করে না।

৪৫ ভাল মানুষ আপন হৃদয়ের ভাল ভান্ডার হইতে ভালই বাহির
করে; এবং মন্দ মানুষ মন্দ ভান্ডার হইতে মন্দই বাহির করে; যেহে-
তুক হৃদয়ের উপচয় হইতে তাহার মুখ কথা কহে।

৪৬ আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলিয়া ডাক, অথচ
আমি যাহা যাহা বলি, তাহা কর না?

৪৭ যে কেহ আমার নিকটে আসিয়া আমার বাক্য শুনিয়া পালন
করে, সে কাহার তুল্য তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি।

৪৮ সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে গৃহ নির্ম্মান করিতে গিয়া খনন
করিল, খুঁড়িয়া গভীর করিল, ও পাষানের উপরে ভিত্তিমূল স্থাপন
করিল; পরে বন্যা আসিলে সেই গৃহে জলস্রোত বেগে বহিল, কিন্তু
তাহা হেলাইতে পারিল না, কারণ তাহা উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৪৯ কিন্তু যে শুনিয়া পালন না করে, সে এমন এক ব্যক্তির তুল্য, যে
মৃত্তিকার উপরে, বিনা ভিত্তিমূলে, গৃহ নির্ম্মান করিল; পরে জলস্রোত
বেগে বহিয়া সেই গৃহে লাগিল, আর অমনি তাহা পড়িয়া গেল, এবং
সেই গৃহের ভঙ্গ ঘোরতর হইল।

যীশু পীড়িতকে সুস্থ করেন ও মৃতকে জীবন দেন।

৭ লোকদের কর্ণগোচরে আপননার সকল কথা সমাপ্ত করিয়া
তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করিলেন। ২ তখন এক জন শতপ-
তির একটি দাস পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, সে তাঁহার প্রিয়-
পাত্র ছিল। ৩ তিনি যীশুর সংবাদ শুনিয়া যিহুদীদের কএক জন প্রা-
চীনকে দিয়া তাঁহার কাছে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি
আসিয়া তাঁহার দাসকে বাঁচান।

৪ তাঁহারা যীশুর কাছে আসিয়া আগ্রহ পূর্ব্বক বিনতি করিয়া বলি-
তে লাগিলেন, আপনি যে তাঁহার জন্য এই কার্য্য করেন, ৫ তিনি তা-
হার যোগ্য; কেননা তিনি আমাদের জাতিকে প্রেম করেন, আর
আমাদের সমাজ-গৃহ তিনি নির্ম্মান করিয়া দিয়াছেন। ৬ যীশু তাঁহা-
দের সঙ্গে গমন করিলেন, আর তিনি বাটীর অনতিদূরে থাকিতেই
শতপতি কএক জন বন্ধু দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু,
আপনাকে কষ্ট দিবেন না; কেননা আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি
আমার ছাদের নীচে আইসেন; ৭ সেই জন্য আমাকেও আপনার নি-
কটে আসিবার যোগ্য বুঝিলাম না;আপনি বাক্যে বলুন, তাহাতেই
আমার দাস সুস্থ হইবে। ৮ কারণ আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীনে নিযুক্ত
লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীনে; আর আমি তাহাদের এক
জনকে, ‘যাও’ বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে ‘আইস’ বলিলে সে
আইসে, আর আমার দাসকে ‘এই কর্ম্মকর’ বলিলে সে তাহা করে।
৯ এই সকল কথা শুনিয়া যীশু তাঁহার বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
লেন, এবং যে লোকসমুহ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তিনি
তাহাদিগকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইস্রা-
য়েলের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই। ১০ পরে যাঁহাদিগ-
কে পাঠান হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া সেই দাসকে সুস্থ
দেখিতে পাইলেন। ১১ কিছু কাল পরে তিনি নয়িন নামক নগরে যাত্রা
করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা ও বিস্তর লোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে-
ছিল। ১২ যখন তিনি নগর-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন, দেখ, লোকেরা
একটি মরা মানুষকে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল; সে
আপন মাতার একমাত্র পুত্র, এবং সেই মাতা বিধবা; আর নগরের
অনেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল। ১৩ তাহাকে দেখিয়া প্রভু করুনাবিষ্ট
হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, কাঁদিও না। ১৪ পরে নিকটে গিয়া
খাট স্পর্শ করিলেন; আর বাহকেরা দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, হে যু-
বক, তোমাকে বলিতাচি উঠ। ১৫ তাহাতে সেই মরা মানুষটি উঠিয়া
বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল; পরে তিনি তাহাকে তাহার মাতার
হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৬ তখন সকলে ভয়গ্রস্থ হইল, এবং ঈশ্বরের
গৌরব করিয়া বলিতে লাগিল, ‘আমাদের মধ্যে এক জন মহান ভাব-
বাদীর উদয় হইয়াছে,’ আর ‘ঈশ্বর আপন প্রজাদের তত্বাবধান করি-
য়াছেন’। ১৭ পরে সমুদয় যিহুদিয়াতে এবং চারিদিকে সমস্ত অঞ্চলে
তাঁহার বিষয়ে এই কথা ব্যাপিয়া গেল।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর।

১৮ আর যোহনের শিষ্যগণ তাঁহাকে এই সকল বিষয়ে সংবাদ দিল।
১৯ তাহাতে যোহন আপনার দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া তাহাদের দ্বারা
প্রভুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ‘যাঁহার আগমন হইবে,
সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?’
২০ পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল. যোহন বাপ্তাই-
জক আমাদের দ্বারা আপনার কাছে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন,
যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের
অপেক্ষায় থাকিব? ২১ সেই দন্ডে তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি
ও দুষ্ট আত্মা হইতে সুস্থ করিলেন, এবং অনেক অন্ধকে চক্ষু দিলেন।
২২ পরে তিনি সেই দুই জনকে এই উত্তর দিলেন, তোমরা যাও, যাহা
দেখিলে ও শুনিলে, তাহাদের সংবাদ যোহনকে দেও; অন্ধের দেখি-
তে পাইতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে, বধিরে-
রা শুনিতেছে, মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে, দরিদ্রদের নিকটে সুসমা-
চার প্রচারিত হইতেছে; ২৩ আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের

কারণ না পায়। ২৪ যোহনের দূতেরা প্রস্থান করিলে পর তিনি লোক-
দিগকে যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি দে-
খিতে গিয়াছিলে? ২৫ কি বায়ুকম্পিত নল? তবে কি দেখিতে গিয়াছি-
লে? কি কোমল বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ, যাহারা জাঁকাল
পোষাক পরে এবং ভোগসুখে কাল যাপন করে, তাহারা রাজবাটীতে
থাকে। ২৬ তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি এক জন ভাববাদীকে?
হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।
২৭ ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে, "দেখ আমি আপন দূ-
তকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি, সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত
করিবে।" ২৮ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্ত্রীলোকদের গর্ব্ভজাত
সকলের মধ্যে যোহন হইতে মহান কেহই নাই; তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে
অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতেও মহান। ২৯ আর সমস্ত লোক ও
করগ্রাহীরা কথা শুনিয়া যোহনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হওয়াতে
ঈশ্বরকে ধর্ম্মময় বলিয়া স্বীকার করিল; ৩০ কিন্তু ফরীশী ও ব্যবস্থাবে-
ত্তারা তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত না হওয়াতে আপনাদের বিষয়ে ঈশ্ব-
রের মন্ত্রণা বিফল করিল। ৩১ অতএব আমি কাহার সহিত এই কা-
লের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা কিসে তুল্য? ৩২ তাহারা এমন
বালকদের তুল্য, যাহারা বাজারে বসিয়া এক জন আর এক জনকে
ডাকিয়া বলে, 'আমরা তোমার নিকটে বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা না-
চিলে না; আমরা বিলাপ করিলাম, তোমরা কাঁদিলে না;' ৩৩ কারণ
যোহন বাপ্তাইজক আসিয়া রুটী খান না, দ্রাক্ষারসও পান করেন না,
আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্থ। ৩৪ মনুষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান
করেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখ, এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী,
করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু। ৩৫ কিন্তু প্রজ্ঞা আপনার সকল সন্তান
দ্বারা নির্দ্দোষ বলিয়া গণিত হইলেন।

অনুতাপিনী স্ত্রীর প্রতি যীশুর দয়া।

৩৬ আর ফরীশীদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে আপনার সঙ্গে ভোজন
করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহাতে তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে প্রবেশ
করিয়া ভোজনে বসিলেন। ৩৭ আর দেখ, সেই নগরে এক পাপিষ্ঠা
স্ত্রীলোক ছিল; সে যখন জানিতে পাইল, তিনি সেই ফরীশীর বাটীতে
ভোজনে বসিয়াছেন, তখন একটি শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল
লইয়া আসিল, ৩৮ এবং পশ্চাৎ দিকে তাঁহার চরণের নিকটে দাঁড়াইয়া
রোদন করিতে করিতে চক্ষের জলে তাঁহার চরণ ভিজাইতে লাগিল,
এবং আপনার মাথার চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল, আর তাঁহার
চরণ চুম্বন করিতে করিতে সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল।
৩৯ তাহা দেখিয়া, যে ফরীশী তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে মনে
মনে কহিল, এ যদি ভাববাদী হইত, তবে জানিতে পারিত, ইহাকে যে
স্পর্শ করিতেছে, সে কে এবং কি প্রকার স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপি-
ষ্ঠা।
৪০ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, শিমোন, তোমাকে
আমার কিছু বলিবার আছে। সে কহিল, গুরু বলুন।
৪১ এক মহাজনের দুই ঋণী ছিল; এক জন ধরিত পাঁচ শত সিকি,
আর এক জন পঞ্চাশ।
৪২ তাহাদের পরিশোধ করিবার সংগতি না থাকাতে তিনি উভয়-
কেই ক্ষমা করিলেন। ভাল, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক প্রেম
করিবে?
৪৩ শিমোন উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা
করিল, সেই। তিনি কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলে।
৪৪ আর তিনি সেই স্ত্রীলোকদের দিকে ফিরিয়া শিমোনকে কহি-
লেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ
করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোক-
টি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা
মুছাইয়া দিয়াছে।
৪৫ তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না, কিন্তু যে অবধি আমি ভিতরে
আসিয়াছি, এ আমার চরণ চুম্বন করিতেছে, ক্ষান্ত হয় নাই।
৪৬ তুমি তৈল দিয়া আমার মস্তক অভিষিক্ত করিলে না, কিন্তু এ সু-
গন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছে।
৪৭ এই জন্য, তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ, তাহার ক্ষমা
হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা
করা যায়, সে অল্প প্রেম করে।
৪৮ পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা
হইয়াছে।
৪৯ তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে
মনে বলিতে লাগিল, এ কে যে পাপ ক্ষমাও করে? ৫০ কিন্তু তিনি সেই
স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রান করিয়াছে;
শান্তিতে প্রস্থান কর।
৮ ইহার পরেই তিনি ঘোষনা করিতে করিতে এবং ঈশ্বরের রা-
জ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে নগরে নগরে ও গ্রামে
গ্রামে ভ্রমন করিলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সেই বারো জন, ২ এবং যাঁ-
হারা দুষ্ট আত্মা কিম্বা রোগ হইতে মুক্তা হইয়াছিলেন, এমন কএকটি
স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলীনি নাম্নী মরিয়ম, যাঁহা হইতে সাত ভূত বা-
হির হইয়াছিল, ৩ যোহানা, যিনি হেরোদের বিষয়াধ্যক্ষ কুষের স্ত্রী,
এবং শোশন্না ও অন্য অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিলেন; তাঁহারা আপন
আপন সম্পত্তি হইতে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

বীজবাপকের দৃষ্টান্ত-কথা।

৪ আর যখন বিস্তর লোক সমাগত হইতেছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন নগর
হইতে লোকেরা তাঁহার নিকট আসিতেছিল, তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা
কহিলেন, ৫ বীজবাপক আপন বীজ বপন করিতে গেল। বপনের
সময়ে কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে তাহা পদতলে
দলিত হইল, ও আকাশের পক্ষিগণ তাহা খাইয়া ফেলিল। ৬ আর
কতক পাষানের উপর পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হইলে রস না
পাওয়াতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর কতক কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল,
তাহাতে কাঁটা সকল সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরিত হইয়া তাহা চাপিয়া গেল।
৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল, তাহাতে তাহা অঙ্কুরিত হই-
য়া শত গুন ফল উৎপন্ন করিল। এই কথা বলিয়া তিনি উচ্চ রবে
কহেলেন, যাহার শুনিতে কান থাকে সে শুনুক। ৯ পরে তাঁহার শিষ্য-
গণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দৃষ্টান্তের ভাব কি? ১০ তিনি কহি-
লেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমাদিগকে জানিতে দে-
ওয়া হইয়াছে; কিন্তু আর সকলের নিকটে দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা গিয়াছে;
যেন তাহারা দেখিয়াও না দেখে, এবং শুনিয়াও না বুঝে। ১১ দৃষ্টান্তটি
এই; সেই বীজ ঈশ্বের বাক্য। ১২ আর তাহারাই পথের পার্শ্বের লোক,
যাহারা শুনিয়াছে, পরে দিয়াবল আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই
বাক্য হরণ করিয়া লয়, যেন তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রান না
পায়। ১৩ আর তাহারাই পাষানের উপরের লোক, যাহারা শুনিয়া
আনন্দপূর্ব্বক সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মূল নাই, তাহারা
অল্প কাল মাত্র বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময় সরিয়া পড়ে।
১৪ আর যাহা কাঁটাবনের মধ্যে পড়িল, তাহা এমন লোক, যাহারা শু-
নিয়াছে, কিন্তু চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুখভোগের
দ্বারা চাপা পরে, এবং পক্ক ফল উৎপন্ন করে না। ১৫ আর যাহা উত্তম
ভূমিতে পড়িল, তাহা এমন লোক, যাহারা সৎ ও উত্তম হৃদয়ে বাক্য
শুনিয়া ধরিয়া রাখে, এবং ধৈর্য্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে। ১৬ আর
দীপ জ্বালিয়া কেহ পাত্র দিয়া ঢাকে না, কিম্বা খাতের নীচে রাখে না,
কিন্তু দ্বিপাধারের উপরেই রাখে, যেন যাহারা ভিতরে যায়, তাহারা

আলো দেখিতে পায়। ১৭ কারণ এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা প্রকা-
শিত হইবে না; এবং এমন লুক্কায়িত কিছুই নাই, যাহা জানা যাইবে
না ও প্রকাশ পাইবে না। ১৮ অতএব দেখিও, তোমরা কিরূপে শুন;
কেননা যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, আর যাহার নাই, তা-
হার বোধে যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।
১৯ আর তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে আসিলেন, কিন্তু জন-
তা প্রযুক্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। ২০ পরে তাঁহা-
কে জানান হইল, আপনার মাতা ও আপনার ভ্রাতারা আপনাকে দে-
খিবার বাসনায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। ২১ তিনি উত্তর করিয়া তা-
হাদিগকে কহিলেন, এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শুনে ও পালন
করে, ইহারাই আমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ।

যীশুর নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য।

যীশু ঝড় থামান।

২২ এক দিন তিনি স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্যগণ একখানি নৌকায় উঠি-
লেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস আমরা হ্রদের ওপারে
যাই; তাহাতে তাঁহারা গুলিয়া দিলেন। ২৩ কিন্তু তাঁহারা নৌকা ছাড়িয়া
দিলে তিনি নিদ্রা গেলেন, আর হ্রদে ঝড় আসিয়া পড়িল, তাহাতে
নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল, ও তাঁহারা সঙ্কটে পড়িলেন। ২৪ পরে
তাঁহারা নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, নাথ, নাথ, আমরা
মারা পড়িলাম। তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বায়ুকে ও জলের তরঙ্গ-
কে ধমক দিলেন, আর উভয়ইয় থামিয়া গেল, ও শান্তি হইল।
২৫ পরে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?
তখন তাঁহারা ভীত হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন, পরস্পর কহিলেন,
ইনি তবে কে যে বায়ুকে ও জলকে আজ্ঞা দেন, আর তাহারা ইহার
আজ্ঞা মানে?

যীশু এক জন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করেন।

২৬ পরে তাঁহারা গালীলের পরপারস্থ গেরাসেনীদের অঞ্চলে পঁহুছি-
লেন। ২৭ আর তিনি স্থলে নামিলে ঐ নগরের একটা ভূতগ্রস্থ লোক
সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে অনেক দিন হইতে কাপড় পড়িত না, ও
গৃহে বাস করিত না, কিন্তু কবরে থাকিত। ২৮ যীশুকে দেখিবামাত্র সে
চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া উচ্চ রবে কহিল,
হে যীশু, পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমার সম্পর্ক কি?
আপনাকে বিনতি করি আমাকে যাতনা দিবেন না। ২৯ কারণ তিনি
সেই অশুচী আত্মাকে লোকটি হইতে বাহির হইয়া যাইতে আজ্ঞা
করিলেন; কেননা ঐ আত্মা দীর্ঘকাল অবধি তাহাকে ধরিয়াছিল,
আর শৃঙ্খলে ও বেড়ী দ্বারা বদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইলেও সে বন্ধন ছিঁ-
ড়িয়া ভুতের বশে নির্জ্জন স্থানে চালিত হইত। ৩০ যীশু তাহাকে জি-
জ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি? সে কহিল, বাহিনী; কেননা অনেক
ভূত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ৩১ পরে তাহারা তাঁহাকে বিনতি
করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহাদিগকে রসাতলে চলিয়া যাইতে
আজ্ঞা না দেন। ৩২ সেই স্থানে পর্ব্বতের উপরে বৃহৎ এক শূকরপাল
চরিতেছিল; তাহাতে ভূত্গন তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহা-
দিগকে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেন; তিনি তাহাদি-
গকে অনুমতি দিলেন। ৩৩ তখন ভূত্গন সেই লোকটি হইতে বাহির
হইয়া শূকরদিগের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাতে সেই পাল বেগে ঢালু
পাহাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া হ্রদে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল। ৩৪ এই ঘটনা
দেখিয়া, যাহারা সেগুলিকে চরাইতেছিল,তাহারা পলায়ন করিল,
এবং নগরে ও পল্লীতে সংবাদ দিল। ৩৫ তখন কি ঘটিয়াছে, দেখিবার
জন্য লোকেরা বাহির হইল, এবং যীশুর নিকটে আসিয়া দেখিল, যে
লোকটি হইতে ভূত্গন বাহির হইয়াছে, সে কাপড় পরিয়া ও সুবোধ
হইয়া যীশুর চরনতলে বসিয়া আছে; তাহাতে তাহারা ভয় পাইল।
৩৬ আর যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা সেই ভূতগ্রস্থ কিরূপে সুস্থ হই-
য়াছিল, তাহা তাহাদিগকে বলিল। ৩৭ তাহাতে গেরাসেনীদের প্রদে-
শের চারিদিকে সমস্ত লোক তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহা-
দের নিকট হইতে চলিয়া যান; কেননা তাহারা মহাভয়ে আক্রান্ত হই-
য়াছিল, তখন তিনি নৌকায় উঠিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ৩৮ আর যাহা
হইতে ভূতগণ বাহির হইয়াছিল, সেই লোকটি প্রার্থনা করিল, যেন
তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারে; ৩৯ কিন্তু তিনি তাহাকে বিদায় করিয়া
কহিলেন, তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর
যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত বল। তাহাতে সে চলিয়া
গিয়া, যীশু তাহার জন্য যে যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নগরের
সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

যীশু একটি রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন ও একটি মৃত বালিকাকে জীবন দেন।

৪০ যীশু ফিরিয়া আসিলে লোকেরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল;
কারণ সকলে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল।
৪১ আর দেখ, যায়ীর নামে এক ব্যক্তি আসিলেন; তিনি সমাজ-গৃ-
হের এক জন অধ্যক্ষ। তিনি যীশুর চরণে পড়িয়া তাহার গৃহে আসি-
তে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিলেন;
৪২ কারণ তাহার একটি মাত্র কন্যা ছিল, বয়স কমবেশ বারো বৎ-
সর, আর সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। যীশু যখন যাইতেছিলেন, লোকে-
রা তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িতে লাগিল।
৪৩ আর, একটি স্ত্রীলোক, যে বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্থ
হইয়াছিল, যে চিকিৎসকদের পিছনে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কাহার
দ্বারা সুস্থ হইতে পারেন নাই,
৪৪ সে পশ্চাৎ দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; আর
তৎক্ষনাৎ তাহার রক্তস্রাব বন্ধ হইল।
৪৫ তখন যীশু কহিলেন, কে আমাকে স্পর্শ করিল? সকলে অস্বী-
কার করিলে পিতর ও তাঁহার সঙ্গীরা বলিলেন, নাথ, লোকসমূহ চা-
পাচাপি করিয়া আপনার উপরে পড়িতেছে।
৪৬ কিন্তু যীশু কহিলেন, আমাকে কেহ স্পর্শ করিয়াছে, কেননা
আমি টের পাইয়াছি আমা হইতে শক্তি বাহির হইল।
৪৭ স্ত্রীলোকটি যখন দেখিল, সে গুপ্ত নহে, তখন কাঁপিতে কাঁপিতে
আসিল, এবং তাঁহার সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া, কি নিমিত্ত তাঁহাকে
স্পর্শ করিয়াছিল এবং কি প্রকারে তৎক্ষনাৎ সুস্থ হইয়াছিল, তাহা
সকল লোকের সাক্ষাতে বর্ণনা করিল।
৪৮ তিনি তাহাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ
করিল; শান্তিতে চলিয়া যাও।
৪৯ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সমাজাধ্যক্ষের বাটী হইতে
এক জন আসিয়া কহিল, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, গুরুকে
আর কষ্ট দিবেন না। ৫০ তাহা শুনিয়া যীশু তাঁহাকে উত্তর করিলেন,
ভয় করিও না, কেবল বিশ্বাস কর, তাহাতে সে সুস্থ হইবে। ৫১ পরে
তিনি সেই বাটীতে উপস্থিত হইলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং
বালিকাটির পিতা ও মাতা ছাড়া আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দি-
লেন না। ৫২ তখন সকলে তাহার জন্য কাঁদিতেছিল, ও বিলাপ করি-
তেছিল। তিনি কহিলেন, কাঁদিও না; সে মরে নাই,ঘুমিয়া রহিয়াছে।
৫৩ তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল, কেননা তাহারা জানিত, সে
মরিয়া গিয়াছে। ৫৪ কিন্তু তিনি তাহার হাত ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন,
বালিকে, উঠ। ৫৫ তাহাতে তাহার আত্মা ফিরিয়া আসিল, ও সে তৎ-
ক্ষনাৎ উঠিল; আর তিনি তাহাকে কিছু আহার দিতে আগ্জ্ঞা দি-
লেন। ৫৬ ইহাতে তাহার পিতামাতা চমৎকৃত হইল, কিন্তু তিনি তাহদি-
গকে আগ্জ্ঞা করিলেন, এ ঘটনার কথা কাহাকেও বলিও না।

যীশুর আদেশ, শিক্ষা ও কার্য্য

যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রচার করতে পাঠান।

৯ পরে তিনি সেই বারো জনকে একত্র ডাকিয়া তাঁহাদিগকে সম-
স্ত ভুতের উপরে, এবং রোগ ভালো করিবার জন্য, শক্তি ও
কর্ত্তৃত্ব দিলেন; ২ ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে এবং আরোগ্য করিতে
তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,
পথের জন্য কিছুই লইও না, যষ্টিও না, ঝুলিও না, খাদ্যও না, টাকাও
না; দুইটা আঙরাখাও লইও না।
৪ আর তোমরা যে কোন বাটীতে প্রবেশ কর, তথায় থাকিও, এবং
তথা হইতে প্রস্থান করিও। ৫ আর যে সকল লোক তোমাদিগকে গ্রহন
না করে, সেই নগর হইতে প্রস্থান করিবার সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে
সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও। ৬ পরে তাঁহা-
রা প্রস্থান করিয়া চারিদিকে গ্রামে গ্রামে যাইতে লাগিলেন, সর্ব্বত্র সু-
সমাচার প্রচার এবং আরোগ্য দান করিতে লাগিলেন। ৭ আর, যাহা,
যাহা হইতেছিল, হেরোদ রাজা সমস্তই শুনিতে পাইলেন; এবং তিনি
বড় অস্থির হইলেন, কারণ কেহ কেহ বলিত, যোহন মৃতদের মধ্য
হইতে উঠিয়াছেন; ৮ আর কেহ কেহ বলিত, এলিয় দর্শন দিয়াছেন;
এবং আর কেহ কেহ বলিত, পূর্ব্বকালীন ভাববাদীগনের এক জন
উঠিয়াছেন। ৯ আর হেরোদ কহিলেন, যোহনের ত আমিই মস্তক ছে-
দন করিয়াছি; কিন্তু ইনি কে, যাঁহার বিষয়ে এরূপ কথা শুনিতে পাই-
তেছি? আর তিনি তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার দেন।

১০ পরে প্রেরিতেরা যাহা যাহা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তা-
হার বৃত্তান্ত যীশুকে কহিলেন। আর তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া
বিরলে বৈৎসৈদা নামক নগরে গেলেন। ১১ কিন্তু লোকেরা তাহা জা-
নিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল, আর তিনি তাহাদিগকে
সদয় ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়
কথা কহিলেন, এবং যাহাদের সুস্থ হইবার প্রয়োজন ছিল, তাহাদিগ-
কে সুস্থ করিলেন। ১২ পরে দিবা অবসান হইতে লাগিল, আর সেই
বারো জন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি এই লোকসমূ-
হকে বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে গ্রামে ও পল্লীতে গিয়া রা-
ত্রিবাস করে ও খাদ্য দ্রব্য দেখিয়া লয়, কেননা এখানে আমরা নি-
র্জ্জন স্থানে আছি। ১৩ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই
ইহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা বলিলেন, পাঁচখানা রুটী ও দুইটি
মাছের অধিক আমাদের কাছে নাই; তবে কি আমরা গিয়া এই সমস্ত
লোকের জন্য খাদ্য কিনিয়া আনিতে পারিব? ১৪ কারণ তাহারা অনু-
মান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল।তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন,
পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া উহাদিগকে সারি সারি বসাইয়া দেও।
১৫ তাঁহারা সেরূপ করিলেন, সকলকে বসিয়া দিলেন। ১৬ পরে তিনি
সেই পাঁচখানা রুটী ও দুইটী মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া
সেইগুলিকে আশীর্বাদ করিলেন, ও ভাঙ্গিলেন; আর লোকদের সম্মু-
খে রাখিবার জন্য শিষ্যগনকে দিতে লাগিলেন। ১৭ তাহাতে সকলে
আহার করিয়া তৃপ্ত হইল, এবং তাহারা যাহা অবশিষ্ট রাখিল, সেই
সকল গুঁড়াগাঁড়া কুড়াইলে পর বারো ডালা হইল।

যীশু আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে কথা বলেন।

১৮ একদা তিনি বিজনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার
সঙ্গে ছিলেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে,
এ বিষয়ে লোকসমূহ কি বলে? ১৯ তাঁহারা উত্তর করিয়া কহিলেন,
যোহন বাপ্তাইজক; কিন্তু কেহ কেহ বলে, আপনি এলিয়; আর কেহ
কেহ বলে, পুর্ব্বকালীন ভাববাদীগনের এক জন উঠিয়াছেন।
২০ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি
কে? পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট। ২১ তখন তিনি
তাঁহাদিগকে দৃঢ়রূপে বলিয়া দিলেন ও আজ্ঞা করিলেন, এ কথা কা-
হাকেও বলিও না; ২২ তিনি কহিলেন, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ ভোগ
করিতে হইবে, প্রাচীনবর্গ, প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃত্ব
অগ্রাহ্য হইতে হইবে, এবং হত হইতে হইবে; আর তৃতীয় দিবসে উঠি-
তে হইবে। ২৩ আর তিনি সকলকে বলিলেন, কেহ যদি আমার পশ্চাৎ
আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন
আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক। ২৪ কেন-
না যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে;
কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সেই তাহা রক্ষা
করিবে। ২৫ কারণ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপনাকে
নষ্ট করে কিম্বা হারায়, তবে তাহার লাভ কি হইল? ২৬ কেননা যে কেহ
আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র
যখন আপনার প্রতাপে এবং পিতার ও পবিত্র দুতগনের প্রতাপে
আসিবেন, তখন তিনি তাহাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করিবেন। ২৭ কি-
ন্তু আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহি-
য়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কএক জন আছে, যাহারা, যে পর্য্যন্ত
ঈশ্বরের রাজ্য না দেখিবে, সেই পর্য্যন্ত কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পা-
ইবে না।

যীশুর রূপান্তর।

২৮ এই সকল কথা বলিবার পরে, অনুমান আট দিন গত হইলে তি-
নি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে লইয়া প্রার্থনা করিবার জন্য
পর্ব্বতে উঠিলেন। ২৯ আর তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে
তাঁহার মুখের দৃশ্য অন্যরূপ হইল, এবং তাঁহার বস্ত্র শুভ্র ও চাকচক্য-
ময় হইল। ৩০ আর দেখ, দুই জন পুরুষ তাঁহার সহিত কথোপকথন
করিতে লাগিলেন; ৩১ তাঁহারা মোশি ও এলিয়; তাঁহারা সপ্রতাপে দে-
খা দিয়া, তাহার সেই যাত্রার বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন, যাহা তি-
নি যিরুশালেমে সমাপন করিতে উদ্যত ছিলেন। ৩২ তখন পিতর ও
তাঁহার সঙ্গীরা নিদ্রায় ভারাক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া তাঁ-
হার প্রতাপ এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে দেখিলেন, যাঁহারা তাঁহার সহিত দাঁ-
ড়াইয়া ছিলেন। ৩৩ পরে তাঁহারা তাঁহার স্থান হইতে প্রস্থান করিতে-
ছেন, এমন সময়ে পিতর যীশুকে কহিলেন, নাথ, এখানে আমাদের
থাকা ভালো; আমরা তিনটি কুটির নির্ম্মান করি; একটি আপনার
জন্য, একটি মোশির জন্য, আর একটি এলিয়ের জন্য; কিন্তু তিনি
কি বলিলেন, তাহা বুঝিলেন না। ৩৪ তিনি এই কথা বলিতেছেন, এমন
সময়ে একখানি মেঘ আসিয়া তাঁহাদিগকে ছায়া করিল; তাহাতে তাঁ-
হারা সেই মেঘে প্রবেশ করিলে, ইহাঁরা ভীত হইলেন। ৩৫ আর সেই
মেঘ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত,
ইহাঁর কথা শুন। ৩৬ এই বাণী হইবামাত্র একা যীশুকে দেখা গেল।
আর তাঁহারা নীরব রহিলেন, যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই
সেই সময়ে কাহাকেও জ্ঞাত করিলেন না।

যীশু একটী বালককে সুস্থ করেন, ও শিক্ষা দেন।

৩৭ পরদিন তাহারা সেই পর্ব্বতে নামিয়া আসিলে বিস্তর লোক তা-
হার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ৩৮ আর দেখ, ভিড়ের মধ্য হইতে এক ব্য-
ক্তি উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে গুরু, বিনয় করি, আমার পুত্রের প্রতি দৃষ্টি-
পাত করুন, কেননা এটী আমার একমাত্র সন্তান। ৩৯ আর দেখুন,
একটা আত্মা ইহাকে আক্রমন করে, আর এ হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠে;
এবং সে ইহাকে মুচড়াইয়া ধরে, তাহাতে এ ফেনা বাহির করে, আর
সে ইহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া কষ্টে ছাড়িয়া যায়।

৪০ আর আমি আপনার শিষ্যদিগকে নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন
তাঁহারা এটাকে ছাড়ান, কিন্তু তাঁহারা পারিলেন না।
৪১ তখন যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী
বংশ, কত কাল আমি তোমাদের নিকটে থাকিব ও তোমাদের প্রতি
সহিষ্ণুতা করিব?
৪২ তোমার পুত্রকে এখানে আন। সে আসিতেছে, এমন সময়ে ঐ
ভূত তাহাকে ফেলিয়া দিল, ও ভয়ানক মুচড়াইয়া ধরিল। কিন্তু যীশু
সেই অশুচী আত্মাকে ধমক দিলেন, বালকটকে সুস্থ করিলেন, ও
তাহার পিতার কাছে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।
৪৩ তখন সকলে ঈশ্বরের মহিমায় চমৎকৃত হইল।
৪৪ আর তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন, তাহাতে সকল লোক
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, তোমরা
এই সকল বাক্য কর্নে স্থান দান কর; কেননা সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র মনু-
ষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন।
৪৫ কিন্তু তাঁহারা এই কথা বুঝিলেন না, এবং ইহা তাঁহাদের হইতে
গুপ্ত থাকিল, যাহাতে তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে না পারেন, এবং তাঁহার
নিকটে এ কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহাদের ভয় হয়।
৪৬ আর তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই তর্ক তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত
হইল।
৪৭ তখন যীশু তাঁহাদের হৃদয়ের তর্ক জানিয়া একটি শিশুকে লই-
য়া আপনার পার্শ্বে দাঁড় করাইলেন,
৪৮ এবং তাঁহাদিগকে কহিলেন, যে কেহ আমার নামে এই শিশুটি-
কে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; এবং যে কেহ আমাকে গ্র-
হণ করে সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন;
কারণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সেই মহান।
৪৯ পরে যোহন কহিলেন, নাথ, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার না-
মে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম,
কারণ সে আমাদের সহানুগামী নয়। ৫০ কিন্তু যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
বারণ করিও না, কেননা যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদের
সপক্ষ।

যীশু শেষবার যিরুশালেমে যাত্রা করেন।

৫১ আর যখন তাঁহার উর্দ্ধে নীত হইবার সময় পূর্ণ হইয়া আসিতে-
ছিল, তখন তিনি একান্ত মনে যিরুশালেমে যাইতে উন্মুখ হইলেন,
এবং আপনার অগ্রে দূতগণ প্রেরণ করিলেন। ৫২ আর তাঁহারা গিয়া
শমরীয়দের কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন, যাহাতে তাঁহার জন্য
আয়োজন করিতে পারেন। ৫৩ কিন্তু লোকেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিল
না, কেননা তিনি যিরুশালেম যাইতে উন্মুখ ছিলেন। ৫৪ তাহা দেখিয়া
তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন বলিলেন, প্রভু, আপনি কি ইচ্ছা
করেন যে, এলিয় যেমন করিয়াছিলেন, তেমনি আমরা বলি, আকাশ
হইতে অগ্নি নামিয়া আসিয়া ইহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলুক? ৫৫ কি-
ন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক দিলেন, আর কহিলেন,
তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। ৫৬ কারণ মনুষ্যপুত্র
মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসি-
য়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন। ৫৭ তাঁহারা পথে যা-
ইতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, আপনি যে কোন
স্থানে যাইবেন, আমি আপনার পশ্চাৎ যাইব। ৫৮ যীশু তাহাকে কহি-
লেন, শৃগালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগনের বাসা
আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার কোন স্থান নাই। ৫৯ আর
এক জনকে তিনি বলিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। কিন্তু সে কহিল,
প্রভু, অগ্রে আমার পিতার কবর দিয়া আসিতে অনুমতি করুন।
৬০ তিনি তাহাকে বলিলেন, মৃতেরাই আপন আপন মৃতের কবর দি-
উক; কিন্তু তুমি গিয়া ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা কর। ৬১ আর এক জন
কহিল, প্রভু, আমি আপনার পশ্চৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে নিজ বাটীর
লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে অনুমতি করুন। ৬২ কিন্তু যী-
শু তাহাকে কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়া পিছনে ফি-
রিয়া চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।

যীশু সত্তর জনকে পাঠান ও বিবিধ শিক্ষা দেন।

১০ তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন, আর
আপনি যেখানে যেখানে যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত
নগরে ও স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাহাদিগকে প্রে-
রণ করিলেন। ২ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু
কার্য্যকরী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা
কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকরী লোক পাঠাইয়া দেন।
৩ তোমরা যাও, দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষশাবক, তদ্রূপ
তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি।
৪ তোমরা থলী কি ঝুলী কি পাদুকা সঙ্গে লইয়া যাইও না এবং
পথের মধ্যে কাহাকেও মঙ্গলবাদ করিও না। ৫ আর যে কোন বাটীতে
প্রবেশ করিবে, প্রথমে বলিও, এই গৃহে শান্তি বর্ত্তুক। ৬ আর তথায়
যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তাহার উপরে অব-
স্থিতি করিবে, নতুবা তোমাদের প্রতি ফিরিয়া আসিবে। ৭ আর সেই
বাটীতেই থাকিও, এবং তাহারা যাহা দেয়, তাহাই ভোজন পান
করিও; কেননা কার্য্যকারী লোক আপন বেতনের যোগ্য! এক বাটী
হইতে অন্য বাটীতে যাইও না। ৮ আর তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ
কর, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ করে, তবে যাহা তোমাদের
সম্মুখে রাখা হইবে, তাহাই ভোজন করিও। ৯ আর সেখানকার পী-
ড়িত দিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহা দিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য
তোমাদের সন্নিকট হইল। ১০ কিন্তু তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ
কর, লোকে যদি তোমাদিগকে গ্রহন না করে, তবে বাহির হইয়া সেই
নগরের পথে পথে গিয়া এই কথা বলিও, ১১ তোমাদের নগরের যে ধু-
লা আমাদের পায়ে লাগিয়াছে, তাহাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝাড়িয়া
দিই; তথাপি ইহা জানিও যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল। ১২ আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, সেই দিন সেই নগরের দশা হইতে বরং সা-
দোমের দশা সহনীয় হইবে। ১৩ কোরাসীন, ধিক তোমাকে! বৈৎসৈদা,
ধিক তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য
করা গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে
অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত।
১৪ কিন্তু বিচারে তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা
সহনীয় হইবে। ১৫ আর হে কফরনাহূম, তুমি নাকি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চী-
কৃত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে। ১৬ যে তোমাদিগকে
মানে, সে আমাকেই মানে; এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে
আমাকেই অগগ্রাহ্য করে; আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহা-
কেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকেই প্রেরণ করিয়াছেন। ১৭ পরে সেই
সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূ-
তগণও আমাদের বশীভূত হয়। ১৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি
শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম। ১৯ দেখ,
আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং
শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই
কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না; ২০ তথাপি আত্মারা যে তোমা-
দের বশীভূত হয়, ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু তোমাদের নাম যে
স্বর্গে লিখিত আছে, ইহাতেই আনন্দ কর। ২১ সেই দন্ডে তিনি পবিত্র
আত্মায় উল্লাসিত হইলেন ও কহিলেন, হে পিতঃ, স্বর্গের ও পৃথীবির
প্রভু, আমি তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমা-
নের হইতে এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে এই সকল
প্রকাশ করিয়াছ। হা, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক

হইল। ২২ সকলই আমার পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে;
এবং পুত্র কে, তাহা কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; আর পিতা
কে, তাহা কেহ জানেন না, কেবল পুত্র জানেন, আর পুত্র যাহার নি-
কটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে মানস করে, সে জানে। ২৩ পরে তিনি
শিষ্যগণের প্রতি ফিরিয়া বিরলে কহিলেন, ধন্য সেই সকল চক্ষু,
তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, যাহারা তাহা দেখে। ২৪ কেননা আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক
ভাববাদী ও রাজা দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পান নাই; এবং
তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে বাঞ্ছা করিয়াও
শুনিতে পান নাই।

সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞা কি, এ বিষয়ে শিক্ষা।

২৫ আর দেখ, এক জন ব্যবস্থাবেত্তা উঠিয়া তাঁহার পরীক্ষা করিয়া
কহিল, হে গুরু কি করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব?
২৬ তিনি তাহাকে কহিলেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? কিরূপ পাঠ
করিতেছ? ২৭ সে উত্তর করিয়া কহিল, “তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃক-
রণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত
দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এবং তোমার প্রতিবাসীকে
আপনার মত প্রেম করিবে।” ২৮ তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ উত্তর
করিলে; তাহাই কর, তাহাতে জীবন পাইবে। ২৯ কিন্তু সে আপনাকে
নির্দ্দোষ দেখাইবার ইচ্ছায় যীশুকে বলিল, ভাল, আমার প্রতিবাসী
কে? ৩০ এই কথা লইয়া যীশু বলিলেন, এক ব্যক্তি যিরুশালেম হইতে
যিরীহোতে নামিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে দস্যুদলের হস্তে পড়িল;
তাহারা তাহার বস্ত্র খুলিয়া লইল, এবং তাহাকে আঘাত করিয়া আধ-
মরা ফেলিয়া চলিয়া গেল। ৩১ ঘটনাক্রমে এক জন যাজক সেই পথ
দিয়া নামিয়া যাইতেছিল; সে তাহাকে দেখিয়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া
গেল। ৩২ পরে সেইরূপে এক জন লেবীয়ও সেই স্থানে আসিয়া দেখি-
য়া এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ৩৩ কিন্তু এক জন শমরীয় সেই পথ
দিয়া যাইতে যাইতে তাহার নিকটে আসিল; আর তাহাকে দেখিয়া
করুনাবিষ্ট হইল, ৩৪ এবং নিকটে আসিয়া তৈল ও দ্রাক্ষারস ঢালিয়া
দিয়া তাহার ক্ষত সকল বন্ধন করিল; পরে আপন পশুর উপরে তা-
হাকে বসাইয়া এক পান্থশালায় লইয়া গিয়া তাহার প্রতি যত্ন করিল।
৩৫ পরদিবসে দুইটি সিকি বাহির করিয়া পান্থশালার কর্ত্তাকে দিয়া
বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি যত্ন করিও, অধিক যাহা কিছু ব্যয় হয়,
আমি যখন ফিরিয়া আইসি, তখন পরিশোধ করিব। ৩৬ তোমার কে-
মন বধ হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ঐ দস্যুদের হস্তে পতিত ব্য-
ক্তির প্রতিবাসী হইয়া উঠিল? ৩৭ সে কহিল, যে ব্যক্তি তাহার প্রতি
দয়া করিল, সেই। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও, তুমিও সেই-
রূপ কর। ৩৮ আর যখন তাঁহারা যাইতেছিলেন, তিনি কোন গ্রামে প্র-
বেশ করিলেন, আর মার্থা নামে একটি স্ত্রীলোক আপন গৃহে তাঁহার
আতিথ্য করিলেন। ৩৯ মরিয়ম নামে তাঁহার একটি ভগিনী ছিলেন,
তিনি প্রভুর চরণের নিকটে বসিয়া তাঁহার বাক্য শুনিতে লাগিলেন।
৪০ কিন্তু মার্থা পরিচর্য্যা বিষয়ে অধিক ব্যতী-ব্যস্ত ছিলেন; আর তি-
নি নিকটে আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আপনি কিছু মনে করিতেছেন না
যে, আমার ভগিনী পরিচর্য্যার ভার একা আমার উপরে ফেলিয়া রা-
খিয়াছে? অতএব উহাকে বলিয়া দিউন, যেন আমার সাহায্য করে।
৪১ কিন্তু প্রভু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, মার্থা, মার্থা, তুমি
অনেক বিষয়ে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন আছ;
৪২ কিন্তু অল্প কএকটী বিষয়, বরং একটী মাত্র বিষয় আবশ্যক;
বাস্তবিক মরিয়ম সেই উত্তম অংশটি মনোনীত করিয়াছে, যাহা তা-
হার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না।

নানা বিষয়ে যীশু উপদেশ।

১১ এক সময়ে তিনি কোন স্থানে প্রার্থনা করিতেছিলেন; যখন
শেষ করিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে
কহিলেন, প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন, যেমন
যোহনও আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।
২ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন
বলিও, পিতঃ তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক। তোমার রাজ্য
আইসুক। ৩ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রতিদিন আমাদিগকে দেও।
৪ আর আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর; কেননা আমরাও আপনা-
দের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি। আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে
অনিও না। ৫ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কা-
হারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাত্রে তাহার নিকটে গিয়া
বলে, ‘বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটী ধার দেও, ৬ কেননা আমার এক
বন্ধু পথে যাইতে যাইতে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে
রাখিবার আমার কিছুই নাই;’ ৭ তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকি-
য়া কি এমন উত্তর দিবে, ‘আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দ্বার বদ্ধ,
এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া
তোমাকে দিতে পারি না’? ৮ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে যদ্য-
পি বন্ধু বলিয়া উঠিয়া তাহা না দেয়, তথাপি উহার যত প্রয়োজন,
তাহা দিবে। ৯ আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাচ্ঞা কর, তোমা-
দিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাবে; দ্বারে আঘাত কর, তো-
মাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ১০ কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে,
সে গ্রহন করে, এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে দ্বারে
আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ১১ তোমাদের মধ্যে
এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা
মাছের পরিবর্ত্তে সাপ দিবে? ১২ কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক
দিবে? ১৩ অতএব তোমারা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে
উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে,
স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র
আত্মা দান করিবেন।

ভূতদের বিষয়ে শিক্ষা।

১৪ আর তিনি একটা ভূত ছাড়াইয়া ছিলেন, সে গোঁগা। ভূত বাহির
হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে লোকেরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিল। ১৫ কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, এ ব্যক্তি ভূত-
গনের অধিপতি বেলসবূলের দ্বারা ভূত ছাড়ায়। ১৬ আর কেহ কেহ
পরীক্ষা ভাবে তাঁহার কাছে আকাশ হইতে কোন চিহ্ন চাহিল। ১৭ কিন্তু
তিনি তাহাদের মনের ভাব জানিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন
রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা উচ্ছিন্ন হয়, এবং গৃহ গৃহের
বিপক্ষ হইলে তাহা পতিত হয়। ১৮ আর শয়তানও যদি আপনার বি-
পক্ষে ভিন্ন হয়, তবে তাহার রাজ্য কি প্রকারে স্থির থাকিবে? কেননা
তোমরা বলিতেছ, আমি বেলসবূলের দ্বারা ভূত ছাড়াই। ১৯ আর
আমি যদি বেলসবূলের দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা
কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য তাহারই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে।
২০ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং
ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ২১ সেই বলবান
ব্যক্তি যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিয়া আপন বাটী রক্ষা করে, তখন
তাহার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। ২২ কিন্তু যিনি তাহা হইতে অধিক
বলবান, তিনি আসিয়া যখন তাহাকে পরাজয় করেন, তখন তাহার
সর্ব্বাঙ্গরক্ষক যে সজ্জায় তাহার ভরসা ছিল, তাহা হরণ করিয়া লন,
ও তাহার লুটদ্রব্য বিতরণ করেন। ২৩ যে আমার সপক্ষ নয়, সে
আমার বিপক্ষ, এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফে-

লে। ২৪ যখন অশুচী আত্মা মনুষ্য হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন
জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমন করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে;
কিন্তু না পাইয়া বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি,
আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই। ২৫ পরে আসিয়া তাহা মার্জ্জিত ও
শোভিত দেখে। ২৬ তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপর সাতটা
আত্মাকে সঙ্গে লইয়া আইসে, এবং তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া
বাস করে; তাহাতে সেই মনুষ্যের প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও
মন্দ হয়। ২৭ তিনি এই সকল কথা কহিতেছেন,এমন সময়ে ভিড়ের
মধ্য হইতে কোন একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিল, ধন্য
সেই গর্ভ, যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল, আর সেই স্তন, যাহার
দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছিলেন। ২৮ তিনি কহিলেন, সত্য, কিন্তু বরং
ধন্য তাহারই, যাহারা ঈশ্বের বাক্য শুনিয়া পালন করে।

সরল হইবার বিষয়ে শিক্ষা।

২৯ পরে তাঁহার নিকটে উত্তর উত্তর অনেক লোকের সমাগম হইলে
তিনি বলিতে লাগিলেন, এই কালের লোকেরা দুষ্ট, ইহারা চিহ্নের
অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাহাদিগকে
দেওয়া যাইবে না। ৩০ কারণ যোনা যেমন নীনবীয়দের কাছে চিহ্নস্ব-
রূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্রও এই কালের লোকদের নিকটে
হইবেন। ৩১ দক্ষিন দেশের রানী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত
উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন। কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা
শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন; আর দেখ,
শলোমন হইতেও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন। ৩২ নীনবীয় লো-
কেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে দো-
ষী করিবে; কেননা তাহারা যোনার প্রচারে মন ফিরাইয়াছিল, আর
দেখ, যোনা হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন। ৩৩ প্রদীপ জ্বা-
লিয়া কেহ গুপ্ত কুঠরীতে কিম্বা কাঠার নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধা-
রের উপরেই রাখে, যেন, যাহারা ভিতরে যায়, তাহারা আলো দেখি-
তে পায়। ৩৪ তোমার চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; তোমার চক্ষু যদি সরল
হয়, তখন তোমার সমুদয় শরীরও দীপ্তিময় হয়, কিন্তু চক্ষু মন্দ হই-
লে তোমার শরীরও অন্ধকারময় হয়। ৩৫ অতএব দেখিও, তোমার
অন্তরে যে দীপ্তি আছে, তাহা অন্ধকার কিনা। ৩৬ বাস্তবিক তোমার
সমুদয় শরীর যদি দীপ্তিময় হয়, কোনও অংশ অন্ধকারময় না থাকে,
তবে প্রদীপ যেমন নিজ তেজে তোমাকে দীপ্তি দান করে, তেমনি
তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে দীপ্তিময় হইবে।

আন্তরিক শুচিতা আবশ্যক, এই বিষয়ে শিক্ষা।

৩৭ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে এক জন ফরীশী তাঁহাকে
ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল; আর তিনি ভিতরে গিয়া ভোজনে বসি-
লেন। ৩৮ ফরীশী দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল যে, ভোজনের অগ্রে
তিনি স্নান করেন নাই। ৩৯ কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন, তোমরা ফরী-
শীরা ত পানপাত্র ও ভোজনপাত্র বাহিরে পরিস্কার করিয়া থাক, কিন্তু
তোমাদের ভিতরে দৌরাত্ম্য ও দুষ্টতা ভরা।
৪০ নির্ব্বোধের, যিনি বাহিরের ভাগ নির্ম্মান করিয়াছেন, তিনি কি
ভিতরের ভাগও নির্ম্মান করেন নাই?
৪১ বরং ভিতরে যাহা যাহা আছে, তাহা দান কর, আর দেখ, তোম-
দের পক্ষে সকলই শুচী।
৪২ কিন্তু হা ফরীশীরা, ধিক তোমাদিগকে, কেননা তোমরা পোদিনা,
আরুদ ও সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান করিয়া থাক, আর
ন্যায়বিচার ও ঈশ্বর-প্রেম উপেক্ষা করিয়া থাক; কিন্তু এ সকল পা-
লন করা, এবং ঐ সকল পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল।
৪৩ হা ফরীশীরা, ধিক তোমাদিগকে, কেননা তোমরা সমাজ-গৃহে
প্রধান আসন, ও হাট বাজারে লোকদের মঙ্গলবাদ ভালবাস।
৪৪ ধি তোমাদিগকে, কারণ তোমরা এমন গুপ্ত কবরের তুল্য, যাহার
উপর দিয়া লোকে না জানিয়া যাতায়াত করে।
৪৫ তখন ব্যবস্থাবেত্তাদের এক জন উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল,
হে গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন।
৪৬ তিনি কহিলেন, হা ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক তোমাদিগকেও, কেননা
তোমারা মনুষ্যদের উপরে দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া দিয়া থাক, কিন্তু
আপনারা একটি অঙ্গুলি দিয়া সেই সকল বোঝা স্পর্শ কর না।
৪৭ ধিক তোমাদিগকে, কেননা তোমরা ভাববাদীদের কবর গাঁথিয়া
থাক, আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল।
৪৮ সুতরাং তোমরা সাক্ষী হইতেছ, এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের
কর্ম্মের অনুমোদন করিতেছ; কেননা তাহারা তাঁহাদিগকে বধ করি-
য়াছিল, আর তোমরা তাঁহাদের কবর গাঁথিয়া থাক।
৪৯ এই কারণ ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও কহিলেন, আমি তাহাদের নিকটে
ভাববাদী ও প্রেরিতদিগকে প্রেরণ করিব, আর তাহাদিগের মধ্যে তা-
হারা কাহাকে কাহাকেও বধ করিবে, ও তাড়না করিবে, ৫০ যেন জগ-
তের পত্তনাবধি যত ভাববাদীর রক্তপাত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ
এই কালের লোকদের কাছে লওয়া যায়- ৫১ হেবলের রক্ত অবধি
সেই সখরিয়ের রক্ত পর্য্যন্ত, যিনি যজ্ঞবেদী ও মন্দিরের মধ্যস্থানে নি-
হত হইয়াছিলেন-হাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই কালের লো-
কদের কাছে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে। ৫২ হা ব্যবস্থাবেত্তারা,
ধিক তোমাদিগকে, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া লই-
য়াছ; আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল,
তাহাদিগকেও বাধা দিলে। ৫৩ তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসি-
লে অধ্যাপক ও ফরীশীগণ তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে, ও
নানা বিষয়ে কথা বলিবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিল, ৫৪ তাঁহার
মুখের কথা ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রহিল।

কপটতা ও লোভাদির বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১২ ইতিমধ্যে সহস্র সহস্র লোকে সমগত হইয়া এক জন অন্যের
উপর পড়িতে লাগিল, তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলি-
তে লাগিলেন, তোমরা ফরীশীদের তাড়ী হইতে সাবধান থাক, তাহা
কপটতা। ২ কিন্তু এমন ঢাকা কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাবে না, এবং
এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা জানা যাইবে না। ৩ অতএব তোমরা
অন্ধকারে যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা আলোতে শুনা যাইবে; এবং
অন্তরাগারে কানে কানে যাহা বলিয়াছ, তাহা ছাদের উপরে প্রচারিত
হইবে।
৪ আর, হে আমার বন্ধুরা, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাহারা
শরীর বধ করিয়া পশ্চাৎ আর কিছুই করিতে পারে না, তাহাদিগকে
ভয় করিও না। ৫ তবে কাহাকে ভয় করিবে, তাহা বলিয়া দিই; বধ
করিয়া পশ্চাৎ নরকে নিক্ষেপ করিতে যাঁহার ক্ষমতা আছে, তাহা-
কেই ভয় কর। ৬ পাঁচটী চড়াই পাখী কি দুই পয়সায় বিক্রয় হয় না?
আর তাহাদের মধ্যে একটীও ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে গুপ্ত নয়। ৭ এমন
কি, তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত আছে। ভয় করিও
না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৮ আর আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার
করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বরের দূতগনের সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করি-
বেন; ৯ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
ঈশ্বরের দূতগনের সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করা যাইবে। ১০ আর
যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা পাইবে; কিন্তু
যে কেহ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাইবে না। ১১ আর
লোকে যখন তোমাদিগকে সমাজ-গৃহে এবং শাসনকর্ত্তাদের ও কর্ত্তৃ-
পক্ষদের সম্মুখে লইয়া যাইবে, তাখন কিরূপে কি উত্তর দিবে, অথবা
কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও না; ১২ কেননা কি বলা উচিৎ, তা-

হা পবিত্র আত্মা সেই দন্ডে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। ১৩ পরে লো-
কসমূহের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, আমার ভ্রা-
তাকে বলুন, যেন আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করে। ১৪ কিন্তু
তিনি তাহাকে কহিলেন, মনুষ্য, তোমাদের উপরে বিচারকর্ত্তা বা বি-
ভাগকর্ত্তা করিয়া আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে? ১৫ পরে তিনি তাহা-
দিগকে বলিলেন, সাবধান, সর্ব্বপ্রকার লোভ হইতে আপনাদিগকে
রক্ষা করিও, কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার
জীবন হয় না। ১৬ আর তিনি তাহাদিগকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন, এক
জন ধনবানের ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৭ তাহাতে সে,
মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, কি করি? আমার শস্য রাখিবার
ত স্থান নাই। ১৮ পরে কহিল, এইরূপ করিব, আমার গোলাঘর সকল
ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর নির্ম্মান করিব, এবং তাহার মধ্যে আমার
সমস্ত শস্য ও আমার দ্রব্য রাখিব। ১৯ আর আপন প্রাণকে বলিব,
প্রাণ, বহুবৎসরের নিমিত্ত তোমার জন্য অনেক দ্রব্য সঞ্চিত আছে;
বিশ্রাম কর, ভোজন পান কর, আমোদ প্রমোদ কর। ২০ কিন্তু ঈশ্বর
তাহাকে কহিলেন, হে নির্ব্বোধ, অদ্য রাত্রিতেই তোমার প্রাণ তোমা
হইতে দাবি করিয়া লওয়া যাইবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করি-
লে, এ সকল কাহার হইবে? ২১ যে কেহ আপনার জন্য ধন সঞ্চয়
করে, এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনবান নয়, সে এইরূপ। ২২ পরে তিনি
আপন শিষ্যগনকে কহিলেন, এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতে-
ছি, ‘কি ভোজন করিব’ বলিয়া প্রানের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরিব’
বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না। ২৩ কেননা ভক্ষ হইতে প্রাণ
ও বস্ত্র হইতে শরীর বড় বিষয়। ২৪ কাকদের বিষয় আলোচনা কর;
তাহারা বুনেও না, কাটেও না; তাহাদের ভান্ডারও নাই, গোলাঘরও
নাই; আর ঈশ্বর তাহদিগকে আহার দিয়া থাকেন; ২৫ পক্ষিগণ হইতে
তোমরা কত অধিক শ্রেষ্ঠ! আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া
আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? ২৬ অতএব তোমরা
অতি ক্ষুদ্র কর্ম্মও যদি করিতে না পার, তবে অন্য অন্য বিষয়ে কেন
ভাবিত হও? ২৭ কানুর-পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন
বাড়ে; সে সকল কোন শ্রম করে না, সুতাও কাটে না, তথাপি আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার
একটীর ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না। ২৮ ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ
আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এই-
রূপ বিভূষিত করেন, তবে হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কত
অধিক নিশ্চয় বিভূষিত করিবেন! ২৯ আর, কি ভোজন করিবে, কি
পান করিবে, এ বিষয়ে তোমরা সচেষ্ট হইও না, এবং সন্দিগ্ধচিত্ত
হইও না; ৩০ কেননা জগতের জাতিগণ এই সকল বিষয়ে সচেষ্ট; কি-
ন্তু তোমাদের পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন
আছে। ৩১ তোমরা বরং তাহার রাজ্যর বিষয়ে সচেষ্ট হও, তাহা হইলে
এই সকলও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। ৩২ হে ক্ষুদ্র মেষপাল, বয়
করিও না, কেননা তোমাদিগকে সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতার
হিত্‌সঙ্কল্প হইয়াছে। ৩৩ তোমাদের যাহা আছে, বিক্রয় করিয়া দান
কর। আপনাদের জন্য এমন থলী প্রস্তুত কর, যাহা জীর্ণ হয় না, স্ব-
র্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় কর, যেখানে চর নিকটে আইসে না, ৩৪ কীটেও
ক্ষয় করে না; কেননা যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের
মনও থাকিবে। ৩৫ তোমাদের কটি বাঁধিয়া রাখ ও প্রদীপ জ্বালিয়া
রাখ; ৩৬ এবং তোমরা এমন লোকের তুল্য হও, যাহারা আপনাদের
প্রভুর অপেক্ষায় থাকে যে, তিনি বিবাহ-ভোজ হইতে কখন ফিরিয়া
আসিবেন, যেন তিনি আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলে তাহারা তখনই
তাঁহার নিমিত্ত দ্বার খুলিয়া দিতে পারে। ৩৭ ধন্য সেই দাসেরা, যাহাদি-
গকে প্রভু আসিয়া জাগিয়া থাকিতে দেখিবেন। আমি তোমাদিগকে
সত্য বলিতেছি, তিনি কটি বাঁধিয়া তাহাদিগকে ভোজনে বসাইবেন,
এবং নিকটে আসিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিবেন। ৩৮ যদি দ্বিতীয়
প্রহরে কিম্বা যদি তৃতীয় প্রহরে আসিয়া তিনি সেইরূপ দেখেন, তবে
তাহারা ধন্য! ৩৯ কিন্তু ইহা জানিও চর কোন দন্ডে আসিবে, তাহা যদি
গৃহ্‌কর্ত্তা জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত
না।

৪০ তোমরাও প্রস্তুত থাক; কেননা যে দন্ড মনে করিবে না; সেই
দন্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন।

৪১ তখন পিতর বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমাদিগকে, না সকল-
কেই এই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন?

৪২ প্রভু কহিলেন, সেই বিশ্বস্ত, সেই বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ কে, যাহাকে
তাহার প্রভু নিজ পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করিবেন, যেন সে তাহা-
দিগকে উপযুক্ত সময়ে খাদ্যের নিরুপিত অংশ দেয়?

৪৩ ধন্য সেই দাস, যাহাকে তাহার প্রভু আসিয়া সেরূপ করিতে দে-
খিবেন।

৪৪ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্বে-
স্বর অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিবেন।

৪৫ কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসিবার বি-
লম্ব আছে, এবং সে দাসদাসীদিগকে প্রহার করিতে, ভোজন পান
করিতে ও মত্ত হইতে আরম্ভ করে,

৪৬ তবে যে দিন সে অপেক্ষা না করিবে, ও যে দন্ড সে না জানিবে,
সেই দিন সেই দন্ডে সেই দাসের প্রভু আসিবেন, এবং তাহাকে দ্বিখন্ড
করিয়া অবিশ্বস্তদের মধ্যে তাহার অংশ নিরুপন করিবেন।

৪৭ আর সেই দাস, যে নিজ প্রভুর ইচ্ছা জানিয়াও প্রস্তুত হয় নাই,
ও তাহার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করে নাই, সে অনেক প্রহারে প্রহারিত হই-
বে।

৪৮ কিন্তু যে না জানিয়া প্রহারের যোগ্য কর্ম্ম করিয়াছে, সে অল্প প্র-
হারে প্রহারিত হইবে। আর যে কোন ব্যক্তিকে অধিক দত্ত হইয়াছে,
তাহার নিকটে অধিক দাবি করা যাইবে; এবং লোকে যাহার কাছে
অধিক রাখিয়াছে, তাহার নিকটে অধিক চাহিবে।

৪৯ আমি পৃথীবিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন
যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর কি চাই? ৫০ কিন্তু আমা-
কে এক বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজিত হইতে হইবে, আর তাহা যাবৎ সিদ্ধ না
হয়, তাবৎ আমি কত না সঙ্কুচিত হইতেছি। ৫১ তোমরা কি মনে করি-
তেছ, আমি পৃথীবিতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতে-
ছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ। ৫২ কারণ এখন অবধি এক বাটীতে পাঁচ
জন ভিন্ন হইবে, তিন জন দুই জনের বিপক্ষে, ও দুই জন তিন
জনের বিপক্ষে; ৫৩ পিতা পুত্রের বিপক্ষে, এবং পুত্র পিতার বিপক্ষে;
মাতা কন্যার বিপক্ষে, এবং কন্যা মাতার বিপক্ষে; শাশুড়ি বধুর বিপ-
ক্ষে, এবং বধু শাশুড়ির বিপক্ষে ভিন্ন হইবে। ৫৪ আর তিনি লোকসমূ-
হকে কহিলেন, তোমরা যখন পশ্চিমে মেঘ উঠিতে দেখ, তখন অম-
নি বলিয়া থাক, বৃষ্টি আসিতেছে; আর সেইরুপই ঘটে। ৫৫ আর যখন
দক্ষিন বাতাস বহিতে দেখ, তখন বলিয়া থাক, বড় রৌদ্র হইবে;
এবং তাহাই ঘটে। ৫৬ কপটীরা, তোমরা পৃথিবীর ও আকাশের ভাব
বুঝিতে পার, কিন্তু এই সময় বুঝিতে পার না, এ কেমন? ৫৭ আর না-
য্য কি, তাহা আপনারাই কেন বিচার কর না? ৫৮ ফলতঃ যখন বিপ-
ক্ষের সঙ্গে শাসনকর্ত্তার নিকটে যাইবে, পথের মধ্যে তাহা হইতে মুক্তি
পাইতে যত্ন করিও; পাছে সে তোমাকে বিচারকর্ত্তার সম্মুখে টানিয়া
লইয়া যায়, আর বিচারকর্ত্তা তোমাকে পদাতিকের হস্তে সমর্পণ
করে, এবং পদাতিক তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ৫৯ আমি
তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ শেষ কড়িটী পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে,
তাবৎ তুমি কোন মতে তথা হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে না।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা ও কার্য্য।

মন ফিরান আবশ্যক, এই বিষয়ে শিক্ষা।

১৩ সে সময়ে উপস্থিত কএক জন তাঁহাকে সেই গালীলিয়দের
বিষয়ে সংবাদ দিল, যাহাদের রক্ত পীলাত তাহাদের বলির
সহিত মিশ্রিত করিয়াছিলেন। ২ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমরা কি মনে করিতেছ, সেই গালীলিয়দের এইরূপ দুর্গতি
হইয়াছে বলিয়া তাহারা অন্য সকল গালীলিয় লোক অপেক্ষা অধিক
পাপী ছিল? ৩ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়; বরং যদি মন
না ফিরাও, তোমরা সকলেই তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।
৪ অথবা সেই আঠারো জন, যাহাদের উপরে শীলোহে স্থিত উচ্চগৃহ
পড়িয়া গিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, তোমরা কি তাহাদের বি-
ষয় মনে করিতেছ যে, তাহারা যিরুশালেম নিবাসী অন্য সকল লোক
অপেক্ষা অধিক অপরাধী ছিল? ৫ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তাহা নয়; বরং যদি মন না ফিরাও, তোমরা সকলেই তদ্রূপ নষ্ট হই-
বে। ৬ আর তিনি এই দৃষ্টান্তটি কহিলেন; কোন ব্যক্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
তাঁহার একটা ডুমুর গাছ রোপিত ছিল; আর তিনি আসিয়া সেই গা-
ছে ফল অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ৭ তাহাতে তিনি দ্রা-
ক্ষাপালককে কহিলেন, দেখ, আজ তিন বৎসর আসিয়া এই ডুমুর
গাছে ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; ইহা কাটি-
য়া ফেল; এটা কেন ভূমিও নষ্ট করে। ৮ সে উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের
চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব, ৯ তাহার পরে উহাতে ফল ধরে ত ভালই,
নয় ত ওটা কাটিয়া ফেলিবেন।

বিশ্রামবার পালন বিষয়ে শিক্ষা।

১০ তিনি বিশ্রামবারে কোন সমাজ-গৃহে শিক্ষা দিতেছিলেন। ১১ আর
দেখ, একটি স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠারো বৎসর ধরিয়া দুর্ব্বলতার
আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুজা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না।
১২ তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি,
তোমার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইলে। ১৩ পরে তিনি তাহার উপরে হস্তা-
র্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সে সোজা হয়ে দাঁড়াইল, আর
ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল। ১৪ কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু সুস্থ করি-
য়াছিলেন বলিয়া, সমাজাধ্যক্ষ ক্রুদ্ধ হইল, সে উত্তর করিয়া লোকদি-
গকে বলিল, ছয় দিন আছে, সেই সকল দিনে কর্ম্ম করা উচিত;
অতএব ঐ সকল দিনে আসিয়া সুস্থ হইও, বিশ্রামবারে নয়। ১৫ কিন্তু
প্রভু তাহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, কপটীরা, তোমাদের প্রত্যেক
জন কি বিশ্রামবারে আপন আপন বলদ কিম্বা গর্দ্দভ যাবপাত্র হইতে
খুলিয়া জল খাওয়াইতে লইয়া যায় না? ১৬ তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রা-
হামের কন্যা, যাহাকে শয়তান, দেখ, আজ আঠারো বৎসর ধরিয়া
বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইহার এই বন্ধন হইতে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া
কি উচিত নয়? ১৭ তিনি এই সকল কথা বলিলে, তাঁহার বিপক্ষেরা
সকলে লজ্জিত হইল; কিন্তু তাঁহার দ্বারা যে সমস্ত মহিমার কার্য্য হই-
তেছিল, তাহাতে সমস্ত সাধারণ লোক আনন্দিত হইল।

সরিষা দানা ও সম্বন্ধিয় দৃষ্টান্ত।

১৮ তখন তিনি কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য কিসের তুল্য? আমি কি-
সের সহিত তাহার তুলনা দিব? ১৯ তাহা সরিষা-দানার তুল্য, যাহা
কোন ব্যক্তি লইয়া আপন উদ্যানে বপন করিল; পরে তাহা বাড়িয়া
গাছ হইয়া উঠিল, এবং আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার শাখাতে
বাস করিল। ২০ আবার তিনি কহিলেন, আমি কিসের সহিত ঈশ্বরের
রাজ্যের তুলনা দিব? ২১ তাহা এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক
লইয়া তিন মাণ ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময়
হইয়া উঠিল।

পরিত্রানার্থে প্রানপন করিবার বিষয়ে শিক্ষা।

২২ আর তিনি নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমন করিয়া উপদেশ
দিতে দিতে যিরুশালেমের দিকে গমন করিতেছিলেন। ২৩ তখন এক
ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, প্রভু, যাহারা পরিত্রান পাইতেছে, তাহাদের
সংখ্যা কি অল্প? ২৪ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, সংকীর্ণ দ্বার দিয়া
প্রবেশ করিতে প্রানপন কর; কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
অনেকে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না। ২৫ গৃহকর্ত্তা
উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পর তোমরা বাহির দাঁড়াইয়া দ্বারে আঘাত
করিতে আরম্ভ করিবে, বলিবে, প্রভু, আমাদিগকে দ্বার খুলিয়া দি-
উন; আর তিনি উত্তর করিয়া তোমাদিগকে বলিবেন, আমি জানি না,
তোমরা কোথাকার লোক; ২৬ তখন তোমরা বলিতে আরম্ভ করিবে,
আমরা আপনার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের
পথে পথে আপনি উপদেশ দিয়াছেন। ২৭ কিন্তু তিনি বলিবেন, তোমা-
দিগকে বলিতেছি, আমি জানি না, তোমরা কোথাকার লোক; হে
অধর্ম্মচারী সকলে, আমার নিকট হইতে দূর হও। ২৮ সেই স্থানে রো-
দন ও দন্তঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইসহাক ও
যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন, আর
তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। ২৯ আর পূর্ব্ব ও
পশ্চিম হইতে এবং উত্তর ও দক্ষিন হইতে লোকেরা আসিয়া ঈশ্বরের
রাজ্যে বসিবে। ৩০ আর দেখ, যাহারা শেষের, এমন কোন কোন
লোক প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, এমন কোন কোন লোক শে-
ষে পড়িবে। ৩১ সেই দন্ডে কএক জন ফরীশী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে
বলিল, বাহির হও, এ স্থান হইতে চলিয়া যাও; কেননা হেরোদ তোমা-
কে বধ করিতে চাহিতেছেন। ৩২ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা
গিয়া শৃগালকে বল, দেখ, অদ্য ও কল্য আমি ভূত ছাড়াইতেছি, ও
আরোগ্য সাধন করিতেছি, এবং তৃতীয় দিবসে সিদ্ধকর্ম্মা হইব।
৩৩ যাহা হউক, অদ্য, কল্য ও পরশ্ব আমাকে গমন করিতে হইবে; কা-
রণ এমন হইতে পারে না যে, যিরুশালেমের বাহিরে কোন ভাববাদী
বিনষ্ট হয়। ৩৪ যিরুশালেম, যিরুশালেম, তুমি ভাববাদীগনকে বধ
করিয়া থাক, ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পা-
থর মারিয়া থাক! কুক্কুটি যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে
একত্র করে, আমি কত বার তেমনি তোমার সন্তানদিগকে একত্র
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। ৩৫ দেখ, তো-
মাদের সেই গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। আর আমি
তোমাদিগকে বলিতেছি, যে সময় পর্য্যন্ত তোমরা না বলিবে, "ধন্য
তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন," সেই সময় পর্য্যন্ত তোমরা
আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

ভোজনের সময় দত্ত শিক্ষা।

১৪ তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান ফরীশীদের এক জন অধ্যক-
ক্ষের বাটীতে আহার করিতে গেলেন, আর তাহারা তাঁহার
উপরে দৃষ্টি রাখিল। ২ আর দেখ, এক জন জালোদরী তাঁহার সম্মুখে
ছিল। ৩ যীশু উত্তর করিয়া ব্যবস্থাবেত্তাদিগকে ও ফারীশীগনকে
কহিলেন, বিশ্রামবারে আরোগ্য করা বিধেয় কি না? কিন্তু তাহারা চুপ
করিয়া রহিল।
৪ তখন তিনি তাহাকে ধরিয়া সুস্থ করিলেন, পরে বিদায় দিলেন।
৫ আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যা-
হার সন্তান কিম্বা বলদ কূপে পড়িলে সে বিশ্রামবারে তৎক্ষনাৎ তাহা-
কে তুলিবে না? ৬ তাহারা এই সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না।
৭ আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কিরূপে প্রধান প্রধান আসন মনোনীত

করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে একটি দৃষ্টান্ত কহি-
লেন; ৮ তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যখন কেন তোমাদিগকে বিবাহ-
ভোজে নিমন্ত্রণ করে, তখন প্রধান আসনে বসিও না; কি জানি, তো-
মা হইতে অধিক সম্মানিত আর কোন লোক তাহার দ্বারা নিমন্ত্রিত
হইয়াছে, ৯ আর যে ব্যক্তি তোমাকে ও তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে
আসিয়া তোমাকে বলিবে, ইঁহাকে স্থান দেও; আর তখন তুমি
লজ্জিত হইয়া নিম্নতম স্থান গ্রহণ করিতে যাইবে। ১০ কিন্তু তুমি যখন
নিমন্ত্রিত হও তখন নিম্নতম স্থানে গিয়া বসিও; তাহাতে যে ব্যক্তি তো-
মাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে যখন আসিবে, তোমাকে বলিবে, বন্ধু,
উচ্চতর স্থানে গিয়া বস; তখন যাহারা তোমার সহিত বসিয়া আছে,
সেই সকলের সাক্ষাতে তোমার গৌরব হইবে। ১১ কেননা যে কেহ
আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, আর যে কেহ আপ-
নাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ কা যাইবে। ১২ আবার সে ব্যক্তি তাঁহা-
কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহাকেও তিনি বলিলেন, তুমি যখন মধ্যা-
হ্ন-ভোজ কিম্বা রাত্রি-ভোজ প্রস্তুত কর, তখন তোমার বান্ধুগণকে, বা
তোমার ভ্রাতাদিগকে, বা তোমার জ্ঞাতিদিগকে কিম্বা ধনী প্রতিবাসি-
গনকে ডাকিও না; কি জানি তাহারাও তোমাকে পালটা নিমন্ত্রণ
করিবে, আর তুমি প্রতিদান পাইবে। ১৩ কিন্তু যখন ভোজ প্রস্তুত কর,
তখন দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে নিমন্ত্রণ করিও; ১৪ তাহাতে
ধন্য হইবে, কেননা তোমার প্রতিদান করিতে তাহাদের কিছুই নাই,
তাই ধার্ম্মিকগনের পুনরুত্থান সময়ে তুমি প্রতিদান পাবে। ১৫ এই
সকল কথা শুনিয়া, যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি
তাঁহাকে কহিল, ধন্য সেই ব্যক্তি, যে ঈশ্বরের রাজ্যে ভোজন করিবে।
১৬ তিনি তাহাকে কহিলেন, কোন এক ব্যক্তি বড় ভোজ প্রস্তুত করিয়া
অনেককে নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৭ পরে ভোজন সময়ে আপন দাস দ্বা-
রা নিমন্ত্রিতদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, আইস, এখন সকলই প্রস্তুত।
১৮ তখন তাহারা সকলেই একমত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।
প্রথম জন তাহাকে কহিল, আমি একখানি ক্ষেত্র ক্রয় করিলাম, তা-
হা দেখিতে না গেলে নয়; বিনতি করি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।
১৯ আর এক জন কহিল, আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনিলাম, তাহা-
দের পরীক্ষা করিতে যাইতেছি; বিনতি করি, আমাকে ছাড়িয়া দিতে
হইবে। ২০ আর এক জন কহিল, আমি বিবাহ করিলাম, এই জন্য যা-
ইতে পারিতেছি না। ২১ পরে সে দাস আসিয়া তাহার প্রভুকে এই সম-
স্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন সেই গৃহকর্ত্তা ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দাসকে
কহিলেন, শীঘ্র বাহির হইয়া নগরের পথে পথে ও ও গলিতে গলিতে
যাও, দরিদ্র, নুলা, খঞ্জ ও অন্ধদিগকে এখানে আন। ২২ পরে সে দাস
কহিল, প্রভু, আপনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করা গেল,
আর এখনও স্থান আছে। ২৩ তখন প্রভু দাসকে কহিলেন, বাহির হই-
য়া রাজপথে রাজপথে ও বেড়ায় বেড়ায় যাও, এবং আসিবার জন্য
লোকদিগকে পীড়াপীড়ি কর, যেন আমার গৃহ পরিপূর্ণ হয়। ২৪ কেন-
না আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক
জনও আমার ভোজনের আস্বাদ পাইবে না। ২৫ একদা বিস্তর লোক
তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিল; তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, ২৬ যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা, মাতা,
স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, ভ্রাতৃগণ, ও ভগিনীগনকে এমন কি, নিজ প্রাণ-
কেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।
২৭ যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না
আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। ২৮ বাস্তবিক দুর্গ নির্ম্মান
করিতে ইচ্ছা হইলে, তোমাদের মধ্য কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব
করিয়া না দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না?
২৯ কি জানি ভিত্তিমূল বসিলে পর যদি সে সমাপ্ত করিতে না পারে,
তবে যত লোক তাহা দেখিবে, সকলে তাহাকে বিদ্রুপ করিতে আরম্ভ
করিবে, বলিবে, ৩০ এ ব্যক্তি নির্ম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু
সমাপ্ত করিতে পারিল না। ৩১ অথবা কোন রাজা অন্য রাজার সহিত
যুদ্ধে সমাঘাত করিতে যাইবার সময়ে অগ্রে বসিয়া বিবেচনা করি-
বেন না, যিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া কি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে
পারি? ৩২ যদি না পারেন, তবে শত্রু দুরে থাকিতে তিনি দূত প্রেরণ
করিয়া সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা করিবেন। ৩৩ ভাল, তদ্রুপ তোমাদের
মধ্যে যে কেহ আপনার স্বর্ব্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে
পারে না। ৩৪ লবন ত উত্তম; কিন্তু সেই লবনেরও যদি স্বাদ গিয়া থা-
কে, তবে তাহা কিসে আস্বাদযুক্ত করা যাইবে? ৩৫ তাহা না ভূমির, না
সারটিবির উপযোগী; লোকে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেয়। যাহার শু-
নিতে কান থাকে সে শুনুক।

হারান মেষ, হারান সিকি ও হারান পুত্র, এই তিনটি দৃষ্টান্ত-কথা।

১৫ আর করগ্রাহী ও পাপীরা সকলে তাঁহার বাক্য শুনিবার জন্য
তাঁহার নিকটে আসিতেছিল। ২ তাহাতে ফরীশী ও অধ্যাপ-
কেরা বচসা করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি পাপীদিগকে গ্রহণ
করে, ও তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার করে। ৩ তখন তিনি তাহাদি-
গকে এই দৃষ্টান্ত কহিলেন।
৪ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি- যাহার এক শত মেষ আছে, ও সেই
সকলের মধ্যে একটী হারাইয়া যায়- নিরানব্বাইটা প্রান্তরে ছাড়িয়া
যায় না, আর যে পর্য্যন্ত সেই হারানটি না পায়, সে পর্য্যন্ত তাহার
অন্বেষণ করিতে যায় না? ৫ আর পাইলে সে আনন্দপূর্ব্বক কাঁধে তু-
লিয়া লয়। ৬ পরে ঘরে আসিয়া বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসীদিগকে ডা-
কিয়া বলে, আমার সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমার যে মেষটি হারা-
ইয়া গিয়াছিল, তাহা পাইয়াছি। ৭ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তদ্রুপ এক জন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে; যাহাদের
মন ফিরান অনাবশ্যক, এমন নিরানব্বই জন ধার্ম্মিকের বিষয়ে তত
আনন্দ হইবে না। ৮ অথব কোন স্ত্রীলোক, যাহার দশটি সিকি আছে,
সে যদি একটী হারাইয়া ফেলে, তবে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ঝাঁটি দিয়া
যে পর্য্যন্ত তাহা না পায়, ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখে না? ৯ আর পা-
ইলে পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবাসিনীগনকে ডাকিয়া বলে, আমার
সঙ্গে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম,
তাহা পাইয়াছি। ১০ তদ্রুপ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এক জন
পাপী মন ফিরাইলে ঈশ্বরের দুত্গনের সাক্ষাতে আনন্দ হয়। ১১ আর
তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; ১২ তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ
আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে
পড়ে, তাহা আমাকে দেও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ
করিয়া দিলেন। ১৩ অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করি-
য়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ
সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। ১৪ সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই
দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল। ১৫ তখন
সে গিয়া সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় লইল; আর সে তাহা-
কে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল; ১৬ তখন, শূ-
করে যে শুঁটী খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্চা করিত,
আর কেহই তাহাকে দিত না। ১৭ কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল,
আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি
এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। ১৮ আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যা-
ইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে
আমি পাপ করিয়াছি; ১৯ আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই;
তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। ২০ পরে সে উঠিয়া
আপন পিতার নিকটে আসিল। সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহ-
কে দেখিতে পাইলেন, ও করুনাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তা-
হার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। ২১ তখন পুত্র তাঁ-
হাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ
করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই। ২২ কিন্তু পিতা

আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সবচেয়ে ভাল কাপড় খা-
নি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও
পায়ে জুতা দেও; ২৩ আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার; আমরা ভো-
জন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; ২৪ কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া
গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তা-
হাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। ২৫ তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ
পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পঁ-
হুছিল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। ২৬ আর সে এক
জন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি? ২৭ সে
তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট
বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন। ২৮ তাহা-
তে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন তাহার পি-
তা বাহিরে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। ২৯ কিন্তু সে উত্তর
করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া
আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমা-
কে কখনও একটী ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগনের
সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি; ৩০ কিন্তু তোমার এই যে পুত্র
বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল,
তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে। ৩১ তিনি তাহাকে বলিলেন,
বৎস, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সক-
লই তোমার। ৩২ কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা
উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁ-
চিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।

ধনাদি সম্বন্ধে যীশুর উপদেশ।

১৬ আর তিনি শিষ্যদিগকেও কহিলেন, এক জন ধনবান লোক
ছিল, তাহার এক দেওয়ান ছিল; সে স্বামীর ধন অপচয়
করিত বলিয়া তাহার নিকটে অপবাদিত হইল। ২ পরে সে তাহাকে
ডাকিয়া কহিল, তোমার বিষয়ে এ কি কথা শুনিতেছি? তোমার দে-
ওয়ানী-পদের হিসাব দেও, কেননা তুমি আর দেওয়ান থাকিতে পা-
রিবে না। ৩ তখন সেই দেওয়ান মনে মনে কহিল, কি করিব? আমার
প্রভু ত আমার নিকট হইতে দেওয়ানি-পদ লইতেছেন; মাটি কাটি-
বার বল আমার নাই, ভিক্ষা করিতে আমার লজ্জা হয়।
৪ আমার দেওয়ানি-পদ গেলে লোকে যেন আমাকে আপন আপন
গৃহে গ্রহণ করে, এজন্য যাহা করিব, তাহা বুঝিলাম। ৫ পরে সে
আপন প্রভুর প্রত্যেক ঋণীকে ডাকিয়া প্রথম জন কে কহিল, তুমি
আমার প্রভুর কত ধার? ৬ সে বলিল, একশত মণ তৈল। তখন সে
তাহাকে কহিল, তোমার ঋণপত্র লও, এবং শীঘ্র বসিয়া পঞ্চাশ
লেখ। ৭ পরে সে আর এক জনকে বলিল, তুমি কত ধার? সে বলিল,
একশত বিশি গোম। তখন সে কহিল, তোমার ঋণপত্র লইয়া আশী
লেখ। ৮ তাহাতে সেই প্রভু সেই অধার্ম্মিক দেওয়ানের প্রশংসা করিল,
কারণ সে বুদ্ধিমানের কর্ম্ম করিয়াছিল। বাস্তবিক এই যুগের সন্তানে-
রা নিজ জাতির সম্বন্ধে দীপ্তির সন্তানগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান। ৯ আর
আমিই তোমাদিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্যে অধার্ম্মিকতার
ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর, যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে
সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে। ১০ যে ক্ষুদ্রতম বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে বি-
ষয়ে প্রচুর বিষয়ে অধার্ম্মিক, সে প্রচুর বিষয়েও অধার্ম্মিক।
১১ অতএব তোমরা যদি অধার্ম্মিকতার ধনে বিশ্বস্থ না হইয়া থাক,
তবে কে বিশ্বাস করিয়া তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখিবে? ১২ আর
যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হইয়া থাক, তবে কে তোমাদের নিজ
বিষয় তোমাদিগকে দিবে? ১৩ কোন ভৃত্য দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে
পারে না, কেননা সে হয় এক জনকে ঘৃনা করিবে, অন্য কে প্রেম
করিবে, নয় ত এক জনে অনুরুক্ত হইবে, অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তো-
মরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পর না। ১৪ তখন ফরীশী-
রা, যাহারা টাকা ভালবাসিত, এ সকল কথা শুনিতেছিল, আর তাহা-
রা তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। ১৫ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরাই ত মনুষ্যদের সাক্ষাতে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইয়া
থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; কেননা মনুষ্যদের
মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণিত। ১৬ ব্যবস্থা ও ভাববা-
দীগণ যোহন পর্য্যন্ত; সেই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার
হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।
১৭ কিন্তু ব্যবস্থার এক বিন্দু পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা বরং আকাশের
ও পৃথিবীর লোপ হওয়া সহজ। ১৮ যে কেহ আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ
করিয়া আর এক জনকে বিবাহ করে, সে ব্যবিচার করে; এবং যে
কেহ স্বামীত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যবিচার করে। ১৯ এক জন
ধনবান লোক ছিল, সে বেগুনে কাপড় ও সুক্ষ বস্ত্র পরিধান করিত,
এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিত। ২০ তা-
হার ফটক-দ্বারে লাসার নামে এক জন কাঙ্গালকে রাখা হইয়াছিল,
সে ঘায়ে ভরা ছিল,
২১ এবং সেই ধনবানের মেজ হইতে পতিত গুঁড়া-গাঁড়া খাইতে বাঞ্ছা
করিত; আবার কুকুরেরাও আসিয়া তাহার ঘা চাটিত। ২২ কালক্রমে
ঐ কাঙ্গাল মরিয়া গেল, আর স্বর্গদূতগণ তাহাকে লইয়া অব্রাহামের
কোলে বসাইলেন,। পরে সেই ধনবানও মরিল, এবং কবর প্রাপ্ত
হইল। ২৩ আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে
অব্রাহামকে ও তার কলে লাসারকে দেখিতে পাইল। ২৪ তাহাতে সে
উচ্চঃস্বরে কহিল, পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসার-
কে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া
আমার জিহবা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রনা
পাইতেছি। ২৫ কিন্তু অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, স্মরণ কর; তোমার সুখ
তুমি জীবনকালে পাইয়াছ, আর লাসার তদ্রুপ দুঃখ পাইয়াছে;
এখন সে এই স্থানে সান্ত্বনা পাইতেছে, আর তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ।
২৬ আর এসকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক শুন্যস্থলী
স্থির রহিয়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা তোমাদের কাছে যাইতে চা-
হে, তাহারা না পারে, আবার ওখান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার
হইয়া আসিতে না পারে। ২৭ তখন সে কহিল, তবে আমি আপনাকে
বিনয় করি, পিতঃ আমার পিতার বাটিতে উহাকে পাঠাইয়া দিউন;
২৮ কেননা আমার পাঁচটি ভাই আছে; সে গিয়া তাহাদের নিকটে সা-
ক্ষ্য দিউক, যেন তাহারাও যাতনা স্থানে না আইসে। ২৯ কিন্তু অব্রাহাম
কহিলেন, তাহাদের নিকটে মোশি ও ভাববাদীগণ আছেন; তাঁহাদে-
রই কথা তাহারা শুনুক। ৩০ তখন সে বলিল, তাহা নয়, পিতঃ অব্রা-
হাম, বরং মৃতদের মধ্য হইতে যদি কেহ তাহাদের নিকটে যায়, তাহা
হইলে তাহারা মন ফিরাইবে। ৩১ কিন্তু তিনি কহিলেন, তাহারা যদি
মোশির ও ভাববাদীগনের কথা না শুনে, তবে মৃতগনের মধ্য হইতে
কেহ উঠিলেও তাহারা মনিবে না।

ক্ষমা ও প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশ।

১৭ যীশু আপন শিষ্যদিগকে আরও কহিলেন, বিঘ্ন উপস্থিত না
হইবে, এমন হইতে পারে না; কিন্তু ধিক তাহাকে, যাহার দ্বারা
উপস্থিত হইবে! ২ সে যে এই ক্ষুদ্রগনের মধ্যে এক জনের বিঘ্ন
জন্মায়, ইহা অপেক্ষা বরং তাহার গলায় যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমু-
দ্রে ফেলিয়া দিলে তাহার পক্ষে ভাল। ৩ তোমরা আপনাদের বিষয়ে
সাবধান থাক। তোমার ভ্রাতা যদি পাপ করে, তাহাকে অনুযোগ
করিও; আর সে যদি অনুতাপ করে, তাহাকে ক্ষমা করিও।
৪ আর যদি সে এক দিনের মধ্যে সাত বার তোমার বিরুদ্ধে পাপ
করে, আর সাত বার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলে, অনুতাপ
করিলাম, তবে তাহাকে ক্ষমা করিও। ৫ আর প্রেরিতেরা প্রভুকে কহি-

লেন, আমাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করুন। ৬ প্রভু কহিলেন, একটি সরি-
ষাদানার মত বিশ্বাস যদি তোমাদের তাহকে, তবে, ‘তুমি সমূলে উপ-
ড়িয়া গিয়া সমুদ্রে রোপিত হও’ এই কথা সুকামিন গাছটিকে বলিলে
এ তোমাদের কথা মনিবে। ৭ আর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে,
যাহার দাস হাল বহিয়া কিম্বা মেষ চরাইয়া ক্ষেত্র হইতে ভিতরে
আসিলে সে তাহাকে বলিবে, ‘তুমি এখনই আসিয়া খাইতে বস’?
৮ বরং তাহাকে কি বলিবে না, ‘আমি কি খাইব, তাহার আয়োজন
কর, এবং আমি যতক্ষণ ভোজন পান করি, ততক্ষন কোমর বাঁধিয়া
আমার সেবা কর, তাহার পর তুমি ভোজন পান করিবে’? ৯ সেই দাস
আজ্ঞা পোল করিল বলিয়া সে কি তাহার ধন্যবাদ করে? ১০ সেই প্র-
কারে সমস্ত আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমারও বলিও আমার অনু-
পযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম।

যীশু দশ জন কুষ্ঠিকে শুচি করেন।

১১ যিরুশালেমে যাইবার সময়ে তিনি শমরিয়া ও গালীল দেশের
মধ্য দিয়া গমন করিলেন। ১২ তিনি কোন গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন,
এমন সময়ে দশ জন কুষ্ঠী তাঁহার সম্মুখে পড়িল, তাহারা দুরে দাঁড়া-
ইল, আর তাহারা উচ্চঃস্বরে বলিতে লাগিল, ১৩ যীশু, নাথ, আমাদি-
গকে দয়া করুন! ১৪ তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কহিলেন, যাও, যাজ-
কগনের নিকটে গিয়া আপনাদিগকে দেখাও। যাইতে যাইতে তাহারা
শুচীকৃত হইল। ১৫ তখন তাহাদের এক জন আপনাকে সুস্থ দেখিয়া
উচ্চ রবে ঈশ্বরের গৌরব করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল, ১৬ এবং
যীশুর চরণে উবুর হইয়া পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিতে লাগিল;
সেই ব্যক্তি শমরীয়। ১৭ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, দশ জন কি শু-
চীকৃত হয় নাই? তবে সেই নয় জন কোথায়? ১৮ ঈশ্বরের গৌরব
করিবার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছে, এই অন্যজাতীয় লোকটী ভিন্ন
এমন কাহাকেও কি পাওয়া গেল না? ১৯ পরে তিনি তাহাকে বলি-
লেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে।

যীশুর নানাবিধ শিক্ষা

ঈশ্বরের রাজ্য আসিবার বিষয়ে শিক্ষা।

২০ ফরীশীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসি-
বে? তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য জাঁক-
জমকের সহিত আইসে না; ২১ আর লোকে বলিবে না, দেখ, এই স্থা-
নে! ঐ স্থানে! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।
২২ আর তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, এমন সময় আসিবে, যখন তো-
মরা মনুষ্যপুত্রের সময়ের এক দিন দেখিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু দে-
খিতে পাইবে না। ২৩ তখন লোকেরা তোমাদিগকে বলিবে, দেখ, ঐ
স্থানে! দেখ, এই স্থানে! যাইও না, পশ্চাদগমন করিও না। ২৪ কেননা
বিদ্যুৎ যেমন আকাশের নীচে এক দিক হইতে চমকাইলে, আকাশের
নীচে অন্য দিক পর্য্যন্ত আলোকিত হয়, মনুষ্যপুত্র আপনার দিনে সে-
ইরূপ হইবেন। ২৫ কিন্তু প্রথমে তাঁহাকে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে
এবং এই কালের লোকদের কাছে অগ্রাহ্য হইতে হইবে। ২৬ আর নো-
হের শুয়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রুপ হইবে।
২৭ লোকে ভোজন পান করিত, বিবাহ করিত, বিবাহিত হইত, যে
পর্য্যন্ত না নোহ জাহাজে প্রবেশ করিলেন, আর জলপ্লাবন আসিয়া
সকলকে বিনষ্ট করিল। ২৮ সেইরূপে লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল-
লোকে ভোজন পান, ক্রয় বিক্রয়, বৃক্ষ রোপন ও গৃহ নির্ম্মান করিত;
২৯ কিন্তু যে দিন লোত সদোম হইতে বাহির হইলেন, শি দিন আকাশ
হইতে অগ্নি ও গন্ধক বর্ষিয়া সকলকে বিনষ্ট করিল- ৩০ মনুষ্যপুত্র যে
দিন প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে। ৩১ সেই দিন যে
কেহ চাদের উপরে থাকিবে, আর তাহার জিনিসপত্র ঘরে থাকিবে,
সে তাহা লইবার জন্য নীচে না নামুক; আর তদ্রুপ যে কেহ ক্ষেত্রে
থাকিবে, সেও পশ্চাতে ফিরিয়া না আইসুক। ৩২ লোটের স্ত্রীকে স্মরণ
করিও। ৩৩ যে কেহ আপন প্রাণ লাভ করিতে চেষ্টা করে, সে তাহা হা-
রাইবে; আর যে কেহ প্রাণ হারায়, সে তাহা বাঁচাইবে। ৩৪ আমি তো-
মাদিগকে বলিতেছি, সেই রাত্রিতে দুই জন এক বিছানায় থাকিবে,
তাহাদের এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যা-
ওয়া হইবে। ৩৫ দুইটি স্ত্রীলোক একত্র যাঁতা পিষিবে; তাহাদের এক
জনকে লওয়া যাইবে, এবং অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।
৩৬ তখন তাঁহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ৩৭ হে প্রভু, কো-
থায়? তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, যেখানে শব, সেখানেই শকুন যু-
টিবে।

প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ আর তিনি তাঁহাদিগকে এই ভাবের একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন
যে, তাহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া
উচিত নয়। ২ তিনি বলিলেন, কোন নগরে এক বিচারকর্ত্তা ছিল, সে
ঈশ্বর কে ভয় করিত না, মনুষ্যকেও মানিত না। ৩ আর সেই নগরে
এক বিধবা ছিল, সে তাহার নিকটে আসিয়া বলিত, অন্যায়ের প্রতী-
কার করিয়া আমার বিপক্ষ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন!
৪ বিচারকর্ত্তা কিছুকাল পর্য্যন্ত সম্মত হইল না; কিন্তু পরে মনে মনে
কহিল, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মনুষ্যকেও মানি না,
৫ তথাপি এই বিধবা আমাকে ক্লেশ দিতেছে, এই জন্য অন্যায় হইতে
ইহাকে উদ্ধার করিব, পাছে এ সর্ব্বদা আসিয়া আমাকে জ্বালাতন
করিয়া তুলে। ৬ পরে প্রভু কহিলেন, শুন, ঐ অধার্ম্মিক বিচারকর্ত্তা
কি বলে। ৭ তবে ঈশ্বর কি আপনার সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যা-
য়ের প্রতীকার করিবেন না, যাহারা দিবারাত্র তাঁহার কাছে রোদন
করে, যদিও তিনি তাহাদের বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু? ৮ আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, তিনি শীঘ্রই তাহাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতীকার করিবেন।
কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন, তখন কি পৃথীবিতে বিশ্বাস পাই-
বেন?

পাপক্ষমার বিষয়ে শিক্ষা।

৯ যাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখিত, মনে করিত যে, তাহা-
রাই ধার্ম্মিক, এবং অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করিত, এমন কএক
জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেন। ১০ দুই ব্যক্ত প্রার্থনা করিবার জন্য
ধর্ম্মধামে গেল; এক জন ফরীশী, আর এক জন করগ্রাহী। ১১ ফরীশী
দাঁড়াইয়া আপনা আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি
তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের- উপদ্রবী,
অন্যায়ী ও ব্যবিচারীদের –মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি; ১২ আমি
সপ্তাহের মধ্যে দুইবার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান
করি। ১৩ কিন্তু করগ্রাহী দুরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও
সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে
ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। ১৪ আমি তোমাদিগ-
কে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া
গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে
নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা
যাইবে।

শিশুদের বিষয়ে শিক্ষা।

১৫ আর লোকেরা আপনাদের ছোট শিশুদিগকেও তাহার নিকটে
আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন। শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া
তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। ১৬ কিন্তু তাহাদিগকে নিকটে
ডাকিলেন, বলিলেন, শিশুগনকে আমার নিকটে আসিতে দেও,

উহাদিগকে বারণ করিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোক-
দেরই। ১৭ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে কেহ শিশুবৎ হইয়া
ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে
পাইবে না।

ধনাসক্তির বিষয়ে শিক্ষা।

১৮ এক জন অধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সদগুরু, কি
করিলে আমি অনন্ত জীবনের অধিকারী হইব? ১৯ যীশু তাহাকে
কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? এক জন ব্যতিরেকে সৎ
আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর। ২০ তুমি আজ্ঞা সকল জান, “ব্যবিচার
করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না,
তোমার পিতামাতা কে সমাদর করিও।” ২১ সে কহিল, বাল্যকাল
অবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। ২২ এ কথা শুনিয়া যীশু
তাহাকে কহিলেন, এখনও এক বিষয়ে তোমার ক্রটি আছে; তোমার
যাহা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় কর, আর দরিদ্রগনকে বিতরণ কর,
তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও।
২৩ কিন্তু এ কথা শুনিয়া সে অতিশয় দুঃখিত হইল, কারণ সে অতি-
শয় ধনবান ছিল। ২৪ তখন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যীশু কহিলেন,
যাহাদের ধন আছে, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কে-
মন দুস্কর! ২৫ বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপে-
ক্ষা বরং সুচীর ছিদ্র দিয়া উস্ট্রের প্রবেশ করা সহজ। ২৬ যাহারা শু-
নিল, তাহারা বলিল, তবে কাহার পরিত্রান হইতে পারে? ২৭ তিনি
কহিলেন, যাহা মানুষের অসাধ্য তাহা ঈশ্বরের সাধ্য। ২৮ তখন পিতর
কহিলেন, দেখুন, আমার যাহা যাহা নিজের, সে সকল পরিত্যাগ
করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি। ২৯ তিনি তাঁ

হাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, এমন কেহ নাই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত বাটী কি স্ত্রী কি ভ্রাতৃগণ কি পিতা-মাতা কি সন্তানসন্ততি ত্যাগ করিলে,

৩০ ইহকালে তাহার বহুগুন এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন না পা-
ইবে।

আপন মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে যীশুর কথা।

৩১ পরে তিনি সেই বারো জনকে কাছে লইয়া তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাইতেছি; আর ভাববাদীগণ দ্বারা
যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত মনুষ্যপুত্রে সিদ্ধ হইবে। ৩২ কা-
রণ তিনি পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পিত হইবেন, এবং লোকেরা তাঁহা-
কে বিদ্রুপ করিবে, তাঁহার অপমান করিবে, তাঁহার গায়ে থুথু দিবে;
৩৩ এবং কোড়া প্রহার করিয়া তাঁহাকে বধ করিবে; পরে তৃতীয় দিবসে
তিনি পুনরায় উঠিবেন। ৩৪ এই সকলের কিছুই তাঁহারা বুঝিলেন না,
এই কথা তাঁহাদের হইতে গুপ্ত রহিল, এবং কি কি বলা যাইতেছে,
তাহা তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

যিরুশালেমে যীশুর শেষ যাত্রা।

এক জন অন্ধকে চকখুর্দ্দান।

৩৫ আর যখন তিনি যিরীহোর নিকটবর্ত্তী হইলেন, এক জন অন্ধ
পথের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতেছিল; ৩৬ সে লোকদের গমনের
শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কারণ কি? ৩৭ লোকে তাহাকে
বলিল, নাসরতীয় যীশু সেখান দিয়া যাইতেছেন। ৩৮ তখন সে উচ্চঃ-
স্বরে কহিল, হে যীশু, দায়ুদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন। ৩৯ যা-
হারা আগে আগে যাইতেছিল, তাহারা চুপ চুপ বলিয়া তাহাকে ধমক
দিল, কিন্তু সে আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ুদ-
সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।
৪০ তখন যীশু থামিয়া তাহাকে তাঁহার নিকটে আনিতে আজ্ঞা করি-
লেন; পরে সে নিকটে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তু-
মি কি চাও?
৪১ আমি তোমার নিমিত্ত কি করিব? সে কহিল, প্রভু, যেন দেখিতে
পাই।
৪২ যীশু তাহাকে কহিলেন, দেখিতে পাও; তোমার বিশ্বাস তোমাকে
সুস্থ করিল।
৪৩ তাহাতে সে তৎক্ষনাৎ দেখিতে পাইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব
করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তাহা দেখিয়া
সকল লোক ঈশ্বরের স্তব করিল।

সক্কেয়ের মন্পরিবর্ত্তন।

১৯ পরে তিনি যিরীহোতে প্রবেশ করিয়া নগরের মধ্য দিয়া যাই-
তেছিলেন। ২ আর দেখ, সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি; সে এক
জন প্রধান করগ্রাহী, এবং সে ধনবান ছিল। ৩ আর কে যীশু, সে দে-
খিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত পারিল না, কেননা সে
খর্ব্বকায় ছিল।
৪ তাই সে আগে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য একটী সুক-
মোর গাছে উঠিল, কারণ তিনি সেই পথে যাইতেছিলেন। ৫ পরে যীশু
যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন উপরের দিকে চাহিয়া তাহা-
কে কহিলেন, সক্কেয়, শীঘ্র নামিয়া আইস, কেননা আজ তোমার গৃহে
আমাকে থাকিতে হইবে। ৬ তাহাতে সে শীঘ্র নামিয়া আসিল, এবং
আনন্দের সহিত তাঁহার আতিথ্য করিল। ৭ তাহা দেখিয়া সকলে বচ-
সা করিয়া বলিতে লাগিল, ইনি এক জন পাপীর ঘরে রাত্রী যাপন
করিতে গেলেন। ৮ তখন সক্কেয় দাঁড়াইয়া প্রভুকে কহিল, প্রভু, দেখুন,
আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি দরিদ্রদিগকে দান করি; আর যদি
অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও কিছু হরণ করিয়া থাকি, তাহার চতুর্গুণ ফি-
রাইয়া দিই। ৯ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আজ এই গৃহে পরিত্রান
উপস্থিত হইল; যেহেতুক এ ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান। ১০ কারণ যা-
হা হারিয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রান করিতে মনুষ্যপুত্র
আসিয়াছেন।

দশটি মুদ্রার দৃষ্টান্ত

১১ যখন তাহারা এই সকল কথা শুনিতেছিল, তখন তিনি একটী
দৃষ্টান্তও কহিলেন, কারণ তিনি যিরুশালেমের নিকটে উপস্থিত হইয়া-
ছিলেন; আর তাহারা অনুমান করিতেছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্র-
কাশ তখনই হইবে। ১২ অতএব তিনি কহিলেন, ভদ্রবংশীয় এক ব্য-
ক্তি দুরদেশে গেলেন, অভিপ্রায় এই যে, আপনার জন্য রাজপদ লই-
য়া ফিরিয়া আসিবেন। ১৩ আর তিনি আপনার দশ জন দাসকে ডা-
কিয়া দশটি মুদ্রা দিয়া কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত না আসি, ব্যবসায়
কর। ১৪ কিন্তু তাঁহার প্রজাগণ তাহাকে দ্বেষ করিত, তাহারা তাঁহার
পশ্চাৎ দূত পাঠাইয়া দিল, কহিল, আমাদের ইচ্ছা নয় যে, এ ব্যক্তি
আমাদের উপরে রাজত্ব করে। ১৫ পরে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া
যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন, যাহাদিগকে টাকা দিয়াছিলেন, সেই
দাসদিগকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন, যেন তিনি জা-
নিতে পারেন, তাহারা ব্যবসায়ে কে কত লাভ করিয়াছে। ১৬ তখন প্র-
থম ব্যক্তি নিকটে আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার মুদ্রায় আর দশ মু-
দ্রা হইয়াছে। ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, ধন্য! উত্তম দাস, তুমি অতি
অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে; এজন্য দশ নগরের উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।
১৮ দ্বিতিয় ব্যক্তি আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার মুদ্রায় আর পাঁচ মুদ্রা
হইয়াছে। ১৯ তিনি তাহাকেও কহিলেন, তুমিও পাঁচ নগরের কর্ত্তা হও।

২০ পরে আর এক জন আসিয়া কহিল, প্রভু, দেখুন, এই আপনার মু-
দ্রা; আমি ইহা রুমালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম; ২১ কারণ আমি আপ-
না হইতে ভীত ছিলাম, কেননা আপনি কঠিন লোক, যাহা রাখেন
নাই, তাহা তুলিয়া লন, এবং যাহা বুনেন নাই, তাহা কাটেন। ২২ তিনি
তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট দাস, আমি তোমার নিজ মুখের প্রমানে তো-
মার বিচার করিব। তুমি না জানিতে, আমি কঠিন লোক, যাহা রাখি
নাই তাহাই তুলিয়া লই, এবং যাহা বুনি নাই তাহাই কাটি? ২৩ তবে
আমার টাকা পোদ্দারদের কাছে কেন রাখ নাই? তাহা করিলে আমি
আসিয়া সুদের সহিত তাহা আদায় করিতাম। ২৪ আর যাহারা নিকটে
দাঁড়াইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ মু-
দ্রা লও, এবং যাহার দশ মুদ্রা আছে, তাহাকে দেও। ২৫ তাহারা তাঁহা-
কে কহিল, প্রভু, উহার যে দশ মুদ্রা আছে।- ২৬ আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, যে কাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে; কিন্তু যাহার
নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।
২৭ পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের
উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষা-
তে বধ কর।

যিরূশালেমে যীশুর প্রবেশ।

২৮ এই সকল কথা বলিয়া তিনি তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিলেন, যি-
রূশালেমের দিকে উঠিতে লাগিলেন। ২৯ পরে যখন জৈতুন নামক
পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ বৈৎফগী ও বৈথনিয়ার নিকটবর্ত্তি হইলেন, তখন
তিনি দুই জন শিষ্য কে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন, ৩০ ঐ সম্মুখস্থ
গ্রামে যাও, তথায় প্রবেশ করিবামাত্র একটী গর্দ্দভশাবক বাঁধা দেখি-
তে পাইবে, যাহাতে কোন মানুষ কখনও বসে নাই; সেটি খুলিয়া
আন। ৩১ আর যদি কেহ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, এটি কেন খু-
লিতেছ? তবে এইরূপ বলিবে, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।
৩২ তখন যাঁহাদিগকে পাঠান হইল, তাঁহারা গিয়া, তিনি যেরূপ বলি-
য়াছিলেন, সেইরূপই দেখিতে পাইলেন। ৩৩ যখন তাঁহারা গর্দ্দভশাব-
কটি খুলিতেছিলেন, তখন মালিকেরা তাঁহাদিগকে বলিল, গর্দ্দভশা-
বকটী খুলিতেছ কেন? ৩৪ তাঁহার কহিলেন, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন
আছে। ৩৫ পরে তাঁহারা সেটিকে যীশুর কাছে লইয়া আসিলেন, এবং
আহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে যীশুকে বসাই-
লেন। ৩৬ পরে যখন তিনি যাইতে লাগিলেন, লোকেরা আপন আপন
বস্ত্র পথে পাতিয়া দিতে লাগিল। ৩৭ আর তিনি নিকটবর্ত্তি হইতেছেন,
জৈতুন পর্ব্বত হইতে নামিবার স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সম-
য়ে, সমুদয় শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম-কার্য্য দেখিয়াছিল, সেই সম-
স্তের জন্য আনন্দপূর্ব্বক উচ্চ রবে ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিতে
লাগিল, ৩৮ “ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন; স্বর্গে
শান্তি এবং উর্দ্ধলোকে মহিমা।” ৩৯ তখন লোকসমূহের মধ্য হইতে
কএক জন ফরীশী তাঁহাকে কহিল, গুরো, আপনার শিষ্যদিগকে
ধমক দিউন।

৪০ তিনি উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ইহারা যদি
চুপ করিয়া থাকে, প্রস্তর সকল চেঁচাইয়া উঠিবে।

৪১ পরে যখন তিনি নিকটে আসিলেন, তখন নগরটি দেখিয়া তা-
হার জন্য রোদন করিলেন,

৪২ কহিলেন, তুমি, তুমিই যদি আজিকার দিনে, যাহা যাহা শান্তিজ-
নক, তাহা বুঝিতে! কিন্তু এখন সে সকল তোমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত
রহিল।

৪৩ কারণ তোমার উপরে এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে সময়ে
তোমার শত্রুগণ তোমার চারিদিকে জাঙ্গাল বাঁধিবে, তোমাকে বেষ্টন
করিবে, তোমাকে সর্ব্বদিকে অবরোধ করিবে,

৪৪ এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্ত্তী তোমার বৎসগণকে ভূমিসাৎ
করিবে, তোমার মধ্যে প্রস্তরের উপরে প্রস্তর থাকিতে দিবে না; কারণ
তোমার তত্ত্বাবধানের সময় তুমি বুঝ নাই।

৪৫ পরে তিনি ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন, এবং বিক্রেতাদিগকে বা-
হির করিতে আরম্ভ করিলেন,

৪৬ তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে, “আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ
হইবে,” কিন্তু তোমরা ইহা “দস্যুগনের গহ্বর” করিয়া তুলিয়াছ।

৪৭ আর তিনি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে উপদেশ দিতেন। আর প্রধান যা-
জকেরা ও অধ্যাপকগণ এবং লোকদের প্রধানেরাও তাঁহাকে বিনষ্ট
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল;

৪৮ কিন্তু কি করিতে পারে, তাহা দেখিতে পাইল না, কেননা লোকে-
রা সকলে একাগ্র মনে তাঁহার কথা শুনিত।

যোহন

ঈশ্বরের বাক্য- যীশুর মহত্ত্ব ও অবতার।

১ আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন,
এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন। ২ তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছি-
লেন। ৩ সকলই তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহার কিছুই
তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।
৪ তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি
ছিল। ৫ আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিতেছে, আর
অন্ধকার তাহা গ্রহণ করিল না। ৬ এক জন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন,
তিনি ঈশ্বর হইতে প্রেরিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার নাম যোহন। ৭ তিনি
সাক্ষ্যের জন্য আসিয়াছিলেন, যেন সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য
দেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা বিশ্বাস করে। ৮ তিনি সেই জ্যোতি ছি-
লেন না, কিন্তু আসিলেন, যে সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। ৯ প্র-
কৃত জ্যোতি ছিলেন, যিনি সকল মনুষ্যকে দীপ্তি দেন, তিনি জগতে
আসিতেছিলেন। ১০ তিনি জগতে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহার দ্বারা
হইয়াছিল, আর জগৎ তাঁহাকে চিনিল না। ১১ তিনি নিজ অধিকারে
আসিলেন, আর যাহারা তাঁহার নিজের, তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল
না। ১২ কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা
তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার
ক্ষমতা দিলেন। ১৩ আর রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মা-
নুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে জাত। ১৪ আর
সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস
করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে
আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ। ১৫ যোহন
তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ইনি সেই ব্য-
ক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছি, যিনি আমার পশ্চাৎ আসিতে-
ছেন, তিনি আমার অগ্রগন্য হইলেন, কেননা তিনি আমার পূর্ব্বে ছি-
লেন। ১৬ কারণ তাঁহার পূর্ণতা হইতে আমরা সকলে পাইয়াছি, আর
অনুগ্রহের উপরে অনুগ্রহ পাইয়াছি; ১৭ কারণ ব্যবস্থা মোশি দ্বারা দত্ত
হইয়াছিল, অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে। ১৮ ঈশ্ব-
রকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে
থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য ।

১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, - যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক
ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞা-
সা করিয়া পাঠাইল, ‘আপনি কে?’ ২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন,
অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট
নহি। ২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি
এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী?
২২ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনি কে? যাঁহারা আমাদিগকে
পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে
আপনি কি বলেন? ২৩ তিনি কহিলেন, আমি “প্রান্তরে এক জনের
রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ সরল কর,” যেমন যি-
শাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। ২৪ তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে
প্রেরিত হইয়াছিল। ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি
যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে
বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন? ২৬ যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি; তোমাদের মধ্যে এক জন
দাঁড়াইয়া আছেন, যাঁহাকে তোমরা জান না, ২৭ যিনি আমার পশ্চাৎ
আসিতেছেন; আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নহি।
২৮ যর্দ্দনের পরপারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করিতে-
ছিলেন, সেইখানে এই সকল ঘটিল। ২৯ পরদিন তিনি যীশুকে আপ-
নার নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের
মেষশাবক, যিনি জগতের পাপাভার লইয়া যান। ৩০ উনি সেই ব্যক্তি,
যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি
আসিতেছেন, যিনি আমার অগ্রগন্য হইলেন, কেননা তিনি আমার
পূর্ব্বে ছিলেন। ৩১ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু তিনি যেন
ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন, এই জন্য আমি আসিয়া জলে বা-
প্তাইজ করিতেছি। ৩২ আর যোহন সাক্ষ্য দিলেন, কহিলেন, আমি
আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি; তিনি তাঁহার
উপরে অবস্থিতি করিলেন। ৩৩ আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না, কিন্তু
যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজ করিতে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে
বলিলেন, যাঁহার উপরে আত্মাকে নামিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিবে,
তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। ৩৪ আর
আমি দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিয়াছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র।

যীশুর প্রথম শিষ্যদের আহ্বান।

৩৫ পরদিন পুনরায় যোহন ও তাঁহার দুই জন শিষ্য দাঁড়াইয়া ছি-
লেন; ৩৬ আর যীশু বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি তাঁহার প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক। ৩৭ সেই দুই
শিষ্য তাঁহার এই কথা শুনিয়া যীশুর পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৩৮ তাহা-
তে যীশু ফিরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া বলি-
লেন, কিসে অন্বেষণ করিতেছ? তাঁহারা কহিলেন, রব্বি- অনুবাদ
করিলে ইহার অর্থ গুরু- আপনি কোথায় থাকেন? ৩৯ তিনি তাঁহাদিগ-
কে কহিলেন, আইস, দেখিবে। অতএব তাঁহারা গিয়া, তিনি যেখানে
থাকেন, দেখিলেন; এবং সেই দিন তাঁহার কাছে থাকিলেন; তখন
বেলা অনুমান দশম ঘটিকা।
৪০ যোহনের কথা শুনিয়া যে দুই জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ গমন
করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন শিমোন পিতরের ভ্রাতা
আন্দ্রিয়।
৪১ তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁহাকে
বলেন, আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি- অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ
খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]
৪২ তিনি তাঁহাকে যীশুর নিকটে আনিলেন। যীশু তাঁহার প্রতি দৃষ্ট-
পাত করিয়া কহিলেন, তুমি যোহনের পুত্র শিমোন, তোমাকে কৈফা
বলা যাইবে, - অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ পিতর [পাথর]
৪৩ পরদিবস তিনি গালীলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, ও ফিলিপের
দেখা পাইলেন। আর যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস।
৪৪ ফিলিপ বৈৎসদার লোক; আন্দ্রিয় ও পিতর সেই নগরের লোক।

৪৫ ফিলিপ নথনলের দেখা পাইলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, মোশি
ব্যবস্থায় ও ভাববাদিগণ যাঁহার কথা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার
দেখা পাইয়াছি; তিনি নাসরতীয় যীশু, যোষেফের পুত্র।
৪৬ নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, নাসরৎ হইতে কি উত্তম কিছু উৎপন্ন
হইতে পারে? ফিলিপ তাঁহাকে কহিলেন, আইস, দেখ।
৪৭ যীশু নথনেলকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার বিষ-
য়ে কহিলেন, ঐ দেখ, এক জন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যাহার অন্তরে
ছল নাই।
৪৮ নথনেল তাঁহাকে কহিলেন, আপনি কিসে আমাকে চিনিলেন?
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকিবার পূ-
র্ব্বে যখন তুমি সেই ডুমুরগাছের তলে ছিলে, তখন তোমাকে দেখি-
য়াছিলাম।
৪৯ নথনেল তাঁহাকে উত্তর করিলেন, রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র,
আপনিই ইস্রায়েলের রাজা। ৫০ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
আমি যে তোমাকে বলিলাম, সেই ডুমুরগাছের তলে তোমাকে দেখি-
য়াছিলাম, সেই জন্য কি বিশ্বাস করিলে? এ সকল হইতেও মহৎ বি-
ষয় দেখিবে। ৫১ আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তো-
মাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দেখিবে, স্বর্গ খুলিয়া গিয়াছে, এবং
ঈশ্বরের দূতগণ মনুষ্যপুত্রের উপর দিয়া উঠিতেছেন ও নামিতেছেন।

যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ।

২ আর তৃতীয় দিবসে গালীলের কান্না নগরে এক বিবাহ হইল,
এবং যীশুর মাতা সেখানে ছিলেন; ২ আর সেই বিবাহে যীশুর
ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ৩ পরে দ্রাক্ষারসের অকু-
লান হইলে যীশুর মাতা তাঁহাকে কহিলেন, উহাদের দ্রাক্ষারস নাই।
৪ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, হে নারি, আমার সঙ্গে তোমার বিষয়
কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ৫ তাঁহার মাতা পরিচার-
কদিগকে কহিলেন, ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই কর।
৬ সেখানে যিহূদীদের শুচীকরণ রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা
বসান ছিল, তাহার এক একটাতে দুই তিন মণ করিয়া জল ধরিত।
৭ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায় জল পূর। তাহারা
সেগুলির কাণায় কাণায় পূর্ণ করিল। ৮ পরে তিনি তাহাদিগকে বলি-
লেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া
যাও। তাহারা লইয়া গেল। ৯ ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই জল, যাহা দ্রা-
ক্ষারস হইয়া গিয়াছিল, আস্বাদন করিলেন, আর তাহা কোথা হইতে
আসিল, তাহা জানিতেন না- কিন্তু যে পরিচারকেরা জল তুলিয়া-
ছিল, তাহারা জানিত- তখন ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া কহিলেন,
১০ সকল লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেষণ করে, এবং
যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহা অপেক্ষা কিছু মন্দ পরিবেষণ করে;
তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ। ১১ এইরূপে যীশু গালী-
লের কান্নাতে এই প্রথম চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিলেন, নিজ মহিমা প্র-
কাশ করিলেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।
১২ পরে তিনি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহার শিষ্যগণ কফর-
নাহূমে নামিয়া গেলেন, আর সেখানে বেশী দিন থাকিলেন না।

যীশু যিরূশালেমে যান।

১৩ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল, আর যীশু যিরূশা-
লেমে গেলেন। ১৪ পরে তিনি ধর্ম্মধামের মধ্যে দেখিলেন, লোকে গো,
মেষ ও কপোত বিক্রয় করিতেছে, এবং পোদ্দারেরা বসিয়া আছে;
১৫ তখন তৃণ দ্বারা এক গাছা কশা প্রস্তুত করিয়া গো, মেষ সমস্তই
ধর্ম্মধাম হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং পোদ্দারদের মুদ্রা ছড়াই-
য়া ও মেজ উল্টাইয়া ফেলিলেন; ১৬ আর যাহারা কপোত বিক্রয়
করিতেছিল, তাহাদিগকে কহিলেন, এ স্থান হইতে এ সকল লইয়া
যাও; আমার পিতার গৃহকে বানিজ্যের গৃহ করিও না। ১৭ তাঁহার শি-
ষ্যগণের মনে পড়িল যে, লেখা আছে, "তোমার গৃহনিমিত্তক উদ্যো-
গে আমাকে গ্রাস করিবে।" ১৮ তখন যিহূদীরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে
কহিল, তুমি আমাদিগকে কি চিহ্ন দেখাইতেছ যে এই সকল করি-
তেছ? ১৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই
মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব। ২০ তখন
যিহূদীরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মান করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়া-
ছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে? ২১ কিন্তু তিনি আপন
দেহরূপ মন্দিরের বিষয়ে বলিতেছিলেন। ২২ অতএব যখন তিনি মৃত-
গণের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগের মনে পড়িল যে,
তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন; আর তাঁহারা শাস্ত্রে এবং যীশুর কথিত
বাক্যে বিশ্বাস করিলেন। ২৩ তিনি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে যখন যিরূশা-
লেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্ন-কার্য্য সাধন করিলেন, তাহা দে-
খিয়া অনেকে তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল। ২৪ কিন্তু যীশু আপনি তা-
হাদের উপরে আপনার সম্বন্ধে বিশ্বাস করিলেন না, কারণ তিনি
সকলকে জানিতেন, ২৫ এবং কেহ যে মনুষ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়,
ইহাতে তাহার প্রয়োজন ছিল না; কেননা মনুষ্যের অন্তরে কি আছে,
তাহা তিনি আপনি জানিতেন।

নূতন জন্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৩ ফরীশীদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম নীকদীম; তি-
নি যিহূদীদের অধ্যক্ষ। ২ তিনি রাত্রিকালে যীশুর নিকটে আসি-
লেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের
নিকট হইতে আগত গুরু; কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন-কার্য্য
সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে
পারে না। ৩ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি
তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখি-
তে পায় না।
৪ নীকদীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তা-
হার জন্ম হইতে পারে? সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ব্ভে প্রবেশ করিয়া
জন্মিতে পারে? ৫ যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে
বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্ব-
রের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ৬ মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা
মাংসই; আর আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। ৭ আমি যে
তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। ৮ বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে,
এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর
কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন
সেইরূপ। ৯ নীকদীম উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এ সকল কি
প্রকারে হইতে পারে? ১০ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি
ইস্রায়েলের গুরু, আর এ সকল বুঝিতেছ না? ১১ সত্য, সত্য, আমি
তোমাকে বলিতেছি, আমরা যাহা জানি তাহা বলি, এবং যাহা দেখি-
য়াছি তাহার সাক্ষ্য দিই; আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর না।
১২ আমি পার্থিব বিষয়ের কথা কহিলে তোমরা যদি বিশ্বাস না কর,
তবে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা কহিলে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে?
১৩ আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন,
সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন। ১৪ আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই
সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হই-
তে হইবে, ১৫ যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন
পায়। ১৬ কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার
একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে,
সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। ১৭ কেননা ঈশ্বর জগতের
বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন

তাঁহার দ্বারা পরিত্রান পায়। ১৮ যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার
করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহে-
তুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। ১৯ সেই বি-
চার এই যে, জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যেরা জ্যোতি হই-
তে অন্ধকার অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম্ম সকল মন্দ
ছিল। ২০ কারণ যে কেহ কদাচরণ করে, সে জ্যোতি ঘৃণা করে, এবং
জ্যোতির নিকটে আইসে না, পাছে তাহার কর্ম্ম সকলের দোষ ব্যক্ত
হয়। ২১ কিন্তু যে সত্য সাধন করে, সে জ্যোতির নিকটে আইসে, যেন
তাহার কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে সাধিত বলিয়া সপ্রকাশ হয়।

যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।

২২ তৎপরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ যিহূদিয়া দেশে আসিলেন, আর
তিনি সেখানে তাঁহাদের সহিত থাকিলেন, এবং বাপ্তাইজ করিতে লা-
গিলেন। ২৩ আর যোহনও শালীমের নিকটবর্ত্তী ঐনোনে বাপ্তাইজ
করিতেছিলেন, কারণ সেই স্থানে অনেক জল ছিল; ২৪ আর লোকে-
রা আসিয়া বাপ্তাইজিত হইত, কারণ তখনও যোহন কারাগার নিক্ষি-
প্ত হন নাই। ২৫ তখন এক জন যিহূদীর সহিত শুচীকরণ বিষয়ে যোহ-
নের শিষ্যদের তর্ক হইল। ২৬ পরে তাহারা যোহনের নিকটে আসিয়া
তাঁহাকে কহিল, রব্বি, যিনি যর্দ্দনের ওপারে আপনার সহিত ছিলেন,
যাঁহার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিয়াছেন, দেখুন, তিনি বাপ্তাইজ করি-
তেছেন, এবং সকলে তাহার নিকটে যাইতেছে। ২৭ যোহন উত্তর করি-
য়া কহিলেন, স্বর্গ হইতে মনুষ্যকে যাহা দত্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া সে
আর কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। ২৮ তোমরা আপনারাই আমার
সাক্ষী যে, আমি বলিয়াছি, আমি সেই খ্রীষ্ট নহি, কিন্তু তাঁহার অগ্রে
প্রেরিত হইয়াছি। ২৯ যে ব্যক্তি কন্যাকে পাইয়াছে, সেই বর; কিন্তু
বরের মিত্র যে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনে, সে বরের রবে অতিশয়
আনন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ হইল। ৩০ উহাকে বৃ-
দ্ধি পাইতে হইবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পাইতে হইবে। ৩১ যিনি উপর
হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান; যে পৃথিবী হইতে, সে পার্থিব, এবং
পৃথিবীরই কথা কহে; যিনি স্বর্গ হইতে আইসেন, তিনি সর্ব্বপ্রধান।
৩২ তিনি যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছেন,
আর তাঁহার সাক্ষ্য কেহ গ্রহণ করে না। ৩৩ যে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ
করিয়াছে, সে ইহাতে মুদ্রাঙ্ক দিয়াছে যে, ঈশ্বর সত্য। ৩৪ কারণ ঈশ্বর
যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কারণ ঈশ্বর
আত্মাকে পরিমাণ-পূর্ব্বক দেন না। ৩৫ পিতা পুত্রকে প্রেম করেন,
এবং সমস্তই তাঁহার হস্তে দিয়াছেন। ৩৬ যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে
অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জী-
বন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি
করে।

শমরীয়া নারীকে দত্ত যীশুর শিক্ষা ও তাহার ফল।

৪ প্রভু যখন জানিলেন যে, ফরীশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন
হইতে অধিক শিষ্য করেন এবং বাপ্তাইজ করেন- ২ কিন্তু যীশু
নিজে বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণই করিতেন- ৩ তখন তি-
নি যিহূদিয়া ত্যাগ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার গালীলে চলিয়া গেলেন।
৪ আর শমরিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। ৫ তাহাতে তিনি
শুখর নামক শমরিয়ার এক নগরের নিকটে গেলেন; যাকোব আপন
পুত্র যোষেফকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই নগর তাহার নিক-
টবর্ত্তী। ৬ আর সেই স্থানে যাকোবের কূপ ছিল। তখন যীশু পথশ্রান্ত
হওয়াতে অমনি সেই কূপরে পার্শ্বে বসিলেন। বেলা তখন অনুমান
ষষ্ঠ ঘটিকা। ৭ শমরিয়ার একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিল। যীশু
তাহাকে বলিলেন, আমাকে পান করিবার জল দেও। ৮ কেননা তাঁ-
হার শিষ্যেরা খাদ্য ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিলেন। ৯ তাহাতে শম-
রীয় স্ত্রীলোকটী বলিল, আপনি যিহূদী হইয়া কেমন করিয়া আমার
কাছে পান করিবার জল চাহিতেছেন? আমি ত শমরীয় স্ত্রীলোক।-
কেননা শমরীয়দের সহিত যিহূদীদের ব্যবহার নাই। ১০ -যীশু উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি যদি জানিতে, ঈশ্বরের দান কি, আর
কে তোমাকে বলিতেছেন, ‘আমাকে পান করিবার জল দেও,’ তবে
তাঁহারই নিকটে তুমি যাচ্ঞা করিতে এবং তিনি তোমাকে জীবন্ত জল
দিতেন। ১১ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, জল তুলিবার জন্য
আপনার কাছে কিছুই নাই, কূপটীও গভীর; তবে সেই জীবন্ত জল
কোথা হইতে পাইলেন? ১২ আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোব হইতে কি
আপনি মহান? তিনিই আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, আর ইহার
জল তিনি নিজে ও তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন, তাহার পশুপালও
পান করিত। ১৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই
জল পান করে, তাহার আবার পিপাসা হইবে; ১৪ কিন্তু আমি যে জল
দিব, তাহা যে কেহ পান করে, তাহার পিপাসা আর কখনও হইবে না;
বরং আমি তাহাকে যে জল দিব; তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের
উনুই হইবে, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে। ১৫ স্ত্রীলোক-
টী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, সেই জল আমাকে দিউন, যেন আমার
পিপাসা না পায়, এবং জল তুলিবার জন্য এতটা পথ হাঁটিয়া আসি-
তে না হয়। ১৬ যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে এখানে
ডাকিয়া লইয়া আইস। ১৭ স্ত্রীলোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল,
আমার স্বামী নাই। ১৮ যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি ভালই বলিয়াছ
যে, আমার স্বামী নাই; কেননা তোমার পাঁচটী স্বামী হইয়া গিয়াছে,
আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য
বলিলে। ১৯ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়, আমি দেখিতেছি যে,
আপনি ভাববাদী। ২০ আমাদের পিতৃপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা
করিতেন, আর আপনারা বলিয়া থাকেন, যে স্থানে ভজনা করা
উচিত, সে স্থানটী যিরূশালেমেই আছে। ২১ যীশু তাহাকে বলিলেন,
হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর; এমন সময় আসিতেছে, যখন
তোমরা না এই পর্ব্বতে, না যিরূশালেমে পিতার ভজনা করিবে।
২২ তোমরা জান না, তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি, তা-
হার ভজনা করিতেছি, কারণ যিহূদীদের মধ্য হইতেই পরিত্রাণ।
২৩ কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত
ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্ত-
বিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ২৪ ঈশ্বর
আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও
সত্যে ভজনা করিতে হইবে। ২৫ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে বলিল, আমি
জানি, মশীহ আসিতেছেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে, - তিনি যখন আসি-
বেন, তখন আমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। ২৬ যীশু তাহাকে
বলিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই তিনি।
২৭ এই সময়ে তাঁহার শিষ্যগণ আসিলেন, এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
লেন যে, তিনি স্ত্রীলোকটীর সহিত কথা কহিতেছেন, তথাপি কেহ
বলিলেন না, আপনি কি চাহেন? কিম্বা, কি জন্য উহার সহিত কথা
কহিতেছেন? ২৮ তখন সেই স্ত্রীলোকটী আপন কলশী ফেলিয়া রাখি-
য়া নগরে গেল, আর লোকদিগকে কহিল, ২৯ আইস, একটী মানুষকে
দেখ, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি সকলই আমাকে বলিয়া দি-
লেন; তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নহেন? ৩০ তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া
তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। ৩১ ইতিমধ্যে শিষ্যেরা তাঁহাকে বিনতি
করিয়া কহিলেন, রব্বি, আহার করুন। ৩২ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে
বলিলেন, আহারের জন্য আমার এমন খাদ্য আছে, যাহা তোমরা
জান না। ৩৩ অতএব শিষ্যেরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, কেহ কি
ইহাঁকে খাদ্য আনিয়া দিয়াছে? ৩৪ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার
খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি
ও তাঁহার কার্য্য সাধন করি। ৩৫ তোমরা কি বল না, আর চারি মাস
পরে শস্য কাটিবার সময় হইবে? দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতে-

ছি, চক্ষু তুলিয়া ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শস্য এখনই কাটিবার
মত শ্বেতবর্ণ হইয়াছে। ৩৬ যে কাটে সে বেতন পায়, এবং অনন্ত জীব-
নের নিমিত্ত শস্য সংগ্রহ করে; যেন, যে বুনে ও যে কাটে, উভয়ে
একত্র আনন্দ করে। ৩৭ কেননা এই স্থলে এই কথা সত্য, এক জন বু-
নে, আর এক জন কাটে। ৩৮ আমি তোমাদিগকে এমন শস্য কাটিতে
প্রেরণ করিলাম, যাহার জন্য তোমরা পরিশ্রম কর নাই; অন্যেরা
পরিশ্রম করিয়াছে, এবং তোমরা তাহাদের শ্রম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করি-
য়াছ। ৩৯ সেই নগরের শমরীয়েরা অনেকে সেই স্ত্রীলোকটী যে সাক্ষ্য
দিয়াছিল, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি আমাকে সকলই বলিয়া
দিলেন, তাহার এই কথা প্রযুক্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

৪০ অতএব সেই শমরীয়েরা যখন তাঁহার নিকটে আসিল, তখন তাঁ-
হাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের কাছে অবস্থিতি করেন; তা-
হাতে তিনি দুই দিবস সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

৪১ তখন আরও অনেক লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল;

৪২ আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস
করিতেছি, সে আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপ-
নারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই জগতের ত্রাণ-
কর্ত্তা।

৪৩ সেই দুই দিনের পর তিনি তথা হইতে গালীলে গমন করিলেন।

৪৪ কারণ যীশু আপনি এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, ভাববাদী নিজ
দেশে সমাদর পান না।

৪৫ অতএব তিনি যখন গালীলে আসিলেন, তখন গালীলীয়েরা তাঁ-
হাকে গ্রহণ করিল, কারণ যিরূশালেমে পর্ব্বের সময়ে তিনি যাহা যা-
হা করিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাহারা দেখিয়াছিল; কেননা তাহারাও
সেই পর্ব্বে গিয়াছিল।

যীশু এক জন রোগীকে সুস্থ করেন

৪৬ পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না নগরে গেলেন, যেখানে
জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছিলেন। আর, এক জন রাজপুরুষ ছিলেন,
তাঁহার পুত্র কফরনাহূমে পীড়িত ছিল।

৪৭ যীশু যিহূদিয়া হইতে গালীলে আসিয়াছেন, শুনিয়া তিনি তাঁহার
নিকটে গেলেন, এবং বিনতি করিলেন, যেন তিনি গিয়া তাঁহার পুত্র-
কে সুস্থ করেন; কারণ সে মৃতপ্রায় হইয়াছিল

৪৮ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, চিহ্ন এবং অদ্ভুত লক্ষণ যদি না
দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না।

৪৯ সেই রাজপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, আমার ছেলেটী না
মরিতে মরিতে আইসুন। ৫০ যীশু তাঁহাকে কহিলেন যাও, তোমার পুত্র
বাঁচিল। যীশু সেই ব্যক্তিকে যে কথা বলিলেন, তিনি তাহা বিশ্বাস
করিয়া চলিয়া গেলেন। ৫১ তিনি যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দা-
সেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, আপনার বালকটী বাঁচিল।
৫২ তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঘটিকায় তাহার
উপশম আরম্ভ হইয়াছিল? তাহারা তাঁহাকে বলিল, কল্য সপ্তম ঘটি-
কার সময়ে তাহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। ৫৩ তাহাতে পিতা বুঝিলেন,
যীশু সেই ঘটিকাতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার পুত্র বাঁচিল;
আর তিনি আপনি ও তাঁহার সমস্ত পরিবার বিশ্বাস করিলেন। ৫৪ যি-
হূদিয়া হইতে গালীলে আসিবার পর যীশু আবার এই দ্বিতীয় চিহ্ন-
কার্য্য করিলেন।

যীশু আর এক জন রোগীকে সুস্থ করেন, ও উপদেশ দেন।

৫ ইহার পরে যিহূদীদের একটী পর্ব্ব উপস্থিত হইল; আর যীশু
যিরূশালেমে গেলেন। ২ যিরূশালেমে মেষ-দ্বারের নিকট একটী
পুষ্করিণী আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেটীর নাম বৈৎসদা, তাহার পাঁচটী
চাঁদনি ঘাট। ৩ সেই সকল ঘটে বিস্তর রোগী, অন্ধ, খঞ্জ ও শুষ্কাঙ্গ
পড়িয়া থাকিত।

৪ [তাহারা জলসঞ্চলনের অপেক্ষায় থাকিত। কেননা বিশেষ বি-
শেষ সময়ে ঐ পুষ্করিণীতে প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিতেন ও জল
কম্পন করিতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেহ প্রথমে জলে না-
মিত, তাহার যে কোন রোগ হউক, সে তাহা হইতে মুক্তি পাইত।]
৫ আর সেখানে একটী লোক ছিল, সে আটত্রিশ বৎসরের রোগী।
৬ যীশু তাহাকে পড়িতে থাকিতে দেখিয়া ও দীর্ঘকাল সেই অবস্থায়
রহিয়াছে জানিয়া কহিলেন, তুমি কি সুস্থ হইতে চাও? ৭ রোগী উত্তর
করিল, মহাশয়, আমার এমন কোন লোক নাই যে, যখন জল
কম্পিত হয়, তখন আমাকে পুষ্করিণীতে নামাইয়া দেয়; আমি যাইতে
যাইতে আর এক জন আমার আগে নামিয়া পড়ে। ৮ যীশু তাহাকে
কহিলেন, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। ৯ তাহাতে
তৎক্ষনাৎ সেই ব্যক্তি সুস্থ হইল, এবং আপনার খাট তুলিয়া লইয়া
চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ১০ সেই দিন বিশ্রামবার। অতএব যাহাকে
সুস্থ করা হইয়াছিল, তাহাকে যিহূদীরা বলিল, আজ বিশ্রামবার, খাট
বহন করা তোমার পক্ষে বিধেয় নয়। ১১ কিন্তু সে তাহাদিগকে উত্তর
করিল, যিনি আমাকে সুস্থ করিলেন, তিনিই আমাকে বলিলেন, তো-
মার খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও। ১২ তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিল, সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে বলিয়াছে, খাট তুলিয়া লইয়া
চলিয়া বেড়াও? ১৩ কিন্তু যে সুস্থ হইয়াছিল, সে জনিত না, তিনি কে,
কারণ সেখানে অনেক লোক থাকাতে যীশু চলিয়া গিয়াছিলেন।
১৪ আর পরে যীশু ধর্ম্মধামে তাহার দেখা পাইলেন, আর তাহাকে
বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার
আরও অধিক মন্দ ঘটে। ১৫ সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল, ও যিহূদীদিগকে
বলিল যে, যীশুই তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন। ১৬ আর এই কারণ যিহূ-
দীরা যীশুকে তাড়না করিতে লাগিল, কেননা তিনি বিশ্রামবারে এই
সকল করিতেছিলেন। ১৭ কিন্তু যীশু তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন,
আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন, আমিও করিতেছি।
১৮ এই কারণ যিহূদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে আরও চেষ্টা পাইল; কে-
ননা তিনি কেবল বিশ্রামবার লঙ্ঘন করিতেন তাহা নয়, কিন্তু আবার
ঈশ্বরকে নিজ পিতা বলিতেন, আপনাকে ঈশ্বর সমান করিতেন।
১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পা-
রেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা
তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন। ২০ কারণ
পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই
তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাই-
বেন, যেন তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর। ২১ কেননা পিতা যেমন মৃতদি-
গকে উঠান ও জীবন দান করেন, তদ্রূপ পুত্রও যাহাদিগকে ইচ্ছা,
জীবন দান করেন। ২২ কারণ পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু
সমস্ত বিচারভার পুত্রকে দিয়াছেন, ২৩ যেন সকলে যেমন পিতাকে
সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর করে
না, সে পিতাকে সমাদর করে না, যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন।
২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য
শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অন-
ন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু
হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে। ২৫ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, এমন সময় আসিতেছে, বরং এখন উপস্থিত, যখন মৃতে-
রা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনিবে, এবং যাহারা শুনিবে, তাহারা জীবিত
হইবে। ২৬ কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন, আছে, তেমনি তি-
নি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন। ২৭ আর তিনি তাঁ-
হাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র।
২৮ ইহাতে আশ্চর্য্য মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে,

যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে, ২৯ এবং যাহারা সৎকার্য্য
করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, ও যাহারা অসৎকা-
র্য্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া
আসিবে। ৩০ আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; যেমন শুনি
তেমনি বিচার করি; আর আমার বিচার ন্যায্য, কেননা আমি আপ-
নার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা
পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি। ৩১ আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য
দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়। ৩২ আমার বিষয়ে আর এক জন
সাক্ষ্য দিতেছেন; এবং আমি জানি, আমার বিষয়ে তিনি যে সাক্ষ্য
দিতেছেন, সেই সাক্ষ্য সত্য। ৩৩ তোমরা যোহনের নিকটে লোক পাঠা-
ইয়াছ, আর তিনি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন। ৩৪ কিন্তু আমি যে
সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তাহা মনুষ্য হইতে নয়; তথাপি আমি এ সকল
কহিতেছি, যেন তোমারা পরিত্রাণ পাও। ৩৫ তিনি সেই জলন্ত ও
জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ ছিলেন, এবং তোমরা তাঁহার আলোতে কিছু কাল
আনন্দ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ছিলে। ৩৬ কিন্তু যোহনের দত্ত সাক্ষ্য
অপেক্ষা আমার গুরুতর সাক্ষ্য আছে; কেননা পিতা আমাকে যে
সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে দিয়াছেন, যে সকল কার্য্য আমি করিতে-
ছি, সেই সকল আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা আমাকে
প্রেরণ করিয়াছেন। ৩৭ আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তি-
নিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখনও শুন
নাই, তাঁহার আকারও দেখ নাই। ৩৮ আর তাঁহার বাক্য আমাদের
অন্তরে অবস্থিতি করে না; কেননা তিনি যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
তাঁহাকে তোমরা বিশ্বাস কর না। ৩৯ তোমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া
থাক, কারণ তোমরা মনে করিয়া থাক যে, তাহাতেই তোমাদের অন-
ন্ত জীবন রহিয়াছে; আর তাহাই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়;

৪০ আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না।

৪১ আমি মনুষ্যদের হইতে গৌরব গ্রহণ করি না!

৪২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে জানি, তোমাদের অন্তরে ত ঈশ্বরের প্রেম নাই।

৪৩ আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে।

৪৪ তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পার? তোমরা ত পরস্পরের নিকটে গৌরব গ্রহণ করিতেছ, এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে যে গৌরব আইসে, তাহার চেষ্টা কর না।

৪৫ মনে করিও না যে, আমি পিতার নিকটে তোমাদের উপরে দোষারোপ করিব; এক জন আছেন, যিনি তোমাদের উপরে দোষারোপ করেন; তিনি মোশি, যাঁহার উপরে তোমরা প্রত্যাশা রাখিয়াছ।

৪৬ কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা আমারই বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন।

৪৭ কিন্তু তাঁহার লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে?

যীশুর আর দুইটী অলৌকিক কার্য্য ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ।

৬ ইহার পরে যীশু গালীল সাগরের অর্থাৎ তিবিরিয়া-সাগরের,
অন্য পারে প্রস্থান করিলেন। ২ আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কেননা তিনি রোগীদের উপরে যে সকল চি-
হ্ন-কার্য্য করিতেন, সে সকল তাহারা দেখিত। ৩ আর যীশু পর্ব্বতে
উঠিলেন, এবং সেখানে আপন শিষ্যদের সহিত বসিলেন।
৪ তখন নিস্তারপর্ব্ব, যিহূদীদের পর্ব্ব, সন্নিকট ছিল। ৫ আর যীশু
চক্ষু তুলিয়া, বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে আসিতেছে দেখিয়া, ফিলি-
পকে বলিলেন, উহাদের আহারার্থে আমরা কোথায় রুটী কিনিতে
পাইব? ৬ এ কথা তিনি তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত বলিলেন? কেননা কি
করিবেন, তাহা তিনি আপনি জানিতেন। ৭ ফিলিপ তাঁহাকে উত্তর
করিলেন, উহাদের জন্য দুই শত সিকির রুটীও এরূপ যথেষ্ট নয় যে,
প্রত্যেক জন কিছু কিছু পাইতে পারে। ৮ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক
জন, শিমোন পিতরের ভ্রাতা আন্দ্রিয়, ৯ তাঁহাকে কহিলেন, এখানে
একটী বালক আছে, তাহার কাছে যবের পাঁচখানা রুটী এবং দুইটী
মাছ আছে; কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহাতে কি হইবে? ১০ যীশু
বলিলেন, লোকদিগকে বসাইয়া দেও। সে স্থানে অনেক ঘাস ছিল।
তাহাতে পুরুষেরা, সংখ্যায় অনুমান পাঁচ হাজার লোক, বসিয়া গেল।
১১ তখন যীশু সেই রুটী কয়খানি লইলেন, ও ধন্যবাদ করিলেন,
এবং যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন; সেইরূপে
মাছ কয়টী হইতেও, তাহারা যত ইচ্ছা করিল, দিলেন। ১২ আর তাহা-
রা তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া
সকল সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়। ১৩ তাহাতে তাঁহারা সংগ্রহ
করিলেন, আর ঐ পাঁচখানা যবের রুটীর গুঁড়াগাঁড়ায় সেই লোকদের
ভোজনের পর যাহা বাঁচিয়াছিল, তাহাতে বারো ডালা পূর্ণ করিলেন।
১৪ অতএব সেই লোকেরা তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য দেখিয়া বলিতে লা-
গিল, উনি সত্যই সেই ভাববাদী, যিনি জগতে আসিতেছেন। ১৫ তখন
যীশু বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা আসিয়া রাজা করিবার জন্য তাঁ-
হাকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, তাই আবার নিজে একাকী পর্ব্বতে
চলিয়া গেলেন। ১৬ সন্ধ্যা হইলে তাঁহার শিষ্যেরা সমুদ্রতীরে নামিয়া
গেলেন, ১৭ এবং একখানি নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রপারে কফরনাহূমের
দিকে গমন করিতে লাগিলেন। সে সময় অন্ধকার হইয়াছিল, এবং
যীশু তখনও তাঁহাদের নিকটে আইসেন নাই। ১৮ আর প্রবল বায়ু প্র-
বাহিত হওয়ায় সমুদ্রে ঢেউ উঠিয়াছিল। ১৯ এইরূপে দেড় বা দুই
ক্রোশ বহিয়া গেলে পর তাঁহারা যীশুকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সমু-
দ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া নৌকার নিকটে আসিতেছেন; ইহাতে তাঁহারা
ভয় পাইলেন। ২০ কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, এ আমি, ভয়
করিও। ২১ তখন তাঁহারা তাঁহাকে নৌকাতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হই-
লেন; আর তাঁহারা যেখানে যাইতেছিলেন, নৌকা তৎক্ষনাৎ সেই স্থ-
লে উপস্থিত হইল। ২২ পর দিন, যে জনসমূহ সমুদ্রের পরপারে দাঁড়া-
ইয়াছিল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, সেখানে একখানি বই আর নৌকা
নাই, এবং যীশু শিষ্যদের সহিত সেই নৌকাতে উঠেন নাই, কেবল
তাঁহার শিষ্যেরা প্রস্থান করিয়াছিলেন। ২৩ কিন্তু তিনি তিবিরিয়া হইতে
কয়েকখানি নৌকা, যেখানে প্রভু ধন্যবাদ করিলে লোকেরা রুটী খা-
ইয়াছিল, সেই স্থানের নিকটে আসিয়াছিল। ২৪ -অতএব লোকেরা
যখন দেখিল, যীশু সেখানে নাই, তাঁহার শিষ্যেরাও নাই, তখন তাহা-
রা সেই সকল নৌকায় চড়িয়া যীশুর অন্বেষণে কফরনাহূমে আসিল।
২৫ আর সমুদ্রের পারে তাঁহাকে পাইয়া কহিল, রব্বি, আপনি এখানে
কখন্ আসিয়াছেন? ২৬ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা চিহ্ন-কার্য্য দেখি-
য়াছ বলিয়া আমার অন্বেষণ করিতেছ, তাহা নয়; কিন্তু সেই রুটী খা-
ইয়াছিলে ও তৃপ্ত হইয়াছিলে বলিয়া। ২৭ নশ্বর ভক্ষ্যের নিমিত্ত শ্রম
করিও না, কিন্তু সেই ভক্ষ্যের জন্য শ্রম কর, যাহা অনন্ত জীবন পর্য্য-
ন্ত থাকে, যাহা মনুষ্যপুত্র তোমাদিগকে দিবেন, কেননা পিতা-ঈশ্বর-
তাঁহাকেই মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। ২৮ তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল,
আমরা যেন ঈশ্বরে কার্য্য করিতে পারি, এ জন্য আমাদিগকে কি
করিতে হইবে? ২৯ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের
কার্য্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ
করিয়াছেন। ৩০ তাহারা তাঁহাকে কহিল, ভাল, আপনি এমন কি চিহ্ন-
কার্য্য করিতেছেন, যাহা দেখিয়া আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিব?
আপনি কি কার্য্য করিতেছেন? ৩১ আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে
মান্না খাইয়াছিলেন, যেমন লেখা আছে, “তিনি ভোজনের জন্য তা-
হাদিগকে স্বর্গ হইতে খাদ্য দিলেন।” ৩২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,

সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মোশি তোমাদিগকে স্বর্গ
হইতে সেই খাদ্য দেন নাই, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ
হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। ৩৩ কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ
হইতে নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন দান করে। ৩৪ তখন তাহারা
তাঁহাকে কহিল, প্রভু, চিরকাল সেই খাদ্য আমাদিগকে দিউন। ৩৫ যী-
শু তাহাদিগকে বলিলেন, আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার
কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে,
সে তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, কখনও না। ৩৬ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিয়া-
ছি যে, তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আর বিশ্বাস কর না। ৩৭ পিতা যে
সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে; এবং যে
আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া
দিব না। ৩৮ কেননা আমার ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য আমি স্বর্গ হই-
তে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহারই
ইচ্ছা সাধন করিবার জন্য। ৩৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁ-
হার ইচ্ছা এই, তিনি আমাকে যে সমস্ত দিয়াছেন, তাহার কিছুই যেন
না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে যেন তাহা উঠাই।

৪০ কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও
তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাহা-
কে শেষ দিনে উঠাইব।

৪১ অতএব যিহূদীরা তাঁহার বিষয়ে বচসা করিতে লাগিল, কেননা
তিনি বলিয়াছিলেন, আমিই সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিয়াছে।

৪২ তাহারা বলিল, এ কি যোষেফের পুত্র সেই যীশু নয়, যাহার পি-
তা মাতাকে আমরা জানি? এখন এ কেমন করিয়া বলে, আমি স্বর্গ
হইতে নামিয়া আসিয়াছি?

৪৩ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পরস্পর বচ-
সা করিও না।

৪৪ পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আকর্ষণ না করিলে
কেহ আমার কাছে আসিতে পারে না, আর আমি তাহাকে শেষ দিনে
উঠাইব।

৪৫ ভাববাদিগণের গ্রন্থে লেখা আছে, “তাহারা সকলে ঈশ্বরের কা-
ছে শিক্ষা পাইবে।” যে কেহ পিতার নিকটে শুনিয়া শিক্ষা পাইয়াছে,
সেই আমার কাছে আইসে।

৪৬ কেহ যে পিতাকে দেখিয়াছে তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর হইতে আসি-
য়াছেন, কেবল তিনিই পিতাকে দেখিয়াছেন।

৪৭ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে বিশ্বাস করে, সে
অনন্ত জীবন পাইয়াছে।

৪৮ আমিই জীবন-খাদ্য।

৪৯ তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা
মরিয়া গিয়াছে। ৫০ এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে,
যেন লোকে তাহা খায় ও না মরে। ৫১ আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা
স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে
অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার
মাংস, জগতের জীবনের জন্য। ৫২ অতএব যিহূদীরা পরস্পর বাগযু-
দ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তি কেমন করিয়া আমাদিগকে ভো-
জনের জন্য আপনার মাংস দিতে পারে? ৫৩ যীশু তাহাদিগকে কহি-
লেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যদি মনুষ্য-
পুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদিগেতে জী-
বন নাই। ৫৪ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে
অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।
৫৫ কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পা-
নীয়। ৫৬ যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে
আমাতে থাকে, এবং আমি তাহাতে থাকি। ৫৭ যেমন জীবন্ত পিতা
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি,
সেইরূপ যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত
থাকিবে। ৫৮ এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে, পিতৃ-
পুরুষেরা যেমন খাইয়াছিল, এবং মরিয়াছিল, সেইরূপ নয়; এই খা-
দ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে। ৫৯ এই সকল
কথা তিনি কফরনাহূমে উপদেশ দিবার সময়ে সমাজ-গৃহে কহিলেন।
৬০ তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনিয়া বলিল, এ কঠিন
কথা, কে ইহা শুনিতে পারে? ৬১ কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা এই বিষয়ে বচ-
সা করিতেছে, যীশু তাহা অন্তরে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন,
এই কথায় কি তোমাদের বিঘ্ন জন্মে? ৬২ তবে মনুষ্যপুত্র পূর্ব্বে যেখা-
নে ছিলেন, সেখানে তোমরা তাঁহাকে উঠিতে দেখিলে কি বলিবে?
৬৩ আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়; আমি তোমাদিগ-
কে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা আত্মা ও জীবন; ৬৪ কিন্তু তোমা-
দের মধ্যে কেহ কেহ আছেন, যাহারা বিশ্বাস করে না। কেননা যীশু
প্রথম হইতে জানিতেন, কে কে বিশ্বাস করে না, এবং কেই বা তাঁহা-
কে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে। ৬৫ তিনি আরও কহিলেন, এই জন্য
আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, যদি পিতা হইতে ক্ষমতা দত্ত না হয়,
তবে কেহই আমার নিকটে আসিতে পারে না। ৬৬ ইহাতে তাঁহার
অনেক শিষ্য পিছাইয়া পড়িল, তাঁহার সঙ্গে আর যাতায়াত করিল
না। ৬৭ অতএব যীশু সেই বারো জনকে কহিলেন, তোমরাও কি চলি-
য়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? ৬৮ শিমোন পিতর তাঁহাকে উত্তর করি-
লেন, প্রভু, কাহার কাছে যাইব? আপনার নিকটে অনন্ত জীবনের
কথা আছে; ৬৯ আর আমরা বিশ্বাস করিয়াছি এবং জ্ঞাত হইয়াছি
যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি। ৭০ যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর
করিলেন, তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদিগকে মনো-
নীত করি নাই? আর তোমাদের মধ্যেও এক জন দিয়াবল আছে।
৭১ এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার বিষয়ে কহি-
লেন, কারণ সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সে বারো জনের
মধ্যে এক জন।

যিরূশালেমে দত্ত যীশুর উপদেশ।

৭ এই সকলের পরে যীশু গালীলে ভ্রমন করিলেন, কেননা যিহূ-
দীগণ তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করায় তিনি যিহূদিয়াতে ভ্র-
মন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ২ এক্ষণে যিহূদীদের কুটীরবাস পর্ব্ব
সন্নিকট হইল। ৩ অতএব তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে কহিল, এখান হই-
তে প্রস্থান কর, যিহূদিয়াতে চলিয়া যাও; যেন তুমি যাহা যাহা করি-
তেছ, তোমার সেই সকল কার্য্য তোমার শিষ্যেরাও দেখিতে পায়।

৪ কারণ এমন কেহ নাই যে, গোপনে কর্ম্ম করে, আর আপনি সপ্র-
কাশ হইতে চেষ্টা করে। তুমি যখন এই সকল কর্ম্ম করিতেছ, তখন
আপনাকে জগতের কাছে প্রকাশ কর। ৫ কারণ তাঁহার ভ্রাতারাও
তাঁহাতে বিশ্বাস করিত না। ৬ তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন,
আমার সময় এখনও আইসে নাই, কিন্তু তোমাদের সময় সর্ব্বদদাই
উপস্থিত। ৭ জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু আমাকে
ঘৃণা করে, কারণ আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে, তাহার কর্ম্ম
মন্দ। ৮ তোমরাই পর্ব্বে যাও; আমি এখনও এই পর্ব্বে যাইতেছি না,
কেননা আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ৯ তাহাদিগকে এই
কথা বলিয়া তিনি গালীলে রহিলেন। ১০ কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃগণ পর্ব্বে
গেলে পর তিনিও গেলেন, প্রকাশ্যরূপে নয়, কিন্তু এক প্রকার গোপ-
নে। ১১ তাহাতে যিহূদিগণ পর্ব্বে তাঁহার অন্বেষণ করিল, আর কহিল,
সেই ব্যক্তি কোথায়? ১২ আর সমাগত লোকেরা তাঁহার বিষয়ে ফুস্
ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, তিনি
ভাল লোক; আর কেহ কেহ বলিল, তাহা নয়, বরং সে লোকসমূহকে
ভুলাইতেছে। ১৩ কিন্তু যিহূদিগণের ভয়ে কেহ তাঁহার বিষয়ে প্রকাশ্য-
রূপে কিছু বলিল না। ১৪ পর্ব্বের মধ্য সময়ে যীশু ধর্ম্মধামে গেলেন,

এবং উপদেশ দিতে লাগিলেন। ১৫ তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া
উঠিল? ১৬ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ
আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার। ১৭ যদি কেহ
তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে
জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে
বলি। ১৮ যে আপনা হইতে বলে, সে আপনারই গৌরব চেষ্টা করে;
কিন্তু যিনি আপন প্রেরণকর্ত্তার গৌরব চেষ্টা করেন, তিনি সত্যবাদী,
আর তাঁহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। ১৯ মোশি তোমাদিগকে কি ব্যবস্থা
দেন নাই? তথাপি তোমাদের মধ্যে কেহই সেই ব্যবস্থা পালন করে
না। কেন আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ? ২০ লোকসমূহ উত্তর
করিল, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে, কে তোমাকে বধ করিতে চেষ্টা
করিতেছে? ২১ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি এক-
টী কার্য্য করিয়াছি, আর সে জন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য্য বোধ
করিতেছ। ২২ মোশি তোমাদিগকে ত্বকছেদবিধি দিয়াছেন- তাহা যে
মোশি হইতে হইয়াছে, এমন নয়, পিতৃপুরুষদের হইতে হইয়াছে-
এবং তোমরা বিশ্রামবারে মনুষ্যের ত্বকছেদ করিয়া থাক। ২৩ মোশির
ব্যবস্থা লঙ্ঘন যেন না হয়, তজ্জন্য যদি বিশ্রামবারে মানুষে ত্বকছেদ
প্রাপ্ত হয়, তবে আমি বিশ্রামবারে একটী মানুষকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থ
করিয়াছি বলিয়া আমার উপরে কি ক্রোধ করিতেছ? ২৪ দৃশ্য মতে
বিচার করিও না, কিন্তু ন্যায্য বিচার কর। ২৫ তখন যিরূশালেম-নিবা-
সীদের মধ্যে কয়েক জন কহিল, এ কি সেই নহে; যাহাকে তাঁহারা
বধ করিতে চেষ্টা করেন? ২৬ আর দেখ, এ প্রকাশ্যরূপে কথা কহিতে-
ছে, আর তাঁহারা ইহাকে কিছুই বলেন না; অধ্যক্ষগণ কি বাস্তবিক
জানেন যে, এই সেই খ্রীষ্ট? ২৭ যাহা হউক, এ কোথা হইতে আসিল,
তাহা আমরা জানি; খ্রীষ্ট যখন আইসেন, তখন তিনি কোথা হইতে
আসিলেন, তাহা কেহ জানে না। ২৮ তখন যীশু ধর্ম্মধামে উপদেশ দি-
তে দিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, তোমরা ত আমাকে জান, এবং আমি
কোথা হইতে আসিয়াছি, তাহাও জান। আর আমি আপনা হইতে
আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্যময়; ২৯ তো-
মরা তাঁহাকে জান না; আমিই তাঁহাকে জানি, কেননা আমি তাঁহার
নিকট হইতে আসিয়াছি, আর তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
৩০ এই জন্য লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, তথাপি কেহ তাঁ-
হার উপরে হস্তক্ষেপ করিল না, কারণ তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত
হয় নাই। ৩১ কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল,
আর কহিল, খ্রীষ্ট যখন আসিবেন, তখন ইহার কৃত কার্য্য অপেক্ষা
তিনি কি অধিক চিহ্ন-কার্য্য করিবেন? ৩২ ফরীশীরা তাঁহার বিষয়ে
লোকদিগকে এই সকল কথা ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতে শুনিল; আর
প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা তাঁহাকে ধরিয়া অনিবার নিমিত্ত
কয়েক জন পদাতিককে পাঠাইয়া দিল। ৩৩ তাহাতে যীশু কহিলেন,
আমি এখন অল্প কাল তোমাদের সঙ্গে আছি, তার পর, যিনি আমা-
কে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে যাইতেছি। ৩৪ তোমরা আমার অন্বে-
ষণ করিবে, কিন্তু আমাকে পাইবে না; আর আমি যেখানে আছি,
সেখানে তোমরা আসিতে পার না। ৩৫ তখন যিহূদীরা পরস্পর বলি-
তে লাগিল, এ কোথায় যাইবে যে, আমরা ইহাকে পাইতে পারিব না?
এ কি গ্রীকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন লোকদের নিকটে যাইবে, ও গ্রীকদি-
গকে উপদেশ দিবে? ৩৬ এ যে বলিল, ‘আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু
আমাকে পাইবে না, এবং আমি যেখানে আছি, সেখানে তোমারা
আসিতে পার না,’ এ কি কথা? ৩৭ শেষ দিন, পর্ব্বের প্রধান দিন, যী-
শু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার
কাছে আসিয়া পান করুক। ৩৮ যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন
বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। ৩৯ যাহারা তাঁ-
হাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার
বিষয়ে এই কথা কহিলেন; কারণ তখনও আত্মা দত্ত হন নাই, কেন-
না তখনও যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই।
৪০ সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,
ইনি সত্যই সে ভাববাদী।
৪১ আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেহ কেহ বলিল,
কেমন? খ্রীষ্ট কি গালীল হইতে আসিবেন?
৪২ শাস্ত্রে কি বলে নাই, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ হইতে, এবং দায়ূদ যেখা-
নে ছিলেন, সেই বৈৎলেহম গ্রাম হইতে আসিবেন?
৪৩ এই প্রকারে তাঁহাকে লইয়া লোকসমূহের মধ্যে মতভেদ হইল।
৪৪ আর তাহাদের কতক গুলি লোক তাঁহাকে ধরিতে বাঞ্ছা করিতে-
ছিল, তথাপি কেহ তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিল না।
৪৫ তখন পদাতিকেরা প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের নিকটে
আসিল। ইহারা তাহাদিগকে বলিল, তাহাকে আন নাই কেন?
৪৬ পদাতিকেরা উত্তর করিল, এ ব্যক্তি যেরূপ কথা বলেন, কোন
মানুষে কখনও এরূপ কথা কহেন নাই।
৪৭ ফরীশীরা তাহাদিগকে উত্তর করিল, তোমরাও কি ভ্রান্ত হইলে?
৪৮ অধ্যক্ষদের মধ্যে কিম্বা ফরীশীদের মধ্যে কি কেহ উহাতে বিশ্বাস
করিয়াছেন?
৪৯ কিন্তু এই যে লোকসমূহ ব্যবস্থা জানে না, ইহারা শাপগ্রস্ত।
৫০ তখন নীকদীম- তাহাদের মধ্যে এক জন, যিনি পূর্ব্বে তাঁহার কাছে
আসিয়াছিলেন- তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, ৫১ অগ্রে মানুষের নি-
জের কথা না শুনিয়া, ও সে কি করে, না জানিয়া, আমাদের ব্যবস্থা
কি কাহারও বিচার করে? ৫২ তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল,
তুমিও কি গালীলের লোক? অনুসন্ধান করিয়া দেখ, গালীল হইতে
কোন ভাববাদী উদয় হয় না। ৫৩ Bengali Bible has only 52
verses in Jh.7

৮ [পরে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে গেল, কিন্তু যীশু
জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। ২ আর প্রত্যুষে তিনি পুনর্ব্বার ধর্ম্মধা-
মে আসিলেন; এবং সমুদয় লোক তাঁহার নিকটে আসিল; আর তিনি
বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ৩ তখন অধ্যাপক ও
ফারীশীগণ ব্যভিচারে ধৃতা একটী স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে অনিল,
ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল,
৪ হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটা ব্যভিচারে, সেই ক্রিয়াতে ধরা পড়িয়াছে।
৫ ব্যবস্থায় মোশি এ প্রকার লোককে পাথর মরিবার আজ্ঞা আমাদি-
গকে দিয়াছেন; তবে আপনি কি বলেন? ৬ তাহারা তাঁহার পরীক্ষাভা-
বেই এই কথা কহিল, যেন তাঁহার নামে দোষারোপ করিবার সূত্র পা-
ইতে পারে। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগি-
লেন। ৭ পরে তাহার যখন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লা-
গিল তিনি মাথা তুলিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে
নিস্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারুক। ৮ পরে তিনি পুনর্ব্বার
হেঁট হইয়া অঙ্গুলি দিয়া ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। ৯ তখন তাহারা
ইহা শুনিয়া, এবং আপন আপন সংবেদ দ্বারা দোষীকৃত হইয়া, একে
একে বাহিরে গেল, প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন
পর্য্যন্ত গেল; তাহাতে কেবল যীশু অবশিষ্ট থাকিলেন, আর সেই স্ত্রী-
লোকটী মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। ১০ তখন যীশু মাথা তুলিয়া স্ত্রীলো-
কটী ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে কহিলেন, হে
নারি, যাহারা তোমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহারা কোথায়?
কেহ কি তোমাকে দোষী করে নাই? ১১ সে কহিল, না, প্রভু, কেহ করে
নাই। তখন যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করি না;
যাও, এখন অবধি আর পাপ করিও না] ১২ যীশু আবার লোকদের
কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি; যে
আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু
জীবনের দীপ্তি পাইবে। ১৩ তাহাতে ফরীশীরা তাঁহাকে কহিল, তুমি
আপনার বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিতেছ; তোমার সাক্ষ্য সত্য নহে।

১৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদিও আমি আপনার
বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য দিই, তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য; কারণ আমি
কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইতেছি, তাহা জানি; কিন্তু
আমি কোথা হইতে আসি, কোথায়ই বা যাইতেছি, তাহা তোমরা জান
না। ১৫ তোমরা মাংস অনুসারে বিচার করিতেছ; আমি কাহারও বি-
চার করি না। ১৬ আর যদিও বিচার করি, আমার বিচার সত্য, কেননা
আমি একা নহি, কিন্তু আমি আছি, এবং পিতা আছেন, যিনি আমা-
কে পাঠাইয়াছেন ১৭ আর তোমাদের ব্যবস্থাতেও লিখিত আছে, দুই
জনের সাক্ষ্য সত্য। ১৮ আমি আপনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, আর
পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন।
১৯ তখন তাহারা তাঁহাকে বলিল, তোমার পিতা কোথায়? যীশু উত্তর
করিলেন, তোমরা আমাকেও জান না, আমার পিতাকেও জান না;
যদি আমাকে জানিতে, আমার পিতাকেও জানিতে। ২০ এই সকল
কথা তিনি ধর্ম্মধামে উপদেশ দিবার সময়ে ভান্ডার-গৃহে কহিলেন;
এবং কেহ তাঁহাকে ধরিল না, কারণ তখনও তাঁহার সময় উপস্থিত
হয় নাই। ২১ পরে তিনি আবার তাহাদিগকে কহিলেন, আমি যাইতে-
ছি, আর তোমরা আমার অন্বেষণ করিবে, ও তোমাদের পাপে মরি-
বে; আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা আসিতে পার না।
২২ তখন যিহূদীরা বলিল, এ কি আত্মঘাতী হইবে, তাই বলিতেছে,
আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে তোমরা আসিতে পার না। ২৩ তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি উর্দ্ধস্থানের; তো-
মার এ জগতের, আমি এ জগতের নহি। ২৪ এই জন্য তোমাদিগকে
বলিলাম যে, তোমরা তোমাদের পাপসমূহে মরিবে; কেননা যদি বি-
শ্বাস না কর যে, আমিই তিনি, তবে তোমাদের পাপসমূহে মরিবে।
২৫ তখন তাহারা কহিল, তুমি কে? যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাই
ত প্রথম হইতে তোমাদিগকে বলিতেছি। ২৬ তোমাদের বিষয়ে বলি-
বার ও বিচার করিবার অনেক কথা আমার আছে; যাহা হউক, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্য, এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা
যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগৎকে বলিতেছি। ২৭ তিনি যে তাহাদিগকে
পিতার বিষয় বলিতেছিলেন, ইহা তাহারা বুঝিল না।- ২৮ তখন যীশু
কহিলেন, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উচ্চে উঠাইবে, তখন জানিবে
যে, আমিই তিনি, আর আমি আপনা হইতে কিছুই করি না, কিন্তু পি-
তা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে এই সকল কথা কহি।
২৯ আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে
আছেন; তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই, কেননা আমি সর্ব্বদা
তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করি। ৩০ তিনি এই সকল কথা কহিলে
অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। ৩১ অতএব যে যিহূদীরা তাঁহাকে বি-
শ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু কহিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে
স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; ৩২ আর তোমরা
সেই সত্য জানিবে, এবং সেই সত্য তোমাদিগতে স্বাধীন করিবে।
৩৩ তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, আমরা অব্রাহামের বংশ, কখনও
কাহারও দাস হই নাই; আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমা-
দিগকে স্বাধীন করা যাইবে? ৩৪ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ পাপাচরণ করে,
সে পাপের দাস। ৩৫ আর দাস চীরকাল বাটীতে থাকে না; পুত্র চির-
কাল থাকেন। ৩৬ অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে
তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে। ৩৭ আমি জানি, তোমরা অব্রাহা-
মের বংশ; কিন্তু আমাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ, কারণ আমার
বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না। ৩৮ আমার পিতার কাছে আমি
যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি; আর তোমাদের পিতার কা-
ছে তোমরা যাহা যাহা শুনিয়াছ, তাহাই করিতেছ। ৩৯ তাহারা উত্তর
করিয়া তাঁহাকে বলিল, আমাদের পিতা অব্রাহাম। যীশু তাহাদিগকে
বলিলেন, তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হইতে, তবে অব্রাহামের
কর্ম্ম করিতে।

৪০ কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে
আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ; অব্রাহাম এরূপ করেন
নাই।

৪১ তোমাদের পিতার কার্য্য তোমার করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে
কহিল, আমারা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা
আছেন, তিনি ঈশ্বর।

৪২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন,
তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, কেননা আমি ঈশ্বর হইতে বা-
হির হইয়া অসিয়াছি; আমি ত আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

৪৩ তোমরা কেন আমার কথা বুঝ না? কারণ এই যে, আমার বাক্য
শুনিতে পার না।

৪৪ তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার
অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নর-
ঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মি-
থ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার
পিতা।

৪৫ কিন্তু আমি সত্য বলি, তাই তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না।

৪৬ তোমাদের মধ্যে কে আমাকে পাপী বলিয়া প্রমান করিতে পারে?
যদি আমি সত্য বলি, তবে তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস কর না?

৪৭ যে কেহ ঈশ্বরের, সে ঈশ্বরের কথা সকল শুনে; এই জন্যই তো-
মরা শুন না, কারণ তোমরা ঈশ্বরের নহ।

৪৮ যিহূদীরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমরা কি ভালই বলি
না যে, তুমি একজন শমরীয় ও ভূতগ্রস্ত?

৪৯ যীশু উত্তর করিলেন, আমি ভূতগ্রস্ত নহি, কিন্তু আপন পিতাকে
সমাদর করি, আর তোমরা আমাকে অনাদর কর। ৫০ কিন্তু আমি
আপনার গৌরব অন্বেষণ করি না; এক জন আছেন, যিনি অন্বেষণ
করেন ও বিচার করেন। ৫১ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতে-
ছি, কেহ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখিবে
না। ৫২ যিহূদীরা তাঁহাকে বলিল, এখন জানিলাম, তুমি ভূতগ্রস্ত;
অব্রাহাম ও ভাববাদীগণ মরিয়া গিয়াছেন; আর তুমি বলিতেছ, কেহ
যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে না।
৫৩ তুমি কি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম অপেক্ষা বড়? তিনি ত
মরিয়াছেন, এবং ভাববাদীগণও মরিয়াছেন; তুমি আপনার বিষয়ে
কি বল? ৫৪ যীশু উত্তর করিলেন, আমি যদি আপনাকে গৌরবান্বিত
করি, তবে আমার গৌরব কিছুই নয়; আমার পিতাই আমাকে গৌর-
বান্বিত করিতেছেন, যাঁহার বিষয় তোমরা বলিয়া থাক যে, তিনি তো-
মাদের ঈশ্বর; ৫৫ আর তোমরা তাঁহাকে জান নাই; কিন্তু আমি তাঁহা-
কে জানি; আর আমি যদি বলি যে, তাঁহাকে জানি না, তবে তোমা-
দের ন্যায় মিথ্যাবাদী হইব; কিন্তু আমি তাঁহাকে জানি, এবং তাঁহার
বাক্য পালন করি। ৫৬ তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দে-
খিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও
আনন্দ করিলেন। ৫৭ তখন যিহূদীরা তাঁহাকে কহিল, তোমার বয়স
এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুমি কি অব্রাহামকে দেখিয়াছ?
৫৮ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, অব্রাহামের জন্মের পুর্ব্বাবধি আমি আছি। ৫৯ তখন তাহারা
তাঁহার উপর ছুড়িয়া মরিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল, যীশু কিন্তু
অন্তর্হিত হইলেন, ও ধর্ম্মধাম হইতে বাহিরে গেলেন।

যীশু এক জন জন্মান্ধকে চক্ষু দেন। উত্তম মেষপালকের দৃষ্টান্ত

৯ আর তিনি যাইতে যাইতে একটী লোককে দেখিতে পাইলেন,
সে জন্মাবধি অন্ধ। ২ তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, রব্বি, কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি, না ইহার পিতামাতা, যা-

হাতে এ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? ৩ যীশু উত্তর করিলেন, পাপ এ
করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু এই ব্য-
ক্তিতে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমন হইয়াছে।
৪ যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার
কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কা-
র্য্য করিতে পারে না। ৫ আমি যখন জগতে আছি, তখন জগতের
জ্যোতি রহিয়াছি। ৬ এই কথা বলিয়া তিনি ভূমিতে থুথু ফেলিয়া সেই
থুথু দিয়া কাদা করিলেন; পরে ঐ ব্যক্তির চক্ষুতে সেই কাদা লেপন
করিলেন ও তাহাকে কহিলেন, ৭ শীলোহ সরোবরে যাও, ধুইয়া ফেল;
অনুবাদ করিলে এই নামের অর্থ ‘প্রেরিত’। তখন সে গিয়া ধুইয়া ফে-
লিলে, এবং দেখিতে দেখিতে আসিল। ৮ তখন প্রতিবাসীরা, এবং যা-
হারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছিল যে, সে ভিক্ষা করিত, তাহারা বলি-
তে লাগিল, এ কি সেই নয়, যে বসিয়া ভিক্ষা চাহিত? ৯ কেহ কেহ
বলিল, সেই বটে; আর কেহ কেহ বলিল না, কিন্তু তাহারই মত; সে
বলিল, আমি সেই। ১০ তখন তাহারা তাহাকে বলিল, তবে কি প্রকারে
তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল? ১১ সে উত্তর করিল, যীশু নামে এক ব্যক্তি
কাদা করিয়া আমার চক্ষু লেপন করিলেন, আর আমাকে বলিলেন,
শীলোহে যাও, ধুইয়া ফেল; তাহাতে আমি গিয়া ধুইয়া ফেলিলে দৃষ্টি
পাইলাম। ১২ তাহারা তাহাকে কহিল, সে ব্যক্তি কোথায়? সে বলিল,
তাহা জানি না। ১৩ পূর্ব্বে যে অন্ধি ছিল, তাহাকে তাহারা ফরীশীদের
নিকটে লইয়া গেল। ১৪ যে দিন যীশু কাদা করিয়া তাহার চক্ষু খুলিয়া
দেন, সেই দিন বিশ্রামবার। ১৫ এই জন্য আবার ফরীশীরাও তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিরূপে দৃষ্টি পাইলে? সে তাহাদিগকে
কহিল, তিনি আমার চক্ষের উপরে কাদা দিলেন, পরে আমি ধুইয়া
ফেলিলাম, আর দেখিতে পাইতেছি। ১৬ তখন কয়েক জন ফরীশী
বলিল, সে ব্যক্তি ঈশ্বর হইতে আইসে নাই, কেননা সে বিশ্রামবার পা-
লন করে না। আর কেহ কেহ বলিল, যে ব্যক্তি পাপী, সে কি প্রকারে
এমন সকল চিহ্ন-কার্য্য করিতে পারে? এইরূপে তাহাদের মধ্যে মত-
ভেদ হইল। ১৭ পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, তুমি তাহার
বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। ১৮ সে
কহিল, তিনি ভাববাদী। যিহূদীরা তাহার বিষয়ে বিশ্বাস করিল না যে,
সে অন্ধ ছিল আর দৃষ্টি পাইয়াছে, এই জন্য তাহারা ঐ দৃষ্টিপ্রাপ্ত ব্য-
ক্তির পিতামাতাকে ডাকাইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, ১৯ এ কি
তোমাদের পুত্র, যাহার বিষয়ে তোমার বলিয়া থাক, এ অন্ধই জন্মি-
য়াছিল? তবে এখন কি প্রকারে দেখিতে পাইতেছে? ২০ তাহার পিতা-
মাতা উত্তর করিয়া কহিল, আমরা জানি, এ আমাদের পুত্র, এবং
অন্ধই জন্মিয়াছিল, ২১ কিন্তু এখন কি প্রকারে দেখিতে পাইতেছে,
তাহা জানি না, এবং কেই বা ইহার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, তাহাও
আমরা জানি না; ইহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনার
কথা আপনি বলিবে। ২২ তাহারা পিতামাতা যিহূদীদিগকে ভয় করিত,
সেই জন্য ইহা কহিল; কেননা যিহূদীরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল,
কেহ যদি তাঁহাকে খ্রীষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে সমাজচ্যুত
হইবে; ২৩ এই কারণ তাহার পিতামাতা কহিল, এ বয়ঃপ্রাপ্ত, ইহাকেই
জিজ্ঞাসা করুন। ২৪ অতএব যে অন্ধ ছিল, তাহারা দ্বিতীয় বার তাহা-
কে ডাকিয়া কহিল, ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; আমরা জানি যে,
সেই ব্যক্তি পাপী। ২৫ সে উত্তর করিল, তিনি পাপী কি না, তাহা জানি
না; একটী বিষয়ে জানি, আমি অন্ধ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতে-
ছি। ২৬ তাহারা তাহাকে বলিল, সে তোমার প্রতি কি করিয়াছিল? কি
প্রকারে তোমার চক্ষু খুলিয়া দিল? ২৭ সে উত্তর করিল, এক বার
আপনাদিগকে বলিয়াছি, আপনারা শুনেন নাই; তবে আবার শুনিতে
চাহেন কেন? আপনারাও কি তাঁহার শিষ্য হইতে চাহেন? ২৮ তখন
তাহারা তাহাকে গালি দিয়া বলিল, তুই সেই ব্যক্তির শিষ্য; আমরা
মোশির শিষ্য। ২৯ আমরা জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলিয়াছি-
লেন; কিন্ত এ কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না। ৩০ সেই ব্যক্তি
উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, ইহার মধ্যে ত আশ্চর্য্য এই যে, তি-
নি কোথা হইতে আসিলেন, তাহা আপনারা জানেন না, তথাপি তিনি
আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। ৩১ আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের
কথা শুনেন। না, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হয়, আর তাঁহার
ইচ্ছা পালন করে, তিনি তাহারই কথা শুনেন ৩২ কখনও শুনা যায়
নাই যে, কেহ জন্মান্ধের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। ৩৩ তিনি যদি ঈশ্বর হই-
তে না আসিতেন, তবে কিছুই করিতে পারিতেন না। ৩৪ তাহারা উত্তর
করিয়া তাহাকে কহিল, তুই একেবারে পাপেই জন্মিয়াছিস্, আর তুই
আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছিস্? পরে তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া
দিল। ৩৫ যীশু শুনিলেন যে, তাহারা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে;
আর তিনি তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, তুমি কি ঈশ্বরের পুত্রে বি-
শ্বাস করিতেছ? ৩৬ সে উত্তর করিয়া কহিল, প্রভু, তিনি কে? আমি
যেন তাঁহাতে বিশ্বাস করি? ৩৭ যীশু তাহাকে কহিলেন, তুমি তাঁহাকে
দেখিয়াছ; আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ৩৮ সে কহিল,
বিশ্বাস করিতেছি, প্রভু; আর সে তাঁহাকে প্রনাম করিল। ৩৯ তখন যী-
শু বলিলেন, বিচারের জন্য আমি এ জগতে আসিয়াছি, যেন যাহারা
দেখে না, তাহারা দেখিতে পায়, এবং যাহারা দেখে, তাহারা যেন অন্ধ
হয়।
৪০ ফরীশীদের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহারা এই সকল
কথা শুনিল, আর তাঁহাকে কহিল, আমরাও কি অন্ধ না কি?
৪১ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, যদি অন্ধ হইতে, তোমাদের পাপ
থাকিত না; কিন্তু এখন তোমরা বলিয়া থাক, আমরা দেখিতেছি;
তোমাদের পাপ রহিয়াছে।

১০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ দ্বার দি-
য়া মেষের খোঁয়াড়ে প্রবেশ না করে, কিন্তু আর কোন দিক
দিয়া উঠে, সে চোর ও দস্যু। ২ কিন্তু যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করে, সে
মেষদের পালক। ৩ তাহাকেই দ্বারী দ্বার খুলিয়া দেয়, এবং মেষেরা
তাহার রব শুনে; আর সে নাম ধরিয়া তাহার নিজের মেষদিগকে ডা-
কে, ও সে বাহিরে লইয়া যায়।
৪ যখন সে নিজের সকলগুলিকে বাহির করে, তখন তাহাদের
অগ্রে অগ্রে গমন করে; আর মেষেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কা-
রণ তাহারা তাহার রব জানে। ৫ কিন্তু তাহারা কোন মতে অপর লো-
কের পশ্চাৎ যাইবে না, বরং তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে;
কারণ অপর লোকদের রব তাহারা জানে না। ৬ এই দৃষ্টান্তটী যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে যে কি বলিলেন, তাহা
তাহারা বুঝিল না। ৭ অতএব যীশু পুনর্ব্বার তাহাদিগকে কহিলেন,
সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, আমিই সেই মেষদ্বার।
৮ যাহারা আমার পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু,
কিন্তু মেষেরা তাহাদের রব শুনে নাই। ৯ আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি
কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বা-
হিরে যাইবে ও চরানী পাইবে। ১০ চোর আইসে, কেবল যেন চুরি, বধ
ও বিনাশ করিতে পারে; আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায়
ও উপচয় পায়। ১১ আমিই উত্তম মেষপালক; উত্তম মেষপালক মেষ-
দের জন্য আপন প্রাণ সমর্পণ করে। ১২ যে বেতনজীবী, মেষপালক
নয়, মেষ সকল যাহার নিজের নয়, সে কেন্দুয়া আসিতে দেখিলে
মেষ গুলি ফেলিয়া পলায়ন করে; তাহাতে কেন্দুয়া তাহাদিগকে ধরি-
য়া লইয়া যায়, ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে; ১৩ সে পলায়ন করে, কারণ
সে বেতনজীবী, মেষদিগের জন্য চিন্তা করে না। ১৪ আমিই উত্তম মে-
ষপালক; আমার নিজের সকলকে আমি জানি, এবং আমার নি-
জের সকলে আমাকে জানে, ১৫ যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও
আমি পিতাকে জানি; এবং মেষদিগের জন্য আমি আপন প্রাণ সম-
র্পণ করি। ১৬ আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোঁয়াড়ের নয়;
তাহাদিগকেও আমার আনিতে হইবে, এবং তাহারা আমার রব শুনি-
বে, তাহাতে এক পাল, ও এক পালক হইবে। ১৭ পিতা আমাকে এই

জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুন-
রায় তাহা গ্রহণ করি। ১৮ কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং
আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে
আমার ক্ষমতা আছে; এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষ-
মতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি। ১৯ এই
সকল বাক্য হেতু যিহূদীদের মধ্যে পুনরায় মতভেদ হইল। ২০ তাহা-
দের মধ্যে অনেকে কহিল, এ ভূতগ্রস্ত ও পাগল, ইহার কথা কেন শু-
নিতেছ? ২১ অন্যেরা বলিল, এ সকল ত ভূতগ্রস্ত লোকের কথা নয়;
ভূত কি অন্ধদের চক্ষু খুলিয়া দিতে পারে?

নিজ ক্ষমতার বিষয়ে যীশুর শিক্ষা।

২২ সেই সময়ে যিরূশালেমে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর্ব্ব উপস্থিত হইল;
তখন শীতকাল; ২৩ আর যীশু ধর্ম্মধামে শলোমনের বারান্ডায় বেড়া-
ইতে ছিলেন। ২৪ তাহাতে যিহূদীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বলিতে লাগিল,
আর কত কাল আমাদের প্রাণ দোলায়মান রাখিতেছ? তুমি যদি খ্রীষ্ট
হও, স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বল। ২৫ যীশু উত্তর করিলেন, আমি
তোমাদিগকে বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না; আমি যে
সকল কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত আমার বিষ-
য়ে সাক্ষ্য দিতেছে। ২৬ কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ তোমরা
আমার মেষদের মধ্যে নহ। ২৭ আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর
আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদগমন করে;
২৮ আর আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনই বিনষ্ট
হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে
না। ২৯ আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বা-
পেক্ষা মহান্; এবং কেহই পিতার হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে
পারে না। ৩০ আমি ও পিতা, আমরা এক। ৩১ যিহূদীরা আবার তাঁহা-
কে মরিবার জন্য পাথর তুলিল। ৩২ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করি-
লেন, পিতা হইতে তোমাদিগকে অনেক উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছি, তা-
হার কোন্ কার্য্য প্রযুক্ত আমাকে পাথর মার? ৩৩ যিহূদীরা তাঁহাকে
এই উত্তর দিল, উত্তম কার্য্যের জন্য তোমাকে পাথর মারি না, কিন্তু
ঈশ্বর-নিন্দার জন্য, কারণ তুমি মনুষ্য হইয়া আপনাকে ঈশ্বর করিয়া
তুলিতেছ, এই জন্য। ৩৪ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমাদের
ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, "আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর"? ৩৫ যাহা-
দের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহাদিগ-
কে ঈশ্বর বলিলেন- আর শাস্ত্রের খন্ডন ত হইতে পারে না- ৩৬ তবে
যাঁহাকে পিতা পবিত্র করিলেন ও জগতে প্রেরণ করিলেন, তোমরা
কি তাঁহাকে বল যে, তুমি ঈশ্বর নিন্দা করিতেছ, কেননা আমি বলি-
লাম যে, আমি ঈশ্বরের পুত্র? ৩৭ আমার পিতার কার্য্য যদি না করি,
তবে আমাকে বিশ্বাস করিও না। ৩৮ কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস
না করিলেও, সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে পার ও
বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি।
৩৯ তাহারা আবার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের
হাত এড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

৪০ পরে তিনি আবার যর্দ্দনের পরপারে, যেখানে যোহন প্রথমে বা-
প্তাইজ করিতেন, সেই স্থানে গেলেন; আর তথায় রহিলেন।

৪১ তাহাতে অনেকে তাঁহার কাছে আসিল, এবং বলিল, যোহন
কোন চিহ্ন-কার্য্য করেন নাই, কিন্তু এই ব্যক্তির বিষয়ে যোহন যে
সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে সকলই সত্য।

৪২ আর সেখানে অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল।

মৃত লাসারকে জীবন দেন।

১১ বৈথনিয়ায় এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন, তাঁহার নাম লাসার;
তিনি মরিয়ম ও তাঁহার ভগিনী মার্থার গ্রামের লোক। ২ ইনি
সেই মরিয়ম, যিনি প্রভুকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া দেন, এবং আপন
কেশ দিয়া তাঁহার চরণ মুছাইয়া দেন; তাঁহারই ভ্রাতা লাসার পীড়িত
ছিলেন। ৩ অতএব ভগিনীরা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, প্রভু, দে-
খুন, আপনি যাহাকে ভাল বাসেন তাহার পীড়া হইয়াছে।

৪ যীশু শুনিয়া কহিলেন, এ পীড়া মৃত্যুর জন্য হয় নাই, কিন্তু ঈশ্ব-
রের গৌরবের নিমিত্ত, যেন ঈশ্বরের পুত্র ইহা দ্বারা গৌরবান্বিত হন।
৫ যীশু মার্থাকে ও তাঁহার ভগিনীকে এবং লাসারকে প্রেম করিতেন।
৬ যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার পীড়া হইয়াছে, তখন যে স্থানে ছি-
লেন, সেই স্থানে আর দুই দিবস রহিলেন। ৭ ইহার পরে তিনি শিষ্যগ-
ণকে কহিলেন, আইস, আমরা আবার যিহূদিয়াতে যাই। ৮ শিষ্যেরা
তাঁহাকে কহিলেন, রব্বি, এই ত যিহূদীরা আপনাকে পাথর মরিবার
চেষ্ঠা করিতেছিল, তবু আপনি আবার সেখানে যাইতেছেন? ৯ যীশু
উত্তর করিলেন, দিনে কি বারো ঘন্টা নাই? যদি কেহ দিনে চলে, সে
উছোট খায় না, কেননা সে এই জগতের দীপ্তি দেখে। ১০ কিন্তু যদি
কেহ রাত্রিতে চলে, সে উছোট খায়, কেননা দীপ্তি তাহার মধ্যে নাই।
১১ তিনি এই কথা কহিলেন; আর ইহার পরে তাঁহাদিগকে বলিলেন,
আমাদের বন্ধু লাসার নিদ্রা গিয়াছে, কিন্তু আমি নিদ্রা হইতে তাহাকে
জাগাইতে যাইতেছি। ১২ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, সে
যদি নিদ্রা গিয়া থাকে, তবে রক্ষা পাইবে। ১৩ যীশু তাঁহার মৃত্যুর বি-
ষয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মনে করিলেন যে, তিনি নিদ্রাঘটিত
বিশ্রামের কথা বলিতেছেন। ১৪ অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহা-
দিগকে কহিলেন, লাসার মরিয়াছে; ১৫ আর তোমাদের নিমিত্ত আন-
ন্দ করিতেছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস কর;
তথাপি চল, আমরা তাহার কাছে যাই। ১৬ তখন থোমা, যাঁহাকে দিদু-
মঃ [যমজ] বলে, তিনি সহ-শিষ্যদিগকে কহিলেন, চল, আমরাও
যাই, যেন ইহাঁর সঙ্গে মরি। ১৭ যীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন, লাসার
তখন চারি দিন কবরে আছেন। ১৮ বৈথনিয়া যিরূশালেমের সন্নিকট,
কমবেশ এক ক্রোশ দূর; ১৯ আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও মরিয়-
মের নিকটে আসিয়াছিল, যেন তাঁহাদের ভ্রাতার বিষয়ে তাঁহাদিগকে
সান্ত্বনা দিতে পারে। ২০ যখন মার্থা শুনিলেন, যীশু আসিতেছেন, তি-
নি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মরিয়ম গৃহে বসিয়া
রহিলেন। ২১ মার্থা যীশুকে কহিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকি-
তেন, আমার ভাই মরিত না। ২২ আর এখনও আমি জানি, আপনি
ঈশ্বরের কাছে যে কিছু যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে দি-
বেন। ২৩ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার ভাই আবার উঠিবে। ২৪ মা-
র্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে উঠিবে।
২৫ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে
বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিব;। ২৬ আর যে কেহ জীবিত
আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা কি
বিশ্বাস কর? ২৭ তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করিয়াছি যে,
জগতে যাঁহার আগমন হইবে, আপনিই সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।
২৮ ইহা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, আর আপন ভগিনী মরিয়মকে
গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, গুরু উপস্থিত, তোমাকে ডাকিতেছেন।
২৯ তিনি ইহা শুনিয়া শীঘ্র উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন। ৩০ যীশু তখ-
নও গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই; যেখানে মার্থা তাহার সহিত সা-
ক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ছিলেন। ৩১ তখন যে যিহূদীরা মরি-
য়মের সঙ্গে গৃহমধ্যে ছিল ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহারা
তাঁহাকে শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিল, মনে করিল, তিনি কবরের নিকটে রোদন করিতে যাইতে-
ছেন। ৩২ যীশু যেখানে ছিলেন, মরিয়ম যখন সেখানে আসিলেন,
তখন তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি
যদি এখানে থাকিতেন, আমার ভাই মরিত না। ৩৩ যীশু যখন দেখি-
লেন, তিনি রোদন করিতেছেন, ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যে যিহূদীরা
আসিয়াছিল, তাহারাও রোদন করিতেছে, তখন আত্মাতে উত্তেজিত

হইয়া উঠিলেন ও উদ্বিগ্ন হইলেন, আর কহিলেন, তাহাকে কোথায়
রাখিয়াছ? ৩৪ তাঁহারা কহিলেন, প্রভু, আসিয়া দেখুন। ৩৫ যীশু কাঁদি-
লেন। ৩৬ তাহাতে যিহূদীরা কহিল, দেখ, ইনি তাঁহাকে কেমন ভাল বা-
সিতেন। ৩৭ কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ বলিল, এই যে ব্যক্তি অন্ধের
চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, ইনি কি উহার মৃত্যুও নিবারণ করিতে পারি-
তেন না? ৩৮ তাহাতে যীশু পুনর্ব্বার অন্তরে উত্তেজিত হইয়া কবরের
নিকটে আসিলেন। সেই কবর একটা গহ্বর, এবং তাহার উপরে
একখান পাথর ছিল। ৩৯ যীশু বলিলেন, তোমরা পাথরখান সরাইয়া
ফেল। মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, এখন উহা-
তে দুর্গন্ধ হইয়াছে, কেননা আজ চারি দিন।

৪০ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি
বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে? তখন তাহারা পা-
থরখান সরাইয়া ফেলিল।

৪১ পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, পিতঃ, তোমার
ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ।

৪২ আর আমি জানিতাম, তুমি সর্ব্বদা আমার কথা শুনিয়া থাক;
কিন্তু এই যে সকল লোক চারি দিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমি-
ত্তে এই কথা কহিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে
প্রেরণ করিয়াছ।

৪৩ ইহা বলিয়া তিনি উচ্চরবে ডাকিয় বলিলেন, লাসার, বাহিরে
আইস।

৪৪ তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত
কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগ-
কে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও।

৪৫ তখন যিহূদীদের অনেকে, যাহারা মরিয়মের নিকটে আসিয়া-
ছিল, এবং যীশু যাহা করিলেন, দেখিয়াছিল, তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস
করিল।

৪৬ কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ফরীশীদের নিকটে গেল, যীশু যাহা
যাহা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বলিল।

৪৭ অতএব প্রধান যাজকগণ ও ফরীশীরা সভা করিয়া বলিতে লা-
গিল আমরা কি করি? এ ব্যক্তি ত অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিতেছে।

৪৮ আমরা যদি ইহাকে এইরূপ চলিতে দিই, তবে সকলে ইহাতে বি-
শ্বাস করিবে; আর রোমীয়েরা আসিয়া আমাদের স্থান ও জাতি উভ-
য়ই কাড়িয়া লইবে।

৪৯ কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জন, কায়াফা, সেই বৎসরের মহাযা-
জক, তাহাদিগকে কহিলেন, ৫০ তোমরা কিছুই বুঝ না, আর বিবেচ-
নাও কর না যে, তোমাদের পক্ষে এটী ভাল, যেন প্রজাগণের জন্য
এক ব্যক্তি মরে, আর সমস্ত জাতি বিনষ্ট না হয়। ৫১ এই কথা যে তি-
নি আপনা হইতে বলিলেন, তাহা নয়, কিন্তু সেই বৎসরের মহাযাজক
হওয়াতে তিনি এই ভাববাণী বলিলেন যে, সেই জাতির জন্য যীশু
মরিবেন। ৫২ আর কেবল সেই জাতির জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে
সকল সন্তান ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, সেই সকলকে যেন একত্র করিয়া
এক করেন, এই জন্য। ৫৩ অতএব সেই দিন অবধি তাহারা তাঁহাকে
বধ করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ৫৪ তাহাতে যীশু আর প্রকাশ্যরূ-
পে যিহূদীদের মধ্যে যাতায়াত করিলেন না, কিন্তু তথা হইতে প্রান্ত-
রের নিকটবর্ত্তী জনপদে ইফ্রয়িম নামক নগরে গেলেন, আর সেখা-
নে শিষ্যদের সহিত অবস্থিতি করিলেন।

যীশু নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালেমে যান ও উপদেশ দেন।

৫৫ তখন যিহূদীদের নিস্তারপর্ব্ব সন্নিকট ছিল, এবং অনেক লোক
আপনাদিগকে শুচি করিবার জন্য নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে জনপদ হই-
তে যিরূশালেমে গেল। ৫৬ তাহারা যীশুর অন্বেষণ করিতে লাগিল,
এবং ধর্ম্মধামে দাঁড়াইয়া পরস্পর কহিল, তোমাদের কেমন বোধ
হয়? তিনি কি পূর্ব্বে আসিবেন না? ৫৭ আর প্রধান যাজকেরা ও
ফরীশীরা আজ্ঞা করিয়াছিল যে, তিনি কোথায় আছেন, তাহা যদি
কেহ জানে, তবে দেখাইয়া দিউক; যেন তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পা-
রে।

১২ পরে নিস্তারপর্ব্বের ছয় দিন পূর্ব্বে যীশু বৈথনিয়াতে আসি-
লেন; সেখানে সেই লাসার ছিলেন, যাঁহাকে যীশু মৃতগণের
মধ্য হইতে উঠাইয়াছিলেন। ২ তাহাতে সেই স্থানে তাঁহার নিমিত্ত
ভোজ প্রস্তুত করা হইল, ও মার্থা পরিচর্য্যা করিলেন, এবং যাহারা
তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, লাসার তাহাদের মধ্যে এক জন
ছিলেন। ৩ তখন মরিয়ম অর্দ্ধ সের বহুমূল্য জটামাংসীর আতর
আনিয়া যীশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন, এবং আপন কেশ দ্বারা তাঁ-
হার চরণ মুছাইয়া দিলেন; তাহাতে আতরের সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ
হইল।

৪ কিন্তু ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এক জন, যে
তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে, সে কহিল, ৫ এই আতর তিন শত
সিকিতে বিক্রয় করিয়া কেন দরিদ্রদিগকে দেওয়া গেল না? ৬ সে যে
দরিদ্র লোকদের জন্য চিন্তা করিত বলিয়া এই কথা কহিল, তাহা
নয়; কিন্তু কারণ এই, সে চোর, আর তাহার নিকটে টাকার থলী থা-
কাতে তাহার মধ্যে যাহা রাখা যাইত, তাহা হরণ করিত। ৭ তখন যীশু
কহিলেন, আমার সমাধি-দিনের জন্য ইহাকে উহা রাখিতে দেও।
৮ কেননা তোমাদের কাছে দরিদ্রেরা সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু আমাকে
সর্ব্বদা পাইতেছ না। ৯ যিহূদীদের সাধারণ লোকেরা জানিতে পারিল
যে, তিনি সেই স্থানে আছেন; আর তাহারা কেবল যীশুর নিমিত্ত
আসিল, তাহা নয়, কিন্তু যে লাসারকে তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠাইয়াছিলেন, তাঁহাকেও দেখিতে আসিল। ১০ কিন্তু প্রধান যাজকে-
রা মন্ত্রণা করিল, যেন লাসারকেও বধ করিতে পারে; ১১ কেননা তাঁ-
হারই নিমিত্ত যিহূদীদের মধ্যে অনেকে গিয়া যীশুতে বিশ্বাস করিতে
লাগিল। ১২ পরদিন পর্ব্বে আগত বিস্তর লোক, যীশু যিরূশালেমে
আসিতেছেন শুনিতে পাইয়া, ১৩ খর্জ্জুর-পত্র লইয়া তাঁহার সহিত সা-
ক্ষাৎ করিতে বাহির হইল, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, হোশান্না;
ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা।
১৪ তখন যীশু একটী গর্দ্দভশাবক পাইয়া তাহার উপরে বসিলেন, যে-
মন লেখা আছে, ১৫ “অয়ি সিয়োন-কন্যে, ভয় করিও না, দেখ, তো-
মার রাজা আসিতেছেন, গর্দ্দভ-শাবকে চড়িয়া আসিতেছেন।”
১৬ তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমে এই সমস্ত বুঝিলেন না, কিন্তু যীশু যখন
মহিমান্বিত হইলেন, তখন তাঁহাদের স্মরণ হইল যে, তাঁহার বিষয়ে
এই সকল লিখিত ছিল, আর লোকেরা তাঁহার প্রতি এই সকল করি-
য়াছে। ১৭ তিনি যখন লাসারকে কবর হইতে আসিতে ডাকেন, এবং
মৃতগণের মধ্য হইতে উঠান, তখন যে লোকসমূহ তাঁহার সঙ্গে ছিল,
তাহার সাক্ষ্য দিতে লাগিল। ১৮ আর এই কারণ লোকসমূহ গিয়া তাঁ-
হার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কেননা তাহারা শুনিয়াছিল যে, তিনি সেই
চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছেন। ১৯ তখন ফরীশীরা পরস্পর বলিতে লাগিল,
তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল; দেখ, জগৎসংসার
উহার পশ্চাদগামী হইয়াছে। ২০ যাহারা ভজনা করিবার জন্য পর্ব্বে
আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন গ্রিক ছিল; ২১ ইহারা গালী-
লের বৈৎসৈদা নিবাসী ফিলিপের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বিনতি
করিল, মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি। ২২ ফিলিপ
আসিয়া আন্দ্রিয়কে বলিলেন, আন্দ্রিয় ও ফিলিপ আসিয়া যীশুকে
বলিলেন। ২৩ তখন যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিয়া বলিলেন, সময়
উপস্থিত, যেন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হন। ২৪ সত্য, সত্য, আমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে
তাহা একটীমাত্র থাকে, কিন্তু যদি মরে. তবে অনেক ফল উৎপন্ন
করে। ২৫ যে আপন প্রাণ ভাল বাসে, সে তাহা হারায়; আর যে এই
জগতে আপন প্রাণ অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্ত

তাহা রক্ষা করিবে। ২৬ কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা করে, তবে সে
আমার পশ্চাদগামী হউক; তাহাতে আমি যেখানে থাকি, আমার
পরিচারকও সেইখানে থাকিবে; কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা করে,
তবে পিতা তাহার সম্মান করিবেন। ২৭ এখন আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হই-
য়াছে; ইহাতে কি বলিব? পিতঃ, এই সময় হইতে আমাকে রক্ষা কর?
কিন্তু ইহারই নিমিত্ত আমি এই সময় পর্য্যন্ত আসিয়াছি। ২৮ পিতঃ,
তোমার নাম মহিমান্বিত কর। তখন স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ‘আমি
তাহা মহিমান্বিত করিয়াছি, আবার মহিমান্বিত করিব।’ ২৯ যে লোক-
সমূহ দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিল, তাহারা বলিল, মেঘগর্জ্জন হইল; আর
কেহ কেহ বলিল, কোন স্বর্গ-দূত ইঁহার সহিত কথা কহিলেন। ৩০ যীশু
উত্তর করিয়া কহিলেন, ঐ বাণী আমার জন্য হয় নাই, কিন্তু তোমা-
দেরই জন্য। ৩১ এখন এ জগতের বিচার উপস্থিত, এখন এ জগতের
অধিপতি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবে। ৩২ আর আমি ভূতল হইতে উচ্চী-
কৃত হইলে সকলকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব। ৩৩ তিনি যে কি-
রূপ মরণে মরিবেন, তাহা এই বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। ৩৪ তখন
লোকসমূহ তাঁহাকে উত্তর করিল, আমরা ব্যবস্থা হইতে শুনিয়াছি যে,
খ্রীষ্ট চীরকাল থাকেন; তবে আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন যে, মনু-
ষ্যপুত্রকে উচ্চীকৃত হইতে হইবে? সেই মনুষ্যপুত্র কে? ৩৫ তখন যীশু
তাহাদিগকে কহিলেন, আর অল্প কালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে
আছে। যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতি আছে, যাতায়াত কর, যেন
অন্ধকার তোমাদের উপরে আসিয়া না পড়ে; আর যে ব্যক্তি অন্ধকা-
রে যাতায়াত করে, সে কোথায় যায়, তাহা জানে না। ৩৬ যাবৎ তোমা-
দের কাছে জ্যোতি আছে, সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা
জ্যোতির সন্তান হইতে পার।

যীশুতে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়।

৩৭ যীশু এই সকল কথা বলিলেন, আর প্রস্থান করিয়া তাহাদের
হইতে লুকাইলেন।কিন্তু যদিও তিনি তাহাদের সাক্ষাতে এত চিহ্ন-কা-
র্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিল না; ৩৮ যেন
যিশাইয় ভাববাদীর বাক্য পূর্ণ হয়, তিনি ত বলিয়াছিলেন,“হে প্রভু,
আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে? আর প্রভুর বাহু
কাহার কাছে প্রকাশিত হয়ইয়াছে? ৩৯ এই জন্য তাহারা বিশ্বাস করি-
তে পারে নাই, কারণ যিশাইয় আবার বলিয়াছেন,
৪০ “তিনি তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন,তাহাদের হৃদয় কঠিন
করিয়াছেন, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরিয়া
আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি।”
৪১ যিশাইয় এই সমস্ত বলিয়াছিলেন, কেননা তিনি তাঁহার মহিমা
দেখিয়াছিলেন, আর তাঁহারই বিষয় বলিয়াছিলেন।
৪২ তথাপি অধ্যক্ষদের মধ্যেও অনেকে তাঁহাতে বিশ্বাস করিল; কি-
ন্তু ফরীশীদের ভয়ে স্বীকার করিল না, পাছে সমাজচ্যুত হয়;
৪৩ কেননা ঈশ্বরের কাছে গৌরব অপেক্ষা তাহারা বরং মনুষ্যদের
কাছে গৌরব অধিক ভাল বাসিত।
৪৪ যীশু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে আমা-
তে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাতেই বিশ্বাস করে;
৪৫ এবং যে আমাকে দর্শন করে, সে তাঁহাকেই দর্শন করে, যিনি
আমাকে পাঠাইয়াছেন।
৪৬ আমি জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া এই জগতে আসিয়াছি, যেন, যে
কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে।
৪৭ আর যদি কেহ আমার কথা শুনিয়া পালন না করে, আমি তা-
হার বিচার করি না, কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু
জগতের পরিত্রান করিতে আসিয়াছি।
৪৮ যে কেহ আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না
করে, তাহার বিচারকর্ত্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই
শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে।
৪৯ কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই, কিন্তু কি কহিব ও কি
বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই
আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। ৫০ আর আমি জানি যে, তাঁহার আজ্ঞা
অনন্ত জীবন। অতএব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে
যেমন কহিয়াছেন, তেমনি বলি।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শিষ্যদের প্রতি যীশুর প্রবোধ-বাক্য। যীশু শিষ্যদের পা ধোয়ান।

১৩ নিস্তারপর্ব্বের পূর্ব্বে যীশু, এই জগৎ হইতে পিতার কাছে
আপনার প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত জানিয়া, জগতে
অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদিগকে প্রেম করিতেন, তাহাদিগ-
কে শেষ পর্য্যন্ত প্রেম করিলেন। ২ আর রাত্রিভোজের সময়ে- দিয়া-
বল তাঁহাকে সমর্পণ করিবার সংকল্প শিমোনের পুত্র ঈষ্করিয়োতীয়
যিহূদার হৃদয়ে স্থাপন করিলে পর- ৩ তিনি জানিলেন যে, পিতা সম-
স্তই তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে
আসিয়াছেন, আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন;
৪ জানিয়া তিনি ভোজ হইতে উঠিলেন, এবং উপরের বস্ত্র খুলিয়া
রাখিলেন, আর একখানি গামছা লইয়া কটি বন্ধন করিলেন। ৫ পরে
তিনি পাত্রে জল ঢালিলেন ও শিষ্যদের পা ধুইয়া দিতে লাগিলেন,
এবং যে গামছা দ্বারা কটি বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা দিয়া মুছাইয়া
দিতে লাগিলেন। ৬ এইরূপে তিনি শিমোন পিতরের নিকটে আসি-
লেন। পিতর তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কি আমার পা ধুইয়া
দিবেন? ৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি যাহা করিতে-
ছি, তাহা তুমি এক্ষণে জান না, কিন্তু ইহার পরে বুঝিবে। ৮ পিতর তাঁ-
হাকে বলিলেন, আপনি কখনও আমার পা ধুইয়া দিবেন না। যীশু
উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি তোমাকে ধৌত না করি, তবে
আমার সহিত তোমার কোন অংশ নাই। ৯ শিমোন পিতর বলিলেন,
প্রভু, কেবল পা নয়, আমার হাত ও মাথাও ধুইয়া দিউন। ১০ যীশু তাঁ-
হাকে বলিলেন, যে স্নান করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে তা-
হার প্রয়োজন নাই, সে ত সর্ব্বাঙ্গে শুচী; আর তোমরা শুচী, কিন্তু
সকলে নহে। ১১ কেননা যে ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, তাহাকে
তিনি জানিতেন; এই জন্য বলিলেন, তোমরা সকলে শুচী নহ।
১২ যখন তিনি তাঁহাদের পা ধুইয়া দিলেন, আর আপনার উপরের বস্ত্র
পরিয়া পুনর্ব্বার বসিলেন, তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমা-
দের প্রতি কি করিলাম জান? ১৩ তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলি-
য়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমিই সেই।
১৪ ভাল, আমি প্রভু ও গুরু হইয়া যখন তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম,
তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধোয়ান উচিৎ? ১৫ কেননা আমি
তোমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, যেন তোমাদের প্রতি আমি যেমন
করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ কর। ১৬ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, দাস নিজ প্রভু হইতে বড় নয়, ও প্রেরিত নিজ প্রেরণকর্ত্তা
হইতে বড় নয়। ১৭ এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এ
সকল পালন কর। ১৮ তোমাদের সকলের বিষয় আমি বলিতেছি না;
আমি কাহাকে কাহাকে মনোনীত করিয়াছি, তাহা আমি জানি; কিন্তু
শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হওয়া চাই, “যে আমার রুটী খায়, সে আমার
বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইয়াছে।” ১৯ এখন হইতে, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি
তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, যেন, ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস
কর যে, আমিই তিনি। ২০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
আমি যে কোন ব্যক্তিকে পাঠাই, তাহাকে যে গ্রহণ করে, সে আমা-
কেই গ্রহণ করে, এবং আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকে গ্রহণ

করে, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।বিশ্বাসঘাতককে নির্দ্দেশকরণ।
২১ এই কথা বলিয়া যীশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন, আর সাক্ষ্য দিয়া
কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে
এক জন আমাকে সমর্পণ করিবে। ২২ শিষ্যেরা এক জন অন্যের দি-
কে চাহিতে লাগিলেন, স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কাহার বিষয়
বলিলেন। ২৩ তখন যীশুর শিষ্যদের এক জন, যাঁহাকে যীশু প্রেম
করিতেন, তিনি তাঁহার কোলে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। ২৪ তখন
শিমোন পিতর তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন ও কহিলেন, বল, উনি যাহার
বিষয় বলিতেছেন, সে কে? ২৫ তাহাতে তিনি সেইরূপ বসিয়া থাকাতে
যীশুর বক্ষঃস্থলের দিকে পশ্চাতে হেলিয়া বলিলেন, প্রভু, সে কে?
২৬ যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটীখন্ড ডুবাইব ও যাহা-
কে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখন্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্করিয়োতীয় শি-
মোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন। ২৭ আর সেই রুটী খন্ডের পরেই শয়-
তান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, যাহা
করিতেছ, শীঘ্র কর। ২৮ কিন্তু তিনি কি ভাবে তাহাকে এ কথা কহি-
লেন, যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ তাহা বুঝি-
লেন না; ২৯ যিহূদার কাছে টাকার থলী থাকাতে কেহ কেহ মনে করি-
লেন, যীশু তাহাকে বলিলেন, পর্ব্বের নিমিত্ত যাহা যাহা আবৃশক
কিনিয়া আন, কিম্বা সে যেন দরিদ্রদিগকে কিছু দেয়। ৩০ রুটীখন্ড গ্র-
হণ করিয়া সে তৎক্ষনাৎ বাহিরে গেল; তখন রাত্রিকাল।

যীশুর নুতন আজ্ঞা।

৩১ সে বহিরে গেলে পর যীশু কহিলেন, এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত
হইলেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাতে মহিমান্বিত হইলেন। ৩২ ঈশ্বর যখন তাঁহা-
তে মহিমান্বিত হইলেন, তখন ঈশ্বরও তাঁহাকে আপনাতে মহিমান্বিত
করিবেন, আর শীঘ্রই তাঁহাকে মহিমান্বিত করিবেন। ৩৩ বৎসেরা, এখ-
নও অল্পকাল আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা আমার অন্বেষণ
করিবে, আর আমি যেমন যিহূদীদিগকে বলিয়াছিলাম, 'আমি যেখা-
নে যাইতেছি, সেখানে তোমরা যাইতে পার না,' তদ্রূপ এখন তোমা-
দিগকেও বলিতেছি। ৩৪ এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতে-
ছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম
করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। ৩৫ তোমরা যদি
আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে
যে, তোমরা আমার শিষ্য। ৩৬ শিমোন পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু,
আপনি কোথায় যাইতেছেন? যীশু উত্তর করিলেন, আমি যেখানে
যাইতেছি, সেখানে তুমি এখন আমার পশ্চাৎ যাইতে পার না; কিন্তু
পরে যাইতে পারিবে। ৩৭ পিতর তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, কি জন্য
এখন আপনার পশ্চাৎ যাইতে পারি না? আপনার নিমিত্ত আমি
আমার প্রাণ দিব। ৩৮ যীশু উত্তর করিলেন, আমার নিমিত্ত তুমি কি
তোমার প্রাণ দিবে? সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ তু-
মি তিন বার আমাকে অস্বীকার না কর, তাবৎ কুকুড়া ডাকিবে না।

যীশুই পথ।

১৪ তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমা-
তেও বিশ্বাস কর। ২ আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসস্থান
আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমা-
দের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। ৩ আর আমি যখন যাই ও
তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং
আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি,
তোমরাও সেই খানে থাক।
৪ আর আমি যেখানে যাইতেছি, তোমরা তাহার পথ জান। ৫ থোমা
তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা আমরা
জানি না, পথ কিসে জানিব? ৬ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, আমিই পথ
ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আই-
সে না। ৭ যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও
জানিতে; এখন অবধি তাঁহাকে জানিতেছে ও দেখিয়াছ। ৮ ফিলিপ
তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখাউন, তাহাই আমা-
দের যথেষ্ট। ৯ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, ফিলিপ, এত দিন আমি তো-
মাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, তথাপি তুমি আমাকে কি জান না? যে
আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া
বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন? ১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না
যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমা-
দিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা
আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন। ১১ আমার
কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে
আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর। ১২ সত্য,
সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি
যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও
বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;
১৩ আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি
সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন। ১৪ যদি আমার নামে
আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

সত্যের আত্মা শিষ্যদের সহায়।

১৫ তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পা-
লন করিবে। ১৬ আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তি-
নি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমা-
দের সঙ্গে থাকেন; ১৭ তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করি-
তে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; এবং
তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি
করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। ১৮ আমি তোমাদিগকে অনাথ
রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি। ১৯ আর অল্প
কাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না; কিন্তু তোমরা
দেখিতে পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি, এইজন্য তোমরাও জী-
বিত থাকিবে। ২০ সে দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে
আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগতে আছি।
২১ যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে,
সেই আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা
তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর
আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব। ২২ তখন যিহূদা- ঈষ্করিয়ো-
তীয় নয়- তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু, কি হইয়াছে যে, আপনি আমাদে-
রই কাছে আপনাকে প্রকাশ করিবেন, আর জগতের কাছে নয়?
২৩ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম
করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহা-
কে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার
সহিত বাস করিব। ২৪ যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য
সকল পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা
আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন। ২৫ তোমাদের
নিকটে থাকিতে থাকিতেই আমি এই সকল কথা কহিলাম। ২৬ কিন্তু
সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দি-
বেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি
তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করিয়া দিবেন।
২৭ শান্তি আমি তোমাদের কাছে রাখিয়া যাইতেছি, আমারই শান্তি
তোমাদিগকে দান করিতেছি; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ
দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক। ২৮ তোমরা শুনিয়াছ
যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আমি যাইতেছি, আবার তোমা-

দের কাছে আসিতেছি। যদি তোমরা আমাকে প্রেম করিতে, তবে
আনন্দ করিতে যে, আমি পিতার নিকটে যাইতেছি; কারণ পিতা
আমা অপেক্ষা মহান্। ২৯ আর এখন, ঘটিবার পূর্ব্বে, আমি তোমাদি-
গকে বলিলাম, যেন ঘটিলে পর তোমরা বিশ্বাস কর। ৩০ আমি তোমা-
দের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি
আসিতেছেন, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই; ৩১ কিন্তু জগৎ যেন
জানিতে পায় যে, আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যে-
রূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি। উঠ, আমার এ স্থান হই-
তে প্রস্থান করি।

যীশু দ্রাক্ষালতা, শিষ্যেরা শাখা।

১৫ আমি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, এবং আমার পিতা কৃষক। ২ আমা-
তে স্থিত যেকোন শাখায় ফল না ধরে, তাহা তিনি কাটিয়া
ফেলিয়া দেন; এবং যে কোন শাখায় ফল ধরে, তাহা পরিষ্কার
করেন, যেন তাহাতে আরও অধিক ফল ধরে। ৩ আমি তোমাদিগকে
যে বাক্য বলিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ।
৪ আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগতে থাকি; শাখা যেমন
আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে
না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না। ৫ আমি দ্রাক্ষাল-
তা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে, এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই
ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান্ হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই
করিতে পার না। ৬ কেহ যদি আমাতে না থাকে, তাহা হইলে শাখার
ন্যায় তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া যায় ও সে শুকাইয়া যায়;
এবং লোকে সেগুলি কুড়াইয়া আগুনে ফেলিয়া দেয়, আর সে সকল
পুড়িয়া যায়। ৭ তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি
তোমাদিগতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচ্ঞা করিও,
তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে। ৮ ইহাতেই আমার পিতা মহিমা-
ন্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান্ হও; আর তোমরা আমার
শিষ্য হইবে। ৯ পিতা যেমন আমাকে প্রেম করিয়াছেন, আমিও তেম-
নি তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি; তোমরা আমার প্রেমে অবস্থিতি
কর। ১০ তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার
প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল
পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি। ১১ এই
সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগ-
তে থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। ১২ আমার আজ্ঞা এই,
তোমরা পরস্পর প্রেম কর, যেমন আমি তোমাদিগকে প্রেম করিয়া-
ছি। ১৩ কেহ যে আপন বন্ধুদের নিমিত্ত নিজ প্রাণ সমর্পণ করে, ইহা
অপেক্ষা অধিক প্রেম কাহারও নাই। ১৪ আমি তোমাদিগকে যাহা কি-
ছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।
১৫ আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না, কেননা প্রভু কি করেন,
দাস তাহা জানে না; কিন্তু তোমাদিগকে আমি বন্ধু বলিয়াছি, কারণ
আমার পিতার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, সকলই তোমাদিগকে
জ্ঞাত করিয়াছি। ১৬ তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন
নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তো-
মাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং
তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে
যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

জগৎ ও সত্যের আত্মা।

১৭ এই সকল তোমাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি, যেন তোমরা পর-
স্পর প্রেম কর। ১৮ জগৎ যদি তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তোমরা ত
জান, সে তোমাদের অগ্রে আমাকে দ্বেষ করিয়াছে। ১৯ তোমরা যদি
জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভাল বাসিত; কিন্তু তো-
মরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে
মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।
২০ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য স্মরণে রা-
খিও, 'দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়;' লোকে যখন আমাকে তাড়-
না করিয়াছে, তখন তোমাদিগকেও তাড়না করিবে; তাহারা যদি
আমার বাক্য পালন করিত, তোমাদের বাক্যও পালন করিত। ২১ কি-
ন্তু তাহারা আমার নামের জন্য তোমাদের প্রতি এই সমস্ত করিবে,
কারণ আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে তাহারা জানে না।
২২ আমি যদি না আসিতাম, ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম,
তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার
উপায় নাই। ২৩ যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ
করে। ২৪ যেরূপ কার্য্য আর কেহ কখনও করে নাই, সেইরূপ কার্য্য
যদি আমি তাহাদের মধ্যে না করিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না;
কিন্তু এখন তাহারা আমাকে ও আমার পিতাকে, উভয়কেই দেখিয়া-
ছে, এবং দ্বেষ করিয়াছে। ২৫ কিন্তু এরূপ হইল, যেন তাহাদের ব্যব-
স্থায় লিখিত এই বাক্য পূর্ণ হয়, "তাহারা অকারণে আমাকে দ্বেষ
করিয়াছে।" ২৬ যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে
পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির
হইয়া আইসেন- যখন সেই সহায় আসিবেন- তিনিই আমার বিষয়ে
সাক্ষ্য দিবেন। ২৭ আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে
আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

১৬ এই সকল কথা তোমাদিগকে কহিলাম, যেন তোমরা বিঘ্ন না
পাও। ২ লোকে তোমাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দি-
বে; এমন কি, সময় আসিতেছে, যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ
করে, সে মনে করিবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ
করিলাম। ৩ তাহারা এই সকল করিবে, কারণ তাহারা না পিতাকে, না
আমাকে জানিতে পারিয়াছে।
৪ কিন্তু, আমি তোমাদিগকে এই সকল কহিলাম, যেন এই সকলের
সময় যখন উপস্থিত হইবে, তখন তোমরা স্মরণ করিতে পার যে,
আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিয়াছি। প্রথম হইতে এই সমস্ত
তোমাদিগকে বলি নাই, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। ৫ কিন্তু
যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে এখন যাইতেছি, আর
তোমাদের মধ্যে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, কোথায় যাইতে-
ছেন? ৬ কিন্তু তোমাদিগকে এই সমস্ত কহিলাম, সেই জন্য তোমাদের
হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ৭ তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য
বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গে-
লে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি
যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ৮ আর তিনি
আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে,
জগৎকে দোষী করিবেন। ৯ পাপের সম্বন্ধে, কেননা তাহারা আমাতে
বিশ্বাস করে না; ১০ ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকটে
যাইতেছি, ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; ১১ বিচা-
রের সম্বন্ধে, কেননা এ জগতের অধপতি বিচারিত হইয়াছে। ১২ তো-
মাদিগকে বলিবার আমার আরও অনকে কথা আছে, কিন্তু তোমরা
এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। ১৩ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা,
যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া
যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যা-
হা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জা-
নাইবেন। ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা
আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৫ পিতার যাহা যাহা
আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তা-
হাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন। ১৬ অল্প কাল পরে
তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইতেছ না; এবং আবার অল্প কাল
পরে আমাকে দেখিতে পাইবে। ১৭ ইহাতে শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন

পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, উনি আমাদিগকে এ কি বলি-
তেছেন, 'অল্প কাল পরে তোমরা আমাকে দেখিতে পাইতেছ না,
এবং আবার অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে,' আর, 'কারণ
আমি পিতার নিকটে যাইতেছি'। ১৮ অতএব তাঁহারা কহিলেন, ইনি এ
কি বলিতেছেন, 'অল্প কাল?' ইনি কি বলেন, আমরা বুঝিতে পারি
না। ১৯ যীশু জানিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতে-
ছেন; তাই তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি যে বলিয়াছি, অল্প
কাল পরে তোমাকে আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, এবং আবার
অল্প কাল পরে আমাকে দেখিতে পাইবে, এই বিষয় কি পরস্পর
জিজ্ঞাসা করিতেছ? ২০ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,
তোমরা ক্রন্দন ও বিলাপ করিবে, কিন্তু জগৎ আনন্দ করিবে; তোম-
রা দুঃখার্ত্ত হইবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত হইবে।
২১ প্রসবকালে নারী দুঃখ পায়, কারণ তাহার সময় উপস্থিত, কিন্তু
সন্তান প্রসব করিলে পর, জগতে একটী মনুষ্য জন্মিল, এই আনন্দে
তাহার ক্লেশ আর মনে থাকে না। ২২ ভাল, তোমরাও এখন দুঃখ পাই-
তেছ, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আবার দেখিব তাহাতে তোমাদের হৃ-
দয় আনন্দিত হইবে, এবং তোমাদের সেই আনন্দ কেহ তোমাদের
হইতে হরণ করে না। ২৩ আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা
জিজ্ঞাসা করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পি-
তার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমা-
দিগকে তাহা দিবেন। ২৪ এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা
কর নাই, যাচ্ঞা কর তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।
২৫ আমি উপমা দ্বারা এই সকল বিষয় তোমাদিগকে বলিলাম; এমন
সময় আসিতেছে, যখন তোমাদিগকে আর উপমা দ্বারা বলিব না,
কিন্তু স্পষ্টরূপে পিতার বিষয় জানাইব। ২৬ সেই দিন তোমরা আমার
নামেই যাচ্ঞা করিবে, আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে,
আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে নিবেদন করিব; ২৭ কারণ পিতা
আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন, কেননা তোমরা আমাকে ভাল
বসিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বা-
হির হইয়া আসিয়াছি। ২৮ আমি পিতা হইতে বাহির হইয়াছি, এবং
জগতে আসিয়াছি; আবার জগৎ পরিত্যাগ করিতেছি, এবং পিতার
নিকটে যাইতেছি। ২৯ তাঁহার শিষ্যেরা বলিলেন, দেখুন, এখন আপনি
স্পষ্টরূপে বলিতেছেন, কোন উপমা কথা বলিতেছেন না। ৩০ এখন
আমরা জানি, আপনি সকলই জানেন, কেহ যে আপনাকে জিজ্ঞাসা
করে, ইহা আপনার আবশ্যক করে না; ইহাতে আমরা বিশ্বাস করি-
তেছি যে, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।
৩১ যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, এখন বিশ্বাস করিতেছ?
৩২ দেখ, এমন সময় আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছি-
ন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে, এবং আমাকে
একাকী পরিত্যাগ করিবে; তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা
আমার সঙ্গে আছেন। ৩৩ এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তো-
মরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ; কিন্তু
সাহস কর, আমিই জগৎকে জয় করিয়াছি।

শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা।

১৭ যীশু এই সকল কথা কহিলেন; আর স্বর্গের দিকে চক্ষু তু-
লিয়া বলিলেন, পিতঃ, সময় উপস্থিত হইল; তোমার পুত্রকে
মহিমান্বিত কর, যেন পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করেন; ২ যেমন তুমি
তাঁহাকে মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ, যেন, তুমি যে সমস্ত তাঁহা-
কে দিয়াছ, তিনি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দেন। ৩ আর ইহাই অনন্ত
জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি
যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।
৪ তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি
পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি। ৫ আর এক্ষণে, হে পিতঃ,
জগৎ হইবার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই
মহিমায় তোমার নিজের কাছে আমাকে মহমান্বিত কর। ৬ জগতের
মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে
তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, এবং তাহা-
দের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করি-
য়াছে। ৭ এখন তাহারা জানিতে পাইয়াছে যে, তুমি আমাকে যাহা কি-
ছু দিয়াছ, সে সকলই তোমার নিকট হইতে; ৮ কেননা তুমি আমাকে
যে সকল বাক্য দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; আর তাহা-
রা গ্রহণও করিয়াছে, এবং সত্যই জানিয়াছে যে, আমি তোমার নি-
কট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, এবং বিশ্বাস করিয়াছি যে, তুমি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ৯ আমি তাহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করি-
তেছি; জগতের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি না, কিন্তু যে সকল আমা-
কে দিয়াছ, তাহাদের নিমিত্ত; কেননা তাহারা তোমারই। ১০ আর
আমার সকলই তোমার, ও তোমার সকলই আমার; আর আমি তা-
হাদিগতে মহিমান্বিত হইয়াছি। ১১ আমি আর জগতে নাই, কিন্তু ইহারা
জগতে রহিয়াছে, এবং আমি তোমার নিকটে আসিতেছি। পবিত্র পি-
তঃ, তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা কর- যে নাম তুমি আমাকে দি-
য়াছ- যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক। ১২ তাহাদের সঙ্গে
থাকিতে থাকিতে আমি তাহাদিগকে তোমার নামে রক্ষা করিয়া
আসিয়াছি- যে নাম তুমি আমাকে দিয়াছ- আমি তাহাদিগকে সাবধা-
নে রাখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হয় নাই, কেবল সেই বি-
নাশ-সন্তান হইয়াছে, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। ১৩ কিন্তু এখন আমি
তোমার নিকটে আসিতেছি, আর জগতে এই সকল কথা কহিতেছি,
যেন তাহারা আমার আনন্দ আপনাদিগতে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়।
১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে
দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের
নহি। ১৫ আমি নিবেদন করিতেছি না যে, তুমি তাহাদিগকে জগৎ হই-
তে লইয়া যাও, কিন্তু তাহাদিগকে সেই পাপাত্মা হইতে রক্ষা কর।
১৬ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। ১৭ তাহাদিগকে
সত্যে পবিত্র কর; ১৮ তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে
জগতে প্রেরণ করিয়াছ, তদ্রূপ আমিও তাহাদিগকে জগতে প্রেরণ
প্রেরণ করিয়াছি। ১৯ আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র
করি, যেন তাহার সত্যই পবিত্রীকৃত হয়। ২০ আর আমি কেবল ইহা-
দের নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা
যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি; ২১ যেন
তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমা-
তে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগতে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস
করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ২২ আর তুমি আমাকে যে
মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি, যেন তাহারা এক
হয়, যেমন আমরা এক; ২৩ আমি তাহাদিগতে ও তুমি আমাতে, যেন
তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়; যেন জগৎ জানিতে পায় যে, তুমি
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, এবং আমাকে যেমন প্রেম করিয়াছ, তেম-
নি তাহাদিগকেও প্রেম করিয়াছ। ২৪ পিতঃ, আমার ইচ্ছা এই, আমি
যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাহাদিগকে দিয়াছ, তাহারাও যেন সে-
খানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে
পায়, যাহা তুমি আমাকে দিয়াছ, কেননা জগৎ পত্তনের পূর্ব্বে তুমি
আমাকে প্রেম করিয়াছিলে। ২৫ ধর্ম্মময় পিতঃ, জগৎ তোমাকে জানে
নাই, কিন্তু আমি তোমাকে জানি, এবং ইহারা জানিয়াছে যে, তুমিই
আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ২৬ আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম
জানাইয়াছি, ও জানাইব; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করি-
য়াছ, তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

যীশুর শেষ দুঃখভোগ, মৃত্যু ও সমাধি।

মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার।

১৮ এই সমস্ত বলিয়া যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত বাহির হই-
য়া কিদ্রোণ স্রোত পার হইলেন; সেখানে এক উদ্যান ছিল,
তাহার মধ্যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রবেশ করিলেন। ২ আর যিহূদা,
যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে সেই স্থান জ্ঞাত ছিল, কারণ যী-
শু অনেক বার আপন শিষ্যগণের সঙ্গে সেই স্থানে একত্র হইতেন।
৩ অতএব যিহূদা সৈন্যদলকে, এবং প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের
নিকট হইতে পদাতিকদিগকে প্রাপ্ত হইয়া মশাল, দীপ ও অস্ত্রশস্ত্রের
সহিত সেখানে আসিল।
৪ তখন যীশু, আপনার প্রতি যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমস্তই জানিয়া
বাহির হইয়া আসিলেন, আর তাহাদিগকে কহিলেন, কাহার অন্বেষণ
করিতেছ? ৫ তাহারা তাঁহাকে উত্তর করিল, নাসরতীয় যীশুর। তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, আমিই তিনি। আর যিহূদা যে তাঁহাকে সমর্পণ
করিতেছিল, সে তাহাদের সহিত দাঁড়াইয়াছিল। ৬ তিনি যখন তাহা-
দিগকে বলিলেন আমিই তিনি, তাহারা পিছাইয়া গেল, ও ভূমিতে
পড়িল। ৭ পরে তিনি তাহাদিগকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার
অন্বেষণ করিতেছ? তাহারা বলিল, নাসরতীয় যীশুর। ৮ যীশু উত্তর
করিলেন, আমি ত তোমাদিগকে বলিলাম যে, আমিই তিনি; অতএব
তোমরা যদি আমার অন্বেষণ কর, তবে ইহাদিগকে যাইতে দেও-
৯ যেন তিনি এই যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয়, 'তুমি আমাকে
যে সকল লোক দিয়াছ, আমি তাহাদের কাহাকেও হারাই নাই।'
১০ তখন শিমোন পিতরের নিকটে খড়্গ থাকাতে তিনি তাহা খুলিয়া
মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিন কর্ণ কাটিয়া ফে-
লিলেন। সেই দাসের নাম মল্ক। ১১ তখন যীশু পিতরকে কহিলেন,
খড়্গ কোষে রাখ; আমার পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়াছেন তা-
হাতে আমি কি পান করিব না? ১২ তখন সৈন্যদল, এবং সহস্রপতি ও
যিহূদীগণের পদাতিকেরা যীশুকে ধরিল, ও তাঁহাকে বন্ধন করিল,
১৩ এবং প্রথমে হাননের কাছে লইয়া গেল; কারণ যে কায়াফা সেই
বৎসর মহাযাজক ছিলেন, ঐ হানন তাঁহার শ্বশুর। ১৪ এ সেই কায়া-
ফা, যিনি যিহূদীগণকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রজালোকদের
জন্য এক জনের মরণ ভাল। ১৫ আর শিমোন পিতর এবং আর এক
জন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের
পরিচিত ছিলেন, এবং যীশুর সহিত মহাযাজকের প্রাঙ্গনে প্রবেশ
করিলেন। ১৬ কিন্তু পিতর বাহিরে দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া রহিলেন।
অতএব মহাযাজকের পরিচিত সেই অন্য শিষ্য বাহিরে আসিয়া দ্বার-
রক্ষীকাকে বলিয়া পিতরকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ১৭ তখন সেই
দ্বার-রক্ষীকা দাসী পিতরকে কহিল, তুমিও কি সেই ব্যক্তির শিষ্যদের
এক জন? তিনি কহিলেন আমি নহি। ১৮ আর দাসেরা ও পদাতিকেরা
কয়লার আগুন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ তখন শীত পড়িয়াছিল,
আর তাহারা আগুন পোহাইতে ছিল; এবং পিতরও তাহাদের সঙ্গে
দাঁড়াইয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। ১৯ ইতিমধ্যে মহাযাজক যীশুকে
তাঁহার শিষ্যগণের ও শিক্ষার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২০ যীশু তাঁ-
হাকে উত্তর করিলেন, আমি স্পষ্টরূপে জগতের কাছে কথা কহিয়া-
ছি; আমি সর্ব্বদা সমাজ-গৃহে ও ধর্ম্মধামে শিক্ষা দিয়াছি, যেখানে
যিহূদীরা সকলে একত্র হয়; গোপনে কিছু করি নাই। ২১ আমাকে
কেন জিজ্ঞাসা কর? যাহারা শুনিয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর,
আমি কি বলিয়াছি; দেখ, আমি কি কি বলিয়াছি, ইহারা জানে।
২২ তিনি এই কথা কহিলে পদাতিকদের এক জন, যে নিকটে দাঁড়াই-
য়াছিল, সে যীশুকে চড় মারিয়া কহিল, মহাযাজককে এমন উত্তর
দিলি? ২৩ যীশু তাহাকে উত্তর দিলেন, যদি মন্দ বলিয়া থাকি, সেই
মন্দের সাক্ষ্য দেও; কিন্তু যদি ভাল বলিয়া থাকি, কি জন্য আমকে
মার? ২৪ পরে হানন বন্ধন অবস্থায় তাঁহাকে কায়াফা মহাযাজকের
নিকটে প্রেরণ করিলেন। ২৫ শিমোন পিতর দাঁড়াইয়া আগুন পোহাই-
তেছিলেন। তখন লোকেরা তাঁহাকে কহিল, তুমিও কি উহার শিষ্য-
দের এক জন? তিনি অস্বীকার করিলেন, বলিলেন, আমি নই।
২৬ মহাযাজকের এক দাস, পিতর যাহার কান কাটিয়া ফেলিয়াছি-
লেন, তাহার এক জন কুটুম্ব কহিল, আমি কি উদ্যানে উহার সঙ্গে
তোমাকে দেখি নাই? ২৭ তখন পিতর আবার অস্বীকার করিলেন,
এবং তৎক্ষণাৎ কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল।

দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার।

২৮ পরে লোকেরা যীশুকে কায়াফার নিকট হইতে রাজবাটীতে লই-
য়া গেল; তখন প্রত্যুষকাল; আর তাহারা যেন অশুচী না হয়, কিন্তু
নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে পারে, এই জন্য আপনারা রা-
জবাটীতে প্রবেশ করিল না। ২৯ অতএব পীলাত বাহিরে তাহাদের
কাছে গেলেন ও বলিলেন, তোমরা এ ব্যক্তির উপরে কি দোষারোপ
করিতেছ? ৩০ তাহারা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, এ যদি দুষ্কর্মকা-
রী না হইত, আমরা আপনার হস্তে ইহাকে সমর্পন করিতাম না।
৩১ তখন পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমারই উহাকে লইয়া যাও,
এবং আপনাদের ব্যবস্থামতে উহার বিচার কর। যিহূদীগণ তাঁহাকে
কহিল, কোন ব্যক্তিকে বধ করিতে আমাদের অধিকার নাই- ৩২ যেন
যীশুর সেই বাক্য পূর্ণ হয়, যাহা বলিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন,
তাঁহার কি প্রকারে মৃত্যু হইবে। ৩৩ তখন পীলাত আবার রাজবাটীতে
প্রবেশ করিলেন, এবং যীশুকে ডাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমিই কি
যিহূদীদের রাজা? ৩৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমি কি ইহা আপনা হই-
তে বলিতেছ? না অন্যেরা আমার বিষয়ে তোমাকে ইহা বলিয়া দিয়া-
ছে? ৩৫ পীলাত উত্তর করিলেন, আমি কি যিহূদী? তোমারই স্বজাতী-
য়েরা ও প্রধান যাজকেরা আমার নিকটে তোমাকে সমর্পণ করিয়া-
ছে; তুমি কি করিয়াছ? ৩৬ যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ
জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনু-
চরেরা প্রাণপন করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই;
কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়। ৩৭ তখন পীলাত তাঁহাকে বলি-
লেন, তবে তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিতেছ যে
আমি রাজা। আমি এই জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ও এই জন্যই
জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই। যে কেহ সত্যের,
সে আমার রব শুনে। ৩৮ পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, সত্য কি? ইহা
বলিয়া তিনি আবার বাহিরে যিহূদীদের কাছে গেলেন, এবং তাহাদি-
গকে বলিলেন, আমি ত ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। ৩৯ কিন্তু
তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তারপর্ব্বের সময়ে
তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা
কর যে, আমি তোমাদের জন্য যিহূদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব?
৪০ তাহারা আবার চেঁচাইয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে।
সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।
১৯ তখন পীলাত যীশুকে লইয়া কোড়া প্রহার করাইলেন।
২ আর সেনারা কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল,
এবং তাঁহাকে বেগুনিয়া কাপড় পরাইল; ৩ আর তাঁহার নিকটে
আসিয়া বলিতে লাগিল, যিহূদী-রাজ নমস্কার; এবং তাঁহাকে চড় মা-
রিতে লাগিল।
৪ তখন পীলাত আবার বাহিরে গেলেন ও লোকদিগকে কহিলেন,
দেখ, আমি ইহাকে তোমাদের কাছে বাহিরে আনিলাম, যেন তোমরা
জানিতে পার যে, আমি ইহার কোন দোষ পাইতেছি না। ৫ যীশু সেই
কাঁটার মুকুট ও বেগুনিয়া কাপড় পরিয়াই বাহিরে আসিলেন; আর
পীলাত লোকদিগকে কহিলেন, দেখ, সেই মানুষ। ৬ তখন যীশুকে

দেখিয়াই প্রধান যাজকেরা ও পদাতিকেরা চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে
ক্রুশে দেও, উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোম-
রা আপনারা ইহাকে ক্রুশে দেও; কেননা আমি ইহার কোন দোষ পা-
ইতেছি না। ৭ যিহূদীরা তাঁহাকে উত্তর করিল, আমাদের এক ব্যবস্থা
আছে, সেই ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহার প্রাণদন্ড হওয়া উচিত, কারণ সে
আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া করিয়া তুলিয়াছে। ৮ পীলাত যখন
এই কথা শুনিলেন, তিনি আরও ভীত হইলেন; ৯ এবং আবার রাজ-
বাটীতে প্রবেশ করিলেন ও যীশুকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে
আসিয়াছ? কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না। ১০ অতএব
পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ না? তুমি কি
জান না যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আমার আছে, এবং
তোমাকে ক্রুশে দিবারও ক্ষমতা আমার আছে? ১১ যীশু উত্তর করি-
লেন, যদি উর্দ্ধ হইতে তোমাকে দত্ত না হইত, তবে আমার বিরুদ্ধে
তোমার কোন ক্ষমতা থাকিত না; এই জন্য যে ব্যক্তি তোমার হস্তে
আমাকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহারই পাপ অধিক। ১২ এই হেতু পী-
লাত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যিহূদীরা চেঁচাইয়া
বলিল, আপনি যদি উহাকে ছাড়িয়া দেন, তবে আপনি কৈসরের মি-
ত্র নহেন; যে কেহ আপনাকে রাজা করিয়া তুলে, সে কৈসরের বিপ-
ক্ষে কথা কহে। ১৩ এই কথা শুনিয়া পীলাত যীশুকে বাহিরে আনি-
লেন, এবং শিলাস্তরণ নামক স্থানে বিচারাসনে বসিলেন; সেই স্থা-
নের ইব্রীয় নাম গব্বথা। ১৪ সেই দিন নিস্তার-পর্ব্বের আয়োজন দিন;
বেলা অনুমান ছয় ঘটিকা। পীলাত যিহূদীগণকে বলিলেন, দেখ,
তোমাদের রাজা। ১৫ তাহতে তাহারা চেঁচাইয়া কহিল, দূর কর, দূর
কর, উহাকে ক্রুশে দেও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের
রাজাকে কি ক্রুশে দিব? প্রধান যাজকের উত্তর করিল, কৈসর ছাড়া
আমাদের রাজা নাই। ১৬ তখন তিনি যীশুকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ
করিলেন, যেন তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়।

যীশুর ক্রুশারোপন ও মৃত্যু।

১৭ তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি আপনি ক্রুশ বহন করি-
তে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন।
ইব্রীয় ভাষায় সেই স্থানকে গলগথা বলে। ১৮ তথায় তাহারা তাঁহাকে
ক্রুশে দিল, এবং তাঁহার সহিত আর দুই জনকে দিল, দুই পার্শ্বে দুই
জনকে, ও মধ্য স্থানে যীশুকে। ১৯ আর পীলাত একখান দোষপত্র
লিখিয়া ক্রুশের উপরিভাগে লাগাইয়া দিলেন। তাহাতে এই কথা লি-
খিত ছিল,'নাসরতীয় যীশু, যিহূদীদের রাজা।' ২০ তখন যিহূদীরা
অনেকে সেই দোষপত্র পাঠ করিল, কারণ যেখানে যীশুকে ক্রুশে
দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান নগরের সন্নিকট, এবং উহা ইব্রীয়, রো-
মীয় ও গ্রীক ভাষায় লিখিত ছিল। ২১ অতএব যিহূদীদের প্রধান যা-
জকেরা পীলাতকে কহিল, 'যিহূদীদের রাজা' এমন কথা লিখিবেন
না, কিন্তু লিখুন যে, 'এ ব্যক্তি বলিল, আমি যিহূদীদের রাজা'। ২২ পী-
লাত উত্তর করিলেন, যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি। ২৩ যীশুকে
ক্রুশে দিবার পরে সেনারা তাঁহার বস্ত্র সকল লইয়া চারি অংশ করিয়া
প্রত্যেক সেনাকে এক এক অংশ দিল, এবং আঙরাখাটীও লইল; ঐ
আঙরাখায় সেলাই ছিল না, উপর হইতে সমস্তই বোনা। ২৪ অতএব
তাহারা পরস্পর বলিল, ইহা চিরিব না, আইস, আমরা গুলিবাঁট
করিয়া দেখি, ইহা কাহার হইবে; যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়,"তাহারা
আপনাদের মধ্যে আমার বস্ত্র সকল বিভাগ করিল, আর আমার
পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করিল।" বাস্তবি সেনারা তাহাই করিল।
২৫ আর যীশুর ক্রুশের নিকটে তাঁহার মাতা, ও তাঁহার মাতার ভগিনী,
ক্লোপার [স্ত্রী] মরিয়ম, এবং মগ্দলিনী মরিয়ম, ইহাঁরা দাঁড়াইয়া ছি-
লেন। ২৬ যীশু মাতাকে দেখিয়া, এবং যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই
শিষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া, মাতাকে কহিলেন, হে নারি,
ঐ দেখ, তোমার পুত্র। ২৭ পরে তিনি সেই শিষ্যকে কহিলেন, ঐ দেখ,
তোমার মাতা। তাহাতে সেই দন্ড অবধি ঐ শিষ্য তাঁহাকে আপন গৃহে
লইয়া গেলেন। ২৮ ইহার পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল, জানি-
য়া শাস্ত্রের বচন যেন সিদ্ধ হয়, এই জন্য কহিলেন, 'আমার পিপাসা
পাইয়াছে'। ২৯ সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটী পাত্র ছিল; তাহাতে
লোকেরা সিরকায় পূর্ণ একটী স্পঞ্জ এসোব নলে লাগাইয়া তাঁহার
মুখের নিকটে ধরিল। ৩০ সিরকা গ্রহণ করিবার পর যীশু কহিলেন,
'সমাপ্ত হইল'; পরে মস্তক নত করিয়া আত্মা সমর্পণ করিলেন।
৩১ সেই দিন আয়োজনের দিন, অতএব বিশ্রামবারে সেই দেহগুলি
যেন ক্রুশের উপরে না থাকে- কেননা ঐ বিশ্রামবার মহাদিন ছিল-
এই নিমিত্ত যিহূদীগণ পীলাতের নিকটে নিবেদন করিল, যেন তাহা-
দের পা ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়।
৩২ অতএব সেনারা আসিয়া ঐ প্রথম ব্যক্তির, এবং তাঁহার সহিত ক্রু-
শে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাঙ্গিল; ৩৩ কিন্তু তাহারা যখন যীশুর নিক-
টে আসিয়া দেখিল যে, তিনি মারা গিয়াছেন, তখন তাঁহার পা ভা-
ঙ্গিল না। ৩৪ কিন্তু এক জন সেনা বড়শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ
করিল; তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। ৩৫ যে ব্যক্তি দেখি-
য়াছে, সেই সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং তাহার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে
যে, সে সত্য কহিতেছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর। ৩৬ কারণ এই
সকল ঘটিল যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়, "তাঁহার একখানি
অস্থিও ভগ্ন হইবে না।" ৩৭ আবার শাস্ত্রের আর একটী বচন এই,
"তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছ, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।"

যীশুর সমাধি

৩৮ ইহার পরে অরিমাথিয়ার যোষেফ- যিনি যীশুর শিষ্য ছিলেন,
কিন্তু যিহূদীদের ভয়ে গুপ্ত ভাবেই ছিলেন- তিনি পীলাতকে নিবেদন
করিলেন, যেন তিনি যীশুর দেহ লইয়া যাইতে পারেন; পীলাত অনু-
মতি দিলেন, তাহাতে তিনি আসিয়া তাঁহার দেহ লইয়া গেলেন।
৩৯ আর যিনি প্রথমে রাত্রিকালে তাহার কাছে আসিয়াছিলেন, সেই
নীকদীমও আসিলেন, গন্ধরসে মিশ্রিত অনুমান পঞ্চাশ সের অগুরু
লইয়া আসিলেন।
৪০ তখন তাঁহারা যীশুর দেহ লইয়া যিহূদীদের কবর দিবার রীতি
অনুযায়ী ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত মসীনার কাপড় দিয়া বাঁধিলেন।
৪১ আর যে স্থানে তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হয়, সেই স্থানে এক উদ্যান
ছিল, সেই উদ্যানের মধ্যে এমন এক নূতন কবর ছিল, যাহার মধ্যে
কাহাকেও কখনও রাখা হয় নাই।
৪২ অতএব ঐ দিন যিহূদীদের আয়োজন-দিন বলিয়া, তাঁহারা সেই
কবর মধ্যে যীশুকে রাখিলেন, কেননা সেই কবর নিকটেই ছিল।

যীশুর পুনরুত্থান ও শিষ্যদিগকে বার বার দর্শন দান।

যীশু মগ্দলীনী মরিয়মকে দর্শন দেন।

২০ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে
মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন, কবর
হইতে পাথরখান সরান হইয়াছে। ২ তখন তিনি দৌড়িয়া শিমোন পি-
তরের নিকটে, এবং যীশু যাঁহাকে ভাল বাসিতেন, সেই অন্য শিষ্যের
নিকটে আসিলেন, আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর
হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে; তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে, আমরা
জানি না। ৩ অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের
নিকটে যাইতে লাগিলেন।
৪ তাঁহারা দুই জন একসঙ্গে দৌড়িলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিত-
রকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকটে উপস্থিত হইলেন; ৫ এবং
হেঁট হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে,

তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। ৬ শিমোন পিতরও তাঁহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন; এবং দেখি-
লেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, ৭ আর যে রুমালখানি তাঁহার
মস্তকের উপরে ছিল, তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র এক স্থা-
নে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। ৮ পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নি-
কটে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তিনিও ভিতেরে প্রবেশ করিলেন, এবং
দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন। ৯ কারণ এ পর্য্যন্ত তাঁহারা শাস্ত্রের এই
কথা বুঝেন নাই যে, মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উঠিতে হইবে।
১০ পরে ঐ দুই শিষ্য আবার স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ১১ কিন্তু মরিয়ম
রোদন করিতে করিতে বাহিরে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন;
এবং রোদন করিতে করিতে হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে দৃষ্টিপাত
করিলেন; ১২ আর দেখিলেন, শুক্ল বস্ত্র পরিহিত দুই জন স্বর্গ-দূত যী-
শুর দেহ যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, এক জন তাহার শিয়রে, অন্য
জন পায়ের দিকে বসিয়া আছেন। ১৩ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, না-
রি, রোদন করিতেছ কেন? তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে
আমার প্রভুকে লইয়া গিয়াছে; কোথায় রাখিয়াছে, জানি না। ১৪ ইহা
বলিয়া তিনি পশ্চাৎ দিকে ফিরিলেন, আর দেখিলেন, যীশু দাঁড়াইয়া
আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু। ১৫ যীশু তাঁহাকে
বলিলেন, নারি, রোদন করিতেছ কেন? কাহার অন্বেষণ করিতেছ?
তিনি তাঁহাকে বাগানের মালি মনে করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আপনি
যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকেন, আমায় বলুন, কোথায় রাখিয়া-
ছেন; আমিই তাঁহাকে লইয়া যাইব। ১৬ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, মরি-
য়ম। তিনি ফিরিয়া ইব্রীয় ভাষায় তাঁহাকে কহিলেন, রব্বূণি! ইহার
অর্থ, হে গুরু। ১৭ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে স্পর্শ করিও না,
কেননা এখনও আমি উর্দ্ধে পিতার নিকটে যাই নাই; কিন্তু তুমি
আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা
ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার
নিকটে আমি উর্দ্ধে যাই। ১৮ তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিক-
টে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি
আমাকে এই কথা বলিয়াছেন।

যীশু শিষ্যসমূহকে দুই বার দর্শন দেন।

১৯ সেই দিন, সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে, শিষ্যগণ যেখানে
ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যিহূদিগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল; এমন
সময়ে যীশু আসিয়া মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের শান্তি হউক; ২০ ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপ-
নার দুই হস্ত ও কুক্ষিদেশ দেখাইলেন। অতএব প্রভুকে দেখিতে পাই-
য়া শিষ্যেরা আনন্দিত হইলেন। ২১ তখন যীশু আবার তাঁহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের শান্তি হউক; পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করি-
য়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই। ২২ ইহা বলিয়া তিনি তাঁ-
হাদের উপরে ফুঁ দিলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা
গ্রহণ কর; ২৩ তোমরা যাহাদের পাপ মোচন করিবে, তাহাদের মো-
চিত হইল; যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা হইল। ২৪ যীশু
যখন আসিয়াছিলেন, তখন থোমা, সেই বারো জনের এক জন, যাঁ-
হাকে দিদুমঃ বলে, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন না। ২৫ অতএব অন্য
শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি
তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যদি তাঁহার দুই হাতে প্রেকের চিহ্ন না
দেখি, ও সেই প্রেকের স্থানে আমার অঙ্গুলি না দিই, এবং তাঁহার কু-
ক্ষিদেশ মধ্যে আমার হাত না দিই, তবে কোন মতে বিশ্বাস করিব না।
২৬ আট দিন পরে তাঁহার শিষ্যগণ পুনরায় গৃহ-মধ্যে ছিলেন, এবং
থোমা তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, এমন সময়ে যী-
শু আসিলেন, মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, আর কহিলেন, তোমাদের শান্তি
হউক। ২৭ পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এ দিকে তোমার অঙ্গুলি বা-
ড়াইয়া দেও, আমার হাত দুখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া
দেও, আমার কুক্ষিদেশ মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী
হও। ২৮ থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু আমার, ঈশ্বর
আমার! ২৯ যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া
বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।
৩০ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন;
সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। ৩১ কিন্তু এই সকল লেখা হইয়া-
ছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বি-
শ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

যীশু সমুদ্র-তীরে কয়েক জন শিষ্যকে দর্শন দেন।

২১ তৎপরে যীশু তিবিরিয়া- সমুদ্রের তীরে আবার শিষ্যদের নি-
কটে আপনাকে প্রকাশ করিলেন; আর তিনি এইরূপে আপ-
নাকে প্রকাশ করিলেন। ২ শিমোন পিতর, থোমা, যাঁহাকে দিদুমঃ
বলে, গালীলের কান্নাবাসী নথনেল, সিবদিয়ের দুই পুত্র, এবং তাঁহার
শিষ্যদের মধ্যে আর দুই জন, ইহাঁরা একত্র ছিলেন। ৩ শিমোন পিতর
তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি মাছ ধরিতে যাই। তাঁহারা তাঁহাকে বলি-
লেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই। তাঁহারা বাহির হইয়া গিয়া নৌকায়
উঠিলেন, আর সেই রাত্রিতে কিছু ধরিতে পারিলেন না।
৪ পরে প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে যীশু তীরে দাঁড়াই-
লেন, তথাপি শিষ্যেরা চিনিতে পারিলেন না যে, তিনি যীশু। ৫ যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎসেরা, তোমাদের নিকটে কিছু খাবার
আছে? তাঁহারা উত্তর করিলেন, না। ৬ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহি-
লেন, নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেল, পাইবে। অতএব তাঁহারা
জাল ফেলিলেন, এবং এত মাছ পড়িল যে, তাঁহারা আর তাহা টানি-
য়া তুলিতে পারিলেন না। ৭ অতএব, যীশু যাঁহাকে প্রেম করিতেন,
সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু' এই
কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা তিনি
উলঙ্গ ছিলেন, এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। ৮ কিন্তু অন্য শিষ্যে-
রা মাছে পূর্ণ জাল টানিতে টানিতে ছোট নৌকাতে করিয়া আসি-
লেন; কেননা তাঁহারা স্থল হইতে দূরে ছিলেন না, অনুমান দুই শত
হস্ত অন্তর ছিলেন। ৯ স্থলে উঠিয়া তাঁহারা দেখেন, কয়লার আগুন
রহিয়াছে, ও তাহার উপরে মাছ আর রুটী রহিয়াছে। ১০ যীশু তাঁহা-
দিগকে বলিলেন, যে মাছ এখন ধরিলে, তাহার কিছু আন। ১১ শি-
মোন পিতর উঠিয়া জাল স্থলে টানিয়া তুলিলেন, তাহা এক শত তি-
প্পান্নটা বড় মাছে পূর্ণ ছিল, আর এত মাছেও জাল ছিঁড়িল না।
১২ যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আইস, আহার কর। তখন শিষ্যদের
কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি
কে?' তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি প্রভু। ১৩ যীশু আসিয়া ঐ রুটী লই-
য়া তাঁহাদিগকে দিলেন, আর সেইরূপে মাছও দিলেন। ১৪ মৃতগণের
মধ্য হইতে উঠিলে পর যীশু এখন এই তৃতীয় বার আপন শিষ্যদিগ-
কে দর্শন দিলেন।

যীশু পিতরকে আদেশ দেন।

১৫ তাঁহারা আহার করিলে পর যীশু শিমোন পিতরকে কহিলেন, হে
যোহনের পুত্র শিমোন, ইহাদের অপেক্ষা তুমি কি আমাকে অধিক
প্রেম কর? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু; আপনি জানেন, আমি আপনা-
কে ভাল বাসি। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষশাবক চরাও।
১৬ পরে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁহাকে কহিলেন, হে যোহনের পুত্র শি-
মোন, তুমি কি আমাকে প্রেম কর? তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু; আপনি
জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি। তিনি তাঁহাকে কহিলেন,
আমার মেষগণকে পালন কর। ১৭ তিনি তৃতীয় বার তাঁহাকে কহি-
লেন, যে যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি আমাকে ভাল বাস? পিতর

দুঃখিত হইলেন যে, তিনি তৃতীয় বার তাঁহাকে বলিলেন, ‘তুমি কি
আমাকে ভাল বাস?’ আর তিনি তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, আপনি
সকলই জানেন, আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আমি আপনাকে ভাল বা-
সি। যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার মেষগণকে চরাও। ১৮ সত্য, সত্য,
আমি তোমাকে কহিতেছি, যখন তুমি যুবা ছিলে, তখন আপনি
আপনার কটি বন্ধন করিতে এবং যেখানে ইচ্ছা, বেড়াইতে; কিন্তু
যখন বৃদ্ধ হইবে, তখন তোমার হস্ত বিস্তার করিবে, এবং আর এক
জন তোমার কটি বন্ধন করিয়া দিবে, ও যেখানে যাইতে তোমার
ইচ্ছা নাই, সেইখানে তোমাকে লইয়া যাইবে। ১৯ এই কথা বলিয়া যীশু
নির্দ্দেশ করিলেন যে, পিতর কি প্রকার মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব
করিবেন। এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস। ২০ পিতর মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই শিষ্য পশ্চাৎ
আসিতেছেন, যাঁহাকে যীশু প্রেম করিতেন এবং যিনি রাত্রিভোজের
সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলের দিকে হেলিয়া পড়িয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু,
কে আপনাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে? ২১ তাঁহাকে দেখিয়া পিতর
যীশুকে বলিলেন, প্রভু, ইহার কি হইবে? ২২ যীশু তাঁহাকে বলিলেন,
আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে তো-
মার কি? তুমি আমার পশ্চাৎ আইস। ২৩ অতএব ভ্রাতৃগণের মধ্যে
এই কথা রটিয়া গেল যে, সেই শিষ্য মরিবেন না; কিন্তু যীশু তাঁহাকে
বলেন নাই যে, তিনি মরিবেন না; কেবল বলিয়াছিলেন, আমি যদি
ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি?
২৪ সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, এবং এই সকল
লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য। ২৫ যীশু আরও
অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা
যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে
যে, জগতেও তাহা ধরে না।

পশিষ্যচরিত

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র।

১ যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্র, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের
সন্তান। ২ অব্রাহামের পুত্র ইসহাক; ইসহাকের পুত্র যাকোব; যা-
কোবের পুত্র যিহূদা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ; ৩ যিহূদার পুত্র পেরস ও সে-
রহ, তামরের গর্ব্ভজাত; পেরসের পুত্র হিস্রোণ; হিস্রোনের পুত্র রাম;
৪ রামের পুত্র অম্মীনাদব;অম্মীনাদবের পুত্র নহশোনের পুত্র সল-
মোন; ৫ সলমোনের পুত্র বোয়স; রাহবের গর্ব্ভজাত;বোয়সের পুত্র
ওবেদ, রূতের গর্ব্ভজাত;ওবেদের পুত্র যিশয়; ৬ যিশয়ের পুত্র দায়ূদ
রাজা।দায়ূদের পুত্র শলোমন; ঊরিয়ের বিধবার গর্ব্ভজাত; ৭ শলোম-
নের পুত্র রহবিয়াম;রহবিয়ামের পুত্র অবিয়;অবিয়ের পুত্র আসা;
৮ আসার পুত্র যিহোশাফট;যিহোশাফটের পুত্র যোরাম; যোরামের পু-
ত্র উষিয়; ৯ উষিয়ের পুত্র যোথাম;যোথামের পুত্র আহস;আহসের পু-
ত্র হিস্কিয়; ১০ হিস্কিয়ের পুত্র মনঃশি;মনঃশির পুত্র আমোন;আমোনের
পুত্র যোশিয়; ১১ যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বাবি-
লের নির্ব্বাসন কালে জাত। ১২ যিকনিয়ের পুত্র শলটীয়েল, বাবিলের
নির্ব্বাসনের পরে জাত; শলটীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল; ১৩ সরুব্বাবি-
লের পুত্র অবীহূদ;অবীহূদের পুত্র ইলীয়াকীম;ইলীয়াকীমের পুত্র
আসোর; ১৪ আসোরের পুত্র সাদোক;সাদোকের পুত্র আখীম;আখী-
মের পুত্র ইলীহূদ; ১৫ ইলীহূদের পুত্র ইলিয়াসর;ইলিয়াসরের পুত্র
মত্তন;মত্তনের পুত্র যাকোব; ১৬ যাকোবের পুত্র যোষেফ; ইনি মরিয়-
মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ব্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাঁহাকে খ্রীষ্ট [অভি-
ষিক্ত] বলে। ১৭ এইরূপে অব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ চৌ-
দ্দ্য পুরুষ; এবং বাবিলে নির্ব্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্য্যন্ত চৌদ্দ্য পু-
রুষ।প্রভু যীশুর জন্ম-বিবরণ। ১৮ যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়া-
ছিল। তাঁহার মাতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে, তাঁহাদের
সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ব্ভ হইয়াছে- পবিত্র আত্মা হই-
তে। ১৯ আর তাঁহার স্বামী যোষেফ ধার্ম্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধা-
রণের কাছে নিন্দার পাত্র করিবার করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে
ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ২০ তিনি এই সকল ভাবিতেছেন,
এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন,
যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয়
করিও না, কেননা তাঁহার গর্ব্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা
হইতে হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, ২১ তুমি তাঁহার নাম
যীশু [ত্রানকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহা-
দের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। ২২ এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী
দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয়, ২৩ “দেখ, সেই কন্যা গর্ব্ভবতী
হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে,আর তাঁহার নাম রাখা যাইবে ইম্মানু-
য়েল”অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ, ‘আমাদের সহিত ঈশ্বর’। ২৪ পরে
যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রভুর দূত তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করি-
য়াছিলেন, সেরূপ করিলেন, ২৫ আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন; আর
যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন, সেই পর্য্যন্ত যোষেফ তাঁহার
পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন।প্রভু যী-
শুর শিশুকালের বিবরণ।

২ হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হই-
লে পর, দেখ, পূর্ব্বদেশ হইতে কয়েক জন পন্ডিত ২ যিরুশালে-
মে আসিয়া কহিলেন, যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কো-
থায়? কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে
প্রনাম করিতে আসিয়াছি। ৩ এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন
হইলেন, ও তাঁহার সহিত সমুদয় যিরুশালেমও উদ্বিগ্ন হইল।
৪ আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক সাধারণের অধ্যাপকগ-
নকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায়
জন্মিবেন? ৫ তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন, যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে, কেন-
না ভাববাদী দ্বারা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ৬ “আর তুমি, হে যিহূদা
দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্র-
তম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন,যিনি
আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন।” ৭ তখন হেরোদ সেই
পন্ডিতগণকে গোপনে ডাকিয়া, ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়া-
ছিল, তাহা তাঁহাদের নিকটে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন। ৮ পরে
তিনি তাঁহাদিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া
বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর; দেখা পাইলে আমাকে সং-
বাদ দিও, যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিতে পারি। ৯ রাজার
কথা শুনিয়া তাঁহারা প্রস্থান করিলেন, আর দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁহারা
যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে
যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাঁহার উপরে আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল।
১০ তারাটি দেখিতে পাইয়া তাঁহারা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হই-
লেন। ১১ পরে তাঁহারা গৃহমধ্যে গিয়া শিশুটিকে তাঁহার মাতা মরিয়-
মের সহিত দেখিতে পাইলেন, ও ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রনাম করি-
লেন, এবং আপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাঁহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু ও
গন্ধরস উপহার দিলেন। ১২ পরে তাঁহারা যেন হেরোদের নিকটে ফি-
রিয়া না যান, স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া, অন্য পথ দিয়া আপনাদের
দেশে চলিয়া গেলেন। ১৩ তাঁহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক
দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার
মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; আর আমি যত দিন তোমাকে
না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করি-
বার জন্য তাঁহার অনুসন্ধান করিবে। ১৪ তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রি-
যোগে শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন,
১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন, যেন ভাববাদী দ্বা-
রা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, “আমি মিসর হইতে আপন পুত্র-
কে ডাকিয়া আনিলাম”। ১৬ পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি
পন্ডিতগণ কর্ত্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন, এবং
সেই পন্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া যে সময় জানিয়া লইয়াছি-
লেন, তদনুসারে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎ-
লেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সে
সকলকে বধ করাইলেন। ১৭ তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই
বচন পূর্ণ হইল, ১৮ “রামায় শব্দ শুনা যাইতেছে,হাহাকার ও অত্যন্ত
রোদন;রাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন,সান্ত্বনা
পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই।” ১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর,
দেখ, প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন,

২০ উঠ, শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে যাও; কা-
রণ যাহারা যাহারা শিশুটিকে প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা
মরিয়া গিয়াছে। ২১ তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশুটিকে ও তাঁহার মাতাকে
লইয়া ইস্রায়েল দেশে আসিলেন। ২২ কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাই-
লেন যে, আর্খিলায় নিজ পিতা হেরোদের পদে যিহূদিয়াতে রাজত্ব
করিতেছেন, তখন সেখান যাইতে ভীত হইলেন; আর স্বপ্নে আদেশ
পাইয়া গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন, ২৩ এবং নাসরৎ নামক নগরে
গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়
যে, তিনি নাসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।যোহন বাপ্তাইজকের
প্রচারাদি কার্য্য।

৩ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্ত-
রে প্রচার করিতে লাগিলেন; ২ তিনি বলিলেন,‘মন ফিরাও,
কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।’ ৩ ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে
যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কথিত হইয়াছিল,“প্রান্তরে এক
জনের রব; সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুতু কর,
তাঁহার রাজপথ সকল সরল কর।”

৪ যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্ম্মপ-
টুকা, ও তাঁহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল। ৫ তখন যিরুশালেমে,
সমস্ত যিহূদিয়া, এবং যর্দ্দনের নিকটবর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বা-
হির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল; ৬ আর আপন আপন পাপ
স্বীকার করিয়া যর্দ্দনের নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লা-
গিল। ৭ কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া
তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ হইতে
পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল? ৮ অতএব মনপরিব-
র্ত্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও। ৯ আর ভাবিও না যে, তোমরা
মনে মনে বলিতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তো-
মাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাথর হইতে অব্রাহামের জন্য
সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। ১০ আর এখনই গাছ গুলির মূলে কু-
ড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা-
হা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। ১১ আমি তোমাদিগকে মন-
পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার
পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁ-
হার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা
ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন। ১২ তাঁহার কুলা তাঁহার হস্তে আছে,
আর তিনি আপন খামার সুপরিষ্কার করিবেন, এবং আপনার গোম
গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্ব্বাণ অগ্নিতে পোড়াইয়া দি-
বেন।

প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা।

১৩ তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হই-
তে যর্দ্দনে তাঁহার কাছে আসিলেন। ১৪ কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ
করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত
হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছে আসিতেছেন? ১৫ কিন্তু
যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এই-
রূপে সমস্ত ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত। তখন
তিনি তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। ১৬ পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া
অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া
গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার
উপরে আসিতে দেখিলেন। ১৭ আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হই-
লে,‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,ইহাঁতেই আমি প্রীত।’

৪ তখন যীশু দিয়াবলে দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা
প্রান্তরে নীত হইলেন। ২ আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে
থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁ-
হাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল,যেন এই পাথরগু-
লা রুটী হইয়া যায়।

৪ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া বলিলেন, লেখা আছে, “মনুষ্য কেবল
রুটীতে বাঁচিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত
হয়, তাহাতেই বাঁচিবে।” ৫ তখন দিয়াবল তাঁহাকে পবিত্র নগরে লইয়া
গেল, এবং ধর্ম্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, আর তাঁহাকে
কহিল, ৬ তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়, কে-
ননা লেখা আছে,“তিনি আপন দূতগনকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দি-
বেন,আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন,পাছে তো-
মার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।” ৭ যীশু তাহাকে কহিলেন,
আবার লেখা আছে, “তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিও না।”
৮ আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতে লইয়া গেল, এবং
জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, ৯ আর তাঁহা-
কে কহিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রনাম কর, এই সমস্তই
আমি তোমাকে দিব। ১০ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়-
তান; কেননা লেখা আছে, “তোমার ঈশ্বর” প্রভুকেই প্রনাম করিবে,
কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে। ১১ তখন দিয়াবলে তাঁহাকে ছাড়ি-
য়া গেল, আর দেখ, দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে
লাগিলেন।যীশুর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ। ১২ পরে যোহন কারাগারে
সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া, তিনি গালীলে চলিয়া গেলেন; ১৩ আর
নাসরৎ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতীরে, সবূলূন ও নপ্তালির অঞ্চলে স্থিত
কফরনাহূমে গিয়া বাস করিলেন; ১৪ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা
কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, ১৫ “সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের
পথে, যর্দ্দনের পরপারে পরজাতিগণের গালীল, ১৬ যে জাতি অন্ধ-
কারে বসিয়াছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইল,যাহারা মৃত্যুর
দেশে ও ছায়াতে বসিয়াছিল, তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল।”
১৭ সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগি-
লেন, ‘মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল।’ ১৮ একদা তিনি
গালীল সমুদ্রের তীর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, দুই ভ্রাতা-
শিমোন, যাঁহাকে পিতর বলে, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়- সমুদ্রে জাল
ফেলিতেছেন; কারণ তাঁহারা মৎসধারী ছিলেন। ১৯ তিনি তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস। আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী
করিব। ২০ আর তখনই তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চা-
দগামী হইলেন। ২১ পরে তিনি তথা হইতে অগ্রে গিয়া দেখিলেন, আর
দুই ভ্রাতা- সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন- আপনা-
দের পিতা সিবদিয়ের সহিত নৌকায় সারিতেছেন; তিনি তাঁহাদিগকে
ডাকিলেন। ২২ আর তখনই তাঁহারা নৌকা ও আপনাদের পিতাকে
পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। ২৩ পরে যীশু সমুদয়
গালীলে ভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে
সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন,
এবং লোকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার পীড়া ভালো করি-
লেন। ২৪ আর তাঁহার জনরব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপিল; এবং না-
না প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক, ভুত্গ্রস্ত ও মৃ-
গীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সকল, তাঁহার নিকটে আনীত হইল,
আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ২৫ আর গালীল, দিকাপলি,
যিরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের পরপার হইতে বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।প্রভু যীশুর পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ।

৫ তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন; আর তিনি বসি-
লে পর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন।স্বর্গ রাজ্যের
প্রজা নির্ণয়। ২ তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দি-
তে লাগিলেন- ৩ ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তা-
হাদেরই।

৪ ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাবে। ৫ ধন্য যা-
হারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে। ৬ ধন্য যাহারা

ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।
৭ ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাবে। ৮ ধন্য যাহারা নি-
র্ম্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। ৯ ধন্য যাহারা
মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হই-
বে। ১০ ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গ-রা-
জ্য তাহাদেরই। ১১ ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদি-
গকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে
সর্ব্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। ১২ আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেন-
না স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্ব্বে যে ভাব-
বাদিগন ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।
১৩ তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি
প্রকারে লবণের গুনাবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্য্যে
লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত
হইবার যোগ্য হয়। ১৪ তোমরা জগতের দীপ্তি; পর্ব্বতের উপরে স্থিত
নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না। ১৫ আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার
নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহ-
স্থিত সকল লোককে আলো দেয়। ১৬ তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্য-
দের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখি-
য়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।স্বর্গ- রাজ্যের ব্যবস্থার উৎ-
কর্ষ। ১৭ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ
করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করি-
তে আসিয়াছি। ১৮ কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে
পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মা-
ত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। ১৯ অতএব যে
কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন
করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি
ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়,
তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে। ২০ কেননা আমি তোমাদিগ-
কে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিক-
তা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ
করিতে পাইবে না। ২১ তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোকদের নিক-
টে উক্ত হইয়াছিল, “তুমি নরহত্যা করিও না,” আর ‘যে নরহত্যা
করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে’। ২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহি-
তেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে
পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, ‘রে নির্ব্বোধ,’ সে মহা-
সভার দায়ে পড়িবে। ২৩ অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকটে
আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে,
তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, ২৪ তবে সেই স্থানে
বেদির সম্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলিয়া যাও, প্রথমে তো-
মার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎ-
সর্গ করিও। ২৫ তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার
সহিত শীঘ্র মিলন করিও, পাছে বিপক্ষ তোমাকে বিচারকর্ত্তার হস্তে
সমর্পণ করে, ও বিচারকর্ত্তা তোমাকে পেয়াদার হস্তে সমর্পণ করে,
আর তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও। ২৬ আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি,
যাবৎ শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি কোন
মতে সেখান হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে না। ২৭ তোমরা শুনিয়াছ,
উক্ত হইয়াছিল, ২৮ “তুমি ব্যভিচার করিও না।” কিন্তু আমি তোমাদি-
গকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত
করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। ২৯ আর
তোমার দক্ষিন চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া
দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হও-
য়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।
৩০ আর তোমার দক্ষিন হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কা-
টিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া
অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। ৩১ আর
উক্ত হইয়াছিল, “যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
ত্যাগপত্র দিউক”। ৩২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ
ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে
ব্যাভিচারিনী করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
সে ব্যভিচার করে। ৩৩ আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব্বকালীয় লোক-
দের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, ‘তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না, কিন্তু প্রভুর
উদ্দ্যেশে তোমার দিব্য সকল পালন করিও।’ ৩৪ কিন্তু আমি তোমাদি-
গকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিও না; স্বর্গের দিব্য করিও না, কে-
ননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা
তাহা তাঁহার পাদপীঠ; ৩৫ আর যিরুশালেমের দিব্য করিও না, কেননা
তাহা মহান রাজার নগরী। ৩৬ আর তোমার মাথার দিব্য করিও না,
কেননা একগাছি চুল সাদা কি কাল করিবার সাধ্য তোমার নাই।
৩৭ কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক; ইহার অতিরিক্ত যাহা,
তাহা মন্দ হইতে জন্মে। ৩৮ তোমরা শুনিয়াছ উক্ত হইয়াছিল, “চক্ষুর
পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত”। ৩৯ কিন্তু আমি তোমাদিগ-
কে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না; বরং যে কেহ তো-
মার দক্ষিন গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহার দিকে ফিরিয়া দেও।
৪০ আর যে তোমার সহিত বিচার-স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার
আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দেও।
৪১ আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তা-
হার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।
৪২ যে তোমার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোমার
নিকটে ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হইও না।
৪৩ তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, “তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম
করিবে,” এবং ‘তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে’।
৪৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন
শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে,
তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও;
৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি
ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্য উদিত করেন, এবং ধা-
র্ম্মিক অধার্ম্মিকগনের উপরে জল বর্ষাণ।
৪৬ কেননা যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম
করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহীরাও কি সেই মত
করে না?
৪৭ আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগনকে মঙ্গলবাদ
কর, তবে অধিক কি কর্ম্ম কর? পরজাতীয়েরাও কি সেইরূপ করে
না?
৪৮ অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি
সিদ্ধ হও।দান ও প্রার্থনাদি ধর্ম্মকর্ম্মের কথা।
৬ সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমা-
দের ধর্ম্মকর্ম্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিক-
টে তোমাদের পুরস্কার নাই ২ অতএব তুমি যখন দান কর, তখন তো-
মার সম্মুখে তুরী বাজাইও না, যেমন কপটীরা লোকের কাছে গৌরব
পাইবার জন্য সমাজ-গৃহে ও পথে করিয়া থাকে; আমি তোমাদিগকে
সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ৩ কিন্তু তুমি
যখন দান কর, তখন তোমরা দক্ষিন হস্ত কি করিতেছে, তাহা তো-
মার বাম হস্তকে জানিতে দিও না।
৪ এইরূপে তোমার দান যেন গোপন হয়; তাহাতে তোমার পিতা,
যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। ৫ আর তোমরা
যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটীদের ন্যায় হইও না; কারণ তাহারা
সমাজ-গৃহে ও পথের কোণে দাঁড়াইয়া লোক-দেখান প্রার্থনা করিতে
ভাল বাসে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের
পুরস্কার পাইয়াছে। ৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার

অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা, যি-
নি গোপনে বর্ত্তমান, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিও; তাহাতে তোমার
পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। ৭ আর প্রা-
র্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিও না, যেমন জাতিগণ
করিয়া থাকে; কেননা তাহারা মনে করে, বাক্যবাহুল্যে তাহাদের প্রা-
র্থনার উত্তর পাইবে। ৮ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইও না, কেন-
না তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাচ্ঞা করিবার পূর্ব্বে তোমা-
দের পিতা জানেন। ৯ অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও;হে
আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ,তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক,
১০ তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক,যেমন স্বর্গে তে-
মনি পৃথিবীতেও হউক; ১১ আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমা-
দিগকে দেও; ১২ আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর,যেমন
আমরা আপন আপন অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিয়াছি; ১৩ আর
আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না,কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর।
১৪ কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের
স্বর্গীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি
লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপ-
রাধ ক্ষমা করিবেন না। ১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন
কপটীদের ন্যায় বিষন্ন-বদন হইও না; কেননা তাহারা লোককে উপ-
বাস দেখাইবার নিমিত্ত আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদি-
গকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ১৭ কিন্তু
তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তৈল মাখিও এবং মুখ ধুইও;
১৮ যেন লোকে তোমার উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা,
যিনি গোপনে বর্ত্তমান, তিনিই দেখিতে পান; তাহাতে তোমার পিতা,
যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।স্বর্গে ধন সঞ্চয়
করিবার কথা। ১৯ তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয়
করিও না; এখানে ত কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোরে
সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। ২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয়
কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ
কাটিয়া চুরি করে না। ২১ কারণ যেখানে তোমার ধন, সেইখানে তো-
মার মনও থাকিবে। ২২ চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু
যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দীপ্তিময় হইবে। ২৩ কিন্তু
তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময়
হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক দীপ্তি যদি অন্ধকারময় হয়, সেই
অন্ধকার কত বড়। ২৪ কেহই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কে-
ননা সে হয় ত এক জনকে দ্বেষ করিবে, আর এক জনকে প্রেম
করিবে, নয় ত এক জনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর এক জনকে
তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার
না।ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিবার কথা। ২৫ এই জন্য আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, ‘কি ভোজন করিব, কি পান করিব’ বলিয়া প্রানের বিষ-
য়ে, কিম্বা ‘কি পরিব’ বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য
হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? ২৬ আকাশের
পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘ-
রে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে
আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?
২৭ আর তোমাদর মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্তমাত্র
বৃদ্ধি করিতে পারে? ২৮ আর বস্ত্রের নিমিত্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের
কানুড় পুষ্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সে সকল
শ্রম করে না, সুতাও কাটে না; ২৯ তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতে-
ছি, শলোমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটীর ন্যায় সুস-
জ্জিত ছিলেন না। ৩০ ভাল, ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চু-
লায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর এরূপ বিভূষিত করেন,
তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বি-
ভূষিত করিবেন না? ৩১ অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে,
৩২ ‘কি ভোজন করিব?’ বা ‘কি পান করিব?’ বা কি পরিব?’ কেননা
পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্ব-
র্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন
আছে। ৩৩ কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার
বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া
হইবে। ৩৪ অতএব কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য
আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই
যথেষ্ট।পরের বিচার করিবার কথা।

৭ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। ২ কেননা যে-
রূপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরূপ বিচারে তোমরাও বি-
চারিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমা-
দের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে। ৩ আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে
কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে
কড়িকাট আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?
৪ অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, এস, আমি
তোমার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিয়া দিই? আর দেখ, তো-
মার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে। ৫ হে কপটি, আগে আপনার
চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয়া ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার
চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাবে।
৬ পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদি-
গের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায়, এবং
ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে।প্রার্থনার কথা। ৭ যাচ্ঞা কর,
তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত
কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৮ কেননা যে কেহ যাচ্ঞা
করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে
আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৯ তোমাদের মধ্যে
এমন লোক কে যে, আপনার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে,
১০ কিম্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দিবে? ১১ অতএব তোমরা মন্দ
হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে
জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহা-
রা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান
করিবেন। ১২ অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে,
লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ
করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী-গ্রন্থের সার।স্বর্গ-পথে
চলিবার কথা। ১৩ সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্ব্বনাশে যা-
ইবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর, এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ
করে; ১৪ কেননা জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম, এবং অল্প
লোকেই তাহা পায়। ১৫ ভক্ত ভাববাদীগণ হইতে সাবধান; তাহারা মে-
ষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দু-
য়া। ১৬ তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।
লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমু-
রফল সংগ্রহ করে? ১৭ সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল
ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। ১৮ ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে
পারে না, এবং মন্দ গাছে ভাল ফল ধরিতে পারে না। ১৯ যে কোন গা-
ছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাঁটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়।
২০ অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।
২১ যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরা-
জ্যে প্রবেশ করিতে পাবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ
পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। ২২ সেই দিন অনেকে আমাকে
বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি
নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি
অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? ২৩ তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই
বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা,
আমার নিকট হইতে দূর হও। ২৪ অতএব যে কেহ আমার এই সকল

বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের
তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষানের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করিল।
২৫ পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে লা-
গিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষানের উপরে তাহার ভিত্তি-
মূল স্থাপিত হইয়াছিল। ২৬ আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শু-
নিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন এক জন নির্ব্বোধ লোকের তুল্য
বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করিল। ২৭ পরে
বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে আঘাত
করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।
২৮ যীশু তখন এই সকল বাক্য শেষ করিলেন, লোকসমূহ তাঁহার
উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল; ২৯ কারণ তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির
ন্যায় তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তাহাদের অধ্যাপকদের ন্যায়
নয়।যীশুর নানবিধ অলৌকিক কার্য্য।

৮ তিনি পর্ব্বত হইতে নামিলে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিল।যীশু এক জন কুষ্ঠীকে সুস্থ করেন। ২ আর দেখ,
এক জন কুষ্ঠী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিল, হে প্র-
ভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচী করিতে পরেন। ৩ তখন
তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা,
তুমি শুচীকৃত হও; আর তখনই সে কুষ্ঠী হইতে শুচীকৃত হইল।
৪ পরে যীশু তাহাকে কহিলেন, দেখিও, এই কথা কাহাকেও বলিও
না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়া আপনাকে দেখাও, এবং মোশির
আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাহাদের কাছে সাক্ষ্য দিবার
জন্য।যীশু এক জন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন। ৫ আর তিনি
কফরনাহূমে প্রবেশ করিলে এক জন শতপতি তাঁহার নিকটে আসি-
য়া বিনতিপূর্ব্বক কহিলেন, ৬ হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে
পড়িয়া আছে, ভয়ানক যাতনা পাইতেছে। ৭ তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমি গিয়া তাহকে সুস্থ করিব। ৮ শতপতি উত্তর করিলেন, হে প্রভু,
আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন;
কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। ৯ কারণ
আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগণ আমার অধীন;
আমি তাহাদের এক জনকে 'যাও' বলিলে সে যায়, এবং অন্যকে
'আইস' বলিলে সে আইসে, আর আমার দাসকে 'এই কর্ম্ম কর'
বলিলে সে তাহা করে। ১০ এই কথা শুনিয়া যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
লেন, এবং যাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, তাহাদিগকে কহি-
লেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কাহারও
এত বড় বিশ্বাস দেখিতে পাই নাই। ১১ আর আমি তোমাদিগকে বলি-
তেছি, অনেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে আসিবে, এবং অব্রাহাম, ইস-
হাক, যাকোবের সহিত স্বর্গ রাজ্যে একত্র বসিবে; ১২ কিন্তু রাজ্যের
সন্তানদিগকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে; সেই স্থানে
রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ১৩ পরে যীশু সেই শতপতিকে কহিলেন,
চলিয়া যাও, যেমন বিশ্বাস করিলে, তেমনি তোমার প্রতি হউক। আর
সেই দন্ডেই তাহার দাস সুস্থ হইল।যীশু পিতরের শাশুড়ীর জ্বর ভাল
করেন। ১৪ আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশু-
ড়ী শয্যাগত, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। ১৫ পরে তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ
করিলেন, আর জ্বর ছাড়িয়া গেল; তখন তিনি উঠিয়া যীশুর পরিচ-
র্য্যা করিতে লাগিলেন। ১৬ আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্র-
স্তকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মা-
গণকে ছাড়াইলেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন;
১৭ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, "তিনি
আপনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল গ্রহন করিলেন ও ব্যাধি সকল
বহন করিলেন।" ১৮ আর যীশু আপনার চারিদিকে বিস্তর লোক দে-
খিয়া পরপারে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। ১৯ তখন এক জন অধ্যাপক
আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আপনি যে কোন স্থানে যাইবেন,
আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। ২০ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, শৃ-
গালদের গর্ত্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু
মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। ২১ শিষ্যদের মধ্যে আর এক
জন তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রভু, অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়া
আসিতে অনুমতি করুন। ২২ কিন্তু যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমার
পশ্চাৎ আইস; মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিউক।

যীশু ঝর থামান।

২৩ আর তিনি নৌকায় উঠিলে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ গে-
লেন। ২৪ আর দেখ, সমুদ্রে ভারী ঝড় আসিল, এমন কি, নৌকা তর-
ঙ্গে আচ্ছন্ন হইতেছিল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। ২৫ তখন তাঁহারা
তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে প্রভু, রক্ষা
করুন, আমরা মারা পড়িলাম। ২৬ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে
অল্প বিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? তখন তিনি উঠিয়া বায়ু ও সমুদ্রকে
ধমক দিলেন; তাহাতে মহাশান্তি হইল। ২৭ আর সেই ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া কহিলেন, আঃ! ইনি কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্রও যে
ইহার আজ্ঞা মানে!যীশু দুই জন লোকের ভূত ছাড়ান। ২৮ পরে তিনি
পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্থ লোক কবরস্থান
হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দু-
র্দ্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। ২৯ আর দেখ,
তাহারা চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত
আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরুপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদি-
গকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? ৩০ তখন তাহাদের হইতে কিছু
দূরে বৃহৎ এক শূকর পাল চরিতেছিল। ৩১ তাহাতে ভূতেরা বিনতি
করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকর-পা-
লে পাঠাইয়া দিউন। ৩২ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, চলিয়া যাও।
তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকর-পালে প্রবেশ করিল; আর
দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে
পড়িল, ও জলে ডুবিয়া মরিল। ৩৩ তখন পালকেরা পলায়ন করিল,
এবং নগরে গিয়া সমস্ত বিষয়, বিশেষতঃ সেই ভূতগ্রস্থের বিষয় বর্ণ-
না করিল। ৩৪ আর দেখ, নগরের সমস্ত লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ
করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল, এবং তাঁহাকে দেখিয়া আপনা-
দের সীমা হইতে চলিয়া যাইতে বিনতি করিল।যীশু একজন পক্ষা-
ঘাতীকে আরোগ্য করেন, ও তাহার পাপ ক্ষমা করেন।

৯ পরে তিনি নৌকায় উঠিয়া পার হইলেন, এবং নিজ নগরে
আসিলেন। আর দেখ, কয়েকটি লোক তাঁহার নিকটে এক
জন পক্ষাঘাতীকে আনিল, সে খাটের উপরে শয়ান ছিল। ২ যীশু তা-
হাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, বৎস, সাহস কর,
তোমার পাপ ক্ষমা হইল। ৩ আর দেখ, কয়েকজন অধ্যাপকগণ মনে
মনে কহিল, এ ব্যক্তি ঈশ্বর নিন্দা করিতেছে।
৪ তখন যীশু তাহাদের চিন্তা বুঝিয়া কহিলেন, তোমরা মনে মনে
কুচিন্তা করিতেছ? ৫ কারণ কোনটা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল'
বলা, না 'তুমি উঠিয়া বেড়াও' বলা? ৬ কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা
করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার,
এই জন্য- তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন- উঠ, তোমার শয্যা তু-
লিয়া লও, এবং তোমার ঘরে চলিয়া যাও। ৭ তখন সে উঠিয়া আপন
গৃহে চলিয়া গেল। ৮ তাহা দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর
মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌরব করিল।

মথির আহ্বান। তৎসম্বন্ধে যীশুর শিক্ষা।

৯ আর সেই স্থান হইতে যাইতে যাইতে যীশু দেখিলেন, মথি নামক
এক ব্যক্তি করগ্রহন-স্থানে বসিয়া আছে; তিনি তাহাকে কহিলেন,
আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে সে উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন
করিল। ১০ পরে তিনি গৃহ মধ্যে ভোজন করিতে বসিয়াছেন, আর

দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের
সহিত বসিল। ১১ তাহা দেখিয়া ফরীশীরা তাঁহার শিষ্যদের কহিল,
তোমাদের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের সহিত ভোজন
করেন? ১২ তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের
প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। ১৩ কিন্তু তোমরা
গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম্ম কি, “আমি দয়াই চাই, বলিদান
নয়”; কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে
আসিয়াছি। ১৪ তখন যোহনের শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া
কহিল, ফরীশীরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু আপ-
নার শিষ্যগণ উপবাস করে না, ইহার কারণ কি? ১৫ যীশু তাহাদিগ-
কে কহিলেন, বর সঙ্গে থাকিতে কি বাসরঘরের লোকে বিলাপ করি-
তে পারে? কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হইতে
বর নীত হইবেন; তখন তাহারা উপবাস করিবে। ১৬ পুরাতন বস্ত্রে
কেহ কোরা কাপড়ের তালী দেয় না, কেননা তাহার তালীতে বস্ত্র ছিঁ-
ড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। ১৭ আর লোকে পুরাতন কু-
পায় নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না; রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহা-
তে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন
কুপাতেই টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

যীশু এক রুগ্ন স্ত্রীলোককে সুস্থ করেন, ও একটী মৃত বালিকাকে জীবন দেন।

১৮ তিনি তাহাদিগকে এই সকল কথা বলিতেছেন, আর দেখ, এক
জন অধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিলেন, আমার কন্যা-
টি এতক্ষণ মরিয়া গিয়াছে; কিন্তু আপনি আসিয়া তাহার উপরে
হস্তার্পণ করুন, তাহাতে সে বাঁচিবে। ১৯ তখন যীশু উঠিয়া তাঁহার
পশ্চাৎ গমন করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণও চলিলেন। ২০ আর দেখ,
বারো বৎসর অবধি প্রদর রোগগ্রস্ত একটী স্ত্রীলোক তাঁহার পশ্চাৎ
দিকে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রের থোপ স্পর্শ করিল; ২১ কারণ সে মনে
মনে বলিতেছিল, উঁহার বস্ত্রমাত্র স্পর্শ করিয়েত পারিলেই আমি সুস্থ
হইব। ২২ তখন যীশু মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, বৎসে,
সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিল। সেই দন্ড অবধি
স্ত্রীলোকটী সুস্থ হইল। ২৩ পরে যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া
যখন দেখিলেন, বংশীবাদকগণ রহিয়াছে, ও লোকেরা কোলাহল
করিতেছে, ২৪ তখন বলিলেন, সরিয়া যাও, কন্যাটী ত মরে নাই, ঘু-
মাইয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল। ২৫ কিন্তু
লোকদিগকে করিয়া দেওয়া হইলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটীর হাত
ধরিলেন, তাহাতে সে উঠিল। ২৬ আর এই জনরব সেই দেশময় ব্যা-
পিল।যীশু দুই জন অন্ধকে ও এক জন গোঁগাকে সুস্থ করেন।
২৭ পরে যীশু সেখান থেকে প্রস্থান করিলে, দুই জন অন্ধ তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; তাহারা চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ূদ-
সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ২৮ তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে
পর সেই অন্ধেরা তাঁহার নিকটে আসিল; তখন যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি? তা-
হারা তাঁহাকে বলিল, হাঁ প্রভু। ২৯ তখন তিনি তাহাদের চক্ষু স্পর্শ
করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্র-
তি হউক।তখন তাহাদের চক্ষু খুলিয়া গেল। ৩০ আর যীশু তাহাদিগ-
কে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন, কহিলেন, দেখিও, যেন কেহ ইহা
জানিতে না পায়। ৩১ কিন্তু তাহারা বাহিরে গিয়া সেই দেশময় তাঁহার
কীর্ত্তি প্রকাশ করিল। ৩২ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ, লো-
কেরা এক ভূতগ্রস্থ গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল। ৩৩ ভূত ছাড়ান
হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই।
৩৪ কিন্তু ফরীশীরা বলিতে লাগিল, ভুত্গনের অধিপতি দ্বারা সে ভূত
ছাড়ায়।যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিযুক্ত করেন। ৩৫ আর
যীশু সমস্ত নগর ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের
সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন,
এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন।
৩৬ কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি করুনাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহা-
রা ব্যাকুল হইয়া ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। ৩৭ তখন
তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী
লোক অল্প; ৩৮ অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন
তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

১০ পরে তিনি আপনার বারো জন শিষ্যকে কাছে ডাকিয়া তাঁ-
হাদিগকে অশুচী আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁ-
হারা তাহাদিগকে ছাড়াইতে, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরো-
গ্য করিতে পারেন। ২ সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই,- প্রথম, শি-
মোন, যাঁহাকে পিতর বলে, এবং তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের
পুত্র যাকোব এবং তাঁহার ভ্রাতা যোহন, ৩ ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা
ও করগ্রাহী মথি, আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়,
৪ কনানী শিমোন ও ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁহাকে শত্রুহস্তে
সমর্পণ করিল। ৫ এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁ-
হাদিগকে এই আদেশ দিলেন- ৬ তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও
না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-
কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। ৭ আর তোমরা যাইতে যাইতে
এই কথা প্রচার কর, ‘স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট হইল’। ৮ পীড়িতদিগকে সুস্থ
করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচী করিও, ভূতদি-
গকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যেই দান করিও। ৯ তোমাদের গেঁজি-
য়ায় ১০ স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিত্তল, এবং যাত্রার জন্য থলি কি দুইটি
আঙরাখা কি পাদুকা কি যষ্টি, এ সকলের আয়োজন করিও না;
কেননা কার্য্যকারী নিজ আহারের যোগ্য। ১১ আর তোমরা যে নগরে
কি গ্রামে প্রবেশ করিবে, তথাকার কোন ব্যক্তি যোগ্য, তাহা অনুস-
ন্ধান করিও, আর যে পর্য্যন্ত অন্য স্থানে না যাও, সেখানে থাকিও।
১২ আর তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই গৃহ কে মঙ্গলবাদ
করিও। ১৩ তাহাতে সেই গৃহ যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তা-
হার প্রতি বর্ত্তুক; কিন্তু যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের
কাছে ফিরিয়া আইসুক। ১৪ আর যে কেহ তোমাদিগকে গ্রহন না
করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, সেই গৃহ কিম্বা সেই নগর হইতে
বাহির হইবার সময়ে আপন আপন পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও।
১৫ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, বিচার-দিনে সেই নগরের দশা
অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা দেশের দশা সহ্যনীয় হইবে। ১৬ দেখ,
কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ
করিতেছি; অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায়
অমায়িক হও। ১৭ কিন্তু মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাকিও; কেননা তা-
হারা তোমাদিগকে বিচারসভায় সমর্পণ করিবে, এবং আপনাদের
সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে। ১৮ এমন কি, আমার জন্য তোমরা দেশা-
ধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে, তাহাদের ও পরজাতিগণের কাছে সাক্ষ্য
দিবার জন্য নীত হইবে। ১৯ কিন্তু লোকে যখন তোমাদিগকে সমর্পণ
করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও
না; কারণ তোমাদের যাহা বলিবার. তাহা সেই দন্ডেই তোমাদিগকে
দান করা যাইবে। ২০ কেননা তোমরা কথা বলিবে, এমন নয়, কিন্তু
তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন, তিনিই
বলিবেন। ২১ আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ
করিবে; এবং সন্তানেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাহাদিগকে বধ
করাইবে। ২২ আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে;
কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রান পাইবে।
২৩ আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন
অন্য নগরে পলায়ন করিও; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য বলি-

তেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য শেষ হইবে না, যে
পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইসেন। ২৪ শিষ্য গুরু হইতে বড় নয়, এবং
দাস কর্ত্তা হইতে বড় নয়। ২৫ শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন
কর্ত্তার তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহের কর্ত্তাকে
বেলসবূল বলিয়াছে, তখন তাঁহার পরিজনগণকে আরও কি না
বলিবে? ২৬ অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না, কেননা
এমন ঢাকা কিছুই নাই, যাহা প্রকাশ পাইবে না, এবং এমন গুপ্ত কি-
ছুই নাই, যাহা জানা যাইবে না। ২৭ আমি যাহা তোমাদিগকে অন্ধকা-
রে বলি, তাহা তোমরা আলোতে বলিও; এবং যাহা কাণে কাণে শুন,
তাহা ছাদের উপরে প্রচার করিও। ২৮ আর যাহারা শরীর বধ করে,
কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু
যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁ-
হাকেই ভয় কর। ২৯ দুইটী চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয়
না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাহাদের একটীও ভূমিতে
পড়ে না। ৩০ কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলিও সমস্ত গণিত
আছে। ৩১ অতএব ভয় করিও না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী হইতে
শ্রেষ্ঠ। ৩২ অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে স্বীকার করিব।
৩৩ কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে,
আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাহাকে অস্বীকার করিব।
৩৪ মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি
দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে আসিয়াছি। ৩৫ কেননা আমি পি-
তার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর
বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি; ৩৬ আর আপন আপন পরিজনই মনু-
ষ্যের শত্রু হইবে। ৩৭ যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক
ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে
আমা হইতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়। ৩৮ আর যে
কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আইসে, সে
আমার যোগ্য নয়। ৩৯ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করে, সে তাহা হারা-
ইবে; এবং যে কেহ আমার নিমিত্ত প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করি-
বে।

৪০ যে তোমাদিগকে গ্রহন করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে
আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্ত্তাকেই গ্রহণ করে।

৪১ যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুর-
স্কার পাইবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধা-
র্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে।

৪২ আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য
বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমা-
দিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে
না।

১১ এইরূপে যীশু আপন বারো জন শিষ্যের প্রতি আদেশ সমা-
প্ত করিবার পর লোকদের নগরে নগরে উপদেশ দিবার ও
প্রচার করিবার জন্য সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।যোহনের প্রশ্ন
ও যীশু খ্রীষ্টের উত্তর। ২ পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খ্রীষ্টের কর্ম্ম
বিষয় শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পা-
ঠাইলেন, ৩ 'যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা
অন্যের অপেক্ষায় থাকিব?'

৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যা-
হা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও; ৫ অন্ধেরা
দেখিতে পাইতেছে ও খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠীরা শুচীকৃত হইতেছে
ও বধিরের শুনিতেছে, এবং মৃতেরা উত্থাপিত হইতেছে ও দরিদ্রদের
নিকটে সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে; ৬ আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে
আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়। ৭ তাহারা চলিয়া যাইতেছে, এমন
সময়ে যীশু লোকসমূহকে যোহনের বিষয় বলিতে লাগিলেন, তোম-
রা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি বায়ুকম্পিত নল? ৮ তবে কি
দেখিতে গিয়াছিলে? কি কোমল বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে? দেখ,
যাহারা কোমল বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা রাজবাটীতে থাকে। ৯ তবে
কি জন্য গিয়াছিলে? কি এক জন ভাববাদীকে দেখিবার জন্য? হাঁ,
আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।
১০ ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে,"দেখ, আমি আপন দূ-
তকে তোমার সম্মুখে প্রেরণ করি; সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্র-
স্তুত করিবে।" ১১ আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, স্ত্রীলোক গর্ব্ভ-
জাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজক হইতে মহান কেহই উৎপন্ন
হয় নাই, তথাপি স্বর্গ রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁহা হইতে
মহান। ১২ আর যোহন বাপ্তাইজকের কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত স্বর্গ-
রাজ্য বলে আক্রান্ত হইতেছে, এবং আক্রমীরা সবলে তাহা অধিকার
করিতেছে। ১৩ কেননা সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্য্যন্ত ভাব-
বাণী বলিয়াছে। ১৪ আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে
জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি। ১৫ যাহার শু-
নিতে কাণ থাকে সে শুনুক। ১৬ কিন্তু আমি কাহার সাথে এই কালের
লোকদের তুলনা দিব? তাহারা এমন বালকদের তুল্য, যাহারা বাজা-
রে বসিয়া আপনাদের সঙ্গীগণকে ডাকিয়া বলে, ১৭ 'আমরা তোমা-
দের নিকটে বাঁশী বাজাইলাম, তোমরা নাচিলে না;আমরা বিলাপ
করিলাম, তোমরা বুক চাপড়াইলে না।' ১৮ কারণ যোহন আসিয়া
ভোজন পান করেন নাই; তাহাতে লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্থ। ১৯ মনু-
ষ্যপুত্র আসিয়া ভোজন পান করেন; তাহাতে লোকে বলে, ঐ দেখ,
এক জন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু
প্রজ্ঞা নিজ কর্ম্মসমূহ দ্বারা নির্দোষ বলিয়া গণিত হয়।অবিশ্বাসীদের
প্রতি ভর্ত্সনা; ভারাক্রান্ত লোকদের প্রতি নিমন্ত্রণ-বাক্য। ২০ তখন যে
যে নগরে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া-
ছিল, তিনি সেই সকল নগরকে ভর্ত্সনা করিতে লাগিলেন, কেননা
তাহারা মন ফিরাই নাই- ২১ 'কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসদা,
ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য
করা গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে
অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত।
২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের দশা হইতে বরং
সোর ও সীদোনের দশা বিচার-দিনে সহ্যনীয় হইবে। ২৩ আর হে কফ-
রনাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত
নামিয়া যাইবে; কেননা যে সকল পরাক্রম কার্য্য তোমার মধ্যে করা
গিয়াছে, সে সকল যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা আজ পর্য্যন্ত
থাকিত। ২৪ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমার দশা হইতে
বরং সদোম দেশের দশা বিচার দিনে সহ্যনীয় হইবে।' ২৫ সেই সময়ে
যীশু এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি
তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের হইতে
এই সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ;
২৬ হা, পিতঃ, কেননা ইহা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হইল। ২৭ সক-
লই আমার পিতা কর্ত্তৃক আমাকে সমর্পিত হইয়াছে; আর পুত্রকে
কেহ জানে না, কেবল পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেহ জানে না,
কেবল পুত্র জানেন, এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে
ইচ্ছা করেন, সে জানে। ২৮ হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল,
আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। ২৯ আমার
যোঁয়ালী আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা
কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন
আপন প্রানের জন্য বিশ্রাম পাবে। ৩০ কারণ আমার যোঁয়ালী সহজ
ও আমার ভার লঘু।বিশ্রামবার বিষয়ে যীশুর উপদেশ।

১২ সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেত্র দিয়া গমন করি-
লেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শীষ ছিঁড়িয়া ছিঁ-
ড়িয়া খাইতে লাগিলেন। ২ কিন্তু ফরীশীরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে

বলিল, দেখ, বিশ্রামবারে যাহা বিধেয় নয়, তাহাই তোমার শিষ্যগণ
করিতেছে। ৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষু-
ধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর
নাই?

৪ তিনি ত ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহারা দর্শন-রুটী
ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বি-
ধেয় ছিল না, কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল। ৫ আর তোমরা কি
ব্যবস্থায় পাঠ কর নাই যে, বিশ্রামবারে যাজকেরা ধর্ম্মধামে বিশ্রাম-
বার লঙ্ঘন করিলেও নির্দোষ থাকে? ৬ কিন্তু আমি তোমাদিগকে
বলিতেছি, এই স্থানে ধর্ম্মধাম হইতেও মহান এক ব্যক্তি আছেন।
৭ কিন্তু “আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়,” এই কথার অর্থ কি, তাহা
যদি তোমরা জানিতে, তবে নির্দোষদিগকে দোষী করিতে না। ৮ কেন-
না মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্ত্তা। ৯ পরে তিনি তথা হইতে চলিয়া গি-
য়া তাহাদের সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১০ আর দেখ, একটী
লোক, তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা তাঁ-
হাকে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি বিধেয়? তাঁহার
উপরে দোষারোপ করিবার নিমিত্ত ইহা বলিল। ১১ তিনি তাহাদিগকে
কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যে একটী মেষ রাখে,
আর সেটি যদি বিশ্রামবারে গর্ত্তে পড়িয়া যায়, সে কি তাহা তুলিবে
না? ১২ তবে মেষ হইতে মনুষ্য আরও কত শ্রেষ্ঠ! অতএব বিশ্রামবারে
সৎকর্ম্ম করা বিধেয়। ১৩ তখন তিনি সেই লোকটিকে কহিলেন, তো-
মার হাত বাড়াইয়া দেও; তাহাতে সে বাড়াইয়া দিল, আর তাহা অন্য-
টীর ন্যায় পুনরায় সুস্থ হইল। ১৪ পরে ফরীশীরা বাহিরে গিয়া তাঁহার
বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল, কি প্রকারে তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে
পারে। ১৫ যীশু তাহা জানিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন; অনেক
লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, আর তিনি সকলকে সুস্থ
করিলেন, ১৬ এবং এই দৃঢ় আজ্ঞা দিলেন, তোমরা আমার পরিচয়
দিও না।- ১৭ যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,
১৮ “দেখ, আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত,আমার প্রিয়, আমার
প্রাণ তাঁহাতে প্রীত,আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন
করিব,আর তিনি জাতিগনের কাছে ন্যায়বিচার করিবেন। ১৯ তিনি
কলহ করিবেন না, উচ্চশব্দও করিবেন না,পথে কেহ তাঁহার রব শু-
নিতে পাইবে না। ২০ তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না,সধূম শলিতা নি-
র্ব্বান করিবেন না,যে পর্য্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত
করেন। ২১ আর তাঁহার নামে পরজাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে।”যীশু
এক জন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করেন, এবং লোকদিগকে উপদেশ দেন।
২২ তখন এক জন ভূতগ্রস্থতাঁহার নিকটে আনীত হইল, সে অন্ধ ও
গোঁগা; আরতিনি তাহাকে সুস্থ করিলেন, তাহাতে সেই গোঁগা কথা
কহিতে ও দেখিতে লাগিল। ২৩ ইহাতে সমস্ত লোক চমৎকৃতহইল ও
বলিতে লাগল, ইনিই কি সেই দায়ূদ সন্তান? ২৪ কিন্তু ফরীশীরা তাহা
শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল ভূতগণের অধিপ-
তি বেলসবূলের দ্বারাই ভূত ছাড়ায়। ২৫ তাহাদের চিন্তা জানিয়া তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়,
তাহা উচ্ছিন্ন হয়; এবং যে কোন নগর কিম্বা পরিবার আপনার বিপ-
ক্ষে ভিন্ন হয়, তাহা স্থির থাকিবে না। ২৬ আর শয়তান যদি শয়তানকে
ছাড়ায়, সে ত আপনারই বিপক্ষে ভিন্ন হইল; তবে তাহার রাজ্য কি
প্রকারে স্থির থাকিবে? ২৭ আর আমি যদি বেলসবূলের দ্বারাভূত ছা-
ড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কাহার দ্বারা ছাড়ায়? এই জন্য তাহা-
রাই তোমাদের বিচারকর্ত্তা হইবে। ২৮ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা
দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে
আসিয়া পড়িয়াছে। ২৯ আর অগ্রে সেই বলবান ব্যক্তিকে না বাঁধিয়া
কে কেমন করিয়া তাহার ঘরের দ্রব্য লুট করতে পারইবে? বাঁধিলে
পরেই সে তাহার ঘর লুট করিবে। ৩০ যে আমার সপক্ষ নয়, সে
আমার বিপক্ষ; এবং যে আমার সহিত কুড়ায় না, সে ছড়াইয়া ফে-
লে। ৩১ এই কারণ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যদের সকল
পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হইবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দার ক্ষমা হইবে
না। ৩২ আর যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, সে ক্ষমা
পাইবে; কিন্তু যে কেহ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা কহে, সে ক্ষমা
পাইবে না, ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়। ৩৩ হয় গাছকে ভাল বল,
এবং তাহার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে মন্দ বল, এবং তাহার
ফলকেও মন্দ বল; কেননা ফল দ্বারাই গাছকে চেনা যায়। ৩৪ হে
সর্পের বংশেরা, তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে
পার? কেননা হৃদয় হইতে যাহা ছাপিয়া উঠে, মুখে তাহাই বলে।
৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভান্ডার হইতে ভাল দ্রব্য বাহির করে, এবং মন্দ
মানুষ মন্দ ভান্ডার হইতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে। ৩৬ আরআমি তোমা-
দিগকে বলিতেছি, মানুষেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার দিনে
সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে। ৩৭ কারণ তোমার বাক্য দ্বারা তুমি
নির্দোষ বলিয়া গণিত হইবে, আর তোমার বাক্য দ্বারাই তুমি দোষী
বলিয়া গণিত হইবে। ৩৮ তখন কয়েক জন অধ্যাপক ও ফরীশী তাঁহা-
কে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা
করি। ৩৯ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট
ও ব্যভিচারী লোকে চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তুযোনা ভাববাদীর চি-
হ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না।

৪০ কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন,
তেমনি মনুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্রপৃথিবীর গর্ব্ভে থাকিবেন।

৪১ নীনবীয় লোকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত দাঁড়াই-
য়া ইহা দিগকে দোষী করিবে, কেননা তাহারা যোনার প্রচারে মন ফি-
রিয়াইয়াছিল, আর দেখ, যোনা হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে
আছেন।

৪২ দক্ষিণ দেশের রানী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া
ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলমোনের জ্ঞানের কথা শুনি-
বার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন, আর দেখ, শল-
মোন হইতে মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।

৪৩ আর অশুচী আত্মা যখন মানুষ হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন
জলবিহীন নানা স্থান দিয়া ভ্রমণ করতঃ বিশ্রামের অন্বেষণ করে,
কিন্তু তাহা পায় না।

৪৪ তখন সে বলে, আমি যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি,
আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যাই; পরে সে আসিয়া তাহা শুন্য, মার্জ্জিত
ও শোভিত দেখে।

৪৫ তখন সে গিয়া আপনা হইতে দুষ্ট অপরসাত আত্মাকে সঙ্গে লই-
য়া আইসে, আর তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে; তাহা-
তে সেই মানুষের প্রথম দশা হইতে শেষ দশা আরও মন্দ হয়। এই
কালের লোকদের প্রতি তাহাই ঘটিবে।

৪৬ তিনি লোকসমূহকে এই সকল কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে
দেখ, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বা-
হিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

৪৭ তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, দেখুন, আপনার মাতা ও ভ্রা-
তারা আপনার সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

৪৮ কিন্তু এই যে কথা বলিল, তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, আমার
মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা?

৪৯ পরে তিনি আপন শিষ্যগণের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন, এই
দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা; ৫০ কেননা যে কেহ আমার স্ব-
র্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগিনী ও মা-
তা।স্বর্গ রাজ্য বিষয়ক সাতটী দৃষ্টান্ত কথা।

১৩ সেই দিন যীশু গৃহ হইতে বাহির হইয়াগিয়া সমুদ্রের কূলে
বসিলেন। ২ আর বিস্তর লোক তাঁহার নিকটে সমাগত হইল,
তাহাতে তিনি একখানি নৌকায় উঠিয়াবসিলেন, এবং সমস্ত লোক

তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। ৩ তখন তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে অনেক
কথা কহিতে লাগিলেন।বীজ-বাপকের দৃষ্টান্ত।
৪ তিনি কহিলেন, দেখ, বীজবাপক বীজ বপন করিতে গেল। বপ-
নের সময় কতক বীজ পথের পার্শ্বে পড়িল, তাহাতে পক্ষীরা আসিয়া
তাহা খাইয়া ফেলিল। ৫ আর কতক বীজ পাষানময় ভূমিতে পড়িল,
যেখানে অধিক মৃত্তিকা ছিল না, তাহাতে অধিক মৃত্তিকা না পাওয়া-
তে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সূর্য্য উঠিলে পর পুড়িয়া
গেল, ৬ এবং তাহার মূল না থাকতে শুকাইয়া গেল। ৭ আর কতক
বীজ কাঁটাবনে পড়িল, তাহাতে কাঁটাগাছ বাড়িয়া তাহা চাপিয়া রা-
খিল। ৮ আর কতক বীজ উত্তম ভূমিতে পড়িল ও ফল দিতে লাগিল;
কতক শত গুন, কতক ষাট গুন, কতক ত্রিশ গুন। ৯ যাহার কাণ থা-
কে সে শুনুক। ১০ পরে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, আপনি কি জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের নিকটে কথা কহি-
তেছেন? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব
সকল তোমাদিগকে জানিতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দে-
ওয়া হয় নাই। ১২ কেননা যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, ও তা-
হার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তা-
হার নিকট হইতে লওয়া যাইবে। ১৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে দৃ-
ষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি, কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনি-
য়াও শুনে না, এবং বুঝেও না। ১৪ আর তাহাদের সম্বন্ধে যিশাইয়ের
এই ভাববাণী পূর্ণ হইতেছে,"তোমরা শ্রবনে শুনিবে, কিন্তু কোন মতে
বুঝিবে না;আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না, ১৫ কে-
ননা এই লোকদের হৃদয় অসাড় হইয়াছে,শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী
হইয়াছে,ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে,পাছে তাহারা চক্ষে দেখে,
আর কর্ণে শুনে,হৃদয় বুঝে, এবং ফিরিয়া আইসে,আর আমি তাহা-
দিগকে সুস্থ করি।" ১৬ কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু, কেননা তাহা দেখে,
এবং তোমাদের কর্ণ, কেননা তাহা শুনে; ১৭ কারণ আমি তোমাদিগ-
কে সত্য বলিতেছি, তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা অনেক ভাব-
বাদী ও ধার্ম্মিক লোক দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াও দেখিতে পান নাই;
এবং তোমরা যাহা যাহা শুনিতেছ, তাহা তাঁহারা শুনিতে বাঞ্ছা করি-
য়াও শুনিতে পান নাই। ১৮ অতএব তোমরা বীজবাপকের দৃষ্টান্ত শুন।
১৯ যখন কেহ সেই রাজ্যের বাক্য শুনিয়া না বুঝে, তখন সেই পাপা-
ত্মা আসিয়া, তাহার হৃদয় যাহা বপন করা হইয়াছিল, তাহা হরণ
করিয়া লয়; এ সেই, যে পথের পার্শ্বে উপ্ত। ২০ আর যে পাষাণময় ভূ-
মিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্ব্বক গ্রহণ
করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই, সে অল্প কালমাত্র স্থির থাকে;
২১ পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিম্বা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন
পায়। ২২ আর যে কাঁটাবনের মধ্যে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনে,
আর সংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া সেই বাক্য চাপিয়া রাখে, তাহাতে
সে ফলহীন হয়। ২৩ আর যে উত্তম ভূমিতে উপ্ত, এ সেই, যে সেই বা-
ক্য শুনিয়া তাহা বুঝে, সেবাস্তবিক ফলবান্ হয়, এবংকতক শত গুন,
কতক ষাট গুন, ও কতক ত্রিশ গুন ফল দেয়।শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত।
২৪ পরে তিনি তাহাদেরে কাছে আর এক দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেন,
কহিলেন, স্বর্গ-রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তিরসহিত তুলনা করা যায়,
যিনিআপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিলেন। ২৫ কিন্তু লোকে নিদ্রা
গেলে পর তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ
বপন করিয়া চলিয়া গেল। ২৬ পরে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল দিল,
তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া পড়িল। ২৭ তাহাতে সেই গৃহকর্ত্তার
দাসেরা আসিয়া তাঁহাকে কহিল, মহাশয়, আপনি কি নিজ ক্ষেত্রে
ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাসকোথা হইতে হইল? ২৮ তিনি
তাহাদিগকে কহিলেন, কোন শত্রু ইহা করিয়াছে। দাসেরা তাঁহাকে
কহিল, তবেআপনি কি এমন ইচ্ছা করেন যে, আমরা গিয়া তাহা
সংগ্রহ করি? ২৯ তিনি কহিলেন, না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ
করিবার সময়ে তোমরা তাহার সহিত গোমও উপড়াইয়া ফেলিবে।
৩০ শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দেও। পরে
ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামা-
ঘাস সংগ্রহ করিয়া পোড়াইবার জন্য বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখ, কিন্তু
গোম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।সরিষা-দানার ও তাড়ীর দৃষ্টান্ত।
৩১ তিনি আর এক দৃষ্টান্ত তাহাদের কাছে উপস্থিত করিলেন, কহি-
লেন, স্বর্গ-রাজ্য এমন একটী সরিষা-দানার তুল্য, যাহা কোন ব্যক্তি
লইয়া আপন ক্ষেত্রে বপন করিল। ৩২ সকল বীজের মধ্যে ঐ বীজ
অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বাড়িয়া উঠিলে, পর তাহা শাক হইতে বড় হয়, এবং
এমন বৃক্ষ হইয়া উঠে যে, আকাশেরপক্ষীগণ আসিয়া তাহার শাখায়
বাস করে। ৩৩ তিনি তাহাদিগকে আর এক দৃষ্টান্ত কহিলেন, স্বর্গ-রা-
জ্য এমন তাড়ীর তুল্য, যাহা কোন স্ত্রীলোক লইয়া তিন মাণ ময়দার
মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল, শেষে সমস্তই তাড়ীময় হইয়া উঠিল। ৩৪ এই
সমস্ত কথা যীশু দৃষ্টান্ত দ্বারা লোকসমূহকে কহিলেন, দৃষ্টান্ত ব্যতিরে-
কে তাহাদিগকে কিছুই কহিলেন না; ৩৫ যেন ভাববাদীর দ্বারা কথিত
এই বচন পূর্ণ হয়,"আমি দৃষ্টান্ত কথায় আপন মুখ খুলিব, জগতের-
পত্তনাবধি যাহা যাহা গুপ্ত আছে, সে সকল ব্যক্ত করিব।।"

শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য।

৩৬ তখন তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া গৃহে আসিলেন। আর
তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ক্ষেত্রের শ্যামাঘা-
সের দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। ৩৭ তিনি উত্তর করিয়া
কহিলেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ৩৮ ক্ষেত্র
জগৎ; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; শ্যামাঘাস সেই পাপাত্মার
সন্তানগণ; ৩৯ যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল; ছেদনের সময়
যুগান্ত; ছেদকেরা স্বর্গদূত।
৪০ অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দে-
ওয়া যায়, তেমনি যুগান্তে হইবে।
৪১ মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা তাঁহার রা-
জ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্ম্মাচারীদিগকে সংগ্রহ করি-
বেন,
৪২ এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে রোদন
ও দন্তঘর্ষণ হইবে।
৪৩ তখন ধার্ম্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদী-
প্যমান হইবে। যাহার কাণ থাকে, সে শুনুক।গুপ্তধন ও উত্তম মুক্তার
দৃষ্টান্ত।
৪৪ স্বর্গ-রাজ্য ক্ষেত্রমধ্যে গুপ্ত এমন ধনের তুল্য, যাহা দেখিতে পাই-
য়া এক ব্যক্তি গোপন করিয়া রাখিল, পরে আনন্দ হেতু গিয়া সর্ব্বস্ব
বিক্রয় করিয়া সেই ক্ষেত্র ক্রয় করিল।
৪৫ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক বণিকের তুল্য, যেউত্তম উত্তম মু-
ক্তা অন্বেষণ করিতেছিল,
৪৬ সে একটী মহামূল্য মুক্তা দেখিতে পাইয়া গিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয়
করিয়া তাহা ক্রয় করিল।

টানা জালের দৃষ্টান্ত।

৪৭ আবার স্বর্গ-রাজ্য এমন এক টানা জালের তুল্য, যাহা সমুদ্রে
ফেলিয়া দেওয়া হইলে সর্ববপ্রকার মাছ সংগ্রহ করিল।
৪৮ জালটা পরিপূর্ণ হইলে লোকে কূলে টানিয়া তুলিল, আর বসিয়া
বসিয়া ভালগুলি সংগ্রহ করিয়া পাত্রে রাখিল, এবং মন্দগুলি ফেলি-
য়া দিল।
৪৯ এইরূপ যুগান্তে হইবে; দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে
দুষ্টদিগকে পৃথক করিবেন, ৫০ এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুন্ডে ফেলিয়া
দিবেন; সেইস্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ৫১ তোমরা কি এইসকল
বুঝিয়াছ? তাঁহারা কহিলেন হাঁ। ৫২ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন,

এই জন্য স্বর্গ-রাজ্যের সম্বন্ধে শিক্ষিত প্রত্যেক অধ্যাপক এমন গৃহ-
কর্ত্তার তুল্য, যে আপন ভান্ডার হইতে নূতন ও পুরাতন দ্রব্য বাহির
করে। যীশু নিজ নগরে অগ্রাহ্য হন। ৫৩ এই সকল দৃষ্টান্ত সমাপ্ত করি-
বার পর যীশু তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ৫৪ আর তিনি স্বদেশে
আসিয়া লোকদের সমাজ-গৃহে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগি-
লেন, তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া কহিল, ইহার এমন জ্ঞান ও
এমন পরাক্রম-কার্য্য সকল কোথা হইতে হইল? ৫৫ এ কি সূত্রধরের
পুত্র নয়? ইহার মাতার নাম কি মরিয়ম নয়? এবং যাকোব, যোষেফ,
শিমোন ও যিহূদা কি ইহার ভ্রাতা নয়? ৫৬ আর ইহার ভগিনীরা কি
সকলে আমাদের এখানে নাই? তবে এ কোথা হইতে এই সমস্ত পা-
ইল? এইরূপে তাহারা তাঁহাতে বিঘ্ন পাইতে লাগিল। ৫৭ কিন্তু যীশু তা-
হাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও কুল ছাড়া আর কোথাওভাব-
বাদী অনাদৃত হন না। ৫৮ আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখা-
নে বিস্তর পরাক্রম-কার্য্য করিলেন না।যোহন বাপ্তাইজকের হত্যা।
১৪ সেই সময় হেরোদ রাজা যীশুর বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন,
২ আর আপনার দাসগণকে কহিলেন, ইনি সেই যোহন বাপ্তা-
ইজক; তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরা-
ক্রম সকল তাঁহাতে কার্য্য সাধন করিতেছে। ৩ কারণ হেরোদ আপন
ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যযোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারা-
গারে রাখিয়াছিলেন;
৪ কেননা যোহন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাকে রাখা আপনার বি-
ধেয় নয়। ৫ আর তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও লোকসমূ-
হকে ভয় করিতেন, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।
৬ কিন্তু হেরোদের জন্মদিনের উৎসব উপস্থিত হইলে, হেরোদিয়ার
কন্যা সভা মধ্যে নাচিয়া হেরোদকে সন্তুষ্ট করিল। ৭ এই জন্য তিনি
শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তুমি যাহা চাইবে, তাহাইতোমা-
কে দিব। ৮ তখন সে আপন মাতার প্রবর্ত্তনায় কহিল, যোহন বাপ্তাই-
জকের মস্তক থালায় করিয়া আমাকে দিউন। ৯ ইহাতে রাজা দুঃখিত
হইলেন, কিন্তু আপন শপথ হেতু, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে বসিয়া-
ছিল, তাহাদের হেতু, তাহা দিতে আজ্ঞা করিলেন, ১০ তিনি লোক পা-
ঠাইয়া কারাগারে যোহনের মস্তক ছেদন করাইলেন। ১১ আর তাঁহার
মস্তকটী একখানি থালায় করিয়া আনিয়া সেই কন্যাকে দেওয়া
হইল; আরসে তাহা মাতার নিকটে লইয়া গেল। ১২ পরে তাঁহার শিষ্য-
গণ আসিয়া দেহটী লইয়া গিয়া তাঁহার কবর দিল, এবং যীশুর নিক-
টে আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল।যীশু পাঁচ হাজার লোককে আহার
দেন, এবং জলের উপর দিয়া হাঁটিয়াযান। ১৩ যীশু তাহা শুনিয়া তথা
হইতে নৌকাযোগে বিরলে এক নির্জ্জন স্থানে প্রস্থান করিলেন; আর
লোকসমূহ তাহা শুনিয়া নানা নগর হইতে আসিয়া স্থলপথেতাঁহার
পশ্চাৎ গমনকরিল। ১৪ তখন তিনি বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া
তাহাদের প্রতি করুনাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের পীড়িত লোকদিগ-
কে সুস্থ করিলেন। ১৫ পরে সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁ-
হাকে কহিলেন, এ স্থান নির্জ্জন, বেলাও গিয়াছে; লোকদিগকে বি-
দায় করুন, যেন উহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্য
দ্রব্য ক্রয় করে। ১৬ যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, উহাদের যাইবার প্র-
য়োজন নাই, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। ১৭ তাঁহারা তাঁহাকে
কহিলেন, আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানি রুটী ও দুইটী মাছ ছা-
ড়া আর কিছুই নাই। ১৮ তিনি কহিলেন, সেগুলি এখানে আমার কা-
ছে আন। ১৯ পরে তিনি লোকসমূহকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা
করিলেন; আর সেই পাঁচখানি রুটী ও দুইটীমাছলইয়া স্বর্গের দিকে
উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং রুটী কয়খানি ভাঙ্গিয়া শি-
ষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। ২০ তাহাতে সকলে
আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং তাঁহারা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পূর্ণ বারো
ডালা তুলিয়া লইলেন। ২১ যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও
শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ সহস্র পুরুষ ছিল। ২২ আর যীশু তখনই শি-
ষ্যদিগকে দৃঢ় করিয়া বলিয়া দিলেন, যেনতাঁহারা নৌকায় উঠিয়া তাঁ-
হার অগ্রে পরপারে যান, আর ইতিমধ্যে তিনি লোকদিগকে বিদায়
করিয়া দিবেন। ২৩ পরে তিনি লোকদিগকে বিদায় করিয়া বিরলে প্রা-
র্থনা করিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিলেন। সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই স্থানে
একাকী থাকিলেন। ২৪ কিন্তু নৌকাখানি স্থল হইতে অনেকটা দূরে
গিয়া পড়িয়াছিল, তরঙ্গে টলমল করিতেছিল, কারণ বাতাস প্রতি-
কূল ছিল। ২৫ পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁ-
টিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। ২৬ তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের
উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিলেন, এ যে অপচ্ছা-
য়া! আর ভয়ে চেঁচাইতে লাগিলেন। ২৭ কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের
সহিত কথা কহিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না। ২৮ তখন
পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হেপ্রভু, যদি আপনি হন, তবে
আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন।
২৯ তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া
জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন। ৩০ কিন্তু বাতাস
দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন। ৩১ তখনই যীশু হাত
বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি,
কেন সন্দেহ করিলে? ৩২ পরে তাঁহারা নৌকায় উঠিলে বাতাস থামিয়া
গেল। ৩৩ আর যাঁহারা নৌকায় ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে প্র-
নাম করিয়া কহিলেন, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র। ৩৪ পার হইয়া তাঁ-
হারা স্থলে, গিনেষরৎ প্রদেশে, উপস্থিত হইলেন। ৩৫ তথাকার লোকে-
রা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া চারিদিকে সেই দেশের সর্ব্বত্র সংবাদ
পাঠাইল, এবং যত পীড়িত লোক ছিল, সকলকে তাঁহার নিকটে
আনাইল; ৩৬ আর তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের
থোপমাত্র স্পর্শ করিতে পায়; আর যত লোক স্পর্শকরিল, সকলে
সুস্থ হইল।অশুচীতা-বিষয়ক উপদেশ।
১৫ তখন যিরুশালেম হইতে ফরীশীরা ও অধ্যাপকেরা যীশুর
নিকটে আসিয়া কহিল, ২ আপনার শিষ্যগণ কি জন্য প্রাচীন-
দের পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করে? কেননা আহার করিবার সময়ে
তাহারা হাত ধোয় না। ৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,
তোমরাওআপনাদের পরম্পরাগত বিধির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা
লঙ্ঘন কর কেন?
৪ কারণ ঈশ্বর বলিয়াছেন, “তুমি আপন পিতাকে ও মাতাকে সমা-
দর করিও,” আর“যে কেহ পিতার কি মাতার নিন্দা করে, তাহার
প্রাণদন্ড অবশ্যই হইবে।” ৫ কিন্তু তোমরা বলিয়া থাক, যে ব্যক্তি পি-
তাকে কি মাতাকে বলে, ‘আমা হইতে যাহা দিয়া তোমার উপকার
হইতে পারিত, তাহাঈশ্বরকে দত্ত হইয়াছে,’ সে আপন পিতাকে বা
আপন মাতাকে আর সমাদর করিবে না; ৬ এইরূপে তোমরা আপনা-
দের পরম্পরাগত বিধির জন্যঈশ্বরের বাক্য নিস্ফল করিয়াছ।
৭ কপটীরা, যিশাইয় তোমাদের বিষয়ে বিলক্ষণ ভাববাণী বলিয়া-
ছেন, ৮ “এই লোকেরা ওষ্ঠাধরে আমার সমাদর করে,কিন্তু ইহাদের
অন্তঃকরণ আমা হইতে দূরে থাকে; ৯ এবং ইহারা অনর্থক আমার
আরাধনা করে,মনুষ্যদের আদেশ ধর্ম্মসূত্র বলিয়া শিক্ষা দেয়।”
১০ পরে তিনি লোকদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা শুন ও
বোঝ। ১১ মুখের ভিতরে যাহা যায়, তাহা যে মনুষ্যকে অশুচী করে,
এমন নয়, কিন্তু মুখ হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই মনুষ্যকে অশুচী
করে। ১২ তখন শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি
কি জানেন, এই কথা শুনিয়া ফরীশীরা বিঘ্ন পাইয়াছে? ১৩ তিনি
উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার স্বর্গীয় পিতা যে সকল চারা রোপণ
করেন নাই, সে সকল উপড়াইয়া ফেলা যাইবে। ১৪ উহাদিগকে থাকি-
তে দেও, উহারা অন্ধদের অন্ধ পথদর্শক; যদি অন্ধ অন্ধকে পথ দে-
খায়, উভয়ই গর্ত্তে পড়িবে। ১৫ পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,
এই দৃষ্টান্তটী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। ১৬ তিনি কহিলেন, তোম-

রাও কি এখন পর্য্যন্তঅবোধ রহিয়াছ? ১৭ ইহা কি বুঝ না যে, যাহা
কিছু মুখের ভিতরে যায়, তাহা উদরে যায়, পরে বহিঃস্থানে নিক্ষিপ্ত
হয়; ১৮ কিন্তু যাহা যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা অন্তঃকরণ হইতে
আইসে, আর তাহাই মনুষ্যকে অশুচী করে। ১৯ কেননা অন্তঃকরণ
হইতে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চৌর্য্য, মিথ্যাসাক্ষ্য,
নিন্দা আইসে। ২০ এই সকলই মনুষ্যকে অশুচী করে; কিন্তুঅধৌত
হস্তে ভোজন করিলে মনুষ্য তাহাতেঅশুচী হয় না।যীশু একটী ভূত-
গ্রস্থ বালিকাকে সুস্থ করেন, ও চারি হাজার লোককে ভোজন
করান। ২১ পরে যীশু তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সোর ও সিদোন প্রদে-
শে চলিয়া গেলেন। ২২ আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটী কনানীয় স্ত্রী-
লোক আসিয়া এই কথা বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-
সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমারকন্যাটী ভূতগ্রস্থ হইয়া অন্ত্য-
ন্ত ক্লেশ পাইতেছে। ২৩ কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না।
তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,
ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতে-
ছে। ২৪ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েলের হারান মেষ ছাড়া
আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই। ২৫ কিন্তু স্ত্রীলোকলটী
আসিয়াতাঁহাকে প্রনাম করিয়া কহিল, প্রভু, আমার উপকার করুন।
২৬ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের
কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। ২৭ তাহাতে সে কহিল, হাঁ, প্রভু, কে-
ননা কুকুরেরাও আপন আপন কর্ত্তাদের মেজ হইতে যে গুঁড়াগাঁড়া
পড়ে, তাহা খায়। ২৮ তখন যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে
নারি, তোমারবড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি তোমার প্রতি
হউক। আর সেই দন্ড অবধি তাহার কন্যা সুস্থ হইল। ২৯ পরে যীশু
তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গালীল-সমুদ্রেরধারে উপস্থিত হইলেন,
এবং পর্ব্বতে উঠিয়া সেই স্থানে বসিলেন। ৩০ আর বিস্তর লোক তাঁ-
হার কাছে আসিতে লাগিল, তাহারা আপনাদের সঙ্গে খঞ্জ, অন্ধ,
বোবা, নুলা, এবং আরও অনেক লোককে লইয়া তাঁহার চরণের নি-
কটে ফেলিয়া রাখিল; আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ৩১ এই-
রূপে বোবারা কথা কহিতেছে, নুলারা সুস্থ হইতেছে, খঞ্জেরা চলিতে-
ছে এবং অন্ধের দেখিতেছে, ইহাদেখিয়া লোকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল; এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করিল। ৩২ তখন যীশু
আপন শিষ্যদিগকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, এই লোকসমূহের প্রতি
আমার করুনা হইতেছে; কেননা ইহারা আজ তিন দিবস আমার
সঙ্গে রহিয়াছে, এবং ইহাদের নিকটে খাবার কিছুই নাই; আর আমি
ইহাদিগকে অনাহারে বিদায় করিতে ইচ্ছা করি না, পাছে ইহারা পথে
মুর্চ্ছা পড়ে। ৩৩ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, নির্জ্জন স্থানে আমরা
কোথায় এত রুটী পাইব যে, এত লোককে তৃপ্ত করিতে পারি? ৩৪ যী-
শু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটী আছে? তাঁ-
হারা কহিলেন, সাতখানা, আর কয়েকটী ছোট মাছ। ৩৫ তখন তিনি
লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। ৩৬ পরে তিনি সেই সা-
তখানা রুটী ও সেই কয়টী মাছলইলেন, ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন,
এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। ৩৭ তখন
সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট
রহিল, তাহাতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। ৩৮ যাহারা
আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ।
৩৯ পরে তিনি লোকসমূহকে বিদায় করিয়া নৌকায় উঠিয়া মগদনের
সীমাতে উপস্থিত হইলেন।যীশুর নানাবিধ শিক্ষা।

১৬ পরে ফরীশীরা ও সদ্দুকীরা নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে,
তাঁহাকে নিবেদন করিল, যেন তিনি তাহাদিগকে আকাশ হই-
তে কোন চিহ্ন দেখান। ২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহি-
লেন, সন্ধ্যা হইলে তোমরা বলিয়া থাক, পরিস্কার দিন হইবে, কারণ
আকাশ লাল হইয়াছে। ৩ আর প্রাতঃকালে বলিয়া থাক, আজঝড়
হইবে, কারণ আকাশ লাল ওঘোর হইয়াছে। তোমরা আকাশের
লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু কালের চিহ্ন সকল বুঝিতে পার না।
৪ এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে, কি-
ন্তুযোনার চিহ্ন ব্যতিরেকে আর কোন চিহ্নতাহাদিগকে দেওয়া যাইবে
না। তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৫ শিষ্যেরা
অন্য পারে যাইবার সময় রুটী লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৬ যীশু
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী ও সদ্দুকীদের তা-
ড়ী হইতে সাবধান থাক। ৭ তখন তাঁহারা পরস্পর তর্ক করিয়া কহিতে
লাগিলেন, আমরা যে রুটী আনি নাই। ৮ তাহা বুঝিয়া যীশু কহিলেন,
হে অল্পবিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটী নাই বলিয়া কেন পরস্পর তর্ক
করিতেছ? ৯ এখনও কি বুঝ না, মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ সহ-
স্রের খাদ্য পাঁচখানি রুটী, আর কত ডালা তুলিয়া লইয়াছিলে?
১০ এবং সেই চারি সহস্রের খাদ্য সাতখানি রুটী, আর কত ঝুড়ি তু-
লিয়া লইয়াছিলে? ১১ তোমরা কেন বুঝ না যে, আমিতোমাদিগকে
রুটীর বিষয় বলি নাই? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদ্দুকীদের তাড়ী
হইতে সাবধান থাক। ১২ তখন তাঁহারা বুঝিলেন, তিনি রুটীর তাড়ী
হইতে নয়, কিন্তু ফরীশীও সদ্দুকীদের শিক্ষা হইতে সাবধান থাকি-
বার কথা বলিয়াছেন।যীশুই সেই খ্রীষ্ট, জীবন্তঈশ্বরের পুত্র। ১৩ পরে
যীশু কৈসরিয়া-ফিলিপীর অঞ্চলে গিয়া আপন শিষ্যদিগকে জিজ্ঞা-
সা করিলেন, মনুষ্যপুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে? ১৪ তাঁহারা
কহিলেন, কেহ কেহ বলে, আপনি যোহন বাপ্তাইজক; কেহ কেহ
বলে, আপনিএলিয়; আর কেহ কেহ বলে, আপনি যিরমিয় কিম্বা
ভাববাদীগণেরকোন এক জন। ১৫ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কিন্তু
তোমরা কি বল, আমি কে? ১৬ শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন,
আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। ১৭ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহা-
কে কহিলেন, যেযোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস
তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্র-
কাশ করিয়াছেন। ১৮ আর আমিও তোমাকে কহিতেছি, তুমি পিতর,
আর এই পাথরের উপরে আমি আপন মন্ডলী গাঁথিব, আর পাতা-
লের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না। ১৯ আমি তোমা-
কে স্বর্গ রাজ্যের চাবিগুলিন দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু
বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে, এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত
করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। ২০ তখন তিনি শিষ্যদিগকে এই আজ্ঞা
দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, এ কথা কাহাকেও বলিও না।যীশু
আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ২১ সেই সময় অবধি যীশু
আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরুশালে-
মে যাইতে হইবে, এবং প্রাচীনবর্গের, প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপক-
দের হইতে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে,
আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে। ২২ ইহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে
লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে
দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না। ২৩ কিন্তু তিনি
মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়-
তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু
যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ। ২৪ তখন যীশু আপন শিষ্যদি-
গকে কহিলেন, কেহ যোগী আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে
সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক এবং
আমার পশ্চাদগামী হউক। ২৫ যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে
ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, আর যে কেহ আমার নিমিত্তে প্রাণ হা-
রায়, সে তাহা পাইবে। ২৬ বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করি-
য়া আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? কিম্বা মনুষ্য
আপন প্রানের পরিবর্ত্তে কি দিবে? ২৭ কেননা মনুষ্যপুত্র আপন দূতগ-
ণের সহিত আপন পিতার প্রতাপে আসিবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্য-
ক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে প্রতিফল দিবেন। ২৮ আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, যাহারা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে

এমন কয়েক জন আছে, যাহারা কোন মতে মৃত্যুর আস্বাদ পাইবে
না, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে আপনার রাজ্যে আসিতে না দেখিবে।যী-
শু উজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেন।
১৭ ছয় দিন পরে যীশু পিতর, যাকোব ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন-
কে সঙ্গে করিয়া বিরলে এক উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া গেলেন।
২ পরে তিনি তাঁহাদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হইলেন; তাঁহার মুখ সূ-
র্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, এবং তাঁহার বস্ত্র দীপ্তির ন্যায় শুভ্র হইল।
৩ আর দেখ, মোশি ও এলিয় তাঁহাদিগকে দেখা দিলেন, তাঁহারা তাঁ-
হার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।
৪ তখন পিতর যীশুকে কহিলেন, প্রভু, এখানে আমাদের থাকা
ভাল; যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমি এখানে তিনটী কুটীর নি-
র্ম্মান করি, একটী আপনার জন্য, একটী মোশির জন্য এবং একটী
এলিয়ের জন্য। ৫ তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময় দেখ, একখানি
উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে ছায়া করিল, আর দেখ, সেই মেঘ হইতে
এই বাণী হইল,‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র,ইঁহাতেই আমি প্রীত,ইঁহার
কথা শুন’। ৬ এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা উবুড় হইয়া পড়িলেন, এবং
অত্যন্ত ভীত হইলেন। ৭ পরে যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ
করিয়া কহিলেন, উঠ, ভয় করিও না। ৮ তখন তাঁহারা চক্ষু তুলিয়া
আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল যীশু একা ছিলেন।
৯ পর্ব্বত হইতে নামিবার সময়ে যীশু তাঁহাদিগকে এই আজ্ঞা করি-
লেন, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতগণের মধ্য হইতে না উঠেন, সে পর্য্যন্ত
তোমরা এই দর্শনের কথা কাহাকেও বলিও না। ১০ তখন শিষ্যেরা তাঁ-
হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে
এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক? ১১ তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন,
সত্য বটে, এলিয় আসিবেন, এবং সকলই পুনঃস্থাপন করিবেন;
১২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এলিয় আসিয়া গিয়াছেন,
এবং লোকেরা তাঁহাকে চিনে নাই, বরং তাঁহার প্রতি যাহা ইচ্ছা, তা-
হাই করিয়াছে; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রকেও তাহাদের হইতে দুঃখভোগ
করিতে হইবে। ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে যো-
হন বাপ্তাইজকের বিষয় বিষয় বলিয়াছেন।যীশুর বিবিধ কর্ম্ম ও শি-
ক্ষা।যীশু একটী মৃগীরোগগ্রস্ত বালককে সুস্থ করেন। ১৪ পরে, তাঁহারা
লোকসমূহের নিকটে আসিলে এক ব্যক্তি তাঁহার কাছে আসিয়া জানু
পাতিয়া কহিল, ১৫ প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে
মৃগীরোগগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, কারণ সে বার বার
জলে পড়িয়া থাকে। ১৬ আর আমি আপনার শিষ্যদের নিকটে তাহা-
কে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে সুস্থ করিতে পারিলেন না।
১৭ যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ,
আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব? কত কাল তোমাদের প্রতি
সহিষ্ণুতা করিব? তোমরা উহাকে এখানে আমার কাছে আন।
১৮ পরে যীশু তাহাকে ধমক্ দিলেন, তাহাতে সেই ভূত তাহাকে ছাড়ি-
য়া গেল, আর সেই বালকটী সেই দন্ড অবধি সুস্থ হইল। ১৯ তখন শি-
ষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা
উহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না? ২০ তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তো-
মাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতে-
ছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে
তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, ‘এখান হইতে ঐখানে যাও,’ আর ইহা
সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।যীশু দ্বি-
তীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ২২ গালীলে তাঁহা-
দের একত্র হইবার সময়ে যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, সম্প্রতি মনুষ্য-
পুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ২৩ এবং তাহারা তাঁহাকে বধ
করিবে, আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন। ইহাতে তাঁহারা অত্যন্ত
দুঃখিত হইলেন।মাছের মুখে টাকা ২৪ পরে তাঁহারা কফরনাহূমে
আসিলে, যাহারা আধুলি আদায় করিত, তাহারা পিতরের নিকটে
আসিয়া বলিল, তোমাদের গুরু কি আধুলি দেন না? তিনি কহিলেন,
দিয়া থাকেন। ২৫ পরে তিনি গৃহমধ্যে আসিলে যীশু অগ্রেই তাঁহাকে
কহিলেন, শিমোন, তোমার কেমন বোধ হয়? পৃথিবীর রাজারা কাহা-
দের হইতে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন? কি আপন সন্তান-
দের হইতে, না অন্য লোক হইতে? ২৬ পিতর কহিলেন, অন্য লোক
হইতে। তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তবে সন্তানেরা স্বাধীন। ২৭ তথা-
পি আমরা যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়া
বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মাছটী উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার
মুখ খুলিলে একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া আমার এবং তোমার
নিমিত্ত উহাদিগকে দেও।স্বর্গ-রাজ্যে মহান কে, এ বিষয়ে শিক্ষা।
১৮ সেই দন্ডে শিষ্যেরা যীশুর নিকটে আসিয়া বলিলেন, তবে
স্বর্গ-রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ২ তিনি একটী শিশুকে আপ-
নার কাছে ডাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দাঁড় করাইলেন, ৩ এবং কহিলেন,
আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি না ফির ও শিশু-
দের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে
পাইবে না।
৪ অতএব যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত করে, সে স্বর্গ-
রাজ্যে শ্রেষ্ঠ। ৫ আর যে কেহ ইহার মত একটী শিশুকে আমার নামে
গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; ৬ কিন্তু যে ক্ষুদ্রগণ আমাতে
বিশ্বাস করে, যে কেহ তাহাদের মধ্যে এক জনেরও বিঘ্ন জন্মায়, তা-
হার গলায় বৃহৎ যাঁতা বাঁধিয়া তাহাকে সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবাইয়া
দেওয়া বরং তাহার পক্ষে ভাল। ৭ বিঘ্ন প্রযুক্ত জগৎকে ধিক্! কেননা
বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা
বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ৮ আর তোমার হস্ত কি চরণ যদি তোমার বিঘ্ন
জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরণ
লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা
হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। ৯ আর তোমার চক্ষু যদি
তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষু
লইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া অপেক্ষা বরং একচক্ষু হইয়া
জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। ১০ এই ক্ষুদ্রগণের একটীকেও তু-
চ্ছ করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূত-
গণ সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন। ১২ তোমাদের কে-
মন বোধ হয়? কোন ব্যক্তির যদি এক শত মেষ থাকে, আর তাহাদের
মধ্যে একটী হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া
পর্ব্বতে ঐ হারান মেষটীর অন্বেষণ করে না? ১৩ আর যদি সে কোন
ক্রমে সেটী পায়, তবে আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে নিরা-
নব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেইটীর নিমিত্ত সে
অধিক আনন্দ করে। ১৪ সেইরূপ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে এক জনও যে
বিনিষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়। ১৫ আর যদি
তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন
কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া
দেও। সে যদি তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করি-
লে। ১৬ কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক জন ব্যক্তিকে সঙ্গে
লইয়া যাও, যেন “দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নি-
স্পন্ন হয়।” ১৭ আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মন্ডলীকে
বল; আর যদি মন্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পর-
জাতীয় লোকের ও করগ্রাহীদের তুল্য হউক। ১৮ আমি তোমাদিগকে
সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে
বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত
হইবে। ১৯ আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তো-
মাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত
হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাই-
বে। ২০ কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সে-
ইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।ক্ষমতাশীলতা সম্বন্ধে শিক্ষা।
২১ তখন পিতর তাঁহার নিকট আসিয়া কহিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা

আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা
করিব? কি সাত বার পর্য্যন্ত? ২২ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমাকে
বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্য্যন্ত।
২৩ এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাস-
গণের কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন। ২৪ তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে,
এক জন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত
ধারিত। ২৫ কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকতে তাহার
প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করি-
তে আজ্ঞা করিলেন। ২৬ তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণি-
পাত করিয়া কহিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপ-
নার সমস্তই পরিশোধ করিব। ২৭ তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট
হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন। ২৮ কিন্তু
সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে, দেখি-
তে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া
গলাটিপি দিয়া কহিল, তুই যা ধারিস, তাহা পরিশোধ কর্। ২৯ তখন
তাহার সহ্দাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্ব্বক কহিল, আমার প্র-
তি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। ৩০ তথাপি সে
সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে
পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। ৩১ এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদা-
সেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত
বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। ৩২ তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া
কহিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার
ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম; ৩৩ আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া
করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসদের প্রতি দয়া করা কি তোমা-
রও উচিত ছিল না? ৩৪ আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের
নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্য্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ
না করে। ৩৫ আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন,
যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে
ক্ষমা না কর।

১৯ এই সকল বাক্য সমাপ্ত করিবার পর যীশু গালীল হইতে প্র-
স্থান করিলেন, পরে যর্দ্দনের পরপারস্থ যিহূদিয়ার অঞ্চলে
উপস্থিত হইলেন; ২ আর বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিল, এবং তিনি সেখানে লোকদিগকে সুস্থ করিলেন।স্ত্রী-পরিত্যাগ
বিষয়ে শিক্ষা। ৩ আর ফরীশীরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পরীক্ষা ভাবে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারণে কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ
করা বিধেয়?

৪ তিনি উত্তর করিলেন, তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা
আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,
৫ আর বলিয়াছিলেন, “এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ
করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সে দুই জন একাঙ্গ হই-
বে”? ৬ সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর
যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক। ৭ তা-
হারা তাঁহাকে কহিল, তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়া পরিত্যাগ করি-
বার বিধি দিয়াছেন? ৮ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের অন্তঃ-
করণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরি-
ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয়
নাই। ৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরে-
কে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে
ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে,
সেও ব্যভিচার করে। ১০ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপন স্ত্রীর
সঙ্গে পুরুষের এরূপ সমন্ধ হয়, তবে বিবাহ না করা ভাল। ১১ তিনি
তাঁহাদিগকে কহিলেন, সকলে এই কথা গ্রহণ করে না, কিন্তু যাহাদি-
গকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে, তাহারাই করে। ১২ কারণ এমন নপুংসক
আছে, যাহারা মাতার উদর হইতে সেইরূপ হইয়া জন্মিয়াছে; আর
এমন নপংসক আছে, যাহাদিগকে মানুষে নপুংসক করিয়াছে; আর
এমন নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গ-রাজ্যের নিমিত্তে আপনাদিগকে
নপুংসক করিয়াছে। যে গ্রহণ করিতে পারে, সে গ্রহণ করুক।শিশু-
দের বিষয়ে শিক্ষা। ১৩ তখন কতকগুলি শিশু তাঁহার নিকটে আনীত
হইল, যেন তিনি তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করেন ও প্রার্থনা করেন;
তাহাতে শিষ্যেরা তাহাদিগকে ভর্ত্সনা করিলেন। ১৪ কিন্তু যীশু কহি-
লেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না;
কেননা স্বর্গ-রাজ্য এই মত লোকদেরই। ১৫ পরে তিনি তাহাদের উপ-
রে হস্তার্পণ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।ধন সমন্ধে শি-
ক্ষা।মজুরদের দৃষ্টান্ত। ১৬ আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে
বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম্ম
করিব? ১৭ তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সতের বিষয় কেন জি-
জ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্র-
বেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। ১৮ সে কহিল,
কোন্ কোন্ আজ্ঞা? যীশু বলিলেন, এই এই, “নরহত্যা করিও না,
ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, ১৯ পিতা ও
মাতাকে সমাদর করিও, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত
প্রেম করিও”। ২০ সেই যুবক তাঁহাকে কহিল, আমি এ সকলই পালন
করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? ২১ যীশু তাহাকে কহিলেন,
যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা
আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন
পাবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও। ২২ কিন্তু এই কথা শুনি-
য়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সম্প-
ত্তি ছিল। ২৩ তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করা দু-
স্কর। ২৪ আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের
প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।
২৫ ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন, কহিলেন,
তবে কাহার পরিত্রান হইতে পারে? ২৬ যীশু তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করি-
য়া কহিলেন, তাহা মানুষের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সা-
ধ্য। ২৭ তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, দেখুন, আমরা
সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি; আমরা তবে
কি পাইব? ২৮ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য
কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টি-
কালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন
তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার
করিবে। ২৯ আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা,
কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি-
য়াছে, সে তাহার শত গুন পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী
হইবে। ৩০ কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে;
এবং যাহারা শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হইবে।

২০ কেননা স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যিনি প্র-
ভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মজুর লাগাইবার জন্য বা-
হিরে গেলেন। ২ তিনি মজুরদের সহিত দিন এক সিকি বেতন স্থির
করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। ৩ পরে তি-
নি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন
বাজারে নিস্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে,

৪ এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা
ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাহাতে তাহারা গেল। ৫ আবার তিনি ছয়
ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া তদ্রূপ করিলেন। ৬ পরে এগা-
রো ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থা-
কিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন
এখানে নিস্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছ? ৭ তাহারা তাঁহাকে বলিল, কেহই
আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোম-

রাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। ৮ পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা
আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও,
শেষ জন আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত দেও। ৯ তাহাতে যাহারা
এগার ঘটিকার সময়ে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া এক জন এক
এক সিকি পাইল। ১০ পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসি-
য়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক সিকি পা-
ইল। ১১ পাইয়া তাহারা সেই গৃহকর্ত্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিতে
লাগিল, ১২ শেষের ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত
দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের
সমান করিলেন। ১৩ তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহি-
লেন, বন্ধু হে! আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই; তুমি কি
আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? ১৪ তোমার যাহা পা-
ওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শে-
ষের জনকেও তাহাই দিব। ১৫ আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার
ইচ্ছামতে ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়া-
লু বলিয়া তোমার চোখ টাটাইতেছে? ১৬ এইরূপে যাহারা শেষের, তা-
হারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে।যীশু তৃ-
তীয় বার আপন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন। ১৭ পরে যখন যী-
শু যিরুশালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সেই বারো জন
শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে কহিলেন,
১৮ দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাইতেছি; আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজ-
কদের ও অধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; ১৯ তাহারা তাঁহার প্রাণ-
দন্ড বিধান করিবে, এবং বিদ্রূপ করিবার, কোড়া মরিবার ও ক্রুশে
দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে; পরে তিনি
তৃতীয় দিবসে উঠিবেন। প্রকৃত ভাবে মহান কে? এই বিষয়ে শিক্ষা।
২০ তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার কাছে কিছু যাচ্ঞা
করিলেন। ২১ তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি কহিলেন,
আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন
আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়।
২২ কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমরা কি যাচ্ঞা করিতেছ,
তাহা বুঝ না; আমি যে পাত্রে পান করিতে যাইতেছি, তাহাতে কি
তোমরা পান করিতে পার? তাঁহারা বলিলেন, পারি। ২৩ তিনি তাঁহাদি-
গকে কহিলেন, তোমরা আমার পাত্রে পান করিবে বটে, কিন্তু যাহা-
দের জন্য আমার পিতা কর্ত্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের
ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে
আমার অধিকার নাই। ২৪ এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রা-
তার প্রতি রুষ্ট হইলেন। কিন্তু যীশু তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া কহি-
লেন, ২৫ তোমরা জান, পরজাতীয়দের অধিপতিরা তাহাদের উপরে
প্রভুত্ব করে, এবং যাহারা মহান্, তাহারা তাহাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব
করে। ২৬ তোমাদের মধ্যে সেরূপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে
কেহ মহান্ হইতে চায়, সে তোমাদের মধ্যে পরিচারক হইবে; ২৭ এবং
তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে;
২৮ যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা
করিতে, এবং অনেকের পরিবর্ত্তে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে
আসিয়াছেন।অন্ধকে চক্ষুর্দ্দান। যীশুর যিরুশালেমে গমন। ২৯ পরে
যিরীহো হইতে তাঁহাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তাঁহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ৩০ আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পার্শ্বে
বসিয়াছিল; সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা চেঁচাইয়া
কহিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। ৩১ তাহাতে
লোক সকল চুপ্ চুপ্ বলিয়া তাহাদিগকে ধমক্ দিল; কিন্তু তাহারা
আরও অধিক চেঁচাইয়া বলিল, প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি
দয়া করুন। ৩২ তখন যীশু থামিয়া তাহাদিগকে ডাকিলেন, আর বলি-
লেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করিব? ৩৩ তাহারা
তাঁহাকে কহিল, প্রভু, আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। ৩৪ তখন যীশু
কারুনাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা
দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

২১ পরে যখন তাঁহারা যিরূশালেমের নিকটবর্ত্তী হইয়া জৈতুন
পর্ব্বতে, বৈৎফগী গ্রামে আসিলেন, তখন যীশু দুই জন শি-
ষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, ২ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সম্মুখে
ঐ গ্রামে যাও, অমনি দেখিতে পাইবে, একটী গর্দ্দভী বাঁধা আছে,
আর তাহার সঙ্গে একটী বৎস, খুলিয়া আমার নিকটে আন। ৩ আর
যদি কেহ, তোমাদিগকে কিছু বলে, তবে বলিবে, ইহাদিগেতে প্রভুর
প্রয়োজন আছে; তাহাতে সে তখনই তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবে।
৪ এইরূপ ঘটিল, যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বাক্য পূর্ণ হয়,
৫ "তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে
আসিতেছেন;তিনি মৃদুশীল, ও গর্দ্দভ-বৎসের উপরে উপবিষ্ট।"
৬ পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়া যীশুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেন, ৭ গর্দ্দ-
ভীকে ও শাবকটীকে আনিলেন, এবং তাহাদের উপরে আপনাদের
বস্ত্র পাতিয়া দিলেন, আর তিনি তাহাদের উপরে বসিলেন। ৮ আর
ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল,
এবং অন্য অন্য লোক গাছের ডাল কাটিয়া পথে ছড়াইয়া দিল।
৯ আর যে সকল লোক তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহারা চেঁচা-
ইয়া বলিতে লাগিল, হোশান্না দায়ূদ-সন্তান,ধন্য, যিনি প্রভুর নামে
আসিতেছেন; উর্দ্ধলোকে হোশান্না। ১০ আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ
করিলে নগরময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সকলে কহিল, উনি কে?
১১ তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসর-
তীয় যীশু। ১২ পরে যীশু ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ করিলেন, এবং যত
লোক ধর্ম্মধামে ক্রয়বিক্রয় করিতেছিল, সেই সকলকে বাহির করিয়া
দিলেন, এবং পোদ্দারদের মেজ ও যাহারা কপোত বিক্রয় করিতে-
ছিল, তাহাদের আসন সকল উল্টাইয়া ফেলিলেন, ১৩ আর তাহাদিগ-
কে কহিলেন, লেখা আছে, "আমার গৃহ প্রার্থনাগৃহ বলিয়া আখ্যাত
হইবে," কিন্তু তোমরা ইহা "দস্যুগণের গহ্বর" করিতেছ। ১৪ পরে
অন্ধেরা ও খঞ্জেরা ধর্ম্মধামে তাঁহার নিকটে আসিল, আর তিনি তা-
হাদিগকে সুস্থ করিলেন। ১৫ কিন্তু প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা
তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিয়া, আর যে বালকেরা 'হোশা-
ন্না দায়ূদ-সন্তান,' বলিয়া ধর্ম্মধামে চেঁচাইতেছিল তাহাদিগকে দেখি-
য়া রুষ্ট হইল; ১৬ এবং তাঁহাকে কহিল, শুনিতেছ, ইহারা কি বলিতে-
ছে? যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, হাঁ; তোমরা কি কখনও পাঠ কর
নাই যে, "তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ হইতে স্তব সম্পন্ন করি-
য়াছ?" ১৭ পরে তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া নগরের বাহিরে বৈথনিয়ায়
গেলেন, আর সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। ১৮ প্রাতঃকালে নগরে
ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। ১৯ পথের পার্শ্বে একটী
ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর
কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর
কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকা-
ইয়া গেল। ২০ তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিলেন,
ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকাইয়া গেল কিরূপে? ২১ যীশু উত্তর করিয়া তাঁ-
হাদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমা-
দের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা কেবল ডুমুর-
গাছের প্রতি এইরূপ করিতে পারিবে, তাহা নয়, কিন্তু এই পর্ব্বত-
কেও যদি বল, 'উপড়িয়া যাও, আর সমুদ্রে গিয়া পড়,' তাহাই হই-
বে। ২২ আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসপূর্ব্বক যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে,
সে সকলই পাইবে।যীশু যিরূশালেমে শিক্ষা দেন।যীশুর ক্ষমতা বিষ-
য়ক শিক্ষা। ২৩ পরে তিনি ধর্ম্মধামে আসিলে পর তাঁহার উপদেশ দি-
বার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ নিকটে আসিয়া
বলিল, তুমি কি ক্ষমতায় এই সকল করিতেছ? আর কেই বা তোমা-
কে এই ক্ষমতা দিয়াছে? ২৪ যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,

আমিও তোমাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; তাহা যদি আমা-
কে বল, তবে কি ক্ষমতায় এ সকল করিতেছি, তাহা আমিও তোমা-
দিগকে বলিব। ২৫ যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা হইতে হইয়াছিল? স্বর্গ
হইতে না মনুষ্য হইতে? তখন তাহারা পরস্পর তর্ক করিয়া বলিল,
যদি বলি স্বর্গ হইতে, তাহা হইলে এ আমাদিগকে বলিবে, তবে তোম-
রা তাঁহাকে বিশ্বাস কর নাই কেন? ২৬ আর যদি বলি, মনুষ্য হইতে,
লোকসাধারণকে ভয় করি; কারণ সকলে যোহনকে ভাববাদী বলিয়া
মানে। ২৭ তখন তাহারা যীশুকে উত্তর করিয়া কহিল, আমরা জানি
না। তিনিও তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এ
সকল করিতেছি, তোমাদিগকে বলিব না। ২৮ কিন্তু তোমাদের কেমন
বোধ হয়? এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তিনি প্রথম জনের নিকটে গি-
য়া কহিলেন, বৎস, যাও, আজ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম কর। ২৯ সে উত্তর
করিল, আমার ইচ্ছা নাই; শেষে অনুশোচনা করিয়া গেল। ৩০ পরে
তিনি দ্বিতীয় জনের নিকটে গিয়া সেরূপ কহিলেন। সে উত্তর করিল,
কর্ত্তা আমি যাইতেছি; কিন্তু গেল না। ৩১ সেই দুইয়ের মধ্যে কে পিতার
ইচ্ছা পালন করিল? তাহারা কহিল, প্রথম জন। যীশু তাহাদিগকে
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, করগ্রাহী ও বেশ্যারা
তোমাদের অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে। ৩২ কেননা যোহন
ধার্ম্মিকতার পথ দিয়া তোমাদের নিকটে আসিলেন, আর তোমরা
তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে না; কিন্তু করগ্রাহী ও বেশ্যারা তাঁহাকে বি-
শ্বাস করিল; আর তোমরা তাহা দেখিয়া শেষেও এরূপ অনুশোচনা
করিলে না যে, তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে।গৃহকর্ত্তা ও কৃষকদের দৃষ্টান্ত।
৩৩ আর একটী দৃষ্টান্ত শুন; এক জন গৃহ কর্ত্তা ছিলেন, তিনি দ্রাক্ষার
ক্ষেত্র করিয়া তাহার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-
কুন্ড খনন করিলেন, এবং উচ্চগৃহ নির্ম্মান করিলেন; পরে কৃষকদি-
গকে তাহা জমা দিয়া অন্য দেশে চলিয়া গেলেন। ৩৪ আর ফলের
সময় সন্নিকট হইলে তিনি আপন ফল গ্রহণ করিবার জন্য কৃষক-
দের নিকটে নিজ দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন। ৩৫ তখন কৃষকেরা
তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া কাহাকেও প্রহার করিল, কাহাকেও বধ
করিল, কাহাকেও পাথর মারিল। ৩৬ আবার তিনি পূর্ববাপেক্ষা আরও
অনেক দাস প্রেরণ করিলেন; তাহাদের প্রতিও তাহারা সেই মত ব্যব-
হার করিল। ৩৭ অবশেষে তিনি আপনার পুত্রকে তাহাদের নিকটে
প্রেরণ করিলেন, বলিলেন, তাহারা আমার পুত্রকে সমাদর করিবে।
৩৮ কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্ত-
রাধিকারী, আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত
করি। ৩৯ পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া
বধ করিল।

৪০ অতএব দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্ত্তা যখন আসিবেন, তখন সেই কৃষক-
দিগকে কি করবেন?

৪১ তাহারা তাঁহাকে বলিল, সেই দুষ্টদিগকে নিদারুণরূপে বিনষ্ট
করিবেন, এবং সেই ক্ষেত্র এমন অন্য কৃষকদিগকে জমা দিবেন, যা-
হারা ফলের সময়ে তাঁহাকে ফল দিবে।

৪২ যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পাঠ কর
নাই,“যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান
প্রস্তর হইয়া উঠিল;ইহা প্রভু হইতেই হইয়াছে,ইহা আমাদের দৃষ্টিতে
অদ্ভুত”?

৪৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে
ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া যাইবে, এবং এমন এক জাতিকে দে-
ওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে।

৪৪ আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়িবে, সে ভগ্ন হইবে; কিন্তু এই
প্রস্তর যাহার উপরে পড়িবে, তাহাকে চূরমার করিয়া ফেলিবে।

৪৫ তাঁহার এই সকল দৃষ্টান্ত শুনিয়া প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা
বুঝিল যে, তিনি তাহাদেরই বিষয় বলিতেছেন।

৪৬ আর তাহারা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্ঠা করিল, কিন্তু লোকসাধারণ-
কে ভয় করিল, কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত।বি-
বাহ-ভোজের দৃষ্টান্ত।

২২ যীশু আবার দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা কহিলেন, তিনি তাহাদিগকে
বলিলেন, ২ স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি
আপন পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করিলেন। ৩ সেই ভোজে
নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ডাকিবার জন্য তিনি আপন দাসদিগকে প্রে-
রণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে চাহিল না।

৪ তাহাতে তিনি আবার অন্য দাসদিগকে প্রেরণ করিলেন, বলি-
লেন, নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করিয়া-
ছি, আমার বৃষাদি হৃষ্টপুষ্ট পশু সকল মারা হইয়াছে, সকলই প্রস্তুত;
তোমরা বিবাহের ভোজে আইস। ৫ কিন্তু তাহারা অবহেলা করিয়া
কেহ আপন ক্ষেত্রে, কেহ বা আপন ব্যাপারে চলিয়া গেল। ৬ অবশিষ্ট
সকলে তাঁহার দাসদিগকে ধরিয়া অপমান করিল ও বধ করিল।
৭ তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া সেই হত্যা-
কারীদের বিনষ্ট করিলেন, ও তাহাদের নগর পোড়াইয়া দিলেন।
৮ পরে তিনি আপন দাসদিগকে কহিলেন, বিবাহের ভোজ ত প্রস্তুত,
কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা যোগ্য ছিল না; ৯ অতএব তোমরা রাজ-
পথের মাথায় মাথায় গিয়া যত লোকের দেখা পাও, সকলকে বিবা-
হের ভোজে ডাকিয়া আন। ১০ তাহাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়া
ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পাইল, সকলকেই সংগ্রহ করিয়া
আনিল, তাহাতে বিবাহবাটী অতিথিগণে পরিপূর্ণ হইল। ১১ পরে রা-
জা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্যে ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্য-
ক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহবস্ত্র ছিল না; ১২ তিনি তাহাকে
কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ
করিলে? সে নিরুত্তর হইল। ১৩ তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহি-
লেন, উহার হাত পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরে অন্ধকারে ফেলিয়া দেও;
সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। ১৪ বাস্তবিক অনেকে আহূত, কিন্তু
অল্পই মনোনীত।যীশুর শত্রুদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর। ১৫ তখন
ফরীশীরা গিয়া মন্ত্রণা করিল, কিরূপে তাঁহাকে কথার ফাঁদে ফেলি-
তে পারে। ১৬ আর তাহারা হেরোদীয়দের সহিত আপনাদের শিষ্যগণ-
কে দিয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, গুরো, আমরা জানি, আপনি
সত্য, এবং সত্যরূপে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, এবং
আপনি কাহারও বিষয়ে ভীত নহেন, কেননা আপনি মনুষ্যের মুখা-
পেক্ষা করেন না। ১৭ ভাল, আমাদিগকে বলুন, আপনার মত কি?
কৈসরকে কর দেওয়া বিধেয় কিনা? ১৮ কিন্তু যীশু তাহাদের দুষ্টামি
বুঝিয়া কহিলেন, কপটীরা, আমার পরীক্ষা কেন করিতেছ? ১৯ সেই
করের মুদ্রা আমাকে দেখাও। তখন তাহারা তাঁহার নিকটে একটী
দিনার অনিল। ২০ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এই মূর্ত্তি ও এই নাম
কাহার? তাহারা বলিল, কৈসরের। ২১ তখন তিনি তাহাদিগকে কহি-
লেন, তবে কৈসরের যাহা যাহা, কৈসরকে দেও, আর ঈশ্বরের যাহা
যাহা, ঈশ্বরকে দেও। ২২ এই কথা শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিল, এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ২৩ সেই দিন সদ্দুকীরা-
যাহারা বলে পুনরুত্থান নাই- তাঁহার কাছে আসিল; ২৪ এবং তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিল, গুরো, মোশি বলিয়াছেন, কেহ যদি নিঃসন্তান হইয়া
মরে, তবে তাহার ভাই তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া আপন ভাইয়ের
জন্য বংশ উৎপন্ন করিবে। ২৫ ভাল, আমাদের মধ্যে সাতটী ভাই ছিল;
আর জৈষ্ঠ বিবাহের পর মরিয়া গেল, এবং সন্তান না হওয়াতে
আপন ভ্রাতার জন্য নিজ স্ত্রীকে রাখিয়া দিল। ২৬ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃ-
তি সপ্তম জন পর্য্যন্ত সেইরূপ করিল। ২৭ সকলের শেষে সে স্ত্রীও
মরিয়া গেল। ২৮ অতএব পুনরুত্থানে ঐ সাত জনের মধ্যে সে কাহার
স্ত্রী হইবে? সকলেই ত তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। ২৯ যীশু উত্তর
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা
না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম; ৩০ কেননা পুনরুত্থানে লো-

কে বিবাহ করে না, এবং বিবাহিতও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূত-
গণের ন্যায় থাকে। ৩১ কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর তোমা-
দিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? ৩২ তিনি
বলেন, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের
ঈশ্বর;" ঈশ্বর মৃতদের নহেন, কিন্তু জীবিতদের। ৩৩ এই কথা শুনিয়া
লোকসমূহ তাঁহার শিক্ষাতে চমৎকার জ্ঞান করিল। ৩৪ ফরীশীরা
যখন শুনিতে পাইল, তিনি সদ্দুকীদিগকে নিরুত্তর করিয়াছেন, তখন
তাহারা একসঙ্গে আসিয়া যুটিল। ৩৫ আর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি,
এক জন ব্যবস্থাবেত্তা, পরীক্ষা ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ৩৬ গু-
রো, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আজ্ঞা মহৎ? ৩৭ তিনি তাহাকে কহিলেন,
"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ,তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন
দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," ৩৮ এইটী মহৎ ও প্রথম
আজ্ঞা। ৩৯ আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য;"তোমার প্রতিবাসীকে আপনার
মত প্রেম করিবে।"

৪০ এই দুইটী অজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতে-
ছে।যীশুর শত্রুরা নিরুত্তর।

৪১ আর ফরীশীরা একত্র হইলে যীশু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,

৪২ খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কেমন বোধ হয়, তিনি কাহার সন্তান?
তাহারা বলিল, দায়ূদের।

৪৩ তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তবে দায়ূদ কি প্রকারে আত্মার
আবেশে তাঁহাকে প্রভু বলেন? তিনি বলেন,-

৪৪ "প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস,যাবৎ
আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদতলে না রাখি।"

৪৫ অতএব দায়ূদ যখন তাঁহাকে প্রভু বলেন, তখন তিনি কি প্রকা-
রে তাঁহার সন্তান?

৪৬ তখন কেহ তাঁহাকে কোন উত্তর দিতে পারিল না; আর সেই দিন
অবধি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল
না।

ফরীশীদের ও অধ্যাপকদের প্রতি যীশুর অনুযোগ।

২৩ তখন যীশু লোকসমূহকে ও নিজ শিষ্যদিগকে কহিলেন,
২ অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসেন। ৩ অতএব
তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে, তাহা পালন করিও, মানিও,
কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না; কেননা তাহারা বলে, কি-
ন্তু করে না।

৪ তাহারা ভারী দুর্ব্বহ বোঝা বাঁধিয়া লোকদের কাঁধে চাপাইয়া
দেয়, কিন্তু আপনারা অঙ্গুলি দিয়াও তাহা সরাইতে চাহে না। ৫ তাহা-
রা লোককে দেখাইবার জন্যই তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম করে; কেননা
তাহারা আপনাদের কবচ প্রশস্ত করে, এবং বস্ত্রের থোপ বড় করে,
৬ আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজ-গৃহে প্রধান প্রধান আসন, ৭ হাটে
বাজারে মঙ্গলবাদ, এবং লোকের কাছে রব্বি [গুরু] বলিয়া সম্ভা-
ষণ, এ সকল ভাল বাসে। ৮ কিন্তু তোমরা 'রব্বি' বলিয়া সম্ভাষিত
হইও না, কারণ তোমাদের গুরু এক জন, এবং তোমরা সকলে ভ্রা-
তা। ৯ আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিও না,
কারণ তোমাদের পিতা এক জন, তিনি সেই স্বর্গীয়। ১০ তোমরা
'আচার্য্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য্য এক
জন, তিনি খ্রীষ্ট। ১১ কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমা-
দের পরিচারক হইবে। ১২ আর যে কেহ, আপনাকে উচ্চ করে, তাহা-
কে নত করা যাইবে; আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে
উচ্চ করা যাইবে। ১৩ কিন্তু হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্
তোমাদিগকে! কারণ তোমরা মনুষ্যদের সম্মুখে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করি-
য়া থাক; ১৪ আপনারাও তাহাতে প্রবেশ কর না, এবং যাহারা প্রবেশ
করিতে আইসে, তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও না। ১৫ হা অধ্যাপক
ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ এক জনকে যি-
হূদী-ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও স্থলে পরিভ্রমণ
করিয়া থাক; আর যখন কেহ হয়, তখন তাহাকে তোমাদের অপেক্ষা
দ্বীগুণ নারকী করিয়া তুল। ১৬ হা অন্ধ পথ-দর্শকেরা, ধিক্ তোমাদি-
গকে! তোমরা বলিয়া থাক, কেহ মন্দিরের দিব্য করিলে তাহা কিছুই
নয়, কিন্তু যে কেহ মন্দিরস্থ স্বর্ণের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল।
১৭ মূঢ়েরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটী শ্রেষ্ঠ? স্বর্ণ, না সেই মন্দির,
যাহা স্বর্ণকে পবিত্র করিয়াছে? ১৮ আরও বলিয়া থাক, কেহ যজ্ঞবে-
দির দিব্য করিলে তাহা কিছুই নয়, কিন্তু যে কেহ তাহার উপরিস্থ
উপহারের দিব্য করিল, সে আবদ্ধ হইল। ১৯ হা অন্ধেরা, বল দেখি,
কোনটী শ্রেষ্ঠ? উপহার না সেই যজ্ঞবেদী, যাহা উপহারকে পবিত্র
করে? ২০ যে ব্যক্তি যজ্ঞবেদির দিব্য করে, সে ত বেদির ও তাহার
উপরিস্থ সমস্তেরই দিব্য করে। ২১ আর যে মন্দিরের দিব্য করে, সে
মন্দিরের, যিনি তথায় বাস করেন, তাঁহারও দিব্য করে। ২২ আর যে
স্বর্গের দিব্য করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের, এবং যিনি তাহাতে উপ-
বিষ্ট, তাঁহারও তাহারও দিব্য করে। ২৩ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ,
কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা পোদিনা, মৌরি ও জি-
রার দশমাংশ দিয়া থাক; আর ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর বিষয়-ন্যায়বি-
চার, দয়া ও বিশ্বাস- পরিত্যাগ করিয়াছ; কিন্তু এ সকল পালন করা,
এবং ঐ সকলও পরিত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। ২৪ অন্ধ
পথ- দর্শকেরা, তোমরা মশা ছাঁকিয়া ফেল, কিন্তু উট গিলিয়া থাক।
২৫ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ
তোমরা পানপাত্র ও ভোজনপাত্র বাহিরে পরিস্কার করিয়া থাক, কিন্তু
সেগুলির ভিতরে দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে ভরা। ২৬ অন্ধ ফরীশী, অগ্রে
পানপাত্র ও ভোজন পাত্র ভিতরে পরিস্কার কর, যেন তাহা বাহিরেও
পরিস্কার হয়। ২৭ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদি-
গকে! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের তুল্য; তাহা বাহিরে দে-
খিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ববপ্রকার
অশুচীতা ভরা। ২৮ তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্ম্মিক
বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কাপট্য ও অধর্ম্মে পরি-
পূর্ণ। ২৯ হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা, ধিক্ তোমাদিগকে!
কারণ তোমরা ভাববাদিগণের কবর গাঁথিয়া থাক, এবং ধার্ম্মিকগ-
ণের সমাধি-স্তম্ভ শোভিত করিয়া থাক, আর বলিয়া থাক, ৩০ আমরা
যদি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে থাকিতাম, তবে ভাববাদিগণের
রক্তপাতে তাঁহাদের সহভাগী হইতাম না। ৩১ ইহাতে তোমরা আপনা-
দের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদিগণকে বধ করি-
য়াছিল, তোমরা তাহাদেরই সন্তান। ৩২ তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরু-
ষদের পরিমাণ পূর্ণ কর। ৩৩ সর্পেরা, কালসর্পের বংশেরা, তোমরা
কেমন করিয়া বিচারে নরকদন্ড এড়াইবে? ৩৪ এই কারণ দেখ, আমি
তোমাদের নিকটে ভাববাদী, বিজ্ঞ ও অধ্যাপকদিগকে প্রেরণ করিব,
তাহাদের মধ্যে কতক জনকে তোমরা বধ করিবে ও ক্রুশে দিবে,
কতক জনকে তোমাদের সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে, এবং এক
নগর হইতে আর এক নগরে তাড়না করিবে, ৩৫ যেন পৃথিবীতে যত
ধার্ম্মিক লোকের রক্তপাত হইয়া আসিতেছে, সে সমস্ত তোমাদের
উপরে বর্ত্তে,- ধার্ম্মিক হেবলের রক্তপাত অবধি, বরখিয়ের পুত্র যে
সখরিয়কে তোমরা মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মধ্যস্থানে বধ করিয়াছি-
লে, তাঁহার রক্তপাত পর্য্যন্ত। ৩৬ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি,
এই কালের লোকদের উপরে এই সমস্তই বর্ত্তিবে। ৩৭ হা যিরূশালেম,
যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক, ও তোমার নিক-
টে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুটী যে-
মন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও
কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু
তোমরা সম্মত হইলে না। ৩৮ দেখ, তোমাদের গৃহ, তোমাদের নিমিত্ত

উৎসন্ন পড়িয়া রহিল। ৩৯ কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তো-
মরা এখন অবধি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্য্যন্ত না
বলিবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।”যিরূশালেমের
বিনাশ ও যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য।

২৪ পরে যীশু ধর্ম্মধাম হইতে বাহির হইয়া গমন করিতেছেন,
এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ধর্ম্মধামের গাঁথনি
সকল দেখাইবার জন্য নিকটে আসিলেন। ২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া
তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ না? আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথ-
রের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে। ৩ পরে তিনি জৈতুন
পর্ব্বতের উপরে বসিলে শিষ্যেরা বিরলে তাঁহার নিকটে আসিয়া
বলিলেন, আমাদিগকে বলুন দেখি, এই সকল ঘটনা কখন হইবে?
আর আপনার আগমনের এবং যুগান্তের চিহ্ন কি?

৪ যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখিও, কেহ যেন তো-
মাদিগকে না ভুলায়। ৫ কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে,
বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে। ৬ আর
তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; দেখিও, ব্যাকুল হইও
না; কেননা এ সকল অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। ৭ কারণ
জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে
স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। ৮ কিন্তু এই সকলই যাতনার আরম্ভ
মাত্র। ৯ সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ
করিবে, ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয়
জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। ১০ আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পা-
ইবে, এক জন অন্যকে সমর্পণ করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ করি-
বে। ১১ আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে।
১২ আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হই-
য়া যাইবে। ১৩ কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সে পরিত্রান
পাইবে। ১৪ আবার সর্ব্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের
এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ
উপস্থিত হইবে। ১৫ অতএব যখন দেখিবে, ধ্বংসের যে ঘৃণার্হ বস্তু দা-
নিয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহা পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া
আছে,- যে জন পাঠ করে সে বুঝুক, ১৬ -তখন যাহারা যিহূদিয়াতে
থাকে, তাহারা পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করুক; ১৭ যে কেহ ছাদের
উপরে থাকে, সে গৃহ হইতে জিনিসপত্র লইবার জন্য নীচে না নামুক;
১৮ আর যে কেহ ক্ষেত্রে থাকে, সে আপন বস্ত্র লইবার নিমিত্ত পশ্চা-
তে ফিরিয়া না আসুক। ১৯ হায়, সেই সময়ে গর্ব্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী-
দিগের সন্তাপ হইবে! ২০ আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পলায়ন
শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে না ঘটে। ২১ কেননা তৎকালে এরূপ
“মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত
কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না”। ২২ আর সেই দিনের সংখ্যা
যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না;
কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে।
২৩ তখন যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা
ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিও না। ২৪ কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত
ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত
লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলা-
ইবে। ২৫ দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম। ২৬ অতএব লো-
কে যদি তোমাদিগকে বলে, ‘দেখ, তিনি প্রান্তরে,’ তোমরা বাহিরে
যাইও না; ‘দেখ, তিনি অন্তরাগারে,’ তোমরা বিশ্বাস করিও না।
২৭ কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিক
পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে। ২৮ যেখান
মড়া থাকে সেইখানে শকুন যুটিবে। ২৯ আর সেই সময়ের ক্লেশের
পরেই “সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্রও জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে
তারাগণের পতন হইবে ও আকাশমন্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত
হইবে”। ৩০ আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর
তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে, এবং “মনুষ্যপুত্রকে
আকাশীয় মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে” দেখিবে।
৩১ আর তিনি মহা তূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করি-
বেন; তাঁহারা আকাশের এক সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার
মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন। ৩২ ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ;
যখন তাহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন তোমরা জা-
নিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; ৩৩ সেইরূপ তোমরা ঐ সকল ঘটনা
দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত। ৩৪ আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না,
যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। ৩৫ আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হই-
বে কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। ৩৬ কিন্তু সেই দি-
নের ও সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না,
পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন। ৩৭ বাস্তবিক নোহের সময়ে
যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে। ৩৮ কারণ
জলপ্লাবনের সেই পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন
পর্য্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান্ করিত, বিবাহ করিত, ও বিবা-
হিত হইত, ৩৯ এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকল-
কে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।

৪০ তখন দুই জন ক্ষেত্রে থাকিবে, এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং
অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।

৪১ দুইটী স্ত্রীলোক যাঁতা পিষিবে, এক জনকে লওয়া যাইবে, এবং
অন্য জনকে ছাড়িয়া যাওয়া হইবে।

৪২ অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসি-
বেন, তাহা তোমরা জান না।

৪৩ কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসিবে, তাহা যদি গৃহক-
র্ত্তা জানিত, তবে জাগিয়া থাকিত, নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দিত না।

৪৪ এইজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দন্ড তোমরা মনে
করিবে না, সেই দন্ডেই মনুষ্যপুত্র আসিবেন।

৪৫ এখন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান্ দাস কে, যাহাকে তাহার প্রভু
নিজ পরিজনের উপরে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন সে তাহাদিগকে
উপযুক্ত সময়ে খাদ্য দেয়?

৪৬ ধন্য সেই দাস, যাহাকে তাহার প্রভু আসিয়া সেইরূপ করিতে দে-
খিবেন।

৪৭ আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তিনি তাহাকে আপন সর্ব্ব-
স্বের অধ্যক্ষ করিবেন।

৪৮ কিন্তু সেই দুষ্ট দাস যদি মনে মনে বলে, ‘আমার প্রভুর আসিবার
বিলম্ব আছে,’

৪৯ আর যদি আপন সহদাসদিগকে মারিতে, এবং মত্ত লোকদের
সঙ্গে ভোজন ও পান করিতে, আরম্ভ করে, ৫০ তবে যে দিন সে অপে-
ক্ষা না করিবে, এবং যে দন্ড সে না জানিবে, সেই দিন সেই দন্ডে সেই
দাসের প্রভু আসিবেন; ৫১ আর তাহাকে দ্বিখন্ড করিয়া কপটীদের
মধ্যে তাহার অংশ নিরূপন করিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
হইবে।

বিচার- দিনের বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা।

২৫ তখন স্বর্গ-রাজ্য এমন দশটী কুমারীর তুল্য বলিতে হইবে,
যাহারা আপন আপন প্রদীপ লইয়া বরের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে বাহির হইল। ২ তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন নির্ব্বুদ্ধি, আর পাঁচ
জন সুবুদ্ধি ছিল। ৩ কারণ যাহারা নির্ব্বুদ্ধি, তাহারা আপন আপন প্র-
দীপ লইল, সঙ্গে তৈল লইল না;

৪ কিন্তু সুবুদ্ধিরা আপন আপন প্রদীপের সহিত পাত্রে করিয়া তৈল
লইল। ৫ আর বড় বিলম্ব করাতে সকলে ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমাইয়া

পড়িল। ৬ পরে মধ্য রাত্রে এই উচ্চরব হইল, দেখ, বর! তাঁহার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও। ৭ তাহাতে সেই কুমারীরা সকলে উঠিল,
এবং আপন আপন প্রদীপ সাজাইল। ৮ আর নির্বুদ্ধিরা সুবুদ্ধিদিগকে
বলিল, তোমাদের তৈল হইতে আমাদিগকে কিছু দেও, কেননা
আমাদের প্রদীপ নিবিয়া যাইতেছে। ৯ কিন্তু সুবুদ্ধিরা উত্তর করিয়া
কহিল, হয় ত তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলাইবে না; তোমরা
বরং বিক্রেতাদের নিকটে গিয়া আপনাদের জন্য ক্রয় কর। ১০ তাহা-
রা ক্রয় করিতে যাইতেছে, ইতিমধ্যে বর আসিলেন; এবং যাহারা প্র-
স্তুত ছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে বিবাহবাটীতে প্রবেশ করিল; ১১ শেষে
অন্য সকল কুমারীও আসিয়া কহিতে লাগিল, প্রভু, প্রভু, আমাদিগ-
কে দ্বার খুলিয়া দিউন। ১২ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, তোমা-
দিগকে সত্য কহিতেছি, আমি তোমাদিগকে চিনি না। ১৩ অতএব জা-
গিয়া থাক; কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই দন্ড জান না। ১৪ কারণ
মনে কর, যে কোন ব্যক্তি বিদেশে যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগ-
কে ডাকিয়া নিজ সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৫ তিনি
এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত এবং আর এক
জনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি' তাহাকে তদনুসারে দিলেন;
পরে বিদেশ চলিয়া গেলেন। ১৬ যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখ-
নই গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত লাভ
করিল। ১৭ যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল, সেও তদ্রূপ করিয়া আর দুই
তালন্ত লাভ করিল। ১৮ কিন্তু যে এক তালন্ত পাইয়াছিল, সে গিয়া ভূ-
মিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া আপন প্রভুর টাকা লুকাইয়া রাখিল। ১৯ দীর্ঘকাল
পর সেই দাসদিগের প্রভু আসিয়া তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লই-
লেন। ২০ তখন যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে আসিয়া আরও পাঁচ
তালন্ত আনিয়া কহিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে পাঁচ তালন্ত সম-
র্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর পাঁচ তালন্ত লাভ করিয়াছি। ২১ তা-
হার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বি-
ষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করিব;
তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও। ২২ পরে যে দুই তালন্ত পা-
ইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনি আমার নিকটে দুই তা-
লন্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; দেখুন, আর দুই তালন্ত লাভ করিয়াছি।
২৩ তাহার প্রভু তাহাকে কহিলেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি
অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হইলে, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত
করিব; তুমি আপন প্রভুর আনন্দের সহভাগী হও। ২৪ পরে যে এক
তালন্ত পাইয়াছিল, সেও আসিয়া কহিল, প্রভু, আমি জানিতাম,
আপনি কঠিন লোক; যেখানে বুনেন নাই, সেইখানে কাটিয়া থাকেন,
ও যেখানে ছড়ান নাই, সেইখানে কুড়াইয়া থাকেন। ২৫ তাই আমি
ভীত হইয়া গিয়া আপনার তালন্ত ভূমির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছি-
লাম; দেখুন, আপনার যাহা আপনি পাইলেন। ২৬ কিন্তু তাহার প্রভু
উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে,
আমি যেখানে বুনি নাই, সেইখানে কাটি, এবং যেখানে ছড়াই নাই,
সেইখানে কুড়াই? ২৭ তবে পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রাখিয়া
দেওয়া তোমার উচিত ছিল; তাহা করিলে আমি আসিয়া আমার যা-
হা তাহা সুদের সহিত পাইতাম। ২৮ অতএব তোমরা ইহার নিকট হই-
তে ঐ তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে দেও;
২৯ কেননা যেকোন ব্যক্তির নিকটে আছে, তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে
তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও
তাহার নিকট হইতে নীত হইবে। ৩০ আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাস-
কে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ
হইবে। ৩১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতা-
পে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন।
৩২ আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি
তাহাদের এক জন হইতে অন্য জনকে পৃথক্ করিবেন, যেমন পাল-
রক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক্ করে; ৩৩ আর তিনি মেষদিগকে আপ-
নার দক্ষিণদিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন। ৩৪ তখন রাজা
আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার
পিতার আশীর্ব্বাদ- পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের
জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। ৩৫ কেননা আমি
ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পি-
পাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হই-
য়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; ৩৬ বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম,
আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে, পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার
তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিক-
টে আসিয়াছিলে, ৩৭ তখন ধার্ম্মিকেরা তাঁহাকে উত্তর করিয়া বলিবে,
প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা
পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? ৩৮ কবেই বা আপনাকে
অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরা-
ইয়াছিলাম? ৩৯ কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখি-
য়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম?
৪০ তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদি-
গকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের- এই ক্ষুদ্রতমদিগের-
মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি
করিয়াছিলে।
৪১ পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্র-
স্থ সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগ-
ণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।
৪২ কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে
আহার দেও নাই; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাও
নাই;
৪৩ অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন
হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাও নাই; পীড়িত ও কারাগারস্থ
হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই।
৪৪ তখন তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষু-
ধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারা-
গারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্য্যা করি নাই?
৪৫ তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদি-
গকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের কোন এক জনের
প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রতি কর নাই।
৪৬ পরে ইহারা অনন্ত দন্ডে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ
করিবে।যীশুর শেষ দুঃখভোগ ও মৃত্যু।
২৬ তখন যীশু এই সকল কথা শেষ করিলেন, তিনি আপন শি-
ষ্যদিগকে কহিলেন, ২ তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপ-
র্ব্ব আসিতেছে, আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হইবার জন্য সমর্পিত হই-
তেছেন। ৩ তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা
নামক মহাযাজকের প্রাঙ্গনে একত্র হইল;
৪ আর এই মন্ত্রণা করিল, যেন ছলে যীশুকে ধরিয়া বধ করিতে
পারে। ৫ কিন্তু তাহারা কহিল, পর্ব্বের সময় নয়, পাছে লোকদের
মধ্যে গন্ডগোল বাধে।যীশুর অভিষেক। ৬ যীশু তখন বৈথনিয়ায় কু-
ষ্ঠি শিমোনের বাটীতে ছিলেন, ৭ তখন একটী স্ত্রীলোক শ্বেত প্রস্তরের
পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার নিকটে আসিল, এবং তিনি
ভোজনে বসিলে তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিল। ৮ কিন্তু তাহা দেখিয়া
শিষ্যেরা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এ অপব্যয় কেন? ৯ ইহা ত অনেক
টাকায় বিক্রয় করিয়া তাহা দরিদ্রদিগকে দিতে পারা যাইত। ১০ কিন্তু
যীশু তাহা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, স্ত্রীলোকটীকে কেন দুঃখ
দিতেছ? এ ত আমার প্রতি সৎকার্য্য করিল। ১১ কেননা দরিদ্রেরা
তোমাদের কাছে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্ব্বদা পাই-
বে না। ১২ বস্তুতঃ আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দে-
ওয়াতে এ আমার সমাধির উপযোগী কর্ম্ম করিল। ১৩ আমি তোমাদি-

গকে সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোন স্থানে এই সুসমাচার
প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে ইহার এই কর্ম্মের কথাও ইহার স্মরণার্থে
বলা যাইবে। ১৪ তখন বারো জনের মধ্যে এক জন, যাহাকে ঈস্করি-
য়োতীয় যিহূদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকদের নিকটে গিয়া কহিল,
১৫ আমাকে কি দিতে চান, বলুন, আমি তাহাকে আপনাদের হস্তে
সমর্পণ করিব। তাহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যখন্ড তৌল করিয়া দিল।
১৬ আর সেই সময় অবধি সে তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্য সুযোগ
অন্বেষণ করিতে লাগিল।নিস্তারপর্ব্ব পালন ও প্রভুর ভোজ স্থাপন।
১৭ পরে তাড়ীশুন্য রুটীর পর্ব্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর নিকটে
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিমিত্ত আমরা কোথায় নিস্তা-
রপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করিব? আপনার ইচ্ছা কি? ১৮ তিনি কহিলেন,
তোমরা নগরের অমুক ব্যক্তির নিকটে যাও, আর তাহাকে বল, গুরু
কহিতেছেন, আমার সময় সন্নিকট; আমি তোমারই গৃহে আমার শি-
ষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্ব পালন করিব। ১৯ তাহাতে শিষ্যেরা যীশুর
আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিলেন, ও নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত
করিলেন। ২০ পরে সন্ধ্যা হইলে তিনি সেই বারো জন শিষ্যের সহিত
ভোজনে বসিলেন। ২১ আর তাঁহাদের ভোজন সময়ে কহিলেন, আমি
তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে
সমর্পণ করিবে। ২২ তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রত্যেক জন
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভু, সে কি আমি? ২৩ তিনি উত্তর করি-
লেন, যে আমার সঙ্গে ভোজনপাত্রে হাত ডুবাইল, সেই আমাকে সম-
র্পণ করিবে। ২৪ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লিখিত আছে, তেমনি তি-
নি যাইতেছেন; কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা মনুষ্যপুত্র সম-
র্পিত হন; সেই মানুষের জন্ম না হইলে তাহার পক্ষে ভাল ছিল।
২৫ তখন যে তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সেই যিহূদা কহিল, রব্বি, সে কি
আমি? তিনি কহিলেন, তুমিই বলিলে। ২৬ পরে তাঁহারা ভোজন করি-
তেছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী লইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন,
এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, আর কহিলেন, লও, ভোজন কর, ইহা
আমার শরীর। ২৭ পরে তিনি পানপত্র লইয়া ধন্যবাদপূর্ব্বক তাঁহাদিগ-
কে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলে ইহা হইতে পান কর; ২৮ কারণ
ইহা আমার রক্ত, নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা অনেকের জন্য, পাপমো-
চনের নিমিত্ত পাতিত হয়। ২৯ আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি,
এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব
না, সেই দিন পর্য্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের
সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব। ৩০ পরে তাঁহারা গীত গান করিয়া বাহির
হইয়া জৈতুন পর্ব্বতে গেলেন। ৩১ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন,
এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাতে বিঘ্ন পাইবে; কেননা লেখা
আছে, “আমি পালরক্ষককে আঘাত করিব, তাহাতে পালের মেষেরা
ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।” ৩২ কিন্তু উত্থিত হইলে পর আমি তোমাদের
অগ্রে গালীলে যাইব। ৩৩ পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, যদি
সকলে আপনাতে বিঘ্ন পায়, আমি কখনও বিঘ্ন পাইব না। ৩৪ যীশু
তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, এই রাত্রিতে কুকু-
ড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে। ৩৫ পি-
তর তাঁহাকে কহিলেন, যদি আপনার সহিত মরিতেও হয়, কোন মতে
আপনাকে অস্বীকার করিব না। সেইরূপ সকল শিষ্যই কহিলেন।গে-
ৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্ম্মান্তিক দুঃখ। ৩৬ তখন যীশু তাঁহাদের
সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগ-
কে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তো-
মরা এখানে বসিয়া থাক। ৩৭ পরে তিনি পিতরকে ও সিবদিয়ের দুই
পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগি-
লেন। ৩৮ তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত
দুঃখার্ত্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক।
৩৯ পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুর হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া
কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র
আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক,
তোমার ইচ্ছা মত হউক।

৪০ পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘু-
মাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরকে কহিলেন, এ কি? এক
ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না?

৪১ জাগিয়া থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা
ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্ব্বল।

৪২ পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার
পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক।

৪৩ পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়া-
ছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল।

৪৪ আর তিনি পুনরায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পুর্ব্ব-
মত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।

৪৫ তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমার
নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের
হস্তে সমর্পিত হন।

৪৬ উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পণ করিতে-
ছে, সে নিকটে আসিয়াছে।যীশু শত্রুদের হস্তে সমর্পিত হন।

৪৭ তিনি যখন কথা কহিতেছেন, দেখ, যিহূদা, সেই বারো জনের
এক জন, আসিল, এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক, খড়্গ ও যষ্টি লই-
য়া প্রধান যাজকদের ও লোকদের প্রাচীনবর্গের নিকট হইতে
আসিল।

৪৮ যে তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত
বলিয়াছিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি, তোমরা তাহা-
কে ধরিবে।

৪৯ সে তখনই যীশুর নিকটে গিয়া বলিল, রব্বি, নমস্কার, আর তাঁ-
হাকে আগ্রহপুর্ব্বক চুম্বন করিল। ৫০ যীশু তাহাকে কহিলেন, মিত্র,
যাহা করিতে আসিয়াছ, কর। তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর
উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ধরিল। ৫১ আর দেখ, যীশুর সঙ্গী-
দের মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়াইয়া খড়্গ বাহির করিলেন, এবং মহা-
যাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার একটা কাণ কাটিয়া ফেলি-
লেন। ৫২ তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার খড়্গ পুনরায় স্বস্থানে
রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে, তাহারা খড়্গ দ্বারা
বিনিষ্ট হইবে। ৫৩ আর তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতার
কাছে বিনতি করিলে তিনি এখনই আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপে-
ক্ষা অধিক দূত পাঠাইয়া দিবেন না? ৫৪ কিন্তু তাহা করিলে কেমন
করিয়া শাস্ত্রীয় এই বচন সকল পূর্ণ হইবে যে, এরূপ হওয়া আব-
শ্যক? ৫৫ সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, লোকে যেমন
দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে
ধরিতে আসিলে? আমি প্রতিদিন ধর্ম্মধামে বসিয়া উপদেশ দিয়াছি,
তখন ত আমাকে ধরিলে না। ৫৬ কিন্তু এ সমস্ত ঘটিল, যেন ভাববাদি-
গণের লিখিত বচনগুলি পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাকে ছা-
ড়িয়া পলাইয়া গেলেন।মহাযাজকের সম্মুখে যীশুর বিচার। ৫৭ আর
যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে মহাযাজক কায়াফার
কাছে লইয়া গেল; সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হই-
য়াছিল। ৫৮ আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজ-
কের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, এবং শেষে কি হয়, তাহা দেখি-
বার জন্য ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন। ৫৯ তখন প্র-
ধান যাজকগণ এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করিবার জন্য তাঁ-
হার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য অন্বেষণ করিল, ৬০ কিন্তু অনেক মিথ্যাসা-
ক্ষী আসিয়া যুটিলেও তাহা পাইল না। ৬১ অবশেষে দুই জন আসিয়া
বলিল, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলি-
তে, আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি। ৬২ তখন মহাযা-

জক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি কিছুই উত্তর দিবে
না? তোমার বিরুদ্ধে ইহারা কি সাক্ষ্য দিতেছে? ৬৩ কিন্তু যীশু নীরব
রহিলেন। মহাযাজক তাঁহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্ব-
রের নামে দিব্য দিতেছি, আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট,
ঈশ্বরের পুত্র? ৬৪ যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিলে; আরও আমি
তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্র-
মের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে
দেখিবে। ৬৫ তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন, এ ঈশ্বর
নিন্দা করিল, আর সাক্ষীতে আমাদের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন
তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনিলে; ৬৬ তোমাদের কি বিবেচনা হয়? তাহারা
উত্তর করিয়া কহিল, এ মরিবার যোগ্য। ৬৭ তখন তাহারা তাঁহার মুখে
থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুসি মারিল; ৬৮ আর কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার
করিয়া কহিল, রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল্, কে তোকে
মারিল?পিতর যীশুকে তিন বার অস্বীকার করেন। ৬৯ ইতিমধ্যে পি-
তর বাহিরে প্রাঙ্গণে বসিয়াছিলেন; আর এক জন দাসী তাঁহার নিক-
টে আসিয়া কহিল, তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে। ৭০ কিন্তু
তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, তুমি কি বলি-
তেছ. আমি বুঝিতে পারিলাম না। ৭১ তিনি ফটকের নিকটে গেলে
আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, এ
ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল। ৭২ তিনি আবার অস্বীকার
করিলেন, দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।
৭৩ আর অল্পক্ষণ পরে, যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আসিয়া
পিতরকে কহিল, সত্যই তুমিও তাহাদের এক জন, কেননা তোমার
ভাষা তোমার পরিচয় দিতেছে। ৭৪ তখন তিনি অভিশাপ পূর্ব্বক
শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না। তখনই
কুকুড়া ডাকিয়া উঠিল। ৭৫ তাহাতে যীশু এই যে কথা বলিয়াছিলেন,
‘কুকুড়া ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি তিন বার আমাকে অস্বীকার করিবে,’
তাহা পিতরের মনে পড়িল; এবং তিনি বাহিরে গিয়া অত্যন্ত রোদন
করিলেন।

২৭ প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সক-
লে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা
করিল; ২ আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নি-
কটে সমর্পণ করিল।ঈস্করিয়োতীয় যিহূদার আত্মহত্যা। ৩ তখন যিহূ-
দা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে তখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁ-
হার দন্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা
প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া দিল, আর কহিল,
নির্দ্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি।
৪ তাহারা বলিল, আমাদের কি? তুমি তাহা বুঝিবে। ৫ তখন সে ঐ
মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গিয়া গলায়
দড়ি দিয়া মরিল। ৬ পরে প্রধান যাজকেরা সেই সকল মুদ্রা লইয়া
কহিল, ইহা ভান্ডারে রাখা বিধেয় নয়, কারণ ইহা রক্তের মূল্য। ৭ পরে
তাহারা মন্ত্রণা করিয়া বিদেশীদের কবর দিবার জন্য ঐ টাকায় কুম্ভ-
কারের ক্ষেত্র ক্রয় করিল। ৮ এই জন্য অদ্য পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্রকে
রক্তক্ষেত্র বলে। ৯ তখন যিরমিয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ
হইল, “আর তাহারা সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা লইল; তাহা তাঁহার মূল্য,
যাঁহার মূল্য নিরূপিত হইয়াছিল, ইস্রায়েল- সন্তানদের কতক লোক
যাঁহার মূল্য নিরূপন করিয়াছিল; ১০ তাহারা সেগুলি লইয়া কুম্ভকা-
রের ক্ষেত্রের জন্য দিল, যেমন প্রভু আমার প্রতি আদেশ করিয়াছি-
লেন।”দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে যীশুর বিচার। ১১ ইতিমধ্যে যীশুকে দে-
শাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, তুমি কি যিহূদীদের রাজা? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তুমিই
বলিলে। ১২ আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপরে
দোষারোপ করিতেছিল, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ১৩ তখন
পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বি-
পক্ষে কত বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে? ১৪ তিনি তাঁহাকে এক কথারও
উত্তর দিলেন না; ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন।
১৫ আর দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল, পর্ব্বের সময়ে তিনি জনসমূহের
জন্য এমন এক জন বন্দিকে মুক্ত করিতেন, যাহাকে তাহারা চাহিত।
১৬ সেই সময়ে তাহাদের এক জন প্রসিদ্ধ বন্দী ছিল, তাহার নাম বা-
রাব্বা। ১৭ অতএব তাহারা একত্র হইলে পীলাত তাহাদিগকে কহি-
লেন, তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তামদের জন্য কাহাকে মুক্ত করিব?
বারাব্বাকে, না যীশুকে, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে? ১৮ কারণ তিনি জানি-
তেন, তাহারা হিংসা বশতঃ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। ১৯ তিনি বি-
চারাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিয়া পা-
ঠাইলেন, সেই ধার্ম্মিকের প্রতি তুমি কিছুই করিও না; কারণ আমি
আজ স্বপ্নে তাঁহার জন্য অনেক দুঃখ পাইয়াছি। ২০ আর প্রধান যাজ-
কেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকসমূহকে প্রবৃত্তি দিল, যেন তাহারা বারাব্বা-
কে চাহিয়া লয় ও যীশুকে সংহার করে। ২১ তখন দেশাধ্যক্ষ তাহাদি-
গকে কহিলেন, তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুই জনের মধ্যে কাহাকে
ছাড়িয়া দিব? তাহারা কহিল, বারাব্বাকে। ২২ পীলাত তাহাদিগকে
বলিলেন, তবে যীশু, যাহাকে খ্রীষ্ট বলে, তাহাকে কি করিব? তাহারা
সকলে কহিল, উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। ২৩ তিনি কহিলেন, কেন?
সে কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা আরও চেঁচাইয়া বলিল,
উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক। ২৪ পীলাত যখন দেখিলেন, তাঁহার চেষ্টা
বিফল, বরং আরও গোলযোগ হইতেছে, তখন জল লইয়া লোক-
দের সাক্ষাতে হাত ধুইয়া কহিলেন, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের
সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমারই তাহা বুঝিবে। ২৫ তাহাতে সমস্ত লোক
উত্তর করিল, উহার রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের
উপরে বর্ত্তুক। ২৬ তখন তিনি তাহাদের জন্য বারাব্বাকে ছাড়িয়া দি-
লেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করি-
লেন। ২৭ তখন দেশাধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গি-
য়া তাঁহার নিকটে সমুদয় সেনাদল একত্র করিল। ২৮ আর তাহারা তাঁ-
হার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে একখান লোহিত বস্ত্র পরিধান করা-
ইল। ২৯ আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল, ও তাঁহার
দক্ষিণ হস্তে এক গাছ নল দিল; পরে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া,
তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, ‘যিহূদি-রাজ, নমস্কার!’ ৩০ আর তা-
হারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া, তাঁহার মস্তকে
আঘাত করিতে লাগিল। ৩১ আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্র-
খানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহার আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া
দিল, এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল।যীশুর ক্রুশারো-
পণ ও মৃত্যু। ৩২ আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে এক জন কু-
রীনীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই, তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার
জন্য বেগার ধরিল। ৩৩ পরে গলগথা নামক স্থানে, অর্থাৎ যাহাকে মা-
থার খুলির স্থান বলে, ৩৪ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পি-
ত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা আস্বাদন করিয়া
পান করিতে চাহিলেন না। ৩৫ পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া তাঁহার
বস্ত্র সকল গুলিবাঁটপূর্ব্বক অংশ করিয়া লইল; ৩৬ এবং সেখানে
বসিয়া তাঁহাকে চৌকি দিতে লাগিল। ৩৭ আর উহারা তাঁহার মস্তকের
উপরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল,‘এ
ব্যক্তি যীশু, যিহূদীদের রাজা’। ৩৮ তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে
ক্রুশে বিদ্ধ হইল, এক জন দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে।
৩৯ তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহা-
রা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল,
৪০ ওহে, তুমি না মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁ-
থিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর; যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ হইতে
নামিয়া আইস।
৪১ আর সেইরূপ প্রধান যাজকেরা অধ্যাপকগণের ও প্রচীনবর্গের
সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল,

৪২ ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, আপনাকে রক্ষা
করিতে পারে না; ও ত ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া
আইসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব;
৪৩ ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, এখন তিনি নিস্তার করুন, যদি উহাকে
চান; কেননা ও বলিয়াছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।
৪৪ আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা-
রাও সেইরূপ তাঁহাকে তিরস্কার করিল।
৪৫ পরে বেলা ছয় ঘটিকা হইতে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ
অন্ধকারময় হইয়া রহিল।
৪৬ আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া
কহিলেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর
আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"
৪৭ তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ
সেই কথা শুনিয়া কহিল, এ ব্যক্তি এলিয়কে ডাকিতেছে।
৪৮ আর তাহাদের এক জন অমনি দৌড়িয়া গেল, এক খান স্পঞ্জ
লইয়া তাহাতে সিরকা ভরিল, এবং একটা নলে লাগাইয়া তাঁহাকে
পান করিতে দিল।
৪৯ কিন্তু অন্য সকলে কহিল থাক্, দেখি, এলিয় উহাকে রক্ষা করি-
তে আইসেন কি না। ৫০ পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া
নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন। ৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিনী
উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও
শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর
অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; ৫৩ এবং তাঁহার
পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্র-
বেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন। ৫৪ শতপতি এবং
যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও
আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল,
সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। ৫৫ আর সেখানে অনেক স্ত্রীলোক
ছিলেন, দূর হইতে দেখিতেছিলেন; তাঁহারা যীশুর পরিচর্য্যা করিতে
করিতে গালীল হইতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলেন। ৫৬ তাঁ-
হাদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের ও যোষির মাতা মরিয়ম,
এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা ছিলেন।যীশুর সমাধি। ৫৭ পরে সন্ধ্যা
হইলে অরিমথিয়ার এক জন ধনবান্ লোক আসিলেন, তাঁহার নাম
যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন। ৫৮ তিনি পীলাতের
নিকট গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন। তখন পীলাত তাহা দিতে
আজ্ঞা করিলেন। ৫৯ তাহাতে যোষেফ দেহটী লইয়া পরিস্কার চাদরে
জড়াইলেন, ৬০ এবং আপনার নূতন কবরে রাখিলেন- যাহা তিনি শৈ-
লে খুদিয়াছিলেন- আর কবরের দ্বারে একখান বড় পাথর গড়াইয়া
দিয়া চলিয়া গেলেন। ৬১ মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে
ছিলেন, তাঁহারা কবরের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। ৬২ পরদিন, অর্থাৎ
আয়োজন-দিনের পরদিবস, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলা-
তের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, ৬৩ আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই
প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব।
৬৪ অতএব তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা
করুন; পাছে তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া
যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগনের মধ্য হইতে উঠিয়া-
ছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে।
৬৫ পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের নিকটে প্রহরি-দল
আছে; তোমরা গিয়া যথাসাধ্য রক্ষা কর। ৬৬ তাহাতে তাহারা গিয়া
প্রহরি-দলের সহিত সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়া কবর রক্ষা করিতে লা-
গিল।কবর হইতে যীশুর উত্থান ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ
আজ্ঞা।
২৮ বিশ্রামদিন অবসান হইল, সপ্তাহের প্রথম দিনের ঊষারম্ভে,
মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখিতে আসিলেন।
২ আর দেখ, মহা-ভূমিকম্প হইল; কেননা প্রভুর এক দূত স্বর্গ হইতে
নামিয়া আসিয়া সেই পাথরখান সরাইয়া দিলেন, এবং তাহার উপরে
বসিলেন। ৩ তাঁহার দৃশ্য বিদ্যুতের ন্যায়, এবং তাঁহার বস্ত্র হিমের ন্যায়
শুভ্রবর্ণ।
৪ তাঁহার ভয়ে প্রহরিগণ কাঁপিতে লাগিল, ও মৃতবৎ হইয়া পড়িল।
৫ সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টীকে কহিলেন, তোমরা ভয় করিও না, কে-
ননা আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর অন্বেষণ করিতেছ।
৬ তিনি এখানে নাই; কেননা তিনি উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন;
আইস, প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থান দেখ। ৭ আর শীঘ্র গিয়া
তাঁহার শিষ্যদিগকে বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন,
এবং দেখ, তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে
দেখিতে পাইবে; দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ৮ তখন তাঁহারা
সভয়ে ও মহানন্দে শীঘ্র কবর হইতে প্রস্থান করিয়া তাঁহার শিষ্যদিগ-
কে সংবাদ দিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। ৯ আর দেখ, যীশু তাঁহাদের
সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক; তখন তাঁহারা
নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রনাম করিলেন।
১০ তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, ভয় করিও না; তোমরা যাও,
আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দেও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখা-
নে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইবে। ১১ তাঁহারা যাইতেছেন, ইতিমধ্যে
দেখ, প্রহরি-দলের কেহ কেহ নগরে গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে
সমস্ত বিবরণ প্রধান যাজকদিগকে জানাইল। ১২ তখন তাহারা প্রাচী-
নবর্গের সহিত একত্র হইয়া ও মন্ত্রণা করিয়া ঐ সেনাগণকে অনেক
টাকা দিল, ১৩ কহিল, তোমরা বলিও যে, তাহার শিষ্যগণ রাত্রিকালে
আসিয়া, যখন আমরা নিদ্রাগত ছিলাম, তখন তাহাকে চুরি করিয়া
লইয়া গিয়াছে। ১৪ আর যদি এ কথা দেশাধ্যক্ষের কর্ণগোচর হয়,
তবে আমরাই তাঁহাকে বুঝাইয়া তোমাদের ভাবনা দূর করিব।
১৫ তখন তাহারা সেই টাকা লইয়া, যেরূপ শিক্ষা পাইল, সেইরূপ কা-
র্য্য করিল। আর যিহূদীদের মধ্যে সেই জনরব রটিয়া গেল, তাহা
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ১৬ পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূ-
পিত পর্ব্বতে গমন করিলেন, ১৭ আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রনাম করি-
লেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। ১৮ তখন যীশু নিকটে আসি-
য়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত
কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। ১৯ অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জা-
তিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নাম তাহাদিগ-
কে বাপ্তাইজ কর; ২০ আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি,
সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই
যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

ৰোমীয়া

১ পৌল, যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের
জন্য পৃথককৃত- ২ যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভা-
ববাদিগণের দ্বারা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; ৩ তাহা তাহার পুত্র
বিষয়ক, যিনি মাংসের সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত,
৪ যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপ-
রাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; ৫ তিনি যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের প্র-
ভু, যাঁহার দ্বারা আমরা তাঁহার নামের পক্ষে সকল জাতির মধ্যে বি-
শ্বাসের আজ্ঞাবহতার উদ্দেশে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি;
৬ তাহাদের মধ্যে তোমরাও আছ, যীশু খ্রীষ্টের আহূত লোক- ৭ রোমে
ঈশ্বরের প্রিয় আহূত পবিত্র যত লোক আছেন, সেই সর্ব্বজন সমী-
পেষু|আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক| ৮ প্রথমতঃ আমি যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তোমাদের
সকলের জন্য আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি যে, তোমাদের বি-
শ্বাস সমস্ত জগতে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে| ৯ কারণ ঈশ্বর, যাঁহার
আরাধনা আমি আপন আত্মাতে তাঁহার পুত্রের সুসমাচারে করিয়া
থাকি, তিনি আমার সাক্ষী যে, আমি নিরন্তর তোমাদের নাম উল্লেখ
করিয়া থাকি, ১০ আমার প্রার্থনাকালে আমি সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিয়া
থাকি, যেন এত কালের পরে সম্প্রতি কোন প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছায়
তোমাদের নিকটে যাইবার বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি| ১১ কেননা
আমি তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদিগ-
কে এমন কোন আত্মিক বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত
হও; ১২ অর্থাৎ যাহাতে তোমাদের ও আমার, উভয় পক্ষের, আন্তরিক
বিশ্বাস দ্বারা তোমাদিগেতে আমি আপনিও সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস পাই|
১৩ আর হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা এ বিষয় অজ্ঞাত
থাক, আমি বার বার তোমাদের কাছে আসিবার মনস্থ করিয়াছি-
আর এ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়া আসিয়াছি- যেন পরজাতীয় অন্য
সকল লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও কোন ফল
প্রাপ্ত হই| ১৪ গ্রীক ও বর্ব্বর, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ, সকলের কাছে আমি
ঋণী| ১৫ তদনুসারে আমার যতটা সাধ্য, আমি রোম-নিবাসী তোমা-
দের কাছেও সুসমাচার প্রচার করিতে উৎসুক| ১৬ কেননা আমি সুস-
মাচারের নিমিত্ত লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে
পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আর গ্রীকের
পক্ষে| ১৭ কারণ ঈশ্বর-দেয় এক ধার্ম্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত
হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে,
“কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে” |

যীশু খ্রীষ্ট দ্বারাই ধার্ম্মিকতা লাভ হয়|প্রতিমাপুজকদের পাপাত্মা|

১৮ কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীন-
তা ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিক-
তায় সত্যের প্রতিরোধ করে| ১৯ কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা
যাইতে পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা
তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন| ২০ ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুন
অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি
তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের
উত্তর দিবার পথ নাই; ২১ কারণ ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াও তাহারা তাঁহা-
কে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই, ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু
আপনাদের তর্কেবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের
অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে| ২২ আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলি-
য়া তাহারা মুর্খ হইয়াছে, ২৩ এবং ক্ষয়ণীয় মনুষ্যের ও পক্ষীর ও চতু-
স্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সহিত অক্ষয় ঈশ্বরের
গৌরব পরিবর্ত্তন করিয়াছে| ২৪ এই কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে আপন
আপন হৃদয়ের নানা অভিলাষে এমন অশুচীতায় সমর্পণ করিলেন
যে, তাহাদের দেহ তাহাদিগেতে অনাদৃত হইতেছে; ২৫ কারণ তাহারা
মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূ-
জা ও আরাধনা করিয়াছে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নয়, যিনি যুগে যুগে
ধন্য| আমেন| ২৬ এই জন্য ঈশ্বর তাহাদিগকে জঘন্য রিপুর বশে
সমর্পণ করিয়াছেন; এমন কি, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক ব্যব-
হারের পরিবর্ত্তে স্বভাবের বিপরীত ব্যবহার করিয়াছে| ২৭ আর পুরু-
ষেরাও তদ্রূপ স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিয়া পরস্পর কামানলে প্র-
জ্বালিত হইয়াছে, পুরুষ পুরুষে কুৎসিত ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে,
এবং আপনাদিগেতে নিজ নিজ বিপথ গমনের সমুচিত প্রতিফল পা-
ইয়াছে| ২৮ আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের জ্ঞানে ধারণ
করিতে সম্মত হয় নাই, তেমনি ঈশ্বর তাহাদিগকে অনুচিত ক্রিয়া
করিতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পণ করিলেন| ২৯ তাহারা সর্ব্বপ্রকার অধা-
র্ম্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য্য, বধ, বিবাদ,
ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ; ৩০ কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর-ঘৃণিত, দুর্বিনীত,
উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ,
নির্ব্বোধ, ৩১ নিয়ম-ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত, নির্দ্দয়| ৩২ তাহারা ঈশ্বরের
এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহারা মৃ-
ত্যুর যোগ্য, তথাপি তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়,
কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে|

যিহূদী প্রভৃতি মনুষ্যমাত্রের পাপাবস্থা

২ অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ
হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি
পরের বিচার করিয়া থাক, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া
থাক; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি সেই মত আচরণ করি-
য়া থাক| ২ আর আমরা জানি, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহা-
দের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যের অনুযায়ী| ৩ আর হে মনুষ্য, যা-
হারা এইরূপ আচরণ করে, তুমি যখন তাহাদের বিচার করিয়া থাক,
আবার আপনিও তদ্রূপ করিয়া থাক, তখন তুমি কি এই মীমাংসা
করিতেছ যে, তুমি ঈশ্বরের বিচার এড়াইবে?
৪ অথবা তাঁহার মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতারূপ ধন কি হে-
য়জ্ঞান করিতেছ? ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্ত্তনের
দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না? ৫ কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং
অপরিবর্ত্তনশীল চিত্ত অনুসারে তুমি আপনার জন্য এমন ক্রোধ
সঞ্চয় করিতেছ, যাহা ক্রোধের ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দি-
নে আসিবে| ৬ তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্য্যানুযায়ী ফল
দিবেন, ৭ সৎক্রিয়ার ধৈর্য্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষ-
য়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন; ৮ কিন্তু যাহা-

রা প্রতিযোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্ম্মিকতার বাধ্য, তাহাদের
প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্ত্তিবে; ৯ প্রথমে যিহূদীরা, পরে
গ্রীকেরও উপরে, কদাচারী মনুষ্যমাত্রের প্রানের উপরে বর্ত্তিবে|
১০ কিন্তু সদাচারী প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি, প্রথমে যিহূদীর, পরে গ্রীকে-
রও প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্ত্তিবে| ১১ কেননা ঈশ্বরের কাছে
মুখাপেক্ষা নাই| ১২ কারণ ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় যত লোক পাপ
করিয়াছে, ব্যবস্থাবিহীন অবস্থায় তাহাদের বিনাশও ঘটিবে; আর ব্য-
বস্থার অধীনে থাকিয়া যত লোক পাপ করিয়াছে, ব্যবস্থা দ্বারাই তা-
হাদের বিচার করা যাইবে| ১৩ কারণ যাহারা ব্যবস্থা শুনে, তাহারা যে
ঈশ্বরের কাছে ধার্ম্মিক, এমন নয়, কিন্তু যাহারা ব্যবস্থা পালন করে,
তাহারাই ধার্ম্মিক গণিত হইবে- ১৪ কেননা যে পরজাতিরা কোন ব্যব-
স্থা পায় নাই, তাহারা যখন স্বভাবতঃ ব্যবস্থানুযায়ী আচরণ করে,
তখন কোন ব্যবস্থা না পাইলেও আপনাদের ব্যবস্থা আপনারাই হয়;
১৫ যেহেতুক তাহারা ব্যবস্থার কার্য্য আপন আপন হৃদয়ে লিখিত
বলিয়া দেখায়, তাহাদের সংবেদও সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দেয়, এবং তা-
হাদের নানা বিতর্ক পরস্পর হয় তাহাদিগকে দোষী করে, না হয় তা-
হাদের পক্ষ সমর্থন করে- ১৬ যে দিন ঈশ্বর আমার সুসমাচার অনুসা-
রে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা মনুষ্যদের গুপ্ত বিষয় সকলের বিচার করিবেন|
১৭ তুমি হয় ত যিহূদী নামে আখ্যাত, ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করিতেছ,
ঈশ্বরের শ্লাঘা করিতেছ, ব্যবস্থা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে তাহার
ইচ্ছা জ্ঞাত আছ, ১৮ এবং যাহা যাহা ভিন্ন, সেই সকলের পরীক্ষা
করিয়া থাক, ১৯ নিশ্চয় বুঝিয়াছ যে, তুমিই অন্ধদের পথ-দর্শক,
অন্ধকারবাসীদের দীপ্তি, ২০ অবোধদের গুরু, শিষ্যদের শিক্ষক, ব্যব-
স্থার জ্ঞানের ও সত্যের অবয়ব পাইয়াছ| ২১ ভাল, তুমি যে পরকে
শিক্ষা দিতেছ, তুমি কি আপনাকেও শিক্ষা দেও না? তুমি যে চুরি
করিতে নাই বলিয়া প্রচার করিতেছ, তুমি কি চুরি করিতেছ? ২২ তুমি
যে ব্যভিচার করিতে নাই বলিতেছ, তুমি কি ব্যভিচার করিতেছ? তু-
মি যে প্রতিমা ঘৃনা করিতেছ, তুমি কি দেবালয়ে লুট করিতেছ? ২৩ তু-
মি যে ব্যবস্থার শ্লাঘা করিতেছ, তুমি কি ব্যবস্থা লঙ্ঘন দ্বারা ঈশ্বরের
অনাদর করিতেছ? ২৪ কেননা যেমন লিখিত, সেইরূপ 'তোমাদের
হইতে জাতিগনের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিন্দিত হইতেছে|' ২৫ বাস্তবিক
ত্বকছেদ লাভ আছে বটে, যদি তুমি ব্যবস্থা পালন কর; কিন্তু যদি তু-
মি ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর, তবে তোমার ত্বকছেদ অত্বকছেদ হইয়া
পড়িল| ২৬ অতএব অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থার বিধি সকল পা-
লন করে, তবে তাহার অত্বকছেদ কি ত্বকছেদ বলিয়া গণিত হইবে
না? ২৭ আর স্বাভাবিক অচ্ছিন্নত্বক্ লোক যদি ব্যবস্থা পালন করে,
তবে অক্ষর ও ত্বকছেদ সত্ত্বেও ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতেছে যে তুমি,
সে কি তোমার বিচার করিবে না? ২৮ কেননা বাহিরে যে যিহূদী সে
যিহূদী নয়, এবং বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বকছেদ তাহা ত্বকছেদ নয়|
২৯ কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের যে ত্বকছেদ,
যাহা অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বকছেদ, তাহার প্রশংসা মনুষ্য
হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়|

৩ তবে যিহূদীর বেশি কি আছে? ত্বকছেদেরই বা লাভ কি? তাহা
সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর| ২ প্রথমতঃ এই যে, ঈশ্বরের বচনকলাপ
তাহাদের নিকটে গচ্ছিত হইয়াছিল| ৩ ভাল, কেহ কেহ যদি অবিশ্বা-
সী হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? তাহাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বি-
শ্বাস্যতা নিষ্ফল করিবে?

৪ তাহা দুরে থাকুক, বরং ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যা-
উক, মনুষ্যমাত্র মিথ্যাবাদী হয়, হউক; যেমন লেখা আছে,"তুমি যেন
তোমার বাক্যে ধর্ম্মময় প্রতিপন্ন হও, এবং তোমার বিচারকালে বিজ-
য়ী হও|" ৫ কিন্তু আমাদের অধার্ম্মিকতা যদি ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা সা-
ব্যস্ত করে, তবে কি বলিব? ঈশ্বর যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি
কি অন্যায়ী?- আমি মানুষের মত কহিতেছি- তাহা দুরে থাকুক,
৬ কেননা তাহা হইলে ঈশ্বর কেমন করিয়া জগতের বিচার করিবেন?
৭ কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া
পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি
কেন? ৮ আর কেনই বা বলিব না- যেমন আমাদের নিন্দা আছে,
এবং যেমন কেহ কেহ বলে যে, আমরা বলিয়া থাকি- 'আইস, মন্দ
কর্ম্ম করি, যেন উত্তম ফল ফলে'? তাহাদের দন্ডাজ্ঞা ন্যায্য| ৯ তবে
দাঁড়াইল কি? আমাদের অবস্থা কি অন্য লোকদের হইতে শ্রেষ্ঠ? তা-
হা দূরে থাকুক; কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে যিহূদী ও গ্রীক উভয়ের বি-
রুদ্ধে দোষ দিয়াছি যে, সকলেই পাপের অধীন| ১০ যেমন লিখিত
আছে, "ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই, ১১ বুঝে, এমন কেহই
নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই| ১২ সকলেই বিপথে
গিয়াছে, তাহারা একসঙ্গে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে; সৎকর্ম্ম করে এমন
কেহই নাই, একজনও নাই| ১৩ তাহাদের কন্ঠ অনাদৃত কবরস্বরূপ;
তাহারা জিহ্বাতে ছলনা করিয়াছে; তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নে কাল-
সর্পের বিষ থাকে; ১৪ তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ;
১৫ তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত| ১৬ তাহাদের পথে পথে
ধ্বংস ও বিনাশ, ১৭ এবং শান্তির পথ তাহারা জানে নাই; ১৮ ঈশ্বর-ভয়
তাহাদের চক্ষুর অগোচর|" ১৯ আর আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা কিছু
বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ
এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়| ২০ যেহেতুক কার্য্য
দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত হইবে না, কেননা
ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে|

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারাই ধার্ম্মিকতা-লাভ হয়|

২১ কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ঈশ্বর-দেয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশিত
হইয়াছে, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণ কর্ত্তৃক তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দে-
ওয়া হইতেছে| ২২ ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্ম্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা
যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের পরিবর্ত্তে- কারণ প্রভেদ নাই;
২৩ কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হই-
য়াছে- ২৪ উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মু-
ক্তির দ্বারা, ধার্ম্মিক গণিত হয়| ২৫ তাঁহাকেই ঈশ্বর তাঁহার রক্তে বি-
শ্বাস দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; যেন তিনি আপন
ধার্ম্মিকতা দেখান- কেননা ঈশ্বরের সহিষ্ণুতায় পূর্ব্বকালে কৃত পাপ
সকলের প্রতি উপেক্ষা করা হইয়াছিল- ২৬ যেন এক্ষণে যথাকালে
আপন ধার্ম্মিকতা দেখান, যেন তিনি নিজে ধার্ম্মিক থাকেন, এবং যে
কেহ যীশুতে বিশ্বাস করে, তাহাকেও ধার্ম্মিক গণনা করেন|
২৭ অতএব শ্লাঘা কোথায় রহিল? তাহা দূরীকৃত হইল| কিরূপ ব্যবস্থা
দ্বারা? কার্য্যের ব্যবস্থার দ্বারা? না; কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবস্থা দ্বারা|
২৮ কেননা আমাদের মীমাংসা এই যে, ব্যবস্থার কার্য্য ব্যতিরেকে বি-
শ্বাস দ্বারাই মনুষ্য ধার্ম্মিক গণিত হয়| ২৯ ঈশ্বর কি কেবল যিহূদীদের
ঈশ্বর, পরজাতীয়দেরও কি নহেন? ৩০ হাঁ, পরজাতীয়দেরও ঈশ্বর,
কেননা বাস্তবিক ঈশ্বর এক, আর তিনি ছিন্নত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বা-
সহেতু, এবং অচ্ছিনত্বক্ লোকদিগকে বিশ্বাস দ্বারা ধার্ম্মিক গণনা
করিবেন| ৩১ তবে আমরা কি বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি?
তাহা দূরে থাকুক; বরং ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি|

৪ তবে কি বলিব? মাংসের সম্বন্ধে আমাদের আদিপিতা যে
অব্রাহাম, তিনি কি প্রাপ্ত হইয়াছেন? ২ কারণ অব্রাহাম যদি কা-
র্য্য হেতু ধার্ম্মিক গণিত হইয়া থাকেন, তবে শ্লাঘার বিষয় তাঁহার
আছে; ৩ কেননা শাস্ত্রে কি বলে? "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন,
এবং তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল|"

৪ যে কার্য্য করে, তাহার বেতন ত তাহার পক্ষে অনুগ্রহের বিষয়
বলিয়া নয়, প্রাপ্য বলিয়া গণিত হয়| ৫ কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্য করে না-
তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্ম্মিক গণনা
করেন- তাহার বিশ্বাসই ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হয়| ৬ এই প্রকারে

দায়ূদও সেই ব্যক্তিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ করেন, যাহার পক্ষে ঈশ্বর
কার্য্য ব্যতিরেকে ধার্ম্মিকতা গণনা করেন, ৭ যথা,“ধন্য তাহারা, যাহা-
দের অধর্ম্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে; ৮ ধন্য
সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না|” ৯ ভাল, এই
‘ধন্য’ শব্দ কি ছিন্নত্বক্ লোকেই বর্ত্তে, না অচ্ছিন্নত্বক্ লোকেও
বর্ত্তে? কারণ আমরা বলি, অব্রাহামের পক্ষে তাঁহার বিশ্বাস ধার্ম্মিক-
তা বলিয়া গণিত হইয়াছিল| ১০ কোন্ অবস্থায় গণিত হইয়াছিল?
ছিন্নত্বক্ অবস্থায়, না অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়? ছিন্নত্বক্ অবস্থায় নয়,
কিন্তু অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়| ১১ আর তিনি ত্বকছেদ চিহ্ন পাইয়াছি-
লেন; ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার মুদ্রাঙ্ক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছি-
ন্নত্বক্ থাকিতে তাঁহার ছিল; উদ্দেশ্য এই, যেন অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায়
যাহারা বিশ্বাস করে, তিনি তাহাদের সকলের পিতা হন, যেন তাহা-
দের পক্ষে সেই ধার্ম্মিকতা গণিত হয়; ১২ আর যেন ছিন্নত্বক্ লোক-
দেরও পিতা হন; অর্থাৎ যাহারা ছিন্নত্বক্ কেবল তাহাদের নয়, কিন্তু
অচ্ছিন্নত্বক্ অবস্থায় আমাদের পিতা অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল,
যাহারা তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করে, তিনি তাহাদেরও পিতা|
১৩ কারণ ব্যবস্থা দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্ম্মিকতার দ্বারা অব্রাহা-
মের বা তাঁহার বংশের প্রতি জগতের দায়াধিকারী হইবার প্রতিজ্ঞা
করা হইয়াছিল| ১৪ কেননা যাহারা ব্যবস্থাবলম্বী, তাহারা যদি দায়া-
ধিকারী হয়, তবে বিশ্বাসকে নিরর্থক করা হইল, এবং সেই প্রতিজ্ঞা-
কে নিষ্ফল করা হইল| ১৫ ব্যবস্থা ত ক্রোধ সাধন করে; কিন্তু যেখানে
ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থালঙ্ঘনও নাই| ১৬ এই জন্য উহা বিশ্বাস
দ্বারা হয়, যেন অনুগ্রহ অনুসারে হয়; অভিপ্রায় এই, যেন সেই প্রতি-
জ্ঞা সমস্ত বংশের পক্ষে কেবল ব্যবস্থাবলম্বী বংশের পক্ষে নয়, কিন্তু
অব্রাহামের বিশ্বাসাবলম্বী বংশের পক্ষেও অটল থাকে; তিনি আমা-
দের সকলের পিতা, ১৭ (যেমন লিখিত আছে, “আমি তোমাকে বহু
জাতির পিতা করিলাম,”) সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতেই পিতা, যাঁহাকে
তিনি বিশ্বাস করিলেন, যিনি মৃতগণকে জীবন দেন, এবং যাহা নাই,
তাহা আছেন বলেন; ১৮ অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত
হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন ‘এইরূপ বংশ হইবে,’ এই বচন অনুসা-
রে তিনি বহুজাতির পিতা হন| ১৯ আর বিশ্বাসে দুর্ব্বল না হইয়া, তাঁ-
হার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর,
এবং সারার গর্ব্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে, ২০ তথাপি ঈশ্ব-
রের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন
না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, ২১ এবং
নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করি-
তে সমর্থও আছেন| ২২ আর এই কারণ তাঁহার পক্ষে উহা ধার্ম্মিকতা
বলিয়া গণিত হইল| ২৩ তাঁহার পক্ষে গণিত হইল, ইহা যে কেবল তাঁ-
হার জন্য লিখিত হইয়াছে, এমন নয়, কিন্তু আমাদেরও জন্য;
২৪ আমাদের পক্ষেও তাহা গণিত হইবে, কেননা যিনি আমাদের প্রভু
যীশুকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাঁহার
উপরে বিশ্বাস করিতেছি| ২৫ সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত
সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্ম্মিকগণনার নিমিত্ত উত্থাপিত
হইলেন|

৫ অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্ম্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি;
২ আর তাঁহারই দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে দাঁড়াইয়া
আছি, এবং ঈশ্বরের প্রতাপের প্রত্যাশায় শ্লাঘা করিতেছি| ৩ কেবল
তাহা নয়, কিন্তু নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা
জানি, ক্লেশ ধৈর্য্যকে,
৪ ধৈর্য্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন
করে; ৫ আর প্রত্যাশা লজ্জাজনক হয় না, যেহেতুক আমাদিগকে
দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়া-
ছে| ৬ কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত
সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন| ৭ বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্ত
প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া
প্রাণ দিলেও দিতে পারে| ৮ কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নি-
জের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম,
তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন| ৯ সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার
রক্তে যখন ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয়
তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রান পাইব| ১০ কেননা যখন
আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু
দ্বারা সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চয় তাঁ-
হার জীবনে পরিত্রান পাইব| ১১ কেবল তাহা নয়, কিন্তু আমাদের প্র-
ভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের শ্লাঘাও করিয়া থাকি, যাঁহার দ্বারা এখন
আমরা সেই সম্মিলন লাভ করিয়াছি|

আদমের পাপের ফল, ও যীশুর ধার্ম্মিকতার ফল|

১২ অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে
প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত
হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল; ১৩ -কারণ ব্যবস্থার পুর্ব্বেও জগ-
তে পাপ ছিল; কিন্তু ব্যবস্থা না থাকিলে পাপ গণিত হয় না| ১৪ তথা-
পি যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে পাপ করে নাই, আদম
অবধি মোশি পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল|
আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ| ১৫ কিন্তু অপরাধ যেরূপ,
অনুগ্রহ-দানটী সেরূপ নয়| কেননা সেই একের অপরাধে যখন
অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং আর এক ব্যক্তির-যীশু
খ্রীষ্টের- অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া
পড়িল| ১৬ আর, এক ব্যক্তি পাপ করাতে যেমন ফল হইল, এই দান
তেমন নয়; কেননা বিচার এক ব্যক্তি হইতে দন্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত, কিন্তু
অনুগ্রহদান অনেক অপরাধ হইতে ধার্ম্মিক গণনা পর্য্যন্ত| ১৭ কারণ
সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল,
তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের
ও ধার্ম্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে
রাজত্ব করিবে| ১৮ অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের
কাছে দন্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী
কার্য্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্ম্মিক-গণনা পর্য্যন্ত
ফল উপস্থিত হইল| ১৯ কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহ-
তা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক
ব্যক্তির আজ্ঞাবহতার দ্বারা অনেককে ধার্ম্মিক বলিয়া ধরা হইবে|
২০ আর ব্যবস্থা তৎপরে পার্শ্বে উপস্থিত হইল, যেন অপরাধের বাহুল্য
হয়, কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হইল, সেখানে অনুগ্রহ আরও উপ-
চিয়া পড়িল; ২১ যেন পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করিয়াছিল, তেমনি
আবার অনুগ্রহ ধার্ম্মিকতা দ্বারা, অনন্ত জীবনের নিমিত্ত, আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, রাজত্ব করে|

বিশ্বাসের ফল ধর্ম্মাচরণ|

৬ তবে কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি পা-
পে থাকিব? ২ তাহা দূরে থাকুক| আমরা ত পাপের সম্বন্ধে
মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবন যাপন করিব?
৩ অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে
বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হই-
য়াছি?
৪ অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত
সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায়
চলি| ৫ কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত

একীভূত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব|
৬ আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রু-
শারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পা-
পের দাস আর না থাকি| ৭ কেননা যে মরিয়াছে, সে পাপ হইতে ধা-
র্ম্মিক গণিত হইয়াছে| ৮ আর আমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি,
তখন বিশ্বাস করি যে, তাঁহার সহিত জীবন প্রাপ্তও হইব| ৯ কারণ
আমরা জানি, মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন বলিয়া খ্রীষ্ট আর
কখনও মরেন না, তাঁহার উপরে মৃত্যুর আর কর্ত্তৃত্ব নাই| ১০ ফলতঃ
তাঁহার যে মৃত্যু হইয়াছে, তদ্দারা তিনি পাপের সম্বন্ধে একবারই মরি-
লেন; এবং তাঁহার যে জীবন আছে, তদ্দারা তিনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে
জীবিত আছেন| ১১ তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে
মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণনা কর|
১২ অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্ত্য দেহে রাজত্ব না করুক- করিলে তো-
মরা তাহার অভিলাষ-সমূহের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে; ১৩ আর
আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে
সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত
জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর| ১৪ কেননা পাপ
তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন
নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন| ১৫ তবে দাঁড়াইল কি? আমরা ব্যবস্থার
অধীন নই, অনুগ্রহের অধীন, এই জন্য কি পাপ করিব? তাহা দূরে
থাকুক| ১৬ তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে
দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা
তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতাজনক
অজ্ঞাপালনের দাস? ১৭ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে, তোমরা পা-
পের দাস ছিলে বটে, পরন্তু শিক্ষার যে আদর্শে সমর্পিত হইয়াছ,
অন্তঃকরণের সহিত সেই আদর্শের আজ্ঞাবহ হইয়াছ; ১৮ এবং পাপ
হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া তোমরা ধার্ম্মিকতার দাস হইয়াছ| ১৯ তোমা-
দের মাংসের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমি মানুষের মত কহিতেছি| কারণ,
তোমরা যেমন পূর্ব্বে অধর্ম্মের নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
অশুচীতার ও অধর্ম্মের কাছে দাসরূপে সমর্পণ করিয়াছিলে, তেমনি
এখন পবিত্রতার নিমিত্তে আপন আপন অঙ্গপ্রতঙ্গ ধার্ম্মিকতার কা-
ছে দাসরূপে সমর্পণ কর| ২০ কেননা যখন তোমরা পাপের দাস ছি-
লে, তখন ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন ছিলে| ২১ ভাল, এক্ষণে যে
সমস্ত বিষয়ে তোমাদের লজ্জা বোধ হয়, তৎকালে সেই সকলে তো-
মাদের কি ফল হইত? বাস্তবিক সে সকলের পরিণাম মৃত্যু| ২২ কিন্তু
এখন পাপ হইতে স্বাধীনীকৃত হইয়া, এবং ঈশ্বরের দাস হইয়া তোমরা
পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ, এবং তাহার পরিণাম অনন্ত জীবন|
২৩ কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের
প্রভু যীশুতে অনন্ত জীবন|

যীশু সম্পূর্ণ ত্রাণকর্ত্তাযীশু দ্বারা ব্যবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়|

৭ অথবা যে ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি জান না-কারণ যাহারা ব্যবস্থা
জানে, আমি তাহাদিগকেই বলিতেছি, -মনুষ্য যত কাল জীবিত
থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থা তাহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করে? ২ কারণ
যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন সধবা স্ত্রী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার
কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে স্বামীর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত
হয়| ৩ সুতরাং যদি সে স্বামী জীবিত থাকিতে অন্য পুরুষের হয়,
তবে ব্যভিচারিণী বিলয়া অখ্যাত হইবে; কিন্তু স্বামী মরিলে সে ঐ ব্য-
বস্থা হইতে স্বাধীন হয়, অন্য স্বামীর হইলেও ব্যভিচারিণী হইবে না|
৪ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে
তোমাদেরও মৃত্যু হইয়াছে, যেন তোমরা অন্যের হও, যিনি মৃতদের
মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারই হও; যেন আমরা ঈশ্বরের
উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি| ৫ কেননা যখন আমরা মাংসের বশে ছি-
লাম, তখন ব্যবস্থা হেতু পাপ-বাসনা সকল মৃত্যুর নিমিত্ত ফল উৎপন্ন
করিবার জন্য আমাদের অঙ্গমধ্যে কার্য্য সাধন করিত| ৬ কিন্তু এক্ষ-
ণে আমরা ব্যবস্থা হইতে মুক্ত হইয়াছি; কেননা যাহাতে আবদ্ধ ছি-
লাম, তাহার সম্বন্ধে মরিয়াছি, যেন আমরা অক্ষরের প্রাচীনতায় নয়,
কিন্তু আত্মার নূতনতায় দাস্যকর্ম্ম করি|

ব্যবস্থা দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি হইতে পারে না|

৭ তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ
কি, তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি; কেন-
না “লোভ করিও না,” এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ
কি, তাহা জানিতাম না; ৮ কিন্তু পাপ সুযোগ পাইয়া সেই আজ্ঞা দ্বারা
আমার অন্তরে সর্ব্বপ্রকার লোভ সম্পন্ন করিল; কেননা ব্যবস্থা ব্য-
তিরেকে পাপ মৃত থাকে| ৯ আর আমি এক সময়ে ব্যবস্থা ব্যাতিরে-
কে জীবিত ছিলাম, কিন্তু আজ্ঞা আসিলে পাপ জীবিত হইয়া উঠিল,
১০ আর আমি মরিলাম; এবং জীবনজনক যে আজ্ঞা, তাহা আমার
মৃত্যুজনক বলিয়া দেখা গেল| ১১ ফলতঃ পাপ সুযোগ পাইয়া আজ্ঞা
দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, ও তদ্দারা আমাকে বধ করিল|
১২ অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম|
১৩ তবে যাহা উত্তম, তাহাই কি আমার মৃত্যু স্বরূপ হইল? তাহা দূরে
থাকুক| বরং পাপই এইরূপ হইল, যেন উত্তম বস্তু দ্বারা আমার মৃত্যু
সাধনে তাহা পাপ বলিয়া প্রকাশ পায়, যেন আজ্ঞা দ্বারা পাপ অতি-
শয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে| ১৪ কারণ আমরা জানি, ব্যবস্থা আত্মিক,
কিন্তু আমি মাংসময়, পাপের অধীনে বিক্রীত| ১৫ কারণ আমি যাহা
সাধন করি, তাহা জানি না; কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই যে
কাজে করি, এমন নয়, বরং যাহা ঘৃনা করি, তাহাই করি| ১৬ কিন্তু
আমি যাহা ইচ্ছা করি না, তাহাই যখন করি, তখন ব্যবস্থা যে উত্তম,
ইহা স্বীকার করি| ১৭ এইরূপ হওয়াতে সেই কার্য্য আর আমি সাধন
করি না, আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে| ১৮ যেহেতুক আমি জা-
নি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার মাংসে, উত্তম কিছু বাস করে না;
আমার ইচ্ছা উপস্থিত বটে, কিন্তু উত্তম ক্রিয়া সাধন উপস্থিত নয়|
১৯ কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না; কিন্তু
মন্দ, যাহা ইচ্ছা করি না, কাজে তাহাই করি| ২০ পরন্তু যাহা আমি
ইচ্ছা করি না, তাহা যদি করি, তবে তাহা আর আমি সম্পন্ন করি না,
কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে| ২১ অতএব আমি এই ব্যব-
স্থা দেখিতে দেখিতে পাইতেছি যে, সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও
মন্দ আমার কাছে উপস্থিত হয়| ২২ বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব
অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি| ২৩ কিন্তু আমার
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা
আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা
আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে| ২৪ দুর্ভা-
গ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?
২৫ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি|
অতএব আমি আপনি মন দিয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থার দাসত্ব করি, কিন্তু
মাংস দিয়া পাপ ব্যবস্থার দাসত্ব করি|

যীশুর দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ হয়|

৮ অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি
কোন দন্ডাজ্ঞা নাই| ২ কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার
যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করি-
য়াছ| ৩ কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্ব্বল হওয়াতে যাহা করিতে পারে
নাই, ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে

এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দন্ডাজ্ঞা করি-
য়াছেন,
৪ যেন আমরা যাহারা মাংসের বশে নয়, কিন্তু আত্মার বশে চলি-
তেছি, ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সেই আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়। ৫ কেননা যা-
হারা মাংসের বশে আছে, তাহারা মাংসিক বিষয় ভাবে; কিন্তু যাহারা
আত্মার বশে আছে, তাহারা আত্মিক বিষয় ভাবে। ৬ কারণ মাংসের
ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি। ৭ কেননা মাংসের ভাব
ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না,
বাস্তবিক হইতে পারেও না। ৮ আর যাহারা মাংসের অধীনে থাকে,
তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ৯ কিন্তু তোমরা মাংসের
অধীনে নও, আত্মার অধীনে রহিয়াছ, যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের আত্মা
তোমাদিগতে বাস করেন। কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের
নয়। ১০ আর যদি খ্রীষ্ট তোমাদিগতে থাকেন, তবে দেহ পাপ প্রযুক্ত
মৃত বটে, কিন্তু আত্মা ধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত জীবন। ১১ আর যিনি মৃতগ-
ণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগতে
বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন,
তিনি তোমাদের অন্তরে বসবাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের
মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন। ১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা
ঋণী, কিন্তু মাংসের কাছে নয় যে, মাংসের বশে জীবন যাপন
করিব। ১৩ কারণ যদি মাংসের কাছে জীবন যাপন কর, তবে তোমরা
নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু যদি আত্মাতে দেহের ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ কর,
তবে জীবিত থাকিবে। ১৪ কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চা-
লিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র। ১৫ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা
পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাই-
য়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি।
১৬ আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে,
আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ১৭ আর যখন সন্তান, তখন দায়াদ, ঈশ্বরের
দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ- যদি বাস্তিবিক আমরা তাঁহার সহিত দুঃ-
খভোগ করি, যেন তাঁহার সহিত প্রতাপান্বিতও হই। ১৮ কারণ আমার
মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে
এই বর্ত্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। ১৯ কেননা সৃষ্টির
ঐকান্তিকী প্রতিক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করি-
তেছে। ২০ কারণ সৃষ্টির অসারতার বশীকৃত হইল, স্বইচ্ছায় যে হইল,
তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্ত; ২১ এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি
নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতা-
পের স্বাধীনতা পাইবে। ২২ কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন
পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে।
২৩ কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা,
আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার- আপন আপন দেহের মুক্তির-
অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি। ২৪ কেননা প্র-
ত্যাশায় আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু দৃষ্টিগোচর যে প্রত্যাশা,
তাহা প্রত্যাশাই নয়। কেননা যে যাহা দেখে, সে তাহার প্রত্যাশা কেন
করিবে? ২৫ কিন্তু আমরা যাহা দেখিতে না পাই, তাহার প্রত্যাশা যদি
করি, তবে ধৈর্য্য সহকারে তাহার অপেক্ষায় থাকি। ২৬ আর সেইরূপে
আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি
প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনিও
অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। ২৭ আর
যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব
কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ
করেন। ২৮ আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাহারা
তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে
একসঙ্গে কার্য্য করিতেছে। ২৯ কারণ তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানি-
লেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূ-
র্ব্বে নিরূপণও করিলেন; যেন ইনি অনেক ভ্রাতার মধ্যে প্রথমজাত
হন। ৩০ আর তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে নিরূপণ করিলেন, তাহাদিগকে
আহ্বানও করিলেন; আর যাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, তাহাদিগ-
কে ধার্ম্মিক গণিতও করিলেন; আর যাহাদিগকে ধার্ম্মিক গণিত
করিলেন, তাহাদিগকে প্রতাপান্বিতও করিলেন। ৩১ এই সকল ধরিয়া
আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের বি-
পক্ষ কে? ৩২ যিনি নিজ পুত্রের প্রতি মমতা করিলেন না, কিন্তু আমা-
দের সকলের নিমিত্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, তিনি কি তাঁহার
সহিত সমস্তই আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দান করিবেন না? ৩৩ ঈশ্ব-
রের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদি-
গকে ধার্ম্মিক করেন; কে দোষী করিবে? ৩৪ খ্রীষ্ট যীশু ত মরিলেন,
বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন,
আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন। ৩৫ খ্রীষ্টের প্রেম হইতে
কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না?
কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ? ৩৬ যেমন লে-
খা আছে, “তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত হইতেছি;আমরা
বধ্য মেষের ন্যায় গণিত হইলাম।” ৩৭ কিন্তু যিনি আমাদিগকে প্রেম
করিয়াছেন, তাঁহারই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপে-
ক্ষাও অধিক বিজয়ী হই। ৩৮ কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু,
কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয়
সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, ৩৯ কি উর্দ্ধ স্থান,
কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট
যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে
পারিবে না।

যিহূদীরা যীশু খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। ইস্রায়েলের পতনে ঈশ্বরের দোষ নাই।

৯ আমি খ্রীষ্টে সত্য কহিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি না, আমার সং-
বেদও পবিত্র আত্মাতে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে যে,
২ আমার হৃদয়ে ভারী দুঃখ ও নিরন্তন যাতনা হইতেছে। ৩ কেননা
আমার ভ্রাতৃগণের জন্য, যাহারা মাংসের সম্বন্ধে আমার স্বজাতীয়
তাহাদের জন্য, আমিই যেন খ্রীষ্ট হইতে পৃথক্ থাকিয়া শাপাস্পদ হই,
এমন কামনা করিতে পারিতাম।
৪ কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয়; দত্তকপুত্রতা, প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম
সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা ও প্রতিজ্ঞাসমূহ তাহাদেরই, ৫ পিতৃপুরু-
ষেরা তাহাদের এবং মাংসের সম্বন্ধে তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎ-
পন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য, আমেন।
৬ কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য যে বিফল হইয়া পড়িয়াছে, এমন নহে; কারণ
যাহারা ইস্রায়েল হইতে উৎপন্ন, তাহারা সকলেই ইস্রায়েল, তাহা নয়;
৭ আর অব্রাহামের বংশ বলিয়া তাহারা যে সকলেই সন্তান, তাহাও
নয়, কিন্তু “ইসহাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে।” ৮ ইহার অর্থ
এই, যাহারা মাংসের সন্তান, তাহারা যে ঈশ্বরের সন্তান, এমন নয়,
কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানগণই বংশ বলিয়া গণিত হয়। ৯ কেননা “এই
ঋতুতেই আমি আসিব, তখন সারার এক পুত্র হইবে,” ইহা প্রতিজ্ঞা-
রই বাক্য। ১০ কেবল তাহা নয়, কিন্তু আবার রিবিকা এক ব্যক্তি হই-
তে, আমাদের পিতৃপুরুষ ইসহাক হইতে, ১১ গর্ব্ভবতী হইলে পর, যখন
সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল মন্দ কিছুই করে নাই, তখন-
ঈশ্বরের নির্ব্বাচনানুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু
আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু- ১২ তাহাকে বলা গিয়াছিল, “জ্যেষ্ঠ কনি-
ষ্ঠের দাস হইবে” ১৩ যেমন লিখিত আছে, “আমি যাকোবকে প্রেম
করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি।” ১৪ আমরা কি বলিব?
ঈশ্বরে কি অন্যায় আছে? তাহা দূরে থাকুক। ১৫ কারণ তিনি মোশি-
কে বলেন, “আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহারা
প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব।” ১৬ অতএব যে ইচ্ছা

করে, বা যে দৌড়ে, তাহা হইতে এটী হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর
হইতে হয়| ১৭ কেননা শাস্ত্র ফারৌণকে বলে, "আমি এই জন্যই তো-
মাকে উঠাইয়াছি, যেন তোমাতে আমার পরাক্রম দেখাই, আর যেন
সমস্ত পৃথিবীতে আমার নাম কীর্ত্তিত হয়|" ১৮ অতএব যিনি যাহাকে
ইচ্ছা, তাহাকে দয়া করেন; এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন
করেন| ১৯ ইহাতে তুমি আমাকে বলিবে, তবে তিনি আবার দোষ
ধরেন কেন? কারণ তাঁহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করে? ২০ হে মনুষ্য,
বরং, তুমি কে যে ঈশ্বরের প্রতিবাদ করিতেছ? নির্ম্মিত বস্তু কি নি-
র্ম্মাতাকে বলিতে পারে, আমাকে এরূপ কেন গড়িলে? ২১ কিম্বা কা-
দার উপরে কুম্ভকারের কি এমন অধিকার নাই যে, একই মৃৎপিন্ড
হইতে একটী সমাদরের পাত্র, আর একটা অনাদরের পাত্র গড়িতে
পারে? ২২ আর ইহাতেই বা কি? -যদি ঈশ্বর আপন ক্রোধ দেখাইবার
ও আপন পরাক্রম জানাইবার ইচ্ছা করিয়া, বিনাশার্থে পরিপক্ক ক্রো-
ধপাত্রদের প্রতি বিপুল সহিষ্ণুতার ধৈর্য্য করিয়া থাকেন, ২৩ এবং [এই
জন্য করিয়া থাকেন,] যেন সেই দয়াপাত্রদের উপরে আপন প্রতাপ-
ধন জ্ঞাত করেন, যাহাদিগকে প্রতাপের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া-
ছেন, ২৪ আর যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, কেবল যিহূদীদের
মধ্য হইতে নয়, পরজাতিদেরও মধ্য হইতে আমাদিগকেই করিয়া-
ছেন| ২৫ যেমন তিনি হোশেয়-গ্রন্থেও বলেন, "যাহারা আমার প্রজা
নয়, তাহাদিগকে আমি নিজ প্রজা বলিব, এবং যে প্রিয়তমা ছিল না,
তাহাকে প্রিয়তমা বলিব| ২৬ আর যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়া-
ছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নও,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাই-
বে 'জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র'|" ২৭ আর যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে এই
কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা যদি সমুদ্রের
বালুকার ন্যায়ও হয়, অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাইবে; ২৮ যেহেতুক প্রভু
পৃথিবীতে আপন বাক্য, সাধন করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত
করিবেন|" ২৯ আর যেমন যিশাইয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "বাহিনীগ-
ণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটী বীজ অবশিষ্ট না রাখিতেন,
তবে আমরা সদোমের তুল্য হইতাম, ও ঘমোরার তুল্য হই-
তাম|"ইস্রায়েলের পতনের ফল কি? ৩০ তবে আমরা কি বলিব? পর-
জাতীয়েরা, যাহারা ধার্ম্মিকতার অনুধাবন করিত না, তাহারা ধার্ম্মি-
কতা পাইয়াছে, বিশ্বাসমূলক ধার্ম্মিকতা পাইয়াছে; ৩১ কিন্তু ইস্রায়েল
ধার্ম্মিকতার ব্যবস্থার অনুধাবন করিয়াও সেই ব্যবস্থা পর্য্যন্ত পঁহুছে
নাই| ৩২ কারণ কি? বিশ্বাস দ্বারা নয়, কিন্তু যেন কর্ম্ম দ্বারা তাহারা
অনুধাবন করিত| ৩৩ তাহারা সেই ব্যাঘাতজনক প্রস্তরে ব্যাঘাত পা-
ইল; যেমন লেখা আছে,"দেখ, আমি সিয়োনে ব্যাঘাতজনক প্রস্তর
ও বিঘ্নজনক পাষাণ স্থাপন করিতেছি; আর যে তাঁহার উপরে বিশ্বাস
করে, সে লজ্জিত হইবে না|"

১০ ভ্রাতৃগণ, আমার হৃদয়ের সুবাসনা এবং তাহাদের জন্য ঈশ্ব-
রের কাছে বিনতি এই, যেন তাহাদের পরিত্রাণ হয়| ২ কেন-
না আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তা-
হাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুযায়ী নয়| ৩ ফলতঃ ঈশ্ব-
রের ধার্ম্মিকতা না জানায়, এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার চে-
ষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয় নাই;
৪ কেননা ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত, প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রীষ্টই ব্যব-
স্থার পরিণাম| ৫ কারণ মোশি লিখেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থামূলক ধার্ম্মি-
কতার অনুষ্ঠান করে, সে তদ্দারা জীবিত থাকিবে| ৬ কিন্তু বিশ্বাসমূ-
লক ধার্ম্মিকতা এইরূপ বলে, মনে মনে বলিও না, 'কে স্বর্গে আরো-
হণ করিবে?' -অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া অনিবার জন্য-; ৭ অথবা 'কে
অগাধলোকে নামিবে?'-অর্থাৎ মৃতদের মধ্য হইতে খ্রীষ্টকে উর্দ্ধে
অনিবার জন্য| ৮ কিন্তু কি বলে? 'সেই বার্ত্তা তোমার নিকটবর্ত্তী,
তোমার মুখে ও তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে,' অর্থাৎ বিশ্বাসেরই সেই বা-
র্ত্তা, যাহা আমরা প্রচার করি| ৯ কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু
বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃ-
তগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে|
১০ কারণ লোকে হৃদয়ে বিশ্বাস করে, ধার্ম্মিকতার জন্য, এবং মুখে
স্বীকার করে, পরিত্রাণের জন্য| ১১ কেননা শাস্ত্র বলে, "যে কেহ তাঁ-
হার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না|" ১২ কারণ যিহূদী ও
গ্রীকে কিছুই প্রভেদ নাই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক
তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান্| ১৩ কারণ, "যে
কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে|" ১৪ তবে তাহারা যাঁহা-
তে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার
কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক
না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? ১৫ আর প্রেরিত না হইলে কেমন
করিয়া প্রচার করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা মঙ্গলের সুস-
মাচার প্রচার করে, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়|" ১৬ কিন্তু
সকলে সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় নাই| কারণ যিশাইয় কহেন, "হে
প্রভু, আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছে?"
১৭ অতএব বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়|
১৮ কিন্তু আমি বলি, তাহারা কি শুনিতে পায় নাই? পাইয়াছে বই
কি!"তাহাদের স্বর ব্যপ্ত হইল সমস্ত পৃথিবীতে, তাহাদের বাক্য বাক্য
জগতের সীমা পর্য্যন্ত|" ১৯ কিন্তু আমি বলি, ইস্রায়েল কি জানিতে
পায় নাই? প্রথমে মোশি কহেন, "আমি ন-জাতি দ্বারা তোমাদের
অন্তর্জ্জালা জন্মাইব; মূঢ় জাতি দ্বারা তোমাদিগকে ক্রুদ্ধ করিব|"
২০ আর যিশাইয় অতিশয় সাহসপূর্ব্বক বলেন, "যাহারা আমার
অন্বেষণ করে নাই, তাহারা আমাকে পাইয়াছে, যাহারা আমার কাছে
জিজ্ঞাসা করে নাই, তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছি|" ২১ কিন্তু ইস্রায়েলের
বিষয়ে তিনি কহেন, "আমি সমস্ত দিন অবাধ্য ও প্রতিকূলবাদী প্র-
জাবৃন্দের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়াছিলাম|"

পতিত ইস্রায়েল শেষে পরিত্রাণ পাইবে|

১১ তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি আপন প্রজাবৃন্দকে ঠেলিয়া ফে-
লিয়া দিয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক; আমিও ত এক জন ইস্রা-
য়েলীয়, ও অব্রাহামের বংশজাত, বিন্যামীনের গোত্রজ| ২ ঈশ্বর
আপনার যে প্রজাবৃন্দকে পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন, তাহাদিগকে ঠেলিয়া
ফেলেন নাই| অথবা তোমরা কি জান না, এলিয়ের ইতিহাস শাস্ত্র কি
বলে? তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের নিকটে এইরূপে অনুরোধ
করেন, ৩ "প্রভু, তাহারা তোমার ভাববাদীগণকে বধ করিয়াছে, তো-
মার যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিয়াছে, আর আমি একাই অবশিষ্ট
রহিলাম, আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে|"
৪ কিন্তু ঈশ্বরীয় বাণী তাঁহার প্রতি কি বলে? "বালের সম্মুখে যাহারা
হাঁটু পাতে নাই, এমন সাত সহস্র লোককে আমি আপনার নিমিত্ত
অবশিষ্ট রাখিয়াছি|" ৫ তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনুগ্রহের নির্ব্বা-
চন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রহিয়াছে| ৬ তাহা যখন অনুগ্রহে
হইয়া থাকে, তখন আর কার্য্যহেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ আর অনু-
গ্রহই রহিল না| ৭ তবে কি? ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করে, তাহা
পায় নাই, কিন্তু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাইয়াছে; ৮ অন্য সকলে কঠিনী-
ভূত হইয়াছে, যেমন লিখিত আছে, "ঈশ্বর তাহাদিগকে জড়তার
আত্মা দিয়াছেন; এমন চক্ষু দিয়াছেন, যাহা দেখিতে পায় না; এমন
কর্ণ দিয়াছেন, যাহা শুনিতে পায় না, অদ্য পর্য্যন্ত;" ৯ -আর দায়ূদ
বলেন,"তাহাদের মেজ তাহাদের জন্য ফাঁদ ও পাশস্বরূপ হউক, তা-
হা বিঘ্ন ও প্রতিফলস্বরূপ হউক| ১০ তাহাদের চক্ষু অন্ধ হউক, যেন
তাহারা দেখিতে না পায়; তুমি তাহাদের পৃষ্ঠ সর্ব্বদা কুব্জ করিয়া
রাখ|" ১১ তবে আমি বলি, তাহারা কি পতনের নিমিত্ত উছোট খাই-
য়াছে? তাহা দূরে থাকুক; বরং তাহাদের পতনে পরজাতীয়দের কা-
ছে পরিত্রাণ উপস্থিত, যেন তাহাদের অন্তর্জ্জালা জন্মে| ১২ ভাল, তা-
হাদের পতনে যখন জগতের ধনাগম হইল, এবং তাহাদের ক্ষতিতে

যখন পরজাতীয়দের ধনাগম হইল, তখন তাহাদের পূর্ণতায় আরও
কত অধিক না হইবে| ১৩ কিন্তু, হে পরজাতীয়েরা, তোমাদিগকে
বলিতেছি; পরজাতীয়দের জন্য প্রেরিত বলিয়া আমি নিজ পরিচ-
র্য্যা-পদের গৌরব করিতেছি; ১৪ যদি কোন প্রকারে আমার স্বজাতী-
য়দের অন্তর্জ্বালা জন্মাইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলিন লোকের
পরিত্রাণ করিতে পারি| ১৫ কারণ তাহাদের দূরীকরণে যখন জগতের
সম্মিলন হইল, তখন তাহাদিগকে গ্রহণ করণে মৃতদের মধ্য হইতে
জীবনলাভ বই আর কি হইবে? ১৬ আর অগ্রিমাংশ যদি পবিত্র হয়,
তবে সূজীর তালও পবিত্র; এবং মূল যদি পবিত্র হয়, তবে শাখা
সকলও পবিত্র| ১৭ আর কতকগুলি শাখা যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল,
এবং তুমি বন্য জিতবৃক্ষের চারা হইলেও যদি তাহাদের মধ্যে তোমা-
কে কলমরূপে লাগান গেল, আর তুমি জিতবৃক্ষের রসের মূলের
অংশী হইলে, ১৮ তবে সেই শাখা সকলের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও না;
কিন্তু যদি শ্লাঘা কর, তুমি মূলকে ধারণ করিতেছ না, কিন্তু মূলই তো-
মাকে ধারণ করিতেছে| ১৯ ইহাতে তুমি বলিবে, আমাকে কলমরূপে
লাগাইবার জন্যই কতকগুলি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে| ২০ বেশ
কথা, অবিশ্বাস হেতুই উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং বি-
শ্বাস হেতুই তুমি দাঁড়াইয়া আছ| ২১ উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না, বরং
ভয় কর; কেননা ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলির প্রতি মমতা
করনে নাই, তখন তোমার প্রতিও মমতা করিবেন না| ২২ অতএব
ঈশ্বরের মধুর ভাব ও কঠোর ভাব দেখ; যাহারা পতিত হইল, তাহা-
দের প্রতি কঠোর ভাব, এবং তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের মধুর ভাব, যদি
তুমি সেই মধুর ভাবের শরণাপন্ন থাক; নতুবা তুমিও ছিন্ন হইবে|
২৩ আবার উহারা যদি আপনাদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহাদি-
গকেও লাগান যাইবে, কারণ ঈশ্বর উহাদিগকে আবার লাগাইতে
সমর্থ আছেন| ২৪ বস্তুতঃ যেটী স্বভাবতঃ বন্য জিতবৃক্ষ, তোমাকে
তাহা হইতে কাটিয়া লইয়া যখন স্বভাবের বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে
লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা উহাদিগকে নিজ জি-
তবৃক্ষে লাগান যাইবে, ইহা কত অধিক নিশ্চয়| ২৫ কারণ, ভ্রাতৃগণ,
তোমরা যেন আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্ না হও, এজন্য আমি ইচ্ছা
করি না যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত থাক যে, কতক পরিমাণে
ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটিয়াছে, যে পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের পূর্ণ সংখ্যা
প্রবেশ না করে; ২৬ আর এই প্রকারে সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাইবে;
যেমন লিখিত আছে,“সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন; তিনি যা-
কোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করিবেন; ২৭ আর ইহাই তাহাদের পক্ষে
আমার নিয়ম,যখন আমি তাহাদের পাপ সকল হরণ করিব|”
২৮ উহারা সুসমাচারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু নির্ব্বাচ-
নের সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়পাত্র| ২৯ কেননা ঈশ্বরের
অনুগ্রহদান সকল ও তাঁহার আহ্বান অনুশোচনা রহিত| ৩০ ফলতঃ
তোমরা যেমন পূর্ব্বে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন উহাদের
অবাধ্যতা প্রযুক্ত দয়া পাইয়াছ, ৩১ তেমনি ইহারাও এখন অবাধ্য হই-
য়াছে, যেন তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে তাহারাও এখন দয়া পায়| ৩২ কে-
ননা ঈশ্বর সকলকেই অবাধ্যতার কাছে রুদ্ধ করিয়াছেন, যেন তিনি
সকলেরই প্রতি দয়া করিতে পারেন| ৩৩ আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও
প্রজ্ঞা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন বোধাতীত! তাঁহার
পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়! ৩৪ কেননা প্রভু মন কে জানিয়াছে?
“তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে?” ৩৫ অথবা কে অগ্রে তাঁহাকে কিছু
দান করিয়াছে যে, এজন্য তাহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে? ৩৬ যে-
হেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত| যুগে যু-
গে তাঁহারই গৌরব হউক| আমেন|

ধর্ম্মাচরণ বিষয়ক নানা বিধি|

১২ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরোধে
আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন
দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর,
ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা| ২ আর এই যুগের অনুরূপ
হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোম-
রা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও
প্রীতিজনক ও সিদ্ধ|

খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের উপযুক্ত ব্যবহার|

৩ বস্তুতঃ আমাকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহার গুণে আমি তো-
মাদের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক জনকে বলিতেছি, আপনার বিষয়ে যেমন
বোধ করা উপযুক্ত, কেহ তদপেক্ষা বড় বোধ না করুক; কিন্তু ঈশ্বর
যাহাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস বিতরণ করিয়াছেন, তদনুসারে সে সু-
বোধ হইবার চেষ্টায় আপনার বিষয়ে বোধ করুক|
৪ কেননা যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল
অঙ্গের একরূপ কার্য্য নয়, ৫ তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা
খ্রীষ্টে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ| ৬ আর আমাদি-
গকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বি-
শেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়; তবে
আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি; ৭ অথবা তাহা
যদি পরিচর্য্যা হয়, তবে সেই পরিচর্য্যায় নিবিষ্ট হই; অথবা যে শিক্ষা
দেয়, সে শিক্ষাদানে, ৮ কিম্বা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নি-
বিষ্ট হউক; যে দান করে, সে সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে উদ্যোগ
সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক| ৯ প্রেম নিষ্কপট হউক|
যাহা মন্দ তাহা নিতান্তই ঘৃণা কর; যাহা ভাল তাহাতে আসক্ত হও|
১০ ভ্রাতৃপ্রেমে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ
জ্ঞান কর| ১১ যত্নে শিথিল হইও না, আত্মায় উত্তপ্ত হও, প্রভু দাসত্ব
কর, প্রত্যাশায় আনন্দ কর, ১২ ক্লেশে ধৈর্য্যশীল হও, প্রার্থনায় নিবিষ্ট
থাক, ১৩ পবিত্রগণের অভাবের সহভাগী হও, অতিথি-সেবায় রত
হও| ১৪ যাহারা তাড়না করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আশী-
র্ব্বাদ কর, শাপ দিও না| ১৫ যাহারা আনন্দ করে, তাহাদের সহিত
আনন্দ কর; যাহারা রোদন করে, তাহাদের সহিত রোদন কর|
১৬ তোমরা পরস্পরের প্রতি একমনা হও, উচ্চ উচ্চ বিষয় ভাবিও না,
কিন্তু অবনত বিষয় সকলের সহিত আকর্ষিত হও| আপনাদের জ্ঞা-
নে বুদ্ধিমান্ হইও না| ১৭ মন্দের পরিশোধে কাহারও মন্দ করিও না;
সকল মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম, ভাবিয়া তাহাই চিন্তা কর| ১৮ যদি
সাধ্য হয়, তোমাদের যত দূর হাত থাকে, মনুষ্যমাত্রের সহিত শান্তিতে
থাক| ১৯ হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং
ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, “প্রতিশোধ
লওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন|”
২০ বরং“তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি
সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও;কেননা তাহা করিলে তুমি তা-
হার মস্তকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে|” ২১ তুমি মন্দের
দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজয় কর|

রাজা ও মানব-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য|

১৩ প্রত্যেক প্রাণী প্রাধান্যপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষদের বশীভূত হউক; কে-
ননা ঈশ্বরের নিরূপণ ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব হয় না; এবং যে
সকল কর্ত্তৃপক্ষ আছেন, তাহারা ঈশ্বর-নিযুক্ত| ২ অতএব যে কেহ
কর্ত্তৃত্বের প্রতিরোধী হয়, সে ঈশ্বরের নিয়োগের প্রতিরোধ করে; আর
যাহারা প্রতিরোধ করে, তাহারা আপনাদের উপরে বিচারাজ্ঞা প্রাপ্ত

হইবে। ৩ কেননা শাসনকর্ত্তারা সৎকার্য্যের প্রতি নয়, কিন্তু মন্দ কা-
র্য্যের প্রতি ভয়াবহ। আর তুমি কি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নির্ভয় হইতে
চাহ? সদাচরণ কর, করিলে তাঁহার নিকট হইতে প্রশংসা পাইবে।
৪ কেননা সদাচরণের নিমিত্ত তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই পরিচা-
রক। কিন্তু যদি মন্দ আচরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি বৃথা
খড়্গ ধারণ করেন না; কারণ তিনি ঈশ্বরের পরিচারক, যে মন্দ
আচরণ করে, ক্রোধ সাধনের জন্য তাহার প্রতিশোধদাতা।
৫ অতএব কেবল ক্রোধের ভয়ে নয়, কিন্তু সংবেদেরও নিমিত্ত বশী-
ভূত হওয়া আবশ্যক। ৬ কারণ এইজন্য তোমরা রাজকর দিয়া থাক;
কেননা তাঁহারা ঈশ্বরের সেবাকারী, সেই কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন।
৭ যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেও। যাঁহাকে কর দিতে হয়, কর
দেও; যাঁহাকে শুল্ক দিতে হয়, শুল্ক দেও; যাঁহাকে ভয় করিতে হয়,
ভয় কর; যাঁহাকে সমাদর করিতে হয়, সমাদর কর। ৮ তোমরা কাহা-
রও কিছু ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও; কেননা পরকে যে
প্রেম করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে। ৯ কারণ, "ব্যভি-
চার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, লোভ করিও না,"
এবং আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক, সে সকল এই বচনে সঙ্কলিত
হইয়াছে, "প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও।" ১০ প্রেম প্রতি-
বাসীর অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন।
১১ আর এরূপ কর, কারণ তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছ; ফলতঃ
এখন তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় হইল; কেননা যখন
আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তখন অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমা-
দের আরও সন্নিকট। ১২ রাত্রি প্রায় গেল, দিবস আগত প্রায়;
অতএব আইস, আমরা অন্ধকারের ক্রিয়া সকল ত্যাগ করি, এবং
দীপ্তির রণসজ্জা পরিধান করি। ১৩ আইস রঙ্গরসে ও মত্ততায় নয়,
লম্পটতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায় নয়, বিবাদে ও ঈর্ষায় নয়, কিন্তু দিব-
সের উপযুক্ত শিষ্ট ভাবে চলি। ১৪ কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত চি-
ন্তা করিও না।

দুর্ব্বল বিশ্বাসী ভ্রাতাদের প্রতি কর্ত্তব্য।

১৪ বিশ্বাসে যে দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণ কর, কিন্তু তর্কবিতর্ক সম্ব-
ন্ধীয় বিষয়ের বিচারার্থে নয়। ২ এক ব্যক্তির বিশ্বাস আছে
যে, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই খাইতে পারে, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে শাক খায়।
৩ যে যাহা ভোজন করে, সে এমন ব্যক্তিকে তুচ্ছ না করুক, যে তাহা
ভোজন করে না; এবং যে যাহা ভোজন না করে, সে এমন ব্যক্তির
বিচার না করুক, যে তাহা ভোজন করে; কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ
করিয়াছেন।
৪ তুমি কে, যে অপরের ভৃত্যের বিচার কর? নিজ প্রভুরই নিকটে
হয় সে স্থির থাকে, নয় ত পতিত হয়। বরং তাহাকে স্থির রাখা যাই-
বে, কেননা প্রভু তাহাকে স্থির রাখিতে পারেন। ৫ এক জন এক দিন
হইতে অন্য দিন অধিক মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই
সমানরূপে মান্য করে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন মনে স্থিরনিশ্চয়
হউক। ৬ দিন যে মানে, সে প্রভুর উদ্দেশেই মানে; আর যে ভোজন
করে, সে প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ
করে; এবং যে ভোজন করে না, সেও প্রভুর উদ্দেশেই ভোজন করে
না, এবং ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। ৭ কারণ আমাদের মধ্যে কেহ আপ-
নার উদ্দেশে জীবিত থাকে না, এবং কেহ আপনার উদ্দেশে মরে না।
৮ কেননা যদি আমরা জীবিত থাকি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত
থাকি; এবং যদি মরি, তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। অতএব আমরা
জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। ৯ কারণ এই উদ্দেশে খ্রীষ্ট
মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু
হন। ১০ কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? কেনই বা তুমি
তোমার ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের বিচারাসনে
সম্মুখে দাঁড়াইব। ১১ কেননা লিখিত আছে,"প্রভু কহিতেছেন, আমার
জীবনের দিব্য, আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং প্র-
ত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।" ১২ সুতরাং আমাদের
প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে।
১৩ অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার আর না
করি, বরং তোমরা এই বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যাঘাতজনক কি বিঘ্ন-
জনক কিছু রাখা অকর্ত্তব্য। ১৪ আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নি-
শ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবতঃ অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা
অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র। ১৫ বস্তুতঃ তো-
মার ভ্রাতা যদি খাদ্য সামগ্রী প্রযুক্ত দুঃখিত হয়, তবে তুমি আর প্রে-
মের নিয়মে চলিতেছ না। যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিলেন, তোমার খাদ্য
সামগ্রী দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিও না। ১৬ অতএব তোমাদের যাহা
ভাল, তাহা নিন্দার বিষয় না হউক। ১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজন
পান নয়, কিন্তু ধার্ম্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে অনন্দ।
১৮ কেননা যে এই বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র,
এবং মনুষ্যদের কাছেও পরীক্ষাসিদ্ধ। ১৯ অতএব যে যে বিষয় শান্তি-
জনক, ও যে যে বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গাঁথিয়া তুলিতে পারি,
আমরা সেই সকলের অনুধাবন করি। ২০ খাদ্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের
কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। সকল বস্তুই শুচী বটে, কিন্তু যে ব্যক্তির
যাহা ভোজন করিলে ব্যাঘাত জন্মে, তাহার পক্ষে তাহা মন্দ।
২১ মাংস ভক্ষণ বা দ্রাক্ষারস পান, অথবা যে কিছুতে তোমার ভ্রাতা
ব্যাঘাত কি বিঘ্ন পায়, কি দুর্ব্বল হয়, এমন কিছুই না করা ভাল।
২২ তোমার যে বিশ্বাস আছে, তাহা আপনার কাছেই ঈশ্বরের সম্মুখে
রাখ। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে, যাহা গ্রাহ্য করে, তাহাতে আপনার বিচার
না করে। ২৩ কিন্তু যাহার সন্দেহ আছে, সে যদি ভোজন করে, তবে
সে দোষী সাব্যস্ত হইল, কারণ তাহার ভোজন বিশ্বাসমূলক নয়; আর
যাহা কিছু বিশ্বাসমূলক নয়, তাহাই পাপ।
১৫ কিন্তু বলবান্ যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্ব্বলদি-
গের দুর্ব্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি।
২ আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার
নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক। ৩ কারণ খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট
করিলেন না, বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার
করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িল।"
৪ কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমা-
দের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সা-
ন্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই। ৫ ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর
এমন বর দিউন, যাহাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর অনুরূপে পরস্পর
একমনা হও, ৬ যেন তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ও পিতার গৌরব কর।

যিহূদী ও পরজাতীয়দের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের প্রেম।

৭ অতএব যেমন খ্রীষ্ট তোমাদিগকে গ্রহণ করিলেন, তেমনি ঈশ্ব-
রের গৌরবের জন্য তোমরা এক জন অন্যকে গ্রহণ কর। ৮ কেননা
আমি বলি যে, ঈশ্বরের সত্যের জন্যই খ্রীষ্ট ত্বকছেদ সম্বন্ধীয় পরিচা-
রক হইয়াছেন, যেন তিনি পিতৃপুরুষদিগকে দত্ত প্রতিজ্ঞা সকল স্থির
করেন, ৯ এবং পরজাতীয়েরা যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্যই তাঁহার গৌ-
রব করে; যেমন লিখিত আছে,"এই জন্য আমি জাতিগণের মধ্যে
তোমার গৌরব স্বীকার করিব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান
করিব।" ১০ আবার তিনি বলেন, "জাতিগণ! তাঁহার প্রজাদের সহিত
হর্ষনাদ কর।" ১১ আবার, "সমস্ত জাতি, প্রভুর প্রশংসা কর, সমস্ত
লোকবৃন্দ তাঁহার প্রশংসা করুক।" ১২ আবার যিশাইয় বলেন, "যিশ-
য়ের মূল থাকিবে, আর জাতিগণের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক জন

দাঁড়াইবেন, তাঁহারই উপরে জাতিগণ প্রত্যাশা রাখিবে|” ১৩ প্রত্যাশার
ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ
করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া
পড়|

উপসংহার

১৪ আর, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি আপনিও তোমাদের বিষয়ে নি-
শ্চয় বুঝিতেছি যে, তোমরা আপনারা মঙ্গলভাবে পূর্ণ, সমুদয় জ্ঞানে
পরিপূর্ণ, পরস্পরকে চেতনা-প্রদানেও সমর্থ| ১৫ তথাপি তোমাদিগ-
কে স্মরণ করাইয়া দিতেছি বলিয়া কয়েকটী বিষয় অপেক্ষাকৃত সা-
হসপূর্ব্বক লিখিলাম, কারণ ঈশ্বরকর্তৃক আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, ১৬ যেন আমি পরজাতীয়দের নিকটে খ্রীষ্ট যীশুর সেবক
হইয়া, ঈশ্বরের সুসমাচারের যাজকত্ব করি, যেন পরজাতীয়েরা পবি-
ত্র আত্মাতে পবিত্রীকৃত উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়| ১৭ অতএব খ্রীষ্ট যী-
শুতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিষয়ে আমার শ্লাঘা করিবার অধিকার আছে|
১৮ কেননা আমি সে বিষয়ে এমন একটী কথাও বলিতে সাহস করিব
না, যাহা পরজাতীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা সা-
ধন করেন নাই; ১৯ তিনি বাক্যে ও কার্য্যে, নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষ-
ণের পরাক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এইরূপ সাধন করিয়াছেন
যে, যিরূশালেম হইতে ইল্লুরিকা পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুস-
মাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি| ২০ আর আমার লক্ষ্য এই, খ্রী-
ষ্টের নাম যে স্থানে কখনও উচ্চারিত হয় নাই, এমন স্থানে যেন সুস-
মাচার প্রচার করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে যেন না গাঁথি|
২১ কিন্তু যেমন লিখিত আছে,“তাঁহার সংবাদ যাহাদিগকে দেওয়া
যায় নাই, তাহারা দেখিতে পাইবে;এবং যাহারা শুনে নাই, তাহারা বু-
ঝিবে|” ২২ এই কারণ বশতঃ আমি তোমাদের নিকটে যাইতে অনেক
বার নিবারিত হইয়া আসিয়াছি| ২৩ কিন্তু এই সকল অঞ্চলে আমার
আর স্থান নাই, এবং অনেক বৎসর ধরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসি-
তেছি যে, স্পেন দেশে যাইবার সময়ে তোমাদের ওখানে যাইব;
২৪ কারণ আশা করি যে, যাইবার সময়ে তোমাদিগকে দেখিব, এবং
প্রথমে তোমাদের সহবাসে কতক পরিমাণে তৃপ্ত হইলে তোমরা
আমাকে সেখানে আগাইয়া দিবে| ২৫ কিন্তু এক্ষণে পবিত্রদিগের
পরিচর্য্যা করিতে যিরূশালেমে যাইতেছি| ২৬ কারণ যিরূশালেমস্থ
পবিত্রদিগের মধ্যে যাহারা দীনহীন, তাহাদের জন্য মাকিদনিয়া ও
আখায়া দেশীয়েরা প্রীত হইয়া সহভাগীতাসুচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ
করিয়াছে| ২৭ বাস্তবিক তাহারা প্রীত হইয়াই তাহা করিয়াছে, আর
তাহারা উহাদের কাছে ঋণীও আছে; কেননা যখন পরজাতীয়েরা
আত্মিক বিষয়ে তাহাদের সহভাগী হইয়াছে, তখন উহারাও সাংসা-
রিক বিষয়ে তাহাদের সেবা করিবার জন্য ঋণী| ২৮ অতএব সেই
কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার এবং মুদ্রাঙ্ক দিয়া সেই ফল তাহাদিগকে দিবার
পর, আমি তোমাদের নিকট দিয়া স্পেন দেশে গমন করিব| ২৯ আর
আমি জানি, যখন তোমাদের নিকটে আসিব, তখন খ্রীষ্টের আশী-
র্ব্বাদের পূর্ণতায় আসিব| ৩০ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
উপরোধে এবং আত্মার প্রেমের উপরোধে আমি তোমাদিগকে বিন-
তি করি, তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার নিমিত্ত প্রার্থনা দ্বারা আমার
সহিত প্রাণপণ কর, ৩১ যেন, আমি যিহূদীয়াস্থ অবাধ্য লোকদের হই-
তে রক্ষা পাই, এবং যিরূশালেমের নিমিত্ত আমার যে পরিচর্য্যা, তাহা
যেন পবিত্রদিগের নিকটে গ্রাহ্য হয়; ৩২ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন
তোমাদের নিকটে আনন্দে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সঙ্গে প্রাণ জু-
ড়াইতে পারি| ৩৩ শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন|
আমেন|

১৬ আমাদের ভগিনী, কিংক্রিয়াস্থ মন্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীর
জন্য আমি তোমাদের কাছে সুপারিস করিতেছি, ২ যেন তো-
মরা তাঁহাকে প্রভুতে, পবিত্রগণের যথাযোগ্য ভাবে, গ্রহণ কর, এবং
যে কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে উপকারের তাঁহার প্রয়োজন হইতে
পারে, তাহা কর; কেননা তিনিও অনেকের এবং আমার নিজেরও
উপকারিণী হইয়াছেন|

ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতি মঙ্গলবাদ|

৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিস্কা ও আক্কিলাকে মঙ্গলবাদ
কর;
৪ তাঁহারা আমার প্রাণের নিমিত্তে আপনাদের গ্রীবা পাতিয়া দিয়া-
ছিলেন; কেবল আমিই যে তাঁহাদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু
পরজাতীয়দের সমুদয় মন্ডলীও করে; ৫ আর তাঁহাদের গৃহস্থিত মন্ড-
লীকেও মঙ্গলবাদ কর| আমার প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশে
এশিয়া দেশের অগ্রিমাংশ, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর| ৬ মরিয়ম, যিনি
তোমাদের নিমিত্ত বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর|
৭ আমার স্বজাতীয় ও আমার সহবন্দি আন্দ্রনীক ও যুনিয়কে মঙ্গল-
বাদ কর; তাঁহারা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার পূর্ব্বে খ্রী-
ষ্টের আশ্রিত হন| ৮ প্রভুতে আমার প্রিয় যে আমপ্লিয়াত, তাঁহাকে
মঙ্গলবাদ কর| ৯ খ্রীষ্টে আমাদের সহকারী উর্ব্বাণকে এবং আমার
প্রিয় স্তাখুকে মঙ্গলবাদ কর| ১০ খ্রীষ্টে পরীক্ষাসিদ্ধ আপিল্লিকে মঙ্গ-
লবাদ কর| আরিষ্টাবুলের পরিজনগণকে মঙ্গলবাদ কর| ১১ আমা-
দের স্বজাতীয় হেরোদিয়োনকে মঙ্গলবাদ কর| নার্কিসের পরিজনব-
র্গের মধ্যে যাঁহারা প্রভুতে আছেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ কর|
১২ ত্রুফেণা ও ত্রুফেষা, যাঁহারা প্রভুতে পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগকে
মঙ্গলবাদ কর| প্রিয়া পর্ষী, যিনি প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন,
তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর| ১৩ প্রভুতে মনোনীত রূফকে, আর তাঁহার
মাতাকে- যিনি আমারও মাতা- মঙ্গলবাদ কর| ১৪ অসুঙ্কৃত, ফ্লিগোন,
হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা, এবং তাহাদের সঙ্গের ভ্রাতৃগণকে মঙ্গলবাদ
কর| ১৫ ফিললগ ও যুলিয়া, নীরিয় ও তাঁহার ভগিনী এবং ওলুম্প, ও
তাঁহাদের সঙ্গে সমস্ত লোককে মঙ্গলবাদ কর| ১৬ তোমরা পবিত্র চুম্ব-
নে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর| খ্রীষ্টের সমস্ত মন্ডলী তোমাদিগকে মঙ্গ-
লবাদ করিতেছে| ১৭ ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি,
তোমরা যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহার বিপরীতে যাহারা দলাদলি ও বিঘ্ন
জন্মায়, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখ ও তাহাদের হইতে দূরে থাক|
১৮ কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের দাসত্ব করে না,
কিন্তু আপন আপন উদরের দাসত্ব করে, এবং মধুর বাক্য ও স্তুতি-
বাদ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়| ১৯ কেননা তোমাদের আজ্ঞা-
বহতার কথা সকল লোকের নিকটে ব্যাপিয়াছে| অতএব তোমাদের
জন্য আমি আনন্দ করিতেছি; কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা
উত্তম বিষয়ে বিজ্ঞ ও মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও| ২০ আর শান্তির
ঈশ্বর ত্বরায় শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করিবেন| আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক| ২১ আমার
সহকারী তীমথিয় এবং আমার স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও সোষি-
পাত্র তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ২২ এই পত্রলেখক আমি
তর্ত্তিয় প্রভুতে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছি| ২৩ আমার এবং
সমস্ত মন্ডলীর আতিথ্যকারী গায়ঃ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতে-
ছেন| ২৪ এই নগরের ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং ভ্রাতা ক্কার্ত্ত তোমাদিগকে
মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ২৫ যিনি তোমাদিগকে সুস্থির করিতে সমর্থ-
আমার সুসমাচার অনুসারে ও যীশু খ্রীষ্ট-বিষয়ক প্রচার অনুসারে,
সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ অনুসারে, যাহা অনাদি কাল অবধি অক-
থিত ছিল, ২৬ কিন্তু সম্প্রতি ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ভাববাদীগণের লি-
খিত গ্রন্থ দ্বারা, সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, বিশ্বাসের অজ্ঞা-
বতার নিমিত্তে, সর্ব্বজাতির নিকটে জ্ঞাত করা গিয়াছে, ২৭ যীশু খ্রীষ্ট

দ্বাৰা সেই একমাত্ৰ প্ৰজ্ঞাবান্ ঈশ্বৰৰ গৌৰব যুগপৰ্য্যায়ে যুগে যুগে
হওক| আমেন|

১ করিন্থীয়া

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে যীশু খ্রীষ্টের আহূত প্রেরিত, এবং
ভ্রাতা সোস্থিনি- ২ করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মন্ডলী সমীপে, খ্রীষ্ট যী-
শুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে, এবং যাহারা সর্ব্ব-
স্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাহাদের সর্ব্বজন
সমীপে; তিনি তাহাদের এবং আমাদের প্রভু| ৩ আমাদের পিতা ঈশ্বর
এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক|
৪ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে, তা-
হার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়ত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;
৫ কেননা তাঁহাতেই তোমরা সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্ববিধ বাক্যে ও সর্ব্ববিধ
জ্ঞানে ধনবান্ হইয়াছ| ৬ এইরূপে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে স্থি-
রীকৃত হইয়াছে| ৭ এজন্য তোমরা কোন বরে পিছাইয়া পড় নাই;
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছ; ৮ আর তি-
নি তোমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির রাখিবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রী-
ষ্টের দিনে অনিন্দনীয় রাখিবেন| ৯ ঈশ্বর বিশ্বাস্য, যাঁহার দ্বারা তোম-
রা তাঁহার পুত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতার নিমিত্ত
আহূত হইয়াছ|

ভ্রাতৃগণের অনৈক্যের নিমিত্ত অনুযোগ|

১০ কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমা-
দিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমা-
দের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক
হও| ১১ কেননা, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমি ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা
তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ
আছে| ১২ আমি এই কথা বলিতেছি যে, তোমরা প্রতিজন বলিয়া
থাক, আমি পৌলের, আর আমি আপল্লোর, আর আমি কৈফার,
আর আমি খ্রীষ্টের| ১৩ খ্রীষ্ট কি বিভক্ত হইয়াছেন? পৌল কি তোমা-
দের নিমিত্ত ক্রুশে হত হইয়াছে? অথবা পৌলের নামে কি তোমরা বা-
প্তাইজিত হইয়াছ? ১৪ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে, আমি তোমাদের
মধ্যে ক্রীষ্প ও গায়ঃ ব্যতীত আর কাহাকেও বাপ্তাইজ করি নাই,
১৫ যেন কেহ না বলে যে, তোমরা আমার নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছ|
১৬ আর স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তাইজ করিয়াছি, আর কাহাকেও
যে বাপ্তাইজ করিয়াছি, তাহা জানি না| ১৭ কারণ খ্রীষ্ট আমাকে বা-
প্তাইজ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু সুসমাচার প্রচার
করিবার নিমিত্ত; তাহাও বিজ্ঞানের বাক্য নয়, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ বি-
ফল না হয়|

খ্রীষ্টের ক্রুশ-সম্বন্ধীয় সুসমাচারের উৎকৃষ্টতা|

১৮ কারণ সেই ক্রুশের কথা, যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের
কাছে মুর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে
তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ| ১৯ কারণ লিখিত আছে,"আমি জ্ঞান-
বানদের জ্ঞান নষ্ট করিব, বিবেচক লোকদের বিবেচনা ব্যর্থ করিব|"
২০ জ্ঞানবান কোথায়? অধ্যাপক কোথায়? এই যুগের বাদানুবাদকারী
কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নাই?
২১ কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানক্রমে যখন জগত নিজ জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে
জানিতে পায় নাই, তখন প্রচারের মুর্খ্যতা দ্বারা বিশ্বাসকারীদের
পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের সুবাসনা হইল| ২২ কেননা যিহূদীরা চিহ্ন
চায়, এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে; ২৩ কিন্তু আমার ক্রুশে হত
খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি যিহূদীদের কাছে বিঘ্ন ও পরজাতিদের কা-
ছে মুর্খতাস্বরূপ, ২৪ কিন্তু যিহূদী ও গ্রীক, আহূত সকলের কাছে খ্রীষ্ট
ঈশ্বরেরই পরাক্রম ও ঈশ্বরেরই জ্ঞানস্বরূপ| ২৫ কেননা ঈশ্বরের যে
মুর্খতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানযুক্ত, এবং ঈশ্বরের যে
দুর্ব্বলতা, তাহা মনুষ্যদের অপেক্ষা অধিক সবল| ২৬ কারণ, হে ভ্রা-
তৃগণ, তোমাদের আহ্বান দেখ, যেহেতুক মাংস অনুসারে জ্ঞানবান্
অনেক নাই, পরাক্রমী অনেক নাই, উচ্চপদস্থ অনেক নাই; ২৭ কিন্তু
ঈশ্বর জগতীস্থ মুর্খ বিষয় সকল মনোনীত করিলেন, যেন জ্ঞানবান-
দিগকে লজ্জা দেন; এবং ঈশ্বর জগতের দুর্ব্বল বিষয় সকল মনো-
নীত করিলেন, যেন শক্তিময় বিষয় সকলকে লজ্জা দেন| ২৮ এবং
জগতের যাহা যাহা নীচ ও যাহা যাহা তুচ্ছ, যাহা যাহা কিছু নয়, সেই
সকল ঈশ্বর মনোনীত করিলেন, যেন, যাহা যাহা আছে, সে সকল
অকিঞ্চন করেন; ২৯ যেন কোন মর্ত্ত্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে শ্লাঘা না করে|
৩০ কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন
আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান-ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি-
৩১ যেমন লেখা আছে, "যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা
করুক|"

২ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন তোমাদের নিকটে গিয়াছিলাম,
তখন গিয়া বাক্যের কি জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা অনুসারে তোমাদিগ-
কে যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য জ্ঞাত করিতেছিলাম, তাহা নয়| ২ কেননা
আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব
না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই, জানিব|
৩ আর আমি তোমাদের কাছে দুর্ব্বলতা, ভয় ও মহাকম্পযুক্ত ছি-
লাম,
৪ আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত
ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, ৫ যেন তোমা-
দের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়|

ঈশ্বরীয় জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা|

৬ তথাপি আমরা সিদ্ধের মধ্যে জ্ঞানের কথা কহিতেছি, কিন্তু সেই
জ্ঞান এই যুগের নয়, এবং এই যুগের শাসনকর্ত্তাদেরও নয়, ইহারা ত
অকিঞ্চন হইয়া পড়িতেছেন| ৭ কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের
সেই জ্ঞানের কথা কহিতেছি, সেই গুপ্ত জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমাদের
প্রতাপের জন্য যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বে নিরুপণ করিয়াছিলেন| ৮ এই যু-
গের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা জানেন নাই; কেননা যদি জা-
নিতেন, তবে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না| ৯ কিন্তু যেমন লেখা
আছে,"চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই,এবং মনুষ্যের হৃদ-
য়াকাশে যাহা উঠে নাই,যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহা-
দের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন|" ১০ কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁ-
হার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই
অনুসন্ধান করেন, কেননা গভীর বিষয় সকলও অনুসন্ধান করেন|
১১ কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনু-
ষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরর বিষয়গুলি কেহ জানে

না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। ১২ কিন্তু আমরা জগতের আত্মা-
কে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর
অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানি-
তে পারি। ১৩ আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানু-
রূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা
কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।
১৪ কিন্তু প্রাণীক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করেন না,
কেননা তাহার কাছে সে সকল মুর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে
পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়। ১৫ কিন্তু যে
আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার করে; আর তাহার বিচার কাহা-
রও দ্বারা হয় না। ১৬ কেননা “কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে, তাঁহাকে
উপদেশ দিতে পারে?” কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

প্রচারকেরা ঈশ্বরের সহকার্য্যকারী, ঈশ্বরের ধনের অধ্যক্ষ।

৩ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের
ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মাংসময় লোকদের
ন্যায়, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি। ২ আমি তো-
মাদিগকে দুগ্ধ পান করিয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা তখন তো-
মাদের শক্ত হয় নাই; ৩ কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ; বা-
স্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি
মাংসিক নও, এবং মানুষের রীতিক্রমে কি চলিতেছ না?
৪ কেননা যখন তোমাদের এক জন বলে, আমি পৌলের, আর
এক জন, আমি আপল্লোর, তখন তোমরা কি মনুষ্যমাত্র নও?
৫ ভাল, আপল্লো কি? আর পৌল কি? তাহারা ত পরিচারকমাত্র, যা-
হাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হইয়াছ; আর এক এক জনকে প্রভু যে-
মন দিয়াছেন। ৬ আমি রোপণ করিলাম, আপল্লো জল সেচন করি-
লেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকিলেন। ৭ অতএব রোপক কিছু নয়,
সেচকও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সার। ৮ আর রোপক ও সেচক
উভয়েই এক, এবং যাহার যেরূপ নিজের শ্রম, সে তদ্রূপ নিজের বে-
তন পাইবে। ৯ কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সাহায্যকারী; তোমরা ঈশ্বরে-
রই ক্ষেত্র, ঈশ্বরেরই গাঁথনি। ১০ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দত্ত হই-
য়াছে, তদনুসারে আমি জ্ঞানবান্ গাঁথকের ন্যায় ভিত্তিমূল স্থাপন
করিয়াছি; আর তাহার উপরে অন্যে গাঁথিতেছে; কিন্তু প্রত্যেকজন
দেখুক, কিরূপে সে তাহার উপরে গাঁথে। ১১ কেননা কেবল যাহা স্থা-
পিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে
না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। ১২ কিন্তু এই ভিত্তিমূলের উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহু-
মূল্য প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড়, নাড়া দিয়া যদি কেহ গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্য-
ক্তির কর্ম্ম সপ্রকাশ হইবে। ১৩ কারণ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে,
কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নিতেই হয়; আর প্রত্যেকের কর্ম্ম যে
কি প্রকার, সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে; ১৪ যে যাহা গাঁথিয়া-
ছে, তাহার সেই কর্ম্ম যদি থাকে, তবে সে বেতন পাইবে। ১৫ যাহার
কর্ম্ম পুড়িয়া যায়, সে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পা-
ইবে। তথাপি এইরূপ পাইবে, যেন অগ্নির মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবে।
১৬ তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের
আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? ১৭ যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির
নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির
পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমারই। ১৮ কেহ আপনাকে বঞ্চনা না
করুক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে এই যুগে জ্ঞান-
বান্ বলিয়া মনে করে, তবে সে জ্ঞানবান্ হইবার জন্য মুর্খ হউক।
১৯ যেহেতুক এই জগতের যে জ্ঞান, তাহা ঈশ্বরের নিকটে মুর্খতা।
কারণ লেখা আছে, “তিনি জ্ঞানবানদিগকে তাহাদের ধুর্ত্ততায়
ধরেন।” ২০ পুনশ্চ, “প্রভু জ্ঞানবানদের তর্ক বিতর্ক জানেন যে, সে
সকল অসার।” ২১ অতএব কেহ মনুষ্যদের শ্লাঘা না করুক। কেননা
সকলই তোমাদের; ২২ -পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগৎ, কি
জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষৎ বিষয়, সকলই তো-
মাদের; ২৩ আর তোমরা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।
৪ লোকে আমাদিগকে এরূপ মনে করুক যে, আমরা খ্রীষ্টের
সেবক ও ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের অধ্যক্ষ। ২ আর এ স্থলে
ধনাধ্যক্ষের এই গুণ চাই, যেন তাহাকে বিশ্বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।
৩ কিন্তু তোমাদের দ্বারা কিম্বা মানুষিক বিচার দিনের সভা দ্বারা যে
আমার বিচার হয়, ইহা আমার মতে ক্ষুদ্র বিষয়; এমন কি, আমি
আমার নিজেরও বিচার করি না।
৪ কারণ আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তথাপি ইহা-
তে আমি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি না; কিন্তু যিনি আমার
বিচার করেন, তিনি প্রভু। ৫ অতএব তোমরা সময়ের পূর্ব্বে, যে পর্য্য-
ন্ত প্রভু না আইসেন, সেই পর্য্যন্ত কোন বিচার করিও না; তিনিই অন্ধ-
কারের গুপ্ত বিষয় সকল দীপ্তিতে আনিবেন, এবং হৃদয়সমূহের মন্ত্র-
ণা সকল প্রকাশ করিবেন; এবং তৎকালে প্রত্যেক জন ঈশ্বর হইতে
আপন আপন প্রশংসা পাইবে। ৬ হে ভ্রাতৃগণ, আমি আপনার ও
আপল্লোর উদাহরণ দিয়া তোমাদের নিমিত্তে এই সকল কথা কহি-
লাম; যেন আমাদের দ্বারা তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যাহা লিখিত
আছে, তাহা অতিক্রম করিতে নাই, তোমরা কেহ যেন এক জনের
পক্ষে অন্য জনের বিপক্ষে গর্ব্ব না কর। ৭ কেননা কে তোমাকে বি-
শিষ্ট করে? আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই বা তোমার কি আছে?
আর যখন পাইয়াছ; তখন যে ন পাও নাই, এরূপ শ্লাঘা কে করি-
তেছ? ৮ তোমরা এখন পূর্ণ হইয়াছ! এখন ধনবান হইয়াছ! আমাদের
ছাড়া রাজত্ব পাইয়াছ! আর রাজত্ব পাইলে ভালই হইত, তোমাদের
সহিত আমরাও রাজত্ব পাইতাম। ৯ কারণ আমার বোধ হয়, প্রেরিত-
গণ যে আমরা, ঈশ্বর আমাদিগকে বধ্য লোকদের ন্যায় শেষের বলি-
য়া দেখাইয়াছেন; কেননা আমরা জগতের ও দূতগণের ও মনুষ্যদের
কৌতুকাস্পদ হইয়াছি। ১০ আমরা খ্রীষ্টের নিমিত্ত মুর্খ, কিন্তু তোমরা
খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান্; আমরা দুর্ব্বল, কিন্তু তোমরা বলবান্; তোমরা গৌর-
বান্বিত, কিন্তু আমরা অনাদৃত। ১১ এখনকার এই দন্ড পর্য্যন্ত আমরা
ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত ও বস্ত্রহীন রহিয়াছি, আর মুস্ট্যাঘাতে আহত হইতে-
ছি, ও অস্থির-বাস রহিয়াছি; ১২ এবং স্বহস্তে কার্য্য করিয়া পরিশ্রম
করিতেছি, নিন্দিত হইতে হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাড়িত হইতে
হইতে সহ্য করিতেছি, ১৩ অপবাদিত হইতে হইতে বিনয় করিতেছি;
অদ্য পর্য্যন্ত আমরা যেন জগতের আবর্জ্জনা, সকল বস্তুর জঞ্জাল
হইয়া রহিয়াছি। ১৪ আমি তোমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য নয়, কিন্তু
আমার প্রিয় বৎস বলিয়া তোমাদিগকে চেতনা দিবার জন্য এই
সকল লিখিতেছি। ১৫ কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ সহস্র পরি-
পালক থাকে তথাচ পিতা অনেক নয়; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচার
দ্বারা আমিই তোমাদিগকে জন্ম দিয়াছি। ১৬ অতএব তোমাদিগকে
বিনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও। ১৭ এই অভিপ্রায়ে এমি
তীমথীয়কে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়াছি; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয়
ও বিশ্বস্ত বৎস; তিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় আমার পন্থা
সকল স্মরণ করাইবেন, যাহা আমি সর্ব্বত্র সর্ব্ব মন্ডলীতে শিক্ষা দি-
য়া থাকি। ১৮ আমি তোমাদের নিকটে আসিব না বলিয়া কেহ কেহ
গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে। ১৯ কিন্তু প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি
অবিলম্বে তোমাদের নিকটে আসিব, এবং যাহারা গর্ব্বিত হইয়া উঠি-
য়াছে, তাহাদের কথা নয়, কিন্তু পরাক্রম জানিব। ২০ কেননা ঈশ্বরের
রাজ্য কথায় নয়, কিন্তু পরাক্রমে। ২১ তোমাদের ইচ্ছা কি? আমি কি
বেত লইয়া তোমাদের কাছে যাইব না? না প্রেমে ও মৃদুতার আত্মায়
যাইব?

মন্ডলী-শাসনের কথা|

৫ বাস্তবিক শুনা যাইতেছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে,
আর এমন ব্যভিচার, যাহা পরজাতীয়দের মধ্যেও নাই, এমন
কি, তোমাদের মধ্যে এক জন আপন পিতার ভার্য্যা কে রাখিয়াছে|
২ আর তোমরা গর্ব্ব করিতেছ! বরং বিলাপ কর নাই কেন, যেন
এমন কর্ম্ম যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহাকে তোমাদের মধ্য হইতে বাহির
করিয়া দেওয়া হয়? ৩ আমি, দেহে অনুপস্থিত হইলেও আত্মাতে উপ-
স্থিত হইয়া, যে ব্যক্তি এই প্রকারে সেই কার্য্য করিয়াছে, উপস্থিত ব্য-
ক্তির ন্যায় তাহার বিচার করিয়াছি;
৪ আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত
হইলে, ৫ আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম সহকারে তাদৃশ ব্যক্তিকে
মাংসের বিনাশার্থে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, যেন প্রভু
যীশুর দিনে আত্মা পরিত্রান পায়| ৬ তোমাদের শ্লাঘা করা ভাল নয়|
তোমারা কি জান না যে, অল্প তাড়ী সূজীর সমস্ত তাল তাড়ীময়
করিয়া ফেলে| ৭ পুরাতন তাড়ী বাহির করিয়া দেও; যেন তোমরা নূ-
তন তাল হইতে পার- তোমরা ত তাড়ীশুন্য| কারণ আমাদের নিস্তা-
রপর্ব্বীয় মেষশাবক বলীকৃত হইয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট| ৮ অতএব
আইস, আমরা পুরাতন তাড়ী দিয়া নয়, হিংসা ও দুষ্টতার তাড়ী দিয়া
নয়, কিন্তু সরলতার ও সত্যশীলতার তাড়ীশুন্য রুটী দিয়া পর্ব্বটী
পালন করি| ৯ আমি আমার পত্রে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম যে,
ব্যভিচারীদের সংসর্গে থাকিতে নাই; ১০ এই জগতের ব্যভিচারী কি
লোভী কি পরধনগ্রাহী কি প্রতিমাপূজকদের সংসর্গ একেবারে ছাড়ি-
তে হইবে, তাহা নয়, কেননা তাহা হইলে সুতরাং জগতের বাহিরে যা-
ওয়া তোমাদের আব্যশক হইয়া পড়ে| ১১ কিন্তু এখন তোমাদিগকে
লিখিতেছি যে, ভ্রাতা নামে অখ্যাত কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি
লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়,
তবে তাহার সংসর্গে থাকিতে নাই, এমন ব্যক্তির সহিত আহার করি-
তেও নাই| ১২ বস্তুতঃ বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি?
ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না? ১৩ কিন্তু বাহিরের
লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন| তোমরা আপনাদের মধ্য হইতে
সেই দুষ্টকে বাহির করিয়া দেও|

বিবাদ ও ব্যভিচার বিষয়ক কথা|

৬ তোমাদের মধ্যে কি কাহারও সাহস হয় যে, আর এক জনের
বিরুদ্ধে কোন কথা থাকিলে তাহার বিচার পবিত্রগণের কাছে
লইয়া না গিয়া অধার্ম্মিকদের কাছে লইয়া যায়? ২ অথবা তোমরা কি
জান না যে, পবিত্রগণ জগতের বিচার করিবেন? আর জগতের বি-
চার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি যৎসামান্য বিষয়ের
বিচার করিবার অযোগ্য? ৩ তোমরা কি জান না যে, আমরা দূতগ-
ণের বিচার করিব? ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা|
৪ অতএব তোমাদের দ্বারা যদি ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার
হয়, তবে মন্ডলীতে যাহারা কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়, তাহাদিগকেই কি
বিচারে বসাইয়া থাক? ৫ আমি তোমাদের লজ্জার নিমিত্ত এই কথা
কহিতেছি| এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন জ্ঞানবান্ এক
জনও নাই যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হইলে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া
দিতে পারে? ৬ কিন্তু ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা বিচার-স্থানে বিবাদ করে,
তাহা আবার অবিশ্বাসীদের কাছে| ৭ তোমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে
বিচার চাও, ইহাতে তোমাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে| বরং অন্যায়
সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও না কেন? ৮ কিন্তু তোমরাই
অন্যায় করিতেছ, বঞ্চনা করিতেছ, আর তাহা ভ্রাতৃগণের প্রতিই
করিতেছ| ৯ অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের
রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; ১০ যাহারা ব্যভিচারী কি
প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর
কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের
রাজ্যে অধিকার পাইবে না| ১১ আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার
লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্ব-
রের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধা-
র্ম্মিক গণিত হইয়াছ| ১২ সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু সকলই
যে হিতজনক, তাহা নয়; সকলই আমার পক্ষে বিধেয়, কিন্তু আমি
কিছুরই কর্ত্তৃত্বাধীন হইব না| ১৩ খাদ্য উদেরর নিমিত্ত, এবং উদর খা-
দ্যের নিমিত্ত, কিন্তু ঈশ্বর উভয়ের লোপ করিবেন| দেহ ব্যাভিচারের
নিমিত্ত নয়, কিন্তু প্রভুর নিমিত্ত, এবং প্রভু দেহের নিমিত্ত| ১৪ আর
ঈশ্বর আপন পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকে উঠাইয়াছেন, আমাদিগকেও
উঠাইবেন| ১৫ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ?
তবে কি আমি খ্রীষ্টের অঙ্গ লইয়া গিয়া বেশ্যার অঙ্গ করিব? তাহা দূ-
রে থাকুক| ১৬ অথবা তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে সংযুক্ত
হয়, সে তাহার সহিত এক দেহ হয়? কারণ তিনি বলেন, "সে দুই জন
একাঙ্গ হইবে|" ১৭ কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে সংযুক্ত হয়, সে তাঁহার
সহিত একাত্মা হয়| ১৮ তোমরা ব্যভিচার হইতে পলায়ন কর| মনুষ্য
অন্য যে কোন পাপ করে, তাহা তাহার দেহের বহির্ভূত; কিন্তু যে ব্য-
ভিচার করে, সে নিজ দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে| ১৯ অথবা তোমরা
কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের
অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? ২০ আর
তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ| অতএব তো-
মাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর|

বিবাহ বিষয়ক কথা|

৭ আবার তোমরা যে সকল কথা লিখিয়াছ, তাহার বিষয়; -স্ত্রী-
লোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের ভাল; ২ কিন্তু ব্যভিচার নিবার-
ণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের ভার্য্যা থাকুক, এবং প্র-
ত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক| ৩ স্বামী স্ত্রীকে তাহার প্রাপ্য
দিউক; আর তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীকে দিউক|
৪ নিজ দেহের উপরে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর
তদ্রূপ নিজ দেহের উপরে স্বামীর কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্ত্রীর আছে|
৫ তোমরা এক জন অন্যকে বঞ্চিত করিও না; কেবল প্রার্থনার নিমি-
ত্তে অবকাশ পাইবার জন্য উভয়ে একপরামর্শ হইয়া কিছু কাল পৃথ-
ক্ থাকিতে পার; পরে পুনর্ব্বার একত্র হইবে, যেন শয়তান তোমাদের
অসংযমতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় না ফেলে| ৬ কিন্তু আমি
আজ্ঞার মত নয়, কেবল অনুমতির মত এ কথা কহিতেছি| ৭ আমার
ইচ্ছা এই যে, সকল মনুষ্যই আমার মত হয়; কিন্তু প্রত্যেক জন ঈশ্বর
হইতে আপন আপন অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে এক জন এক প্রকার,
অন্য জন অন্য প্রকার| ৮ পরন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের
কাছে আমার এই কথা, তাহারা যদি আমার মত থাকিতে পারে, তবে
তাহাদের পক্ষে তাহাই ভাল; ৯ কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে
না পারে, তবে বিবাহ করুক; কেননা আগুনে জ্বলা অপেক্ষা বরং
বিবাহ করা ভাল| ১০ আর বিবাহিত লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিতে-
ছি- আমি দিতেছি তাহা নয়, কিন্তু প্রভুই দিতেছেন- স্ত্রী স্বামীর নিকট
হইতে চলিয়া না যাউক-যদি চলিয়া যায়, ১১ তবে সে অবিবাহিত থা-
কুক, কিম্বা স্বামীর সহিত সম্মিলিতা হউক-আর স্বামীও স্ত্রীকে পরি-
ত্যাগ না করুক| ১২ কিন্তু আর সকলকে আমি বলি, প্রভু নয়; যদি
কোন ভ্রাতার অবিশ্বাসিনী স্ত্রী থাকে, আর সেই নারী তাহার সহিত
বাস করিতে সম্মতা হয়, তবে সে তাহাকে পরিত্যাগ না করুক;
১৩ আবার যে স্ত্রীর অবিশ্বাসী স্বামী আছে, আর সেই ব্যক্তি তাহার
সহিত বাস করে করিতে সম্মত হয়, তবে সে স্বামীকে পরিত্যাগ না
করুক| ১৪ কেননা অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত হইয়াছে,

এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সেই ভ্রাতাতে পবিত্রীকৃতা হইয়াছে; তাহা না
হইলে তোমাদের সন্তানগণ অশুচী হইত, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা পবি-
ত্র| ১৫ তথাপি অবিশ্বাসী যদি চলিয়া যায়, চলিয়া যাউক; এমন স্থলে
সেই ভ্রাতা কি সেই ভগিনী দাসত্বে বদ্ধ নহে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে
শান্তিতেই আহ্বান করিয়াছেন| ১৬ কারণ, হে নারি, তুমি কি করিয়া
জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্রাণ করিবে কি না? অথবা হে
স্বামী, তুমি কি করিয়া জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্রাণ করিবে
কি না? ১৭ কেবল প্রভু যাহাকে যেমন অংশ দিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে
যেমন আহ্বান করিয়াছেন, সে তেমনি চলুক| আর এই প্রকার নি-
য়ম আমি সমস্ত মন্ডলীতে করিয়া থাকি| ১৮ কেহ কি ছিন্নত্বক্ হইয়া
আহূত হইয়াছে? সে ত্বকচ্ছেদ লোপ না করুক| কেহ কি অচ্ছিন্নত্বক্
অবস্থায় আহূত হইয়াছে? সে ছিন্নত্বক্ না হউক| ১৯ ত্বকচ্ছেদ কিছু
নয়, অত্বকচ্ছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই সার|
২০ যে ব্যক্তি যে আহ্বানে আহূত হইয়াছে, সে তাহাতেই থাকুক|
২১ তুমি কি দাস হইয়াই আহূত হইয়াছ? ভাবিত হইও না; কিন্তু যদি
স্বাধীন হইতে পার, বরং তাহা অবলম্বন কর| ২২ কেননা প্রভুতে
আহূত যে দাস, সে প্রভুর স্বাধীনীকৃত লোক; তদ্রূপ আহূত যে স্বাধীন
লোক, সে খ্রীষ্টের দাস| ২৩ তোমরা মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ, মনুষ্য-
দের দাস হইও না| ২৪ হে ভ্রাতৃগণ, প্রত্যেকজন যে অবস্থায় আহূত
হইয়াছে, সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক| ২৫ আর কুমারীদের
বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আজ্ঞা পাই নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত হইবার জন্য
প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের ন্যায় আমার মত প্রকাশ করিতেছি|
২৬ ফলে আমার বোধ হয়, উপস্থিত সঙ্কট প্রযুক্ত ইহাই ভাল, অর্থাৎ
অমনি থাকা মনুষ্যের পক্ষে ভাল| ২৭ তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে সম্বদ্ধ? মুক্ত
হইতে চেষ্টা করিও না| তুমি কি স্ত্রী হইতে মুক্ত? স্ত্রীর চেষ্টা করিও
না| ২৮ কিন্তু বিবাহ করিলেও তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি
বিবাহ করে, তবে তাহারও পাপ হয় না| তথাপি এইরূপ লোকদের
দৈহিক ক্লেশ ঘটিবে; আর তোমাদের প্রতি আমার মমতা হইতেছে|
২৯ কিন্তু আমি এই কথা বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, সময় সঙ্কুচিত, এখন
হইতে যাহাদের স্ত্রী আছে, তাহারা এমন চলুক, যেন তাহাদের স্ত্রী
নাই; ৩০ এবং যাহারা রোদন করিতেছে, তাহারা যেন রোদন করিতে-
ছে না; যাহারা আনন্দ করিতেছে, তাহারা যেন আনন্দ করিতেছে না;
যাহারা ক্রয় করিতেছ, তাহারা যেন কিছুই রাখে নাই; ৩১ আর যাহারা
সংসার ভোগ করিতেছে, যেন পুর্নমাত্রায় করিতেছে না যেহেতুক এই
সংসারের অভিনয় অতীত হইতেছে| ৩২ কিন্তু আমার বাসনা এই যে,
তোমরা চিন্তা-রহিত হও| যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয় চিন্তা করে,
কিরূপে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবে| ৩৩ কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের
বিষয় চিন্তা করে, কিরূপে সন্তুষ্ট করিবে; তাই তাহার বিভিন্নতা ঘটে|
৩৪ আর অবিবাহিত স্ত্রী ও কুমারী প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে
ও আত্মাতে পবিত্রা হয়; কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী সংসারের বিষয় চিন্তা
করে, কিরূপে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে| ৩৫ এই কথা আমি তোমাদের
নিজের হিতের জন্য বলিতেছি, তোমাদের গলায় রজ্জু দিবার জন্য
নয়, কিন্তু তোমরা যেন শিষ্টাচরণ কর, এবং একাগ্রমনে প্রভুতে
আসক্ত থাক| ৩৬ কিন্তু যদি কাহারও বোধ হয় যে, সে তাহার কুমারী
কন্যার প্রতি অশিষ্টাচরণ করিতেছে, যদি সৌকুমার্য্য অতীত হইয়া
থাকে, আর এই প্রকার হওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে যাহা ইচ্ছা
করে, তাহা করুক; ইহাতে তাহার পাপ নাই, বিবাহ হউক| ৩৭ কিন্তু
যে ব্যক্তি হৃদয়ে স্থির, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং আপনি
আপন ইচ্ছা সম্বন্ধে কর্ত্তা, সে যদি আপন কন্যাকে কুমারী রাখিতে
হৃদয়ে স্থির করিয়া থাকে, তবে ভাল করে| ৩৮ অতএব যে আপন কু-
মারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে; এবং যে না দেয়, সে আরও
ভাল করে| ৩৯ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন স্ত্রী আবদ্ধা থা-
কে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে স্বাধীন হয়, যাহাকে ইচ্ছা
করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুতেই|
৪০ তথাপি আমাদের মতানুসারে সে অমনি থাকিলে আরও ধন্যা|
আর আমার বোধ হয়, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পাইয়াছি|

প্রতিমার প্রসাদ বিষয়ক কথা|

৮ আর প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলির বিষয়; -আমরা জানি যে,
আমাদের সকলের জ্ঞান আছে| জ্ঞান গর্ব্বিত করে, কিন্তু প্রে-
মই গাঁথিয়া তুলে| ২ যদি কেহ মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যে-
রূপ জানিতে হয়, তদ্রূপ এখনও জানে না; ৩ কিন্তু যদি কেহ ঈশ্বরকে
প্রেম করে, সেই তাঁহার জানা লোক|
৪ ভাল, প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভজন বিষয়ে আমরা জানি,
প্রতিমা জগতে কিছুই নয়, এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই| ৫ কে-
ননা কি স্বর্গে কি পৃথিবীতে যাহাদিগকে দেবতা বলা যায়, এমন কত-
কগুলিও আছে- বাস্তবিক অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে-
৬ তথাপি আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে
সকলই হইয়াছে, ও আমরা যাঁহারই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু সেই
খ্রীষ্ট যীশু, যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে, এবং আমরা যাঁহারই দ্বারা
আছি| ৭ তবে কিনা সকলের এ জ্ঞান নাই; কিন্তু কতক লোক অদ্য-
পি প্রতিমার সংস্রব্যে থাকায় প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি জ্ঞানেই
বলি ভোজন করে; এবং তাহাদের সংবেদ দুর্ব্বল বলিয়া কলুষিত
হয়| ৮ কিন্তু খাদ্য দ্রব্য আমাদিগকে ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য করায় না;
ভোজন না করিলে আমাদের ক্ষতি হয় না, ভোজন করিলেও আমা-
দের বৃদ্ধি হয় না| ৯ কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই ক্ষমতা যেন কোন
ক্রমে দুর্ব্বলদের ব্যাঘাতজনক না হয়| ১০ কারণ, তোমার ত জ্ঞান
আছে, তোমাকে যদি কেহ দেবালয়ে ভোজনে বসিতে দেখে, তবে সে
দুর্ব্বল লোক বলিয়া তাহার সংবেদ কি প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি
ভোজন করিতে সাহস পাইবে না? ১১ বস্তুতঃ তোমার জ্ঞান দ্বারা সেই
ভ্রাতা যাহার নিমিত্ত খ্রীষ্ট মরিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি নষ্ট হয়|
১২ এইরূপে ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে পাপ করিলে, ও তাহাদের দুর্ব্বল সং-
বেদে আঘাত করিলে, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর| ১৩ অতএব
খাদ্য দ্রব্য যদি আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মায়, তবে আমি কখনও মাংস
ভোজন করিব না, পাছে আমার ভ্রাতার বিঘ্ন জন্মাই|

পৌলের প্রেরিতত্ব বিষয়ক কথা|

৯ আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিত নই? আমাদের প্রভু
যীশুকে আমি কি দেখি নাই? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কৃত
কর্ম্ম কর নও? ২ আমি যদ্যপি অন্য লোকদের জন্য প্রেরিত না হই,
তথাপি তোমাদের জন্য বটে, কেননা প্রভুতে তোমরাই আমার প্রে-
রিত পদের মুদ্রাঙ্ক| ৩ যাহারা আমার পরীক্ষা করে, তাহাদের কাছে
আমার উত্তর এই|
৪ ভোজন পান করিবার অধিকার কি আমাদের নাই? ৫ অন্য সকল
প্রেরিত ও প্রভুর ভ্রাতৃগণ ও কৈফা, ইহাঁদের ন্যায় কোন ধর্ম্মভগিনী-
কে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়াই নানা স্থানে যাইবার অধিকার কি
আমাদের নাই? ৬ কিম্বা পরিশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার কি কেবল
আমার ও বর্ণবার নাই? ৭ কে কখন আপনি ধন ব্যয় করিয়া যুদ্ধে
যায়? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করে, আর তাহার ফল না খায়? অথবা
কে পাল চরায়, আর পালের দুগ্ধ না খায়? ৮ আমি কি মানুষদের মত
এ সকল কথা কহিতেছি? অথবা ব্যবস্থায়ও কি ইহা বলে না? ৯ কা-
রণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা আছে, “শস্যমর্দ্দনকারী বলদের মুখে
জালতি বাঁধিও না|” ঈশ্বর কি বলদদেরই বিষয় চিন্তা করেন?
১০ কিম্বা সর্ব্বথা আমাদের নিমিত্ত ইহা কহেন? বস্তুতঃ আমদেরই নি-
মিত্ত ইহা লিখিত হইয়াছে, কারণ যে চাষ করে, প্রত্যাশাতেই চাষ
করা তাহার উচিত; এবং যে শস্য মাড়ে, ভাগ পাইবার প্রত্যাশাতেই
শস্য মাড়া তাহার উচিত| ১১ আমরা যখন তোমাদের কাছে আত্মিক

বীজ বপন করিয়াছি, তখন যদি তোমাদের মাংসিক ফল গ্রহণ করি,
তবে তাহা কি মহৎ বিষয়? ১২ যদি তোমাদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার
অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি আরও অধিকার
নাই? তথাচ আমরা এই কর্ত্তৃত্ব ব্যবহার করি নাই, বরং সকলই সহ্য
করিতেছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা না জন্মাই। ১৩ তোম-
রা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কার্য্য যাহারা করে, তাহারা পবিত্র
স্থানের বস্তু খায়, এবং যজ্ঞবেদির সহিত অংশী হয়? ১৪ সেইরূপে প্র-
ভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের
উপজীবিকা সুসমাচার হইতে হইবে। ১৫ কিন্তু আমি ইহার কিছুই ব্য-
বহার করি নাই, আর আমার সম্বন্ধে যে এরূপ করা হইবে, সে জন্য
আমি এ সকল লিখিতেছি না; কেননা কেহ যে আমার শ্লাঘা নিষ্ফল
করিবে, তাহা অপেক্ষা আমার মরণ ভাল। ১৬ কারণ আমি যদিও সু-
সমাচার প্রচার করি, তবু আমার শ্লাঘা করিবার কিছুই নাই; কেননা
অবশ্য বহনীয় ভার আমার উপরে অর্পিত; ধিক্ আমাকে, যদি আমি
সুসমাচার প্রচার না করি। ১৭ বস্তুতঃ আমি যদি স্ব-ইচ্ছায় ইহা করি,
তবে আমার পুরস্কার আছে; কিন্তু যদি স্ব-ইচ্ছায় না করি, তবু ধনা-
ধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। ১৮ তবে আমার পুর-
স্কার কি? তাহা এই যে, সুসমাচার প্রচার করিতে করিতে আমি সেই
সুসমাচারকে ব্যয়-রহিত করি, যেন সুসমাচার সম্বন্ধে যে কর্ত্তৃত্ব
আমার আছে, তাহার পুর্ন্য ব্যবহার না করি। ১৯ কারণ সকলের অন-
ধীন হইলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করিলাম, যেন অধিক
লোককে লাভ করিতে পারি। ২০ আমি যিহূদীদিগকে লাভ করিবার
জন্য যিহূদীদের কাছে যিহূদীর ন্যায় হইলাম; আপনি ব্যবস্থার অধীন
না হইলেও আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য
ব্যবস্থাধীনদিগের কাছে ব্যবস্থাধীনের ন্যায় হইলাম। ২১ আমি ঈশ্ব-
রের ব্যবস্থা বিহীন নই, বরং খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অনুগত রহিয়াছি, তথা-
পি ব্যবস্থাবিহীন লোকদিগকে লাভ করিবার জন্য ব্যবস্থাবিহীনদি-
গের কাছে ব্যবস্থাবিহীনের ন্যায় হইলাম। ২২ দুর্ব্বলদিগকে লাভ
করিবার জন্য আমি দুর্ব্বলদের কাছে দুর্ব্বল হইলাম; সর্ব্বথা কতগু-
লি লোককে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি সর্ব্বজনের কাছে সর্ব্ব-
বিধ হইলাম। ২৩ আমি সকলই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তাহার
সহভাগী হই। ২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়ের স্থলে যাহারা দৌ-
ড়ে, তাহারা সকলে দৌড়ে, কিন্তু এক জন পুরস্কার পায়? তোমরা
এইরূপে দৌড়, যেন পুরস্কার পাও। ২৫ আর যে কেহ মল্লযুদ্ধ করে,
সে সর্ব্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়দমন করে। তাহারা ক্ষয়ণীয় মুকুট পাইবার
জন্য তাহা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাইবার জন্য করি।
২৬ অতএব আমি এইরূপে দৌড়িতেছি যে বিনালক্ষ্যে নয়; এরূপে মু-
ষ্টিযুদ্ধ করিতেছি যে শুন্যে আঘাত করিতেছি না। ২৭ বরং আমার
নিজ দেহকে প্রহার করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকদের
কাছে প্রচার করিবার পর আমি আপনি কোন ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া
পড়ি।

মন্দ হইতে পৃথক্ থাকিবার কথা।

১০ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, আমার ইচ্ছা নয় যে, তোমরা অজ্ঞাত
থাক যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নীচে
ছিলেন, ও সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন; ২ এবং
সকলে মোশির উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলেন,
৩ এবং সকলে একই আত্মিক ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছিলেন;
৪ আর, সকলে একই আত্মিক পেয় পান করিয়াছিলেন; কারণ,
তাঁহারা এমন এক আত্মিক শৈল্য হইতে পান করিতেন; যাহা তাহা-
দের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল; আর সেই শৈল্য খ্রীষ্ট। ৫ কিন্তু তাঁহাদের
মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর প্রীত হন নাই, ফলতঃ তাঁহারা
প্রান্তরে নিপাতিত হইলেন। ৬ এই সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূ-
পে ঘটিয়াছিল, যেন তাঁহারা যেমন অভিলাষ করিয়াছিলেন, আমরা
তেমনি মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না করি। ৭ আবার যেমন তাঁহাদের
মধ্যে কতক লোক হইয়াছিল, তোমরা তেমনি প্রতিমাপূজক হইও না;
যথা লিখিত আছে, “লোকেরা ভোজন পান করিতে বসিল, পরে
ক্রীড়া করিতে উঠিল।” ৮ আবার যেমন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক
ব্যভিচার করিয়াছিল, এবং এক দিনে তেইশ হাজার লোক মারা
পড়িল, আমরা যেন তেমনি ব্যভিচার না করি। ৯ আর যেমন তাঁহা-
দের মধ্যে কতক লোক পরীক্ষা করিয়াছিল, এবং সর্পের দ্বারা বিনষ্ট
হইয়াছিল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর পরীক্ষা না করি। ১০ আর যে-
মন তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক বচসা করিয়াছিল, এবং সংহারকের
দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল, তোমরা তেমনি বচসা করিও না। ১১ এই
সকল তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটিয়াছিল, এবং আমাদেরই চেত-
নার জন্য লিখিত হইল; আমাদের, যাহাদের উপরে যুগকলাপের
অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। ১২ অতএব যে মনে করে, আমি দাঁড়াইয়া
আছি, সে সাবধান হউক, পাছে পড়িয়া যায়। ১৩ মনুষ্য যাহা সহ্য
করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই;
আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরি-
ক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও
করিয়া দিবেন, যে তোমরা সহ্য করিতে পার। ১৪ অতএব, হে আমার
প্রিয়েরা, প্রতিমাপূজা হইতে পলায়ন কর। ১৫ আমি তোমাদিগকে বু-
দ্ধিমান্ জানিয়া বলিতেছি; আমি যাহা বলি, তোমরাই বিচার কর।
১৬ আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রী-
ষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটী ভাঙ্গী, তাহা কি খ্রীষ্টের
শরীরের সহভাগিতা নয়? ১৭ কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক
রুটী, এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটীর অংশী।
১৮ মাংসের সম্বন্ধে যাহারা ইস্রায়েল, তাহাদিগকে দেখ; যাহারা বলি
ভোজন করে, তাহারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? ১৯ তবে আমি কি
বলিতেছি? প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? অথ-
বা প্রতিমা কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? ২০ বরং পরজাতিগণ যাহা যাহা
বলি দান করে, তাহা ভূতদের উদ্দেশে বলিদান করে, ঈশ্বরের উদ্দে-
শে নয়; আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা ভূতদের ভূতদের
সহভাগী হও। ২১ প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র, তোমরা এই
উভয় পাত্রে পান করিতে পার না; প্রভুর মেজ ও ভূতদের মেজ, তো-
মরা এই উভয় মেজের অংশী হইতে পার না। ২২ অথবা আমরা কি
প্রভুর অন্তর্জ্জালা জন্মাইতেছি? তাঁহা হইতে কি আমরা বলবান্?
২৩ সকলই বিধেয়, কিন্তু সকলই যে হিতজনক, তাহা নয়; সকলই বি-
ধেয়, কিন্তু সকলই যে গাঁথিয়া তুলে, তাহা নয়। ২৪ কেহই স্বার্থ চেষ্টা
না করুক, বরং প্রত্যেক জন পরের মঙ্গল চেষ্টা করুক। ২৫ যে কোন
দ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয়, সংবেদের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া
তাহা ভোজন করিও; ২৬ যেহেতুক, “পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু প্রভু-
রই।” ২৭ অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেহ যদি তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করে,
আর তোমরা যাইতে ইচ্ছা কর, তবে সংবেদের জন্য কিছুই জিজ্ঞাসা
না করিয়া, যে কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে রাখা হয়, তাহাই ভো-
জন করিও। ২৮ কিন্তু যদি কেহ তোমাদিগকে বলে, এ প্রতিমার কাছে
উৎসৃষ্ট বলি, তবে যে জানাইল, তাহার জন্য, এবং সংবেদের জন্য
তাহা ভোজন করিও না। ২৯ যে সংবেদের কথা আমি বলিলাম, তাহা
তোমার নয়, কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তির। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন
পরের সংবেদের দ্বারা বিচারিত হইবে? ৩০ যদি আমি ধন্যবাদের
সহিত ভোজন করি, তবে যাহার নিমিত্তে আমি ধন্যবাদ করি, তাহার
জন্য আমি কেন নিন্দিত হই? ৩১ অতএব তোমরা ভোজন, কি পান,
কি যাহা কিছু কর, সকলই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর। ৩২ কি যিহূদী,
কি গ্রীক, কি ঈশ্বরের মন্ডলী, কাহারও বিঘ্ন জন্মাইও না; ৩৩ যেমন
আমিও সকল বিষয়ে সকলের প্রীতিকর হই, আপনার হিত চেষ্টা
করি না, কিন্তু অনেকের হিত চেষ্টা করি, যেন তাহারা পরিত্রাণ পায়।

৩৪ যেমন আমিও খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমারা তেমনি আমার অনুকারী
হও|

ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ক কথা|

১১ আমি তোমাদিগকে প্রশংসা করিতেছি যে, তোমরা সকল
বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়া থাক, ২ এবং তোমাদের কাছে
শিক্ষামালা যেরূপ সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপই তাহা ধরিয়া আছ|
৩ কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের
মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট, এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রীষ্টের মস্তক-
স্বরূপ ঈশ্বর|
৪ যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাববা-
ণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে| ৫ কিন্তু যে কোন স্ত্রী
অনাবৃত মস্তকে প্রার্থনা করে, কিম্বা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্ত-
কের অপমান করে; কারণ সে নির্ব্বিশেষে মুন্ডিতার সমান হইয়া
পড়ে| ৬ ভাল, স্ত্রী যদি মস্তক আবৃত না রাখে, সে চুলও কাটিয়া ফে-
লুক; কিন্তু চুল কাটিয়া ফেলা কি মস্তক মুন্ডন করা যদি স্ত্রীর লজ্জার
বিষয় হয়, তবে মস্তক আবৃত রাখুক| ৭ বাস্তবিক মস্তক আবরণ
করা পুরুষের উচিত নয়, কেননা সে ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তি ও গৌরব;
কিন্তু স্ত্রী পুরুষের গৌরব| ৮ কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং
স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে| ৯ আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই,
কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর| ১০ এই কারণ স্ত্রীর মস্তকে কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন
রাখা কর্তব্য-দূতগণের জন্য| ১১ তথাপি প্রভুতে স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া
নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া নয়| ১২ কারণ যেমন পুরুষ হইতে স্ত্রী,
তেমনি আবার স্ত্রী দিয়া পুরুষ হইয়াছে, কিন্তু সকলই ঈশ্বর হইতে|
১৩ তোমরা আপনাদের মধ্যে বিচার কর, অনাবৃত মস্তকে ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত? ১৪ স্বয়ং প্রকৃতিও কি তোমাদি-
গকে শিক্ষা দেয় না যে, পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তাহা তাহার
অপমানের বিষয়; ১৫ কিন্তু স্ত্রী লোক যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তাহা
তাহার গৌরবের বিষয়; কারণ সেই চুল আবরণের পরিবর্ত্তে তাহাকে
দেওয়া হইয়াছে| ১৬ কিন্তু কেহ যদি বিবাদী হওয়া বিহিত বোধ করে,
তবে এই প্রকার ব্যবহার আমাদের নাই, এবং ঈশ্বরের মন্ডলীগণেরও
নাই|

প্রভুর ভোজের বিষয়|

১৭ কিন্তু এই আদেশ দিবার উপলক্ষে আমি তোমাদের প্রশংসা
করি না, কারণ তোমরা যে সমবেত হইয়া থাক, তাহাতে ভাল না হই-
য়া বরং মন্দই হয়| ১৮ কারণ প্রথমতঃ, শুনিতে পাইতেছি, যখন তো-
মরা মন্ডলীতে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে দলাদলই হইয়া
থাকে, এবং ইহা কতকটা বিশ্বাস করিতেছি| ১৯ আর বাস্তবিক তো-
মাদের মধ্যে দলভেদ হওয়া আবশ্যক, যেন তোমাদের মধ্যে যাহারা
পরীক্ষাসিদ্ধ তাহারা প্রকাশিত হয়| ২০ যাহা হউক, তোমরা যখন এক
স্থানে সমবেত হও, তখন প্রভুর ভোজ ভোজন করা হয় না, কেননা
ভোজনকালে ২১ প্রত্যেক জন অপরের অগ্রে তাহার নিজের ভোজ
গ্রহণ করে, তাহাতে এক জন ক্ষুধিত থাকে, আর এক জন বা মত্ত
হয়| এ কেমন? ২২ ভোজন পান করিবার জন্য কি তোমাদের বাড়ী
নাই? অথবা তোমরা কি ঈশ্বরের মন্ডলীকে অবজ্ঞা করিতেছ, এবং
যাহাদের কিছুই নাই, তাহাদিগকে লজ্জা দিতেছ? আমি তোমাদিগ-
কে কি বলিব? কি তোমাদের প্রশংসা করিব? এ বিষয়ে প্রশংসা করি
না| ২৩ কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগ-
কে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই
রাত্রিতে তিনি রুটী লইলেন, এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, ২৪ ও
কহিলেন, ‘ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে
ইহা করিও’| ২৫ সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া
কহিলেন, ‘এই পানপাত্র আমার রক্তের নূতন নিয়ম; তোমরা যত
বার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও’| ২৬ কারণ যত বার
তোমরা এই রুটী ভোজন কর, এবং পানপাত্রে পান কর, তত বার
প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্য্যন্ত তিনি না আইসেন|
২৭ অতএব যে কেহ অযোগ্যরূপে প্রভুর রুটী ভোজন কিম্বা পানপাত্রে
পান করিবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হইবে| ২৮ কিন্তু মনুষ্য
আপনার পরীক্ষা করুক, এবং এই প্রকারে সেই রুটী ভোজন ও সেই
পানপাত্রে পান করুক| ২৯ কেননা যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে
যদি তাহার শরীর না চিনে, তবে সে আপনার বিচারাজ্ঞা ভোজন
পান কর| ৩০ এই কারণ তোমাদের মধ্যে বিস্তর লোক দুর্ব্বল ও পী-
ড়িত আছে, এবং অনেকে নিদ্রাগত হইতেছে| ৩১ আমরা যদি আপ-
নাদিগকে আপনারা চিনিতাম, তবে আমরা বিচারিত হইতাম না;
৩২ কিন্তু আমরা যখন প্রভু কর্ত্তৃক বিচারিত হই, তখন শাসিত হই,
যেন জগতের সহিত দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত না হই| ৩৩ অতএব, হে আমার
ভ্রাতৃগণ তোমরা যখন ভোজন করিবার জন্য সমবেত হও, তখন
এক জন অন্যের অপেক্ষা করিও| ৩৪ যদি কাহারও ক্ষুধা লাগে, তবে
সে বাটীতে ভোজন করুক; তোমাদের সমবেত হওয়া যেন বিচারা-
জ্ঞার হেতু না হয়| আর সকল বিষয়, যখন আমি আসিব, তখন
আদেশ করিব|

পবিত্র আত্মার বিবিধ অনুগ্রহ-দান|

১২ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে
অজ্ঞাত থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়| ২ যখন তোমরা পরজা-
তীয় ছিলে, তখন যেমন চালিত হইতে, তেমনি অবাক্ প্রতিমাগণের
দিকেই চালিত হইতে| ৩ এই জন্য আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি
যে, ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে, কেহ বলে না, ‘যীশু শাপগ্রস্থ’,
এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না, ‘যীশু
প্রভু’|
৪ অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; ৫ এবং পরিচর্য্যা না-
না প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; ৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কি-
ন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা| ৭ কিন্তু প্র-
তেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়| ৮ কারণ এক
জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে
সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, ৯ আর এক জনকে সেই আত্মাতে
বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের
নানা অনুগ্রহ দান, ১০ আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য সাধক গুণ,
আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া
লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষায় কথা কহিবার
শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার
শক্তি দত্ত হয়; ১১ কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই এক মাত্র আত্মা সাধন
করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা
করেন, তাহাকে তাহা দেন| ১২ কেননা যেমন দেহ এক, আর তাহার
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ, অনেক হইলেও, এক
দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ| ১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি
দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বা-
প্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি|
১৪ আর বাস্তবিক দেহ একটী অঙ্গ নয়, অনেক| ১৫ পা যদি বলে,
আমি ত হাত নই, তজ্জন্য দেহের অংশ নই, তবে তাহা যে দেহের
অংশ নহে, এমন নয়| ১৬ আর কর্ণ যদি বলে, আমি ত চক্ষু নই,
তজ্জন্য দেহে অংশ নই, তবে তাহা যে দেহের অংশ নহে, এমন নয়|
১৭ সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে শ্রবণ কোথায় থাকিত? এবং সম-
স্তই যদি শ্রবণ হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত? ১৮ কিন্তু ঈশ্বর অঙ্গ
সকল এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইরূপ

বসাইয়াছেন| ১৯ নতুবা সমস্তই যদি একটী অঙ্গ হইত, তবে দেহ কোথায় থাকিত? ২০ কিন্তু এখন অঙ্গ অনেক বটে, কিন্তু দেহ এক| ২১ আর চক্ষু হস্তকে বলিতে পারে না, তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই; আবার মাথাও পা দুখানিকে বলিতে পারে না, তোমাদিগেতে আমার প্রয়োজন নাই; ২২ বরং দেহের যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়, সেইগুলি অধিক প্রয়োজনীয়| ২৩ আর আমার দেহের যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত অনাদরণীয় বলিয়া জ্ঞান করি, সেইগুলিকে অধিক আদরে ভূষিত করি, এবং আমাদের যে অঙ্গগুলি শ্রীহীন, সেইগুলি অধিকতর সুশ্রী প্রাপ্ত হয়; ২৪ কিন্তু আমাদের যে সকল অঙ্গ সুশ্রী, সেগুলির সে প্রয়োজন নাই| বাস্তবিক, ঈশ্বর দেহ সংগঠিত করিয়াছেন, অসম্পূর্ণকে অধিক আদর করিয়াছেন, ২৫ যেন দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, বরং অঙ্গ সকল যেন পরস্পরের জন্য সমভাবে চিন্তা করে| ২৬ আর এক অঙ্গ দুঃখ পাইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই দুঃখ পায়, এবং এক অঙ্গ গৌরব প্রাপ্ত হইলে তাহার সহিত সকল অঙ্গই আনন্দ করে| ২৭ তোমরা খ্রীষ্টের দেহ, এবং এক এক জন এক একটী অঙ্গ| ২৮ আর ঈশ্বর মন্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদিগণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য্য, তৎপরে আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন]| ২৯ সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি উপদেশক? সকলেই কি পরাক্রমকার্য্যকারী? ৩০ সকলেই কি আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান পাইয়াছে? সকলেই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে? সকলেই কি অর্থ বুঝিয়া দেয়? ৩১ তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও| পরন্তু আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি|

প্রেমের উৎকৃষ্টতার বিষয়|

১৩ যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূতগণের ভাষাও বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি শব্দকারক পিত্তল ও ঝমঝমকারী করতাল হইয়া পড়িয়াছি| ২ আর যদি ভাববাণী প্রাপ্ত হই, ও সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্বে ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যাহাতে আমি পর্ব্বতে স্থানান্তর করিতে পারি, কিন্তু আমার মধ্যে প্রেম না থাকে, তেব আমি কিছুই নহি| ৩ আর যথা সর্ব্বস্ব যদি দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া দিই, এবং পোড়াইবার জন্য আপন দেহ দান করি, কিন্তু আমার পরম না থাকে, তবে আমার কিছুই লাভ হয় নাই|

৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, ৫ গর্ব্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, ৬ অধার্ম্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে; ৭ সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য্যপূর্ব্বক সহ্য করে| ৮ প্রেম কখনও শেষ হয় না| কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সে সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে| ৯ কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি; ১০ কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে, যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ হইবে| ১১ আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি| ১২ কারণ এখন আমরা দর্পনে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব| ১৩ আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিনটী আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ|

ভাববাণী বলিবার ও বিশেষ ভাষায় কথা বলিবার বিষয়|

১৪ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার আত্মিক বর সকলের জন্য উদযোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাববাণী বলিতে পার| ২ কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব বলে| ৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্তনার কথা কহে|

৪ যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মন্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে| ৫ আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মন্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইতে মহান্| ৬ এখন, হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদের নিকটে আসিয়া যদি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলি, কিন্তু তোমাদের কাছে প্রত্যাদেশ কিম্বা জ্ঞান কিম্বা ভাববাণী কিম্বা উপদেশক্রমে কথা না বলি, তবে আমা হইতে তোমাদের কি উপকার দর্শিবে? ৭ বাঁশী হউক, কি বীণা হউক, ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তুও যদি তাল মান না রাখিয়া বাজে, তবে বাঁশীতে বা বীণাতে কি বাজিতেছে, তাহা কিসে জানা যাইবে? ৮ বস্তুতঃ তূরীর ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জ হইবে? ৯ তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা দ্বারা, যাহা সহজে বুঝা যায়, এমন কথা না বল, তবে কি বলা হইতেছে, তবে তাহা কিসে জানা যাইবে? বরঞ্চ তোমাদের কথা আকাশকেই বলা হইবে| ১০ হয় ত জগতে এত প্রকার রব আছে, আর রববিহীন কিছুই নাই| ১১ ভাল, আমি যদি রব বিশেষের অর্থ না জানি, তবে যে জন বলে, তাহার পক্ষে আমি বর্ব্বর হইব, এবং আমার পক্ষে সেই বক্তা বর্ব্বর| ১২ অতএব তোমরা যখন বিবিধ আত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী, তখন চেষ্টা কর, যেন মন্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও| ১৩ এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে| ১৪ কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে| ১৫ তবে দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব; আত্মাতে গান করিব, বুদ্ধিতেও গান করিব| ১৬ নতুবা যদি তুমি আত্মাতে ধন্যবাদ কর, তবে যে ব্যক্তি সামান্য শ্রোতার স্থান পূর্ণ করে, সে কেমন করিয়া তোমার ধন্যবাদে ‘আমেন’ বলিবে? তুমি কি বলিতেছ, তাহা ত সে জানে না| ১৭ কারণ তুমি সুন্দররূপে ধন্যবাদ দিতেছ বটে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে গাঁথিয়া তুলা হয় না| ১৮ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকি; ১৯ কিন্তু মন্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ সহস্র কথা অপেক্ষা, বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটী কথা কহিতে চাই, যেন অন্য লোকদিগকেও শিক্ষা দিতে পারি| ২০ ভ্রাতৃগণ, তোমরা বুদ্ধিতে বালক হইও না, বরঞ্চ হিংসাতে শিশুগণের ন্যায় হও, কিন্তু বুদ্ধিতে পরিপক্ক হও| ২১ ব্যবস্থায় লেখা আছে, “আমি পরভাষীদের দ্বারা এবং পরদেশীদের ওষ্ঠ দ্বারা এই জাতির কাছে কথা কহিব, কিন্তি তাহা করিলেও তাহারা আমার কথা শুনিবে না, ইহা প্রভু বলেন|” ২২ অতএব সেই বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং অবিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত| ২৩ অতএব সমস্ত মন্ডলী এক স্থানে সমবেত হইলে, যদি সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, এবং কতকগুলি সামান্য কি অবিশ্বাসী লোক প্রবেশ করে, তবে তাহারা কি বলিবে না যে, তোমরা পাগল? ২৪ কিন্তু সকলে যদি ভাববাণী বলে, আর কোন অবিশ্বাসী কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ করে, তবে

সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে সকলের দ্বারা বিচারিত হয়,
২৫ তাহার হৃদয়ে গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ পায়; এবং এইরূপে সে
অধোমুখে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিবে, বলিবে, ঈশ্বর বাস্তবিকই
তোমাদের মধ্যবর্ত্তী। ২৬ ভ্রাতৃগণ, তবে দাঁড়াইল কি? তোমরা যখন
সমবেত হও, তখন কাহারও গীত থাকে, কাহারও উপদেশ থাকে,
কাহারও প্রত্যাদেশ থাকে, কাহারও বিশেষ ভাষা থাকে, কাহারও
অর্থব্যাখ্যা থাকে, সকলই গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হউক। ২৭ যদি
কেহ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক হইলে
তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক, আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া
দিউক। ২৮ কিন্তু অর্থকারক না থাকিলে, সেই ব্যক্তি মন্ডলীতে নীরব
হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলুক।
২৯ আর ভাবাদীরা দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য সক-
লে বিচার করুক। ৩০ কিন্তু এমন আর কাহারও কাছে যদি কিছু প্র-
কাশিত হয়, যে বসিয়া রহিয়াছে, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক।
৩১ কারণ তোমারা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার,
যেন সকলেই শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত হয়। ৩২ আর ভাব-
বাদীদের আত্মা ভাববাদীদের বশে আছে; ৩৩ কেননা ঈশ্বর গোলযো-
গের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু শান্তির। ৩৪ যেমন পবিত্রগণের সমস্ত মন্ডলী-
তে হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা মন্ডলীতে নীরব থাকুক, কেননা কথা
কহিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না, বরং যেমন ব্যবস্থাও
বলে, তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক। ৩৫ আর যদি তাহারা কিছু শি-
খিতে চায়, তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ
মন্ডলীতে স্ত্রীলোকের কথা বলা লজ্জার বিষয়। ৩৬ বল দেখি, ঈশ্ব-
রের বাক্য কি তোমাদেরই নিক্ত হইতে বাহির হইয়াছিল? কিম্বা কে-
বল তোমাদেরই কাছে আসিয়াছিল? ৩৭ কেহ যদি আপনাকে ভাববা-
দী কিম্বা আত্মিক বলিয়া মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের
কাছে যাহা যাহা লিখিলাম, সে সকল প্রভুর আজ্ঞা। ৩৮ কিন্তু যদি না
জানে, সে না জানুক। ৩৯ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাব-
বাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও; এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা কহিতে
বারণ করিও না।
৪০ কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক।

বিশ্বাসীদের শেষকালীন পুনরুত্থান।

১৫ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার জানাইতেছি, যে
সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা
গ্রহণও করিয়াছ, যাহাতে তোমারা দাঁড়াইয়া আছ; ২ আর তাহারই
দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি,
তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা
বিশ্বাসী হইয়াছ। ৩ ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই
শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসা-
রে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন।
৪ ও করব প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে
উত্থাপিত হইয়াছেন; ৫ আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে
দেখা দিলেন; ৬ তাহার পরে একবারে পাঁচ সতের অধিক ভ্রাতাকে
দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে,
কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে। ৭ তাহার পরে তিনি যাকোবকে,
পরে সকল প্রেরিততকে দেখা দিলেন। ৮ সকলের শেষে অকাল-জা-
তের ন্যায় যে আমি, আমাকেও দেখা দিলেন। ৯ কেননা প্রেরিত
গণের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নামে আখ্যাত হই-
বার অযোগ্য, কারণ আমি ঈশ্বরের মন্ডলী তাড়না করিতাম। ১০ কিন্তু
আমি যাহা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; এবং আমার প্রতি প্রদত্ত
তাঁহার অনুগ্রহ নিরর্থক হয় নাই, বরং তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা
আমি অধিক পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা নয়, কিন্তু আমার সহবর্ত্তী
ঈশ্বরের অনুগ্রহই করিয়াছে; ১১ অতএব আমি হই, আর তাঁহারাই
হউন, আমরা এইরূপ প্রচার করি, এবং তোমরা এইরূপ বিশ্বাস
করিয়াছ। ১২ ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন যে,
তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তখন তোমাদের
কেহ কেহ কেমন করিয়া বলিতেছ যে, মৃতগণের পুনরুত্থান নাই?
১৩ মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও ত উত্থাপিত হন
নাই। ১৪ আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত
আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা। ১৫ আবার আমরা
যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী, ইহাই প্রকাশ পাইতেছি; কারণ
আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়াছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন
করিয়াছেন; কিন্তু যদি মৃতগণের উত্থাপন না হয়, তাহা হইলে তিনি
তাঁহাকে উত্থাপন করেন নাই। ১৬ কেননা মৃতগণের উত্থাপন যদি না
হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই। ১৭ আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত হইয়া
না থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখন তোমরা
আপন আপন পাপে রহিয়াছ। ১৮ সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হই-
য়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে। ১৯ শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যা-
শা করিয়া থাকি, তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা।
২০ কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তি-
নি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। ২১ কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসি-
য়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারা মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে।
২২ কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে
জীবনপ্রাপ্ত হইবে। ২৩ কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট
অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমনকালে। ২৪ তৎ-
পরে পরিণাম হইবে; তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব
ও পরাক্রম লোপ করিলে পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ
করিবেন। ২৫ কেননা যাবৎ তিনি “সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে না
রাখিবেন,” তাঁহাকে রাজত্ব করিতেই হইবে। ২৬ শেষ শত্রু যে মৃত্যু,
সেও বিলুপ্ত হইবে। ২৭ কারণ “তিনি সকলই বশীভূত করিয়া তাঁহার
পদতলে রাখিলেন।” কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সকলই বশীভূত
করা হইয়াছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত
করিলেন, তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইল। ২৮ আর সকলই তাঁহার বশী-
ভূত করা হইলে পর পুত্র আপনিও তাঁহার বশীভূত হইবেন, যিনি
সকলই তাঁহার বশে রাখিয়াছিলেন; যেন ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হন।
২৯ নতুবা, মৃতদের নিমিত্ত যাহারা বাপ্তাইজিত হয়, তাহারা কি করি-
বে? মৃতেরা যদি একেবারেই উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে উহাদের
নিমিত্ত তাহারা আবার কেন বাপ্তাইজিত হয়? ৩০ আর আমরাই কেন
ঘন্টায় ঘন্টায় বিপদের মধ্যে পড়ি? ৩১ ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার দোহাই দিয়া বলি-
তেছি, আমি প্রতিদিন মরিতেছি। ৩২ ইফিষে পশুদের সহিত যে যুদ্ধ
করিয়াছি, তাহা যদি মানুষের মত করিয়া থাকি, তবে তাহাতে
আমার কি ফল দর্শে? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে “আইস,
আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব।” ৩৩ ভ্রান্ত হইও না,
কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে। ৩৪ ধার্ম্মিক হইবার জন্য চেতন হও,
পাপ করিও না, কেননা কাহার কাহার ঈশ্বর-জ্ঞান নাই; আমি তোমা-
দের লজ্জার নিমিত্ত এই কথা কহিতেছি। ৩৫ কিন্তু কেহ বলিবে, মৃ-
তের কি প্রকারে উত্থাপিত হয়? কি প্রকারে বা দেহেই বা আইসে?
৩৬ হে নির্ব্বোধ, তুমি আপনি যাহা বুন, তাহা না মরিলে জীবিত করা
যায় না। ৩৭ আর যাহা বুন, যে দেহ উৎপন্ন হইবে, তুমি তাহা বুন না;
বরং গোমেরই হউক, কি অন্য কোন কিছুরই হউক, বীজমাত্র বুনি-
তেছ; ৩৮ আর ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই
দেন; আর তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজের দেহ দেন। ৩৯ সকল
মাংস এক প্রকার মাংস নয়; কিন্তু মনুষ্যের এক প্রকার, পশুর মাংস
অন্য প্রকার, পক্ষীর মাংস অন্য প্রকার, ও মৎসের অন্য প্রকার।

৪০ আর স্বর্গীয় দেহ আছে, ও পার্থিব দেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহ-
গুলির এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহগুলির অন্য প্রকার।
৪১ সুর্য্যের এক প্রকার তেজ, চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজ, ও
নক্ষত্রগণের আর এক প্রকার তেজ; কারণ তেজ সম্বন্ধে একটী
নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন।
৪২ মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়-
তায় উত্থাপন করা হয়;
৪৩ অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়; দুর্ব্বলতায়
বপন করা যায়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়;
৪৪ প্রাণিক দেহ বপন করা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়।
যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে।
৪৫ এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম “মনুষ্য” আদম “সজীব প্রাণী
হইল,” শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন।
৪৬ কিন্তু যাহা আত্মিক, তাহা প্রথম নয়, বরং যাহা প্রাণিক, তাহাই
প্রথম; যাহা আত্মিক তাহা পশ্চাৎ।
৪৭ প্রথম মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে, মৃন্ময়, দ্বিতীয় মনুষ্য স্বর্গ হইতে।
৪৮ মৃন্ময় ব্যক্তিরা যে মৃন্ময়ের তুল্য, এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গী-
য়ের তুল্য।
৪৯ আর আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, তে-
মনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও ধারণ করিব। ৫০ আমি এই বলি,
ভ্রাতৃগণ, রক্ত মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না; এবং
ক্ষয় অক্ষয়তার অধিকারী হয় না। ৫১ দেখ, আমি তোমাদিগকে এক
নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপা-
ন্তরীকৃত হইব; ৫২ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে
হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতের অক্ষয় হইয়া উপস্থিত
হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব। ৫৩ কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে
অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে, এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান
করিতে হইবে। ৫৪ আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে,
এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লি-
খিত আছে, তাহা সফল হইবে, ৫৫ “মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল।” “মৃ-
ত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তুমার হুল কোথায়?” ৫৬ মৃত্যুর হুল
পাপ, ও পাপের বল ব্যবস্থা। ৫৭ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।
৫৮ অতএব, হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর
কার্য্যে সর্ব্বদা উপচিয়া পড়, কেননা তোমারা জান যে, প্রভুতে তো-
মাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়।

চাঁদা সংগ্রহের বিধি। পত্রের উপসংহার।

১৬ আর পবিত্রগণের নিমিত্ত চাঁদার সম্বন্ধে, আমি গালাতিয়া
দেশস্থ মন্ডলী সকলকে যে আজ্ঞা দিয়াছি, তদনুসারে তোম-
রাও কর। ২ সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে আপনাদের নিক-
টে কিছু কিছু রাখিয়া আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে অর্থ সঞ্চয়
কর; যেন আমি যখন আসিব, তখনই চাঁদা না হয়। ৩ পরে আমি
উপস্থিত হইলে, তোমরা যাহাদিগকে যোগ্য মনে করিবে, আমি তাহা-
দিগকে পত্র দিয়া তাহাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান যিরূশালেমে
পাঠাইয়া দিব।
৪ আর আমারও যদি যাওয়া উপযুক্ত হয়, তবে তাহারা আমার
সঙ্গে যাইবে। ৫ মাকিদনিয়া দেশ দিয়া যাত্রা সমাপ্ত হইলেই আমি
তোমাদের ওখানে যাইব, কেননা আমি মাকিদনিয়া দেশ দিয়া যাইতে
উদ্যত আছি। ৬ আর হয় ত তোমাদের নিকটে কিছু দিন অবস্থিতি
করিব, কি জানি, শীতকালও যাপন করিব; তাহা হইলে আমি যেখা-
নেই যাই, তোমরা আমাকে আগাইয়া দিয়া আসিতে পারিবে। ৭ কে-
ননা তোমাদের সহিত এবার পথঘটিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করি
না; কারণ আমার প্রত্যাশা এই যে, যদি প্রভুর অনুমতি হয়, আমি
তোমাদের কাছে কিছু কাল থাকিব। ৮ কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্য্যন্ত আমি
ইফিষে আছি; ৯ কারণ আমার সম্মুখে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে,
তাহা বৃহৎ ও কার্য্যসাধক; আর বিপক্ষ অনেক। ১০ তীমথীয় যদি
আইসেন, তবে দেখিও, যেন তিনি তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকেন,
কেননা যেমন আমি করি, তেমনি তিনি প্রভুর কার্য্য করিতেছেন;
অতএব কেহ তাঁহাকে হেই জ্ঞান না করুক। ১১ কিন্তু তাঁহাকে শান্তিতে
আগাইয়া দিবে, যেন তিনি আমার নিকটে আসিতে পারেন, কারণ
আমি অপেক্ষা করিতেছি যে, তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত আসিবেন।
১২ আর আপল্লো ভ্রাতার বিষয়ে বলিতেছি; আমি তাঁহাকে অনেক
বিনতি করিয়াছিলাম, যেন তিনি ভ্রাতৃগনের সহিত তোমাদের কাছে
যান; কিন্তু এখন যাইতে কোন প্রকারে তাঁহার ইচ্ছা হইল না; সুযোগ
পাইলেই যাইবেন। ১৩ তোমরা জাগিয়া থাক, বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া থাক,
বীরত্ব দেখাও, বলবান হও। ১৪ তোমাদের সকল কার্য্য প্রেমে হউক।
১৫ আর হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি; -তোমরা স্তি-
ফানের পরিজনকে জান, তাঁহারা আখায়া দেশের অগ্রিমাংশ, এবং
পবিত্রগণের পরিচর্য্যায় আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন; - ১৬ তো-
মরাও এই প্রকার লোকদের, এবং যত জন কার্য্যে সাহায্য করেন, ও
পরিশ্রম করেন, সেই সকলের বশবর্ত্তী হন। ১৭ স্তিফানের, ফর্তুনাতের
ও আখায়িকের আগমনে আমি আনন্দ করিতেছি, কেননা তোমা-
দের ত্রুটি তাঁহারা পূর্ণ করিয়াছেন; ১৮ কারণ তাঁহারা আমার এবং
তোমাদেরও আত্মাকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। অতএব তোমরা এই
প্রকার লোকদিগকে চিনিয়া মান্য করিও। ১৯ এশিয়ার মন্ডলী সকল
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে। আক্কিলা ও প্রিষ্কা এবং তাঁহাদের
গৃহস্থিত মন্ডলী তোমাদিগকে প্রভুতে অনেক মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
২০ ভ্রাতৃগণ সকলে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। তোমরা
পবিত্র চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর। ২১ আমার মঙ্গলবাদ আমি
পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। ২২ কোন ব্যক্তি যদি প্রভুকে ভাল না বাসে,
তবে সে শাপগ্রস্ত হউক; মারাণ আথা [প্রভু আসিতেছেন] ২৩ প্রভু যী-
শু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক। ২৪ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার
প্রেম তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

২ করিন্থীয়

মঙ্গলাচরণ। প্রাপ্ত উপকার হেতু ঈশ্বরের ধন্যবাদ।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, এবং তীমথিয় ভ্রা-
তা,- করিন্থে ঈশ্বরের যে মন্ডলী আছে, এবং সমস্ত আখায়া দে-
শে যে সমস্ত পবিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বজন সমীপে।
২ আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও
পিতা; তিনিই করুণা সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর;
৪ তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন,
যেন আমরা নিজে ঈশ্বর দত্ত যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্ব-
না দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি। ৫ কেননা
খ্রীষ্টের দুঃখভোগ যেমন আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট
দ্বারা আমাদের সান্ত্বনা উপচিয়া পড়ে। ৬ আর আমরা যদি ক্লেশ পাই,
তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের নিমিত্ত; অথবা যদি সান্ত্ব-
না পাই, তবে তাহা তোমাদের সান্ত্বনার নিমিত্ত; সেই সান্ত্বনা সেই
একই প্রকার ধৈর্য্যযুক্ত দুঃখভোগে কার্য্য সাধন করিতেছে, যে প্রকার
দুঃখ আমরাও ভোগ করিতেছি। ৭ আর তোমাদের বিষয়ে আমাদের
প্রত্যাশা দৃঢ়; কেননা আমরা জানি, তোমরা যেমন দুঃখভোগের, তে-
মনি সান্ত্বনারও সহভাগী। ৮ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, এশিয়ায় আমাদের
যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তোমরা যে সে বিষয় অজ্ঞাত থাক, ইহা আমা-
দের ইচ্ছা নয়; ফলতঃ আত্যন্তিক দুঃখভারে আমরা শক্তির অতিরি-
ক্তরূপে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন কি, জীবনের আশাও
ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; ৯ বরং আমরা আপনাদের অন্তরে এই উত্তর
পাইয়াছিলাম যে, মৃত্যু আসিতেছে, যেন আপনাদের উপরে নির্ভর না
দিয়া মৃতগণের উত্থাপনকারী ঈশ্বরের উপরে নির্ভর দিই। ১০ তিনিই
এত বড় মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও উদ্ধার করি-
বেন; আমরা তাঁহাতেই প্রত্যাশা করিয়াছি যে, ইহার পরেও তিনি
উদ্ধার করিবেন; ১১ ইহাতে তোমরাও বিনতি দ্বারা আমাদের পক্ষ্যে
সাহায্য করিতেছ, যেন অএকের দ্বারা যে অনুগ্রহ-দান আমাদিগকে
দত্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত অনেক মুখ হইতে আমাদের পক্ষে ধন্যবাদ
প্রদান করা হয়। পৌলের করিন্থে যাইবার মনস্থ। ১২ কারণ আমাদের
শ্লাঘা এই, আমাদের সংবেদ সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঈশ্বর-দত্ত পবিত্রতায়
ও সরলতায়, মাংসিক বিজ্ঞতায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে, আমরা
জগতের মধ্যে, এবং আরও বাহুল্যরূপে তোমাদের প্রতি আচরণ
করিয়াছি; ১৩ আমরা ত আর কোন বিষয়ে তোমাদিগকে লিখিতেছি
না, কেবল তাহাই লিখিতেছি, যাহা তোমরা পাঠ করিয়া থাক, অথবা
স্বীকার করিয়া থাক, আর আশা করি, তোমরা শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্বী-
কার করিবে। ১৪ বাস্তবিক তোমরা কতক পরিমানে আমাদিগকে এই
বলিয়া স্বীকার করিয়াছ যে, আমরা যেমন তোমাদের শ্লাঘার হেতু,
আমাদের প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও তেমনি আমাদের শ্লাঘার হেতু।
১৫ আর এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রযুক্ত আমার এই মানস ছিল যে, আমি
অগ্রে তোমাদের কাছে যাইব, যেন তোমরা দ্বিতীয় বার অনুগ্রহ প্রাপ্ত
হও; ১৬ আর তোমাদের নিকট দিয়া মাকিদনিয়ায় গমন করিব, পরে
মাকিদনিয়া হইতে আবার তোমাদের কাছে যাইব, আর তোমরা
আমাকে যিহূদিয়ার পথে আগাইয়া দিয়া আসিবে। ১৭ ভাল, এরূপ
মানস করায় কি আমি চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিলাম? অথবা আমি
যে সকল মনস্থ করি, সে সকল মনস্থ কি মাংসের মতে করিয়া থাকি
যে, আমার কাছে হাঁ হাঁ ও না না হইবে? ১৮ বরং ঈশ্বর যেমন বিশ্বাস্য,
তেমনি তোমাদের প্রতি আমাদের বাক্য ‘হাঁ’ আবার ‘না’ হয় না।
১৯ ফলতঃ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ
আমার ও সীলের ও তীমথিয়ের দ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত
হইয়াছেন, তিনি ‘হাঁ’ আবার ‘না’ হন নাই, কিন্তু তাঁহাতেই ‘হাঁ’ হইয়া-
ছে। ২০ কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সে সকলের ‘হাঁ’ হয়,
সে জন্য তাঁহার, দ্বারা ‘আমেন’ ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের
গৌরব হয়। ২১ আর যিনি তোমাদের সহিত আমাদিগকে খ্রীষ্টে স্থির
করিতেছেন, এবং আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর;
২২ আর তিনি আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কিতও করিয়াছেন, এবং আমাদের
হৃদয়ে আত্মাকে বায়না দিয়াছেন। ২৩ কিন্তু আমি আপন প্রাণের উপ-
রে ঈশ্বরকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমাদের প্রতি মমতা করা-
তেই এখন পর্য্যন্ত করিন্থে আসি নাই। ২৪ আমরা যে তোমাদের বিশ্বা-
সের উপরে প্রাভুতত্ব করি, এমন নয়, বরং তোমাদের আনন্দের সহ-
কারী হই; কারণ বিশ্বাসেই তোমরা দাঁড়াইয়া আছে।
২ আর আমি নিজে এই স্থির করিয়াছিলাম যে, পুনর্ব্বার মনো-
দুঃখ লইয়া তোমাদের নিকটে যাইব না। ২ কেননা আমি যদি
তোমাদিগকে দুঃখিত করি, তবে আমার আনন্দদায়ক কে? কেবল
সেই, যে আমা দ্বারা দুঃখিত হয়। ৩ আর এই অভিপ্রায়ে সেই কথা
লিখিয়াছিলাম, যেন আমি আসিলে যাহাদের হইতে আমার আন-
ন্দিত হওয়া উপযুক্ত, তাহাদের হইতে মনোদুঃখ না জন্মে; কেননা
তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার আন-
ন্দে তোমাদের সকলেরই আনন্দ।
৪ কারণ অনেক ক্লেশ ও মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত
করিতে করিতে তোমাদিগকে লিখিয়াছিলাম; তোমরা যেন দুঃখিত
হও, সে জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার যে অতিমাত্র প্রেম
আছে, তাহা যেন জ্ঞাত হও। ৫ কিন্তু কেহ যদি দুঃখ দিয়া থাকে, তবে
সে আমাকে দুঃখ দেয় নাই, কিন্তু কতক পরিমাণে-আমি যেন বেশী
পীড়ন না করি,-তোমাদের সকলকেই দিয়াছে। ৬ অধিকাংশ লোকের
দ্বারা তাদৃশ ব্যক্তি যে দন্ড পাইয়াছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।
৭ অতএব তোমরা বরং তাহাকে ক্ষমা করিলে ও সান্ত্বনা করিলে ভাল
হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখ তাদৃশ ব্যক্তি কবলিত হয়। ৮ এ কারণ
বিনতি করি, তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর। ৯ কারণ তোমরা
সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞাবহ কি না, তাহার প্রমান জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তো-
মাদিগকে লিখিয়াছিলাম। ১০ যাহার কোন দোষ তোমরা ক্ষমা কর,
আমিও ক্ষমা করি; কেননা আমিও যদি কিছু ক্ষমা করিয়া থাকি,
তবে তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাহা ক্ষমা করিয়াছি,
১১ যেন আমরা শয়তান কর্ত্তৃক প্রতারিত না হই; কেননা তাহার কল্পনা
সকল আমরা অজ্ঞাত নই। ঈশ্বরীয় নূতন নিয়মের উৎকৃষ্টতা।
১২ আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য ত্রোয়াতে গিয়াছিলাম, আর
প্রভুতে আমার সম্মুখে একটী দ্বার খোলা হইয়াছিল, ১৩ তখন আমার
ভ্রাতা তীতকে না পাওয়াতে আমার আত্মায় কিছু আরাম পাই নাই;
কিন্তু আমি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মাকিদনিয়ায় চলিয়া

গেলাম। ১৪ আর ধন্য ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে লইয়া খ্রীষ্টে
বিজয় যাত্রা করেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের
দ্বারা সর্ব্বস্থানে প্রকাশ করেন; ১৫ কারণ যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছে
ও যাহারা বিনাশ পাইতেছে, উভয়ের কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে
খ্রীষ্টের সুগন্ধস্বরূপ। ১৬ এক পক্ষের প্রতি আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজ-
নক গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি জীবনমূলক জীবনদায়ক গন্ধ। আর এই
সকলের জন্য উপযুক্ত কে? ১৭ আমরা ত সেই অনেকের ন্যায় যে
ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ দিই, তাহা নয়; কিন্তু সরল ভাবে, ঈশ্বরের
আদেশক্রমে, আমরা ঈশ্বরের সম্মুখে খ্রীষ্টে কথা কহিতেছি।

৩ আমরা কি পুনর্ব্বার আপনাদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করি-
তেছি? অথবা তোমাদের প্রতি কিম্বা তোমাদের হইতে সুখ্যাতি-
পত্রে কি অন্য কাহারও কাহারও ন্যায় আমাদেরও প্রয়োজন আছে?
২ তোমরাই আমাদের পত্র, আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, যাহা সকল
মনুষ্য জানে ও পাঠ করে; ৩ ফলতঃ তোমরা খ্রীষ্টের পত্র, আমাদের
পরিচর্য্যায় সাধিত পত্র বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে; তাহা কালী দিয়া
নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়া, প্রস্তর-ফলকে নয়, কিন্তু মাং-
সময় হৃদয়ফলকে লিখিত হইয়াছে।

৪ আর খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হই-
য়াছে। ৫ আমরা যে আপনারাই কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে
উপযুক্ত, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন;
৬ তিনিই আমাদিগকে নূতন নিয়মের পরিচারক, অক্ষরের নয়, কিন্তু
আত্মার পরিচারক হইবার উপযুক্তও করিয়াছেন; কারণ অক্ষর বধ
করে, কিন্তু আত্মা জীবনদায়ক। ৭ কিন্তু মৃত্যুর যে পরিচর্য্যা-পদ প্রস্ত-
রে লিখিত ও ক্ষোদিত, তাহা এমন যদি এমন তেজযুক্ত হইয়া
আসিল যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ মোশির মুখের তেজ প্রযুক্ত তাঁহার
মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিতে পারিল না,- ৮ সেই তেজ ত লোপ পাই-
তেছিল- তবে কেন আত্মার পরিচর্য্যা-পদ বরং আরও তেজযুক্ত হই-
বে না? ৯ কেননা দন্ডাজ্ঞার পরিচর্য্যা-পদ যদি তেজস্বরূপ হইলে,
তবে ধার্ম্মিকতার পরিচর্য্যা-পদ তেজে আরো অধিক উপচিয়া পড়ে।
১০ কারণ যাহা তেজযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা এ বিষয়ে সেই অতি-
রিক্ত তেজ- প্রযুক্ত তেজযুক্ত হই নাই। ১১ কেননা যাহা লোপ পাইতে-
ছে, তাহা যদি তেজ তেজযুক্ত হইল, তবে যাহা স্থায়ী, তাহা কত
অধিক তেজযুক্ত। ঈশ্বরের সহকার্য্যকরীদের পরিচর্য্যা-পদ।
১২ অতএব, আমাদের এই প্রকার প্রত্যাশা থাকাতে আমরা অতি স্প-
ষ্ট কথা ব্যবহার করি; ১৩ আর মোশির মত করি না; তিনি ত আপন
মুখে আবরণ দিতেন, যেন ইস্রায়েল সন্তানগণ একদৃষ্টে চাহিয়া যাহা
লোপ পাইতেছিল, তাহার পরিণাম না দেখে। ১৪ কিন্তু তাহাদের মন
কঠিনীভূত হইয়াছিল। কেননা পুরাতন নিয়মের পাঠে সেই আবরণ
অদ্য পর্য্যন্ত রহিয়াছে, খোলা যায় না, কেননা তাহা খ্রীষ্টেই লোপ
পায়; ১৫ কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে মোশি পাঠ করা হয়, তখন
তাহাদের হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। ১৬ কিন্তু হৃদয় যখন প্রভুর
প্রতি ফিরে, তখন আবরণ উঠাইয়া ফেলা হয়। ১৭ আর প্রভুই সেই
আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা। ১৮ কিন্তু
আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত
করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা
হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মুর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।

তাঁহাদের সরলতা ও সাহস।

৪ এই জন্য আমরা এই পরিচর্য্যা-পদ প্রাপ্ত হওয়ায়, যেরূপে দয়া
পাইয়াছি, তদনুসারে নিরুৎসাহিত হই না; ২ বরং লজ্জার গুপ্ত
কার্য্যসমূহে জলাঞ্জলি দিয়াছি, ধুর্ত্ততায় চলি না, ঈশ্বরের বাক্যে ভাঁজ
দিই না, কিন্তু সত্য প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে মনুষ্যমাত্রের সং-
বেদের কাছে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি। ৩ কিন্তু আমা-
দের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তা-
হাদেরই কাছে আবৃত থাকে।

৪ তাহাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে,
যেন ঈশ্বেরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচারদীপ্তি তা-
হাদের প্রতি উদয় না হয়। ৫ বস্তুতঃ আমরা আপনাদিগকে নয়, কিন্তু
খ্রীষ্ট যীশুকেই প্রভু বলিয়া প্রচার করিতেছি, এবং আপনাদিগকে যী-
শুর নিমিত্ত তোমাদের দাস বলিয়া দেখাইতেছি। ৬ কারণ যে ঈশ্বর
বলিয়াছেন, ‘অন্ধকারের মধ্য হইতে দীপ্তি প্রকাশিত হইবে,’ তিনিই
আমাদের হৃদয়ে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন, যেন যীশু খ্রীষ্টের মুখমন্ডলে
ঈশ্বরের গৌরবের জ্ঞান দীপ্তি প্রকাশ পায়। তাহাদের দুর্ব্বলতা ও স্থৈ-
র্য্য। ৭ কিন্তু এই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন
পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের হয়, আমাদের হইতে নয়। ৮ আমরা
সর্ব্বপ্রকারে ক্লিষ্ট হইতেছি, কিন্তু সংকটাপন্ন হই না; ৯ হতবুদ্ধি হইতে-
ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; অধঃক্ষিপ্ত হইতেছি, কিন্তু বিনষ্ট হই না।
১০ আমরা সর্ব্বদা এই দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি,
যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। ১১ কেননা আমরা
জীবিত হইয়াও যীশুর জন্য সর্ব্বদাই মৃত্যু-মুখে সমর্পিত হইতেছি,
যেন আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়। ১২ এইরূপে
আমাদিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে জীবন কার্য্য সাধন করিতে-
ছে। ১৩ পরন্তু বিশ্বাসের সেই আত্মা আমাদের কাছে, যেরূপ লেখা
আছে, “আমি বিশ্বাস করিলাম, তাই কথা কহিলাম;” তেমনি আম-
রাও বিশ্বাস করিতেছি, তাই কথাও কহিতেছি; ১৪ কেননা আমরা
জানি, যিনি প্রভু যীশুকে উঠাইয়াছেন, তিনি যীশুর সহিত আমাদিগ-
কেও উঠাইবেন, এবং তোমাদের সহিত উপস্থিত করিবেন। ১৫ কারণ
সকলই তোমাদের নিমিত্ত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ অধিক লোকের দ্বা-
রা বহুলীকৃত হইয়া ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রচুর ধন্যবাদের কারণ হইয়া
উঠে। পরকালের অপেক্ষায় তাঁহাদের প্রত্যাশা। ১৬ এই জন্য আমরা
নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু আমাদের বাহ্য মনুষ্য যদ্যপি ক্ষীণ হইতেছে,
তথাপি আন্তরিক মনুষ্য দিন দিন নূতনীকৃত হইতেছে। ১৭ বস্তুতঃ
আপাততঃ আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর
অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন
করিতেছে; ১৮ আমরা ত দৃশ্য বস্তু লক্ষ্য না করিয়া অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য
করিতেছি; কারণ যাহা যাহা দৃশ্য, তাহা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যাহা
যাহা অদৃশ্য তাহা অনন্তকালস্থায়ী।

৫ কারণ আমরা জানি, যদি আমাদের এই তাম্বুরূপ পার্থিব বাটি
ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঈশ্বরদত্ত এক গাঁথনি আমাদের আছে, সেই
বাটি অহস্তনির্ম্মিত, অনন্তকালস্থায়ী ও স্বর্গে স্থিত। ২ কারণ বাস্তবিক
আমরা এই তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া আর্ত্তস্বর করিতেছি, ইহার উপরে স্ব-
র্গ হইতে প্রাপ্য আবাস-পরিহিত হইবার আকাঙ্খা করিতেছি; ৩ পরি-
হিত হইলে পর আমরা ত উলঙ্গ থাকিব না।

৪ আর বাস্তবিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমার ভারাক্রান্ত হওয়াতে
আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা আমরা পরিচ্ছদ-বিহীন হইতে বাঞ্ছা করি
না, কিন্তু ইহার উপরে পরিহিত হইতে বাঞ্ছা করি, যেন যাহা মর্ত্ত্য, তা-
হা জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। ৫ আর যিনি আমাদিগকে ইহারই নি-
মিত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদিগকে আত্মা বায়না
দিয়াছেন। ৬ অতএব আমরা সর্ব্বদা সাহস করিতেছি, আর জানি,
যত দিন এই দেহে নিবাস করিতেছি, তত দিন প্রভু হইতে দুরে প্রবাস
করিতেছি; ৭ কেননা আমরা বিশ্বাস দ্বারা চলি, বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়।
৮ আমরা সাহস করিতেছি, এবং দেহ হইতে দূরে প্রবাস ও প্রভুর কা-
ছে নিবাস করা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিতেছি। ৯ আর এই কারণ আমরা
লক্ষ্য রাখিতেছি, নিবাসে থাকি, কিম্বা প্রবাসী হই, যেন তাঁহারই প্রী-
তির পাত্র হই। ১০ কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনে
সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য
হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপা-

র্জ্জিত ফল পায়। তাঁহারা খ্রীষ্টের রাজদূত। ১১ অতএব প্রভুর ভয় কি,
তাহা জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু
ঈশ্বরের প্রতক্ষ্য রহিয়াছি; আর আমি প্রত্যাশা করি যে, আমরা তো-
মাদের সংবেদেরও প্রতক্ষ্য রহিয়াছি। ১২ আমরা পুনরায় তোমাদের
কাছে আপনাদিগকে যোগ্যপাত্র দেখাইতেছি না, কিন্তু আমাদের
পক্ষ্যে শ্লাঘা করিবার সুযোগ তোমাদিগকে দিতেছি, যেন, যাহারা হৃ-
দয়ে নয়, সাক্ষাতে শ্লাঘা করে, তোমরা তাহাদিগকে উত্তর দিতে পার।
১৩ কেননা যদি আমরা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি, তবে তাহা ঈশ্বরের জন্য;
এবং যদি সুবুদ্ধি হই, তবে তাহা ঈশ্বরের জন্য। ১৪ কারণ খ্রীষ্টের প্রেম
আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার
করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলেই
মরিল; ১৫ আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত
আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশ্য নয়, কিতু তাঁহারই উদ্দেশে
জীবন ধার করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থাপিত
হইলেন। ১৬ অতএব এখন অবধি আমরা আর কাহাকেও মাংস অনু-
সারে জানি না; যদিও খ্রীষ্টকে মাংস অনুসারে জানিয়া থাকি, তথাপি
এখন আর জানি না। ১৭ ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃ-
ষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ, সেগুলি নূতন
হইয়া উঠিয়াছে। ১৮ আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট
দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিল-
নের পরিচর্য্যা-পদ আমাদিগকে দিয়াছেন; ১৯ বস্তুতঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে
আপনার সহিত জগতের সম্মিলন করাইয়া দিতেছিলেন, তাহাদের
অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন না; এবং সেই সম্মি-
লনের বার্ত্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়াছেন। ২০ অতএব খ্রীষ্টের
পক্ষ্যেই আমরা রাজদূতের কর্ম্ম করিতেছি; ঈশ্বর যেন আমাদের দ্বা-
রা নিবেদন করিতেছেন, আমরা খ্রীষ্টের পক্ষ্যে এই বিনতি করিতেছি,
তোমরা ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। ২১ যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁ-
হাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহা-
তে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা-স্বরূপ হই।

৬ আর তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিতে করিতে আমরা নিবেদনও
করিতেছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ করিও না।
২ কেননা তিনি কহেন, “আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনি-
লাম, এবং পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম।” দেখ,
এখন প্রসন্নতার সময়; দেখ, এখন পরিত্রাণের দিবস। ৩ –আমরা
কোন বিষয়ে কোন ব্যাঘাত জন্মাই না, যেন সেই পরিচর্য্যা পদ কল-
ঙ্কিত না হয়;

৪ কিন্তু ঈশ্বরের পরিচারক বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগকে যো-
গ্যপাত্র দেখাইতেছি, ৫ –বিপুল ধৈর্য্যে, নানা প্রকার ক্লেশে, অনাটনে,
সঙ্কটে, প্রহারে, কারাবাসে, উপপ্লবে, পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনাহারে;
৬ শুদ্ধতায়, জ্ঞানে, চীরসহিষ্ণুতায়, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়, অক-
পট প্রেমে, ৭ সত্যের বাক্যে, ঈশ্বরের পরাক্রমে; দক্ষিণ ও বাম হস্তে
ধার্ম্মিকতার অস্ত্র দ্বারা, ৮ গৌরব ও অনাদরক্রমে, অখ্যাতি ও সুখ্যা-
তিক্রমে; আমরা প্রবঞ্চকের ন্যায়, ৯ অথচ সত্যবাদী; অপরিচিতের
ন্যায়, অথচ সুপরিচিত; ম্রিয়মাণের ন্যায়, অথচ দেখ, জাবিত
আছি; শাসিতের ন্যায়, অথচ হত নহি, ১০ দুঃখিতের ন্যায়, কিন্তু
সর্ব্বদা আনন্দিত; দীনহীনের ন্যায়, কিন্তু অনেকের ধনদাতা; আমা-
দের যেন কিছুই নাই, অথচ আমরা সর্ব্বাধিকারী। করিন্থীয়দের সদ-
ভাবে পৌলের আনন্দ। ১১ হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের প্রতি আমাদের
মুখ খোলা রহিয়াছে, আমাদের হৃদয় প্রশস্ত রহিয়াছে। ১২ তোমরা
আমাদিগতে সঙ্কুচিত নহ; কিন্তু আপন আপন অন্তরে সঙ্কুচিত রহি-
য়াছ। ১৩ আমি তোমাদিগতে বৎসের ন্যায় জানিয়া বলিতেছি, অনু-
রূপ প্রতিদানের জন্য তোমরাও প্রশস্ত হও। ১৪ তোমরা অবিশ্বাসীদের
সহিত অসমভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে
পরস্পর কি সহযোগীতা? অন্ধকারের সহিত দ্বীপ্তিরই বা কি সহভা-
গিতা? ১৫ আর বলীয়ালের [পাপদেবের] সহিত খ্রীষ্টের কি ঐক্য?
অবিশ্বাসীর সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ? ১৬ আর প্রতিমাদের
সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই ত জীবন্ত ঈশ্বরের
মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, “আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব
ও গমনাগমন করিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা
আমার প্রজা হইবে।” ১৭ অতএব, “তোমরা তাহাদের মধ্য হইতে বা-
হির হইয়া আইস, ও পৃথক্ হও, ইহা প্রভু কহিতেছেন, এবং অশুচী
বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমিই তোমাদিগকে গ্রহণ করিব,
১৮ এবং তোমাদের পিতা হইব, ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা হইবে,
ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু কহেন।”

৭ অতএব, প্রিয়তমেরা এই সকল প্রতিজ্ঞার অধিকারী হওয়াতে
আইস, আমরা মাংসের ও আত্মার সমস্ত মালিন্য হইতে আপ-
নাদিগকে শুচী করি, ঈশ্বর ভয়ে পবিত্রতা সিদ্ধ করি। ২ তোমরা
আমাদিগকে মনে স্থান দেও; আমরা কাহারও অন্যায় করি নাই, কা-
হাকেও নষ্ট করি নাই, কাহাকেও ঠকাই নাই। ৩ আমি দোষী করিবার
জন্য এ কথা কহিতেছি, তাহা নয়; কেননা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমরা
আমাদের হৃদয়ে এমন গাঁথা রহিয়াছ যে, মরি ত একসঙ্গে, বাঁচি ত
একসঙ্গে।

৪ তোমাদের কাছে আমার বড়ই সাহস; তোমাদের পক্ষে আমি
বড়ই শ্লাঘা করি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনাতে
পরিপূর্ণ, আমি আনন্দে উথলিয়া পড়িতেছি। ৫ কারণ যখন আমরা
মাকিদনিয়াতে আসিয়াছিলাম, তখনও মাংসের কিছুমাত্র শান্তি ছিল
না; কিন্তু সর্ব্বদিকে ক্লিষ্ট হইতেছিলাম; বাহিরে যুদ্ধ, অন্তরে ভয়
ছিল। ৬ তথাপি ঈশ্বর, যিনি অবনতদিগকে সান্ত্বনা করেন, তিনি তী-
তের আগমন দ্বারা আমাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন; ৭ আর কেবল তাঁ-
হার আগমন দ্বারা নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনায় সান্ত্ব-
না প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও সান্ত্বনা করিলেন, কারণ তিনি
তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের বিলাপ, ও আমার পক্ষে তোমাদের
উদ্যোগ বিষয়ক সংবাদ দিলেন, তাহাতে আমি আরও আনন্দিত হই-
লাম। ৮ কেননা যদিও আমার পত্র দ্বারা তোমাদিগকে দুঃখিত করি-
য়াছিলাম, তবু অনুশোচনা করি না- যদিও অনুশোচনা করিয়াছি-
লাম- কেননা আমি দেখিতে পাইতেছি যে, সেই পত্র তোমাদের মনো-
দুঃখ জন্মাইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল কিয়ৎকালের জন্য; ৯ এখন
আমি আনন্দ করিতেছি; তোমাদের মনোদুঃখ হইয়াছে, সে জন্য নয়,
কিন্তু তোমাদের মনোদুঃখ যে মনপরিবর্ত্তন-জনক হইয়াছে, সেই
জন্য; কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, যেন
আমাদের দ্বারা কোন বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি না হয়। ১০ কারণ ঈশ্ব-
রের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরিত্রাণজনক এমন মনপরিব-
র্ত্তন উৎপন্ন করে, যাহা অনুশোচনীয় নয়; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ
মৃত্যু সাধন করে। ১১ কারণ দেখ, এই বিষয়টী, অর্থাৎ ঈশ্বরের মতানু-
যায়ী যে মনোদুঃখ তোমাদের হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে কত
যত্ন সাধন করিয়াছে! আর কেমন দোষ প্রক্ষালন, আর কেমন বির-
ক্তি, আর কেমন ভয়, আর কেমন অনুরাগ, আর কেমন উদ্যোগ,
আর কেমন প্রতিকার! সর্ব্ববিষয়ে তোমরা আপনাদিগকে ঐ ব্যাপা-
রে শুদ্ধ দেখাইয়াছ। ১২ অতএব আমি যদিও, তোমাদের কাছে লিখি-
য়াছিলাম, তথাপি অপরাধীর জন্য কিম্বা যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ
করা হইয়াছে, তাহার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষ্যে তোমাদের যে
যত্ন আছে, তাহা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই
জন্য লিখিয়াছিলাম। ১৩ সেই কারণ আমরা সান্ত্বনা পাইলাম; আর
আমাদের সেই সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ
প্রাপ্ত হইলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁহার আত্মা আপ্যা-
য়িত হইয়াছে। ১৪ কেননা তাঁহার কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি শ্লাঘা
করিয়া থাকি, তাহাতে লজ্জিত হই নাই; কিন্তু আমার যেমন তোমা-
দের কাছে সকলই সত্যভাবে বলিয়াছি, তেমনি তীতের কাছে আমা-

দের কৃত সেই শ্লাঘাও সত্য হইল। ১৫ আর তোমরা সকলে কেমন
আজ্ঞাবহ ছিলে, কেমন সভয় ও সকম্পে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলে,
তাহা স্মরণ করিতে করিতে তোমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ অধিক প্র-
বল হইয়াছে। ১৬ আমি আনন্দ করিতেছি যে, সর্ব্ববিষয়ে তোমাদের
সম্বন্ধে আমার আশ্বাস জন্মিয়াছে। দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর
ফল। মাকিদনিয়া দেসস্থ মন্ডলীগণের দানশীলতা।

৮ আর ভ্রাতৃগণ, মাকিদনিয়া দেশস্থ মন্ডলীসমূহে ঈশ্বরের যে
অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে-
ছি। ২ ফলতঃ ক্লেশরূপ মহাপরীক্ষার মধ্যেও তাহাদের আনন্দের
উপচয় এবং অগাধ দীনতা তাহাদের দানশীলতারূপ ধনের উদ্দেশে
উপচিয়া পড়িয়াছে। ৩ কেননা আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহারা সাধ্য
পর্য্যন্ত, বরং সাধ্যের অতিরিক্ত পরিমাণে স্ব-ইচ্ছায় দান করিয়াছিল,
৪ বিস্তর অনুনয় সহকারে সেই অনুগ্রহের সম্বন্ধে, এবং পবিত্রগণের
পরিচর্য্যায় সহভাগিতার সম্বন্ধে, আমাদের কাছে অনুরোধ করিয়া-
ছিল। ৫ ইহাতে তাহারা যে আমাদের আশামত কর্ম্ম করিল, কেবল
তাহা নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে আপনাদিগকেই প্রথমে প্রভুর
এবং আমাদের উদ্দেশে প্রদান করিল। ৬ সেই জন্য আমরা তীতকে
অনুরোধ করিলাম, যেন তিনি পূর্ব্বে যেমন আরম্ভ করিয়াছিলেন,
তেমনি তোমাদের মধ্যে সেই অনুগ্রহ-কার্য্য সমাপ্তও করেন। ভ্রাতৃগ-
ণের পরস্পর উপকার করা উচিত। প্রভু যীশু দানশীলতার আদর্শ।
৭ ভাল, তোমরা যে সর্ব্ববিষয়ে উপচিয়া পড়িতেছ-বিশ্বাসে, বক্তৃতায়,
জ্ঞানে, সর্ব্বপ্রকার যত্নে, এবং আমাদের প্রতি তোমাদের প্রেমে-তেম-
নি যেন এই অনুগ্রহ- কার্য্যেও উপচিয়া পড়। ৮ আমি আদেশ স্বরূপে
বলিতেছি না, কিন্তু অন্য লোকদের যত্ন দ্বারা তোমাদেরও প্রেমের
যথার্থতা পরীক্ষা করিতেছি। ৯ কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; তিনি ধনবান্ হইলেও তোমাদের নিমিত্ত
দরিদ্র হইলেন, যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান্ হও। ১০ আর
এ বিষয়ে আমার মত জানাইতেছি; কারণ তোমাদের পক্ষে ইহা মঙ্গ-
লকর, যেহেতুক তোমরা গত বৎসর হইতে কেবল কার্য্য করিতে নয়,
কিন্তু ইচ্ছা করিতেও প্রথমে আরম্ভ করিয়াছ। ১১ আর এখন সেই কা-
র্য্যও সমাপ্ত কর; যেমন ইচ্ছা করায় আগ্রহ ছিল, তদ্রূপ যাহার যাহা
আছে, তদনুসারে যেন সমাপ্তিও হয়। ১২ কেননা যদি আগ্রহ থাকে,
তবে যাহার যাহা আছে, তদনুসারে তাহা গ্রাহ্য হয়; যাহার যাহা নাই,
তদনুসারে নয়। ১৩ কেননা এ কথা বলি না যে, অন্য সকলের আরাম
ও তোমাদের যেন ক্লেশ হয়, বরং সাম্যভাবের নিয়মানুসারে হউক;
১৪ এই বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের উপচয়ে উহাদের অভাব পূর্ণ হউক,
যেন আবার উহাদের উপচয়ে তোমাদের অভাব পূর্ণ হয়, এইরূপে
যেন সাম্যভাব হয়; ১৫ যেমন লেখা আছে, “যে অধিক সংগ্রহ করিল,
তাহার অতিরিক্ত হইল না; এবং যে অল্প সংগ্রহ করিল, তাহার
অভাব হইল না।” ১৬ কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক, তিনি তীতের হৃদ-
য়ে তোমাদের নিমিত্ত সেই প্রকার যত্ন প্রদান করিয়াছেন; ১৭ তীত
আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে অধিক
যত্নবান্ হওয়াতে স্ব-ইচ্ছায় তোমাদের নিকটে চলিলেন। ১৮ আর
আমরা তাঁহার সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, সুসমাচর সম্বন্ধীয় যাঁ-
হার প্রশংসা সমুদয় মন্ডলীতে ব্যাপিয়াছে; ১৯ কেবল তাহা নয়, কিন্তু
তিনি সেই অনুগ্রহ-কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের সহচর হইবার জন্য মন্ড-
লীকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিতও হইয়াছেন, যে কার্য্য প্রভুর গৌরব ও আমাদের
আগ্রহ প্রকাশার্থে আমাদের পরিচর্য্যায় সম্পাদিত হইতেছে। ২০ আম-
রা সাবধানে চলিতেছি, পাছে এই যে মহাদানের পরিচর্য্যা আমাদের
দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, এই বিষয়ে কেহ আমাদের উপরে দোষা-
রোপ করে। ২১ কারণ কেবল প্রভুর সাক্ষাতে নয় মনুষ্যদের সাক্ষাতে
যাহা উত্তম, তাহাও আমরা চিন্তা করি। ২২ আর উহাঁদের সহিত
আমাদের সেই ভ্রাতাকে পাঠাইলাম, যাঁহাকে আমরা অনেক বার
অনেক বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া যত্নবান্ দেখিয়াছি, এবং তোমাদের
প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হেতু এবার আরও যত্নবান্ দেখিতেছি।
২৩ তীতের বিষয় যদি বলিতে হয়, তবে তিনি আমার সহভাগী ও তো-
মাদের পক্ষে আমার সহকারী। আমাদের ভ্রাতৃগণের বিষয় যদি
বলিতে হয়, তাঁহারা মন্ডলীগণের প্রেরিত, খ্রীষ্টের গৌরব। ২৪ অতএব
তোমাদের প্রেম এবং তোমাদের পক্ষে আমার শ্লাঘা, এই উভয়ের প্র-
মাণ মন্ডলীগণের সাক্ষাতে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন কর।

৯ বাস্তবিক পবিত্রগণের পরিচর্য্যা করিবার বিষয়ে তোমাদিগকে
আমার লেখা বাহুল্য; ২ কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি,
এবং তোমাদের পক্ষে সে বিষয়ে মাকিদনীয়দের কাছে এই শ্লাঘা
করিয়া থাকি যে, গত বৎসর হইতে আখায়া প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে;
আর তোমাদের উদ্যোগ তাহাদের অধিকাংশ লোককে উৎসাহিত
করিয়া তুলিয়াছে। ৩ কিন্তু আমি সেই ভ্রাতৃগণকে পাঠাইয়াছি, যেন
তোমাদের পক্ষে আমাদের শ্লাঘা এই বিষয়ে ব্যর্থ না হয়, যেন আমি
যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তোমরা প্রস্তুত হও;
৪ নতুবা কি জানি, মাকিদনীয় কোন কোন লোক আমার সহিত
আসিয়া যদি তোমাদিগকে প্রস্তুত না দেখে, তবে সেই দৃঢ় প্রত্যাশার
বিষয়ে আমাদের (বলিতে চাহি না যে তোমাদেরও) লজ্জা জন্মিবে;
৫ এই জন্য আমি ভ্রাতৃগণকে এই অনুরোধ করা আবশ্যক বুঝিলাম,
যেন তাঁহারা অগ্রে তোমাদের নিকটে যান, এবং পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত তো-
মাদের সেই দান ঠিকঠাক করেন, যেন এইরূপে তাহা পীড়াপীড়ির
বিষয় বলিয়া নয়, কিন্তু বদান্যতার বিষয় বলিয়া প্রস্তুত থাকে। যে
পরিমানে বুনি, সেই পরিমানেই কাটিব। ৬ কিন্তু আমি বলি এই, যে
অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে
ব্যক্তি আশীর্ব্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্ব্বাদের সহিত শস্যও
কাটিবে। ৭ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে যেরূপ সঙ্কল্প করিয়া-
ছে, তদনুসারে দান করুক, মনোদুঃখপূর্ব্বক কিম্বা আবশ্যক বলিয়া
না দিউক; কেননা ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসেন। ৮ আর ঈশ্বর
তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ব্ব-
বিষয়ে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রাচুর্য্য থাকায় তোমরা সর্ব্বপ্রকার সৎক-
র্ম্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়। ৯ যেমন লেখা আছে, “সে ছড়াইয়া দিয়া-
ছে, দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছে, তাহার ধার্ম্মিকতা চীরস্থায়ী।”
১০ আর যিনি বপনকারী বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থা-
কেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করি-
বেন, আর তোমাদের ধার্ম্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; ১১ এইরূপে
তোমাদের সর্ব্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ধনবান্ হই-
বে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ
সম্পন্ন করে। ১২ কেননা এই সেবারূপ পরিচর্য্যা-কর্ম্ম পবিত্রগণের
অভাব পূর্ণ করিতেছে, কেবল তাহা নয়, বরং অনেক ধন্যবাদের দ্বা-
রা ঈশ্বরের উদ্দেশেও উপচিয়া পড়িতেছে। ১৩ কেননা তোমাদের এই
পরিচর্য্যাঘটিত পরীক্ষা সিদ্ধতা হেতু তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতে-
ছে, খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃতি আজ্ঞাবহতা প্রযুক্ত,
এবং উহাদের প্রতি ও সকলের প্রতি সহভাগিতানুরূপ দানশীলতা প্র-
যুক্ত করিতেছে; ১৪ আর তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতি মহৎ অনুগ্রহ
হেতু তাহারা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে করিতে তোমাদের
জন্য আকাঙ্খা করিতেছে। ১৫ ঈশ্বরের বর্ণাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার
ধন্যবাদ হউক।

১০ আর আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের মৃদুতা ও সৌজন্য দ্বারা তো-
মাদিগকে অনুনয় করিতেছি। আমি নাকি সম্মুখে তোমাদের
মধ্যে বিনত, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমাদের প্রতি সাহসিক। ২ কিন্তু
আমি বিনতি করিতেছি, কাহারও কাহারও বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে
যে সাহস দেখান আবশ্যক মনে করি, সাক্ষাৎ হইলে যেন আমাকে
সেই সাহস দেখাইতে না হয়; তাহারা আমাদের বিষয়ে মনে করে যে,
আমরা মাংসের বশে চলিয়া থাকি। ৩ আমরা মাংসে চলিতেছি বটে,
কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না;

৪ কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ
ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। ৫ আমরা বিতর্ক
সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া
ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ
করিতেছি; ৬ আর তোমাদের আজ্ঞাবহতা সম্পূর্ণ হইলে পর সমস্ত
অবাধ্যতার সমুচিত দন্ড দিতে প্রস্তুত আছি। ৭ যাহা সম্মুখে আছে,
তোমরা তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছ। কেহ যদি নিজের উপরে বিশ্বাস
রাখিয়া বলে, আমি খ্রীষ্টের লোক, তবে সে পুনর্ব্বার আপনা আপনি
বিচার করিয়া বুঝুক, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রীষ্টের লোক।
৮ বাস্তবিক আমাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিক শ্লাঘা করিলেও
আমি লজ্জা পাইব না; প্রভু তোমদের উৎপাটনের নিমিত্ত নয়, কিন্তু
তোমাদিগকে গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত সেই কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন; ৯ আমি
পত্রগুলির দ্বারা যে তোমাদিগকে ভয় দেখাইতেছি, এমন মনে করিও
না। ১০ কেহ কেহ বলে, তাঁহার পত্র সকল ভারযুক্ত ও তেজস্বী বটে,
কিন্তু সাক্ষাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল এবং তাঁহার বাক্য হেয়। ১১ এই-
রূপ লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিতি পত্র দ্বারা বাক্যে যেমন,
উপস্থিতি কালে কার্য্যেও তেমনি। ১২ কেননা এমন কোন কোন লো-
কের সহিত আমরা আপনাদিগকে গণনা করিতে কি তুলনা দিতে
সাহস করি না, যাহারা আপনারই আপনাদের প্রশংসা করে; কিন্তু
উহারা আপনাদের পরিমাণ-দন্ডে আপনাদিগকে পরিমাণ করে,
এবং আপনাদের সহিত তুলনা করে বলিয়া বুঝে না। ১৩ আমরা কিন্তু
পরিমাণের অতিরিক্ত শ্লাঘা করিব না, বরং ঈশ্বর পরিমাণ বলিয়া
আমাদের পক্ষে যে সীমা নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ অনু-
সারে শ্লাঘা করিব; তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও যায়। ১৪ ফলতঃ
তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত যায় না, এই বলিয়া আমরা যে সীমা
অতিক্রম করিতেছি, এমন নয়, কেননা খ্রীষ্টের সুসমাচার লইয়া
আমরা তোমাদের নিকট পর্য্যন্তও প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলাম।
১৫ আমরা পরিমাণ না মানিয়া যে পরের পরিশ্রমের শ্লাঘা করি, তাহা
নয়; কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে আমাদের
সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও অপর্য্যাপ্তরূপে বিস্তারিত
হইব; ১৬ তাহাতে তোমাদের পরবর্ত্তী অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করি-
তে পাইব; পরের সীমার মধ্যে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপলক্ষে
শ্লাঘা করিব না। ১৭ তবে, “যে শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক;”
১৮ কেননা আপনার প্রশংসা যে করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যাহার প্রশং-
সা করেন, সেই পরীক্ষাসিদ্ধ।

১১ আমার ইচ্ছা, যেন একটু নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে তোমরা আমার
প্রতি সহিষ্ণুতা কর; তোমরা আমার প্রতি সহিষ্ণুতা করিতে-
ছই ত। ২ কারণ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্ত-
র্জ্জ্বালা হইতেছে, কেননা আমি তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই
বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগ্দান করিয়াছি। ৩ কিন্তু
আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ত্তায় হবাকে প্রতারণা
করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা
হইতে ভ্রষ্ট হয়।

৪ কোন আগন্তুক যদি এমন আর এক যীশুকে প্রচার করে, যাহা-
কে আমরা প্রচার করি নাই, কিম্বা তোমরা যদি এমন অন্যবিধ আত্মা
পাও, যাহা প্রাপ্ত হও নাই, বা এমন এমন অন্যবিধ সুসমাচার পাও,
যাহা গ্রহণ কর নাই, তবে বিলক্ষণ সহিষ্ণুতা করিতেছ! ৫ কারণ
আমার বিচার এই যে, সেই প্রেরিতচূড়ামণিদের হইতে আমি একটুও
পিছনে নহি। ৬ কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় সামান্য, তথাপি জ্ঞানে সা-
মান্য নই; ইহা আমরা সর্ব্ববিষয়ে সকল লোকের মধ্যে তোমাদের
কাছে প্রকাশ করিয়াছি। ৭ অথবা আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তো-
মাদের উন্নতির নিমিত্তে আপনাকে বিনতি করিয়াছি, বিনা বেতনে
তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছি? ৮ তোমাদের
পরিচর্য্যা করিবার জন্য আমি অন্য অন্য মন্ডলীকে লুট করিয়া বে-
তন গ্রহণ করিয়াছি; ৯ এবং যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন
আমার অভাব হইলেও কাহারও ভারস্বরূপ হই নাই, কেননা মাকিদ-
নিয়া হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া আমার অভাব দূর করিলেন। হাঁ, আমি
যাহাতে কোন বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না হই, আপনাকে এরূপে
রক্ষা করিয়াছি, এবং রক্ষা করিব। ১০ খ্রীষ্টের সত্য যখন আমাতে
আছে, তখন আখায়ার কোন অঞ্চলে কেহ আমার এই শ্লাঘা নিবারণ
করিতে পারিবে না। ১১ কেন? আমি তোমাদিগকে প্রেম করি না বলি-
য়া কি? ঈশ্বর জানেন। ১২ কিন্তু যাহা করিতেছি, তাহা আরও করিব;
যাহারা সুযোগ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সুযোগ যে খন্ডন করিতে
পারি; তাহারা যে বিষয়ে শ্লাঘা করে, সেই বিষয়ে যেন আমাদের
সমান হইয়া পড়ে। ১৩ কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক
কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। ১৪ আর ইহা-
রা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ
করে। ১৫ সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে ধার্ম্মিকতার পরিচারকে-
দের বেশ ধারণ করে, ইহা মহৎ বিষয় নয়; তাহাদের পরিণাম তাহা-
দের ক্রিয়ানুসারে হইবে। খ্রীষ্টের জন্য পৌলের দুঃখভোগ। ১৬ আমি
পুনর্ব্বার বলিতেছি, কেহ আমাকে নির্ব্বোধ জ্ঞান না করুক; কিন্তু
তোমরা যদি কর, তবে আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই গ্রাহ্য কর, যেন
আমিও একটু শ্লাঘা করি। ১৭ এই যে কথা বলিতেছি, ইহা প্রভুর মতা-
নুসারে বলিতেছি না, কিন্তু এক প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতায় এই শ্লাঘার নি-
শ্চয়জ্ঞানে বলিতেছি। ১৮ অনেকে যখন মাংস অনুসারে শ্লাঘা করি-
তেছে, তখন আমিও শ্লাঘা করিব। ১৯ কেননা তোমরা নিজে বুদ্ধিমান্
বলিয়া নির্ব্বোধ লোকদের প্রতি আনন্দের সহিত সহিষ্ণুতা করিয়া
করিয়া থাক; ২০ কারণ কেহ যদি তোমাদিগকে দাস করে, যদি তো-
মাদিগকে খাইয়া ফেলে, যদি তোমাদিগকে ধরিয়া লয়, যদি দর্প
করে, যদি তোমাদের গালে চড় মারে, তবে তোমরা সহিষ্ণুতা করিয়া
থাক। ২১ আমি অনাদর স্বীকারপূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা যেন দুর্ব্বল
ছিলাম; তথাপি যে বিষয়ে অন্য কেহ সাহস করে-নির্ব্বুদ্ধিতায় বলি-
তেছি-সেই বিষয়ে আমিও সাহস করি। ২২ উহারা কি ইব্রীয়? আমিও
তাহাই। উহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাহাই। উহারা কি অব্রাহা-
মের বংশ? আমিও তাহাই। ২৩ উহারা কি খ্রীষ্টের পরিচারক?- হতবু-
দ্ধির ন্যায় বলিতেছি-আমি অধিকতররূপে; আমি পরিশ্রমে অতিমা-
ত্রারূপে, প্রহারে অতিরিক্তরূপে, প্রাণসংশয়ে অনেক বার। ২৪ যিহূদী-
দের হইতে পাঁচ বার ঊনচল্লিশ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৫ তিনবার
বেত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, তিনবার নৌকাভঙ্গ সহ্য করিয়াছি,
অগাধ জলে একদিবারাত্র যাপন করিয়াছি; ২৬ যাত্রায় অনেকবার,
নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতী-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে,
সমুদ্রসঙ্কটে, ভাক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে, ২৭ পরিশ্রমে ও
আয়াসে, অনেকবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনেকবার
অনাহারে, শীতে ও উলঙ্গতায়। ২৮ আর সকল বিষয়ের কথা থাকুক,
একটী বিষয় প্রতিদিন আমার উপরে চাপিয়া রহিয়াছে,-সমস্ত মন্ড-
লীর চিন্তা। ২৯ কে দুর্ব্বল হইলে আমি দুর্ব্বল না হই? কে বিঘ্ন পাইলে
আমি না পুড়ি? ৩০ যদি শ্লাঘা করিতে হয়, তবে আমার নানা দুর্ব্বল-
তার বিষয়ে শ্লাঘা করিব। ৩১ প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি যুগে যু-
গে ধন্য, তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না। ৩২ দম্মেশ-
কে আরিতা রাজার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা আমাকে ধরিবার চেষ্ঠায়
দম্মেশকীয়দের সেই নগরে পাহারা দেওয়াইতেছিলেন; ৩৩ আর এক-
টী ঝুড়িতে করিয়া প্রাচীরস্থ বাতায়ন দিয়া আমাকে নামাইয়া দেওয়া
হয়, তাই তাঁহার হাত এড়াইয়াছিলাম।

১২ শ্লাঘা করা আমার পক্ষে আবশ্যক, তাহা হিতজনক নয়
বটে, কিন্তু প্রভুর নানা দর্শন ও প্রত্যাদেশের কথা কহিব।
২ আমি খ্রীষ্টের আশ্রিত এক ব্যক্তিকে জানি, চৌদ্দ বৎসর হইল-সশ-
রীরে কি না, জানি না; অশরীরে কি না, জানি না; ঈশ্বর জানেন-
এমন ব্যক্তি তৃতীয় স্বর্গ পর্য্যন্ত নীত হইয়াছিল। ৩ আর এমন ব্যক্তির

বিষয়ে আমি জানি-সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি জানি না,
ঈশ্বর জানেন-
৪ সে পরমদেশে নীত হইয়া অকথনীয় কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলা
মনুষ্যের বিধেয় নয়। ৫ এমন ব্যক্তির জন্য শ্লাঘা করিব; কিন্তু আপ-
নার জন্য শ্লাঘা করিব না, কেবল নানা দুর্ব্বলতার শ্লাঘা করিব। ৬ বা-
স্তবিক শ্লাঘা করিবার ইচ্ছা করিলেও আমি নির্ব্বোধ হইব না, কারণ
সত্যই বলিব। তথাপি ক্ষান্ত রহিলাম, পাছে কেহ আমাকে যেরূপ দে-
খিতে পায় ও আমার মুখে যেরূপ শুনিতে পায়, আমাকে তদপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে। পৌলের নিজের দুর্ব্বলতা ও যীশুর বল।
৭ আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না
করি, এই কারণে আমার মাংসে একটা কন্টক, শয়তানের এক দূত,
আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুস্ট্যাঘাত করে, যেন আমি
অতিমাত্র দর্প না করি। ৮ এই বিষয় লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিন
বার নিবেদন করিয়াছিলাম, যেন উহা আমাকে ছাড়িয়া যায়। ৯ আর
তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষ্যে যথেষ্ট;
কেননা আমার শক্তি দুর্ব্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং
অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্ব্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের
শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। ১০ এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত নানা
দুর্ব্বলতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই,
কেননা যখন আমি দুর্ব্বল, তখনই বলবান্। ১১ আমি নির্ব্বোধ হই-
লাম; তোমরাই আমার পক্ষে তাহা আবশ্যক করিয়াছ; কারণ
আমার প্রশংসা করা তোমাদেরই উচিত ছিল; কেননা যদিও আমি
কিছুই নই, তবু সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের হইতে কিছুতেই পিছনে
পড়ি নাই। ১২ প্রেরিতদের চিহ্ন সকল তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধর্য্য
সহকারে, নানা চিহ্ন কার্য্য, অদ্ভূত লক্ষণ ও পরাক্রম কার্য্য দ্বারা,
সম্পন্ন হইয়াছে। ১৩ বল দেখি, অন্য সকল মন্ডলী অপেক্ষা তোমরা
কিসে অপকৃষ্ট হইলে? আমি আপনি তোমাদের গলগ্রহ হই নাই, এই-
মাত্র; আমার এই অন্যায়টী ক্ষমা কর। করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবে-
দন। ১৪ দেখ, এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাইতে প্রস্তুত
আছি; আর আমি তোমাদের গলগ্রহ হইব না; কেননা আমি তোমা-
দের কোন দ্রব্যের চেষ্টা নয়, তোমাদেরই চেষ্টা করিতেছি; কারণ পি-
তামাতার জন্য ধন সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্ত্তব্য নয়, বরং সন্তান-
দের জন্য পিতামাতার কর্ত্তব্য। ১৫ আর আমি অতিশয় আনন্দের
সহিত তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত ব্যয় করিব, এবং ব্যয়িতও হইব।
আমি যখন তোমাদিগকে অধিক প্রেম করি, তখন কি অল্পতর প্রেম
প্রাপ্ত হই? ১৬ যাহা হউক, আমি তোমাদিগকে ভারগ্রস্থ করি নাই, কি-
ন্তু ধূর্ত্ত হওয়াতে নাকি ছলে ধরিয়াছি! ১৭ আমি তোমাদের কাছে যাঁ-
হাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা কি তোমাদিগকে
ঠকাইয়াছি? ১৮ আমি তীতকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, এবং তাহার
সঙ্গে সেই ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছিলাম; তীত কি তোমাদিগকে ঠকাইয়া-
ছেন? আমরা কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্ন দিয়া চলি নাই?
১৯ এ যাবৎ তোমরা মনে করিতেছ যে, আমরা তোমাদেরই নিকটে
দোষ কাটাইবার কথা কহিতেছি। আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টে
কথা কহিতেছি; আর, প্রিয়তমেরা, সকলই তোমাদিগকে গাঁথিয়া তু-
লিবার নিমিত্ত কহিতেছি। ২০ কেননা আমার ভয় হয়, পাছে উপস্থিত
হইলে আমি তোমাদিগকে যেরূপ দেখিতে চাই, সেরূপ না দেখি,
এবং তোমরা আমাকে যেরূপ দেখিতে না চাও, সেইরূপ দেখ, পাছে
কোন মতে বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কাণ- ভাঙ্গা-
নি, দর্প, গন্ডগোল বাধিয়া উঠে; ২১ পাছে আমি পুনর্ব্বার আসিলে
আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে নত করেন, এবং যাহারা পূ-
র্ব্বে পাপ করিয়াছিল, তথাপি আপনাদের কৃত অশুচী ক্রিয়া, ব্যভি-
চার ও লম্পটচার বিষয়ে অনুতাপ করে নাই, এমন অনেক লোকের
জন্য আমাকে বিলাপ করিতে হয়।

১৩ এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে যাইতেছি। “দুই কিম্বা
তিন সাক্ষীর মুখের সকল কথা নিষ্পন্ন হইবে।” ২ দ্বিতীয় বার
উপস্থিত হইলে পর এখন অনুপস্থিত আছি বলিয়া, যাহারা পূর্ব্বে
পাপ করিয়াছে, তাহাদিগকে ও অন্য সকলকে আমি আগেই বলিয়া-
ছি ও আগেই কহিতেছি, যদি আবার আসি, আমি মমতা করিব না;
৩ কারণ খ্রীষ্ট যিনি আমাতে কহেন, তোমরা ত তাঁহারই বিষয়ে প্রমাণ
খুঁজিতেছ; তিনি তোমাদের পক্ষে দুর্ব্বল নহেন, বরং তোমাদের মধ্যে
শক্তিমান্।
৪ কেননা তিনি দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ক্রুশারোপিত হইয়াছিলেন বটে,
কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত জীবিত আছেন। আর আমরাও তাঁহাতে
দুর্ব্বল, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের শক্তি প্রযুক্ত তাঁহার সহিত জী-
বিত থাকিব। ৫ আপনাদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে
আছ কি না; প্রমাণার্থে আপনাদেরই পরীক্ষা কর। অথবা তোমরা কি
আপনাদের সম্বন্ধে জান না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদিগতে আছেন?
অবশ্য যদি তোমরা অপ্রামাণিক না হও। ৬ কিন্তু আশা করি, তোমরা
জানিবে যে, আমরা অপ্রামাণিক নহি। ৭ আর আমরা ঈশ্বরের কাছে
এই প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন মন্দ কার্য্য না কর, আমরা যেন
প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হই, সে জন্য নয়, বরং যদিও আমরা
অপ্রামাণিকের ন্যায় হই, তোমরা যেন সৎকর্ম্ম কর। ৮ কারণ আমরা
সত্যের বিপক্ষে কিছুই করিতে পারি না, কেবল সতের পক্ষে করিতে
পারি। ৯ বাস্তবিক আমরা যখন দুর্ব্বল ও তোমরা বলবান্, তখন
আমরা আনন্দ করি; আর ইহার জন্য প্রার্থনাও করি, যেন তোমরা
পরিপক্ক হও। ১০ এই কারণ আমি অনুপস্থিত হইয়া এই সকল কথা
লিখিলাম, যেন উপস্থিত হইলে প্রভুর দত্ত ক্ষমতানুসারে তীক্ষ্ণ ভাব
প্রয়োগ করিতে না হয়; সেই ক্ষমতা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নিমিত্ত
নয়, কিন্তু গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্তই আমাকে দিয়াছেন। ১১ অবশেষে
বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পরিপক্ক হও, আশ্বাস গ্রহণ কর,
একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর
তামদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। ১২ পবিত্র চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ
কর। ১৩ পবিত্র লোক সকল তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন।
১৪ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার
সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

গালাতীয়

পৌলের প্রেরিতত্ব-পদ।

১ পৌল প্রেরিত- মনুষ্যদের হইতে নয়, মনুষ্যের দ্বারাও নয়, কিন্তু
যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা, এবং যিনি মৃতগনের মধ্য হইতে তাঁহাকে
উঠাইয়াছেন, সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত- ২ এবং আমার সহব-
র্ত্তী সকল ভ্রাতা, গালাতিয়ার মন্ডলীগণের সমীপে। ৩ আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক;
৪ ইনি আমাদের পাপসমূহের জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন,
যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে এই উপ-
স্থিত মন্দ যুগ হইতে উদ্ধার করেন। ৫ যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরের
মহিমা হউক। আমেন। ৬ আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, খ্রীষ্টের
অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা এত শীঘ্র
তাঁহা হইতে অন্যবিধ সুসমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ। ৭ তাহা
আর কোন সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে,
যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত
করিতে চায়। ৮ কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার
করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে -আম-
রাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপ-
গ্রস্ত হউক। ৯ আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন
আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর
কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে
শাপগ্রস্ত হউক। ১০ আমি কি এখন মানুষকে লওয়াইতেছি না ঈশ্বর-
কে? অথবা আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি? যদি
এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করিতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হইতাম না।
১১ কেননা, হে ভ্রাতৃগণ, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে,
তাহার বিষয়ে তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, তাহা মানুষের মতানুযা-
য়ী নয়। ১২ কেননা আমি মানুষের কাছে তাহা গ্রহণও করি নাই, এবং
শিক্ষাও পাই নাই; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ দ্বারা পাইয়াছি।
১৩ তোমরা ত যিহূদী-ধর্ম্মে আমার পূর্ব্বকার আচার ব্যবহারের কথা
শুনিয়াছ; আমি ঈশ্বরের মন্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও
উৎপাটন করিতাম; ১৪ আর পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে
অতিশয় উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোক
অপেক্ষা যিহূদী-ধর্ম্মে উত্তর উত্তর অগ্রসর হইতেছিলাম। ১৫ কিন্তু যি-
নি আমাকে আমার মাতার গর্ব্ভ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন, এবং
আপন অনুগ্রহ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন, ১৬ তিনি যখন আপন পুত্র-
কে আমাতে প্রকাশ করিবার সুবাসনা করিলেন, যেন আমি পরজা-
তীগণের মধ্যে তাঁহার বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি ক্ষ-
ণমাত্রও রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ করিলাম না। ১৭ এবং যিরূশালে-
মে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেরিতগণের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দে-
শে চলিয়া গেলাম, পরে দম্মেশকে ফিরিয়া আসিলাম। ১৮ তারপর
তিন বৎসর গত হইলে কৈফার সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্তে যিরূ-
শালেমে গেলাম, এবং পনেরো দিন তাঁহার কাছে রহিলাম। ১৯ কিন্তু
প্রেরিগণের মধ্যে অন্য কাহাকেও দেখিলাম না, কেবল প্রভুর ভ্রাতা
যাকোবকে দেখিলাম। ২০ এই যে সকল কথা তোমাদিগকে লিখিতে-
ছি, দেখ, ঈশ্বরের সাক্ষাতে কহিতেছি, আমি মিথ্যা বলিতেছি না।
২১ তারপর আমি সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলসমূহে গেলাম।
২২ আর তখনও আমি যিহূদীয়াস্থ খ্রীষ্টাশ্রিত মন্ডলীগণের চাক্ষুষ পরি-
চিত ছিলাম না। ২৩ তাহারা কেবল শুনিতে পাইয়াছিল, যে ব্যক্তি পূ-
র্ব্বে আমাদিগকে তাড়না করিত, সে এখন সেই বিশ্বাস বিষয়ক সুস-
মাচার প্রচার করিতেছে, ২৪ যাহা পূর্ব্বে উৎপাটন করিত; এবং
আমার উপলক্ষে তাহারা ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।
২ পরে চৌদ্দ বৎসর গত হইলে আমি বার্ণাবার সহিত পুনরায়
যিরূশালেমে গেলাম, তীতকেও সঙ্গে লইলাম। ২ আর প্রত্যাদে-
শক্রমে গমন করিলাম, এবং যে সুসমাচার পরজাতীগণের মধ্যে প্র-
চার করিয়া থাকি, তথাকার লোকদের কাছে তাহার ব্যাখ্যা করিলাম,
কিন্তু যাঁহারা গন্যমান্য, তাঁহাদের কাছে বিরলে করিলাম, পাছে [দে-
খা যায় যে] আমি বৃথা দৌড়িতেছি। ৩ এমন কি, তীত, যিনি আমার
সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হইলেও তাঁহাকে ত্বকচ্ছেদ স্বীকার করিতে
বাধ্য করা গেল না।
৪ গুপ্তরূপে আনীত সেই কয়েক জন ভাক্ত ভ্রাতার জন্য এইরূপ
হইল; খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, তাহার ছিদ্রান্বেষণ
করিবার জন্য তাহারা গুপ্তরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, যেন আমাদিগ-
কে দাস করিয়া রাখিতে পারে। ৫ আমরা এক দন্ডমাত্রও অধীনতা
স্বীকার দ্বারা তাহাদের বশবর্ত্তী হইলাম না, যেন সুসমাচারের সত্য
তোমাদের নিকটে থাকে। ৬ আর যাঁহারা গন্যমান্য বলিয়া খ্যাত- তাঁ-
হারা কি প্রকার লোক ছিলেন, ইহাতে আমার কিছু আইসে যায় না,
ঈশ্বর মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন না- বস্তুতঃ সেই গন্যমান্য ব্যক্তিরা
আমাকে কিছুই দেন নাই; ৭ বরং পক্ষান্তরে যখন দেখিলেন, ছিন্নত্ব-
কদের মধ্যে যেমন পিতরকে, তেমনি অচ্ছিন্নত্বকদের মধ্যে আমাকে
সুসমাচারের ভার দত্ত হইয়াছে- ৮ কারণ ছিন্নত্বকদের কাছে প্রেরিত-
ত্বকর্ম্মের নিমিত্তে যিনি পিতরে কার্য্য সাধন করিলেন, তিনি পরজা-
তিগণের নিমিত্তে আমাতেও কার্য্য সাধন করিলেন- ৯ যখন তাঁহারা
আমাকে প্রদত্ত সেই অনুগ্রহ জ্ঞাত হইলেন, তখন যাকোব, কৈফা ও
যোহন- যাঁহারা স্তম্ভরূপে মান্য- আমাকে ও বার্ণাবাকে সহভাগিতার
দক্ষিণ হস্ত দিলেন, যেন আমরা পরজাতিগণের কাছে যাই, আর তাঁ-
হারা ছিন্নত্বকদের কাছে যান; ১০ কেবল চাহিলেন যেন আমরা দরি-
দ্রদিগকে স্মরণ করি; আর তাহাই করিতে আমিও যত্নবান্ ছিলাম।

বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রান লাভ।

১১ কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়ায় আসিলেন, তখন আমি মুখের
উপরেই তাঁহার প্রতিরোধ করিলাম, কারণ তিনি দোষী হইয়াছিলেন।
১২ ফলতঃ যাকোবের নিকট হইতে কয়েক জনের আসিবার পূর্ব্বে
তিনি পরজাতীয়দের সহিত আহার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উহারা
আসিলে পর তিনি ছিন্নত্বকদের ভয়ে পিছাইয়া পড়িতে ও আপনা-
কে পৃথক্ রাখিতে লাগিলেন। ১৩ আর তাঁহার সহিত অন্য সকল যিহূ-
দীও কপট ব্যবহার করিল; এমন কি, বার্ণাবাও তাঁহাদের কাপট্যের
টানে আকর্ষিত হইলেন। ১৪ কিন্তু আমি যখন দেখিলাম, তাঁহারা সুস-
মাচারের সত্য অনুসারে সরল পথে চলেন না, তখন আমি সকলের
সাক্ষাতে কৈফাকে কহিলাম, তুমি নিজে যিহূদী হইয়া যদি যিহূদীদের

মত নয়, কিন্তু পরজাতিগণের মত আচরণ কর, তবে কেন পরজা-
তিগণকে যিহূদীদের মত আচরণ করিতে বাধ্য করিতেছ? ১৫ আমরা
জাতিতে যিহূদী, আমরা পরজাতীয় পাপী নহি; ১৬ তথাপি বুঝিয়াছি,
ব্যবস্থার কার্য্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধা-
র্ম্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি,
যেন ব্যবস্থার কার্য্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক গণিত
হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য্য হেতু কোন মর্ত্ত্য ধার্ম্মিক গণিত হইবে না।
১৭ কিন্তু আমরা খ্রীষ্টে ধার্ম্মিক গণিত হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আপ-
নারাও যদি পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকি, তবে তৎপ্রযুক্ত খ্রীষ্ট
কি পাপের পরিচারক? ১৮ তাহা দূরে থাকুক। কারণ আমি যাহা ভা-
ঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, তাহাই যদি পুনর্ব্বার গাঁথি, তবে আপনাকেই অপ-
রাধী বলিয়া দাঁড় করাই। ১৯ আমি ত ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবস্থার উদ্দেশে
মরিয়াছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হই। ২০ খ্রীষ্টের সহিত আমি
ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে
জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন
আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতে-
ছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে
প্রদান করিলেন। ২১ আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করি না; কারণ
ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট অকারণে
মরিলেন।

৩ হে অবোধ গালাতীয়েরা, কে তোমাদিগকে মুগ্ধ করিল? তো-
মাদেরই চক্ষের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট ত ক্রুশারোপিত বলিয়া স্প-
ষ্টাক্ষরে লিখিত হইয়াছিলেন। ২ কেবল এই কথা তোমাদের কাছে
জানিতে চাহি, তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য্য হেতু আত্মাকে পাইয়াছ?
না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ হেতু? ৩ তোমরা কি এমন অবোধ? আত্মাতে
আরম্ভ করিয়া এখন কি মাংসে সমাপ্ত করিতেছ?

৪ তোমরা এত দুঃখ কি বৃথাই ভোগ করিয়াছ- যদি বাস্তবিক বৃথা
হইয়া থাকে? ৫ বল দেখি, যিনি তোমাকে আত্মা যোগাইয়া দেন ও
তোমাদের মধ্যে পরাক্রম-কার্য্য সাধন করেন, তিনি কি ব্যবস্থার কা-
র্য্য হেতু তাহা করেন? না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবণ শ্রবণ হেতু? ৬ যেমন
অব্রাহাম, “ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মি-
কতা বলিয়া গণিত হইল।” ৭ অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী,
তাহারাই অব্রাহামের সন্তান। ৮ আর বিশ্বাস হেতু ঈশ্বর পরজাতিদিগ-
কে ধার্ম্মিক গণনা করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া অব্রাহামের কাছে
আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল, যথা, “তোমাতে সমস্ত জাতি
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে।” ৯ অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বি-
শ্বাসী অব্রাহামের সহিত আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। ১০ বাস্তবিক যাহারা ব্য-
বস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা
আছে, “যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার
জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্থ।” ১১ কিন্তু ব্যবস্থার দ্বারা
কেহই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত হয় না, ইহা সুস্পট, কারণ
“ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে।” ১২ কিন্তু ব্যবস্থা বিশ্বাসমূলক
নয়, বরং “যে কেহ এই সকল পালন করে, সে তাহাতেই বাঁচিবে।”
১৩ খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়া-
ছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লে-
খা আছে, “যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।” ১৪ যেন অব্রা-
হামের প্রাপ্ত আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্ত্তে, আম-
রা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই। ১৫ হে ভ্রাতৃগণ,
আমি মনুষ্যের মত বলিতেছি। মনুষ্যের নিয়মপত্র হইলেও তাহা যখন
স্থিরীকৃত হয়, তখন কেহ তাহা বিফল করে না, কিম্বা তাহাতে নূতন
কথা যোগ করে না। ১৬ ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি
প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে ‘আর বংশ সকলের
প্রতি’ না বলিয়া, একবচনে বলেন, “আর তোমার বংশের প্রতি”;
সেই বংশ খ্রীষ্ট। ১৭ আমি এই বলি, যে নিয়ম ঈশ্বরকর্ত্তৃক পূর্ব্বে স্থিরী-
কৃত হইয়াছিল, চারি শত ত্রিশ বৎসর পরে উৎপন্ন ব্যবস্থা সেই নিয়-
মকে উঠাইয়া দিতে পারে না, যাহাতে প্রতিজ্ঞাকে বিফল করিবে।
১৮ কারণ দায়াধিকার যদি ব্যবস্থামূলক হয়, তবে আর প্রতিজ্ঞামূলক
হইতে পারে না; কিন্তু অব্রাহামকে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাহা দান
করিয়াছেন। ১৯ তবে ব্যবস্থা কি? অপরাধের কারণ তাহা যোগ করা
হইয়াছিল, যে পর্য্যন্ত না সেই বংশ আইসেন, যাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা
করা গিয়াছিল, আর তাহা দূতগণ দ্বারা, এক জন মধ্যস্থের হস্তে, বি-
ধিবদ্ধ হইল। ২০ এক জনের মধ্যস্থ ত হয় না, কিন্তু ঈশ্বর এক।
২১ তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা-কলাপের প্রতিকূল? তাহা দূরে
থাকুক। ফলতঃ যদি এমন ব্যবস্থা দত্ত হইত, যাহা জীবন দান করি-
তে পারে, তবে ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থামূলক হইত। ২২ কিন্তু শাস্ত্র
সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ করিয়াছে, যেন প্রতিজ্ঞার ফল, যীশু
খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু, বিশ্বাসীদিগকে দেওয়া যায়। ২৩ কিন্তু বিশ্বাস
আসিবার পূর্ব্বে আমরা ব্যবস্থার অধীনে রক্ষিত হইতেছিলাম, যে
বিশ্বাস পরে প্রকাশিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় রুদ্ধ ছিলাম। ২৪ এই
প্রকারে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক
দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক গণিত হই।
২৫ কিন্তু যে অবধি বিশ্বাস আসিল, সেই অবধি আমরা আর পরিচা-
লক দাসের অধীন নহি। ২৬ কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বি-
শ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ; ২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের
উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।
২৮ যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে
পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তো-
মরা সকলেই এক। ২৯ আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং
অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী।

৪ কিন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী যত কাল বালক থাকে, তত
কাল সর্ব্বস্বের স্বামী হইলেও দাসে ও তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ
নাই; ২ কিন্তু পিতার নিরুপিত সময় পর্য্যন্ত সে পালকদের ও ধনাধ্য-
ক্ষদের অধীনে থাকে। ৩ তেমনি আমরাও যখন বালক ছিলাম, তখন
জগতের অক্ষরমালার অধীন দাস ছিলাম।

৪ কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পু-
ত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন,
৫ যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন,
যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই। ৬ আর তোমরা পুত্র, এই কারণ
ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদ-
য়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি “আব্বা, পিতা” বলিয়া ডাকেন। ৭ অতএব
তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরকর্ত্তৃক দা-
য়াধিকারীও হইয়াছ।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকিতে বিনতি।

৮ পরন্তু সেই সময়ে তোমরা ঈশ্বরকে না জানিয়া, যাহারা স্বভাবতঃ
ঈশ্বর নহে, তাহাদের দাস ছিলে; ৯ কিন্তু এখন ঈশ্বরের পরিচয় পাই-
য়াছ, বরং ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচিত হইয়াছ; তবে কেমন করিয়া পুনর্ব্বার
ঐ দুর্ব্বল অকিঞ্চন অক্ষরমালার প্রতি ফিরিতেছ, আবার ফিরিয়া
সেগুলির দাস হইতে চাহিতেছ? ১০ তোমরা বিশেষ বিশেষ দিন, মাস,
ঋতু ও বৎসর পালন করিতেছ। ১১ তোমাদের বিষয়ে আমার ভয়
হয়; কি জানি, তোমাদের মধ্যে বৃথা পরিশ্রম করিয়াছি। ১২ হে ভ্রাতৃ-
গণ, তোমাদিগকে এই বিনয় করিতেছি, তোমরা আমার মত হও,
কেননা আমিও তোমাদের মত। ১৩ তোমরা আমার কোন অপকার
কর নাই; আর তোমরা জান, আমি মাংসের কোন দুর্ব্বলতা হেতুই
প্রথমবার তোমাদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম; ১৪ আর
আমার মাংসে তোমাদের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা তোমরা হেয়-
জ্ঞান কর নাই, ঘৃণাবোধও কর নাই, বরং ঈশ্বরের এক দূতের ন্যায়,

খ্রীষ্ট যীশুর ন্যায়, আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে। ১৫ তবে তোমাদের
সেই আত্ম-ধন্যবাদ কোথায় গেল? কেননা আমি তোমাদের পক্ষে
সাক্ষ্য দিতেছি যে, সাধ্য থাকিলে তোমরা আপন আপন চক্ষু উৎপা-
টন করিয়া আমাকে দিতে। ১৬ তবে তোমাদের কাছে সত্য বলাতে কি
তোমাদের শত্রু হইয়াছি? ১৭ তাহারা যে সযত্নে তোমাদের অন্বেষণ
করিতেছে, তাহা ভাল ভাবে করে না; বরং তাহারা তোমাদিগকে বা-
হিরে রাখিতে চায়, যেন তোমরা সযত্নে তাহাদেরই অন্বেষণ কর।
১৮ কেবল তোমাদের নিকটে আমার উপস্থিতি-কালে নয়, কিন্তু সর্ব্ব-
দাই উত্তম বিষয়ে সযত্নে অন্বেষিত হওয়া ভাল; ১৯ তোমরা ত আমার
বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে-
ছি, যাবৎ না তোমাদিগেতে খ্রীষ্ট মুর্ত্তিমান্ হন; ২০ কিন্তু আমার ইচ্ছা
এই যে, এক্ষণে তোমাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া অন্য স্বরে কথা
কহি; কেননা তোমাদের বিষয়ে ব্যাকুল হইতেছি। ২১ বল দেখি, তোম-
রা ত ব্যবস্থার অধীনে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমরা কি ব্যবস্থার
কথা শুন না? ২২ কারণ লেখা আছে যে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল,
একটী দাসীর পুত্র, একটী স্বাধীনার পুত্র। ২৩ কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র
মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল। ২৪ এ
সকল কথার রূপক অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রী দুই নিয়ম; একটী
সিনয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন ও দাসত্বের জন্য প্রসবকারিণী; সে হা-
গার। ২৫ আর এ হাগার আরব দেশস্থ সীনয় পর্ব্বত; এবং সে এখন-
কার যিরূশালেমের সমতুল্য, কেননা সে নিজ সন্তানগণের সহিত দা-
সত্বে রহিয়াছে। ২৬ কিন্তু ঊর্দ্ধস্থ যিরূশালেম স্বাধীনা, ২৭ আর সে
আমাদের জননী। কেননা লেখা আছে, "অয়ি বন্ধ্যে, অপ্রসূতে,
আনন্দ কর, অয়ি প্রসব-যন্ত্রণা-রহিতে, উচ্চধ্বনি কর ও হর্ষনাদ কর,
কেননা সধবার সন্তান অপেক্ষা বরং অনাথার সন্তান অধিক।"
২৮ পরন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, ইসহাকের ন্যায় তোমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান।
২৯ কিন্তু মাংস অনুসারে জাত ব্যক্তি যেমন তৎকালে আত্মানুসারে
জাতকে তাড়না করিত, তেমনি এখনও হইতেছে। ৩০ তথাপি শাস্ত্র কি
বলে? "ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে বাহির করিয়া দেও; কেননা ঐ
দাসীর পুত্র কোন ক্রমে স্বাধীনার পুত্রের সহিত দায়াধিকারী হইবে
না।" ৩১ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বা-
ধীনার সন্তান।

৫ স্বাধীনতার নিমিত্তই খ্রীষ্ট আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন;
অতএব তোমরা স্থির থাক, এবং দাসত্ব যোঁয়ালিতে আর বদ্ধ
হইও না। ২ দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা
ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খ্রীষ্ট হইতে তোমাদের কিছু লাভ হইবে না।
৩ যে কোন মনুষ্য ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আমি পুনরায় এই সা-
ক্ষ্য দিতেছি যে, সে ঋণশোধের ন্যায় সমস্ত ব্যবস্থা পালন করিতে বা-
ধ্য।
৪ তোমরা যে সকল লোক ব্যবস্থা দ্বারা ধার্ম্মিক গণিত হইতে যত্ন
করিতেছ, তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ, তোমরা অনুগ্রহ হইতে
পতিত হইয়াছ। ৫ কারণ আমরা আত্মার দ্বারা বিশ্বাস হেতু ধার্ম্মিক-
তার প্রত্যাশা-সিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছি। ৬ কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বক-
ছেদের কোন শক্তি নাই, অত্বকছেদেরও নাই, কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্য্য-
সাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত। ৭ তোমরা সুন্দররূপে দৌড়তে ছিলে; কে
তোমাদিগকে বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হও না?
৮ যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, এই প্রবর্ত্তনা তাঁহা হইতে
হয় নাই। ৯ অল্প তাড়ী সুজীর সমস্ত তাল তাড়ীময় করে। ১০ তোমা-
দের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তোমাদের
অন্য কোন ভাব হইবে না, কিন্তু যে তোমাদিগকে উদ্বিগ্ন করে; সে ব্য-
ক্তি যেই হউক, বিচারসিদ্ধ দন্ড ভোগ করিবে। ১১ হে ভ্রাতৃগণ, আমি
যদি এখনও ত্বকছেদ প্রচার করি, তবে আর তাড়না ভোগ করি
কেন? তাহা হইলে সুতরাং ক্রুশের বিঘ্ন লুপ্ত হইয়াছে। ১২ যাহারা তো-
মাদিগকে অস্থির করিতেছে, তাহারা আপনাদিগকে ছিন্নাঙ্গও
করুক। ১৩ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হই-
য়াছ; কেবল দেখিও, সেই স্বাধীনতাকে মাংসের পক্ষে সুযোগ করিও
না, বরং প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের দাস হও। ১৪ যেহেতুক সমস্ত
ব্যবস্থা এই একটী বচনে পূর্ণ হইয়াছে, যথা, "তোমার প্রতিবাসীকে
আপনার মত প্রেম করিবে।" ১৫ কিন্তু তোমরা যদি পরস্পর দংশাদং-
শি ও গেলাগেলি কর, তবে দেখিও, যেন পরস্পরের দ্বারা কবলিত
না হও।

আত্মার বশে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৬ কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের
অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। ১৭ কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং
আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটী
অন্যটীর বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না।
১৮ কিন্তু যদি আত্মার দ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন
নও। ১৯ আবার মাংসের কার্য্য সকল প্রকাশ আছে; সেগুলি এই- বে-
শ্যাগমন, অশুচীতা, ২০ স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার
শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, ২১ মা-
ৎসর্য্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বি-
ষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি-
লাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধি-
কার পাইবে না। ২২ কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহি-
ষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, ২৩ মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন, এই প্রকার
গুনের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই। ২৪ আর যাহারা খ্রীষ্ট যীশুর, তাহারা মাং-
সকে তাহার মতি ও অভিলাষ শুদ্ধ ক্রুশে দিয়াছে। ২৫ আমরা যদি
আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার বশে
চলি; ২৬ অনর্থক দর্প না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি, পর-
স্পর হিংসাহিংসি না করি।

৬ ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক
যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ
কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড়। ২ তোমরা পর-
স্পর এক জন অন্যের ভার বহন কর; এইরূপে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূ-
র্ণরূপে পালন কর। ৩ কেননা যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু, কিন্তু
বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তবে সে কি আপনি আপনাকে ভুলায়।
৪ কিন্তু প্রত্যেক জন নিজ নিজ কর্ম্মের পরীক্ষা করুক, তাহা হইলে
সে কেবল আপনার কাছে শ্লাঘা করিবার হেতু পাইবে, অপরের কা-
ছে নয়; ৫ কারণ প্রত্যেক জন নিজ নিজ ভার বহন করিবে। ৬ কিন্তু
যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে শিক্ষা পায়, সে শিক্ষককে সমস্ত
উত্তম বিষয়ে সহভাগী করুক। ৭ তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে
পরিহাস কর যায় না; কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে।
৮ ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ
শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত
জীবনরূপ শস্য পাইবে। ৯ আর আইস, আমরা সৎকর্ম্ম করিতে করি-
তে নিরুৎসাহ না হই; কেননা ক্লান্ত না হইলে যথাসময়ে শস্য পাইব।
১০ এজন্য আইস, আমরা যেমন সুযোগ পাই, তেমনি সকলের প্রতি,
বিশেষতঃ যাহারা বিশ্বাস-বাটীর পরিজন, তাহাদের প্রতি সৎকর্ম্ম
করি। ১১ দেখ, আমি কত বড় অক্ষরে স্বহস্তে তোমাদিগকে লিখি-
লাম। ১২ যে সকল লোক মাংসে সুরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই
তোমাদিগকে ত্বকছেদ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে; ইহার অভিপ্রায়
এই মাত্র, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশ প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি তাড়না না ঘটে।
১৩ কেননা যাহারা ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়, তাহারা আপনারাও ব্যবস্থা পা-
লন করে না; বরং তাহাদের ইচ্ছা এই যে, তোমরা ত্বকছেদ প্রাপ্ত হও,
যেন তাহারা তোমাদের মাংসে শ্লাঘা করিতে পারে। ১৪ কিন্তু আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি,

তাহা দূরে থাকুক; তাহারই দ্বারা আমার জন্য জগৎ, এবং জগতের
জন্য আমি ক্রুশারোপিত। ১৫ কারণ ত্বকছেদ কিছুই নয়, অত্বকছেদও
নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। ১৬ আর যে সকল লোক এই সূত্রানুসারে
চলিবে, তাহাদের উপরে "শান্তি" ও দয়া বর্ত্তুক, ঈশ্বরের "ইস্রায়েলের
উপরে বর্ত্তুক।" ১৭ এখন হইতে কেহ আমাকে ক্লেশ না দিউক, কেননা
আমি যীশুর দাহ-চিহ্ন সকল আপন দেহে বহন করিতেছি। ১৮ হে ভ্রা-
তৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহব-
র্ত্তী হউক। আমেন।

ইফিষীয়

ঈশ্বর সাধিত পরিত্রানের কথা|

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,- ইফিষে স্থিত পবি-
ত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী জনগণ সমীপে| ২ আমাদের পিতা
ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমদের প্রতি
বর্ত্তুক|

পরিত্রান সম্বন্ধে ঈশ্বরের অনাদি সঙ্কল্প যীশুতে পূর্ণ হইয়াছে|

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগ-
কে সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়া-
ছেন;
৪ কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত
করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিস্কলঙ্ক
হই; ৫ তিনি আমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশু দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্র-
তার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে নিরুপণও করিয়াছিলেন; ইহা তিনি নিজ
ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার্থে
করিয়াছিলেন| ৬ সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে
অনুগৃহীত করিয়াছেন, ৭ যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি,
অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-
ধন অনুসারে হইয়াছে, ৮ যাহা তিনি সমস্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের
প্রতি উপচিয়া পড়িতে দিয়াছেন| ৯ ফলতঃ তিনি আমাদিগকে
আপন ইচ্ছার নিগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিয়াছেন, ১০ তাঁহার সেই হিতসঙ্কল্প
অনুসারে যাহা তিনি কালের পুর্ণতার বিধান লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতে পূ-
র্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন| তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্তই খ্রী-
ষ্টেই সংগ্রহ করা যাইবে, ১১ তাঁহাতেই করা যাইবে, যাঁহাতে আমরা
ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপও হইয়াছি| বাস্তবিক যিনি সকলই আপন
ইচ্ছার মন্ত্রণানুসারে সাধন করেন, তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আমরা পূ-
র্ব্বে নিরুপিত হইয়াছিলাম; ১২ উদ্দেশ্য এই, পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টে প্রত্যাশা
করিয়াছি যে আমরা, আমাদের দ্বারা যেন ঈশ্বরের প্রতাপের প্রশংসা
হয়| ১৩ খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রানের
সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত
পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ; ১৪ সেই আত্মা ঈশ্বরের নিজ-
স্বের মুক্তির নিমিত্ত, তাঁহার প্রতাপের প্রশংসার নিমিত্ত আমাদের দা-
য়াধিকারের বায়না|

ইফিষীয়দের জন্য পৌলের প্রার্থনা|

১৫ এই করণ প্রভু যীশুতে যে বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্র-
তি যে প্রেম তোমাদের মধ্যে আছে, ১৬ তাহার কথা শুনিয়া আমিও
তোমাদের নিমিত্ত ধন্যবাদ করিতে ক্ষান্ত হই না, আমার প্রার্থনাকালে
তোমাদের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাহা করি, ১৭ যেন আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যা-
দেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন; ১৮ যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু
আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্র-
ত্যাশা কি, পবিত্রগনের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ-ধন কি,
১৯ এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের
অনুপম মহত্ত্ব কি| ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের
অনুযায়ী, ২০ যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহা-
কে মৃতগনের মধ্য হইতে উঠিইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ
দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, ২১ সমস্ত আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম, ও
প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও
উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন| ২২ আর
তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই
সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মন্ডলীকে দান করিলেন; ২৩ সেই
মন্ডলী তাঁহার দেহ, তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সর্ব্ববিষয়ে সমস্তই
পূরণ করেন|

খ্রীষ্টের সহিত তাঁহার প্রজাদের অভেদ্য সম্বন্ধ|

২ আর যখন তোমরা আপন আপন অপরাধে ও পাপে মৃত ছি-
লে, তখন তিনি তোমাদিগকেও জীবিত করিলেন; ২ সেই সক-
লেতে তোমরা পূর্ব্বে চলিতে, এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের
কর্ত্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগনের
মধ্যে কার্য্য করিতেছে, সেই আত্মার অধিপতির অনুসারে চলিতে|
৩ সেই লোকদের মধ্যে আমরাও সকলে পূর্ব্বে আপন আপন মাংসের
অভিলাষ অনুসারে আচরণ করিতাম, মাংসের ও মনের বিবিধ ইচ্ছা
পূর্ণ করিতাম, এবং অন্য সকলের ন্যায় স্বভাবতঃ ক্রোধের সন্তান
ছিলাম|
৪ কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে
আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি,
৫ অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন- অনু-
গ্রহেই তোমারা পরিত্রান পাইয়াছ- ৬ এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদি-
গকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাই-
লেন; ৭ উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার
মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম
অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন| ৮ কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা
পরিত্রান পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতেও হয় নাই, ঈশ্বরেরই
দান; ৯ তাহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে| ১০ কারণ
আমরা তাহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট;
সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে
চলি|

খ্রীষ্টিয় মন্ডলীতে যিহূদী ও পরজাতীয়দের একতা|

১১ অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে মাংসের সম্বন্ধে পরজাতীয় তোমরা-
ত্বকছেদ, মাংসে হস্তকৃত ত্বকছেদ নামে যাহারা আখ্যাত তোমরা-
১২ তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের
বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমা-
দের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে|
১৩ কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা
খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ| ১৪ কেননা তিনিই আমাদের
সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদের ভি-

ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, ১৫ শক্রতাকে, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলাপরূপ
ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন; যেন উভয়কে আপনাতে
একই নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করেন, এইরূপে সন্ধি করেন; ১৬ এবং
ক্রুশে শক্রতাকে বধ-করণ পূর্ব্বক সেই ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের
সহিত উভয় পক্ষের মিলন করিয়া দেন| ১৭ আর তিনি আসিয়া “দূর-
বর্ত্তী” যে তোমরা, তোমাদের কাছে “সন্ধির, ও নিকটবর্ত্তীদের কা-
ছেও সন্ধির” সুসমাচার জানাইয়াছেন| ১৮ কেননা তাঁহারই দ্বারা
আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত
হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি| ১৯ অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও
প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগনের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক|
২০ তোমাদিগতে প্রেরিত ও ভাববাদীগনের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া
তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু| ২১ তাঁ-
হাতের প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার
জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; ২২ তাঁহার আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নি-
মিত্ত তোমাদিগকেও এক সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে|
৩ এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীয়দের নিমি-
ত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি- ২ ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ বিধান তোমাদের
উদ্দেশে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তাহার কথা ত তোমরা শুনিয়াছ|
৩ ফলতঃ প্রত্যাদেশ দ্বারা সেই নিগুঢ়তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত করা হইয়া-
ছে, যেমন আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে লিখিয়াছি;
৪ তোমরা তাহা পাঠ করিলে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় নিগুঢ়তত্ত্বে আমার ব্যুৎ-
পত্তি বুঝিতে পারিবে| ৫ বিগত পুরুষপরম্পরায় সেই নিগুঢ়তত্ত্ব মনু-
ষ্যসন্তানদিগকে এইরূপে জ্ঞাত করা যায় নাই, যেরূপে এখন আত্মা-
তে তাঁহার পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীগনের নিকটে প্রকাশিত হইয়া-
ছে| ৬ ফলতঃ সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতীয়েরা সহদায়াদ,
দেহের সহাঙ্গ ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়; ৭ ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান
তাহার শক্তির কার্য্যসাধন অনুসারে আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসা-
রে আমি সেই সুসমাচারের পরিচারক হইয়াছি| ৮ আমি সমস্ত পবি-
ত্রগনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম হইলেও আমাকে এই অনুগ্রহ দত্ত
হইয়াছে, যাহাতে পরজাতীয়দের কাছে আমি খ্রীষ্টের সেই ধনের বি-
ষয় সুসমাচার প্রচার করি, যে ধনের সন্ধান করিয়া উঠা যায় না;
৯ এবং যাহা আদি অবধি সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত থা-
কিয়া আসিয়াছে, সেই নিগুঢ়তত্ত্বের বিধান কি, ১০ তাহা প্রকাশ করি;
উদ্দেশ্য এই, যেন এখন মন্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও কর্ত্তৃ-
ত্ত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়, ১১ যুগপর্য্যায়ের
সেই সঙ্কল্প অনুসারে যে সঙ্কল্প তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে
করিয়াছিলেন| ১২ তাঁহাতেই আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সা-
হস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ব্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, পাইয়াছি|
১৩ অতএব আমার যাচ্ঞা এই, তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল
ক্লেশ হইতেছে, তাহাতে যেন নিরুৎসাহ না হও; সে সকল তোমাদের
গৌরব|

প্রার্থনা ও ধন্যবাদের উচ্ছাস|

১৪ এই জন্য, স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সমস্ত পিতৃকুল যাঁহা হইতে নাম পা-
ইয়াছে, ১৫ সেই পিতার কাছে আমি জানু পাতিতেছি, ১৬ যেন তিনি
আপনার প্রতাপ-ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে
তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সব-
লীকৃত হও; ১৭ যে বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন;
যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত ১৮ হইয়া সমস্ত পবিত্রগনের
সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা, ও গভী-
রতা কি, ১৯ এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সম-
র্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও|
২০ পরন্তু যে শক্তি আমাদিগতে কার্য্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসা-
রে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম
করিতে পারেন, ২১ মন্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের যুগে যু-
গে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক| আমেন|

ঈশ্বর-ভক্তের উপযোগী আচরণ করিতে বিনতি|

৪ অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি,
তোমরা যে আহ্বানে আহূত হইয়াছ, তাহার যোগ্যরূপে চল|
২ সম্পূর্ণ নম্রতা ও মৃদুতা সহকারে, দীর্ঘসহিষ্ণুতা সহকারে চল; প্রেমে
পরস্পর ক্ষমাশীল হও, ৩ শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা
করিতে যত্নবান হও|
৪ দেহ এক, এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের
একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ| ৫ প্রভু এক, বিশ্বাস এক,
বাপ্তিস্ম এক, ৬ সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে,
সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন| ৭ কিন্তু খ্রীষ্টের দানের
পরিমান অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে|
৮ এই জন্য উক্ত আছে, “তিনি উর্দ্ধে উঠিয়া বন্দিগনকে বন্দি করি-
লেন, মনুষ্যদিগকে নানা বর দান করিলেন|” ৯ ভাল, তিনি ‘উঠি-
লেন’ ইহারা তাৎপর্য্য কি? না এই যে, তিনি পৃথিবীর নীচতর স্থানে
নামিয়া ছিলেন| ১০ যিনি নামিয়াছিলেন, তিনিই সকল স্বর্গের উর্দ্ধে
উঠিয়াছেন, যেন সকলই পূরণ করেন| ১১ আর তিনি কয়েক জনকে
প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী কয়েক জনকে সুসমাচার-প্রচারক
ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন,
১২ পবিত্রগনকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্য্যা-
কার্য্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, ১৩ যাবৎ
আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য
পর্য্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরি-
মান পর্য্যন্ত, অগ্রসর না হই; ১৪ যেন আমরা আর বালক না থাকি,
মনুষ্যদের ঠকামীতে, ধুর্ত্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে, তরঙ্গাহত এবং
সে যে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই; ১৫ কিন্তু প্রেমে সত্য-
নিষ্ঠ হইয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার উদ্দেশে বৃদ্ধি পাই, ১৬ যিনি মস্তক, তিনি
খ্রীষ্ট, তাহা হইতে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়,
তদ্দারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগের স্ব স্ব পরিমা-
ণনুযায়ী কার্য্য অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে, আপনাকেই
প্রেমে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য করিতেছে| ১৭ অতএব আমি এই বলি-
তেছি, ও প্রভুতে দৃঢ়রূপে আদেশ করিতেছি, তোমরা আর পরজা-
তীয়দের ন্যায় চলিও না; তাহারা আপন আপন মনের অসার ভাবে
চলে; ১৮ তাহারা চিত্তে অন্ধিভূত, ঈশ্বরের জীবনের বহির্ভূত হইয়াছে,
আন্তরিক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত, হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত হইয়াছে|
১৯ তাহারা অসাড় হইয়া সলোভে সর্ব্বপ্রকার অশুচী ক্রিয়া করিবার
জন্য আপনাদিগকে স্বৈরিতায় সমর্পণ করিয়াছে| ২০ কিন্তু তোমরা
খ্রীষ্টের বিষয়ে এইরূপ শিক্ষা পাও নাই; ২১ তাঁহারই বাক্য ত শুনিয়াছ,
এবং যীশুতে যে সত্য আছে, তদনুসারে তাঁহাতেই শিক্ষিত হইয়াছ;
২২ যেন তোমরা পুর্ব্বকালীন আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরাতন মনুষ্যকে
ত্যাগ কর, যাহা প্রতারণার বিবিধ অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে-
ছে; ২৩ আর আপন আপন মনের ভাবে যেন ক্রমশঃ নবীনীকৃত হও,
২৪ এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায়
ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে| ২৫ অতএব তোমরা, যাহা
মিথ্যা, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত
সত্য আলাপ করিও; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ| ২৬ ক্রুদ্ধ
হইলে পাপ করিও না; সূর্য্য অস্ত না যাইতে যাইতে তোমাদের কোপা-
বেশ শান্ত হউক; ২৭ আর দিয়াবলকে স্থান দিও না| ২৮ চোর আর চু-
রি না করুক, বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে
দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু থাকে| ২৯ তোমাদের মুখ হইতে কোন

প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজনে গাঁথিয়া তুলিবার
জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন তাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ
দান করা হয়| ৩০ আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করিও
না, যাহার দ্বারা তোমার মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ|
৩১ সর্ব্বপ্রকার কটুবাক্য, রোষ, ক্রোধ, কলহ, নিন্দা এবং সর্ব্বপ্রকার
হিংসেচ্ছা তোমাদের মধ্য হইতে দুরীকৃত হউক| ৩২ তোমরা পরস্পর
মধুরস্বভাব ও করুনাচিত্ত হও, পরস্পর ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রী-
ষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন|

৫ অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও|
২ আর প্রেমে চল, যেমন খ্রীষ্টও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন
এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে, সৌরভের নিমিত্ত, উপহার ও
বলিরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন| ৩ কিন্তু বেশ্যাগমনের ও
সর্ব্বপ্রকার অশুদ্ধতার বা লোভের নামও যেন তোমাদের মধ্যে না
হয়, যেমন পবিত্রগনের উপযুক্ত|
৪ আর কুৎসিত ব্যবহার এবং প্রলাপ কিম্বা শ্লেষোক্তি, এই সকল
অনুচিত ব্যবহার যেন না হয়, বরং যেন ধন্যবাদ দেওয়া হয়| ৫ কেন-
না তোমরা নিশ্চয় জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী কি লোভী-
সে ত প্রতিমা পূজক- কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পায়
না| ৬ অনর্থক বাক্য দ্বারা কেহ কেহ তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা
এই সকল দোষ প্রযুক্ত অবাধ্যতার সন্তানগনের উপরে ঈশ্বরের
ক্রোধ বর্ত্তে| ৭ অতএব তাহাদের সহভাগী হইও না; ৮ কারণ তোমরা
এক সময়ে অন্ধকারে ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি হইয়াছ; দী-
প্তির সন্তানের ন্যায় চল- ৯ কেননা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলভাবে, ধার্ম্মিক-
তায় ও সত্যে দীপ্তির ফল হয়- ১০ প্রভুর প্রীতিজনক কি, তাহার পরী-
ক্ষা কর| ১১ আর অন্ধকারের ফলহীন কর্ম্ম সকলের সহভাগী হইও
না, বরং সেগুলির দোষ দেখাইয়া দেও| ১২ কেননা উহারা গোপনে
যে সকল কর্ম্ম করে, তাহা উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়| ১৩ কিন্তু
দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইলে সকলই দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়ে;
বস্তুতঃ যাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা সকলই দীপ্তিময়| ১৪ এই জন্য
উক্ত আছে, “হে নিদ্রাগত ব্যক্তি, জাগ্রত হও, এবং মৃতগনের মধ্য
হইতে উঠ, তাহাতে খ্রীষ্ট তোমার উপরে আলোক উদয় করিবেন|”
১৫ অতএব তোমরা ভালো করিয়া দেখ, কিরূপে চলিতেছ; অজ্ঞানের
ন্যায় না চলিয়া জ্ঞানবানের ন্যায় চল| ১৬ সুযোগ কিনিয়া লও, কেন-
না এই কাল মন্দ| ১৭ এই কারণ নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা
কি, তাহা বুঝ| ১৮ আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি
আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; ১৯ গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কী-
র্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দে-
শে গান ও বাদ্য কর; ২০ সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ইশ্বরের ধন্যবাদ কর; ২১ খ্রীষ্টের ভয়ে এক
জন অন্য জনের বশীভূত হও|

স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির কর্তব্য|

২২ নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভু-
ত্য হও| ২৩ কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর মস্তক;
তিনি আবার দেহের ত্রানকর্ত্তা; ২৪ কিন্তু মন্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশী-
ভূত, তেমনি নারীগণ সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভুতা
হউক| ২৫ স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেই রূপ প্রেম কর,
যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনা-
কে প্রদান করিলেন; ২৬ যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচী
করিয়া পবিত্র করেন, ২৭ যেন আপনি আপনার কাছে মন্ডলীকে প্র-
তাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা
এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনি-
ন্দনীয় হয়| ২৮ এইরূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে আপন
আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য| আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে,
সে আপনাকেই প্রেম করে| ২৯ কেহ ত কখনও নিজ মাংসের প্রতি
দ্বেষ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ ও লালন পালন
করে; যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর প্রতি করিতেছেন; ৩০ কেননা আমরা তাঁ-
হার দেহের অঙ্গ| ৩১ “এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ
করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হই-
বে|” ৩২ এই নিগুঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ইহা কহি-
লাম| ৩৩ তথাপি তোমারও প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে তদ্রূপ
আপনার মত প্রেম কর; কিন্তু স্ত্রীর উচিত যেন সে স্বামীকে ভয়
করে|

৬ সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা
তাহা ন্যায্য| ২ “তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর
করিও,”- এ ত প্রতিজ্ঞাসহযুক্ত প্রথম আজ্ঞা- ৩ “যেন তোমার মঙ্গল
হয়, এবং তুমি দেশে দীর্ঘায়ু হও|”
৪ আর পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও
না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া
তুল| ৫ দাসেরা, তোমরা যেমন খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ, তেমনি ভয় ও
কম্প সহকারে, তোমাদের অন্তঃকরণের সরলতায়, মাংস অনুযায়ী
আপন আপন প্রভুদিগের আজ্ঞাবহ হও; ৬ মানুষের তুষ্টিকরের ন্যায়
চাক্ষুষ সেবা না করিয়া, বরং খ্রীষ্টের দাসের ন্যায় প্রানের সহিত ঈশ্ব-
রের ইচ্ছা পালন করিতেছ বলিয়া, মানুষের সেবা নয়, ৭ বরং প্রভুরই
সেবা করিতেছ বলিয়া প্রনয় ভাবেই দাস্য কর্ম্ম কর; ৮ জানিও, কোন
সৎকর্ম্ম করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে দাস হউক কি স্বাধীন হউক, প্রভু
হইতে তাহার ফল পাবে| ৯ আর প্রভুগণ, তোমরা তাহাদের প্রতি
তদ্রূপ ব্যবহার কর, ভর্ত্সনা ত্যাগ কর, জানিও, তাহাদের এবং তো-
মাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করেন
না|

ধর্ম্ম-যুদ্ধের সজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র|

১০ শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁহার শক্তির পরাক্রমে বল-
বান হও| ১১ ঈশ্বরের সমস্ত যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের
নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার| ১২ কেননা রক্তমাংসের
সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ত্ব সকলের সহিত,
এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগ-
নের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে| ১৩ এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের
সমগ্র যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কর, যেন সেই কুদিনে প্রতিরোধ করিতে এবং
সকলই সম্পন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পার| ১৪ অতএব সত্যের
কটিবন্ধনীতে বদ্ধকটি হইয়া, ১৫ ধার্ম্মিকতার বুকপাটা পড়িয়া, এবং
শান্তির সুসমাচারের সুসজ্জতার পাদুকা চরণে দিয়া দাঁড়াইয়া থাক;
১৬ এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, যাহার দ্বারা তোমরা
সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্ব্বান করিতে পারিবে; ১৭ এবং
পরিত্রানের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ
কর| ১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে
প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জা-
গিয়া থাক, ১৯ সমস্ত পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার পক্ষে বিনতি
কর, যেন মুখ খুলিবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়, যাহা-
তে আমি সাহস পূর্ব্বক সেই সুসমাচারের নিগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে
পারি, ২০ যাহার নিমিত্ত আমি শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া রাজদুতের কর্ম্ম
করিতেছি; যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমনি যেন সেই বিষয়ে
সাহস দেখাইতে পারি|

উপসংহার।

২১ আর আমার বিষয়, আমার কিরূপ চলিতেছে, তাহা যেন তোম-
রাও জানিতে পার, তন্নিমিত্ত প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা ও বিশ্বস্ত পরিচারক
যে তুখিক, তিনি তোমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন। ২২ আমি তাঁ-
হাকে তোমাদের কাছে সেই জন্যই পাঠাইলাম, যেন তোমরা আমা-
দের সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হও, এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে
আশ্বাস দেন। ২৩ পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে শান্তি, এবং
বিশ্বাসের সহিত প্রেম, ভ্রাতৃগনের প্রতি বর্ত্তুক। ২৪ আমাদের প্রভু যী-
শু খ্রীষ্টকে যাহারা অক্ষয়ভাবে প্রেম করে, অনুগ্রহ সেই সকলের সহ-
বর্ত্তী হউক।

ফিলিপীয়

মঙ্গলাচরণ। ফিলিপীয়দের নিকটে নানাবিধ আশ্বাস-বাক্য।

১ পৌল ও তীমথীয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস- খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত
পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাঁহাদের এবং, অধ্যক্ষগণ
ও পরিচারকগণের সমীপে। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রী-
ষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ৩ যখনই তোমাদি-
গকে স্মরণ হয়, সর্ব্বদাই আমি আমার সমস্ত
৪ বিনতিতে তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে বিনতি কর-
তঃ আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি; ৫ কারণ প্রথম দিবসাবধি
অদ্য পর্য্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে তোমাদের সহভাগিতা আছে। ৬ ইহা-
তে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কার্য্য
আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত তাহা সিদ্ধ করি-
বেন। ৭ আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই ভাব রাখা ন্যা-
য্য; কেননা আমি তোমাদিগকে হৃদয়ের মধ্যে রাখি; যেহেতুক আমার
বন্ধন সম্বন্ধে এবং সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে ও প্রতিপাদন সম্বন্ধে
তোমরা সকলে আমার সহিত অনুগ্রহের সহভাগী হইয়াছ। ৮ কারণ
ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহে আমি তোমাদের সকলের
জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী। ৯ আর আমি এই প্রার্থনা করিয়া থাকি,
তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও সর্ব্বপ্রকার সূক্ষ্মচৈতন্যে উত্তর
উত্তর উপচিয়া পড়ে; ১০ এইরূপে তোমরা যেন, যাহা যাহা ভিন্ন প্র-
কার, তাহা পরীক্ষা করিয়া চিনিতে পার, খ্রীষ্টের দিন পর্য্যন্ত যে তো-
মরা সরল ও বিঘ্নরহিত থাক, ১১ যেন সেই ধার্ম্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ
হও, যাহা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পাওয়া যায়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের গৌরব
ও প্রশংসা হয়। ১২ এখন হে ভ্রাতৃগণ, আমার বাসনা এই যে, তোমরা
জান, আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তদ্দারা বরং সুসমাচারের
পথ পরিষ্কার হইয়াছে; ১৩ বিশেষতঃ সমস্ত স্কন্ধাবারে এবং অন্যান্য
সকলের নিকটে আমার বন্ধন খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে;
১৪ এবং প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভ্রাতা আমার বন্ধন হেতু দৃঢ়প্রত্যয়ী
হইয়া নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য কহিতে অধিক সাহসী হইয়াছে। ১৫ সত্য,
কেহ কেহ, এমন কি, মাৎসর্য্য ও বিবাদেচ্ছা প্রযুক্ত, আর কেহ কেহ
সুবাসনা প্রযুক্ত খ্রীষ্টকে প্রচার করিতেছে। ১৬ ইহারা প্রেমে করিতেছে,
কারণ জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করিতে নিযুক্ত
রহিয়াছি। ১৭ কিন্তু উহারা প্রতিযোগীতা বশতঃ খ্রীষ্টকে প্রচার করি-
তেছে, বিশুদ্ধ ভাবে নয়, আমার বন্ধন ক্লেশযুক্ত করিবে মনে করি-
তেছে। ১৮ তবে কি? একটী কথা নিশ্চয় কপটতায় কি সত্যভাবে, যে
কোন প্রকারে হউক, খ্রীষ্ট প্রচারিত হইতেছেন; আর ইহাতেই আমি
আনন্দ করিতেছি, হাঁ, পরেও আনন্দ করিব। ১৯ কেননা আমি জানি,
তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার যোগদান দ্বারা ইহা
আমার পরিত্রাণের সপক্ষ হইবে। ২০ এইরূপে আমার ঐকান্তিকী প্র-
তীক্ষা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোন প্রকারে লজ্জাপন্ন হইব না,
বরং সম্পূর্ণ সাহস সহকারে, যেমন সর্ব্বদা তেমনি এখনও, খ্রীষ্ট জী-
বন দ্বারা হউক, কি মৃত্যু দ্বারা হউক, আমার দেহে মহিমান্বিত হই-
বেন। ২১ কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ। ২২ কিন্তু
মাংসে যে জীবন, তাহাই যদি আমার কর্ম্মের ফল হয়, তবে কোনটী
মনোনীত করিব, তাহা বলিতে পারি না। ২৩ অথচ আমি দুইয়েতে
সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে
থাকি, কেননা তাহা বহুগুনে অধিক শ্রেয়ঃ ২৪ কিন্তু মাংসে থাকা তো-
মাদের জন্য অধিক আব্যশক। ২৫ আর এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে বলিয়া
আমি জানি যে থাকিব, এমন কি, বিশ্বাসে তোমাদের উন্নতি ও আন-
ন্দের নিমিত্ত তোমাদের সকলের কাছে থাকিব, ২৬ যেন তোমাদের
কাছে আমার পুনরাগমন দ্বারা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের শ্লাঘা আমাতে
উপচিয়া পড়ে। ২৭ কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁহার প্র-
জাদের মত আচরণ কর; আমি আসিয়া তোমাদিগকে দেখি, কি
অনুপস্থিত থাকি, আমি যেন তোমাদের বিষয়ে শুনিতে পাই যে, তো-
মরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের
পক্ষে মল্লযুদ্ধ করিতেছ; ২৮ এবং কোন বিষয়ে বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক ত্রা-
সযুক্ত হইতেছ না; তাহা উহাদের জন্য বিনাশের, কিন্তু তোমাদের
পরিত্রাণের প্রমাণ, আর এটি ঈশ্বর দত্ত। ২৯ যেহেতুক তোমাদিগকে
খ্রীষ্টের নিমিত্ত এই বর দেওয়া হইয়াছে, যেন কেবল তাঁহাতে বিশ্বাস
কর, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার নিমিত্ত দুঃখভোগও কর; ৩০ কারণ আমা-
তে যেরূপ দেখিয়াছ, এবং এখনও আমাতে হইতেছে শুনিতেছ, সে-
ইরূপ প্রাণপণ তোমাদেরও হইতেছে।

যীশু ত্যাগস্বীকারের চূড়ান্ত আদর্শ।

২ অতএব খ্রীষ্টে যদি কোন আশ্বাস, যদি কোন প্রেমের সান্ত্বনা,
যদি আত্মার কোন সহ্ভাগিতা, যদি কোন স্নেহ ও করুণা থা-
কে, ২ তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর- একই বিষয় ভাব, এক
প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও। ৩ প্রতিযোগীতার কিম্বা
অনর্থক দর্পের বশে কিছুই করিও না, বরং নম্রভাবে প্রত্যেক জন
আপনা হইতে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর;
৪ এবং প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও
লক্ষ্য রাখ। ৫ খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগতেও হউক।
৬ ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা
ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, ৭ কিন্তু আপনাকে শুন্য
করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন;
৮ এবং আকারে প্রকারে তিনি মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে
অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞা-
বহ হইলেন। ৯ এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও
করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ১০ যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালনিবাসীদের
“সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে”
যে, ১১ যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।
১২ অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ
হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ
নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও
সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। ১৩ কারণ ঈশ্বরই
আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের
সাধনকারী। ১৪ তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য্য কর,
১৫ যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল
ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাহাদের

মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, ১৬ জীব-
নের বাক্য ধরিয়া রহিয়াছ; ইহাতে খ্রীষ্টের দিনে আমি এই শ্লাঘা করি-
বার হেতু পাইব যে, আমি বৃথা দৌড়ি নাই, বৃথা পরিশ্রমও করি নাই।
১৭ কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয় নৈবে-
দ্যরূপে সেচিতও হই, তথাপি আনন্দ করিতেছি, আর তোমাদের
সকলের সঙ্গে আনন্দ করিতেছি। ১৮ সেই প্রকার তোমরাও আনন্দ
কর, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।

তীমথীয় ও ইপাফ্রদীতের বিষয়।

১৯ আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করিতেছি যে, তীমথীয়কে শীঘ্রই
তোমাদের কাছে পাঠাইব, যেন তোমাদের অবস্থা জানিয়া আমারও
প্রাণ জুড়ায়। ২০ কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে,
প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয় চিন্তা করিবে। ২১ কেননা উহারা সকলে
যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে। ২২ কি-
ন্তু তোমরা ইহাঁর পক্ষে এই প্রমান জ্ঞাত আছ যে, পিতার সহিত
সন্তান যেমন, আমার সহিত ইনি তেমনি সুসমাচারের নিমিত্ত দাস্যক-
র্ম্ম করিয়াছেন। ২৩ অতএব আশাকরি, আমার কি ঘটে, তাহা দেখি-
তে পাইলেই তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিব। ২৪ আর প্রভু-
তে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমি আপনিও ত্বরায় উপস্থিত হইব।
২৫ পরন্তু আমার ভ্রাতা, সহকর্ম্মী ও সহসেনা, এবং তোমাদের প্রেরিত
ও আমার প্রয়োজনীয় উপকারার্থক সেবক ইপাফ্রাদীতকে তোমা-
দের নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া আমার আবশ্যক বোধ হইল। ২৬ কেন-
না তিনি তোমাদের সকলকে দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন,
এবং তোমরা তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়াছ বলিয়া তিনি ব্যাকুল
হইয়াছিলেন। ২৭ আর বাস্তবিক তিনি পীড়ায় মৃতকল্প হইয়াছিলেন;
কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়া করিয়াছেন, আর কেবল তাঁহার প্রতি
নয়, আমার প্রতিও দয়া করিয়াছেন, যেন দুঃখের উপর দুঃখ আমার
না হয়। ২৮ এই জন্য আমি অধিক যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঠাইলাম,
যেন তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার আনন্দ কর, আমারও দুঃ-
খের লাঘব হয়। ২৯ অতএব তোমরা তাঁহাকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ
সহকারে গ্রহণ করিও, এবং এই প্রকার লোকদিগকে সমাদর করিও;
৩০ কেননা খ্রীষ্টের কার্য্যের নিমিত্তে তিনি মৃত্যুমুখে উপস্থিত হইয়াছি-
লেন, ফলতঃ আমার সেবায় তোমাদের ত্রুটি পূরনার্থে প্রাণপণ করি-
য়াছিলেন।

পৌলের খ্রীষ্টীয় জীবন।

৩ শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে আনন্দ কর। একই
কথা তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ লিখিতে আমার আয়াস বোধ
হয় না, আর তাহা তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত। ২ সেই কুকুরদের হইতে
সাবধান, সেই দুষ্ট কার্য্যকারীদের হইতে সাবধান, সেই ছিন্ন লোক-
দের হইতে সাবধান। ৩ আমরাই ত ছিন্নত্বক্ লোক, আমরা যাহারা
ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং যীশু খ্রীষ্টে শ্লাঘা করি, মাংসে
প্রত্যয় করি না।
৪ তথাপি আমি মাংসেও দৃঢ় প্রত্যয়ী হইতে পারিতাম। যদি অন্য
কেহ বোধ করে যে, সে মাংসে প্রত্যয় করিতে পারে, আমি অধিক
করিতে পারি। ৫ আমি অষ্টম দিনে ত্বকছেদপ্রাপ্ত, ইস্রায়েল-জাতীয়
বিন্যামীন বংশীয়, ইব্রিকুলজাত ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী,
৬ উদ্যোগ সম্বন্ধে মন্ডলীর তাড়নাকারী, ব্যবস্থাগত ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধে
অনিন্দনীয় গন্য ছিলাম। ৭ কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল. সে
সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গন্য করিলাম। ৮ আর বাস্তবিক
আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি
বলিয়া গন্য করিতেছি; তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি,
এবং তাহা মলবৎ গন্য করিতেছি, ৯ যেন খ্রীষ্ট কে লাভ করি, এবং
তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্ম্মি-
কতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে
ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর
হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়; ১০ যেন আমি তাঁহাকে,
তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রমে ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা
জানিতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যু সমরূপ হই; ১১ কোন মতে যদি
মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারি। ১২ আমি যে
এখন পাইয়াছি, কিম্বা সিদ্ধ হইয়াছি, তাহা নয়; কিন্তু যাহার নিমিত্ত
খ্রীষ্ট যীশু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি, কোন ক্রমে তাহা ধরিবার চেষ্টায় দৌ-
ড়িতেছি। ১৩ ভ্রাতৃগণ, আমি যে তাহা ধরিয়াছি, আপনার বিষয়ে
এমন বিচার করি না; কিন্তু একটী কাজ করি, পশ্চাৎ স্থিত বিষয়
সকল ভুলিয়া গিয়া সম্মুখস্থ বিষয়ের চেষ্টায় একাগ্র হইয়া ১৪ লক্ষ্যের
অভিমুখে দৌড়িতে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত উর্দ্ধদি-
কস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি। ১৫ অতএব আইস,
আমরা যত লোক সিদ্ধ, সকলে এই বিষয় ভাবি; আর যদি কোন বি-
ষয়ে তোমাদের অন্যবিধ ভাব থাকে, তবে ঈশ্বর তোমাদের কাছে তা-
হাও প্রকাশ করিবেন। ১৬ পরন্তু আইস, আমরা যে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া-
ছি, সেই একই ধারায় চলি। ১৭ ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া
আমার অনুকারী হও, এবং আমরা যেমন তোমাদের আদর্শ, তেমনি
আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ। ১৮ কেননা
অনেকে এমন চলিতেছে, যাহাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বার বার
বলিয়াছি, এবং এখনও রোদন করিতে করিতে বলিতেছি, তাহারা
খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু; ১৯ তাহাদের পরিণাম বিনাশ; উদর তাহাদের
ঈশ্বর, এবং নিজ লজ্জাতেই তাহাদের গৌরব; তাহারা পার্থিব বিষয়
ভাবে। ২০ কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা
ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; ২১ তিনি
আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের
সমরূপ করিবেন, যে কার্য্যসাধক-শক্তিতে তিনি সকলই আপনার
বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন।
৪ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমেরা ও আকাঙ্ক্ষার পা-
ত্রেরা, আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপেরা, প্রিয়তমেরা, তোমরা
এই প্রকারে প্রভুতে স্থির থাক। ২ আমি ইবদিয়াকে বিনতি করিয়া, ও
সন্তুখীকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রভুতে একই বিষয়
ভাব। ৩ আবার, হে প্রকৃত সহযুগ্য, তোমাকেও বিনয় করিতেছি, তুমি
ইহাঁদের সাহায্য কর, কেননা ইহারা সুসমাচারে আমার সহিত পরি-
শ্রম করিয়াছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার আর আর সহকর্ম্মচারীও
তাহা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জীবন-পুস্তকে লেখা আছে।

প্রভুতে আনন্দ।

৪ তোমরা প্রভুতে সর্ব্বদা আনন্দ কর; পুনরায় বলিব, আনন্দ কর।
৫ তোমাদের শান্ত ভাব মনুষ্যমাত্রের বিদিত হউক। প্রভু নিকটবর্ত্তী।
৬ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি
দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।
৭ তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃ-
দয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে। ৮ অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা
যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ,
যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদগুন ও
যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর। ৯ তোমরা আমার
কাছে যাহা যাহা শিখিয়াছ, গ্রহণ করিয়াছ, শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ,
সেই সকল কর; তাহাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি-
বেন। ১০ কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, এত কালের
পর এক্ষণে তোমরা আমার জন্য চিন্তা করিতে নূতন উদ্দীপনা পাই-
য়াছ; এই বিষয়ে তোমরা চিন্তা করিতে ছিলে, কিন্তু সুযোগ প্রাপ্ত হও

নাই| ১১ এই কথা আমি অনাটন সম্বন্ধে বলিতেছি না, কেননা আমি
যে অবস্থায় থাকি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি| ১২ আমি
অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে
ও সর্ব্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত কি ক্ষুধিত হইতে, উপচয় কি অনাটন ভোগ
করিতে দীক্ষিত হইয়াছি| ১৩ যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি
সকলই করিতে পারি| ১৪ তথাপি তোমরা আমার ক্লেশের সহভাগী
হইয়া ভালই করিয়াছ| ১৫ আর, হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও জান,
সুসমাচারের আদিতে, যখন আমি মাকিদনিয়া হইতে প্রস্থান করিয়া-
ছিলাম, তখন কোন মন্ডলী দেনা পাওনা বিষয়ে আমার সহভাগী হয়
নাই, কেবল তোমরাই হইয়াছিলে| ১৬ বাস্তবিক থিষলনীকীতেও তো-
মরা এক বার, বরং দুই বার আমার প্রয়োজনীয় উপকার পাঠাইয়া-
ছিলে| ১৭ আমি দানপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছি না, কিন্তু সেই ফলের চে-
ষ্টা করিতেছি, যাহা তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক হইবে|
১৮ আমার সকলই আছে, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে; আমি তোমাদের
হইতে ইপাফ্রদীতের হাতে যাহা যাহা পাইয়াছি তাহাতে পরিপূর্ণ হই-
য়াছি, তাহা সৌরভস্বরূপ ঈশ্বরের প্রীতিজনক গ্রাহ্য বলি| ১৯ আর
আমার ঈশ্বর গৌরবে খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমা-
দের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন| ২০ আমা-
দের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক| আমেন|
২১ তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ কর|
আমার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ২২ সকল
পবিত্র লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা কৈসরের বাটীর লোক, তাঁহারা তো-
মাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ২৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তো-
মাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক|

কলসীয়

মঙ্গলাচরণ। কলসীয়দের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ।

১ পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, এবং তীমথীয় ভ্রাতা- কলসীতে যে সকল পবিত্র লোক ও বিশ্বস্ত ভ্রাতা খ্রীষ্টে আছেন, তাঁহাদের সমীপে। ২ আমাদের পিতা ঈশ্বর হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ৩ আমরা সর্ব্বদা তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনাকালে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি;

৪ কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে যে বিশ্বাস এবং সমস্ত পবিত্র লোকের প্রতি যে প্রেম তোমাদের আছে, তাহার সংবাদ শুনিয়াছি; ৫ ইহার মূল্য সেই প্রত্যাশিত বিষয়, যাহা তোমাদের নিমিত্ত স্বর্গে রাখা হইয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত তোমরা সেই সুসমাচারের সত্যের বাক্যে পূর্ব্বে শুনিয়াছ, ৬ যে সুসমাচার তোমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে, যেমন সমস্ত জগতেও ফলবান্ ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে; তোমাদের মধ্যেও সেই দিন অবধি হইতেছে, যে দিনে তোমরা তাহা শুনিয়াছিলে, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ সত্যরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলে। ৭ তোমরা আমাদের প্রিয় সহদাস ইপাফ্রার কাছে সেইরূপ শিক্ষা পাইয়াছ; তিনি তোমাদের নিমিত্তে খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচারক; ৮ আত্মাতে তোমাদের প্রেমের বিষয়ও তিনি আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন।

খ্রীষ্টের মহিমা ও পরিত্রাণ কার্য্য।

৯ এই কারণ আমরাও, যে দিন সেই সংবাদ শুনিয়াছি, সেই অবধি তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা ও বিনতি করিতে ক্ষান্ত হই নাই, যেন তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে তাঁহার ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ হও, ১০ আর তদ্দারা প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রীতিজনক আচরণ কর, সমস্ত সৎকর্ম্মে ফলবান্ ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও, ১১ আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান্ হও; ১২ আর পিতার ধন্যবাদ কর, যিনি দীপ্তিতে পবিত্রগণের অধিকারের অংশী হইবার উপযুক্ত করিয়াছেন। ১৩ তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন; ১৪ ইহাঁতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৫ ইনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; ১৬ কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে, দৃশ্য কি অদৃশ্য যে কিছু আছে, সিংহাসন হউক, কি প্রভুত্ব হউক, কি আধিপত্য হউক, কি কর্ত্তৃত্ব হউক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে; ১৭ আর তিনিই সকলের অগ্রে আছেন, ও তাঁহাতেই সকলের স্থিতি হইতেছে। ১৮ আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মন্ডলীর মস্তক; তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন। ১৯ কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, ২০ এবং তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, তাঁহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্ত্যস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন। ২১ আর পূর্ব্বে চিত্ত দুষ্ক্রিয়াতে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা, ২২ তোমাদিগকে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন, যেন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করেন, ২৩ যদি তোমারা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া স্থির থাক, এবং সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে বিচলিত না হও, যাহা শুনিয়াছ, যাহা আকাশমন্ডলের অধঃস্থিত সমস্ত সৃষ্টির কাছে প্রচারিত হইয়াছে, আমি পৌল যাহার পরিচারক হইয়াছি।

প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন।

২৪ এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মন্ডলী। ২৫ তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে দেওয়ানী কার্য্য আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি মন্ডলীর পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার করি; ২৬ তাহা সেই নিগুঢ়তত্ত্ব, যাহা যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষপুরুষানুক্রমে গুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার পবিত্রগণের কাছে প্রকাশিত হইল; ২৭ কারণ পরজাতিগণের মধ্যে সেই নিগুঢ়তত্ত্বের গৌরব-ধন কি, তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা; ২৮ তাঁহাকেই আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি, যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি; ২৯ আর তাঁহার যে কার্য্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ কার্য্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রানপণ করিয়া আমি সেই অভিপ্রায়ে পরিশ্রমও করিতেছি।

২ কারণ আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা জানিতে পার, তোমাদের ও লায়দিকেয়াস্থ লোকদের জন্য, ও যত লোক আমার মাংসময় মুখ দেখে নাই, তাহাদের জন্য, আমি কত দূর প্রাণপণ করিতেছি; ২ যেন তাহাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, তাহারা প্রেমে পরস্পর সংসক্ত হইয়া জ্ঞানের নিশ্চয়তারূপ সমস্ত ধনে ধনী হইয়া উঠে, যেন ঈশ্বরের নিগুঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানিতে পায়। ৩ ইহাঁর মধ্যে জ্ঞানের ও বিদ্যার সমস্ত নিধি গুপ্ত রহিয়াছে।

৪ এ কথা বলিতেছি, যেন কেহ প্ররোচক বাক্যে তোমাদিগকে না ভুলায়। ৫ কেননা যদিও আমি মাংসে অনুপস্থিত, তথাপি আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং আনন্দপূর্ব্বক তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় গাঁথনি দেখিতে পাইতেছি। ৬ অতএব খ্রীষ্ট যীশুকে, প্রভুকে যেমন গ্রহণ করিয়াছ, তেমনি তাঁহাতেই চল; ৭ তাঁহাতেই বদ্ধমূল ও সংগ্রথিত হইয়া প্রাপ্ত শিক্ষানুসারে বিশ্বাসে দৃঢ়ীভূত হও, এবং ধন্যবাদ সহকারে উপচিয়া পড়।

খ্রীষ্টের সহিত সংযোগের শুভফল।

৮ দেখিও, দর্শনবিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষার অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়; ৯ কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে, ১০ এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্ত্তৃত্বের মস্তক। ১১ আর তাঁহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বকছেদে, মাং-

সের দেহ বস্ত্রবৎ পরিত্যাগে, খ্রীষ্টের ত্বকছেদে, ছিন্নত্বক্ হইয়াছ;
১২ ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছ, এবং তাহাতে
তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বিশ্বাস দ্বারা
হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন। ১৩ আর
ঈশ্বর তোমাদিগকে, অপরাধে ও তোমাদের মাংসের অত্বকছেদে মৃত
তোমাদিগকে, তাঁহার সহিত জীবিত করিয়াছেন, আমাদের সমস্ত
অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন; ১৪ আমাদের প্রতিকূল যে বিধিবদ্ধ হস্ত-
লেখ্য আমাদের বিরুদ্ধ ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক
দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন। ১৫ আর আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব
সকল দূর করিয়া দিয়া ক্রুশেই সেই সকলের উপরে বিজয়-যাত্রা
করিয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে তাহা দেখাইয়া দিলেন। ১৬ অতএব
ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সক-
লের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক; ১৭ এ সকল ত আগামী
বিষয়ের ছায়া মাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। ১৮ নম্রতার ও দূতগণের পূ-
জায় স্বেচ্ছাচারী কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে বিজয়মুকুটে বঞ্চিত না
করুক; সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, সেই গুলিতেই বিচরণ করে, আপন
মাংসময় মনের গর্ব্বে বৃথা গর্ব্বিত হয়, ১৯ কিন্তু সেই মস্তক ধারণ
করে না, যাঁহা হইতে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধন দ্বারা পোষিত ও সংস-
ক্ত হইয়া, ঈশ্বরীয় বৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইতেছে।

খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত লোকদের উপযুক্ত আচার ব্যবহার।

২০ তোমরা যখন জগতের অক্ষরমালা ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত মরি-
য়াছ, তখন কোন জগজ্জীবীদের ন্যায় এই সকল বিধির অধীন হই-
তেছ, ২১ যথা, ধরিও না, আস্বাদ লইও না, স্পর্শ করিও না? ২২ সেই
সকল বস্তু ত ভোগ দ্বারা ক্ষয় পাইবার নিমিত্তই হইয়াছে। ঐ সকল
বিধি মনুষ্যদের বিবিধ আদেশ ও ধর্ম্মসূত্রের অনুরূপ। ২৩ স্বেচ্ছাপূ-
জা, নম্রতা ও দেহের প্রতি নির্দ্দয়তাক্রমে এই সকল জ্ঞান নামে কী-
র্ত্তিত বটে, তথাপি মাংসের পোষকতার বিরুদ্ধে কিছুর মধ্যে গণ্য
নহে।

৩ অতএব তোমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত উত্থাপিত হইয়াছ, তখন
সেই উর্দ্ধ স্থানের বিষয় চেষ্টা কর, যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, ঈশ্ব-
রের দক্ষিণে বসিয়া আছেন। ২ উর্দ্ধস্থ বিষয় ভাব, পৃথিবীস্থ বিষয়
বিষয় ভাবিও না। ৩ কেননা তোমরা মরিয়াছ, এবং তোমাদের জীবন
খ্রীষ্টের সহিত ঈশ্বরে গুপ্ত রহিয়াছে।
৪ আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন তোম-
রাও তাঁহার সহিত সপ্রতাপে প্রকাশিত হইবে। ৫ অতএব তোমরা পৃ-
থিবীস্থ আপন আপন অঙ্গ সকল মৃত্যুসাৎ কর, যথা, বেশ্যাগমন,
অশুচীতা, মোহ, কু-অভিলাষ, এবং লোভ, এ ত প্রতিমাপূজা। ৬ এই
সকলের কারণ অবাধ্যতার সন্তানগণের প্রতি ঈশ্বরের ক্রোধ উপ-
স্থিত হয়। ৭ পূর্ব্বে যখন তোমরা এ সকলে জীবন ধারণ করিতে,
তখন তোমরাও এই সকলে চলিতে। ৮ কিন্তু এখন তোমরাও এ
সকল ত্যাগ কর, -ক্রোধ, রাগ, হিংসা, নিন্দা ও তোমাদের মুখনির্গত
কুৎসিত আলাপ। ৯ এক জন অন্য জনের কাছে মিথ্যা কথা কহিও
না, কেননা তোমরা পুরাতন মনুষ্যকে তাহার ক্রিয়াশুদ্ধ বস্ত্রবৎ ত্যাগ
করিয়াছ, ১০ এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, যে আপন
সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতে-
ছে। ১১ এস্থানে গ্রীক কি যিহূদী, ছিন্নত্বক্ কি অচ্ছিন্নত্বক্, বর্ব্বর, স্কু-
থীয়, দাস, স্বাধীন বলিয়া কিছু হইতে পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টই সর্ব্বেস-
র্ব্বা। ১২ অতএব তোমরা, ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের, পবিত্র ও
প্রিয় লোকদের, উপযোগী মতে করুনার চিত্ত, মধুর ভাব, নম্রতা, মৃ-
দুতা, সহিষ্ণুতা পরিধান কর। ১৩ পরস্পর সহনশীল হও, এবং যদি
কাহাকেও দোষ দিবার কারণ থাকে, তবে পরস্পর ক্ষমা কর; প্রভু
যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন, তোমরাও তেমনি কর।
১৪ আর এই সকলের উপরে প্রেম পরিধান কর; তাহাই সিদ্ধির যোগ-
বন্ধন। ১৫ আর খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব করুক; তোমরা
ত তাহারই নিমিত্ত এক দেহে আহূত হইয়াছ; আর কৃতজ্ঞ হও।
১৬ খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা
সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা
ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে
গান কর। ১৭ আর বাক্য কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যী-
শুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে
ইহা কর। ১৮ নারীগণ, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূতা হও,
যেমন প্রভুতে উপযুক্ত। ১৯ স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে
প্রেম কর, তাহাদের প্রতি কটুব্যবহার করিও না। ২০ সন্তানেরা, তোম-
রা সর্ব্ববিষয়ে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহাই প্রভুতে তু-
ষ্টিজনক। ২১ পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ
করিও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়। ২২ দাসেরা, যাহারা মাংসের
সম্বন্ধে তোমাদের প্রভু, তোমরা তাহাদের আজ্ঞাবহ হও; চাক্ষুষ সেবা
দ্বারা মনুষ্যের তুষ্টিকরের মত নয়, কিন্তু অন্তঃকরণের সরলতায় প্র-
ভুকে ভয় করিয়া আজ্ঞাবহ হও। ২৩ যাহা কিছু কর, প্রাণের সহিত
কার্য্য কর, মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, কিন্তু প্রভুরই কর্ম্ম বলিয়া কর; ২৪ কে-
ননা তোমরা জান, প্রভু হইতে তোমরা দায়াধিকাররূপ প্রতিদান পাই-
বে; ২৫ তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই দাসত্ব করিতেছ; বস্তুতঃ যে অন্যায়
করে, সে আপনার কৃত অন্যায়ের প্রতিফল পাইবে;

৪ আর [প্রভুর কাছে] মুখাপেক্ষা নাই। প্রভুরা, তোমরা দাসদের
প্রতি ন্যায় ও সাম্য ব্যবহার কর, জানিও যে, তোমাদেরও এক
প্রভু স্বর্গে আছেন। ২ তোমরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ সহকারে
এ বিষয়ে জাগিয়া থাক। ৩ আর তৎসঙ্গে আমাদের জন্যও প্রার্থনা
কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যের দ্বারা খুলিয়া দেন, যেন খ্রী-
ষ্টের সেই নিগুঢ়তত্ত্ব জ্ঞাত করিতে পারি, যাহার জন্য আমি বন্ধনযু-
ক্তও আছি,
৪ যেন আমার যেমন বলা উচিত, তেমনি তাহা প্রকাশ করিতে পা-
রি। ৫ তোমরা বাহিরের লোকদের প্রতি বুদ্ধিপূর্ব্বক আচরণ কর, সু-
যোগ কিনিয়া লও। ৬ তোমাদের বাক্য সর্ব্বদা অনুগ্রহ সহযুক্ত হউক,
লবণে আস্বাদযুক্ত হউক, কাহাকে কেমন উত্তর দিতে হয়, তাহা যেন
তোমরা জানিতে পার।

শেষ কথা

৭ প্রভুতে প্রিয় ভ্রাতা, বিশ্বস্ত পরিচারক ও সহদাস যে তুখিক, তিনি
তোমাদিগকে আমার সমস্ত বিষয় জানাইবেন। ৮ তোমাদের কাছে
তাঁহাকে এই কারণ পাঠাইলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আম-
রা কেমন আছি, এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়কে আশ্বাস দেন।
৯ আর বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভ্রাতা ওনীষিমকেও সঙ্গে পাঠাইলাম, যিনি
তোমাদেরই এক জন। ইহাঁরা এখানকার সমস্ত সমাচার তোমাদিগ-
কে জ্ঞাত করিবেন। ১০ আমার সহবন্দি আরিষ্টার্খ, এবং বার্ণবার কু-
টুম্ব, মার্ক- যাঁহার বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি তোমা-
দের কাছে উপস্থি হন; ১১ তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও- ও যুষ্ট নামে
আখ্যাত যীশু, ইহাঁরা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন; ছিন্নত্বক্
লোকদের মধ্যে কেবল এই কয়েক জন ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষে
আমার সহকারী; ইহাঁরা আমার সান্ত্বনাজনক হইয়াছেন। ১২ ইপাফ্রা
তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, তিনি ত তোমাদেরই এক জন,
খ্রীষ্ট যীশুর দাস; তিনি সতত প্রার্থনায় তোমাদের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করি-
তেছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছাতে সিদ্ধ ও কৃতনিশ্চয় হই-
য়া দাঁড়াইয়া থাক। ১৩ কারণ আমি তাঁহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছি
যে, তোমাদের জন্য এবং যাঁহারা লায়দিকেয়াতে ও যাঁহারা হিয়রাপ-
লিতে আছেন, তাঁহাদের জন্য তাঁহার বড়ই যত্ন। ১৪ লূক, সেই প্রিয়

চিকিৎসক, এবং দীমা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ১৫ তো-
মরা লায়দিকেয়া-নিবাসী ভ্রাতৃগণকে, এবং নুম্ফাকে ও তাঁহার গৃহ-
স্থিত মন্ডলীকে মঙ্গলবাদ কর| ১৬ আর তোমাদের মধ্যে এই পত্র পাঠ
হইলে পর দেখিও, যেন, লায়দিকেয়াস্থ মন্ডলীতেও ইহা পাঠ করা
হয়; এবং লায়দিকেয়া হইতে যে পত্র পাইবে, তাহা যেন তোমরাও
পাঠ কর| ১৭ আর আর্খিপ্পকে বলিও, তুমি প্রভুতে যে পরিচারকের
পদ পাইয়াছ সে বিষয়ে দেখিও, যেন তাহা সম্পন্ন কর| ১৮ এই মঙ্গ-
লবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম| তোমরা আমার বন্ধন স্মরণ
করিও| অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক|

১ থিষলনীকীয়

ঙ্গলাচরণ। থিষলনীকীতে পৌলের সুসমাচার প্রচার।

১ পৌল, সীল ও তীমথিয়- পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীস্টে স্থিত
থিষলনীকীয়দের মন্ডলী সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি তোমদের
প্রতি বর্ত্তুক। ২ আমরা প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখ করিয়া
তোমাদের সকলের নিমিত্ত সতত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি;
৩ আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কার্য্য, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য্যে আমাদের ঈশ্বর ও পিতার
সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ করিয়া থাকি;
৪ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের প্রেমপাত্রগণ, আমরা জানি তোমরা
মনোনীত লোক, ৫ কেননা আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে কে-
বল বাক্যে নয়, কিন্তু শক্তিতে ও পবিত্র আত্মায় ও অতিশয় নিশ্চয়-
তায় উপস্থিত হইয়াছিল; তোমরা ত জান, আমরা তোমাদের কাছে,
তোমাদের নিমিত্ত কি প্রকার লোক হইয়াছিলাম। ৬ আর তোমরা বহু
ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে বাক্যটী গ্রহন করিয়া আমাদের
এবং প্রভুর অনুকারী হইয়াছ; ৭ এইরূপে মাকিদনিয়া ও আখায়াস্থ
সমস্ত বিশ্বাসী লোকের আদর্শ হইয়াছ; ৮ কেননা তোমাদের হইতে প্র-
ভুর বাক্য ধ্বনিত হইয়াছে, কেবল মাকিদনিয়াতে ও আখায়াতে নয়,
কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের যে বিশ্বাস, তাহার বার্ত্তা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত
হইয়াছে; এইজন্য আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ৯ কারণ
তাহারা আপনারা আমাদের বিষয়ে এই বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকে
যে, তোমাদের নিকটে আমরা কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর
তোমরা কিরূপে প্রতিমাগণ হইতে ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছ,
যে জীবন্ত সত্য ঈশ্বরের সেবা করিতে পার, ১০ এবং যাঁহাকে তিনি মৃ-
তগনের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, যিনি আগামী ক্রোধ হইতে আমা-
দের উদ্ধারকর্ত্তা, যেন স্বর্গ হইতে তাঁহার সেই পুত্রের অর্থাৎ যীশুর
অপেক্ষা করিতে পার।

২ বস্তুতঃ, ভ্রাতৃগণ, তোমরা আপনারই জান, তোমাদর নিকটে
আমাদের যে উপস্থিতি, তাহা নিস্ফল হয় নাই। ২ বরং ফিলিপী-
তে পূর্ব্বে দুঃখভোগ ও অপমান ভোগ করিলে পর, তোমরা জান,
আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হইয়া অতিশয় প্রাণপনে তোমাদের
কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা প্রচার করিয়াছিলাম। ৩ কেননা
আমাদের উপদেশ ভ্রান্তিমূলক কি অশুচীতা মূলক বা ছলযুক্ত নয়।
৪ কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদিগকে পরীক্ষাসিদ্ধ করিয়া আমাদের
উপরে সুসমাচারের ভার রাখিয়াছেন, তেমনি কথা কহিতেছি; মানুষ-
কে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর যিনি যিনি আমাদের অন্তঃ-
করণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই কহিতেছি। ৫ কা-
রণ তোমরা জান, আমরা কখনো চাটুবাদে কিম্বা লোভজনক ছলে
লিপ্ত হই নাই, ঈশ্বর ইহার সাক্ষী; ৬ আর মনুষ্যদের হইতে সম্মান পা-
ইতে চেষ্টা করি নাই, তোমাদের হইতেও নয়, অন্যদের হইতেও নয়,
যদিও খ্রীস্টের প্রেরিত বলিয়া আমরা ভারস্বরূপ হইলেও হইতে পা-
রিতাম; ৭ কিন্তু যেমন স্তন্যদাত্রী নিজ বৎসদিগের লালন পালন করে,
তেমনি তোমাদের মধ্যে কোমল ভাব দেখাইয়াছিলাম; ৮ সেইরূপে
আমরা তোমাদিগকে স্নেহ করাতে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়,
আপন আপন প্রাণও তোমাদিগকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতুক
তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলে। ৯ বস্তুতঃ, হে ভ্রাতৃগণ আমা-
দের পরিশ্রম ও আয়াস তোমাদের স্মরণে আছে; তোমাদের কাহা-
রও ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য আমরা দিবারাত্র কার্য্য করিতে
করিতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলাম।
১০ আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের কাছে আমরা কেমন সাধু,
ধার্ম্মিক ও নির্দোষচারী ছিলাম, তাহার সাক্ষী তোমারা আছ, ঈশ্বরও
আছেন। ১১ তোমরা ত জান, পিতা যেমন আপন সন্তানদিগকে তেম-
নি আমরা তোমাদের প্রত্যেক জনকে আশ্বাস দিতাম, সান্তনা করি-
তাম, ১২ ও দৃঢ়রূপে আদেশ দিতাম, যেন তোমরা ঈশ্বরের যোগ্য রূপে
চল, যিনি আপন রাজ্যে ও প্রতাপে তোমাদিগকে আহ্বান করিতে-
ছেন।

থিষলনীকীয়দের স্থিরতায় পৌলের আনন্দ।

১৩ আর এই জন্য আমরাও অবিরত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি
যে, আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্ত্তারূপ বাক্য প্রাপ্ত হইয়া তোমরা মনু-
ষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া তাহা গ্রহন করিয়াছি-
লে; তাহা ঈশ্বরের বাক্যই বটে, এবং বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের
মধ্যে নিজ কার্য্য সাধনও করিতেছে। ১৪ কারণ, হে ভ্রাতৃগণ, যিহুদী-
য়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে সকল মন্ডলী আছে, তোমরা তাহাদের
অনুকারী হইয়াছ; কেননা উহারা যিহুদীদের হইতে যে প্রকার দুঃখ
পাইয়াছে, তোমারও তোমাদের স্বজাতীয় লোকদের হইতে সেই প্র-
কার দুঃখ পাইয়াছ; ১৫ যিহুদীরা প্রভু যীশুকে এবং ভাবাদীগনকে বধ
করিয়াছিল, আবার আমাদিগকে তাড়না করিয়াছিল; তাহারা ইশ্ব-
রের তুষ্টিকর নয়, সকল মনুষ্যের বিপরীত; ১৬ তাহারা আমাদিগকে
পরজাতীয়দের পরিত্রানের জন্য তাহাদের কাছে কথা বলিতে বারণ
করিতেছে; এইরূপে সতত আপনাদের পাপের পরিমান, পূর্ণ করি-
তেছে; কিন্তু তাহাদের নিকটে চূড়ান্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। ১৭ আর,
হে ভ্রাতৃগণ, আমরা অল্পকালের জন্য হৃদয়ে নয়, কেবল প্রত্যক্ষে
তোমাদের হইতে বিরহিত হইলে পর অতিশয় আকাঙ্ক্ষা সহকারে
তোমদের মুখ দেখিবার নিমিত্ত আরও অধিক যত্ন করিয়া ছিলাম।
১৮ কারণ আমরা, বিশেষতঃ আমি পৌল, একবার ও দুইবার, তোমা-
দের কাছে যাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা
দিল। ১৯ কেননা মদের প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কি?
আমাদের প্রভু যীশুর সাক্ষাতে তাঁহার আগমনকালে তোমরাই কি
নও? ২০ বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দভূমি।

৩ এজন্য আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারাতে আথীনীতে একাকী থা-
কা আমরা বিহিত বুঝিয়াছিলাম, ২ এবং আমাদের ভ্রাতা ও
খ্রীস্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের পরিচারক যে তীমথিয়, তাঁহাকে পাঠাই-
য়াছিলাম, যেন তিনি তোমাদিগকে সুস্থির করেন, এবং তোমাদের
বিশ্বাসের সম্বন্ধে আশ্বাস দেন, ৩ যেন এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল না
হয়; কারণ তোমরা আপনারই জান, আমরা ইহারই জন্য নিযুক্ত।
৪ আর বাস্তবিক আমাদের ক্লেশ যে ঘটিবে, ইহা আমরা অগ্রে,
যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন তোমাদের বলিয়াছিলাম;
আর তাহাই ঘটিয়াছে, এবং তোমরা তাহা জান। ৫ এ জন্য আমিও
আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানিবার নি-

মিত্ত উঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, পাছে পরীক্ষক কোন
প্রকারে তোমাদের পরীক্ষা করিয়াছে বলিয়া আমাদের পরিশ্রম বৃথা
হইয়া পড়ে। ৬ কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের নিকট হইতে আমাদের
কাছে আসিয়া তোমাদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ সংবাদ আমাদিগকে
দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, তোমরা সর্বদা স্নেহ ভাবে আমাদিগকে
স্মরণ করিতেছ, যেমন আমরাও তোমাদিগকে দেখিতে চাই, তেমনি
আমাদিগকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ; ৭ এজন্য, হে ভ্রাতৃগণ,
তোমাদের বিষয়ে আমরা সমস্ত সঙ্কটের ও ক্লেশের মধ্যে তোমাদের
বিশ্বাস দ্বারা আশ্বাস পাইলাম; ৮ কেননা যদি তোমরা প্রভুতে স্থির
থাক, তবে এখন আমরা বাঁচি। ৯ বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা
আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে আনন্দ করি, তাহার প্র-
তিদান বলিয়া তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কি প্রকার ধন্যবাদ দিতে পা-
রি? ১০ আমরা যেনতোমদের মুখ দেখিতে পাই, এবং তোমাদের বি-
শ্বাসের ত্রুটি সকল পূর্ণ করিতে পারি, এই জন্য রাত দিন অতিশয়
প্রার্থনা করিতেছি। ১১ আর আমাদের ঈশ্বর ও পিতা আপনি ও
আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করুন।
১২ আর যেমন আমরাও তোমাদের প্রতি উপচিয়া পড়ি, তেমনি প্রভু
তোমাদিগকে পরস্পরের ও সকলের প্রতি প্রেমে বর্দ্ধিষ্ণু করুন ও
উপচিয়া পড়িতে দিউন; ১৩ এইরূপে আপনার সমস্ত পবিত্রগন সহ
আমাদের প্রভু যীশুর আগমন কালে যেন তিনি আমাদের ঈশ্বর ও
পিতার সাক্ষাতে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় অনিন্দনীয়রূপে সুস্থির
করেন।

ধর্ম্মাচরণ করিতে বিনতি।

৪ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, অবশেষে আমরা প্রভু যীশুতে তোমাদি-
গকে বিনয় করিতেছি, চেতনা দিয়া বলিতেছি, কিরূপে চলিয়া
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে হয়, এ বিষয়ে আমাদের কাছে যে শিক্ষা গ্র-
হণ করিয়াছ, আর যেরূপ চলিতেছ, তদনুসারে অধিক উপচিয়া
পড়। ২ কেননা প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা তোমাদিগকে কি কি আদেশ
দিয়াছি, তাহা তোমরা জান। ৩ ফলতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের
পবিত্রতা;-
৪ যে তোমরা ব্যবিচার হইতে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক জন
যেন, ৫ যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই পরজাতীয়দের ন্যায় কামা-
ভিলাষে নয়, কিন্তু পবিত্রতায় ও সমাদরে নিজ নিজ পাত্র লাভ করি-
তে জানে। ৬ কেহ যেন সীমা অতিক্রম করিয়া এই ব্যাপারে আপন
ভ্রাতাকে না ঠকায়; কেননা পূর্ব্বে তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছি ও
সাক্ষ্য দিয়াছি, তদনুসারে, প্রভু এই সকলের প্রতিফলদাতা। ৭ কারণ
ঈশ্বর আমাদিগকে অশুচীতার নিমিত্ত নয়, কিন্তু পবিত্রতায় আহ্বান
করিয়াছেন। ৮ এই জন্য যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করে, সে মনুষ্যকে অগ্রাহ্য
করে তাহা নয়, বরং ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি নিজ পবিত্র
আত্মা তোমাদিগকে প্রদান করেন। ৯ আর ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদি-
গকে কিছু লেখা অনাবশ্যক, কারণ তোমরা আপনারা পরস্পর প্রেম
করিবার জন্য ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাইয়াছ; ১০ আর বাস্তবিক সমস্ত
মাকিদনিয়া-নিবাসী সমুদয় ভ্রাতৃগনের প্রতি তাহা করিতেছ। ১১ কিন্তু
তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, আরও অধিক উপ-
চিয়া পড়, আর শান্ত ভাবে থাকিতে ও আপন আপন কার্য্য করিতে
এবং স্বহস্তে পরিশ্রম করিতে সযত্ন হও- যেমন আমরা তোমাদিগকে
আদেশ দিয়াছি- ১২ যেন বহিঃস্ত লোকদের প্রতি তোমরা শিষ্টাচারী
হও, এবং তোমাদের কিছুরই অভাব না থাকে।

প্রভু যীশুর পুনরাগমন।

১৩ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তা-
হাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই,
সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত না হও। ১৪ কেননা
আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়াছেন,
তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপ তাঁ-
হার সহিত আনয়ন করিবেন। ১৫ কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা
তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহা-
রা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিবে, আমরা কোন ক্রমে সেই
নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দ-
ধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হই-
তে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীস্টে মরিয়াছেন, তাহারা প্রথমে
উঠিবে। ১৭ পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থা-
কিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একস-
ঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর
সঙ্গে তাহ্কিব। ১৮ অতএব তোমরা এই সকল কথা বলিয়া এক জন
অন্য জনকে সান্ত্বনা দেও।

৫ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে
তোমাদিগকে কিছু লেখা অনাবশ্যক। ২ কারণ তোমরা আপ-
নারা বিলক্ষণ জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন
আসিতেছে। ৩ লোকে যখন বলে, শান্তিতে ও অভয়, তখনই তাহা-
দের কাছে যেমন গর্ব্ভবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তেম-
নি আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়; আর তাহারা কোন ক্রমে এড়াই-
তে পারিবে না।
৪ কিন্তু, ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চরের ন্যায়
তোমাদের উপরে আসিয়া পরিবে। ৫ তোমরা ত সকলে দীপ্তির সন্তান
ও দিবসের সন্তান; আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।
৬ অতএব আইস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই, বরং জা-
গিয়া থাকি ও মিতাচারী হই। ৭ কারণ যাহারা নিদ্রা যায়, তাহারা রা-
ত্রিতেই নিদ্রা যায়; এবং যাহারা মদ্যপায়ী, তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়।
৮ কিন্তু আমরা দিবসের বলিয়া আইস, মিতাচারী হই, বিশ্বাস ও প্রে-
মরূপ বুকপাটা পরি, এবং পরিত্রানের আশারূপ শিরস্ত্র মস্তকে দিই;
৯ কেননা ঈশ্বর আমাদিগকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নাই, কিন্তু
আমাদের প্রভু যীশু দ্বারা পরিত্রান লাভের জন্য; ১০ তিনি আমাদের
নিমিত্ত মরিলেন, যেন আমরা জাগিয়া থাকি বা নিদ্রা যাই, তাঁহারই
সঙ্গে জীবিত থাকি। ১১ অতএব যেমন তোমরা করিয়াও থাক, তেমনি
তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দেও, এবং এক জন অন্যকে গাঁথিয়া
তুল। ১২ কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি;
যাঁহারা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও প্রভুতে তোমাদের উপরে
নিযুক্ত আছেন, এবং তোমাদের চেতনা দেন, তাঁহাদিগকে চিনিয়া
লও, ১৩ আর তাঁহাদের কর্ম্ম প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে প্রেমে অতিশয় সমা-
দর কর। ১৪ আপনাদের মধ্যে ঐক রাখ। আর, হে ভ্রাতৃগণ আমরা
তোমাদিগকে বিনয় করিতেছি, যাহারা অনিয়মিত রূপে চলে, তাহা-
দিগকে চেতনা দেও, ক্ষীন সাহসদিগকে সান্ত্বনা কর, দুর্ব্বলদিগের
সাহায্য কর, সকলের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু হও। ১৫ দেখিও, যেন অপকা-
রের প্রতিশোধে কেহ কাহারও অপকার না কর, কিন্তু পরস্পরের
এবং সকলের প্রতি সর্ব্বদা সদাচরণের অনুধাবন কর। 16 সতত
আনন্দ কর, অবিরত প্রার্থনা কর; ১৮ সর্ব্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ
খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা। ১৯ আত্মাকে
নির্ব্বান করিও না। 20 ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। সর্ব্ববিষয়ে পরীক্ষা
কর; যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ। ২২ সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে
দূরে থাক। ২৩ আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে
পবিত্র করুন; এবং তোমাদের অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমা-
দের প্রভু যীশু খ্রীস্টের আগমনকালে আনন্দনীয়রূপে রক্ষিত হউক।
২৪ যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তাহা
করিবেন। ২৫ ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর। ২৬ সকল ভ্রাতা-
কে পবিত্র চুম্বনে মঙ্গলবাদ কর। ২৭ আমি তোমাদিগকে প্রভুর দিব্য

দিয়া বলিতেছি, সমুদয় ভ্রাতার কাছে যেন এই পত্র পাঠ করা হয়।
২৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

২ থিষলনীকীয়

মঙ্গলাচরণ। প্রভু যীশুর দ্বিতীয়

১ পৌল, সীল ও তীমথিয় আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রী-
স্টে স্থিত থীষলনীকীদের মন্ডলী সমীপে। ২ পিতা ঈশ্বর প্রভু
যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ৩ হে ভ্রাতৃ-
গণ, আমরা তোমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য;
আর তাহা করা উপযুক্ত; কেননা তোমাদের বিশ্বাস অতিশয় বাড়ি-
তেছে, এবং পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেক জনের প্রেম উপচি-
য়া পড়িতেছে।
৪ এই জন্য, তোমরা যে সকল তাড়না ও ক্লেশ সহ্য করিতেছ, সেই
সকলের মধ্যে তোমাদের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস থাকায় আমরা আপনাদের
ঈশ্বরের মন্ডলী সকলের মধ্যে তোমাদের শ্লাঘা করিতেছি। ৫ আর
উহা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট লক্ষণ, যাহাতে তোমরা ঈশ্বরের
সেই রাজ্যের যোগ্য বলিয়া গন্য হইবে, যাহার নিমিত্ত দুঃখভোগও
করিতেছ। ৬ বাস্তবিক ঈশ্বরের কাছে ইহা নায্য যে, যাহারা তোমাদিগ-
কে ক্লেশ দেয়, তিনি তোমাদিগকে প্রতিফলরূপে ক্লেশ দিবেন, ৭ এবং
ক্লেশ পাইতেছে যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম
দিবেন, [ইহা তখনই হইবে] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার
পরাক্রমের দূতগনের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিবেস্টনে প্রকাশিত হইবেন,
৮ এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সু-
সমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দন্ড দিবেন। ৯ তা-
হারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকাল স্থা-
য়ী বিনাশরূপ দন্ড ভোগ করিবে, ১০ ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তি-
নি আপন পবিত্রগনে গৌরবান্বিত হইবার, এবং যাহারা বিশ্বাস করি-
য়াছে, তাহাদের সকলেতে চমৎকারের পাত্র হইবার জন্য আগমন
করিবেন; আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছি, তাহা ত বিশ্বা-
সে গৃহীত হইয়াছে। ১১ এই জন্য আমরা তোমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদা এই
প্রার্থনাও করিতেছি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদিগকে তোমাদের
আহ্বানের যোগ্য বলিয়া গন্য করেন, আর মঙ্গলভাবের সমস্ত বাসনা
ও বিশ্বাসের কর্ম্ম সপরাক্রমে সম্পূর্ণ করিয়া দেন; ১২ যেন আমাদের
ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুর
নাম তোমাদিগতে গৌরবান্বিত হয়, এবং তাঁহাতে তোমরাও গৌরবা-
ন্বিত হও।

পাপ- পুরুষের প্রকাশ।

২ আবার, হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের আগমন ও
তাহার নিকটে আমাদের সংগৃহীত হইবার বিষয়ে তোমাদিগকে
এই বিনতি করিতেছি; ২ তোমরা কোন আত্মা দ্বারা, বা কোন বাক্য
দ্বারা, অথবা আমরা লিখিয়াছি, মনে করিয়া কোন পত্র দ্বারা, মনের
স্থিরতা হইতে বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হইও না, ভাবিও না যে প্রভুর দিন
উপস্থিত হইল; ৩ কেহ কোন মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেন-
না প্রথমে সেই ধর্ম্ম-ভ্রষ্টতা উপস্থিত হইবে, এবং সেই পাপ-পুরুষ,
সেই বিনাশ সন্তান, প্রকাশ পাইবে,
৪ যে প্রতিরোধী হইবে ও 'ঈশ্বর' নাম আখ্যাত বা পূজ্য সকলের
হইতে আপনাকে বড় করিবে, এমন কি, ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া
আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দেখাইবে। ৫ তোমাদের কি মনে পড়ে না,
আমি পূর্ব্বে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই
কথা বলিয়াছিলাম? ৬ আর সে যেন স্বসময়ে প্রকাশ পায়, এই জন্য
কিসে তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতেছে, তাহা তোমরা জান। ৭ কারণ
অধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ব এখনই কার্য্য সাধন করিতেছে; কেবল এখন
একজন যে পর্য্যন্ত সে দূরীভূত না হয়, বাধা দিয়া রাখিতেছে। ৮ আর
তখন সেই অধার্ম্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের
নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা
লোপ করিবেন। ৯ সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের, কার্য্যসাধন অনু-
সারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে
হইবে, ১০ এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিক-
তার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রান পাইবার
নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। ১১ আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহা-
দের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায়
বিশ্বাস করিবে; ১২ যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বি-
শ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্ম্মিকতায় প্রীত হইত।

প্রভুতে স্থির থাকিতে নিবেদন।

১৩ কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, প্রভুর প্রিয়তমেরা, আমরা তোমাদের নিমিত্ত
সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য; কেননা ঈশ্বর আদি হইতে তো-
মাদিগকে আত্মার পবিত্রতা প্রদানে ও সত্যের বিশ্বাসে পরিত্রানের
জন্য মনোনীত করিয়াছেন; ১৪ এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের সুস-
মাচার দ্বারা তোমাদিগকে আহ্বানও করিয়াছেন, যেন তোমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের প্রতাপ লাভ করিতে পার। ১৫ অতএব,
হে ভ্রাতৃগণ, স্থির থাক, এবং আমাদের বাক্য অথবা পত্র দ্বারা যে
সকল শিক্ষা পাইয়াছ, তাহা ধরিয়া রাখ। ১৬ আর আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট আপনি, ও আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদিগকে প্রেম করি-
য়াছেন, এবং অনুগ্রহ দ্বারা অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম প্রত্যাশা
দিয়াছেন, ১৭ তিনি তোমাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিউন, এবং সমস্ত
উত্তম কার্য্যে ও বাক্যে সুস্থির করুন।
৩ শেষকথা এই; হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর;
যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে হইতেছে, তেমনি প্রভুর বাক্য দ্রু-
তগতি ও গৌরবান্বিত হয়, ২ আর আমরা যেন অশিষ্ট ও মন্দ লোক-
দের হইতে উদ্ধার পাই; কেননা সকলের বিশ্বাস নাই। ৩ কিন্তু প্রভু বি-
শ্বস্ত; তিনিই তোমাদিগকে সুস্থির করিবেন ও মন্দ হইতে রক্ষা করি-
বেন।
৪ আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় আছে
যে, আমরা যাহা যাহা আদেশ করি, সেই সকল তোমরা পালন করি-
তেছ ও করিবে। ৫ আর প্রভু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের
পথে ও খ্রীস্টের ধৈর্য্যের পথে চলাউন। ৬ আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি,
যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট
হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনুসারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর;
৭ কারণ কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হইতে হয়, তাহা তোমরা
আপনারাই জান; কেননা তোমাদের মধ্যে আমরা অনিয়মিতাচারী

ছিলাম না; ৮ আর বিনামূল্যে কাহার কাছে অন্ন ভোজন করিতাম না,
বরং তোমাদের কাহারও ভারস্বরূপ যেন না হই, তজ্জন্য পরিশ্রম ও
আয়াস সহকারে রাত দিন ক্র্জ্য করিতাম। ৯ আমাদের যে অধিকার
নাই, তাহা নয়; কিন্তু তোমাদের নিকটে আপনাদিগকে আদর্শরূপে
দেখাইতে চাহিলাম, যেন তোমরা আমাদের অনুকারী হও। ১০ কারণ
আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই
আদেশ দিতাম যে, যদি কেহ কার্য্য করিতে না চায়, তবে সে আহা-
রও না করুক। ১১ বাস্তবিক আমরা শুনিতে পাইতেছি, তোমাদের
মধ্যে কেহ কেহ অনিয়মিতরূপে চলিতেছে, কোন কার্য্য না করিয়া
অনাধিকারচর্চ্চা করিয়া থাকে। ১২ এই প্রকার লোকদিগকে আমরা
প্রভু যীশু খ্রীস্টের নামে আদেশ ও উপদেশ দিতেছি, তাহারা শান্ত
ভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদেরই অন্ন ভোজন করুক। ১৩ আর, হে
ভ্রাতৃগণ, তোমরা সৎকর্ম্ম করিতে নিরুৎসাহ হইও না। ১৪ আর যদি
কেহ এই পত্র দ্বারা কথিত আমাদের বাক্য না মানে, তবে তাহাকে চি-
হ্নিত করিয়া রাখ, তাহার সংসর্গে থাকিও না, ১৫ যেন সে লজ্জিত
হয়; অথচ তাহাকে শত্রু জ্ঞান করিও না, কিন্তু ভ্রাতা বলিয়া চেতনা
দেও। ১৬ আর শান্তির প্রভু স্বয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমাদিগকে
শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউন। ১৭ এই
মঙ্গলবাদ আমি পৌল স্বহস্তে লিখিলাম। প্রত্যেক পত্রে ইহাই চিহ্ন;
আমি এইরূপ লিখিয়া থাকি। ১৮ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের অনুগ্রহ
তোমাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক।

১ তীমথি

মঙ্গলাচরণ। তীমথিয়ের প্রতি আদেশ।

১ পৌল, আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রত্যাশা-
ভূমি প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর আজ্ঞা অনুসারে, খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,-
২ বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার যথার্থ বৎস তীমথিয়ের সমীপে। পিতা ঈশ্বর
ও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্ত্তুক। ৩ মা-
কিদনিয়া যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি-
লাম যে, তুমি ইফিষে থাকিয়া কতগুলি লোককে এই আদেশ দেও,
যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয়,
৪ এবং গল্প ও অসীম বংশাবলিতে মনোযোগ না করে, [তেমনি
এখন করিতেছি]; কেননা সে সকল বরং বিতন্ডা উপস্থিত করে,
ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কার্য্য বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, তাহা উপস্থিত করে
না। ৫ কিন্তু সেই আদেশের পরিনাম প্রেমে, যাহা শুচী হৃদয়, সৎসং-
বেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন; ৬ কতকগুলি লোক এই সক-
লের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অলীক বাচালতারূপ বিপথে গিয়াছে।
৭ তাহারা ব্যবস্থার শিক্ষক হইতে চায়, অথচ যাহা বলে, ও যাহার বি-
ষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় ভাবে কথা কহে, তাহা বুঝে না। ৮ কিন্তু আমরা জা-
নি, ব্যবস্থা উত্তম, যদি কেহ বিধি মতে উহা ব্যবহার করে, ৯ ইহা জা-
নিয়া করে যে, ধার্ম্মিকের জন্য নহে, কিন্তু যাহারা অধর্ম্মি ও অদম্য,
ভক্তিহীন ও পাপী, অসাধু ও ধর্ম্মবিরুপক, পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, নর-
হন্তা, ১০ ব্যাভিচারী, পুঙ্গামী, মনুষ্যচোর, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাশপথকারী,
তাহাদের জন্য, এবং আর যাহা কিছু নিরাময় শিক্ষার বিপরীত, তা-
হার জন্য ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ১১ ইহা পরম ধন্য ঈশ্বরের সেই
গৌরবের সুসমাচারের অনুযায়ী, যে সুসমাচার আমার নিকটে
গচ্ছিত হইয়াছে।

পৌলের প্রতি যীশুর প্রেম।

১২ যিনি আমাকে শক্তি দিয়াছেন, আমাদের সেই খ্রীষ্ট যীশুর ধন্য-
বাদ করিতেছি, কেননা তিনি আমাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিয়া পরিচ-
র্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন, ১৩ যদিও পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মনিন্দক, তাড়না-
কারী ও অপমানকারী ছিলাম; কিন্তু দয়া পাইয়াছি, কেননা না বুঝি-
য়া অবিশ্বাসের বশে সেই সকল কর্ম্ম করিতাম; ১৪ আর আমাদের প্র-
ভুর অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে, অতি প্রচু-
ররূপে উপচিয়া পড়িয়াছে। ১৫ এই কথা অবিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভা-
বে, গ্রহনের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রান করিবার জন্য
জগতে আসিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগন্য; ১৬ কিন্তু আমি
এইজন্য দয়া পাইয়াছি, যেন যীশু খ্রীষ্ট এই অগ্রগন্য আমাতে সম্পূর্ণ
দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ হইতে
পারি, যাহারা অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে। ১৭ যি-
নি যুগপর্য্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের
যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা হউক। আমেন। ১৮ বৎস তীম-
থিয়, তোমার বিষয়ে পুর্ব্বকার সকল ভাববাণী অনুসারে আমি তো-
মার নিকটে এই আদেশ সমর্পণ করিলাম, যেন তুমি সেই সকলের
গুনে উত্তম যুদ্ধ করিতে পার, ১৯ যেন বিশ্বাস ও সৎসংবেদ রক্ষা কর;
সৎসংবেদ দুরে ফেলতে কাহারও কাহারও বিশ্বাসরূপ নৌকা ভগ্ন
হইয়াছে। ২০ তাহাদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেকসান্দর রহিয়াছে;
আমি তাহাদিগকে শয়তানের হস্তে সমর্পণ করিলাম, যে তাহারা শা-
সিত হইয়া ধর্ম্মনিন্দা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়।

প্রার্থনার বিষয়।

২ আমার সর্বপ্রথম নিবেদন এই, যেন সকল মনুষ্যের নিমিত্ত,
বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয়; ২ [বিশেষতঃ] রা-
জাদের ও উচ্চপদস্থ সকলের নিমিত্ত; যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে
ও ধীরতায় নিরুদ্বেগ ও প্রশান্ত জীবন যাপন করিতে পারি। ৩ তাহাই
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম ও গ্রাহ্য;
৪ তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রান পায়, ও সত্যের
তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে। ৫ কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন;
ঈশ্বরেরও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, ৬ তিনি মনুষ্য,
খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মুল্যরুপে আপনাকে প্রদান
করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথা সময়ে দাতব্য; ৭ আমি এই উদ্দেশে প্রচা-
রক ও প্রেরিত বলিয়া নিযুক্ত; সত্য বলিতেছি, মিথ্যা বলিতেছি না;
বিশ্বাসে ও সত্যে আমি পরজাতীয়দের শিক্ষক। ৮ অতএব আমার
বাসনা এই, সকল স্থানে পুরুষেরা বিনা ক্রোধে ও বিনা বিতর্কে শুচী
হস্ত তুলিয়া প্রার্থনা করুক। ৯ সেই প্রকারে নারীগণও সলজ্জ ও সুবু-
দ্ধি ভাবে পরিপাটী বেশে আপনাদিগকে ভূষিতা করুক; বেনীবদ্ধ
কেশপাশে ও স্বর্ণ বা মুক্তা বা বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা নয়, ১০ কিন্তু-
যাহা ঈশ্বর ভক্তি অঙ্গীকরিনী নারীগণের যোগ্য- সৎক্রিয়ায় ভূষিতা
হউক। ১১ নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্ব্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক।
১২ আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার অনুম-
তি নারীকে দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। ১৩ কারণ প্রথমে
আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মান করা হইয়াছিল। ১৪ আর আদম প্রব-
ঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিত হইয়া অপরাধে পতিতা হই-
লেন। ১৫ তথাপি যদি, আত্মসংযমের সহিত বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্র-
তায় তাহারা স্থির থাকে, তবে নারী সন্তান প্রসব দিয়া পরিত্রান পাই-
বে।

অধ্যক্ষ ও পরিচরকের বিষয়।

৩ এই কথা বিশ্বসনীয়, যদি কেহ অধ্যক্ষপদের আকাঙ্খী হন,
তবে তিনি উত্তম কার্য্য বাঞ্ছা করেন। ২ অতএব ইহা আব্যশক
যে, অধ্যক্ষ অনিন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী, মিতাচারী, আত্মসংযমী,
পরিপাটী, অতিথিসেবক, এবং শিক্ষাদানে নিপুন হন; ৩ মদ্যপানে
আসক্ত কিম্বা প্রহারক না হন, কিন্তু ক্ষান্ত, নির্ব্বিরোধ ও অর্থলোভ-
শুন্য হন,
৪ আপন ঘরের শাসন উত্তমরূপে করেন, এবং সম্পূর্ণ ধীরতা সহ-
কারে সন্তানগনকে বশে রাখেন; ৫ কিন্তু যদি কেহ ঘর শাসন করিতে
না জানে, সে কেমন করিয়া ঈশ্বরের মন্ডলীর তত্ত্বাবধান করিবে?
৬ তিনি নতুন শিষ্য না হউন, পাছে গর্ব্বান্ধ হইয়া দিয়াবলের বিচারে
পতিত হন। ৭ আর বহিঃস্থ লোকদের কাছেও উত্তম সাক্ষ্য প্রাপ্ত হুয়া
তাঁহার আব্যশক, পাছে তিরস্কারে ও দিয়াবলের জালে পতিত হন।
৮ সেইরূপ পরিচারকদেরও আব্যশক, যেন তাঁহারা ধীর হন, যেন দ্বি-

বাক্যবাদী, বহু মদ্যপানে আসক্ত, কুৎশীত লাভের আকাঙ্খী না হন,
৯ এবং শুচী সংবেদে বিশ্বাসের নিগুঢ়তত্ত্ব ধারন করেন। ১০ আর
অগ্রে তাঁহাদেরও পরীক্ষা করা হউক, যদি তাঁহারা অনিন্দনীয় হন,
তবে পরিচারকের কর্ম্ম করুন। ১১ তদ্রুপ স্ত্রীলোকেরাও ধীর, অনপ-
বাদিকা, মিতাচারীনি এবং সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্তা হউন। ১২ পরিচারকে-
রা এক এক জন এক এক স্ত্রীর স্বামী হউন, এবং সন্তান সন্ততি ও
আপন আপন ঘর উত্তমরূপে শাসন করুন। ১৩ কেননা যাঁহারা উত্তম-
রূপে পরিচারকের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের জন্য সুপ্র-
তিষ্ঠা, এবং খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে অতিশয় সাহস লাভ করেন।

খ্রীষ্টীয় মন্ডলী জীবন্ত ঈশ্বরের গৃহ।

১৪ আমি শীঘ্রই তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, এমন আশা করিয়া
তোমাকে এই সকল লিখিলাম; ১৫ কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয়, তবে
যেন তুমি জানিতে পার যে, ঈশ্বরের গৃহ মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার
করিতে হয়; সেই গৃহ ত জীবন্ত ঈশ্বরের মন্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ়
ভিত্তি। ১৬ আর ভক্তির নিগুঢ়তত্ত্ব মহৎ, ইহা সর্ব্বসম্মত, যিনি মাংসে
প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্ম্মিক প্রতিপন্ন হইলেন, দূতগনের নি-
কট দর্শন দিলেন, জাতিগনের মধ্যে প্রচারিত হইলেন, জগতে বিশ্বাস
দ্বারা গৃহীত হইলেন, সপ্রতাপে উর্দ্ধে নীত হইলেন।

অদ্যক্ষের উপযুক্ত ব্যবহার।

৪ কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন, উত্তরকালে কতক লোক ভ্রা-
ন্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগনের শিক্ষা মালায় মন দিয়া
বিশ্বাস হইতে সরিয়া পরিবে। ২ ইহা এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায়
ঘটিবে, যাহাদের নিজ সংবেদ, তপ্ত লৌহের দাগের মত দাগযুক্ত হই-
য়াছে। ৩ তাহারা বিবাহ নিষেধ করে, এবং বিবিধ খাদ্যের ব্যবহার নি-
ষেধ করে, যাহা যাহা ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন,
যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যের তত্ত্ব জানে, তাহার ধন্যবাদ পূর্ব্বক-ভোজন
করে।
৪ বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্তই ভালো; ধন্যবাদ সহকারে গ্রহন
করিলে, কিছুই অগ্রাহ্য নয়, ৫ কেননা ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনা দ্বা-
রা তাহা পবিত্রীকৃত হয়। ৬ এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে মনে করাইয়া
দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবে; যে বিশ্বাসের ও উত্তম
শিক্ষার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার বাক্যে পোষিত থাকি-
বে; ৭ কিন্তু ধর্ম্ম বিরুপক এবং জরাতুর স্ত্রীলোক যোগ্য গল্প সকল
অগ্রাহ্য কর। ৮ আর ভক্তিতে দক্ষ হইতে অভ্যাস কর; কেননা শারি-
রীক দক্ষতায় অভ্যাস অল্প বিষয়ে সুফলদায়ক হয়; কিন্তু ভক্তি
সর্ব্ববিষয়ে সুফলদায়িকা, তাহা বর্ত্তমান ও ভবিষৎ জীবনের প্রতি-
গজ্ঞা যুক্ত। ৯ এই কথা বিশ্বসনীয় এবং সর্ব্বতোভাবে গ্রহনের যোগ্য;
১০ কারণ ইহারই নিমিত্ত আমরা পরিশ্রম ও প্রানপন করিতেছি; কেন-
না যিনি সমস্ত মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসীবর্গের ত্রানকর্ত্তা, আমরা
সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি। ১১ তুমি এই সকল
বিষয় আজ্ঞা কর ও শিক্ষা দেও। ১২ তোমার যৌবন কাহাকেও তুচ্ছ
করিতে দিও না; কিন্তু বাক্যে আচার ব্যবহারে, প্রেমে, বিশ্বাসে, ও শু-
দ্ধতায় বিশ্বাসীগনের আদর্শ হও। ১৩ আমি যতদিন না আসি, তুমি
পাঠ করিতে এবং প্রবোধ ও শিক্ষা দিতে নিবিষ্ট থাক। ১৪ তোমার
অন্তরস্থ সেই অনুগ্রহ-দান অবহেলা করিও না, যাহা ভাববাণী দ্বারা
প্রাচীনবর্গের হস্তার্পণ সহকারে তোমাকে দত্ত হইয়াছে। ১৫ এ সকল
বিষয়ে চিন্তা কর, এ সকলে স্থিতি কর, যেন তোমরা উন্নতি সকলের
প্রত্যক্ষ হয়। ১৬ আপনার বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান
হও, এ সকলে স্থির থাক; কেননা তাহা করিলে তুমি আপনাকে ও
যাহারা তোমার কথা শুনে, তাহাদিগকেও পরিত্রান করিবে।

৫ তুমি কোন প্রাচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাহাকে পি-
তার ন্যায়, যুবকদিগকে ভ্রাতার ন্যায়, ২ প্রাচীনাদিগকে মাতার
ন্যায়, যুবতীদিগকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ ভাবে ভগিনীর ন্যায় জানিয়া অনুনয়
কর।

মন্ডলীস্থ বিধবাদের বিষয়।

৩ যাহারা প্রকৃত বিধবা, সেই বিধবাদিগকে সমাদর কর।
৪ কিন্তু যদি কোন বিধবার পুত্র কি পৌত্রগণ থাকে, তবে তাহারা
প্রথমতঃ নিজ বাটীর লোকদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে ও পিতা-
মাতার প্রত্যুপকারে করিতে শিক্ষা করুক; কেননা তাহাই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে গ্রাহ্য। ৫ যে স্ত্রী প্রকৃত বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরের উপরে
প্রত্যাশা রাখিয়া রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনায় নিবিষ্টা থাকে। ৬ কিন্তু
যে বিলাসিনী, সে জীবদ্দশায় মৃতা। ৭ এই সমস্ত আজ্ঞা কর, যেন তা-
হারা অনিন্দনীয় হয়। ৮ কিন্তু যে কেহ আপনার সম্পর্কীয় লোকদের
বিশেষতঃ নিজ পরিজনগনের জন্য চিন্তা না করে, তাহা হইলে সে
বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াছে, এবং অবিশ্বাসী অপেক্ষা অধম হইয়া-
ছে। ৯ বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই গণনা করা হউক, যাহার বয়স
ষাট বছরের নীচে নয়, ও যাহার একমাত্র স্বামী ছিল, ১০ এবং যাহার
পক্ষে নানা সৎকর্ম্মের প্রমান পাওয়া যায়; অর্থাৎ যদি সে সন্তানদের
লালন পালন করিয়া থাকে, যদি অতিথি সেবা করিয়া থাকে, যদি
পবিত্রদিগের পা ধুইয়া থাকে, যদি ক্লিষ্টদিগের উপকার করিয়া থা-
কে, যদি সমস্ত সৎকর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। ১১ কিন্তু যুবতী বি-
ধবাদিগকে অস্বীকার কর, কেননা খ্রীস্টের বিরুদ্ধে বিলাসিনী হইলে
তাহারা বিবাহ করিতে চায়; ১২ তাহারা প্রথম বিশ্বাস অগ্রাহ্য করাতে
দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ১৩ ইহা ছাড়া তাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া
অলস হইতে শিখে; কেবল অলসও নয়, বরং বাচাল ও অনধিকার-
চর্চাকরিনী হইতে ও অনুচিত কথা কহিতে শিখে। ১৪ অতএব আমার
বাসনা এই, যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান প্রাসব করুক,
বিপক্ষকে নন্দ করিবার কোন সূত্র না দিউক। ১৫ কেননা ইতিপূর্ব্বে
কেহ কেহ শয়তানের পশ্চাৎ বিপথগামিনী হইয়াছে। ১৬ যদি কোন
বিশ্বাসিনী মহিলার ঘরে বিধবাগণ থাকে, তিনি তাহাদের উপকার
করুন; মন্ডলী ভারগ্রস্ত না হউক, যেন প্রকৃত বিধবাগনের উপকার
করিতে পারে।

নানাবিধ উপদেশ।

১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করেন, বিশেষতঃ যাঁহারা বাক্য
ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা দ্বিগুন সমাদরের যোগ্য গণিত
হউন। ১৮ কারণ শাস্ত্র বলে, “শস্যমর্দ্দনকারী বলদের মুখে জালতি
বাঁধিও না;” আর, “কার্য্যকারী আপন বেতনের যোগ্য।” ১৯ দুই তিন
জন সাক্ষী ব্যতিরেকে কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য
করিও না। ২০ যাহারা পাপ করে, তাহাদিগকে সকলের সাক্ষাতে অনু-
যোগ কর; যেন অন্য সকলেও ভয় পায়। ২১ আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যী-
শুর ও মনোনীত দুত্গনের সাক্ষাতে তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতে-
ছি, তুমি পূর্ব্বধারণা ব্যতিরেকে এই সকল বিধি পালন কর, পক্ষপা-
তের বশে কিছুই করিও না। ২২ কাহারও উপরে হস্তার্পণ করিতে সত্বর
হইও না, এবং পরপাপের ভাগী হইও না; আপনাদিগকে শুদ্ধ করিয়া
রক্ষা কর। ২৩ এখন অবধি কেবল জল পান করিও না, কিন্তু তোমার
উদরের জন্য ও তোমার বার বার অসুখ হয় বলিয়া কিঞ্চিৎ দ্রাক্ষা-
রস ব্যবহার করিও। ২৪ কোন কোন লোকের পাপ সুস্পষ্ট, বিচারের
পথে অগ্রগামী; আবার কোন কোন লোকের পাপ তাহাদের পশ্চাদ-
গামী। ২৫ সৎকর্ম্মও তদ্রুপ সুস্পষ্ট; আর যাহা যাহা অন্যবিধ, সেগুলি
গুপ্ত রাখিতে পারা যায় না।

৬ যে সকল লোক যোঁয়ালীর অধীন দাস, তাহারা আপন আপন
কর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্ব-
রের নাম এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়। ২ আর যাহাদের বিশ্বাসী কর্ত্তা
আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং
আরও যত্নে দাস্যকর্ম্ম করুক, কেননা যাঁহারা সেই সদ্ব্যবহারে ফল
ভোগ করেন, তাঁহারা বিশ্বাসী ও প্রেমের পাত্র। ৩ এই সকল শিক্ষা
দেও ও অনুনয় কর। যদি কেহ অন্যবিধ শিক্ষা দেয়, এবং নিরাময়
বাক্য, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের বাক্য, ও ভক্তির অনুরূপ
শিক্ষা স্বীকার না করে,
৪ তবে সে গর্ব্বান্ধ, কিছুই জানে না, কিন্তু বিতন্ডা ও বাগযুদ্ধের বি-
ষয়ে রোগগ্রস্ত হইয়াছে; এ সকলের ফল মাৎসর্য্য, বিরোধ, ৫ বিবিধ
নিন্দা, কুসন্দেহ, এবং নষ্টবিবেক ও হীনসত্য লোকদের চিরবিসং-
বাদ; এ প্রকার লোকেরা ভক্তিকে লাভের উপায় জ্ঞান করে। ৬ বাস্ত-
বিকই ভক্তি, সন্তোষযুক্ত হইলে, মহালাভের উপায়, ৭ কেননা আমরা
জগতের কিছুই সঙ্গে আনী নাই, কিছুই সঙ্গে আনি নাই, কিছুই সঙ্গে
করিয়া লইয়া যাইতেও পারি না; ৮ কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদন পাইলে আমরা
তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। ৯ কিন্তু যাহারা ধনী হইতে বাসনা করে, তাহা-
রা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানাবিধ মুঢ় ও হানিকর অভিলাষে
পতিত হয়, সে সকল মনুষ্যদিগকে সংহারে ও বিনাশে মগ্ন করে।
১০ কেননা ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাহাতে রত হওয়াতে
কতক লোক বিশ্বাস হইতে বিপথগামী হইয়াছে, এবং অনেক যাতনা-
রূপ কন্টকে আপনারা আপনাদিগকে বিদ্ধ করিয়াছে। ১১ কিন্তু তুমি,
হে ঈশ্বরের লোক, এই সকল হইতে পলায়ন কর; এবং ধার্ম্মিকতা,
ভক্তি, বিশ্বাসে, প্রেম, ধৈর্য্য, মৃদুভাব, এই সকলের অনুধাবন কর।
১২ বিশ্বাসে উত্তম যুদ্ধে প্রানপন কর; অনন্ত জীবন ধরিয়া রাখ; তাহা-
রই নিমিত্ত তুমি আহুত হইয়াছ, এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই
উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়াছ। ১৩ সকলের জীবনদাতা ঈশ্বরের সা-
ক্ষাতে, এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের কাছে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞারূপ
সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, আমি তোমাকে এই
আজ্ঞা করিতেছি, ১৪ তুমি ধর্ম্মবিধি নিস্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; প্রভু
যীশু খ্রীস্টের সেই প্রকাশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, ১৫ যাহা যাহা পরমধন্য ও
একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, উপ-
যুক্ত সময়-সমূহে প্রদর্শন করিবেন; ১৬ যিনি অমরতার একমাত্র অধি-
কারী, অগম্য দ্বীপ্তিনিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ, কখনও
দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকা-
লস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন। ১৭ যাহারা এই যুগে ধনবান তাহাদি-
গকে এই আজ্ঞা দেও, যেন তাহারা গর্ব্বিতমনা না হয়, এবং ধনের
অস্থিরতার মনে উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই
আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন, সেই ঈশ্বরের উপরে প্রত্যাশা রা-
খে; ১৮ যেন পরের উপরকার করে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান হয়,
দানশীল হয়, সহভাগীকরনে তৎপর হয়; ১৯ এইরূপে তাহারা আপনা-
দে নিমিত্ত ভাবীকালের জন্য উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ নিধি প্রস্তুত
করুক, যেন, যাহা প্রকৃতরূপে জীবন, তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারে।
২০ হে তীমথিয়, তোমার কাছে যাহা গচ্ছিত হইয়াছে, তাহা সাবধানে
রাখ; যাহা অযথারূপে বিদ্যা নাম আখ্যাত, তাহার ধর্ম্মবিরুপক নিঃ-
সার শব্দাড়ম্বর ও বিরোধবাণী হইতে বিমুখ হও; ২১ সেই বিদ্যা অঙ্গী-
কার করিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। অনুগ্রহ
তোমাদের সহবর্ত্তী হউক।

২ তীমথি

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র। মঙ্গলাচরণ। স্থির ও বিশ্বস্ত থাকিতে আদেশ।

১ পৌল, যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় জীবনের প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের
ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,- আমার প্রিয় বৎস তীমথিয়ের
সমীপে। ২ পিতা সবার ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ,
দয়া ও শান্তি বর্ত্তুক। ৩ ঈশ্বর, যাঁহার আরাধনা আমি পিতৃপুরুষাবধি
শুচী সংবেদে করিয়া থাকি, তাঁহার ধ্যনবাদ করি যে, আমার বিনতি-
তে সতত তোমাকে স্মরণ করিতেছি;
৪ তোমার অশ্রুপাত স্মরণ করিয়া রাত দিন তোমাকে দেখিবার
আকাঙ্খা করিতেছি, যেন আনন্দে পূর্ণ হই; ৫ তোমার অন্তরস্থ অক-
ল্পিত বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিতেছি, যাহা অগ্রে তোমার মাতামহী
লোয়ীর ও তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে বাস করিত, এবং আমার
নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার অন্তরেও বাস করিতেছে। ৬ এই কারণ তো-
মাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে
অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপ্ত কর। ৭ কেননা ঈশ্বর
আমাদিগকে ভীরুতার আত্মা দেন নাই, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবু-
দ্ধির আত্মা দিয়াছেন। ৮ অতএব আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের বিষয়ে,
এবং তাঁহার বন্দি যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হইও না,
কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমাচারের সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার
কর; ৯ তিনিই আমাদিগকে পরিত্রান দিয়াছেন, এবং পবিত্র আহ্বানে
আহ্বান করিয়াছেন, আমাদের কার্য্য অনুসারে, এমন নয়, কিন্তু
নিজ সংকল্প ও অনুগহ অনাদিকালের পূর্ব্বে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগ-
কে দত্ত হইয়াছিল, ১০ এবং এখন আমাদের ত্রানকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশুর প্র-
কাশপ্রাপ্তি দ্বারা প্রকাশিত হইল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করিয়াছেন,
এবং সুসমাচার দ্বারা জীবন ও অক্ষয়তাকে দীপ্তিতে আনিয়াছেন।
১১ সেই সুসমাচারের সম্বন্ধে আমি প্রচারক, প্রেরিত ও গুরু বলিয়া
নিযুক্ত হইয়াছি। ১২ এই কারণ এত দুঃখভোগও করিতেছি, তথাপি
লজ্জিত হইও না, কেননা যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তাঁহাকে জানি,
এবং দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করিতেছি যে, আমি তাঁহার কছে যাহা গচ্ছিত
রাখিয়াছি, তিনি সেই দিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ। ১৩ তুমি
আমার কাছে যাহা যাহা শুনিয়াছ, সেই নিরাময় বাক্যসমূহের আদর্শ
খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর। ১৪ তোমার কাছে যে
উত্তম ধন গচ্ছিত আছে, তাহা যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন,
সেই পবিত্র আত্মা দ্বারা রক্ষা কর। ১৫ তুমি যেন, এশিয়াতে যাহারা
আছে, তাহারা সকলে আমার নিকট হইতে সরিয়া পড়িয়াছে; তাহা-
দের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনি আছে। ১৬ প্রভু অনীষিফের পরিবারকে
দয়া প্রদান করুন, কেননা তিনি বার বার আমার প্রাণ জুড়াইয়াছেন,
এবং আমার শৃঙ্খল হেতু লজ্জিত হন নাই; ১৭ বরং তিনি রোমে উপ-
স্থিত হইলে যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া-
ছিলেন- ১৮ প্রভু তাঁহাকে এই বর দিউন, যেন সেই দিন তিনি প্রভুর
নিকট দয়া পান- আর ইফিষে তিনি কত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন,
তাহা তুমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার কর্ত্তব্য।

২ অতএব, হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে
বলবান হও। ২ আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য
আমার কাছে শুনিয়াছ, সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ
কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে। ৩ তুমি
খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত [আমার] সহিত ক্লেশভোগ স্বীকার
কর।
৪ কেহ যুদ্ধ করিবার সময়ে আপনাকে সাংসারিক ব্যাপাররূপ পা-
শে বদ্ধ হইতে দেয় না,যেন তাহাকে যে ব্যক্তি যোদ্ধা করিয়া নিযুক্ত
করিয়াছে, তাহারই তুষ্টিকর হইতে পারে। ৫ আবার কোন ব্যক্তি যদি
মল্লযুদ্ধ করে, সে বিধিমত যুদ্ধ না করিলে মুকুটে বিভূষিত হয় না।
৬ যে কৃষক পরিশ্রম করে, সেই প্রথমে ফলের ভাগী হয় ইহা উপযুক্ত।
৭ আমি যাহা বলি, তাহা বিবেচনা কর; কারণ প্রভু সর্ব্ববিষয়ে তোমা-
কে বুদ্ধি দিবেন। ৮ যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ কর; আমার সুসমাচার অনু-
সারে তিনি মৃতগনের মধ্য হইতে উত্থাপিত, দায়ুদের বংশজাত;
৯ সেই সুসমাচার সম্বন্ধে আমি দুস্কর্ম্মকারীর ন্যায় বন্ধনদশা পর্য্যন্ত
ক্লেশভোগ করিতেছি; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বদ্ধ হয় নাই। ১০ এই কারণ
আমি মনোনীতদের নিমিত্ত সকলই সহ্য করি, যেন তাহারাও খ্রীষ্ট যী-
শুতে স্থিত পরিত্রান অনন্তকালীয় প্রতাপের সহিত প্রাপ্ত হয়। ১১ এই
কথা বিশ্বসনীয়; কারণ আমরা যদি তাঁহার সহিত মরিয়া থাকি, তাঁ-
হার সহিত জীবিতও হইব; ১২ যদি সহ্য করি, তাঁহার সহিত রাজত্বও
করিব; যদি তাঁহাকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদিগকে অস্বীকার
করিবেন; ১৩ আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ
তিনি আপনাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। ১৪ এই সকল কথা স্ম-
রণ করাইয়া দেও, দৃঢ় প্রমান দেও, যেন লোকেরা বাগযুদ্ধ না করে,
কেননা তাহাতে কোন ফল দর্শে না, যাহারা শুনে তাহাদের নিপাত
হয়। ১৫ তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে
যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই,
যে সত্যের বাক্য যথার্থ রূপে ব্যবহার করিতে জানে। ১৬ কিন্তু ধর্ম্মবি-
রুপক নিঃস্বার শব্দাড়ম্বর হইতে পৃথক থাক; কেননা সেই প্রকার
লোক ভক্তিলঙ্ঘনে অধিক অগ্রসর হইবে, ১৭ এবং তাহাদের বাক্য
গলিত ক্ষতের ন্যায় উত্তর উত্তর ক্ষয় করিবে। হুমিনায় ও ফিলীত
তাহাদের মধ্যে; ১৮ ইহারা সত্যের সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, বলিতে-
ছে, পুনরুত্থান হইয়া গিয়াছে, এবং কাহারও কাহারও বিশ্বাস উল্টা-
ইয়া ফেলিতেছে। ১৯ তথাপি ঈশ্বর স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রহিয়া-
ছে, তাহার উপরে এই কথা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, “প্রভু জানেন, কে
কে তাঁহার”; এবং “যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হির
দূরে থাকুক।” ২০ কিন্তু কোন বৃহৎ বাটীতে কেবল স্বর্ণের ও রৌপের
পাত্র নয়, কাষ্ঠের ও মৃত্তিকার পাত্রও থাকে; তাহার কতকগুলি সমা-
দরের, কতকগুলি অনাদরের পাত্র। ২১ অতএব যদি কেহ আপনাকে
এই সকল হইতে শুচী করে, তবে সে সমাদরের পাত্র, পবিত্রীকৃত,
কর্ত্তার কার্য্যের উপযোগী, সমস্ত সৎক্রিয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে।
২২ কিন্তু তুমি যৌবনকালের অভিলাষ হইতে পলায়ন কর; এবং যাহা-
রা শুচী হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্ম্মিকতা, বিশ্বাস,

প্রেম ও শান্তির অনুধাবন কর। ২৩ কিন্তু মূঢ় ও অজ্ঞান বিতন্ডা সকল
অস্বীকার কর; তুমি জান, এ সকল যুদ্ধ উৎপন্ন করে। ২৪ আর যুদ্ধ
করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নহে; কিন্তু সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষা-
দানে নিপুন, সহনশীল হওয়া, ২৫ এবং মৃদু ভাবে বিরোধিগনকে শা-
সন করা তাহার উচিত; হয় ত ঈশ্বর তাহাদিগকে মনপরিবর্ত্তন দান
করিবেন, ২৬ যেন তাহারা সত্যের তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার
ইচ্ছা সাধনের নিমিত্ত প্রভুর দাসের দ্বারা দিয়াবলের ফাঁদ হইতে জী-
বনার্থে ধৌত হইয়া চেতনা পাইয়া বাঁচে।

শেষ কালের বিষম সময়ের বিষয়।

৩ কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে।
২ কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী,
ধর্ম্মনিন্দক, পিতামাতার অবাধ্য, ৩ অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষ-
মাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়,
৪ প্রচন্ড, সদবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয়
নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে; ৫ লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তা-
হার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; তুমি এইরূপ লোকদের হইতে সরি-
য়া যাও। ৬ ইঅহ্দের মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা ছলপূর্ব্বক গৃ-
হে গৃহে প্রবেশ করিয়া পাপে ভারাক্রান্ত ও নানাবিধ অভিলাষে চালি-
তা যে স্ত্রীলোকেরা সতত শিক্ষা করে, ৭ তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না, তাহাদিগকে বন্দি করিয়া ফেলে। ৮ আর
যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রুপ ইহারা
সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে, এই লোকেরা নষ্টবিবেক, বিশ্বাস সম্বন্ধে
অপ্রামানিক। ৯ কিন্তু ইহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ
যেমন উহাদেরও হইয়াছিল, তেমনি ইহাদের মূঢ়তা সকলের কাছে
ব্যক্ত হইবে।

ঈশ্বরের শাস্ত্র বিশ্বাসীর পরিপক্ক হইবার উপায়।

১০ কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘস-
হিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য্য, নানাবিধ তাড়না, ও দুঃখভোগের অনুসরণ
করিয়াহ; ১১ আন্তিয়খিয়াতে, ইকনিয়ে, লুস্ত্রায় আমার প্রতি কি কি
ঘটিয়াছিল; কত তাড়না সহ্য করিয়াছি। আর সেই সমস্ত হইতে
আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। ১২ আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যী-
শুতে জীবন ধারাঁও করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না
ঘটিবে। ১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও
আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে। ১৪ কিন্তু তু-
মি যাহা যাহা শিখিয়াছ ও যাহার যাহার প্রমান জ্ঞাত হইয়াছ, তাহা-
তেই স্থির থাক; তুমি ত জান যে, কাহাদের কাছে শিখিয়াছ।
১৫ আরও জান, তুমি শিশুকাল অবধি পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আচ,
সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রানের নিমি-
ত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে। ১৬ ঈশ্বর- নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি
আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধীয় শা-
সনের নিমিত্ত উপকারী, ১৭ যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎ-
কর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।

বৃদ্ধ বন্দি পৌলের শেষ কথা।

৪ আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি জীবিত ও মৃতগনের বি-
চার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও
তাঁহার রাজ্যের দোহাই দিয়া, তোমাকে এই দৃঢ় আজ্ঞা দিতেছি; ২ তু-
মি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ
সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদান-পূর্ব্বক অনুযোগ কর, ভর্ত্সনা কর, চেতনা
দেও। ৩ কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শি-
ক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কানচুলকানি বিশিষ্ট হইয়া আপন আপন
অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে,
৪ এবং সত্য হইতে কান ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে।
৫ কিন্তু তুমি সর্ব্ববিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ স্বীকার কর, সুস-
মাচার প্রচারকের কার্য্য কর, তোমার পরিচর্য্যা সম্পন্ন কর। ৬ কেন-
না, এখন আমি পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় ঢালা যাইতেছি, এবং আমার
প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ৭ আমি উত্তম যুদ্ধে প্রানপন করি-
য়াছি, নিরুপিত পথের শেষ পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়া-
ছি। ৮ এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্ম্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়া-
ছে; প্রভু সেই ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা, সেই দিন আমাকে তাহা দিবেন;
কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাহার প্রকাশপ্রাপ্তি ভাল বাসি-
য়াছে, সেই সকলও দিবেন। ৯ তুমি শীঘ্র আমার কাছে আসিতে যত্ন
কর; ১০ কেননা দীমা এই বর্ত্তমান যুগ ভাল বাসাতে আমাকে ত্যাগ
করিয়াছে, এবং থিষলনীকীতে গিয়াছে; ক্রীস্কেন্ত গালাতিয়াতে, তীত
দালমিয়াতে গিয়াছেন; ১১ একা লুক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন।তুমি
মার্ককে সঙ্গে করিয়া আইস, কেননা তিনি পরিচর্য্যা বিষয়ে আমার
বড় উপকারী। ১২ আর তুখিককে আমি ইফিষে পাঠাইয়াছি। ১৩ ত্রো-
য়াতে কার্পের কাছে যে শালখানি রাখিয়া আসিয়াছি, তুমি আসিবার
সময়ে সেখানি এবং পুস্তকগুলি, বিশেষতঃ চর্ম্মের পুস্তক কয়খানি,
সঙ্গে করিয়া আনিও। ১৪ আলেকসান্দর কাংসাকার আমার বিস্তর
অপকার করিয়াছে; প্রভু তাহার কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল তাহাকে
দিবেন। ১৫ তুমিও সেই ব্যক্তি হইতে সাবধান থাকিও, কেননা সে
আমাদের বাক্যের অত্যন্ত প্রতিরোধ করিয়াছিল। ১৬ আমার প্রথম
বার আত্মপক্ষ সম্মর্থন কালে কেহ আমার পক্ষে উপস্থিত হইল না;
সকলে আমাকে পরিত্যাগ করিল; ইহা তাহাদের প্রতি গণিত না
হউক। ১৭ কিন্তু প্রভু আমার নিকটে দাঁড়াইলেন, এবং আমাকে বল-
বান করিলেন, যেন আমা দ্বারা প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং পরজা-
তীয় সকল লোকে তাহা শুনিতে পায়; এ আমি সিংহের মুখ হইতে
রক্ষা পাইলাম। ১৮ প্রভু আমাকে সমুদয় মন্দ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করি-
বেন এবং আপনার স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করিবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে তাঁহার মহিমা হোক। আমেন। ১৯ প্রিস্কাকে ও আক্কিলাকে এবং
অনীষীফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ কর। ২০ ইরাস্ত করিন্থে রহিয়া-
ছেন, এবং ত্রফিম পীড়িত হওয়াতে আমি তাঁহাকে মিলীতে রাখিয়া
আসিয়াছি। ২১ তুমি শীতকালের পূর্ব্বে আসিতে যত্ন করিও। উবুল,
পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং সকল ভ্রাতা তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতে-
ছেন। ২২ প্রভু তোমার আত্মার সহবর্ত্তী হউন। অনুগ্রহ তোমাদের সহ-
বর্ত্তী হউক।

তীত

মঙ্গলাচরণ। মন্ডলী-শাসন সম্বন্ধীয় কথা।

১ পৌল, ঈশ্বরের দাস ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত, ঈশ্বরের মনোনী-
তগনের বিশ্বাস অনুসারে, এবং ভক্তি অনুযায়ী সত্যের তত্ত্ব-
জ্ঞান অনুসারে, ২ যে সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যাহা মি-
থ্যাকথনে অসমর্থ ঈশ্বর অতি পূর্ব্ব কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,
৩ এবং যথা সময়ে আপন বাক্য ঘোষনাতে ব্যক্ত করিলেন; আমাদের
ত্রানকর্ত্তা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সেই ঘোষণার ভার আমার নিকটে
সমর্পিত হইয়াছে-
৪ সাধারণ বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার যথার্থ বৎস তীতের সমীপে। পিতা
ঈশ্বর এবং আমাদের ত্রানকর্ত্তা খ্রীষ্ট যীশু হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি
বর্ত্তুক।

অধ্যক্ষের বিষয়।

৫ আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন
যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও, এবং যেমন আমি
তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত
কর; ৬ যে ব্যক্তি অনিন্দনীয় ও কেবল এক স্ত্রীর স্বামী, যাঁহার সন্তান-
গণ বিশ্বাসী, নষ্টামী দোষে অপবাদিতা বা অদম্য নয় (তাহাকে নিযু-
ক্ত কর)। ৭ কেননা ইহা আবশ্যক যে, অধ্যক্ষ ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ বলি-
য়া অনিন্দনীয় হন; স্বেচ্ছাচারী কি আশুক্রোধী কি মদ্যপানে আসক্ত
কি প্রহারক কি কুৎসিত লাভের লোভী না হন, ৮ কিন্তু অতিথিসেবক,
সৎপ্রেমিক, সংযত, ন্যায়পরায়ন, সাধু ও জিতেন্দ্রিয় হন, ৯ এবং শি-
ক্ষানুরূপ বিস্বসনীয় বাক্য ধরিয়া থাকেন, এই প্রকারে যেন তিনি নি-
রাময় শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং প্রতিকুলবাদীদের দোষ ব্যক্ত
করিতে সমর্থ হন। ১০ কারণ অনেক অদম্য লোক. অসার বাক্যবাদী
ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বকছেদীদের মধ্যে আছে; তা-
হাদের মুখ বন্ধ করা চাই। ১১ তাহারা কুৎসিত লাভের অনুরোধে অনু-
পযুক্ত শিক্ষা দিয়া কখন কখন একেবারে ঘর উল্টাইয়া ফেলে।
১২ তাহাদের এক জন, তাহাদের এক স্বদেশীয় ভাববাদী বলিয়াছেন,
‘ক্রীতীয়েরা নিয়ত মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক’। ১৩ এই সা-
ক্ষ্য সত্য; এ জন্য তুমি তাহাদিগকে তীক্ষ্ণভাবে অনুযোগ কর; যেন
তাহারা বিশ্বাসে নিরাময় হয়, ১৪ যিহুদীয় গল্পে, ও সত্য হইতে বিমুখ
মনুষ্যদের আজ্ঞায়, মনোযোগ না করে। ১৫ শুচীগনের পক্ষে সকলই
শুচী; কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচী নয়, বরং
তাহাদের মন ও সংবেদ উভয়ই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৬ তাহারা
স্বীকার করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাকে অস্বীকার
করে; তাহারা ঘৃনাস্পদ ও অবাধ্য এবং সমস্ত সৎক্রিয়া পক্ষে অপ্রা-
মানিক।

প্রাচীন, যুবক, দাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লোকের কর্তব্য।

২ কিন্তু তুমি নিরাময় শিক্ষার উপযুক্ত কথা বল। ২ বৃদ্ধদিগকে
বল, যেন তাঁহারা মিতাচারী, ধীর, সংযত, [এবং] বিশ্বাসে, প্রে-
মে, ধৈর্য্যে নিরাময় হন। ৩ সেইরূপে প্রাচীনাদিগকে বল, যেন তাঁহারা
আচার ব্যবহারে ভয়শীলা হন, অপবাদিকা কি বহুমদ্যের দাসী না
হন, শুশিক্ষাদায়িনী হন;
৪ তাঁহারা যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তুলেন, যেন ইহারা
পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া, সংযতা, ৫ সতী, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা, সুশীলা,
ও আপন আপন স্বামীর বশীভুতা হয়, এইরূপে যেন ঈশ্বরের বাক্য
নিন্দিত না হয়। ৬ সেইরূপে যুবকদিগকে সংযত হইতে আদেশ কর।
৭ আর আপনি সর্ব্ববিষয়ে সৎক্রিয়ার আদর্শ হও, ৮ শিক্ষাতে অবি-
কার্য্যতা, ধীরতা, এবং অদূস্য নিরাময় বাক্য প্রদর্শন কর; যেন বিপ-
ক্ষ আমাদের বিষয়ে মন্দ বলিবার সূত্র না পাওয়াতে লজ্জিত হয়।
৯ দাসগণকে বল, যেন তাহারা আপন আপন স্বামীর বশীভূত ও
সর্ব্ববিষয়ে সন্তোষদায়ক হয়, প্রতিবাদ না করে, ১০ কিছুই আত্মসাৎ
না করে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উত্তম বিশ্বস্ততা দেখায়; যেন তাহারা
আমাদের ত্রানকর্ত্তা ঈশ্বরের শিক্ষা সর্ব্ববিষয়ে ভূষিত করে।

খ্রীস্টের অবতার ও পুনরাগমনের শুভফল।

১১ কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনু-
ষ্যের জন্য পরিত্রান আনয়ন করে, ১২ তাহা আমাদিগকে শাসন করি-
তেচা, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও সাংসারিক অভিলাষ সকল অস্বী-
কার করিয়া সংযত, ধার্ম্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন
যাপন করি, ১৩ এবং পরমধন্য আশাসিদ্ধির জন্য, এবং মহান ঈশ্বর
ও আমাদের ত্রানকর্ত্তা যীশু খ্রীস্টের প্রতাপের প্রকাশপ্রাপ্তির জন্য
অপেক্ষা করি। ১৪ ইনি আমাদের নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন,
যেন মূল্য দিয়া আমাদিগকে সমস্ত অধর্ম হইতে মুক্ত করেন, এবং
আপনার নিমিত্ত নিজস্ব প্রজাবর্গকে, সৎক্রিয়াতে উদ্যোগী প্রজাবর্গ-
কে, শুচী করেন। ১৫ তুমি এই সকল কথা বল, এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতার
সহিত উপদেশ দেও, ও অনুযোগ কর; তোমাকে তুচ্ছ করিতে কাহা-
কেও দিও না।

৩ তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেও, যেন তাহারা আধিপ-
ত্যের ও কর্ত্তৃত্বের বশীভূত হয়, বাধ্য হয়, সর্ব্বপ্রকার সৎক্রিয়ার
জন্য প্রস্তুত হয়, ২ কাহারও নিন্দা না করে, নির্ব্বিরোধ ও ক্ষমতাশীল
হয়, সকল মনুষ্যের কাছে সম্পূর্ণ মৃদুতা দেখায়। ৩ কেননা পূর্ব্বে
আমরাও নির্ব্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভো-
গের দাস, হিংসাতে ও মাৎসর্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও পরস্পর
দ্বেষকারী ছিলাম।
৪ কিন্তু যখন আমাদের ত্রানকর্ত্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানব-
জাতীর প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল, ৫ তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্ম-
কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র
আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রান করিলেন, ৬ সেই
আত্মাকে তিনি আমাদের ত্রানকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের উপরে
প্রচুররূপে ঢালিয়া দিলেন; ৭ যেন তাঁহারই অনুগ্রহে ধার্ম্মিক গণিত
হইয়া আমরা অনন্ত জীবনের প্রত্যাশানুসারে দায়াধিকারী হই। ৮ এই
কথা বিস্বসনীয়; আর আমার বাসনা এই যে, এই সকল বিষয়ে তুমি
দৃঢ়নিশ্চয়তায় কথা বল; যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা
যেন সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইবার চিন্তা করে। এই সকল বিষয় মনুষ্য-
দের পক্ষে উত্তম ও সুফলদায়ক। ৯ কিন্তু তুমি মুঢ়তার সকল বিতন্ডা,

বংশাবলী, বিবাদ ও ব্যবস্থাবিষয়ক বাগযুদ্ধ হইতে দূরে থাক; কেননা
এই সকল নিস্ফল ও আসার। ১০ যে ব্যক্তি দলভেদী, তাহাকে দুই
এক বার চেতনা বিবর পর অগ্রাহ্য কর; ১১ জানিও, এইরূপ ব্যক্তি
বিগড়াইয়া গিয়াছে, এবং সেই পাপ করে, আপনি আপনাকেই দোষী
করে। ১২ আমি যখন তোমার নিকটে আর্ত্তিমাকে কিম্বা তুখিককে পা-
ঠাই, তখন তুমি নীকপলিতে আমার কাছে আসিতে যত্নবান হইও;
কেননা সেই স্থানে আমি শীতকাল যাপন করিতে স্থির করিয়াছি।
১৩ ব্যবস্থাবেত্তা সীনাকে এবং আপল্লোকে যত্নপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেও,
তাঁহাদের যেন কোন বিষয়ের অভাব না হয়। ১৪ আর আমাদের লো-
কেরাও প্রয়োজনীয় উপকারার্থে সৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে অভ্যাস
করুক, যেন ফলহীন হইয়া না পড়ে। ১৫ আমার সঙ্গীরা সকলে তো-
মাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। যাঁহারা বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদিগকে ভা-
লবাসেন, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবাদ হেও। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের
সহবর্ত্তী হউক।

ফিলীমন

মঙ্গলাচরণ| ওনীষিমঃ নামক দাসের জন্য নিবেদন|

১ পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, এবং ভ্রাতা তীমথীয়- আমাদের প্রেম-
পাত্র ও সহকারী ফিলীমন, ২ আপ্পিয়া ভগিনী ও আমাদের সহ-
সেনা আর্খিপ্প এবং তোমাদের গৃহস্থিত মন্ডলী সমীপে| ৩ আমাদের
পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপ-
রে বর্ত্তুক|
৪ আমি আমার প্রার্থনাকালে তোমার নাম উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা
আমার ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া থাকি, ৫ কেননা তোমার যে প্রেম ও
যে বিশ্বাস প্রভু যীশুর প্রতি ও সমস্ত লোকের প্রতি আছে, সে কথা
শুনিতে পাইতেছি; ৬ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের
জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্য্যসাধক
হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি| ৭ কেননা তোমার প্রেমে আমি অনেক
আনন্দ ও আশ্বাস পাইয়াছি, কারণ, হে ভ্রাতা, তোমার দ্বারা পবিত্রগ-
ণের প্রাণ জুড়াইয়াছে| ৮ অতএব, যাহা উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে তোমাকে
আজ্ঞা দিতে যদিও খ্রীষ্টে আমার সম্পূর্ণ সাহস আছে, ৯ তথাপি
আমি প্রেম প্রযুক্ত বরং বিনতি করিতেছি- ঈদৃশ ব্যক্তি, সেই বৃদ্ধ
পৌল, এবং এখন আবার খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি ১০ -আমি নিজ বৎসের
বিষয়ে, বন্ধন-দশায় যাহাকে জন্ম দিয়াছি, সেই ওনীষিমের বিষয়ে
তোমাকে বিনতি করিতেছি| ১১ সে পূর্ব্বে তোমার অনুপযোগী ছিল,
কিন্তু এখন তোমার ও আমার, উভয়ের উপযোগী| ১২ তাহাকেই
আমি তোমার কাছে ফিরিয়া পাঠাইলাম, অর্থাৎ আমার নিজ প্রাণতু-
ল্য ব্যক্তিকে পাঠাইলাম| ১৩ আমি তাহাকে আমার কাছে রাখিতে চা-
হিয়া ছিলাম, যেন সুসমাচারের বন্ধন দশায় সে তোমার পরিবর্ত্তে
আমার পরিচর্য্যা করে| ১৪ কিন্তু তোমার সম্মতি বিনা কিছু করিতে
ইচ্ছা করিলাম না, যেন তোমার সৌজন্য আবশ্যকতার ফল না হইয়া
স্ব-ইচ্ছার ফল হয়| ১৫ কারণ হয় ত সে এই হেতুই কিয়ৎ কালের নি-
মিত্ত পৃথকীকৃত হইয়াছিল, যেন তুমি অনন্তকালের জন্য তাহাকে
পাইতে পার; ১৬ পুনরায় দাসের ন্যায় নয়, কিন্তু দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তির, প্রিয় ভ্রাতার ন্যায়; বিশেষরূপে সে আমার প্রিয়, এবং মাং-
সের ও প্রভুর, উভয়ের সম্বন্ধে তোমার কত অধিক প্রিয়| ১৭ অতএব
যদি আমাকে সহভাগী জান, তবে আমার তুল্য বলিয়া তাহাকে গ্রহণ
করিও| ১৮ আর যদি সে তোমার প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকে,
কিম্বা তোমার কিছু ধারে, তবে তাহা আমার বলিয়া গন্য কর;
১৯ আমি পৌল স্বহস্তে ইহা লিখিলাম; আমিই পরিশোধ করিব -তুমি
যে আমার কাছে ঋণবৎ আপনাকেও ধার, তোমাকে এ কথা বলিতে
চাই না| ২০ হাঁ, ভ্রাতা, প্রভুতে তোমা হইতে আমার লাভ হউক; তুমি
খ্রীষ্টে আমার প্রাণ জুড়াও| ২১ তোমার আজ্ঞাবহতায় দৃঢ় বিশ্বাস
আছে বলিয়া তোমাকে লিখিলাম; যাহা বলিলাম, তুমি তদপেক্ষাও
অধিক করিবে, ইহা জানি| ২২ কিন্তু আবার আমার জন্য বাসাও প্র-
স্তুত করিয়া রাখিও, কেননা আশা করি, তোমাদের প্রার্থনার দ্বারা
তোমাদিগকে প্রদত্ত হইব| ২৩ খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দি ইপাফ্রা
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন, ২৪ মার্ক, আরিষ্টার্খ দীমা ও লূক,
আমার এই সহবন্দিগণও করিতেছেন| ২৫ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হউক| আমেন|

ইব্রী

যীশু খ্রীষ্ট সর্ব্বপ্রধান মধ্যস্থ|যীশু দূতগণ অপেক্ষা মহান্

১ ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণেকে পিতৃ-
লোকদিগকে কথা বলিয়া, ২ এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগ-
কে বলিয়াছেন| তিনি ইহাকেই সর্ব্বাধিকারী দয়াদ করিয়াছেন, এবং
ইহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন| ৩ তিনি তাঁহার প্রতা-
পের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের
ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া উর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপ-
বিষ্ট হইলেন|
৪ স্বর্গদূত অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পাইয়া-
ছেন, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন| ৫ কারণ ঈশ্বর ঐ দূতগ-
ণের মধ্যে কাহাকে কোন সময়ে বলিয়াছেন, “তুমি আমার পুত্র,
আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি,” আবার, “আমি তাঁহার পিতা
হইব, ও তিনি আমার পুত্র হইবেন”? ৬ আর যখন তিনি প্রথমজাত-
কে আবার জগতে আনেন, তখন বলেন, “ঈশ্বরের সকল দূত ইহাঁর
ভজনা করুক|” ৭ আর দূতের বিষয়ে তিনি বলেন,“তিনি আপন দূ-
তগণকে বায়ুস্বরূপ করেন,আপন সেবকদিগকে অগ্নিশিখাস্বরূপ
করেন|” ৮ কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, “হে ঈশ্বর, তোমার সিং-
হাসন অনন্তকালস্থায়ী; আর সারল্যের শাসনদন্ডই তাঁহার রাজ্যের
শাসনদন্ড| ৯ তুমি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম, ও দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়াছ;
এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমানে আনন্দ-তৈলে|” ১০ আর,
“হে প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করিয়াছ, আকা-
শমন্ডলও তোমার হস্তের রচনা| ১১ সে সকল বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তু-
মিই নিত্যস্থায়ী; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, ১২ তুমি
পরিচ্ছদের ন্যায় সে সকল জড়াইবে,বস্ত্রের ন্যায় জড়াইবে, আর সে
সমস্তের পরিবর্ত্তন হইবে; কিন্তু তুমি যে, সেই আছ, এবং তোমার
বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না|” ১৩ কিন্তু তিনি দূতগণের মধ্যে
কাহাকে কোন্ সময়ে বলিয়াছেন,“তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবৎ
আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পদপীঠ না করি”? ১৪ উহাঁরা সক-
লে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে,
উহাঁরা কি তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত নহেন?

২ এই জন্য যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে অধিক আগ্রহের
সহিত মনোযোগ করা আমাদের উচিত, পাছে কোন ক্রমে ভা-
সিয়া চলিয়া যাই| ২ কেননা দূতগণ দ্বারা কথিত বাক্য যদি দৃঢ় হইল,
এবং লোকে কোন প্রকারে তাহা লঙ্ঘন করিলে কিম্বা তাহার অবাধ্য
হইলে যদি ন্যায়সিদ্ধ প্রতিফল দত্ত হইল, ৩ তবে এমন মহৎ এই পরি-
ত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা ত প্রথমে
প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের
নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল;
৪ ঈশ্বর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, নান চিহ্ন অদ্ভুত লক্ষণ ও বহু-
রূপ পরাক্রম-কার্য্য এবং পবিত্র আত্মার বর বিতরণ দ্বারা আপন
ইচ্ছানুসারেই করিতেছেন| ৫ বাস্তবিক যে ভাবী জগতের কথা আম-
রা কহিতেছি, তাহা তিনি দূতগণের অধীন করেন নাই| ৬ বরং কোন
স্থানে কেহ সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন,“মনুষ্য কি যে তুমি তাহাকে স্মরণ
কর?মনুষ্যসন্তানই বা কি যে তাহার তত্ত্বাবধান কর? ৭ তুমি দূতগণ
অপেক্ষা তাহাকে অল্পই নূন্য করিয়াছ,প্রতাপ ও সমাদর-মুকুট বিভূ-
ষিত করিয়াছ;এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে
স্থাপন করিয়াছ; ৮ সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করি-
য়াছ|”বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন
কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই
তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না| ৯ কিন্তু দূতগণ অপেক্ষা যিনি
অল্পই ন্যূনীকৃত হইলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখিতেছি,
তিনি মৃত্যুভোগ হেতু প্রতাপ ও সমাদরমুকুটে বিভূষিত হইয়াছেন,
যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সকলের নিমিত্ত মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন|

যীশু বিশ্বাসীদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা|

১০ কেননা যাঁহার কারণ সকলই ও যাঁহার দ্বারা সকলই হইয়াছে,
ইহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল যে, তিনি অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন
সম্বন্ধে তাহাদের পরিত্রাণের আদিকর্ত্তাকে দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ
করেন| ১১ কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, সক-
লে এক হইতে উৎপন্ন; এই হেতু তিনি তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিতে
লজ্জিত নহেন| ১২ তিনি বলেন, “আমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে
তোমার নাম প্রচার করিব,মন্ডলীর মধ্যে তোমার প্রশংসাগান
করিব|” ১৩ আবার, “আমি তাঁহারই শরণাপন্ন থা-
কিব|”আবার,“দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাহাদিগকে ঈশ্বর
আমায় দিয়াছেন|” ১৪ ভাল, সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী,
তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃ-
ত্যুর কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন,
১৫ এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহা-
দিগকে উদ্ধার করেন| ১৬ কারণ তিনি ত দূতগণের সাহায্য করেন
না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহয্য করিতেছেন| ১৭ অতএব সর্ব্ববি-
ষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্র-
জাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে কার্য্যে
দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন| ১৮ কেননা তিনি আপনি পরীক্ষিত
হইয়া দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে
পারেন|

যীশু মোশী অপক্ষা মহান্|

৩ অতএব, হে পবিত্র ভ্রাতৃগণ, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশিগণ, তো-
মরা আমাদের ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজকের প্রতি দৃ-
ষ্টি রাখ; ২ মোশি যেমন তাঁহার সমস্ত গৃহের মধ্যে ছিলেন, তেমনি তি-
নিও আপন নিয়োগকর্ত্তার কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন| ৩ বস্তুতঃ গৃহের সং-
স্থাপক যে পরিমাণে গৃহ অপেক্ষা অধিক সমাদর পান, সেই পরিমা-
নে ইনি মোশি অপেক্ষা অধিক গৌরবের যোগ্য পত্র বলিয়া গণিত
হইয়াছেন|
৪ কেননা প্রত্যেক গৃহ কাহারও দ্বারা সংস্থাপিত হয়, কিন্তু যিনি
সকলই সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর| ৫ আর মোশি তাঁহার সম-
স্ত গৃহের মধ্যে সেবকবৎ বিশ্বস্ত ছিলেন; যাহা যাহা পরে বক্তব্য ছিল,
সেই সকলের বিষয় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তই ছিলেন; ৬ কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁ-

হার গৃহের উপরে পুত্রবৎ [বিশ্বস্ত]; আর যদি আমরা আমাদের সা-
হস ও আমাদের প্রত্যাশার শ্লাঘা শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করি,
তবে তাঁহার গৃহ আমরাই।

বিশ্বাস দ্বারাই ঈশ্বরের বিশ্রাম প্রবেশ-লাভ হয়।

৭ অতএব, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন, "অদ্য যদি তোমরা তাঁহার
রব শ্রবণ কর, ৮ তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও না, যেমন
সেই বিদ্রোহ স্থানে,প্রান্তরের মধ্যে সেই পরীক্ষার দিবসে ঘটিয়াছিল;
৯ তথায় তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বিচার করিয়া আমার পরীক্ষা
লইল,এবং চল্লিশ বৎসর কাল আমার কার্য্য দেখিল; ১০ এই জন্য
আমি এই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইলাম,আর কহিলাম, ইহারা সর্ব্বদা
হৃদয়ে ভ্রান্ত হয়;আর তাহারা আমার পথ জ্ঞাত হইল না; ১১ তখন
আমি আপন ক্রোধে এই শপথ করিলাম, ইহারা আমার বিশ্রামে প্র-
বেশ করিবে না।" ১২ ভ্রাতৃগণ, দেখিও, পাছে অবিশ্বাসের এমন মন্দ
হৃদয় তোমাদের কাছে কাহারও মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত
ঈশ্বর হইতে সরিয়া পড়। ১৩ বরং তোমরা দিন দিন পরস্পর চেতনা
দেও, যাবৎ 'অদ্য' নামে আখ্যাত সময় থাকে, যেন তোমাদের মধ্যে
কেহ পাপের প্রতারণায় কঠিনীভূত না হয়। ১৪ কেননা আমরা খ্রীষ্টের
সহভাগী হইয়াছি, যদি আদি হইতে আমাদের নিশ্চয় জ্ঞান শেষ
পর্য্যন্ত দৃঢ় করিয়া ধারণ করি। ১৫ ফলতঃ উক্ত আছে,"অদ্য যদি
তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও
না, যেমন সেই বিদ্রোহস্থানে।" ১৬ বল দেখি, কাহারা শুনিয়া বিদ্রোহ
করিয়াছিল? মোশি দ্বারা মিসর হইতে আনীত সমস্ত লোক কি নয়?
১৭ কাহাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাহাদের
প্রতি কি নয়, যাহারা পাপ করিয়াছিল, যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত
হইল? ১৮ তিনি কাহাদের বিরুদ্ধেই বা এই শপথ করিয়াছিলেন যে,
"ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না," অবাধ্যদের বিরুদ্ধে কি
নয়? ১৯ ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তা-
হারা প্রবেশ করিতে পারিল না।

৪ অতএব আমাদের ভয় থাকা উচিত, পাছে তাঁহার বিশ্রামে প্র-
বেশ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিয়া গেলেও এমন বোধ হয় যে,
তোমাদের কেহ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ২ কেননা যেরূপ উহা-
দের নিকটে তদ্রূপ আমাদের নিকটেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল
বটে, তথাপি সেই শ্রুত বাক্যে উহাদের কোন ফল দর্শিল না, কারণ
শ্রোতাদের কাছে তাহা বিশ্বাসের সহিত মিশ্রিত ছিল না। ৩ বাস্তবিক
বিশ্বাস করিয়াছি যে আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে পা-
ইতেছি; যেমন তিনি বলিয়াছেন,"তখন আমি আপন ক্রোধে এই
শপথ করিলাম, ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না,"যদিও তাঁ-
হার কর্ম্ম জগতের পত্তনাবধি সমাপ্ত ছিল।
৪ কেননা তিনি এক স্থানে সপ্তম দিনের বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছি-
লেন, "এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম
করিলেন।" ৫ অব এই স্থানে তিনি কহেন, "ইহারা আমার বিশ্রামে প্র-
বেশ করিবে না।" ৬ অতএব বাকী রইল এই যে, কতকগুলি লোক
বিশ্রামে প্রবেশ করিবে, আর যাহাদের নিকটে সুসমাচার অগ্রে প্রচা-
রিত হইয়াছিল, তাহারা অবাধ্যতা প্রযুক্ত প্রবেশ করিতে পায় নাই;
৭ আবার তিনি পুনরায় এক দিন নিরূপণ করিয়া দায়ূদ-গ্রন্থে এত
কালের পর বলেন, "অদ্য," যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,"অদ্য যদি
তোমরা তাঁহার রব শ্রবণ কর,তবে আপন আপন হৃদয় কঠিন করিও
না।" ৮ বস্তুতঃ যিহোশূয় যদি তাহাদিগকে বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর
তৎপরে অন্য দিনের কথা কহিতেন না। ৯ সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের
নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ১০ ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর
আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বি-
শ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে
পাইল। ১১ অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন
করি, যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়।
১২ কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্য সাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার
খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সক-
লের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সুক্ষ্ম
বিচারক; ১৩ আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়;
কিন্তু তাঁহার চক্ষুগোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার
কাছে আমাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে।

যীশু সর্ব্বপ্রধান মহাযাজক।মহাযাজক যীশুর সহানুভূতি।

১৪ ভাল, আমরা এক মহান্ মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ
সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব
আইস, আমরা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি। ১৫ আমরা এমন
মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্ব্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃ-
খিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরী-
ক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে। ১৬ অতএব আইস, আমরা সাহসপূ-
র্ব্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি,
এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।

যীশু ঈশ্বর-নিরূপিত মহাযাজক।

৫ বস্তুতঃ প্রত্যেক মহাযাজক মনুষ্যদের মধ্য হইতে গৃহীত হইয়া
মনুষ্যদের পক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্য্যে নিযুক্ত হন, যেন তিনি
পাপার্থক উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন। ২ তিনি অজ্ঞান ও ভ্রান্ত
সকলের প্রতি কোমল ব্যবহার করিতে সমর্থ, কারণ তিনি আপনিও
দুর্ব্বলাতায় বেষ্টিত; ৩ এবং সেই দুর্ব্বলতা হেতু যেমন প্রজাগণের
জন্য, তেমনি আপনার জন্যও পাপনিমিত্তক নৈবেদ্য উৎসর্গ করা
তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য।
৪ আর, কেহ আপনার জন্য সেই সমাদর লয় না, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক
আহূত হইয়াই তাহা পায়; হারোণও সেই প্রকারে পাইয়াছিলেন।
৫ খ্রীষ্টও তদ্রূপ মহাযাজক হইবার নিমিত্ত আপনি আপনাকে গৌর-
বান্বিত করিলেন না, কিন্তু তিনিই করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে কহি-
লেন, "তুমি আমার পুত্র, আমি অদ্য তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" ৬ সে-
ইরূপে অন্য গীতেও তিনি কহেন, "তুমিই মল্কীষেদকের রীতি অনুসা-
রে অনন্তকালীন যাজক।" ৭ ইনি মাংসে প্রবাসকালে প্রবল আর্ত্তনাদ
ও অশ্রুপাত সহকারে তাঁহারই নিকটে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করি-
য়াছিলেন, যিনি মৃত্যু হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ, এবং আপন
ভক্তি প্রযুক্ত উত্তর পাইলেন; ৮ যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে
সকল দুঃখভোগ করিয়া ছিলেন, তদ্দারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করি-
লেন; ৯ এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রা-
ণের কারণ হইলেন; ১০ ঈশ্বরকর্ত্তৃক মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী
মহাযাজক বলিয়া অভিভাষিত হইলেন।

যীশুতে স্থির থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

১১ তাঁহার বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, তাহার অর্থ ব্যক্ত
করা দুষ্কর, কারণ তোমরা শ্রবণে শিথিল হইয়াছ। ১২ বস্তুতঃ এত কা-
লের মধ্যে শিক্ষক হওয়া তোমাদের উচিত ছিল, কিন্তু যে কেহ তো-
মাদিগকে ঈশ্বরীয় বচনকলাপের আদিম কথার অক্ষরমালা শিক্ষা
দেয়, ইহা তোমাদের পক্ষে পুনর্ব্বার আবশ্যক হইয়াছে; এবং তোমরা
এমন লোক হইয়া পড়িয়াছ, যাহাদের দুগ্ধে প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যে
নয়। ১৩ কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্ম্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়;
কারণ সে শিশু। ১৪ কিন্তু কঠিন খাদ্য সেই সিদ্ধবয়স্কদেরই জন্য, যা-
হাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অভ্যাস প্রযুক্ত সদসৎ বিষয়ের বিচারণে
পটু হইয়াছে।

৬ অতএব আইস, আমরা খ্রীষ্ট বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফে-
লিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্ব্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন
না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে মনপরিবর্ত্তন, ও ঈশ্বরের উপরে বি-
শ্বাস, ২ নানা বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতগনের পুনরুত্থান ও
অনন্তকালার্থক বিচার| ৩ ঈশ্বরের অনুমতি হইলে তাহাই করিব|
৪ কেননা যাহারা একবার দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের
রসাস্বাদন করিয়াছে, ও পবিত্র আত্মার ভাগী হইয়াছে, ৫ এবং ঈশ্ব-
রের মঙ্গলবাক্যের ও ভাবী যুগের নানা পরাক্রমের রসাস্বাদন করি-
য়াছে, ৬ পরে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, মনপরিবর্ত্তনার্থে আবার তাহাদিগকে
নূতন করিতে পারা যায় না; কেননা তাহারা আপনাদের বিষয়ে ঈশ্ব-
রের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয় ও প্রকাশ্য নিন্দাস্পদ করে| ৭ কারণ
যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর
যাহাদের নিমিত্ত উহা চাষ করা গিয়াছে, তাহাদের জন্য উপযুক্ত ওষ-
ধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বর হইতে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি
কাঁটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন করে, ৮ তবে তাহা অকর্ম্মণ্য ও শাপের
সমীপবর্ত্তী, জ্বলনই তাহার পরিণাম|

যীশুর আশ্রিতের নিশ্চয় পরিত্রাণ পাইবে|

৯ কিন্তু প্রিয়তমেরা, যদ্যপি আমরা এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তো-
মদের বিষয়ে এমন দৃঢ় প্রত্যয় করিতেছি যে, তোমাদের অবস্থা ইহা
অপেক্ষা ভাল এবং পরিত্রাণসহযুক্ত| ১০ কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী
নহেন; তোমাদের কার্য্য, এবং তোমরা পবিত্রগণের যে পরিচর্য্যা
করিয়াছ ও করিতেছ, তদ্দারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমা-
দের প্রেম, এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন না| ১১ কিন্তু আমাদের
বাসনা এই, যেন তোমাদের প্রত্যেক জন একই প্রকার যত্ন দেখায়,
যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাশার পূর্ণতা থাকিবে; ১২ যেন তোমরা শি-
থিল না হও, কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রতিজ্ঞা-সমূ-
হের দায়াধিকারী, তাহাদের অনুকারী হও| ১৩ কেননা ঈশ্বর যখন
অব্রাহামের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন মহত্তর কোন ব্যক্তির
নামে শপথ করিতে না পারাতে আপনারই নামে শপথ করিলেন,
১৪ কহিলেন, “আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, এবং তো-
মার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব|” ১৫ আর এইরূপে দীর্ঘসহিষ্ণুতা
করিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন| ১৬ মনুষ্যেরা ত মহত্তর ব্যক্তির
নাম লইয়া শপথ করে; এবং দৃঢ়ীকরণার্থে শপথই তাহাদের সমস্ত প্র-
তিকূলবাদের অন্তক| ১৭ এই ব্যাপারে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার দায়াধিকারী-
দিগকে আপন মন্ত্রণার অপরিবর্ত্তনীয়তা আরও অতিরিক্তরূপে দে-
খাইবার বাসনায় শপথের প্রয়োগ দ্বারা মধ্যস্থতা করিলেন; ১৮ অভি-
প্রায় এই, যে ব্যাপারে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরি-
বর্ত্তনীয় দুই ব্যাপার দ্বারা আমরা-যাহারা সম্মুখস্থ প্রত্যাশা ধরিবার
জন্য শরণার্থে পলায়ন করিয়াছি-যেন দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই|
১৯ আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে, তাহা প্রাণের লঙ্গরস্বরূপ, অটল ও
দৃঢ়, এবং তিরষ্করিণীর ভিতরে যায়| ২০ আর সেই স্থানে আমাদের
নিমিত্ত, অগ্রগামী হইয়া যীশু প্রবেশ করিয়াছেন, মল্কীষেদকের রীতি
অনুযায়ী অনন্তকালীন মহাযাজক হইয়াছেন|

যীশুর মহাযাজকত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধ, চীরস্থায়ী|

৭ সেই যে মল্কীষেদক, যিনি শালেমের রাজা ও পরাৎপর ঈশ্ব-
রের যাজক ছিলেন, অব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার হইতে
ফিরিয়া আইসেন, তিনি তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ও তাঁ-
হাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ২ এবং অব্রাহাম তাঁহাকে সমস্তের দশ-
মাংশ দিলেন| প্রথমে তাঁহার নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলে তিনি
‘ধার্ম্মিকতার রাজা,’ পরে ‘শালেমের রাজা’ ৩ অর্থাৎ শান্তিরাজ; তাঁ-
হার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্ব্বপুরুষাবলি নাই, আয়ুর আদি কি জী-
বনের অন্ত নাই; কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশীকৃত; তিনি নিত্যই
যাজক থাকেন|
৪ বিবেচনা করিয়া দেখ, তিনি কেমন মহান্, যাঁহাকে সেই পিতৃকুল-
পতি অব্রাহাম উত্তম উত্তম লুটদ্রব্য লইয়া দশমাংশ দান করিয়াছি-
লেন| ৫ আর লেবির সন্তানদের মধ্যে যাহারা যাজকত্ব প্রাপ্ত হয়, তা-
হারা ব্যবস্থানুসারে প্রজাবৃন্দের অর্থাৎ নিজ ভ্রাতৃগণের কাছে দশ-
মাংশ গ্রহণ করিবার বিধি পাইয়াছে, যদিও তাহারা অব্রাহামের বংশ
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ৬ কিন্তু ঐ যে ব্যক্তি তাহাদের বংশজাত বলি-
য়া নির্দ্দিষ্ট নহেন, তিনি অব্রাহাম হইতে দশমাংশ লইয়াছিলেন, এবং
প্রতিজ্ঞাকলাপের সেই অধিকারীকেই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন|
৭ ক্ষুদ্রতর পাত্র গুরুতর পাত্রকর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়, এই কথা ত
সমস্ত প্রতিবাদের বহির্ভূত| ৮ আবার এই স্থলে মরণশীল মনুষ্যেরাই
দশমাংশ পায়, কিন্তু ঐ স্থলে তিনি পান, যাঁহার বিষয়ে এমন সাক্ষ্য
দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি জীবনবিশিষ্ট| ৯ আবার ইহাও বলিলে বলা
যাইতে পারে যে, অব্রাহামের দ্বারা দশমাংশগ্রাহী লেবি আপন দশ-
মাংশ দিয়াছেন, ১০ কারণ যখন মল্কীষেদক তাঁহার পিতার সহিত সা-
ক্ষাৎ করেন, তখন লেবি পিতার কটিতে ছিলেন| ১১ অতএব যদি
লেবীয় যাজকত্ব দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারিত-সেই যাজকত্বের অধীনেই
ত প্রজাবৃন্দ ব্যবস্থা পাইয়াছিল-তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে,
মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অন্যবিধ এক যাজক উৎপন্ন হইবেন,
এবং তাঁহাকে হারোণের রীতি অনুযায়ী বলিয়া ধরা হইবে না? ১২ যা-
জকত্ব যখন পরিবর্ত্তন হয়, তখন ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়, ইহা আব-
শ্যক| ১৩ এ সকল কথা যাহার উদ্দেশে বলা যায়, তিনি ত অন্যবিধ
বংশভুক্ত; সেই বংশের মধ্যে যজ্ঞবেদির সেবাধিকারী কেহই হয়
নাই| ১৪ ফলতঃ আমাদের প্রভু যিহূদা হইতে উদিত হইয়াছেন, ইহা
সুস্পষ্ট; কিন্তু সেই বংশের উদ্দেশে মোশি যাজকদের কিছুই বলেন
নাই| ১৫ আমাদের কথা আরও অধিক স্পষ্ট হইয়া পড়ে, যখন মল্কী-
ষেদকের সাদৃশ্য অনুযায়ী আর এক জন যাজক উৎপন্ন হন, ১৬ যিনি
মাংসিক বিধির নিয়ম অনুযায়ী হন নাই, কিন্তু অলোপ্য জীবনের
শক্তি অনুযায়ী হইয়াছেন| ১৭ কেননা তিনি এই সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে-
ছেন,“তুমিই মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীন যাজক|”
১৮ কারণ এক পক্ষে পূর্ব্বাকার বিধির দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত
তাহার লোপ হইতেছে- ১৯ কেননা ব্যবস্থা কিছুই সিদ্ধ করে নাই-
পক্ষান্তরে এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা আনা হইতেছে, যদ্দারা আমরা
ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হই| ২০ অধিকন্তু ইহা বিনা শপথে হয় নাই|
২১ উহারা ত বিনা শপথে যাজক হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইনি শপথ
সহকারে তাঁহারই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁহার বিষয়ে কহিলেন,“প্রভু
এই শপথ করিলেন, আর তিনি অনুশোচনা করিবেন না, তুমিই অন-
ন্তকালীন যাজক|” ২২ অতএব যীশু এইরূপ মহৎ বিষয়েও উৎকৃষ্ট-
তর নিয়মের প্রতিভূ হইয়াছেন| ২৩ আর উহারা অনেক যাজক হইয়া
আসিতেছে, কারণ মৃত্যু উহাদিগকে চিরকাল থাকিতে দেয় না|
২৪ কিন্তু তিনি ‘অনন্তকাল’ থাকেন, তাই তাঁহার যাজকত্ব অপরিবর্ত্ত-
নীয়| ২৫ এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়,
তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহা-
দের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন| ২৬ বস্তু-
তঃ আমাদের জন্য এমন এক মহাযাজক উপযুক্ত ছিলেন, যিনি সা-
ধু, অহিংসক, বিমল, পাপিগণ হইতে পৃথককৃত, এবং স্বর্গ সকল
অপেক্ষা উচ্চীকৃত| ২৭ ঐ মহাযাজকগণের ন্যায় প্রতিদিন অগ্রে নিজ
পাপের নিমিত্ত নৈবেদ্য উৎসর্গ করা ইহাঁর পক্ষে আবশ্যক নয়, কারণ
আপনাকে উৎসর্গ করাতে ইনি সেই কার্য্য একবারে সাধন করিয়া-
ছেন| ২৮ কেননা ব্যবস্থা যে মহাযাজকদিগকে নিযুক্ত করে, তাহারা
দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট মনুষ্য; কিন্তু ব্যবস্থার পশ্চাৎকালীয় ঐ শপথের বাক্য
যাঁহাকে নিযুক্ত করে, তিনি অনন্তকালের জন্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুত্র|

খ্রীষ্টীয় নূতন নিয়মের মহত্ত্ব। নূতন নিয়ম পুরাতন হইতে উৎকৃষ্ট।

৮ এই সমস্ত কথার সার এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক
আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা-সিংহাসনের দক্ষিণে, উপবিষ্ট হই-
য়াছেন। ২ তিনি পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু
প্রভুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক। ৩ ফলতঃ প্র-
ত্যেক মহাযাজক উপহার ও বলি উৎসর্গ করিতে নিযুক্ত হন,
অতএব ইহাঁরও অবশ্য কিছু উৎসর্জ্জনীয় আছে।
৪ বস্তুতঃ ইনি যদি পৃথিবীতে থাকিতেন, তবে একবারে যাজকই
হইতেন না; কারণ যাহারা ব্যবস্থানুসারে উপহারাদি উৎসর্গ করে,
এমন লোক আছে। ৫ তাহারা স্বর্গীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত ও ছায়া লইয়া
আরাধনা করে, যেমন মোশি যখন তাম্বুর নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিতে
উদ্যত ছিলেন, তখন এই আদেশ পাইয়াছিলেন, [ঈশ্বর] কহেন,
“দেখিও, পর্ব্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান গেল, সেইরূপ সকলই
করিও।” ৬ কিন্তু এখন ইনি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর সেবকত্ব পাই-
য়াছেন, যে পরিমাণে তিনি এমন এক শ্রেষ্ঠ নিয়মের মধ্যস্থ হইয়া-
ছেন, যাহা শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকলাপের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। ৭ কারণ
ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দ্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য
স্থানের চেষ্টা করা যাইত না। ৮ পরন্তু তিনি লোকদিগকে দোষ দিয়া
বলেন,“প্রভু কহেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে,যখন আমি ইস্রা-
য়েল-কুলের সহিত ও যিহূদা-সহিত এক নূতন নিয়ম সম্পন্ন করিব,
৯ সেই নিয়মানুসারে নয়, যাহা আমি সেই দিন তাহাদের পিতৃগণের
সহিত করিয়াছিলাম,যে দিন মিসর দেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির
করিয়া অনিবার জন্য তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম;কেননা তা-
হারা আমার নিয়মে স্থির রহিল না,আর আমিও তাহাদের প্রতি অব-
হেলা করিলাম, ইহা প্রভু বলেন। ১০ কিন্তু সেই কালের পর আমি
ইস্রায়েল-কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা প্রভু বলেন;আমি
তাহাদের চিত্তে আমার ব্যবস্থা দিব,আর তাহাদের হৃদয়ে তাহা লি-
খিব,এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হই-
বে। ১১ আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন সহপ্রজাকে,এবং প্রত্যে-
কে আপন আপন ভ্রাতাকে শিক্ষা দিবে না,বলিবে না, ‘তুমি প্রভুকে
জ্ঞাত হও’;কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান্ সকলেই আমাকে জ্ঞাত হই-
বে। ১২ কেননা আমি তাহদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব,এবং তা-
হাদের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে অনিব না।” ১৩ ‘নূতন’ বলা-
তে তিনি প্রথমটী পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ
হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।

নূতন নিয়মের আরাধনা-প্রণালীর উৎকৃষ্টতা এবং শুচীকারণী ক্ষমতা।

৯ ভাল, ঐ প্রথম নিয়ম অনুসারেও আরাধনার নানা ধর্ম্মবিধি
এবং পার্থিব একটী ধর্ম্মধাম ছিল। ২ কারণ একটী তাম্বু নি-
র্ম্মিত হইয়াছিল, সেটী প্রথম, তাহার মধ্যে দীপবৃক্ষ, মেজ ও দর্শনরু-
টীর শ্রেণী ছিল; ইহার নাম পবিত্র স্থান। ৩ আর দ্বিতীয় তিরস্করিণীর
পর অতি পবিত্র স্থান নামক তাম্বু ছিল;
৪ তাহা সুবর্ণময় ধুপধানী ও সর্ব্বদিকে স্বর্ণমন্ডিত নিয়ম-সিন্দুক বি-
শিষ্ট; ঐ সিন্দুকে ছিল মান্নাধারী স্বর্ণময় ঘট, ও হারোণের মঞ্জরিত
যষ্টি, ও নিয়মের দুই প্রস্তরফলক, ৫ এবং তাহার উপরে প্রতাপের
সেই দুই করূব ছিল, যাহারা পাপাবরণ ছায়া করিত; এই সকলের
সবিশেষ কথা বলা এখন নিষ্প্রয়োজন। ৬ উক্ত সকল বস্তু এইরূপে
প্রস্তুত করা হইলে যাজকগণ আরাধনার কার্য্য সকল সম্পন্ন করি-
বার জন্য ঐ প্রথম তাম্বুতে নিত্য প্রবেশ করে; ৭ কিন্তু দ্বিতীয় তাম্বুতে
বৎসরের মধ্যে এক বার মহাযাজক একাকী প্রবেশ করেন; তিনি
আবার রক্ত বিনা প্রবেশ করেন না, সেই রক্ত তিনি আপনার নিমিত্ত
ও প্রজালোকদের অজ্ঞানকৃত পাপের নিমিত্ত উৎসর্গ করেন। ৮ ইহা-
তে পবিত্র আত্মা যাহা জ্ঞাপন করেন, তাহা এই, সেই প্রথম তাম্বু যা-
বৎ স্থাপিত থাকে, তাবৎ পবিত্র স্থানে প্রবেশের পথ প্রকাশিত হয়
নাই। ৯ সেই তাম্বু এই উপস্থিত সময়ের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত; সেই দৃষ্টান্ত
অনুসারে এমন উপহার ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা হয়, যাহা আরাধনাকা-
রীকে সংবেদগত সিদ্ধি দিতে পারে না; ১০ সেই সমস্তই খাদ্য, পেয় ও
বিবিধ বাপ্তিস্ম সহযুক্ত, সে সকল কেবল মাংসের ধর্ম্মবিধিমাত্র, সং-
শোধনের সময় পর্য্যন্ত পালনীয়। ১১ কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম
বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু
অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয়, ১২ সেই তাম্বু দিয়া- ছাগ-
দের ও গোবৎসদের রক্তের গুণে- একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ
করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। ১৩ কারণ
ছাগদের ও বৃষদের রক্ত এবং অশুচীদের উপরে প্রোক্ষিত গাভী-
ভস্ম যদি মাংসের শুচীতার জন্য পবিত্র করে, ১৪ তবে, যিনি অনন্ত-
জীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে
উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রি-
য়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচী না করিবে, যেন তোমরা
জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার। ১৫ আর এই কারণ তিনি
এক নূতন নিয়মের মধ্যস্থ; যেন, প্রথম নিয়ম সম্বন্ধীয় অপরাধ সক-
লের মোচনার্থ মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া, যাহারা আহূত হইয়াছে, তাহারা
অনন্তকালীয় দায়াধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হয়। ১৬ কেন-
না যে স্থলে নিয়ম-পত্র থাকে, সেই স্থলে নিয়মকারীর মৃত্যু হওয়া
আবশ্যক। ১৭ কারণ মৃত্যু হইলেই নিয়ম-পত্র স্থির হয়, যেহেতুক নি-
য়মকারী জীবিত থাকিতে তাহা কখনও বলবৎ হয় না। ১৮ সেই জন্য
ঐ প্রথম নিয়মের সংস্কারও রক্ত ব্যতিরেকে হয় নাই। ১৯ কারণ প্র-
জাসমূহের কাছে মোশি দ্বারা ব্যবস্থানুসারে সকল আজ্ঞার প্রস্তাব
সাঙ্গ হইলে পর, তিনি জল ও সিদূরবর্ণ মেষলোম ও এসোবের সহিত
গবৎসদের ও ছাগদের রক্ত লইয়া পুস্তকখানিতে ও সমস্ত প্রজাবৃ-
ন্দের গাত্রে ছিটাইয়া দিলেন, ২০ কহিলেন, “এ সেই নিয়মের রক্ত, যে
নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশে আদেশ করিলেন।” ২১ আর তিনি
তাম্বুতে ও সেবাকার্য্যের সমস্ত সামগ্রীতেও সেইরূপ রক্ত ছিটাইয়া দি-
লেন। ২২ আর ব্যবস্থানুসারে প্রায় সকলই রক্তে শুচীকৃত হয়, এবং
রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না।

নূতন নিয়মের মহাযাজকের উৎকৃষ্টতা।

২৩ ভাল, যাহা যাহা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত, সেইগুলির ঐ সকলের
দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আব্যশক ছিল; কিন্তু যাহা যাহা স্বয়ং স্বর্গীয়,
সেগুলির ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা শুচীকৃত হওয়া আবশ্যক।
২৪ কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই- এ ত প্রকৃত
বিষয়গুলির প্রতিরূপ মাত্র- কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন তি-
নি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন। ২৫ আর
মহাযাজক যেমন বৎসর বৎসর পরের রক্ত লইয়া পবিত্র স্থানে প্র-
বেশ করেন, তদ্রূপ খ্রীষ্ট যে অনেক বার আপনাকে উৎসর্গ করিবেন,
তাহাও নয়; ২৬ কেননা তাহা হইলে জগতের পত্তনাবধি অনেক বার
তাঁহাকে মৃত্যু ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এক বার, যু-
গপর্য্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্র-
কাশিত হইয়াছেন। ২৭ আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত এক বার মৃত্যু,
তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, ২৮ তেমনি খ্রীষ্টও ‘অনেকের পাপা-
ভার তুলিয়া লইবার’ নিমিত্ত এক বার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন; তিনি দ্বি-
তীয় বার, বিনা পাপে, তাহাদিগকে দর্শন দিবেন, যাহারা পরিত্রাণের
নিমিত্ত তাঁহার অপেক্ষা করে।

নুতন নিয়মানুযায়ী যজ্ঞের উৎকৃষ্টতা।

১০ কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট,
তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্ত্তি নহে; সুতরাং এই-
রূপ যে সকল বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্দারা, যাহারা
নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনও সিদ্ধ করিতে পারে
না। ২ যদি পারিত, তবে ঐ যজ্ঞ কি শেষ হইত না? কেননা আরাধনা-
কারীরা একবার শুচীকৃত হইলে তাহাদের কোন পাপ-সংবেদ আর
থাকিত না। ৩ কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞে বৎসর বৎসর পুনর্ব্বার পাপ স্ম-
রণ করা হয়।
৪ কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করিবে, ইহা হইতেই
পারে না। ৫ এই কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করিবার সময়ে
বলেন,"তুমি যজ্ঞ ও নৈবেদ্য ইচ্ছা কর নাই,কিন্তু আমার জন্য দেহ
রচনা করিয়াছ; ৬ হোমে ও পাপার্থক বলিদানে তুমি প্রীত হও নাই।
৭ তখন আমি কহিলাম, দেখ, আমি আসিয়াছি,-গ্রন্থখানিতে আমার
বিষয় লিখিত আছে-হে ঈশ্বর, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি।"
৮ উপরে তিনি কহেন, "যজ্ঞ, নৈবেদ্য, হোম ও পাপার্থক বলিদান তুমি
ইচ্ছা কর নাই, এবং তাহাতে প্রীতও হও নাই"- এই সকল ব্যবস্থানু-
সারে উৎসৃষ্ট হয়- ৯ তৎপরে বলিলেন, "দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন
করিবার জন্য আসিয়াছি।" তিনি প্রথম বিষয় লোপ করিতেছেন,
যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন। ১০ সেই ইচ্ছাক্রমে, যীশু খ্রীষ্টের দেহ
একবার উৎসর্গ করণ দ্বারা, আমরা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছি।
১১ আর প্রত্যেক যাজক দিন দিন সেবা করিবার এবং একরূপ নানা
যজ্ঞ পুনঃ পুনঃ উৎসর্গ করিবার জন্য দাঁড়ায়; সেই সকল যজ্ঞ কখ-
নও পাপ হরণ করিতে পারে না। ১২ কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ
চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন,
১৩ এবং তদবধি অপেক্ষা করিতেছেন, যে পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুগণ তাঁ-
হার পাদপীঠ না হয়। ১৪ কারণ যাহারা পরিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে
তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন। ১৫ আর
পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ অগ্রে তিনি
বলেন, ১৬ "সেই কালের পর, প্রভু কহেন, আমি তাহাদের সহিত এই
নিয়ম স্থির করিব, আমি তাহাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা দিব, আর
তাহাদের চিত্তে তাহা লিখিব," ১৭ তৎপরে তিনি বলেন,"এবং তাহা-
দের পাপ ও অধর্ম্ম সকল আর কখনও স্মরণে অনিব না।" ১৮ ভাল,
যে স্থলে এই সকলের মোচন হয়, সেই স্থলে পাপার্থক নৈবেদ্য আর
হয় না।

স্থির থাকিবার সম্বন্ধে চেতনা ও আশ্বাস-বাক্য।

১৯ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া,
অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার করিয়াছেন, ২০ আমরা
সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ
করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি; ২১ এবং ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত
মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; ২২ এই জন্য আইস, আমরা
সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে
উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয় প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং
শুচী জলে স্নাত দেহ-বিশিষ্ট হইয়াছি; ২৩ আইস, আমাদের প্রত্যাশার
অঙ্গীকার অটল করিয়া ধরি, কেননা যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তি-
নি বিশ্বস্ত; ২৪ এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন
প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পা-
রি; ২৫ এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি- যে-
মন কাহারও কাহারও অভ্যাস- বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর
তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন
অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই। ২৬ কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর
যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পাপ কর, তবে পাপার্থক আর কোন যজ্ঞ
অবশিষ্ট থাকে না, ২৭ কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং
বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চন্ডতা। ২৮ কেহ মোশির
ব্যবস্থা অমান্য করিলে সেই দুই বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে বিনা করু-
ণায় হত হয়; ২৯ ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে
পদতলে দলিত করিয়াছে, এবং নিয়মের যে রক্ত দ্বারা সগে পবিত্রী-
কৃত হইয়াছিল, তাহা সামান্য জ্ঞান করিয়াছে, এবং অনুগ্রহের
আত্মার অপমান করিয়াছে, সে কত অধিক নিশ্চয় ঘোরতর দন্ডের
যোগ্য না হইবে! ৩০ কেননা এই কথা যিনি বলিয়াছেন, তাঁহাকে আম-
রা জানি, "প্রতিশোধ দেওয়া আমারই কর্ম্ম, আমিই প্রতিফল দিব,"
আবার, "প্রভু আপন প্রজাবৃন্দের বিচার করিবেন।" ৩১ জীবন্ত ঈশ্ব-
রের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়। ৩২ তোমরা বরং পুর্ব্বকার
সেই সময় স্মরণ কর, যখন তোমরা দীপ্তিপ্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখভো-
গরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করিয়াছিলে, ৩৩ একে ত তিরস্কারে ও ক্লেশে
কৌতুকাস্পদ হইয়াছিলে, তাহাতে আবার সেই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন
লোকদের সহভাগী হইয়াছিলে। ৩৪ কেননা তোমরা বন্দিগণের প্রতি
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলে, এবং আনন্দপূর্ব্বক আপন আপন
সম্পত্তির লুট স্বীকার করিয়াছিলে, কারণ তোমরা জানিতে, তোমা-
দের আরও উত্তম নিজ সম্পত্তি আছে, আর তাহা নিত্যস্থায়ী।
৩৫ অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ করিও না, যাহা মহাপুরুষযু-
ক্ত। ৩৬ কেননা ধৈর্য্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা
পালন করিয়া প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হও। ৩৭ কারণ "আর অতি অল্প
কাল বাকী আছে, যিনি আসিতেছেন, তিনি আসিবেন, বিলম্ব করি-
বেন না। ৩৮ কিন্তু আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতুই বাঁচিবে, আর
যদি সরিয়া পড়ে, তবে আমার প্রাণ তাহাতে প্রীত হইবে না।" ৩৯ পর-
ন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরিয়া পড়িবার লোক নহি, বরং প্রাণের
রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক।

বিশ্বাস-বীরসমূহ।

১১ আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়্জ্ঞান, অদৃশ্য বিষ-
য়ের প্রমাণপ্রাপ্তি। ২ কারণ এই সম্বন্ধেই প্রাচীনগণের পক্ষে
সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল। ৩ বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, যুগক-
লাপ ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা রচিত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রত্যক্ষ বস্তু
হইতে এই সকল দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই।
৪ বিশ্বাসে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে কয়িন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ উৎস-
র্গ করিলেন, এবং তদ্দারা তাঁহার পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল
যে, তিনি ধার্ম্মিক; ঈশ্বর তাঁহার উপহারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন;
এবং তদ্দারা তিনি মৃত হইলেও এখনও কথা কহিতেছেন। ৫ বিশ্বাসে
হনোক লোকান্তরে নীত হইলেন, যেন মৃত্যু না দেখিতে পান; তাঁহার
উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে লোকান্তরে লই-
য়া গেলেন। বস্তুতঃ লোকান্তরে নীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে এই
সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ছিলেন।
৬ কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ
যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস আবশ্যক
যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের
পুরস্কারদাতা। ৭ বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না,
এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন
পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং তদ্দারা
জগৎকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্ম্মিকতার অধি-
কারী হইলেন। ৮ বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন আহূত হইলেন, তখন যে
স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে যাইবার আজ্ঞা মান্য
করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন তাহা না জানিয়া যাত্রা করি-
লেন। ৯ বিশ্বাসে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হই-

লেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইসহাক ও যাকোবের সহিত
তাম্বুতেই বাস করিতেন; ১০ কারণ তিনি ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগরের
অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর। ১১ বি-
শ্বাসে স্বয়ং সারাও বংশ উৎপাদনের শক্তি পাইলেন, যদিও তাঁহার
অতিরিক্ত বয়স হইয়াছিল, কেননা তিনি প্রতিজ্ঞাকারীকে বিশ্বাস্য
জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১২ এই জন্য এক ব্যক্তি হইতে, এমন কি, মৃত-
কল্প ব্যক্তি হইতে, এত লোক উৎপন্ন হইল, যাহারা সংখ্যায় আকা-
শের তারাগণের তুল্য, এবং সমুদ্রতীরস্থ গণনাতীত বালুকার তুল্য।
১৩ বিশ্বাসরূপে ইহাঁরা সকলে মরিলেন, ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল
প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ
করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বেদেশী ও প্রবাসী, ইহা
স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৪ কারণ যাঁহার এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা
যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন, ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত করেন।
১৫ আর যে দেশ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই দেশ যদি মনে রাখি-
তেন, তবে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ অবশ্য পাইতেন। ১৬ কিন্তু এখন
তাঁহারা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্ক্ষা করি-
তেছেন। এই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাঁ-
হাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি তাঁহাদের নিমিত্ত এক
নগর প্রস্তুত করিয়াছেন। ১৭ বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষীত হইয়া ইসহা-
ককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা সকল সানন্দে
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার সেই একজাত পুত্রকে উৎসর্গ
করিতেছিলেন, ১৮ যাঁহার বিষয়ে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, “ইসহাকে
তোমার বংশ আখ্যাত হইবে”; ১৯ তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন,
ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতেও উত্থাপন করিতে সমর্থ, আবার তিনি
তথা হইতে দৃষ্টান্তরূপে তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলেন। ২০ বিশ্বাসে ইসহাক
আগামী বিষয়ের উদ্দেশেও যাকোবকে ও এষৌকে আশীর্ব্বাদ করি-
লেন। ২১ বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুকালে যোষেফের উভয় পুত্রকে আশী-
র্ব্বাদ করিলেন, এবং আপন যষ্টির অগ্রভাগে নির্ভর করিয়া ভজনা
করিলেন। ২২ বিশ্বাসে যোষেফে মৃত্যুকালে ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্র-
স্থানের বিষয় উল্লেখ করিলেন, এবং আপন অস্থিসমূহের বিষয়ে
আদেশ দিলেন। ২৩ বিশ্বাসে, মোশি জন্মিলে পর, তিন মাস পর্য্যন্ত
পিতামাতা কর্ত্তৃক গোপনে রক্ষিত হইলেন, কেননা তাঁহারা দেখিলেন,
শিশুটী সুন্দর; আর রাজার আজ্ঞাতে ভীত হইলেন না। ২৪ বিশ্বাসে
মোশি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর ফরৌণের কন্যার পুত্র বলিয়া আখ্যাত
হইতে অস্বীকার করিলেন; ২৫ তিনি পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ
অপেক্ষা বরং ঈশ্বারের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করি-
লেন; ২৬ তিনি মিসরের সমস্ত ধন অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান
করিলেন, কেননা, তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ২৭ বি-
শ্বাসে তিনি মিসর ত্যাগ করিলেন, রাজার কোপ হইতে ভীত হন নাই,
কারণ যিনি অদৃশ্য, তাঁহাকে যেন দেখিয়াই স্থির থাকিলেন। ২৮ বিশ্বা-
সে তিনি নিস্তারপর্ব্ব ও রক্তের প্রোক্ষণ স্থাপন করিলেন, যেন প্রথম-
জাতদের সংহারকর্ত্তা তাহাদিগকে স্পর্শ না করেন। ২৯ বিশ্বাসে লো-
কেরা শুষ্ক ভূমির ন্যায় লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিল, কিন্তু
মিস্রীয়গণ সেই চেষ্টা করিতে গিয়া কবলিত হইল। ৩০ বিশ্বাসে যিরী-
হোর প্রাচীর, সাত দিন প্রদক্ষিণ করা হইলে পর, পড়িয়া গেল।
৩১ বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা, শান্তির সহিত চরদিগের অভ্যর্থনা করাতে,
অবাধ্যদের সহিত বিনষ্ট হইল না। ৩২ আর অধিক কি বলিব? গিদি-
য়োন, বারক, শিমশোন, যিপ্তহ, এবং দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদি-
গণ, এই সকলের বৃত্তান্ত বলিতে গেলে সময়ের অকুলান হইবে।
৩৩ বিশ্বাস দ্বারা ইহাঁরা নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধার্ম্মিকতার
অনুষ্ঠান করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ
বদ্ধ করিলেন, ৩৪ অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করিলেন, খড়্গের মুখ এড়াই-
লেন, দুর্ব্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন, যুদ্ধে বিক্রান্ত হইলেন, অন্য-
জাতীয়দের সৈন্যশ্রেণী তাড়াইয়া দিলেন। ৩৫ নারীগণ আপন আপন
মৃত লোককে পুনরুত্থান দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; অন্যেরা প্রহার দ্বারা
নিহত হইলেন, মুক্তি গ্রহণ করেন নাই, যেন শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী
হইতে পারেন। ৩৬ আর অন্যেরা বিদ্রূপের ও কশাঘাতের, অধিকন্তু
বন্ধনের ও কারাগারে পরীক্ষা ভোগ করিলেন; ৩৭ তাঁহারা প্রস্তরাঘাতে
হত, পরীক্ষিত, করাত দ্বারা বিদীর্ণ, খড়্গ দ্বারা নিহত হইলেন; তাঁহা-
রা মেষের ও ছাগের চর্ম্ম পরিয়া বেড়াইতেন, দীনহীন, ক্লিষ্ট, উপদ্রুত
হইতেন; ৩৮ এই জগৎ যাঁহাদের যোগ্য ছিল না, তাঁহারা প্রান্তরে প্রান্ত-
রে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে ভ্রমণ করি-
তেন। ৩৯ আর বিশ্বাস প্রযুক্ত ইহাঁদের সকলের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া
হইয়াছিল, কিন্তু ইহাঁরা প্রতিজ্ঞার ফল প্রাপ্ত হন নাই;
৪০ কেননা ঈশ্বর আমাদের নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি কোন শ্রেষ্ঠ বিষয়
লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যেন তাঁহারা আমাদের ব্যতিরেকে সিদ্ধি না
পান।

নানাবিধ আশ্বাস-বাক্য। স্বর্গীয় পথে ধাবন। প্রভুর শাসনের শুভ ফল।

১২ অতএব এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস,
আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দি-
য়া ধৈর্য্যপূর্ব্বক আমাদের সম্মুখস্থ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়ি; ২ বিশ্বাসের
আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; তিনিই আপনার
সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন, অপমান তুচ্ছ করি-
লেন, এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ৩ তাঁহা-
কেই আলোচনা কর। যিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপিগণের এমন প্র-
তিবাদ সহ্য করিয়াছিলেন, যেন প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও।
৪ তোমরা পাপের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এখনও রক্তব্যয় পর্য্য-
ন্ত প্রতিরোধ কর নাই; ৫ আর তোমরা সেই আশ্বাসবাক্য ভুলিয়া গি-
য়াছ, যাহা পুত্র বলিয়া তোমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে, “হে
আমার ঈশ্বর পুত্র, প্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না,তাঁহার দ্বারা অনুযুক্ত
হইলে ক্লান্ত হইও না। ৬ কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকেই
শাসন করেন,যে কোন পুত্রকে গ্রহণ করেন, তাহাকেই প্রহার
করেন।” ৭ শাসনের জন্যই তোমরা সহ্য করিতেছ; যেমন পুত্রদের
প্রতি, তেমনি ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছেন; কেননা পি-
তা যাহাকে শাসন না করেন, এমন পুত্র কোথায়? ৮ কিন্তু তোমাদের
শাসন যদি না হয়- সকলেই ত তাহার ভাগী- তবে সুতরাং তোমরা
জারজ, পুত্র নও। ৯ আবার আমাদের মাংসের পিতারা আমাদের
শাসনকারী ছিলেন, এবং আমরা তাঁহাদিগকে সমাদর করিতাম;
তবে যিনি আত্মা সকলের পিতা, আমরা কি অনেকগুণ অধিক
পরিমাণে তাঁহার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করিব না? ১০ উহাঁরা ত
অল্পদিনের নিমিত্ত, উহাঁদের যেমন বিহিত বোধ হইত, তেমনি শাসন
করিতেন, কিন্তু হিটের নিমিত্তই করিতেছেন, যেন আমরা তাঁহার
পবিত্রতার ভাগী হই। ১১ কোন শাসনই আপাততঃ আনন্দের বিষয়
বোধ হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বোধ হয়; তথাপি তদ্দারা যাহাদের
অভ্যাস জন্মিয়াছে তাহা পরে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকতার শান্তিযুক্ত
ফল প্রদান করে। ১২ অতএব তোমরা শিথিল হস্ত ও অবশ হাঁটু সবল
কর; ১৩ এবং আপন আপন চরণের জন্য সরল পথ প্রস্তুত কর, যেন
যাহা খঞ্জ তাহা স্থানচ্যুত্য না হয়, বরং সুস্থ হয়।

শান্তিভাব ও শুচীতা সম্বন্ধে নিবেদন।

১৪ সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে
কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না, সেই পবিত্রতার অনুধাবন কর; সাব-
ধান হইয়া দেখ, পাছে কেহ ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয়; ১৫ পা-
ছে তিক্ততার কোন মূল অঙ্কুরিত হইয়া তোমাদিগকে উৎপীড়িত
করে, এবং ইহাতে অধিকাংশ লোক দূষিত হয়; ১৬ পাছে কেহ ব্যভি-

চারী ও ধর্ম্মবিরূপক হয়, যেমন এষৌ, সে ত এক বারের খাদ্যের নি-
মিত্ত আপন জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিয়াছিল| ১৭ তোমরা ত জান,
তৎপরে যখন সে অশীর্ব্বাদের অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করিল, তখন
সজল নয়নে সযত্নে তাহার চেষ্টা করিলেও অগ্রাহ্য হইল, কারণ সে
মনপরিবর্ত্তনের স্থান পাইল না|

অকম্পমান রাজ্যের অধিকারী সৌভাগ্য|

১৮ কারণ তোমরা সেই স্পৃশ্য ও অগ্নিতে প্রজ্বলিত পর্ব্বত, কৃষ্ণবর্ণ
মেঘ, অন্ধকার, ঝড়, তূরীর ধ্বনি ও বাক্যের শব্দ এই সকলের নি-
কট উপস্থিত হও নাই| ১৯ সেই শব্দ যাহারা শুনিয়াছিল, তাহারা প্রা-
র্থনা করিয়াছিল, যেন তাহাদের কাছে আর কথা বলা না হয়; ২০ এই
কারণ আজ্ঞা তাহারা সহ্য করিতে পারিল না, "যদি কোন পশু
পর্ব্বত স্পর্শ করে, তবে সেও প্রস্তরাঘাতে হত হইবে;" ২১ এবং সেই
দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, "আমি নিতান্তই ভীত
ও কম্পিত হইতেছি|" ২২ কিন্তু তোমরা এই সকলের নিকটে উপস্থিত
হইয়াছ, যথা, সিয়োন পর্ব্বত, জীবন্ত ঈশ্বরের পুরী স্বর্গীয় যিরূশা-
লেম, অযুত অযুত দূত, ২৩ স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের সাধারণ সভা
ও মন্ডলী, সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের
আত্মা, ২৪ নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু, এবং প্রোক্ষণের রক্ত, যাহা হে-
বল হইতেও উত্তম কথা বলে| ২৫ দেখিও, যিনি কথা বলেন, তাঁহার
কথা শুনিতে অসম্মত হইও না; কারণ যিনি পৃথিবীতে আদেশবাণী
বলিয়াছিলেন, তাঁহার কথা শুনিতে অসম্মত হওয়াতে যখন ওই লো-
কেরা রক্ষা পাইল না, তখন যিনি স্বর্গ হইতে বলিতেছেন, তাঁহা হইতে
বিমুখ হইলে আমরা যে রক্ষা পাইব না, ইহা কত না অধিক গুণে নি-
শ্চিত! ২৬ তৎকালে তাঁহার রব পৃথিবীকে কম্পান্বিত করিয়াছিল; কি-
ন্তু এখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি আর একবার কেবল
পৃথিবীকে নয়, আকাশমন্ডলকেও কম্পান্বিত করিব|" ২৭ এখানে,
"আর একবার," এই শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সেই কম্পমান সকল
বিষয় নির্ম্মিত বলিয়া দূরীকৃত হইবে, যেন অকম্পমান বিষয় সকল
স্থায়ী হয়| ২৮ অতএব অকম্পনীয় রাজ্য পাইবার অধিকারী হওয়া-
তে, আমরা, সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দারা ভক্তি ও ভয় সহ-
কারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি| ২৯ কেননা আমা-
দের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ|

ভ্রাতৃপ্রেম ও বিশ্বাসাদি সম্বন্ধে নিবেদন|

১৩ ভ্রাতৃপ্রেম স্থির থাকুক| ২ তোমরা অতিথিসেবা ভুলিয়া যা-
ইও না; কেননা তদ্দারা কেহ কেহ না জানিয়া দূতগণেরও
আতিথ্য করিয়াছেন| ৩ আপনাদিগকে সহবন্দি জানিয়া বন্দিগণকে
স্মরণ করিও, আপনাদিগকে দেহবাসী জানিয়া দুর্দ্দশাপন্ন সকলকে
স্মরণ করিও|
৪ সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল [হউক];
কেননা ব্যাভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন|
৫ তোমাদের আচার ব্যবহার ধনাশক্তিবিহীন হউক; তোমাদের যাহা
আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনি বলিয়াছেন, "আমি কোন
ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, এবং কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব
না|" ৬ অতএব আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি,"প্রভু আমার
সহায়, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিবে?" ৭ যাঁহারা
তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের সেই নেতা-
দিগকে স্মরণ কর, এবং তাঁহাদের আচরণের শেষগতি আলোচনা
করিতে করিতে তাঁহাদের বিশ্বাসের অনুকারী হও| ৮ যীশু খ্রীষ্ট কল্য
ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই স্থানে আছেন| ৯ তোমরা বহুবিধ
এবং বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা বিপথে চালিত হইও না; কেননা হৃদয় যে
অনুগ্রহ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ভাল; খাদ্য বিশেষ অবলম্বন করা
ভাল নয়, তদাচারীদের কোন সুফল দর্শে নাই| ১০ আমাদের এক
যজ্ঞবেদি আছে, তাহার সামগ্রী ভোজন করিবার ক্ষমতা তাহাদের
নাই, যাহারা তাম্বু সম্বন্ধে আরাধনা করে| ১১ কারণ যে যে প্রাণীর
রক্ত পাপার্থক উপহাররূপে মহাযাজকের দ্বারা পবিত্র স্থানের ভিতরে
লইয়া যাওয়া হয়, সেই সকলের দেহ শিবিরের বাহিরে পোড়াইয়া দে-
ওয়া যায়| ১২ এই কারণ যীশুও, নিজ রক্ত দ্বারা প্রজাবৃন্দকে পবিত্র
করিবার নিমিত্ত, পুরদ্বারের বাহিরে মৃত্যু ভোগ করিলেন| ১৩ অতএব
আইস, আমরা তাঁহার দুর্নাম বহন করিতে করিতে শিবিরের বাহিরে
তাঁহার নিকটে গমন করি| ১৪ কারণ এখানে আমাদের চিরস্থায়ী
নগর নাই; কিন্তু আমরা সেই আগামী নগরের অন্বেষণ করিতেছি|
১৫ অতএব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-
বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল, উৎসর্গ করি|
১৬ আর উপকার ও সহভাগীতার কার্য্য ভুলিও না, কেননা সেই প্র-
কার যজ্ঞে ঈশ্বর প্রীত হন| ১৭ তোমরা তোমাদের নেতাদিগের
আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাঁহা-
রা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরিকার্য্য করিতেছেন, -যেন তাঁহারা
আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্য্য করেন, আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক না করেন; কেননা
ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়|

উপসংহার

১৮ আমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, কেননা আমরা নিশ্চয় জানি,
আমাদের সৎসংবেদ আছে, সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে বাঞ্ছা
করিতেছি| ১৯ পরন্তু আমি যেন শীঘ্রই তোমাদিগকে পুনর্দত্ত হই,
তজ্জন্য অধিক বিনতিপূর্ব্বক তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলি-
লাম| ২০ আর শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালস্থায়ী নিয়মের রক্ত প্রযু-
ক্ত সেই মহান্ পাল-রক্ষককে, আমাদের প্রভু যীশুকে, মৃতগণের মধ্য
হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, ২১ তিনি আপনার ইচ্ছা সাধনার্থে তোমা-
দিগকে সমস্ত উত্তম বিষয়ে পরিপক্ক করুন, আপনার দৃষ্টিতে যাহা
প্রীতিজনক, তাহা আমাদের অন্তরে, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, সম্পন্ন করুন;
যুগে যুগে তাঁহার মহিমা হউক| আমেন| ২২ হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগ-
কে বিনতি করিতেছি, তোমরা এই উপদেশ বাক্য-বাক্য সহ্য কর;
আমি ত সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিলাম| ২৩ আমাদের ভ্রাতা তীম-
থিয় মুক্তি পাইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইবে; তিনি যদি শীঘ্র আইসেন,
তবে আমি তাঁহার সহিত তোমাদিগকে দেখিব| ২৪ তোমরা আপনা-
দের সকল নেতাকে ও সকল পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ কর| ইতা-
লিয়ার লোকেরা তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছে| ২৫ অনুগ্রহ তো-
মাদের সকলের সহবর্ত্তী হউক| আমেন|

যাকোব

প্রকৃত ভক্তির বর্ণনা।

১ ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস যাকোব-নানা দেশে ছিন্নভিন্ন
দ্বাদশ বংশের সমীপে। মঙ্গল হউক। ২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তো-
মরা যখন নানাবিধ পরীক্ষায় পড়, তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে আন-
ন্দের বিষয় জ্ঞান করিও; ৩ জানিও, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসি-
দ্ধতা ধৈর্য্যসাধন করে।
৪ আর সেই ধৈর্য্য সিদ্ধ কার্য্যবিশিষ্ট হউক, যেন তোমরা সিদ্ধ ও
সম্পূর্ণ হও, কোন বিষয়ে তোমার অভাব না থাকে। ৫ যদি তোমাদের
কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক;
তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে
দত্ত হইবে। ৬ কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না
করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র
তরঙ্গের তুল্য। ৭ সেই ব্যক্তি প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না
করুক; ৮ সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির। ৯ অবনত
ভ্রাতা আপন উন্নতির শ্লাঘা করুক; ১০ আর ধনবান্ আপন অবনতির
শ্লাঘা করুক, কেননা সে তৃণ পুষ্পের ন্যায় বিগত হইবে। ১১ ফলতঃ
সূর্য্য সতাপে উঠিল, ও তৃণ শুষ্ক করিল, তাহাতে তাহার পুষ্প ঝরিয়া
পড়িল, এবং তাহার রূপের লাবণ্য নষ্ট হইয়া গেল; তেমনি ধনবানও
আপনার সকল গতিতে ম্লান হইয়া পড়িবে। ১২ ধন্য সেই ব্যক্তি, যে
পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রা-
প্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহা-
রা তাহাকে প্রেম করেন। ১৩ পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর
হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের
পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন
না; ১৪ কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্র-
রোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। ১৫ পরে কামনা স্বগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব
করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়। ১৬ হে আমার প্রিয়
ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না। ১৭ সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ বর
উপর হইতে আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে নামিয়া আইসে,
যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া হইতে পারে না।
১৮ তিনি নিজ বাসনায় সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদিগকে জন্ম দিয়া-
ছেন, যেন আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের এক প্রকার অগ্রিমাংশ
হই। ১৯ হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা ইহা জ্ঞাত আছ। কিন্তু তো-
মাদের প্রত্যেক জন শ্রবণে সত্বর, কথনে ধীর, ক্রোধে ধীর হউক,
২০ কারণ মনুষ্যের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার অনুষ্ঠান করে না।
২১ অতএব তোমরা সকল অশুচীতা এবং দুষ্টতার উচ্ছ্বাস ফেলিয়া
দিয়া, মৃদুভাবে সেই রোপিত বাক্য গ্রহণ কর, যাহা তোমাদের প্রাণের
পরিত্রাণ সাধন করিতে পারে। ২২ আর বাক্যের কার্য্যকারী হও, আপ-
নাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না। ২৩ কেননা যে কেহ বাক্যের
শ্রোতামাত্র, কার্য্যকারী নয়, সে এমন ব্যক্তির তুল্য, যে দর্পণে আপ-
নার স্বাভাবিক মুখ দেখে; ২৪ কারণ সে আপনাকে দেখিল, চলিয়া
গেল, আর সে কিরূপ লোক, তাহা তখনই ভুলিয়া গেল। ২৫ কিন্তু যে
কেহ হেঁট হইয়া স্বাধীনতার সিদ্ধ ব্যবস্থায় দৃষ্টিপাত করে, ও তাহাতে
নিবিষ্ট থাকে, ভুলিয়া যাইবার শ্রোতা না হইয়া কার্য্যকারী হয়, সেই
আপন কার্য্যে ধন্য হইবে। ২৬ যে ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া
মনে করে, আর আপন জিহ্বাকে বলগা দ্বারা বশে না রাখে, কিন্তু
নিজ হৃদয়কে ভুলায়, তাহার ধর্ম্ম অলীক। ২৭ ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীন-
দের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা, এবং সংসার হইতে আপনাকে
নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই পিতা ঈশ্বরের কাছে শুচী ও বিমল ধর্ম্ম।

অকপট প্রেম ও বিশ্বাসের আবশ্যকতা।

২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের- প্র-
তাপের প্রভুর- বিশ্বাস মুখাপেক্ষার সহিত ধারণ করিও না।
২ কেননা যদি তোমাদের সমাজ-গৃহে স্বর্ণময় অঙ্গুরীয়ে ও শুভ্র বস্ত্রে
ভূষিত কোন ব্যক্তি আইসে, এবং মলিন বস্ত্র পরিহিত কোন দরিদ্রও
আইসে, ৩ আর তোমরা সেই শুভ্রবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির মুখ চাহিয়া
বল, 'আপনি এখানে উত্তম স্থানে বসুন,' কিন্তু সেই দরিদ্রকে যদি
বল, 'তুমি ওখানে দাঁড়াও, কিম্বা আমার পাদপিঠের তলে বস;'
৪ তাহা হইলে তোমরা কি আপনাদের মধ্যে ভেদাভেদ করিতেছ না,
এবং মন্দ বিতর্কে লিপ্ত বিচারকর্ত্তা হইতেছ না? ৫ হে আমার প্রিয়
ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মনো-
নীত করেন নাই? যেন তাহারা বিশ্বাসে ধনবান্ হয়, এবং যাহারা তাঁ-
হাকে প্রেম করে, তাহাদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয়?
৬ কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অনাদর করিয়াছ। ধনবানেরাই কি
তোমাদের প্রতি উপদ্রব করে না? তাহারাই কি তোমাদিগকে টানিয়া
বিচার স্থানে লইয়া যায় না? ৭ যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কী-
র্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই কি সেই নামের নিন্দা করে না? ৮ যাহা হউক,
"তুমি আপন প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও," এই শাস্ত্রীয়
বচনানুসারে যদি তোমরা রাজকীয় ব্যবস্থা পালন কর, তবে ভাল
করিতেছ। ৯ কিন্তু যদি মুখাপেক্ষা কর, তবে পাপাচরণ করিতেছ,
এবং ব্যবস্থা দ্বারা আজ্ঞালঙ্ঘী বলিয়া দোষীকৃত হইতেছ। ১০ কারণ
যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটী বিষয়ে উছোট
খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে। ১১ কেননা যিনি বলিয়াছেন, "ব্য-
ভিচার করিও না," তিনিই আবার বলিয়াছেন, "নরহত্যা করিও না;"
ভাল, তুমি যদি ব্যভিচার না করিয়া নরহত্যা কর, তাহা হইলে, ব্যব-
স্থার লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। ১২ তোমরা স্বাধীনতার ব্যবস্থা দ্বারা বিচা-
রিত হইবে বলিয়া তদনুরূপ কথা বল ও কার্য্য কর। ১৩ কেননা যে ব্য-
ক্তি দয়া করে নাই, বিচার তাহার প্রতি নির্দ্দয়; দয়াই বিচারজয়ী হই-
য়া শ্লাঘা করে। ১৪ হে আমার ভ্রাতৃগণ, যদি কেহ বলে, আমার বিশ্বাস
আছে, আর তাহার কর্ম্ম করে না থাকে, তবে তাহার কি ফল দর্শি-
বে? সেই বিশ্বাস কি তাহার পরিত্রাণ করিতে পারে? ১৫ কোন ভ্রাতা
কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দৈবসিক খাদ্যহীন হইলে ১৬ যদি তোমাদের
মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও,
কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দেও, তবে
তাহাতে কি ফল দর্শিবে? ১৭ তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্ম্মবিহীন হইলে আপ-
নি একা বলিয়া তাহা মৃত। ১৮ কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস
আছে, আর আমার কর্ম্ম আছে; তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে
দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।
১৯ তুমি বিশ্বাস করিতেছ যে, ঈশ্বর এক, ভালই করিতেছ; ভূতেরাও

তাহা বিশ্বাস করে, এবং ভয়ে কাঁপে। ২০ কিন্তু, হে আসার মনুষ্য, তুমি কি জানিতে চাও যে, কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়? ২১ আমাদের পিতা অব্রাহাম কর্ম্মহেতু, অর্থাৎ যজ্ঞবেদির উপরে আপন পুত্র ইসহাককে উৎসর্গকরণ হেতু, কি ধার্ম্মিক গণিত হইলেন না? ২২ তুমি দেখিতেছ, বিশ্বাস তাঁহার ক্রিয়ার সহকারী ছিল, এবং কর্ম্মহেতু বিশ্বাস সিদ্ধ হইল; ২৩ তাহাতে এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হইল, “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণিত হইল,” আর তিনি “ঈশ্বরের বন্ধু” এই নাম পাইলেন। ২৪ তোমরা দেখিতেছ, কর্ম্মহেতু মনুষ্য ধার্ম্মিক গণিত হয়, শুধু বিশ্বাসহেতু নয়। ২৫ আবার রাহব বেশ্যাও কি সেই প্রকারে কর্ম্মহেতু ধার্ম্মিক গণিতা হইল না? সে ত দূতগণকে অতিথি করিয়াছিল, এবং অন্য পথ দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। ২৬ বাস্তবিক যেমন আত্মাবিহীন দেহ মৃত, তেমনি কর্ম্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

জিহ্বা দমন করিবার আবশ্যকতা।

৩ হে আমার ভ্রাতৃগণ, অনেকে উপদেশক হইও না; তোমরা জান, অন্য অপেক্ষা আমাদের ভারী বিচার হইবে। ২ কারণ আমরা সকলে অনেক প্রকারে উছোট খাই। যদি কেহ বাক্যে উছোট না খায়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ, সমস্ত শরীরকেই বলগা দ্বারা বশে রাখিতে সমর্থ। ৩ অশ্বেরা যেন আমাদের বাধ্য হয়, সেই জন্য আমরা যদি তাহাদের মুখে বলগা দিই, তবে তাহাদের সমস্ত শরীরও ফিরাই।

৪ আর দেখ, জাহাজগুলিও অতি প্রকান্ড, এবং প্রচন্ড বায়ুতে চালিত হয়, তথাপি সে সকলকে অতি ক্ষুদ্র হাইল দ্বারা কর্ণধারের মনের ইচ্ছা যে দিকে হয়, সেই দিকে ফিরান যায় ৫ তদ্রূপ জিহ্বাও ক্ষুদ্র অঙ্গ বটে, কিন্তু মহাদর্পের কথা কহে। দেখ, কেমন অল্প অগ্নি কেমন বৃহৎ বন প্রজ্বলিত করে! ৬ জিহ্বা ও অগ্নি; আমাদের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা অধর্ম্মের জগৎ হইয়া রহিয়াছে; তাহা সমস্ত দেহ কলঙ্কিত করে, ও প্রকৃতির চক্রকে প্রজ্বলিত করে, এবং আপনি নরকানলে জ্বালিয়া উঠে। ৭ কারণ পশুর ও পক্ষীর, সরীসৃপের ও সমুদ্রচর জন্তুর সমস্ত স্বভাবকে মানবস্বভাব দ্বারা দমন করিতে পারা যায় ও দমন করা গিয়াছে; ৮ কিন্তু জিহ্বাকে দমন করিতে কোন মানুষের সাধ্য নাই; উহা অশান্ত মন্দ বিষয়, মৃত্যু জনক বিষে পরিপূর্ণ। ৯ উহার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মনুষ্যদিগকে সাপ দিই। ১০ একই মুখ হইতে ধন্যবাদ ও শাপ বাহির হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এ সকল এমন হওয়া অনুচিত। ১১ উনুই কি একই ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল বাহির করে? ১২ হে আমার ভ্রাতৃগণ, ডুমুরগাছে কি জিতফল, দ্রাক্ষালতায় কি ডুমুরফল ধরিতে পারে? লোণা জলও মিষ্ট জল দিতে পারে না।

নানাবিধ চেতনা-বাক্য।প্রকৃত জ্ঞানের বর্ণনা।

১৩ তোমাদের মধ্যে জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ কে? সে সদাচরণ দ্বারা জ্ঞানের মৃদুতায় নিজ ক্রিয়া দেখাইয়া দিউক। ১৪ কিন্তু তোমাদের হৃদয়ে যদি তিক্ত ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা রাখ, তবে সত্যের বিরুদ্ধে শ্লাঘা করিও না ও মিথ্যা কহিও না। ১৫ সেই জ্ঞান এমন নয়, যাহা উপর হইতে নামিয়া আইসে, বরং তাহা পার্থিব, প্রাণিক, পৈশাচিক। ১৬ কেননা যেখানে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা, সেইখানে অস্থিরতা ও সমুদয় দুষ্কর্ম্ম থাকে। ১৭ কিন্তু যে জ্ঞান উপর হিতে আইসে, তাহা প্রথমে শুচী, পরে শান্তিপ্রিয়, ক্ষান্ত, সহজে অনুনীত, দয়া ও উত্তম উত্তম ফলে পরিপূর্ণ, ভেদাভেদবিহীন ও নিষ্কপট। ১৮ আর যাহারা শান্তি-আচরণ করে, তাহাদের জন্য শান্তিতে ধার্ম্মিকতা ফলের বীজ বপন করা যায়।

বিবাদ, অহঙ্কার দুঃসাহস সম্বন্ধে চেতনা।

৪ তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সে সকল হইতে কি নয়? ২ তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু প্রাপ্ত হও না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা করিতেছ, কিন্তু পাইতে পার না; তোমরা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাক, কিছু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচ্ঞা কর না। ৩ যাচ্ঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচ্ঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।

৪ হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে। ৫ অথবা তোমরা কি মনে কর যে, শাস্ত্রের বচন ফলহীন হয়? যে আত্মা তিনি আমাদের অন্তরে বাস করাইয়াছেন, সেই আত্মা কি মাৎসর্য্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন? ৬ বরং তিনি আরও অনুগ্রহ প্রদান করেন; এই কারণ শাস্ত্র বলে,“ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন।” ৭ অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে। ৮ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হও, তাহাতে তিনিও তোমাদের নিকটবর্ত্তী হইবেন। হে পাপিগণ, হস্ত শুচী কর; হে দ্বিমনা লোক সকল, হৃদয় বিশুদ্ধ কর। ৯ তাপিত ও শোকার্ত্ত হও, এবং রোদন কর; তোমাদের হাস্য শোকে, এবং আনন্দ বিষাদে পরিণত হউক। ১০ প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন। ১১ হে ভ্রাতৃগণ, পরস্পর পরীবাদ করিও না; যে ব্যক্তি ভ্রাতার পরীবাদ করে, কিম্বা ভ্রাতার বিচার করে, সে ব্যবস্থার পরীবাদ করে ও ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু তুমি যদি ব্যবস্থার বিচার কর, তবে ব্যবস্থার পালনকারী না হইয়া বিচারকর্ত্তা হইয়াছ। ১২ একমাত্র ব্যবস্থাপক ও বিচারকর্ত্তা আছেন, তিনিই পরিত্রাণ করিতে ও বিনষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু তুমি কে যে প্রতিবাসীর বিচার কর? ১৩ এখন দেখ, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, অদ্য কিম্বা কল্য আমরা অমুক নগরে যাইব, এবং সেখানে এক বৎসর যাপন করিব, বানিজ্য করিব ও লাভ করিব। ১৪ তোমরা ত কল্যকার তত্ত্ব জান না; তোমাদের জীবন কি প্রকার? তোমরা ত বাষ্পস্বরূপ, যাহা ক্ষণেক দৃশ্য থাকে, পরে অন্তর্হিত হয়। ১৫ উহার পরিবর্ত্তে বরং ইহা বল, ‘প্রভুর ইচ্ছা হইলেই আমরা বাঁচিয়া থাকিব, এবং এ কাজটী রা ও কাজটী করিব।” ১৬ কিন্তু এখন তোমরা আপন আপন দর্পে শ্লাঘা করিতেছ; এই প্রকারের সমস্ত শ্লাঘা মন্দ। ১৭ বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে, অথচ না করে, তাহার পাপ হয়।

উপদ্রব সম্বন্ধে চেতনা।

৫ এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দ্দশা আসিতেছে, সে সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার কর। ২ তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে, ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট-ভক্ষিত হইয়াছে; ৩ তোমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য কলঙ্কিত হইয়াছে; আর তাহার কলঙ্ক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, এবং অগ্নিরন্যায় তোমাদের মাংস খাইবে। তোমরা শেষকালে ধন-সঞ্চয় করিয়াছ।

৪ দেখ, যে মজুরেরা তোমাদের ক্ষেত্রের শস্য কাটিয়াছে, তাহারা তোমাদের দ্বারা যে বেতনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহারা চিৎকার করিতেছে, এবং সেই শস্যচ্ছেদকের আর্ত্তনাদ বাহিনীগণের প্রভুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৫ তোমরা পৃথিবীতে সুখভোগ ও বিলাস করিয়াছ, তোমরা হত্যার দিনে আপন আপন হৃদয় তৃপ্ত করিয়াছ। ৬ তোমরা ধার্ম্মিককে দোষী করিয়াছ, বধ করিয়াছ; তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।

দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও প্রার্থনা সম্বন্ধে আশ্বাস।

৭ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত দীর্ঘসহিষ্ণু
থাক। দেখ, কৃষক ভুমির বহুমূল্য ফলের অপেক্ষা করে এবং যত
দিন তাহা প্রথম ও শেষ বর্ষা না পায়, তত দিন তাহার বিষয়ে দীর্ঘস-
হিষ্ণু থাকে। ৮ তোমরাও দীর্ঘসহিষ্ণু থাক, আপন আপন হৃদয় সুস্থির
কর, কেননা প্রভুর আগমন সন্নিকট। ৯ হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা এক জন
অন্য জনের বিরুদ্ধে আর্ত্তস্বর করিও না, যেন বিচারিত না হও; দেখ,
বিচারকর্ত্তা দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ১০ হে ভ্রাতৃগণ, যে ভাব-
বাদীরা প্রভুর নামে কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দুঃখভোগের ও
দীর্ঘসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলিয়া মান। ১১ দেখ, যাহারা স্থির রহিয়াছে,
তাহাদিগকে আমরা ধন্য বলি। তোমরা ইয়োবের ধৈর্য্যের কথা শুনি-
য়াছ; প্রভুর পরিমাণও দেখিয়াছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়।
১২ আবার, হে আমার ভ্রাতৃগণ, আমার সর্ব্বপ্রধান কথা এই, তোমরা
দিব্য করিও না; স্বর্গের কি পৃথিবীর কি অন্য কিছুরই দিব্য করিও
না। বরং তোমাদের হাঁ হাঁ এবং না না হউক, পাছে বিচারে পতিত
হও। ১৩ তোমাদের মধ্যে কেহ কি দুঃখ ভোগ করিতেছে? সে প্রার্থনা
করুক। কেহ কি প্রফুল্ল আছে? সে গান করুক। ১৪ তোমাদের মধ্যে
কেহ কি রোগগ্রস্থ? সে মন্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং
তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রা-
র্থনা করুক। ১৫ তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ
করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থা-
কে, তবে তাহার মোচন হইবে। ১৬ অতএব তোমরা এক জন অন্য
জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার কর, ও এক জন অন্য
জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর, যেন সুস্থ হইতে পার। ১৭ ধার্ম্মিকের বিনতি
কার্য্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত। এলিয় আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী
মনুষ্য ছিলেন; আর তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রার্থনা করিলেন, যেন বৃষ্টি
না হয়, এবং তিন বৎসর ছয় মাস ভূমিতে বৃষ্টি হইল না। ১৮ পরে তিনি
আবার প্রার্থনা করিলেন; আর আকাশ জল প্রদান করিল, এবং ভূ-
মি নিজ ফল উৎপন্ন করিল। ১৯ হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে
যদি কেহ সত্য হইতে ভ্রান্ত হয়, এবং কেহ তাহাকে ফিরাইয়া আনে,
২০ তবে জানিও, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে
ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং
পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।

১ পিতর

মঙ্গলবাদ।

১ পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত, - পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া,
এশিয়া, বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্ন ভিন্ন প্রবাসিগণ ২ পিতা ঈশ্ব-
রের পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য
ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের
সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।
পরিত্রাণ সম্বন্ধে বিশ্বাসীর প্রত্যাশা। ৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রী-
ষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল দয়ানুসারে মৃতগণের মধ্য হই-
তে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগ-
কে পুনর্জন্ম দিয়াছেন,
৪ অক্ষয় ও বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই
দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে; ৫ এবং ঈশ্বরের
শক্তিতে তোমরাও পরিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছে,
যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে। ৬ ইহা-
তে তোমরা উল্লাস করিতেছ, যদিও অবকাশমতে এখন অল্প কাল
নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত্ত হইতেছ, ৭ যেন, যে সুবর্ণ নশ্বর হইলেও
অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহা অপেক্ষাও মহামূল্য তোমাদের বিশ্বা-
সের পরীক্ষাসিদ্ধতা যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, গৌরব ও
সমাদর জনকহইয়া হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। ৮ তোমরা তাঁহাকে না দেখি-
য়াও প্রেম করিতেছ; এখন দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বি-
শ্বাস করিয়া অনির্ব্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ,
৯ এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ আত্মার পরিত্রান প্রাপ্ত
হইতেছ। ১০ সেই পরিত্রাণের বিষয় ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও
অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্র-
হের বিষয়ে ভাববাণী বলিতেন। ১১ তাঁহারা এই বিষয় অনুসন্ধান
করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন
খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্ত্তী গৌরবের বিষ-
য়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি
লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ১২ তাঁহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে,
তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষ-
য়ের পরিচারক ছিলেন; সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত
পবিত্র আত্মার গুনে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন,
তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গ দূ-
তেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

খ্রীষ্টিয় স্বভাব।

১৩ অতএব তোমরা আপন আপন মনের কটি বাঁধিয়া মিতাচারী
হও, এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে
আনীত হইবে, তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। ১৪ অজ্ঞাব-
হ্তার সন্তান বলিয়া তোমরা তোমাদের পূর্ব্বকার অজ্ঞানতারকালের
অভিলাষের অনুরূপ হইও না, ১৫ কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান
করিয়াছেন, সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যব-
হারে পবিত্র হও; ১৬ কেননা লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হইবে, কা-
রণ আমি পবিত্র।" ১৭ আর যিনি বিনা মুখাপেক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির
ক্রিয়ানুযায়ী বিচার করেন, তাঁহাকে যদি পিতা বলিয়া ডাক, তবে
সভয়ে আপন আপন প্রবাসকাল যাপন কর। ১৮ তোমরা ত জান,
তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার ব্যবহার হইতে
তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, ১৯ কি-
ন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মু-
ক্ত হইয়াছ। ২০ তিনি জগৎপত্তনের অগ্রে পূর্ব্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু
কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেন; ২১ তোমরা
তাঁহারই দ্বারা সেই ঈশ্বরে নিবাসী হইয়াছ, যিনি তাঁহাকে মৃতগণের
মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন ও গৌরব দিয়াছেন; এইরূপে তোমাদের বি-
শ্বাস ও প্রত্যাশা ঈশ্বরের প্রতি রহিয়াছে। ২২ তোমরা সত্যের আজ্ঞাব-
হতায় অকল্পিত ভ্রাতৃপ্রেমের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণকে বিশুদ্ধ
করিয়াছ বলিয়া অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্র ভাবে প্রেম কর; ২৩ কা-
রণ তোমরা ক্ষয়ণীয় বির্য্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বির্য্য হইতে ঈশ্ব-
রের জীবন্ত ও চীরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ। ২৪ কেননা
"মর্ত্যমাত্র তৃণের তুল্য, ও তাহার সমস্ত কান্তি তৃণপুষ্পের তুল্য;তৃণ
শুষ্ক হইয়া গেল, এবং পুষ্প ঝরিয়া পড়িল, ২৫ কিন্তু প্রভুর বাক্য চির-
কাল থাকে।"আর এ সেই সুসমাচারের বাক্য, যাহা তোমাদের নিক-
টে প্রচারিত হইয়াছে।

২ অতএব তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও সমস্ত ছল এবং কপটতা ও
মাৎসর্য্য ও সমস্ত পরীবাদ ত্যাগ করিয়া ২ নবজাত শিশুদের
ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গু-
ণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও, ৩ যদি তোমরা এমন আস্বাদ পাইয়া
থাক যে, প্রভু মঙ্গলময়।
৪ তোমরা তাঁহারই নিকটে, -মনুষ্যকর্ত্তৃক অগ্রাহ্য, কিন্তু ঈশ্বরের দৃ-
ষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য জীবন্ত প্রস্তরের নিকটে- ৫ আসিয়া জীব-
ন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহস্বরূপে গাঁথিয়া তোলা যাইতেছে, যেন
পবিত্র যাজকবর্গ হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আত্মিক বলি
উৎসর্গ করিতে পার। ৬ কেননা শাস্ত্রে এই কথা পাওয়া যায়,"দেখ,
আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য প্রস্তর স্থাপন করি;
তাঁহার উপর যে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।" ৭ অতএব তো-
মরা যাহারা বিশ্বাস করিতেছ, ঐ মহামূল্যতা তোমাদেরই জন্য; কিন্তু
যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য "যে প্রস্তর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য
করিয়াছে, তাহাই কোণের প্রধান প্রস্তর হইয়া উঠিল;" ৮ আবার তাহা
হইয়া উঠিল, "ব্যাঘাতজনক প্রস্তর ও বিঘ্নজনক পাষাণ।" বাক্যের
অবাধ্য হওয়াতে তাহারা ব্যাঘাত পায়, এবং তাহার জন্যই নিযুক্ত হই-
য়াছিল। ৯ কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবি-
ত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন কর,"
যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে
আহ্বান করিয়াছেন। ১০ পূর্ব্বে তোমরা "প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন
ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাই-
য়াছ।"

নানাবিধ আশ্বাস বাক্য।

১১ প্রিয়তমেরা, আমি নিবেদন করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী
বলিয়া মাংসিক অভিলাষ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, সেগুলি আত্মার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে| ১২ আর পরজাতীয়দের মধ্যে আপন আপন
আচার ব্যবহার উত্তম করিয়া রাখ; তাহা হইলে তাহারা যে বিষয়ে দু-
ষ্কর্মকারী বলিয়া তোমাদের পরীবাদ করে, স্বচক্ষে তোমাদের সৎক্রি-
য়া দেখিলে সেই বিষয়ে তত্ত্বাবধানের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করি-
বে|শাসনকর্ত্তাদের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যবহার| ১৩ তোমরা প্রভুর নিমিত্ত
মানবসৃষ্ট সমস্ত নিয়োগের বশীভূত হও, রাজার বশীভূত হও, তিনি
প্রধান; ১৪ দেশাধ্যক্ষদের বশীভূত হও, তাঁহারা দুরাচারদের প্রতিফল
দিবার নিমিত্ত ও সদাচারদের প্রশংসার নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা প্রেরিত|
১৫ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন এইরূপে তোমরা সদাচরণ করিতে
করিতে নির্ব্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর কর| ১৬ আপনা-
দিগকে স্বাধীন জান; আর স্বাধীনতাকে দুষ্টতার আবরণ করিও না,
কিন্তু আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস জান| ১৭ সকলকে সমাদর কর,
ভ্রাতৃসমাজকে প্রেম কর, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সমাদর কর|

দাসদের এবং স্ত্রী পুরুষদের উপযুক্ত ব্যবহার|

১৮ হে দাসগণ, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের সহিত আপন আপন স্বামীগ-
ণের বশীভূত হও; কেবল সজ্জন ও শান্ত স্বামীদের নয়, কিন্তু কুটিল
স্বামীদেরও বশীভূত হও| ১৯ কেননা কেহ যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে সং-
বেদ প্রযুক্ত অন্যায় ভোগ করিয়া দুঃখ সহ্য করে, তবে তাহাই সাধুবা-
দের বিষয়| ২০ বস্তুতঃ পাপ করিয়া চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইলে যদি তো-
মরা সহ্য কর, তবে তাহাতে সুখ্যাতি কি? কিন্তু সদাচরণ করিয়া দুঃখ
ভোগ করিলে যদি সহ্য কর, তবে তাহাই ত ঈশ্বরের কাছে সাধুবাদের
বিষয়| ২১ কারণ তোমরা ইহারই নিমিত্ত আহূত হইয়াছ; কেননা খ্রী-
ষ্টও তোমাদের নিমিত্ত দুঃখ ভোগ করিলেন, এ বিষয়ে তোমাদের
জন্য এক আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার পদচিহ্নের
অনুগমন কর; ২২ "তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোন ছলও
পাওয়া যায় নাই|" ২৩ তিনি নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না,
দুঃখভোগ কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বি-
চার করেন, তাঁহার উপর ভার রাখিতেন| ২৪ তিনি আমাদের "পাপা-
ভার তুলিয়া লইয়া" আপন নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করি-
লেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্ম্মিকতার পক্ষে জীবিত
হই; "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ|" ২৫ কেননা
তোমারা "মেষের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছিলে," কিন্তু এখন তোমাদের প্রা-
ণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে|

৩ তদ্রূপ, হে ভার্য্যা সকল, তোমরা আপন আপন স্বামীর বশীভূ-
তা হও; ২ যেন কেহ কেহ যদিও বাক্যের অবাধ্য হয়, তথাপি
যখন তাহারা তোমাদের সভয় বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখি-
তে পায়, তখন বাক্য বিহীনে আপন আপন ভার্য্যার আচার ব্যবহার
দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা হয়| ৩ আর কেশবিন্যাস ও স্বর্ণাভরণ
কিম্বা বস্ত্র পরিধানরূপ বাহ্য ভূষণ, তাহা নয়,
৪ কিন্তু হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য, মৃদু ও প্রশান্ত আত্মার অক্ষয় শোভা,
তাহাদের ভূষণ হউক; তাহাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য| ৫ কেননা পু-
র্ব্বকালের যে পবিত্র নারীগণ ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখিতেন, তাঁহারাও
সেই প্রকারে আপনাদিগকে ভূষিত করিতেন, আপন আপন স্বামীর
বশীভূত হইতেন; ৬ যেমন সারা অব্রাহামের আজ্ঞা মানিতেন, নাথ
বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন; তোমরা যদি সদাচরণ কর ও কোন মহা-
ভয়ে ভীত না হও, তবে তাঁহারই সন্তান হইয়া উঠিয়াছ| ৭ তদ্রূপ, হে
স্বামীগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত
জ্ঞানপূর্ব্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনু-
গ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা
রুদ্ধ না হয়|

প্রেম, ক্ষমাশীলতা ও স্থৈর্য্যাদির আবশ্যকতা|

৮ অবশেষে বলি, তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত, ভ্রাতৃ-
প্রেমিক, স্নেহবান্ ও নম্রমনা হও| ৯ মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও
না, এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না; বরং আশীর্ব্বাদ কর,
কেননা আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমারা আহূত হই-
য়াছ| ১০ কারণ"যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসিতে চায়,ও মঙ্গলের দিন
দেখিতে চায়, সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে,ছলনা বাক্য হইতে
আপন ওষ্ঠকে নিবৃত্ত করুক| ১১ সে মন্দ হইতে ফিরুক ও সদাচরণ
করুক,শান্তির চেষ্টা করুক, ও তাহার অনুধাবন করুক| ১২ কেননা
ধার্ম্মিকগণের প্রতি প্রভুর চক্ষু আছে;তাহাদের বিনতির প্রতি তাঁহার
কর্ণ আছে;কিন্তু প্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল|" ১৩ আর যদি
তোমরা সদাচরণের পক্ষে উদ্যোগী হও, তবে কে তোমাদের হিংসা
করিবে? ১৪ কিন্তু যদিও ধার্ম্মিকতার নিমিত্ত দুঃখভোগ কর, তবু তো-
মরা ধন্য| আর তোমরা উহাদের ভয়ে ভীত হইও না, এবং উদ্বিগ্ন
হইও না, বরং হৃদয়মধ্যে খ্রীষ্টকে প্রভু বলিয়া পবিত্র করিয়া মান|
১৫ যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশা হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে
উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক| কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহকারে উত্তর
দিও, ১৬ সৎসংবেদ রক্ষা কর, যেন যাহারা তোমাদের খ্রীষ্টগত সদাচ-
রণের দুর্নাম করে তাহারা তোমাদের পরীবাদ করণ বিষয়ে লজ্জা
পায়| ১৭ কারণ দুরাচরণ জন্য দুঃখভোগ করণ অপেক্ষা বরং- ঈশ্ব-
রের যদি এমন ইচ্ছা হয়- সদাচরণ জন্য দুঃখভোগ করা আরও
ভাল| ১৮ কারণ খ্রীষ্টও এক বার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করি-
য়াছিলেন- সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি অধার্ম্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগ-
কে ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান| তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জী-
বিত হইলেন| ১৯ আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই
আত্মাদিগের কাছে ঘোষণা করিলেন, ২০ যাহারা পূর্ব্বকালে, নোহের
সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিল-
ম্ব করিতেছিল, তখন অবাধ্য ছিল| সেই জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ
আটটী প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল| ২১ আর এখন উহার প্রতি-
রূপ বাপ্তিস্ম -অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিক-
টে সৎসংবেদের নিবেদন- তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তো-
মাদিগকে পরিত্রাণ করে| ২২ তিনি স্বর্গে গমন করিয়া ঈশ্বরের দক্ষি-
ণে আছেন; দূতগণ ও কর্ত্তৃত্ব সকল ও পরাক্রমসমূহ তাঁহার বশীকৃত
হইয়াছে|

শুচীতা, সংযম ও দুঃখভোগ সম্বন্ধীয় কথা|

৪ অতএব খ্রীষ্ট মাংসে দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া তোমরাও
সেই ভাবে আপনাদিগকে সজ্জীভূত কর -কেননা মাংসে যাহার
দুঃখভোগ হইয়াছে, সে পাপ হইতে বিরত হইয়াছে- ২ যেন আর মনু-
ষ্য অভিলাষে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মাংসবাসের অবশিষ্ট কাল
যাপন কর| ৩ কেননা পরজাতীয়দের বাসনা সাধন করিয়া, লম্পত-
টা, সুখাভিলাষ, মদ্যপান, রঙ্গরস পানার্থক সভা ও ঘৃণার্হ প্রতিমাপূ-
জারূপ পথে চলিয়া যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট|
৪ এ বিষয়ে তোমরা উহাদের সঙ্গে একই নষ্টামির পঙ্কের দিকে ধা-
বমান হইতেছ না দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে|
৫ কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করিতে উদ্যত তাঁহারই
কাছে উহাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে| ৬ কারণ এই অভিপ্রায়ে মৃত-
গণের কাছেও সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, যেন তাহারা মনুষ্যদের
অনুরূপে মাংসে বিচারিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুরূপে আত্মায় জী-
বিত থাকে| ৭ কিন্তু সকল বিষয়ের পরিণাম সন্নিকট; অতএব সংয-
মশীল হও, এবং প্রার্থনার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ থাক| ৮ সর্ব্বাপেক্ষা পরস্পর
একাগ্র ভাবে প্রেম কর; কেননা "প্রেম পাপরাশি আচ্ছাদন করে|"

৯ বিনা বচসাতে পরস্পর অতিথি সেবা কর| ১০ তোমরা যে যেমন
অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ-ধনের
উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর| ১১ যদি কেহ কথা বলে,
সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে; যদি পরিচর্য্যা করে,
সে ঈশ্বর-দত্ত শক্তি অনুসারে করুক; যেন সর্ব্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের
দ্বারা ঈশ্বর গৌরাবান্বিত হন| মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে তাঁহারই| আমেন| ১২ প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে আগুন
তোমাদের মধ্যে জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য্য
জ্ঞান করিও না; ১৩ বরং যে পরিমানে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী
হইতেছ, সেই পরিমানে আনন্দ কর, যেন তাঁহার প্রতাপের প্রকাশকা-
লে উল্লাস সহকারে আনন্দ করিতে পার| ১৪ তোমরা যদি খ্রীষ্টের
নাম প্রযুক্ত তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের আত্মা,
এমন কি, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন|
১৫ তোমাদের মধ্যে কেহ যেন নরঘাতক কি চোর কি দুষ্কর্ম্মকারী কি
পরাধিকারচর্চ্চক বলিয়া দুঃখভোগ না করে| ১৬ কিন্তু যদি কেহ খ্রী-
ষ্টিয়ান বলিয়া দুঃখভোগ করে, তবে সে লজ্জিত না হউক; কিন্তু এই
নামে ঈশ্বরের গৌরব করুক| ১৭ কেননা ঈশ্বরের গৃহে বিচার আরম্ভ
হইবার সময় হইল; আর যদি তাহা প্রথমে আমাদিগেতে আরম্ভ হয়,
তবে যাহারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য, তাহাদের পরিণাম কি হই-
বে? ১৮ আর ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ যদি কষ্টে হয়, তবে ভক্তিহীন ও পা-
পী কোথায় মুখ দেখাইবে? ১৯ অতএব যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃ-
খভোগ করে, তাহারা সদাচরণ করিতে করিতে আপন আপন প্রাণ-
কে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তে গচ্ছিত রাখুক|

নম্র ও জাগ্রৎ থাকিবার আবশ্যকতা

৫ অতএব তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গ আছেন, তাঁহাদিগকে
আমি- সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী, এবং প্রকাশিত-
ব্য ভাবী প্রতাপের সহভাগী আমি- বিনতি করিতেছি; ২ তোমাদের
মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; অধ্যক্ষদের কার্য্য
কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক, ঈশ্বরের অভিমতে,
কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উৎসুকভাবে কর; ৩ নিরূপিত অধিকা-
রের উপরে কর্ত্তৃত্বকারীরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর|
৪ তাহাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমু-
কুট পাইবে| ৫ তদ্রূপ, হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও;
আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন
কর, কেননা“ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন,কিন্তু নম্রদিগকে
অনুগ্রহ প্রদান করেন|” ৬ অতএব তোমরা ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তের
নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদিগকে উন্নত করেন;
৭ তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁহার উপরে ফেলিয়া দেও; কেননা
তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন| ৮ তোমরা প্রবুদ্ধ হও, জাগিয়া
থাক; তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহা-
কে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে| ৯ তোমরা বি-
শ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে
অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেও সেই প্রকার নানা দুঃখভোগ সম্পন্ন
হইতেছে| ১০ আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমাদিগকে খ্রীষ্টে
আপনার অনন্ত প্রতাপ প্রদানার্থে আহ্বান করিয়াছেন, তিনি আপনি
তোমাদের ক্ষণিক দুঃখভোগের পর তোমাদিগকে পরিপক্ক, সুস্থির
সবল, বদ্ধমূল করিবেন| ১১ যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই পরাক্রম
হউক| আমেন| ১২ বিশ্বস্ত ভ্রাতা সীলের দ্বারা- তাঁহাকে আমি সেই-
রূপ জ্ঞান করি- সংক্ষেপে তোমাদিগকে লিখিয়া প্রবোধ দিলাম,
এবং ইহা যে ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, এমন সাক্ষ্যও দিলাম; তোমরা
ইহাতে স্থির থাক| ১৩ তোমাদের সহমনোনীতা বাবিলস্থা [মন্ডলী]
এবং আমার পুত্র মার্ক তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন| ১৪ তো-
মরা প্রেমচুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবাদ কর| তোমরা যত লোক খ্রীষ্টে
আছ, তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ত্তুক|

২ পিতর

বিশ্বাসে স্থির থাকিবার বিষয়ে উপদেশ।

১ শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত- যাঁহারা আমাদের
ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্ম্মিকতায় আমাদের সহিত
সমরূপ বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে। ২ ঈশ্বরের
এবং আমাদের প্রভু যীশুর তত্ত্বজ্ঞানে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। ৩ কারণ যিনি নিজ গৌরবে ও সদগুনে
আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঈশ্ব-
রীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান
করিয়াছে।
৪ আর ঐ গৌরবে ও উৎকর্ষে তিনি আমাদিগকে মহামূল্য অথচ
অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা সকল প্রদান করিয়াছেন, যেন তদ্দারা তোমরা
অভিলাষমূলক সংসারব্যাপী ক্ষয় হইতে পলায়ন করিয়া, ঈশ্বরীয় স্ব-
ভাবের সহভাগী হও। ৫ আর ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ
করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে সদগুন, ও সদগুনে জ্ঞান, ৬ ও জ্ঞানে
জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যে ভক্তি, ৭ ও ভক্তিতে
ভ্রাতৃস্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগাও। ৮ কেননা এই সমস্ত যদি তো-
মাদিগতে থাকে ও উপচিয়া পড়ে, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদিগকে অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে না।
৯ কারণ এই সমস্ত যাহার নাই, সে অন্ধ, অদূরদর্শী, আপন পূর্ব্বপাপ-
সমূহের মার্জ্জনা ভুলিয়া গিয়াছে। ১০ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা
যে আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয় করিতে অধিক যত্ন কর, কেননা
এ সকল করিলে তোমরা কখনও উছোট খাইবে না; ১১ কারণ এইরূ-
পে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ
করিবার অধিকার প্রচুররূপে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। ১২ এই
কারণ আমি তোমাদিগকে এই সকল সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে
প্রস্তুত থাকিব; যদিও তোমরা এ সকল জান, এবং বর্ত্তমান সত্যে সু-
স্থিরও আছ। ১৩ আর আমি যত দিন এই তাম্বুতে থাকি, তত দিন
তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া জাগ্রৎ রাখা বিহিত জ্ঞান করি।
১৪ কারণ আমি জানি, আমার এই তাম্বু পরিত্যাগ শীঘ্রই ঘটিবে, তাহা
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাকে জানাইয়াছেন। ১৫ আর তোমরা
যাহাতে আমার যাত্রার পরে সর্ব্বদা এই সকল স্মরণ করিতে পার,
এমন যত্নও করিব। ১৬ কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও
আগমনের বিষয় যখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, তখন
আমরা কৌশলকল্পিত গল্পের অনুগামী হয় নাই, কিন্তু তাঁহার মহিমার
চাক্ষুষ সাক্ষী হইয়াছিলাম। ১৭ ফলতঃ তিনি পিতা ঈশ্বর হইতে সমা-
দর ও গৌরব পাইয়াছিলেন, সেই মহিমাযুক্ত প্রতাপ কর্ত্তৃক তাহার
কাছে এই বাণী উপনীত হইয়াছিল, "ইনিই আমার পুত্র, আমার প্রি-
য়তম, ইহাঁতেই আমি প্রীত।" ১৮ আর স্বর্গ হইতে উপনীত সেই বাণী
আমরাই শুনিয়াছি, যখন তাঁহার সঙ্গে পবিত্র পর্ব্বতে ছিলাম।
১৯ আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে;
তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করি-
তেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা যে পর্য্যন্ত দিনের আরম্ভ না
হয় এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত
অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়। ২০ প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও যে, শাস্ত্রীয়
কোন ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়; ২১ কারণ ভাববাণী
কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র
আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলি-
য়াছেন।

দুষ্টদের পথ হইতে দূরে থাকিবার বিষয়ে উপদেশ।

২ কিন্তু প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভাক্ত ভাববাদিগণও উৎপন্ন হইয়া-
ছিল; সেই প্রকারে তোমাদের মধ্যেও ভাক্ত গুরুরা উপস্থিত
হইবে, তাহারা গোপনে বিনাশজনক দলভেদ উপস্থিত করিবে, যিনি
তাহাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, সেই অধিপতিকেও অস্বীকার করিবে,
এইরূপে শীঘ্র আপনাদের বিনাশ ঘটাইবে। ২ আর অনেকে তাহাদের
স্বৈরাচারের অনুগামী হইবে; তাহাদের কারণ সত্যের পথ নিন্দিত হই-
বে। ৩ লোভের বশে তাহারা কল্পিত বাক্য দ্বারা তোমাদের হইতে অর্থ-
লাভ করিবে; তাহাদের বিচারাজ্ঞা দীর্ঘকাল বিলম্ব করে নাই, এবং
তাহাদের বিনাশ ঢুলিয়া পড়ে নাই।
৪ কারণ ঈশ্বর পাপে পতিত দূতগণকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু নর-
কে ফেলিয়া বিচারার্থে রক্ষিত হইবার জন্য অন্ধকারের কারাকূপে
সমর্পণ করিলেন। ৫ আর তিনি পুরাতন জগতের প্রতি মমতা করেন
নাই, কিন্তু যখন ভক্তিহীনদের জগতে জলপ্লাবন আনিলেন, তখন
আর সাত জনের সহিত ধার্ম্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করি-
লেন। ৬ আর সদোম ও ঘমোরা নগর ভস্মীভূত করিয়া উৎপাটনরূপ
দন্ড দিলেন, যাহারা ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ করিবে, তাহাদের দৃষ্টান্তস্ব-
রূপ করিলেন; ৭ আর সেই ধার্ম্মিক লোটকে উদ্ধার করিলেন, যিনি
ধর্ম্মহীনদের স্বৈরাচারে ক্লিষ্ট হইতেন। ৮ কেননা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি
তাহাদের মধ্যে বাস করিতে করিতে, দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের অধ-
র্ম্মকার্য্য প্রযুক্ত দিন দিন আপন ধর্ম্মশীল প্রাণকে যাতনা দিতেন।
৯ ইহাতে জানি, প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং
অধার্ম্মিকদিগকে দন্ডাধীনে বিচার দিনের জন্য রাখিতে জানেন।
১০ বিশেষতঃ যাহারা মাংসের অনুবর্ত্তী হইয়া অশুচী ভোগের অভিলা-
ষে চলে, ও প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে, তাহাদিগকে দন্ড দিবেন। তাহারা
দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী, যাহারা গৌরবের পাত্র, তাহাদের নিন্দা করি-
তে ভয় করে না। ১১ স্বর্গদূতগণ যদিও বলে ও পরাক্রমে মহত্তর,
তথাপি প্রভুর কাছে তাঁহারাও উহাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দাপূর্ণ বিচার উপ-
স্থিত করেন না। ১২ কিন্তু ইহারা, ধৃত হইবার ও ক্ষয় পাইবার নিমিত্ত
জাত বুদ্ধিহীন প্রাণীমাত্র পশুদের ন্যায়, যাহা না বুঝে, তাহার নিন্দা
করিতে করিতে আপনাদের ক্ষয়ে ক্ষয় পাইবে, অন্যায়ের বেতনস্ব-
রূপ অন্যায় ভোগ করিবে। ১৩ তাহারা দিনমানে উদরতৃপ্তিকে সুখ,
জ্ঞান করে; তাহারা কলঙ্ক ও মলস্বরূপ, তাহারা তোমাদের সহিত
ভোজন পান করিয়া আপন আপন প্রেম ভোজে বিলাস করে। ১৪ তা-
হাদের চক্ষু ব্যভিচারে পরিপূর্ণ এবং পাপ হইতে নিরস্ত হইতে পারে
না; তাহারা চঞ্চলমতিদিগকে প্রলোভিত করে; তাহাদের হৃদয় অর্থ-
লালসায় অভ্যস্ত; তাহারা শাপের সন্তান। ১৫ তাহারা সোজা পথ ত্যাগ
করিয়া বিপথগামী হইয়াছে, বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের পথানুগামী
হইয়াছে; সেই ব্যক্তি ত অধার্ম্মিকতার বেতন ভাল বাসিত; ১৬ কিন্তু
সে নিজ অপরাধের জন্য তিরস্কৃত হইল; এক বাকশক্তিহীন গর্দ্দভ

মনুষ্যের রবে কথা বলিয়া সেই ভাববাদীর ক্ষিপ্ততা নিবারণ করিল।
১৭ এই লোকেরা নির্জ্জল উনুই, ঝড়ে চালিত কুজঝটিকা, তাহাদের
জন্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে। ১৮ কারণ তাহারা অসার
গর্ব্বের কথা কহিয়া মাংসিক সুখাভিলাষে, লম্পটতায়, সেই লোক-
দিগকে প্রলোভিত করে, যাহারা ভ্রমাচারীদের হইতে সম্প্রতি পলায়ন
করিতেছে। ১৯ তাহারা তাহাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কি-
ন্তু আপনারা ক্ষয়ের দাস; কেননা যে যাহার দ্বারা পরাভূত, সে তাহার
দাসত্বে আনীত। ২০ কারণ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের
তত্ত্বজ্ঞানে সংসারের অশুচী বিষয়সমূহ এড়াইবার পর যদি তাহারা
পুনরায় তাহাতে পাশবদ্ধ হইয়া পরাভূত হয়, তবে তাহাদের প্রথম
দশা অপেক্ষা শেষ দশা আরও মন্দ হইয়া পড়ে। ২১ কেননা ধার্ম্মিক-
তার পথ জানিয়া তাহাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র আজ্ঞা হইতে সরি-
য়া যাওয়া অপেক্ষা বরং সেই পথ অজ্ঞাত থাকা তাহাদের পক্ষে
আরও ভাল ছিল। ২২ তাহাদিগেতে এই সত্য প্রবাদ ফলিয়াছে, - "কু-
কুর ফিরে আপন বমির দিকে," আর ধৌত শূকর ফিরে কাদায়
গড়াগড়ি দিতে।

প্রভুর পুনরাগমনের প্রতীক্ষা।

৩ এখন প্রিয়তমেরা, আমি এই দ্বিতীয় পত্র তোমাদিগকে লিখি-
তেছি। উভয় পত্রে তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তোমা-
দের সরল চিত্তকে জাগ্রত করিতেছি, ২ যে তোমরা পবিত্র ভাববাদি-
গণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বকথিত বাক্য সকল, এবং তোমাদের প্রেরিতগণের
দ্বারা দত্ত ত্রাণকর্ত্তা প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ কর। ৩ প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও
যে, শেষকালে উপহাসের সহিত উপহাসকেরা উপস্থিত হইবে; তাহা-
রা আপন আপন অভিলাষ অনুসারে চলিবে,
৪ তাঁহার আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়? কেননা যে অবধি পিতৃলো-
কেরা নিদ্রাগত হইয়াছেন, সেই অবধি সমস্তই সৃষ্টির আরম্ভ অবধি
যেমন, তেমনি রহিয়াছে। ৫ বস্তুতঃ সেই লোকেরা ইচ্ছাপুর্ব্বক ইহা ভু-
লিয়া যায় যে, আকাশমন্ডল, এবং জল হইতে ও জল দ্বারা স্থিতিপ্রা-
প্ত পৃথিবী ঈশ্বরের বাক্যের গুনে প্রাক্কালে ছিল; ৬ তদ্দারা তখনকার
জগৎ জলে আপ্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল। ৭ আবার সেই বাক্যের
গুনে এই বর্ত্তমান কালের আকাশমন্ডল ও পৃথিবী অগ্নির নিমিত্ত
সঞ্চিত রহিয়াছে, ভক্তিহীন মনুষ্যদের বিচার ও বিনাশের দিন পর্য্যন্ত
রক্ষিত হইতেছে। ৮ কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই এক কথা ভুলিও
না যে, প্রভু কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর
এক দিনের সমান। ৯ প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন- যে-
মন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি
দীর্ঘ সহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার
নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তাঁ-
হার বাসনা। ১০ কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকা-
শমন্ডলস্থ হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া
গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পু-
ড়িয়া যাইবে। ১১ এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবি-
ত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত!
১২ ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে
করিতে সেইরূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু আকাশমন্ডল জ্বালিয়া
বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে।
১৩ কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এমন নূতন আকাশমন্ড-
লের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্ম্মিকতা বস-
তি করে। ১৪ অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সকলের অপে-
ক্ষা করিতেছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁহার কাছে তোমাদিগকে নিষ্ক-
লঙ্ক ও নির্দ্দোষ পাওয়া যায়! ১৫ আর আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতা-
কে পরিত্রাণ জ্ঞান করে; যেমন আমাদের প্রিয় ভ্রাতা পৌলও তাঁহাকে
দত্ত জ্ঞান অনুসারে তোমাদিগকে লিখিয়াছেন, ১৬ আর যেমন তাঁহার
সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা
কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল
লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলির বি-
রূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে। ১৭ অতএব, প্রিয়তমে-
রা, তোমরা এ সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্ম্মহীনদের
ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও; ১৮ কিন্তু আমা-
দের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও।
এখন ত অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৌরব হউক। আমেন।

১ যোহন

পিতা ঈশ্বর ও যীশুর সহিত সহভাগিতার শুভফল|যীশু অনন্ত জীব-নস্বরূপ|

১ যাহা আদি হইতে ছিল, যাহা আমরা শুনিয়াছি, যাহা স্বচক্ষে
দেখিয়াছি, যাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং স্বহস্তে স্পর্শ করিয়া-
ছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় (লিখিতেছি)- ২ আর সেই জীবন
প্রকাশিত হইলেন, এবং আমরা দেখিয়াছি, ও সাক্ষ্য দিতেছি; এবং
যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হইলেন,
সেই অনন্ত জীবনস্বরূপের সংবাদ তোমাদিগকে দিতেছি, ৩ -আমরা
যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি,
যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয়| আর আমাদের
যে সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত|
৪ আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য এ সকল লিখিতে-
ছি|

ঈশ্বরীয় দীপ্তিতে অবস্থিতি করিবার বিষয়|

৫ আমরা যে বার্ত্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি,
তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র
নাই| ৬ আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা
আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি
না| ৭ কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি
জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে, এবং
তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচী করে|
৮ আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনা-
দিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই| ৯ যদি আমরা
আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং
আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত
অধার্ম্মিকতা হইতে শুচী করিবেন| ১০ যদি আমরা বলি যে, পাপ
করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের
অন্তরে নাই|

২ হে আমার বৎসেরা, তোমাদিগকে এই সকল লিখিতেছি, যেন
তোমরা পাপ না কর| আর যদি কেহ পাপ করে, তবে পিতার
কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্ম্মিক যীশু খ্রীষ্ট| ২ আর
তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু
সমস্ত জগতেরও পাপার্থক| ৩ আর আমরা ইহাতে জানিতে পারি যে,
তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি|
৪ যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁহাকে জানি, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল
পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার অন্তরে সত্য নাই| ৫ কিন্তু
যে তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ
হইয়াছে| ইহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাতে আছি; ৬ যে
বলে, আমি তাঁহাতে থাকি, তাহার উচিত যে তিনি যেরূপ চলিতেন,
সেও তদ্রূপ চলে| ৭ প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদিগকে নূতন আজ্ঞা
লিখিতেছি না; বরং এমন এক পুরাতন আজ্ঞা লিখিতেছি, যাহা তো-
মরা আদি হইতে পাইয়াছ; তোমরা যে বাক্য শুনিয়াছ, তাহাই এই পু-
রাতন আজ্ঞা| ৮ আবার আমি তোমাদিগকে এক নূতন আজ্ঞা লিখি-
তেছি, ইহা তাঁহাতে ও তোমাদিগতে সত্য; কারণ অন্ধকার ঘুচিয়া যা-
ইতেছে, এবং প্রকৃত জ্যোতি এখন প্রকাশ পাইতেছে| ৯ যে বলে,
আমি জ্যোতিতে আছে, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে এখনও
অন্ধকারে রহিয়াছে| ১০ যে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করে, সে জ্যোতি-
তে থাকে, এবং তাহার অন্তরে বিঘ্নের কারণ নাই| ১১ কিন্তু যে আপন
ভ্রাতাকে ঘৃনা করে, সে অন্ধকারে আছে, এবং অন্ধকারে চলে, আর
কোথায় যায় তাহা জানে না, কারণ অন্ধকার তাহার চক্ষু অন্ধ করি-
য়াছে|

ঈশ্বরীয় সত্যে ও প্রেমে স্থির থাকিবার বিষয়ে উপদেশ|

১২ বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের
গুনে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে| ১৩ পিতারা, তোমাদিগ-
কে লিখিতেছি, কারণ যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে
জান| যুবকেরা, তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তোমরা সেই পা-
পাত্মাকে জয় করিয়াছ| শিশুগণ, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ
তোমরা পিতাকে জান| ১৪ পিতারা, তোমাদিগকে লিখিলাম, কারণ
যিনি আদি হইতে আছেন, তোমরা তাঁহাকে জান| যুবকেরা, তোমা-
দিগকে লিখিলাম, কারণ তোমরা বলবান্, এবং ঈশ্বরের বাক্য তো-
মাদের অন্তরে বাস করে, আর তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করি-
য়াছ| ১৫ তোমরা জগৎকে প্রেম করিও না, জগতীস্থ বিষয় সকলও
প্রেম করিও না| কেহ যদি জগৎ কে প্রেম করে, তবে পিতার প্রেম
তাহার অন্তরে নাই| ১৬ কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের
অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে
নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে| ১৭ আর জগৎ ও তাহার অভিলাষ
বহিয়া যাইতেছে; কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অন-
ন্তকাল স্থায়ী| ১৮ শিশুগণ, শেষকাল উপস্থিত, আর তোমরা যেমন
শুনিয়াছ যে, খ্রীষ্টারি আসিতেছেন, তেমনি এখনই অনেক খ্রীষ্টারি
হইয়াছে; ইহাতে আমরা জানি যে, শেষকাল উপস্থিত| ১৯ তাহারা
আমাদের হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ছিল না; কেননা
যদি আমাদের হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত; কিন্তু তাহারা বা-
হির হইয়াছে, যেন প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, সকলে আমাদের নয়|

পবিত্র আত্মা হইতে প্রাপ্ত অভিষেক|

২০ আর তোমরা সেই পবিত্রতম হইতে অভিষেক পাইয়াছ, ও সক-
লেই জ্ঞান পাইয়াছ| ২১ তোমরা সত্য জান না বলিয়া যে আমি তো-
মাদিগকে লিখিলাম, তাহা নয়; বরং সত্য জান, এবং কোন মিথ্যা
কথা সত্য হইতে হয় না বলিয়া লিখিলাম| ২২ যীশুই খ্রীষ্ট, ইহা যে
অস্বীকার করে, সে বই আর মিথ্যাবাদী কে? সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি, যে
পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে| ২৩ যে কেহ পুত্রকে অস্বীকার
করে, সে পিতাকেও পায় নাই; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পি-
তাকেও পাইয়াছে| ২৪ তোমরা আদি হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহা তো-
মাদের অন্তরে থাকুক; আদি হইতে যাহা শুনিয়াছ, তাহা যদি তোমা-
দের অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পুত্রে ও পিতাতে থাকিবে| ২৫ আর
ইহা তাঁহারই সেই প্রতিজ্ঞা, যাহা তিনি আপনি আমাদের কাছে প্রতি-
জ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অনন্ত জীবন| ২৬ যাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত

করিতে চায়, তাহাদের বিষয়ে এই সকল তোমাদিগকে লিখিলাম|
২৭ আর তোমরা তাঁহা হইতে যে অভিষেক পাইয়াছ, তাহা তোমাদের
অন্তরে রহিয়াছে, এবং কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে
তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেক যেমন সকল
বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা
নয়, এমন কি, তাহা যেমন তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি তো-
মরা তাঁহাতে থাক| ২৮ আর এখন, হে বৎসেরা, তাঁহাতে থাক, যেন
তিনি যখন প্রকাশিত হন, তখন আমরা সাহসযুক্ত হই, তাঁহার আগ-
মনে তাঁহা হইতে লজ্জিত না হই| ২৯ যদি জান যে তিনি ধার্ম্মিক, তবে
ইহাও জানিতে পার, যে কেহ ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহা হইতে জাত|

ঈশ্বরের প্রেম| ঈশ্বরের প্রতি প্রেম| ঈশ্বরের সন্তানগণ|

৩ দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন যে,
আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আখ্যাত হই; আর আমরা তা-
হাই বটে|এই জন্য জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে
জানে নাই| ২ প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কি
হইব, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হই নাই| আমরা জানি, তিনি যখন
প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি
যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব| ৩ আর তাঁহার উপরে
এই প্রত্যাশা যে কাহারও আছে, সে আপনাকে বিশুদ্ধ করে, যেমন
তিনি বিশুদ্ধ|
৪ যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে, আর ব্যবস্থা
লঙ্ঘনই পাপ| ৫ আর তোমরা জান, পাপাভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত
তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই| ৬ যে কেহ তাঁহাতে
থাকে, সে পাপ করে না; যে কেহ পাপ করে, সে তাঁহাকে দেখে নাই
এবং জানেও নাই| ৭ বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত না করে;
যে ধর্ম্মাচরণ করে সে ধার্ম্মিক, যেমন তিনি ধার্ম্মিক| ৮ যে পাপাচরণ
করে, সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে,
ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য
সকল লোপ করেন| ৯ যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ
করে না, কারণ তাঁহার বীর্য্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ
করিতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত| ১০ ইহাতে ঈশ্বরের
সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পড়ে; যে কেহ
ধর্ম্মাচরণ না করে, এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, সে
ঈশ্বরের লোক নয়| ১১ কেননা তোমরা আদি হইতে যে বার্ত্তা শুনি-
য়াছ, তাহা এই, আমাদের পরস্পর প্রেম করা কর্তব্য; ১২ কয়িন যে-
মন সেই পাপাত্মার লোক, এবং আপন ভ্রাতাকে বধ করিয়াছিল,
তেমন যেন না হই| আর সে কেন তাঁহাকে বধ করিয়াছিল? কারণ
এই যে, তাহার নিজের কার্য্য মন্দ, কিন্তু তাহার ভ্রাতার কার্য্য ধর্ম্মানু-
যায়ী ছিল|

ঈশ্বরের সন্তান ভ্রাতৃপ্রেম দেখায়|

১৩ ভ্রাতৃগণ, জগৎ যদি তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তবে আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিও না| ১৪ আমরা জানি যে, মৃত্যু হইতে জীবনে উত্তীর্ণ হইয়াছি,
কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করি; যে কেহ প্রেম না করে, সে মৃত্যু মধ্যে
থাকে| ১৫ যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং
তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি
করে না| ১৬ তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে
আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন
আপন প্রাণ দিতে বাধ্য| ১৭ কিন্তু যাহার সাংসারিক জীবনোপায়
আছে, সে আপন ভ্রাতাকে দীনহীন দেখিলে যদি তাহার প্রতি আপন
করুনা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের প্রেম কেমন করিয়া তাহার অন্তরে
থাকে? ১৮ বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিম্বা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু
কার্য্যে ও সত্যে প্রেম করি| ১৯ ইহাতে জানিব যে, আমরা সত্যের,
এবং তাঁহার সাক্ষাতে আপনাদের হৃদয় আশ্বাসযুক্ত করিব, ২০ কারণ
আমাদের হৃদয় যদি আমাদিগকে দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়
অপেক্ষা মহান্, এবং সকলই জানেন| ২১ প্রিয়তমেরা, আমাদের হৃ-
দয় যদি আমাদিগকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমা-
দের সাহস লাভ হয়; ২২ এবং যে কিছু যাচ্ঞা করি, তাহা তাঁহার নিক-
টে পাই; কেননা আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি, এবং তাঁ-
হার দৃষ্টিতে যাহা যাহা প্রীতিজনক, তাহা করি| ২৩ আর তাঁহার আজ্ঞা
এই, যেন আমরা তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি, এবং
পরস্পর প্রেম করি, যেমন তিনি আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন|
২৪ আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে, সে তাঁহাতে থা-
কে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দি-
য়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদিগেতে থাকেন|

মিথ্যা শিক্ষা বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক|

৪ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং
আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহারা ঈশ্বর হইতে কি
না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে| ২ ইহাতে
তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্ট-
কে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে| ৩ আর যে
কোন আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর হইতে নয়; আর তা-
হাই খ্রীষ্টারির আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা
আসিতেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে আছে|
৪ বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে, এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ;
কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি অপে-
ক্ষা মহান্| ৫ উহারা জগৎ হইতে, এই কারণ জগতের কথা কহে,
এবং জগৎ উহাদের কথা শুনে| ৬ আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে
জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের
কথা শুনে না| ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে
জানিতে পারি|

ঈশ্বর প্রেম, প্রেমে থাকা আবশ্যক|

৭ প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম
ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বর-
কে জানে| ৮ যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর
প্রেম| ৯ আমাদিগেতে ঈশ্বরের প্রেম ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে,
ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন
আমরা তাঁহা দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি| ১০ ইহাতেই প্রেম
আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তি-
নিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পা-
পার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন| ১১ প্রিয়তমেরা,
ঈশ্বর যখন আমাদিগকে এমন প্রেম করিয়াছেন, তখন আমরাও
পরস্পর প্রেম করিতে বাধ্য| ১২ ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই;
যদি আমরা পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদিগেতে থাকেন,
এবং তাঁহার প্রেম আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়| ১৩ ইহাতে আমরা জানি
যে, আমরা তাঁহাতে থাকি, এবং তিনি আমাদিগেতে থাকেন, কারণ
তিনি আপন আত্মা আমাদিগকে দান করিয়াছেন| ১৪ আর আমরা
দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্ত্তা
করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন| ১৫ যে কেহ স্বীকার করিবে যে, যীশু ঈশ্ব-
রের পুত্র, ঈশ্বর তাহাতে থাকেন, এবং সে ঈশ্বরে থাকে| ১৬ আর
ঈশ্বরের যে প্রেম আমাদিগেতে আছে, তাহা আমরা জানি, ও বিশ্বাস
করিয়াছি| ঈশ্বর প্রেম; আর প্রেমে যে থাকে, সে ঈশ্বরে থাকে, এবং
ঈশ্বর তাহাতে থাকেন| ১৭ ইহাতেই প্রেম আমাদের সঙ্গে সিদ্ধ হইয়া-

ছে, যেন বিচার-দিনে আমাদের সাহস লাভ হয়; কেননা তিনি যেমন
আছেন, আমরাও এই জগতে তেমনি আছি| ১৮ প্রেমে ভয় নাই, বরং
সিদ্ধ প্রেম ভয়কে বাহির করিয়া দেয়, কেননা ভয় দন্ডযুক্ত, আর যে
ভয় করে, সে প্রেমে সিদ্ধ হয় নাই| ১৯ আমরা প্রেম করি, কারণ তি-
নিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন| ২০ যদি কেহ বলে, আমি
ঈশ্বরকে প্রেম করি, আর আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী;
কেননা যাহাকে দেখিয়াছে, আপনার সেই ভ্রাতাকে যে প্রেম না করে,
সে যাঁহাকে দেখে নাই, সেই ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না| ২১ আর
আমরা তাঁহা হইতে এই আজ্ঞা পাইয়াছি যে, ঈশ্বরকে যে প্রেম করে,
সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করুক|

বিশ্বাসের বিজয়|

৫ যে কেহ বিশাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে
জাত; এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তাঁহা হইতে
জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে| ২ ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে,
ঈশ্বরের সন্তানগণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার
আজ্ঞা সকল পালন করি| ৩ কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন
আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল
দুর্ব্বহ নয়;
৪ কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত, তাহা জগৎকে জয় করে;
এবং যে জগৎকে জয় করিয়াছে, তাহা এই, আমাদের বিশ্বাস| ৫ কে
জগৎকে জয় করে? কেবল সেই, যে বিশ্বাস করে, যীশু ঈশ্বরের পু-
ত্র| ৬ তিনি সেই, যিনি জল ও রক্ত দিয়া আসিয়াছিলেন, যীশু খ্রীষ্ট;
কেবল জলে নয়, কিন্তু জলে ও রক্তে| ৭ আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতে-
ছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য| ৮ বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন,
আত্মা ও জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই| ৯ আমরা যদি
মনুষ্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর; ফলতঃ
ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন|
১০ ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে;
ঈশ্বরে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে; কারণ
ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা সে বিশ্বাস
করে নাই| ১১ আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জী-
বন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে| ১২ পুত্রকে যে
পাইয়াছে সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে
সেই জীবন পায় নাই| ১৩ তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বি-
শ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন
তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ| ১৪ আর
তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্তি হইয়াছি যে, যদি তাঁহার
ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন|
১৫ আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন,
তবে ইহাও জানিও যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি,
সেই সকল পাইয়াছি| ১৬ যদি কে আপন ভ্রাতাকে এমন পাপ করিতে
দেখে, যাহা মৃত্যজনক নয়, তবে সে যাচ্ঞা করিবে, এবং [ঈশ্বর] তা-
হাকে জীবন দিবেন-যাহারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, তাহাদিগকেই
দিবেন| মৃত্যুজনক পাপ আছে, সে বিষয়ে আমি বলি না যে, তাহা-
কে বিনতি করিতে হইবে| ১৭ সমস্ত অধার্ম্মিকতাই পাপ; আর এমন
পাপ আছে, যাহা মৃত্যু জনক নয়| ১৮ আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর
হইতে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপ-
নাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না|
১৯ আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বর হইতে; আর সমস্ত জগৎ সেই পা-
পাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে| ২০ আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পু-
ত্র আসিয়াছেন, এবং আমাদিগকে এমন বুদ্ধি দিয়াছেন, যাহাতে
আমরা সেই সত্যময়কে জানি; এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁহার
পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন|
২১ বৎসেরা, তোমরা প্রতিমাগণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর|

২ যোহন

জনৈক খ্রীষ্টিয় মহিলার প্রতি পত্র|

১ এই প্রাচীন- মনোনীতা মহিলা ও তাঁহার সন্তানগণের সমীপে;
যাঁহাদিগকে আমি সত্যে প্রেম করি (কেবল আমি নয়, বরং
যত লোক সত্য জানে, সকলেই করে), ২ সেই সত্য প্রযুক্ত, যাহা
আমাদিগতে বাস করিতেছে, এবং অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে থাকি-
বে| ৩ অনুগ্রহ, দয়া, শান্তি, পিতা ঈশ্বর হইতে, এবং সেই পিতার পুত্র
যীশু খ্রীষ্ট হইতে, সত্যে ও প্রেমে আমাদের সঙ্গে থাকিবে|
৪ আমি অতিশয় আনন্দ করি, কেননা দেখিতে পাইয়াছি, যেমন
আমার পিতা হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার সন্তানদের মধ্যে
কেহ কেহ তেমনি সত্যে চলিতেছে| ৫ আর এখন, অয়ি মহিলে, আমি
তোমাকে নূতন আজ্ঞা লিখিবার মত নয়, কিন্তু আদি হইতে আমরা
যে আজ্ঞা পাইয়াছি, তদনুসারে তোমাকে এই বিনতি করিতেছি, যেন
আমরা পরস্পর প্রেম করি| ৬ আর প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার
আজ্ঞানুসারে চলি; আজ্ঞাটী এই, যেমন তোমরা আদি হইতে শুনি-
য়াছ, যেন তোমরা উহাতে চল| ৭ কারণ অনেক ভ্রামক জগতে বা-
হির হইয়াছে; যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করিয়াছেন, ইহা তাহারা স্বী-
কার করে না; এই ত সেই ভ্রামক ও খ্রীষ্টারি| ৮ আপনাদের বিষয়ে
সাবধান হও; আমরা যাহা সাধন করিয়াছি, তাহা যেন তোমরা না হা-
রাও, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ পুরস্কার পাও| ৯ যে কেহ অগ্রে চলে, এবং
খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকে, সে ঈশ্বরকে পায় নাই; সেই শিক্ষাতে যে
থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কে পাইয়াছে| ১০ যদি কেহ সেই শিক্ষা
না লইয়া তোমাদের কাছে আইসে, তবে তাহাকে বাটীতে গ্রহণ
করিও না, এবং তাহাকে 'মঙ্গল হউক' বলিও না| ১১ কেননা যে তা-
হাকে 'মঙ্গল হউক' বলে, সে তাহার দুষ্কর্ম্ম সকলের সহভাগী হয়|
১২ তোমাদিগকে লিখিবার অনেক কথা ছিল; কাগজ ও কালী ব্যব-
হার করিতে আমার ইচ্ছা হইল না| কিন্তু প্রত্যাশা করি যে, আমি
তোমাদের কাছে গিয়া সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথাবার্ত্তা কহিব, যেন
আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়| ১৩ তোমার মনোনীতা ভগিনীর সন্তান-
গণ তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছে|

৩ যোহন

গায়ের প্রতি পত্র।

১ এই প্রাচীন- প্রিয়তম গায়ের সমীপে, যাঁহাকে আমি সত্যে প্রেম
করি। ২ প্রিয়তম, প্রর্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত,
সর্ব্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাক। ৩ কারণ আমি
অতিশয় আনন্দিত হইলাম যে, ভ্রাতৃগণ আসিয়া তোমার সত্যের বি-
ষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, যেমন তুমি সত্যে চলিতেছ।
৪ আমার সন্তানগণ সত্যে চলে, ইহা শুনিলে যে আনন্দ হয়, তদ-
পেক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই। ৫ প্রিয়তম, সেই ভ্রাতৃগণের, এমন
কি, সেই বিদেশীদের প্রতি যাহা যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসীর
উপযুক্ত কার্য্য। ৬ তাঁহারা মন্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে
সাক্ষ্য দিয়াছেন; তুমি যদি ঈশ্বরের উপযোগীরূপে তাঁহাদিগকে সয-
ত্নে পাঠাইয়া দেও, তবে ভালই করিবে। ৭ কারণ সেই নামের অনুরো-
ধে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন, পরজাতীয়দের কাছে কিছুই গ্রহণ
করেন না। ৮ অতএব আমরা এই প্রকার লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ
করিতে বাধ্য, যেন সত্যের সহকারী হইতে পারি। ৯ আমি মন্ডলীকে
কিছু লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্যপ্রিয় দিয়ত্রিফি আমাদি-
গকে গ্রাহ্য করে না। ১০ এই জন্য, যদি আমি আসি, তবে সে যে
সকল কার্য্য করে, তাহা স্মরণ করাইব, কেননা সে দুর্ব্বাক্য দ্বারা
আমাদের গ্লানি করে; এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট নয়, সে আপনিও ভ্রাতৃ-
গণকে গ্রাহ্য করে না, আর যাহারা গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদি-
গকেও বারণ করে এবং মন্ডলী হইতে বাহির করিয়া দেয়। ১১ প্রিয়-
তম, যাহা মন্দ, তাহার অনুকারী হইও না, কিন্তু যাহা উত্তম, তাহার
অনুকারী হও। যে উত্তম কার্য্য করে, সে ঈশ্বর হইতে; যে মন্দ কার্য্য
করে, সে ঈশ্বরকে দর্শন করে নাই। ১২ দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে,
এমন কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়াছে; এবং আমরাও সাক্ষ্য দিতেছি;
আর তুমি জান, আমাদের সাক্ষ্য সত্য। ১৩ তোমাকে লিখিবার
অনেক কথা ছিল, কিন্তু কালী ও লেখনী দ্বারা লিখিতে ইচ্ছা হয় না।
১৪ আশা করি, অবিলম্বে তোমাকে দেখিব, তখন আমরা সম্মুখাসম্মু-
খি হইয়া কথাবার্ত্তা করিব। ১৫ তোমার প্রতি শান্তি বর্ত্তুক। বন্ধুগণ
তোমাকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন। তুমি প্রত্যেকের নাম করিয়া বন্ধুদি-
গকে মঙ্গলবাদ কর।

যিহূদা

বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিবার জন্য উপদেশ।

১ যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস, এবং যাকোবের ভ্রাতা- যাঁহারা পিতা
ঈশ্বরের প্রেমপাত্র ও যীশু খ্রীষ্টের নিমিত্ত রক্ষিত, সেই আহূত-
গণের সমীপে। ২ দয়া, শান্তি, ও প্রেম প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি
বর্ত্তুক। ৩ প্রিয়তমেরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমা-
দিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত যত্নবান্‌ হওয়াতে আমি বুঝিলাম, পবি-
ত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে
তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা আবশ্যক।
৪ যেহেতু এমন কয়েক জন গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, যাহারা এই
দন্ডাজ্ঞার পাত্ররূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; তাহারা ভক্তিহীন,
আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহ লম্পটতায় পরিণত করে, এবং আমাদের
একমাত্র অধিপতি ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে।

ভাক্ত শিক্ষকদের হইতে সাবধান।

৫ কিন্তু যদিও তোমরা সকলই একবারে জানিয়া লইয়াছ, তথাপি
আমার বাসনা এই, যেন তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিই যে, প্রভু
মিশর দেশ হইতে প্রজাদিগকে নিস্তার করিয়া পশ্চাৎ অবিশ্বাসীদিগ-
কে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৬ আর যে স্বর্গদূতেরা আপনাদের আধিপ-
ত্য রক্ষা না করিয়া নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তি-
নি মহাদিনের বিচারার্থে ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীয় শৃ-
ঙ্খলে বদ্ধ রখিয়াছেন। ৭ সেই প্রকার সদোম ও ঘমোরা এবং তন্নিক-
টস্থ নগর সকল ইহাদের ন্যায় নিতান্ত বেশ্যাগামী এবং বিজাতীয়
মাংসের চেষ্টায় বিপথগামী হইয়া, অনন্ত অগ্নির দন্ড ভোগ করতঃ দৃ-
ষ্টান্তরূপে প্রত্যক্ষ রহিয়াছ। ৮ তথাপি ইহারাও সেইরূপে স্বপ্ন দেখিতে
দেখিতে মাংসকে অশুচী করে, প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে, যাহারা গৌরবের
পাত্র, তাহাদের নিন্দা করে। ৯ কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন
মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন
নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহিলেন, প্রভু
তোমাকে ভর্ত্সনা করুন। ১০ কিন্তু ইহারা যাহা যাহা না বুঝে, তাহারই
নিন্দা করে; এবং বুদ্ধিবিহীন পশুদের ন্যায় যাহা যাহা স্বভাবতঃ
জ্ঞাত হয়, সেই সকলেতে নষ্ট হয়। ১১ ধিক্‌ তাহাদিগকে! কারণ তাহা-
রা কয়িনের পথে চলিয়া গিয়াছে, এবং বেতনের লোভে বিলিয়মের
ভ্রান্তি-পথে গিয়া পড়িয়াছে, এবং কোরহের প্রতিবাদে বিনষ্ট হইয়া-
ছে। ১২ তাহারা তোমাদের সহিত ভোজন পান করিবার সময়ে তোমা-
দের প্রেম-ভোজে ব্যাঘাতক, তাহারা এমন পালক যে নির্ভয়ে আপ-
নাদিগকেই চরায়; তাহারা বায়ু-চালিত নির্জল মেঘ; হেমন্তকালের
ফলহীন, দুই বার মৃত ও উন্মুলিত বৃক্ষ; ১৩ নিজ লজ্জারূপ ফেনা
উৎক্ষেপকারী প্রচন্ড সামুদ্রিক তরঙ্গ; ভ্রমনকারী তারা, যাহাদের নি-
মিত্ত ১৪ আর আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও এই লো-
কদের উদ্দেশে এই ভাববাণী বলিয়াছিলেন “দেখ, প্রভু আপন অযুত
অযুত পবিত্র লোকদের সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার
করেন; ১৫ আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ
কার্য্য দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে এবং ভক্তিহীন পাপিগণ তাঁহার
বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যেন
ভর্ত্সনা করেন।” ১৬ ইহারা বচসাকারী, স্বভাগ্যনিন্দক আপন আপন
অভিলাষের অনুগামী; আর তাহাদের মুখ মহাগর্ব্বের কথা বলে,
এবং তাহারা লাভার্থে মনুষ্যদের তোষামোদ করে।

সম্পূর্ণ ও অনন্ত পরিত্রাণ যীশুতে প্রাপ্য।

১৭ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, ইতিপূর্ব্বে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরি-
তগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তোমরা সে সকল স্মরণ কর;
১৮ তাঁহারা ত তোমাদিগকে বলিতেন, শেষকালে, উপহাসকেরা উপ-
স্থিত হইবে, তাহারা আপন আপন ভক্তিবিরুদ্ধ অভিলাষ অনুসারে
চলিবে। ১৯ উহারা দলভেদকারী, প্রাণিক, আত্মাবিহীন। ২০ কিন্তু, প্রি-
য়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনা-
দিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে
করিতে, ২১ ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর, এবং অনন্ত জী-
বনের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার অপেক্ষায় থাক।
২২ আর কতক লোকের প্রতি, যাহারা সন্দিহান, তাহাদের প্রতি দয়া
কর, ২৩ অগ্নি হইতে টানিয়া লইয়া রক্ষা কর; আর কতক লোকের প্র-
তি সভয়ে দয়া কর; মাংসের দ্বারা কলঙ্কিত বস্ত্র ও ঘৃনা কর। ২৪ আর
যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন
প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন,
২৫ যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক, সকল যুগের
পূর্ব্বাবধি, আর এখন, এবং সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।

প্রকাশিত বাক্য

মঙ্গলবাদ| স্বর্গ-নিবাসী যীশুর দর্শন|

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করি-
লেন, যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দা-
সগণকে দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজের দূত প্রেরণ করিয়া আপন
দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন| ২ সেই যোহন ঈশ্বরের বাক্যের
সম্বন্ধে, এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের সম্বন্ধে, যাহা যাহা দেখিয়াছে, তা-
হার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল| ৩ ধন্য, যে এই ভাববাণীর বাক্য সকল পাঠ
করে, ও যাহারা শ্রবণ করে, এবং ইহাতে লিখিত কথা সকল পালন
করে; কেননা কাল সন্নিকট|
৪ যোহন- এশিয়ায় স্থিত সপ্ত মন্ডলীর সমীপে| যিনি আছেন, ও
যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, তাঁহা হইতে, এবং তাঁহার সিংহা-
সনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত আত্মা হইতে, ৫ এবং যিনি “বিশ্বস্ত সাক্ষী,” ও
“পৃথিবীর রাজাদের কর্ত্তা,” সেই যীশু খ্রীষ্ট হইতে, অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক| যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ
রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন, ৬ এবং
আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়া-
ছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগ-পর্য্যায়ের যুগে যুগে হউক|
আমেন| ৭ দেখ, তিনি “মেঘ সহকারে আসিতেছেন,” আর প্রত্যেক
চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে, এবং “যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা-
রাও দেখিবে;” ৮ আমি আলফা এবং ওমেগা, আদি এবং অন্ত, ইহা
প্রভু ঈশ্বর কহিতেছেন, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসি-
তেছেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্| ৯ আমি যোহন, তোমাদের ভ্রাতা, এবং
যীশু সম্বন্ধীয় ক্লেশভোগে রাজ্যে ও ধৈর্য্যে তোমাদের সহভাগী, ঈশ্ব-
রের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রযুক্ত পাটম নামক দ্বীপে উপস্থিত হই-
লাম| ১০ আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইলাম, এবং আমার পশ্চাৎ
তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম| ১১ কেহ কহিলেন, তুমি যাহা দে-
খিতেছ, তাহা পত্রিকায় লিখ, এবং ইফিষ, স্মুর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা,
সার্দ্দি, ফিলাদেলফিয়া ও লায়দিকেয়া, এই সপ্ত মন্ডলীর নিকটে পা-
ঠাইয়া দেও| ১২ তাহাতে আমার প্রতি যাঁহার বাণী হইতেছিল, তাঁহা-
কে দেখিবার জন্য আমি মুখ ফিরিলাম; মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম,
১৩ সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ, ও সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে “মনুষ্যপুত্রের
ন্যায় এক ব্যক্তি”; তিনি পাদপর্য্যন্ত পরিচ্ছদে আচ্ছন্ন, ১৪ এবং
“বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকায় বদ্ধকটি; তাঁহার মস্তক ও ক্লেশ শুক্লবর্ণ,
১৫ এবং তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, এবং তাঁহার চরণ অগ্নিকুন্ডে
পরিস্কৃত সুপিত্তলের তুল্য, এবং তাঁহার রব বহুজলের রবের তুল্য”;
১৬ আর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সপ্ত তারা আছে, এবং তাঁহার মুখ হইতে
তীক্ষ্ণ দ্বিধার তরবারি নির্গত হইতেছে, এবং তাঁহার মুখমন্ডল নিজ
তেজে বিরাজমান সুর্য্যের তুল্য| ১৭ তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি মৃত-
বৎ হইয়া তাঁহার চরণে পড়িলাম| তখন তিনি আমার গাত্রে দক্ষিণ
হস্ত দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত;
১৮ আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জী-
বন্ত; আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে| ১৯ অতএব
তুমি যাহা যাহা দেখিলে, এবং যাহা যাহা আছে, ও ইহার পরে যাহা
যাহা হইবে, সে সমস্তই লিখ| ২০ আমার দক্ষিণ হস্তে যে সপ্ত তারা
দেখিলে, তাহার নিগুরতত্ত্ব এবং সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ এই; সেই সপ্ত
তারা ঐ সপ্ত মন্ডলীর দূত, এবং সেই সপ্ত দীপবৃক্ষ ঐ সপ্ত মন্ডলী|
এশিয়াস্থ সপ্ত মন্ডলীর প্রতি স্বর্গ-নিবাসী যীশুর আদেশ|
২ ইফিষস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ,- যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই
সপ্ত তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সপ্ত তারা সুবর্ণ দীপবৃক্ষের
মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা কহেন; ২ আমি জানি তো-
মার কার্য্য সকল এবং তোমার পরিশ্রম ও ধৈর্য্য; আর আমি জানি
যে, তুমি দুষ্টদিগকে সহ্য করিতে পার না, এবং অপনাদিগকেও প্রে-
রিত বলিলেও যাহারা প্রেরিত নয়, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছ ও
মিথ্যাবাদী নিশ্চয় করিয়াছ; ৩ এবং তোমার ধৈর্য্য আছে, আর তুমি
আমার নামের জন্য ভার বহন করিয়াছ, ক্লান্ত হও নাই|
৪ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, তুমি আপন প্রথম
প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ| ৫ অতএব স্মরণ কর, কোথা হইতে পতিত
হইয়াছ, এবং মন ফিরাও ও প্রথম কর্ম্ম সকল কর; নতুবা যদি মন
না ফিরাও, আমি তোমার নিকটে আসিব ও তোমার দীপবৃক্ষ স্বস্থান
হইতে দূর করিব| ৬ কিন্তু এইটী তোমার আছে; আমি যে নীকলায়-
তীয়দের কার্য্য ঘৃণা করি, তাহা তুমিও ঘৃনা করিতেছ| ৭ যাহার কর্ণ
আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণকে কি কহিতেছেন| যে জয়
করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের “পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের” ফল ভো-
জন করিতে দিব| ৮ আর স্মুর্ণাস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ;- যিনি প্রথম
ও শেষ, যিনি মরিয়াছিলেন, আর জীবিত হইলেন, তিনি এই কথা
কহেন| ৯ আমি জানি তোমার ক্লেশ ও দীনতা, তথাপি, তুমি ধনবান্;
এবং আপনাদিগকেও যিহূদী বলিলেও যাহারা যিহূদী নয়, কিন্তু শয়-
তানের সমাজ, তাহাদের ধর্ম্ম-নিন্দাও আমি জানি| ১০ তোমাকে যে
সকল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে ভয় করিও না| দেখ, তো-
মাদের পরীক্ষার জন্য দিয়াবল তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও কা-
রাগারে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত আছে, তাহাতে দশ দিন পর্য্যন্ত তো-
মাদের ক্লেশ হইবে| তুমি মরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি
তোমাকে জীবন-মুকুট দিব| ১১ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা
মন্ডলীগণকে কি কহিতেছেন| যে জয় করে, সে দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা
হিংসিত হইবে না| ১২ আর পর্গামস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ;- যিনি তী-
ক্ষ্ণ দ্বিধার খড়্গ ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন; ১৩ আমি জানি,
তুমি কোথায় বাস করিতেছ, সেখানে শয়তানের সিংহাসন রহিয়াছে|
আর তুমি আমার নাম দৃঢ়রূপে ধারণ করিতেছ, আমার বিশ্বাস
অস্বীকার কর নাই; আমার সেই সাক্ষী, আমার সেই বিশ্বস্ত লোক
আন্তিপা যখন তোমাদের মধ্যে তথায় নিহত হইয়াছিল, যেখানে শয়-
তান বাস করে, তখনও বিশ্বাস অস্বীকার কর নাই| ১৪ তথাচ তোমার
বিরুদ্ধে আমার কয়েকটী কথা আছে, কেননা তুমি সেই স্থানে বিলি-
য়মের শিক্ষাবলম্বী কয়েক জনকে রাখিতেছ; সেই ব্যক্তি ইস্রায়েলে-
সন্তানদের সম্মুখে বিঘ্ন ফেলিয়া রাখিতে বালাককে শিক্ষা দিয়াছিল,
যেন তাহারা প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভক্ষণ ও বেশ্যাগমন করে|
১৫ তদ্রূপ তুমিও সেই ভাবে নীকলায়তীয়দের শিক্ষাবলম্বী কয়েক
জনকে রাখিতেছ| ১৬ অতএব মন ফিরাও, নতুবা আমি শীঘ্রই তো-
মার নিকটে আসিব, এবং আমার মুখের তরবারি দ্বারা তাহাদের
সহিত যুদ্ধ করিব| ১৭ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলীগ-

ণকে কি কহিতেছেন| যে জয় করে, তাহাকে আমি গুপ্ত “মান্না”
দিব; এবং একখানি শ্বেত প্রস্তর তাহাকে দিব, সেই প্রস্তরের উপরে
“নূতন এক নাম” লেখা আছে; আর কেহই সেই নাম জানে না, কে-
বল যে তাহা গ্রহণ করে, সেই জানে| ১৮ আর থুয়াতীরাস্থ মন্ডলীর দূ-
তকে লিখ;- যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখার তুল্য, ও যাঁ-
হার চরণ সুপিত্তলের সদৃশ, তিনি এই কথা কহেন, ১৯ আমি জানি
তোমার কর্ম্ম সকল ও তোমার প্রেম ও বিশ্বাস ও পরিচর্য্যা ও ধৈর্য্য,
আর তোমার প্রথম কর্ম্ম অপেক্ষা প্রচুরতর শেষ কর্ম্ম আমি জানি|
২০ তথাচ তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে; ঈষেবল নাম্নী যে নারী
আপনাকে ভাববাদিনী বলে, তুমি তাহাকে থাকিতে দিতেছ, এবং সে
আমারই দাসগণকে বেশ্যাগমন ও প্রতিমার কাছে উৎসৃষ্ট বলি ভক্ষণ
করিতে শিক্ষা দিয়া ভুলাইতেছে| ২১ আমি তাহাকে মন ফিরাইবার
জন্য সময় দিয়াছিলাম, কিন্তু সে নিজ ব্যভিচার হইতে মন ফিরাইতে
চায় না| ২২ দেখ, আমি তাহাকে শয্যাগত করিব, এবং যাহারা তাহার
সহিত ব্যভিচার করে, তাহারা যদি তাহার কার্য্য হইতে মন না ফিরায়,
তবে তাহাদিগকে মহাক্লেশে ফেলিয়া দিব; ২৩ আর আমি মারী দ্বারা
তাহার সন্তানগণকে বধ করিব; তাহাতে সমস্ত মন্ডলী জানিতে পারি-
বে, “আমি মর্ম্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের
প্রত্যেক জনকে আপন আপন কার্য্যানুযায়ী ফল দিব|” ২৪ কিন্তু থু-
য়াতীরাতে অবশিষ্ট তোমাদের যত জন সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই,-
লোকে যাহাকে গভীরতত্ত্ব বলে, শয়তানের সেই গভীরতত্ত্ব সকল যা-
হারা জ্ঞাত হয় নাই- তাহাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের উপরে আমি
অন্য কোন ভার অর্পণ করি না; ২৫ কেবল যাহা তোমাদের আছে, তা-
হা আমার আগমন পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে ধারণ কর| ২৬ আর যে জয় করে,
ও শেষ পর্য্যন্ত আমার আদিষ্ট কার্য্য সকল পালন করে, তাহাকে
আমি আপনি পিতা হইতে যেরূপ পাইয়াছি তদ্রূপ “জাতিগণের
উপরে কর্ত্তৃত্ব দিব; ২৭ তাহাতে সে লৌহদন্ড দ্বারা তাহাদিগকে এমনি
শাসন করিবে যে, কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের ন্যায় চুরমার হইয়া যাই-
বে”| ২৮ আর আমি প্রভাতীয় তারা তাহাকে দিব| ২৯ যাহার কর্ণ
আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণকে কি কহিতেছেন|

৩ আর সর্দ্দিস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ;- যিনি ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা
এবং সপ্ত তারা ধারণ করেন, তিনি এই কথা কহেন; আমি জা-
নি তোমার কার্য্য সকল; তোমার জীবন নামমাত্র; তুমি মৃত| ২ জাগ্রৎ
হও, এবং অবশিষ্ট যে সকল বিষয় মৃতকল্প হইল, তাহা সুস্থির কর;
কেননা আমি তোমার কোন কার্য্য আমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে সিদ্ধ দে-
খি নাই| ৩ অতএব তুমি স্মরণ কর, কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ও শুনি-
য়াছ, আর তাহা পালন কর, এবং মন ফিরাও| যদি জাগ্রৎ না হও,
তবে আমি চোরের ন্যায় আসিব; এবং কোন্ দন্ডে তোমার নিকটে
আসিব, তাহা তুমি জানিতে পারিবে না|

৪ তথাপি সার্দ্দিতে তোমার এমন কয়েকটী লোক আছে, যাহারা
আপন আপন বস্ত্র মলিন করে নাই; তাহারা শুক্ল পরিচ্ছদে আমার
সহিত গমনাগমন করিবে; কেননা তাহারা যোগ্য| ৫ যে জয় করে, সে
তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে
জীবন-পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষা-
তে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব| ৬ যাহার
কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণকে কি কহিতেছেন| ৭ আর
ফিলাদিলফিয়াস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ;- যিনি পবিত্র, যিনি সত্যময়,
যিনি “দায়ূদের চাবি ধারণ করেন, যিনি খুলিলে কেহ রুদ্ধ করে না,
ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলে না,” তিনি এই কথা কহেন; ৮ আমি জানি
তোমার কার্য্য সকল; দেখ, আমি তোমার সম্মুখে এক খোলা দ্বার
রাখিলাম, তাহা রুদ্ধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই; কেননা তোমার কি-
ঞ্চিৎ শক্তি আছে, আর তুমি আমার বাক্য পালন করিয়াছ, আমার
নাম অস্বীকার কর নাই| ৯ দেখ, শয়তানের সমাজের যে লোকেরা
আপনাদিগকে যিহূদী বলিলেও যিহূদী নয়, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে,
তাহাদের কোন কোন লোককে ইহাই দিব; দেখ, আমি তোমার চরণ-
সমীপে তাহাদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রণিপাত করাইব; এবং তাহারা
জানিতে পারিবে যে, আমি তোমাকে প্রেম করিয়াছি| ১০ তুমি আমার
ধৈর্য্যের কথা রক্ষা করিয়াছ, এই কারণ আমিও তোমাকে সেই পরী-
ক্ষাকাল হইতে রক্ষা করিব, যাহা পৃথিবী-নিবাসীদের পরীক্ষা করি-
বার জন্য সমস্ত জগতে উপস্থিত হইবে| ১১ আমি শীঘ্র আসিতেছি;
তোমার যাহা আছে, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর, যেন কেহ তোমার মু-
কুট অপহরণ না করে| ১২ যে জয় করে, তাহাকে আমি আমার ঈশ্ব-
রের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বা-
হিরে যাইবে না; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব,
এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার
ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম
লিখিব| ১৩ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলীগণকে কি
কহিতেছেন| ১৪ আর লায়দিকেয়াস্থ মন্ডলীর দূতকে লিখ;- যিনি
আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি,
তিনি এই কথা কহেন; ১৫ আমি জানি তোমার কার্য্য সকল, তুমি না
শীতল না তপ্ত; তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত|
১৬ এইরূপে তুমি কদুষ্ণ, না তপ্ত না শীতল, এই জন্য আমি নিজ মুখ
হইতে তোমাকে বমন করিতে উদ্যত হইয়াছি| ১৭ তুমি কহিতেছ,
আমি ধনবান্, ধন সঞ্চয় করিয়াছ, আমার কিছুরই অভাব নাই; কিন্তু
জান না যে, তুমিই দুর্ভাগ্য, কৃপাপাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও উলঙ্গ|
১৮ আমি তোমাকে এক পরামর্শ দিই; তুমি আমার কাছে এই সকল
দ্রব্য ক্রয় কর- অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণ, যেন ধনবান্ হও; শুক্ল বস্ত্র,
যেন বস্ত্র পরিহিত হও, আর তোমার উলঙ্গতার লজ্জা প্রকাশিত না
হয়; চক্ষুতে লেপনীয় অঞ্জন, যেন দেখিতে পাও| ১৯ আমি যত লো-
ককে ভাল বাসি, সেই সকলকে অনুযোগ করি ও শাসন করি;
অতএব উদ্যোগী হও, ও মন ফিরাও| ২০ দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া
আছি, ও আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খু-
লিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত
ভোজন করিব, এবং সেও আমার সহিত ভোজন করিবে| ২১ যে জয়
করে, তাহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব, যেমন
আমি আপনি জয় করিয়াছি, এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার
সিংহাসনে বসিয়াছি| ২২ যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আত্মা মন্ডলী-
গণকে কি কহিতেছেন|

স্বর্গীয় আরাধনার দর্শন

৪ ইহার পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, স্বর্গে এক দ্বার
খোলা রহিয়াছে, এবং প্রথম যে রব শুনিয়াছিলাম, যেন তূরীর
রব আমার সহিত কথা কহিতেছিল, সেই রব শুনিলাম, কেহ বলিতে-
ছেন, এই স্থানে উঠিয়া আইস, ইহার পরে যাহা যাহা অবশ্য ঘটিবে,
সেই সকল আমি তোমাকে দেখাই| ২ আমি তখন আত্মাবিষ্ট হইলাম;
আর দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক
ব্যক্তি বসিয়া আছেন| ৩ যিনি বসিয়া আছেন, তিনি দেখিতে সূর্য্যে-
কান্তের ও সার্দ্দিয় মণির তুল্য; আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে মে-
ঘধনুক, তাহা দেখিতে মরকত মণির তুল্য|

৪ আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে চব্বিশটা সিংহাসন আছে, সেই
সকল সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন বসিয়া আছেন, তাঁহারা শুক্লবস্ত্র
পরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে সুবর্ণ মুকুট| ৫ সেই সিংহা-
সন হইতে বিদ্যুৎ, রব ও মেঘগর্জ্জন বাহির হইতেছে; এবং সেই সিং-
হাসনের সম্মুখে অগ্নিময় সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত
আত্মা| ৬ আর সেই সিংহাসনের সম্মুখে যেন স্ফটিকবৎ কাচময়
এক সমুদ্র আছে, এবং সিংহাসনের মধ্যে ও সিংহাসনের চারিদিকে
চারি প্রাণী আছেন; তাঁহারা সম্মুখে ও পশ্চাতে চক্ষুতে পরিপূর্ণ|
৭ প্রথম প্রাণী সিংহের তুল্য, দ্বিতীয় প্রাণী গোবৎসের তুল্য, তৃতীয়
প্রাণী মনুষ্যের ন্যায় মুখমন্ডলবিশিষ্ট, এবং চতুর্থ প্রাণী উড্ডীয়মান

ঈগল পক্ষীর তুল্য। ৮ সেই চারি প্রাণীর প্রত্যেকের ছয় ছয়টি পক্ষ,
এবং তাঁহারা চারিদিকে ও ভিতরে চক্ষুতে পরিপূর্ণ; আর তাঁহারা দি-
বারাত্র অবিশ্রামে এই কথা কহিতেছেন,'পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র প্রভু
ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি ছিলেন, ও যিনি আছেন, ও যিনি আসি-
তেছেন।' ৯ আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, যিনি যুগপর্য্যায়ে
যুগে যুগে জীবন্ত, সেই প্রাণীবর্গ যখন তাঁহার প্রতাপ ও সমাদর ও
ধন্যবাদ কীর্ত্তন করিবেন, ১০ তখন যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন,
তাঁহার সম্মুখে ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন প্রণিপাত করিবেন, এবং যিনি
যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, তাঁহার ভজনা করিবেন, আর আপন
আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন, ১১ 'হে
আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরা-
ক্রম গ্রহনের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তো-
মার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।'

ঈশ্বরের মেষশাবকের স্বর্গীয় মহিমা।

৫ আর, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ
হস্তে এক পুস্তক দেখিলাম; তাহা ভিতরে ও বাহিরে লিখিত ও
সপ্ত মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত। ২ পর আমি দেখিলাম, এক শক্তিমান্ দূত মহা-
রবে এই কথা ঘোষণা করিতেছেন, ঐ পুস্তক খুলিবার ও তাহার মুদ্রা
সকল খুলিবার যোগ্য কে? ৩ কিন্তু স্বর্গে কি পৃথিবীতে কি পৃথিবীর
নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে কাহারও
সাধ্য হইল না।

৪ তখন আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম, কারণ সেই পুস্তক
খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবার যোগ্য কাহাকেও পাওয়া গেল
না। ৫ তাহাতে সেই প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন,
রোদন করিও না; দেখ, যিনি যিহূদাবংশীয় সিংহ, দায়ূদের মূলস্বরূপ,
তিনি ঐ পুস্তক ও উহার সপ্ত মুদ্রা খুলিবার নিমিত্ত বিজয়ী হয়েছেন।
৬ পরে আমি দেখিলাম, ঐ সিংহাসনের ও চারি প্রাণীর মধ্যে ও প্রাচী-
নবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে যেন বধ
করা হইয়াছিল; তাঁহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবী-
তে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। ৭ পরে তিনি আসিয়া, যিনি সিংহাস-
নে বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে সেই পুস্তক গ্রহণ করি-
লেন। ৮ তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখন ঐ চারি প্রাণী ও
চব্বিশ জন প্রাচীন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন; তাঁহা-
দের প্রত্যেকের কাছে একটী বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ স্বর্ণময় বা-
টি ছিল; সেই ধুপ পবিত্রগণের প্রার্থনা স্বরূপ। ৯ আর তাঁহারা এক নূ-
তন গীত গান করেন, বলেন, তুমি ঐ পুস্তক গ্রহণ করিবার ও তাহার
মুদ্রা খুলিবার যোগ্য; কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপন রক্ত দ্বা-
রা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত
লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ; ১০ এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তা-
হাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে
রাজত্ব করিবে।' ১১ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম এবং সেই সিংহাসনের
ও প্রাণিবর্গের ও প্রাচীনবর্গের চারিদিকে অনেক দূতের রব শুনি-
লাম; তাঁহাদের সংখ্যা অযুত গুণ অযুত ও সহস্র গুণ সহস্র। ১২ তাঁহা-
রা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'মেষশাবক, যিনি হত হইয়াছিলেন, তিনিই
পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই
সকল গ্রহণ করিবার যোগ্য।' ১৩ পরে স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও পৃথিবীর
নীচে ও সমুদ্রের উপরে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই সকলের মধ্যে
যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম,'যিনি সিংহাসনে
বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধন্যবাদ ও সমা-
দর ও গৌরব ও কর্ত্তৃত্ব যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে বর্ত্তুক।' ১৪ আর সেই
চারি প্রাণী কহিলেন, আমেন। আর সেই প্রাচীনেরা প্রণিপাত করিয়া
ভজনা করিলেন।

একখানি পুস্তকের সপ্ত মুদ্রা খুলিবার দর্শন।

৬ পরে আমি দেখিলাম, যখন সেই মেষশাবক সেই সপ্তের মধ্যে
প্রথম মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক
প্রাণীর মেঘগর্জ্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম আইস। ২ আমি দৃষ্টি
করিলাম, আর দেখ, এক শুক্লবর্ণ অশ্ব, এবং তাহার উপরে যিনি
বসিয়া আছেন, তিনি ধনুর্দ্ধারী, ও তাঁহাকে এক মুকুট দত্ত হইল; এবং
তিনি জয় করিতে করিতে ও জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন।
৩ আর তিনি যখন দ্বিতীয় মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি দ্বিতীয় প্রাণীর
এই বাণী শুনিলাম, আইস।

৪ পর একটা অশ্ব বাহির হইল, সেটি লোহিতবর্ণ, এবং যে তাহার
উপরে বসিয়া আছে, তাহাকে ক্ষমতা দত্ত হইল, যেন সে পৃথিবী হই-
তে শান্তি অপহরণ করে, আর যেন মনুষ্যেরা পরস্পরকে বধ করে;
এবং একখান বৃহৎ খড়্গ তাহাকে দত্ত হইল। ৫ পরে তিনি যখন তৃ-
তীয় মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি তৃতীয় প্রাণীর এই বাণী শুনিলাম,
আইস। পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব,
এবং যে তাহার উপরে বসিয়া আছে, তাহার হস্তে এক তুলাদন্ড।
৬ পরে আমি চারি প্রাণীর মধ্য হইতে নির্গত এইরূপ বাণী শুনিলাম,
এক সের গোমের মূল্য এক সিকি, আর তিন সের যবের মূল্য এক
সিকি, এবং তুমি তৈলের ও দ্রাক্ষারসের হিংসা করিও না। ৭ পরে
তিনি যখন চতুর্থ মুদ্রা খুলিলেন, তখন আমি চতুর্থ প্রাণীর এই বাণী
শুনিলাম, আইস। ৮ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, এক পান্ডু-
বর্ণ অশ্ব, এবং যে তাহার উপরে বসিয়া আছে, তাহার নাম মৃত্যু,
এবং পাতাল তাহার অনুগমন করিতেছে; আর তাহাদিগকে পৃথিবীর
চতুর্থ অংশের উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল, যেন তাহারা তরবারি, দুর্ভিক্ষ,
মারী ও বনপশু দ্বারা বধ করে। ৯ পরে যখন পঞ্চম মুদ্রা খুলিলেন,
তখন আমি দেখিলাম, বেদির নীচে সেই লোকদের প্রাণ আছে, যাঁ-
হারা ঈশ্বরের বাক্য প্রযুক্ত, এবং তাঁহাদের কাছে যে সাক্ষ্য ছিল, তৎ-
প্রযুক্ত নিহত হইয়াছিলেন। ১০ তাঁহারা উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, হে
পবিত্র সত্যময় অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবী নিবাসীদিগকে
আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করিবে?
১১ তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্ল বস্ত্র দত্ত হইল, এবং তাঁহাদিগকে
বলা হইল যে, তাঁহাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের ন্যায় নি-
হত হইতে হইবে, যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়; আর কিঞ্চিৎ
কাল বিরাম করিতে হইবে। ১২ পরে আমি দেখিলাম, তিনি যখন ষষ্ঠ
মুদ্রা খুলিলেন, তখন মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য লোমজাত কম্ব-
লের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল; ১৩ আর ডুমুরগাছ
প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হইয়া যেমন আপনার অপক্ক ফল ফেলিয়া
দেয়, তেমনি আকাশমন্ডলস্থ তারা সকল পৃথিবীতে পতিত হইল;
১৪ আর আকাশমন্ডল সঙ্কুচ্যমান পুস্তকের ন্যায় অপসারিত হইল,
এবং সমস্ত পর্ব্বত ও দ্বীপ স্ব স্ব স্থান হইতে চালিত হইল। ১৫ আর পৃ-
থিবীর রাজারা ও মহতেরা ও সহস্রপতিগণ ও ধনবানেরা ও বিক্রমি-
বর্গ এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন লোক গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে অপ-
নাদিগকে লুকাইল, ১৬ আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল,
আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার
সম্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে, আমাদিগকে লুকাইয়া
রাখ; ১৭ কেননা তাঁহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে
দাঁড়াইতে পারে?

ঈশ্বরের দাসগণের মুদ্রাঙ্কন। স্বর্গীয় সুখের বর্ণনা।

৭ তার পরে আমি দেখিলাম, পৃথিবীর চারি কোণে চারি দূত দাঁ-
ড়াইয়া আছেন; তাঁহারা পৃথিবীর চারি বায়ু ধরিয়া রাখিতেছেন,
যেন পৃথিবী কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা কোন বৃক্ষের উপরে বায়ু না বহে।
২ পরে দেখিলাম, আর এক দূত সূর্য্যের উদয় স্থান হইতে উঠিয়া
আসিতেছেন, তাঁহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা আছে; তিনি উচ্চৈঃ-
স্বরে ডাকিয়া, যে চারি দূতকে পৃথিবীর ও সমুদ্রের হানি করিবার ক্ষ-
মতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কহিলেন, ৩ আমরা যে পর্য্যন্ত

আমাদের ঈশ্বেরর দাসগণকে ললাটে মুদ্রাঙ্কিত না করি, সে পর্য্যন্ত
তোমরা পৃথিবীর কিম্বা সমুদ্রের কিম্বা বৃক্ষসমূহের হানি করিও না|
৪ পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম; ইস্রায়েল-
সন্তানদের সমস্ত বংশের এক লক্ষ্য চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত|
৫ যিহূদা-বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত; রূবেণ-বংশের দ্বাদশ
সহস্র; গাদ-বংশের দ্বাদশ সহস্র; ৬ আশের-বংশের দ্বাদশ সহস্র; নপ্তা-
লি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; মনঃশি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; ৭ শিমিয়োন-
বংশের দ্বাদশ সহস্র; লেবি-বংশের দ্বাদশ সহস্র; ইষাখর-বংশের দ্বা-
দশ সহস্র; ৮ সবূলূন-বংশের দ্বাদশ সহস্র; যোষেফ-বংশের দ্বাদশ সহ-
স্র; বিন্যামীন-বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত| ৯ ইহার পরে
আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজা-
বৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক, তাহা গণনা করিতে সমর্থ কেহ ছিল
না; তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া
আছে; তাহারা শুক্লবস্ত্র পরিহিত ও তাহাদের হস্তে খর্জ্জুর-পত্র;
১০ এবং তাহারা উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিতেছে, ‘পরিত্রাণ
আমাদের ঈশ্বরের, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, এবং মেষশাব-
কের দান|’ ১১ আর, সমুদয় দূত সিংহাসনের ও প্রাচীনবর্গের ও চারি
প্রাণীর চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারা সিংহাসনের সম্মুখে
অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিয়া কহিলেন,
১২ ‘আমেন; ধন্যবাদ ও গৌরব ও জ্ঞান ও প্রশংসা ও সমাদর ও পরা-
ক্রম ও শক্তি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বর্ত্তুক|
আমেন|’ ১৩ পরে প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক জন আমাকে কহিলেন,
শুক্লবস্ত্র পরিহিত এই লোকেরা কে, ও কোথা হইতে আসিল?
১৪ আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনিই জানেন|
তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের
মধ্য হইতে আসিয়াছে, এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র
ধৌত করিয়াছে, ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে| ১৫ এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের
সিংহাসনের সম্মুখে আছে; এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে
তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি
ইহাদের উপরে আপন তাম্বু বিস্তার করিবেন| ১৬ “ইহারা আর কখ-
নও ক্ষুধিত হইবে না, আর কখনও তৃষ্ণার্ত্তও হইবে না, এবং ইহাদিগ-
কে রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; ১৭ কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত
মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন জলের উনুই-
য়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মু-
ছাইয়া দিবেন|”

তূরীবাদ্য সপ্ত দূতের দর্শন|

৮ আর তিনি যখন সপ্তম মুদ্রা খুলিলেন, তখন স্বর্গে অর্দ্ধ ঘটিকা
পর্য্যন্ত নিঃশব্দতা হইল| ২ পরে আমি সেই সপ্ত দূতকে দেখি-
লাম, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন; তাঁহাদিগকে সপ্ত তূরী
দত্ত হইল| ৩ পরে আর এক দূত আসিয়া বেদির নিকটে দাঁড়াইলেন,
তাঁহার হস্তে স্বর্ণধুপধানী ছিল; এবং তাঁহাকে প্রচুর ধূপ দত্ত হইল,
যেন তিনি তাহা সিংহাসনের সম্মুখস্থ স্বর্ণবেদির উপরে সকল পবিত্র
লোকের প্রার্থনায় যোগ করেন|
৪ তাহাতে পবিত্রগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম
ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল| ৫ পরে ঐ দূত ধূপধানী লইয়া বেদির অগ্নিতে
পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘ-গর্জ্জন, রব,
বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল| ৬ পরে সপ্ত তূরীধারী সেই সপ্ত দূত তূরী
বাজাইতে প্রস্তুত হইলেন| ৭ প্রথম দূত তূরী বাজাইলেন, আর রক্ত-
মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি উপস্থিত হইয়া পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহা-
তে পৃথিবীর তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল, ও বৃক্ষসমূহের তৃতীয় অংশ
পুড়িয়া গেল, এবং সমুদয় হরিদ্বর্ণ তৃণ পুড়িয়া গেল| ৮ পরে দ্বিতীয়
দূত তূরী বাজাইলেন, আর যে অগ্নিতে প্রজ্বলিত এক মহাপর্ব্বত
সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল; ৯ তাহাতে সমুদ্রের তৃতীয় অংশ রক্ত হইয়া
গেল ও সমুদ্র মধ্যস্থ তৃতীয় অংশ জীবনবিশিষ্ট সৃষ্ট জন্তু মরিয়া গেল,
এবং জাহাজ সমুদয়ের তৃতীয় অংশ নষ্ট হইল| ১০ পরে তৃতীয় দূত
তূরী বাজাইলেন, আর প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বালিত এক বৃহৎ তারা
আকাশ হইতে পড়িয়া গেল, নদ নদীর তৃতীয় অংশের ও জলের
উনুই সকলের উপরে পড়িল| ১১ সেই তারার নাম নাগদানা, তাহাতে
তৃতীয় অংশ জল নাগদানা হইয়া উঠিল, এবং জল তিক্ত হইয়া প্রযু-
ক্ত অনকে লোক মরিয়া গেল| ১২ পরে চতুর্থ দূত তূরী বাজাইলেন,
আর সুর্য্যের তৃতীয় অংশ ও চন্দ্রের তৃতীয় অংশ ও তারাগণের তৃ-
তীয় অংশ আহত হইল, যেন প্রত্যেকের তৃতীয় অংশ অন্ধকারময়
হয়, এবং দিবসের তৃতীয় ভাগ আলোকরহিত হয়, আর রাত্রিও
তদ্রূপ হয়| ১৩ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর আকাশের মধ্যপথে
উড়িয়া যাইতেছে, এমন এক ঈগল পক্ষীর বাণী শুনিলাম, সে উচ্চ
রবে বলিল, অবশিষ্ট যে তিন দূত তূরী বাজাইবেন, তাঁহাদের তূরীধ্ব-
নি হেতু, পৃথিবীনিবাসীদের সন্তাপ, সন্তাপ, সন্তাপ হইবে|

৯ পরে পঞ্চম দূত তূরী বাজাইলেন, আর আমি স্বর্গ হইতে পৃথি-
বীতে পতিত একটা তারা দেখিলাম; তাহাকে অগাধলোকের
কূপের চাবি দত্ত হইল| ২ তাহাতে সে অগাধলোকের কূপ খুলিল,
আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূমের ন্যায় ধূম উঠিল; কূপ হইতে
উত্থিত সেই ধূমে সূর্য্য ও আকাশ অন্ধকারাবৃত হইল| ৩ পরে ঐ ধূম
হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল, আর তাহাদিগকে পৃ-
থিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা দত্ত হইল|
৪ আর তাহাদিগকে বলা হইল, পৃথিবীস্থ তৃণের কি হরিদ্বর্ণ শাকের
কি কোন বৃক্ষের হানি করিও না, কেবল সেই মনুষ্যদেরই হানি কর,
যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্ক নাই| ৫ উহাদিগকে বধ করার অনু-
মতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি তাহাদিগকে
দত্ত হইল; তাহাদের আঘাতে বৃশ্চিকাহত মনুষ্যের যাতনা তুল্য যাত-
না হয়| ৬ তৎকালে মনুষ্যেরা মৃত্যুর অন্বেষণ করিবে, কিন্তু কোন
মতে তাহার উদ্দেশ পাইবে না; তাহারা মরিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে,
কিন্তু মৃত্যু তাহাদের হইতে পলায়ন করিবে| ৭ ঐ পঙ্গপালের আকৃতি
যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকে যেন সুবর্ণের
তুল্য মুকুট ছিল, এবং তাহাদের মুখ মনুষ্য-মুখের ন্যায়; ৮ আর তাহা-
দের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায়, ও তাহাদের দন্ত সিংহ দন্তের
ন্যায়| ৯ আর তাহাদের বুকপাটা লৌহ-বুকপাটার ন্যায়, ও তাহাদের
পক্ষের শব্দ রথের, যুদ্ধে ধাবমান বহু অশ্বের শব্দতুল্য| ১০ আর বৃ-
শ্চিকের ন্যায় তাহাদের লাঙ্গুল ও হুল আছে; এবং পাঁচ মাস মনুষ্য-
দের হানি করিতে তাহাদের ক্ষমতা ও লাঙ্গুলে রহিয়াছে| ১১ ঐ পঙ্গ-
পালের রাজা অগাধলোকের দূত, তাহার নাম ইব্রীয় ভাষায় আব-
দ্দোন, ও গ্রীক ভাষায় তাহার নাম আপল্লুয়োন [বিনাশক]| ১২ প্রথম
সন্তাপ গত হইল; দেখ, ইহার পরে আরও দুই সন্তাপ আসিতেছে|
১৩ পরে ষষ্ঠ দূত তূরী বাজাইলেন, আর আমি ঈশ্বরের সম্মুখস্থ স্বর্ণ-
বেদির চারি শৃঙ্গ হইতে এক বাণী শুনিতে পাইলাম; ১৪ উহা সেই ষষ্ঠ
তূরীধারী দূতকে কহিল, ইউফ্রেটীস মহানদীর সমীপে যে চারী দূত
বদ্ধ আছে, তাহাদিগকে মুক্ত কর| ১৫ তখন মনুষ্যজাতির তৃতীয় অং-
শকে বধ করিবার জন্য যে চারি দূতকে সেই দন্ড, ও দিন ও মাস ও
বৎসরের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহারা মুক্ত হইল| ১৬ ঐ
অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ্য সহস্র; আমি তাহাদের সেই সং-
খ্যা শুনিলাম| ১৭ আর দর্শনে আমি সেই অশ্বগণ ও তদারোহী ব্যক্তি-
দিগকে এইরূপ দেখিতে পাইলাম, তাহাদের বুকপাটা অগ্নিময় ও নী-
লবর্ণ ও গন্ধময়, এবং অশ্বগণের মস্তক সিংহ-মস্তকের ন্যায়, ও তা-
হাদের মুখ হইতে অগ্নি, ধূম ও গন্ধক বাহির হইতেছে| ১৮ ঐ তিন
আঘাত দ্বারা, তাহাদের মুখ হইতে নির্গত অগ্নি, ধূম ও গন্ধক দ্বারা,
তৃতীয় অংশ মনুষ্য হত হইল| ১৯ কেননা সেই অশ্বদের শক্তি তাহা-
দের মুখে ও তাহাদের লাঙ্গুলে; কারণ তাহাদের লাঙ্গুল সর্পের তুল্য
এবং মস্তকবিশিষ্ট; তদ্দ্বারাই তাহারা হানি করে| ২০ এই সকল আঘা-
তে যাহারা হত হইল না, সেই অবশিষ্ট মনুষ্যেরা আপন আপন হস্ত-

কৃত কর্ম্ম হইতে মন ফিরাইল না, অর্থাৎ ভূতগণের ভজনা হইতে,
এবং “যে প্রতিমাগণ দেখিতে বা শুনিতে বা চলিতে পারে না, সেই
সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, প্রস্তর ও কাষ্ঠময় প্রতিমাগণের” ভজনা
হইতে নিবৃত্ত হইল না। ২১ আর তাহারা আপন আপন নরহত্যা,
আপন আপন কুহক, আপন আপন ব্যভিচার ও আপন আপন চৌর্য্য
হইতেও মন ফিরাইল না।

এক জন দূতের ও ঈশ্বরের দুই সাক্ষীর দর্শন।

১০ পরে আমি আর এক শক্তিমান্ দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া
আসিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছদ মেঘ, তাঁহার মস্তকের
উপরে মেঘধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য, তাঁহার চরণ অগ্নিস্তম্ভতুল্য,
২ এবং তাঁহার হস্তে খোলা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল। তিনি সমুদ্রে
দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন; ৩ এবং সিংহগর্জ্জনের
ন্যায় হুঙ্কারশব্দে চীৎকার করিলেন; আর তিনি চীৎকার করিলে সপ্ত
মেঘধ্বনি আপন আপন রব শুনাইল।

৪ সেই সপ্ত মেঘধ্বনি কথা কহিলে আমি লিখিতে উদ্যত হইলাম;
আর স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, ঐ সপ্ত মেঘধ্বনি যাহা কহিল,
তাহা মুদ্রাঙ্কিত কর, লিখিও না। ৫ পরে সেই দূত, যাঁহাকে আমি সমু-
দ্রের উপরে ও স্থলের উপরে দাঁড়াইতে দেখিয়াছিলাম, তিনি স্বর্গের
প্রতি “আপন দক্ষিণ হস্ত উঠাইলেন, ৬ আর যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে
যুগে জীবন্ত, যিনি আকাশ ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং পৃথিবী ও
তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ বস্তু সকলের সৃষ্টি
করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে এই শপথ করিলেন” ৭ আর বিলম্ব হইবে
না; কিন্তু সপ্তম দূতের ধ্বনির দিনসমূহে, যখন তিনি তূরী বাজাইতে
উদ্যত হইবেন, তখন ঈশ্বরের নিগুঢ়তত্ত্ব সমাপ্ত হইবে, যেমন তিনি
আপন দাস ভাববাদীকে এই মঙ্গলবার্ত্তা জানাইয়াছিলেন। ৮ পরে,
স্বর্গ হইতে যে বাণী শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার সহিত আবার
আলাপ করিয়া কহিল, যাও, সমুদ্রের ও স্থলের উপরে দন্ডায়মান ঐ
দূতের হস্ত হইতে সেই খোলা পুস্তকখানি লও। ৯ তখন আমি সেই দূ-
তের নিকটে গিয়া তাঁহাকে কহিলাম, ঐ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমাকে
দিউন। তিনি আমাকে কহিলেন, লও, খাইয়া ফেল; ইহা তোমার
উদরকে তিক্ত করিয়া তুলিবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লা-
গিবে। ১০ তখন আমি দূতের হস্ত হইতে সেই ক্ষুদ্র পুস্তক গ্রহণ করিয়া
খাইয়া ফেলিলাম; তাহা মুখে মধুর ন্যায় মিষ্ট লাগিল, কিন্তু খাইয়া
ফেলিলে পর আমার উদর তিক্ত বোধ হইল। ১১ পরে তাঁহারা আমা-
কে কহিলেন, অনেক প্রজাবৃন্দের ও জাতির ও ভাষার ও রাজার বি-
ষয়ে তোমাকে আবার ভাববাণী বলিতে হইবে।

১১ পরে যষ্ঠির ন্যায় এক নল আমাকে দত্ত হইল; এক জন
কহিলেন, উঠ, ঈশ্বরের মন্দির ও যজ্ঞবেদি ও যাহারা তাহার
মধ্যে ভজনা করে, তাহাদিগকে পরিমাণ কর। ২ কিন্তু মন্দিরের
বহিঃস্থিত প্রাঙ্গন বাদ দেও, তাহা পরিমাণ করিও না, কারণ তাহা
জাতিগণকে দত্ত হইয়াছে; বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র নগ-
রকে পদতলে দলন করিবে। ৩ আর আমি আপনার দুই সাক্ষীকে
কার্য্য দিব, তাঁহারা চটপরিহিত হইয়া এক সহস্র দুই শত ষাট দিন
পর্য্যন্ত ভাববাণী বলিবেন।

৪ তাঁহারা সেই দুই জিতবৃক্ষ ও দুই দীপবৃক্ষস্বরূপ, যাঁহারা পৃথিবীর
প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ৫ আর যদি কেহ তাঁহাদের হানি
করতে চায়, তবে তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি বাহির হইয়া তাঁহাদের
শত্রুগণকে গ্রাস করে; যদি কেহ তাঁহাদের হানি করতে চায়, তবে
সেইরূপে তাহাকে হত হইতে হইবে। ৬ আকাশ রুদ্ধ করিতে তাঁহাদের
ক্ষমতা আছে, যেন তাঁহাদের ভাববাণী কথনের সমস্ত দিন বৃষ্টি না
হয়; এবং জল রক্ত করিবার জন্য জলের উপরে ক্ষমতা, এবং যত-
বার ইচ্ছা করেন পৃথিবীকে সমস্ত আঘাতে আঘাত করিবার ক্ষমতা
তাঁহাদের আছে। ৭ তাঁহারা আপনাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করিলে পর,
অগাধলোক হইতে যে পশু উঠিবে, সে তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে,
আর তাঁহাদিগকে জয় করিয়া বধ করিবে। ৮ আর তাঁহাদের শব সেই
মহানগরের চকে পড়িয়া থাকিবে, যে নগরকে আত্মিক ভাবে সদোম
ও মিসর বলে, আবার যেখানে তাঁহাদের প্রভু ক্রুশারোপিত হইয়াছি-
লেন। ৯ আর লোকবৃন্দের ও বংশবৃন্দের ও ভাষাসমূহের ও জাতিবৃ-
ন্দের লোক সাড়ে তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের শব দেখিবে, আর তাঁহা-
দের শব কবরে রাখিবার অনুমতি দিবে না। ১০ আর পৃথিবী-নিবাসী-
রা তাঁহাদের বিষয়ে আনন্দিত হইবে, আমোদ প্রমোদ করিবে, ও
পরস্পর উপঢৌকন পাঠাইবে, কেননা এই দুই ভাববাদী পৃথিবী-নি-
বাসীদিগকে যন্ত্রণা দিতেন। ১১ পরে সেই সাড়ে তিন দিন গত হইলে,
“ঈশ্বর হইতে জীবনের নিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাতে
তাঁহারা চরণে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন,” এবং যাহারা তাঁহাদিগকে দে-
খিল, তাহারা অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। ১২ পরে তাঁহারা শুনিলেন, স্বর্গ
হইতে তাঁহাদের প্রতি এই উচ্চরব হইতেছে, এই স্থানে উঠিয়া আইস;
তখন তাঁহারা মেঘযোগে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন, এবং তাঁহাদের শত্রুগণ
তাঁহাদিগকে দেখিল। ১৩ সেই দন্ডে মহাভূমিকম্প হইল, তাহাতে নগ-
রের দশমাংশ পতিত হইল; সেই ভূমিকম্পে সপ্ত সহস্র মনুষ্য হত
হইল, এবং অবশিষ্ট সকলে ভীত হইল, ও স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব
করিল। ১৪ দ্বিতীয় সন্তাপ গত হইল; দেখ, তৃতীয় সন্তাপ শীঘ্র আসি-
তেছে। সপ্তম দূতের তূরীধ্বনি। সূর্য্য-পরিহিতা স্ত্রী ও তাহার বিপক্ষ
নাগ। ১৫ পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে উচ্চ রবে এই-
রূপ বাণী হইল,‘জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের
হইল, এবং তিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজ্যত্ব করিবেন।’ ১৬ পরে
সেই চব্বিশ জন প্রাচীন, যাঁহারা ঈশ্বরের সম্মুখে আপন আপন সিং-
হাসনে বসিয়া থাকেন, তাঁহারা অধোমুখে প্রণিপাত করিয়া ঈশ্বরের
ভজনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, ১৭ ‘হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্,
তুমি আছ ও তুমি ছিলে, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা
তুমি আপন মহাপরাক্রম গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিয়াছ। ১৮ আর জা-
তিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল, আর মৃত
লোকদের বিচার করিবার সময় এবং তোমার দাস ভাববাদীগণকে
ও পবিত্রগণকে ও যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের ক্ষুদ্র ও
মহান সকলকে পুরস্কার দিবার, এবং পৃথিবী-নাশকদিগকে নাশ
করিবার সময় উপস্থিত হইল।’ ১৯ পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দিরের দ্বার
মুক্ত হইল, তাহাতে তাঁহার মন্দিরের মধ্যে তাঁহার নিয়ম-সিন্দুক দেখা
গেল, এবং বিদ্যুৎ ও রব ও মেঘধ্বনি ও ভূমিকম্প ও মহাশিলাবৃষ্টি
হইল।

১২ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। একটী স্ত্রীলোক
ছিল, সূর্য্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পদের নীচে, এবং
তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। ২ সে গর্ব্ভবতী, আর
ব্যথিতা হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে।
৩ আর স্বর্গমধ্যে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ, এক প্রকান্ড লোহি-
তবর্ণ নাগ, তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত কি-
রীট,

৪ আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের তৃতীয়াংশ নক্ষত্র আকর্ষণ করিয়া
পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। যে স্ত্রীলোকটি সন্তান প্রসব করিতে
উদ্যত, সেই নাগ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, যেন সে প্রসব করিবামাত্র
তাহার সন্তানকে গ্রাস করিতে পারে। ৫ পরে সেই স্ত্রীলোকটি “এক
পুত্র সন্তান প্রসব করিল; যিনি লৌহ দন্ড দ্বারা সমস্ত জাতিকে শাসন
করিবেন।” আর তাহার সন্তানটী ঈশ্বরের ও তাঁহার সিংহাসনের নি-
কটে নীত হইলেন। ৬ আর সেই স্ত্রীলোকটি প্রান্তরে পলায়ন করিল;
তথায় এক সহস্র দুই শত ষাট দিন পর্য্যন্ত প্রতিপালিতা হইবার জন্য
ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রস্তুত তাহার একটী স্থান আছে। ৭ আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল;
মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ ঐ নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।
তাহাতে সেই নাগ ও তাহার দূতগণও যুদ্ধ করিল, ৮ কিন্তু জয়ী হইল
না, এবং স্বর্গে তাহাদের স্থান আর পাওয়া গেল না। ৯ আর সেই মহা-

নাগ নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প, যাহাকে দিয়াবল [অপবা-
দক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলা যায়, সে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি
জন্মায়; সে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহার দূতগণও তাহার
সঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইল। ১০ তখন আমি স্বর্গে এই উচ্চ রব শুনি-
লাম,'এখন পরিত্রান ও পরাক্রম ও রাজত্ব আমাদের ঈশ্বরের, এবং
কর্ত্তৃত্ব তাঁহার খ্রীষ্টের অধিকার হইল; কেননা যে আমাদের ভ্রাতৃগ-
ণের উপরে দোষারোপকারী, যে দিবারাত্র আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে
তাহাদের নামে দোষারোপ করে, সে নিপতিত হইল। ১১ আর মেষশা-
বকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহা-
রা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আপন আপন
প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই। ১২ অতএব, হে স্বর্গ ও তন্নিবাসিগণ,
আনন্দ কর; পৃথিবী ও সমুদ্রের সন্তাপ হইবে; কেননা দিয়াবল তো-
মাদের নিকটে নামিয়া গিয়াছে; সে অতিশয় রাগাপন্ন, সে জানে তা-
হার কাল সংক্ষিপ্ত।' ১৩ পরে যখন ঐ নাগ দেখিল সে পৃথিবীতে নি-
ক্ষিপ্ত হয়েছে, তখন, যে স্ত্রীলোকটী পুত্রসন্তানটী প্রসব করিয়াছিল,
সে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি তাড়না করিতে লাগিল। ১৪ তখন সেই স্ত্রী-
লোকটীকে বৃহৎ ঈগল পক্ষীর দুই পক্ষ দত্ত হইল, যেন সে প্রান্তরে,
নিজ স্থানে উড়িয়া যায়, যেখানে ঐ নাগের দৃষ্টি হইতে দূরে 'এক
কাল ও দুই কাল ও অর্দ্ধ কাল' পর্য্যন্ত সে প্রতিপালিতা হয়। ১৫ পরে
সেই সর্প আপন মুখ হইতে স্ত্রীলোকটীর পশ্চাৎ নদীবৎ জলধারা
উদগীরণ করিল, যেন তাহাকে জলস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে।
১৬ আর পৃথিবী সেই স্ত্রীলোকটীকে সাহায্য করিল, পৃথিবী আপন মুখ
খুলিয়া নাগের মুখ হইতে উদগীর্ণ নদী কবলিত করিল। ১৭ আর সেই
স্ত্রীলোকটীর প্রতি নাগ ক্রোধান্বিত হইল, আর তাহার বংশের সেই
অবশিষ্ট লোকদের সহিত, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ও যীশুর
সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। ১৮ আর সে
সমুদ্রের বালুকার উপরে দাঁড়াইল।

দুই অদ্ভূত পশুর দর্শন।

১৩ আর আমি দেখিলাম, "সমুদ্রের মধ্য হইতে এক পশু উঠি-
তেছে; তাহার দশ শৃঙ্গ" ও সপ্ত মস্তক; এবং তাহার শৃঙ্গ গু-
লিতে দশ কিরীট, এবং তাহার মস্তক গুলিতে ঈশ্বর নিন্দার কতিপয়
নাম। ২ সেই যে পশুকে আমি দেখিলাম, সে, "চিতাবাঘের তুল্য,
আর তাহার চরণ ভল্লুকের ন্যায়, এবং সিংহমুখের ন্যায়"; আর সে
নাগ আপনার পরাক্রম ও আপনার সিংহাসন ও মহৎ কর্ত্তৃত্ব তাহাকে
দান করিল। ৩ পরে দেখিলাম, তাহার ঐ সকল মস্তকের মধ্যে একটা
মস্তক যেন মৃত্যুজনক আঘাতে আহত হইয়াছিল, আর তাহার সেই
মৃত্যুজনক আঘাতের প্রতিকার করা হইল; আর সমুদয় পৃথিবী চমৎ-
কার জ্ঞান করিয়া সেই পশুর পশ্চাৎ চলিল।

৪ আর তাহারা নাগের ভজনা করিল, কেননা সে সেই পশুকে
আপন কর্ত্তৃত্ব দিয়াছিল; আর তাহারা সেই পশুর ভজনা করিল,
কহিল, এই পশুর তুল্য কে? এবং ইহার সহিত কে যুদ্ধ করিতে পা-
রে? ৫ আর এমন এক মুখ তাহাকে দত্ত হইল, যাহা দর্প ও ঈশ্বর নি-
ন্দা করে, এবং তাহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার ক্ষমতা
দেওয়া গেল। ৬ তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল, তাঁহার
নামের ও তাঁহার তাম্বুর, এবং স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করিতে লা-
গিল। ৭ আর পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয়
করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল; এবং তাহাকে সমস্ত বংশের ও
লোকবৃন্দের ও ভাষার ও জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব দত্ত হইল। ৮ তাহাতে
পৃথিবী-নিবাসীদের সমস্ত লোক তাহার ভজনা করিবে, যাহাদের নাম
জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লিখিত
নাই। ৯ যদি কাহারও কাণ থাকে, সে শুনুক। ১০ যদি কেহ বন্দিত্বের
পাত্র থাকে, সে বন্দিত্বে যাইবে; যদি কেহ খড়্গ দ্বারা হত্যা করে, তা-
হাকে খড়্গ দ্বারা হত হইতে হইবে। এস্থলে পবিত্রগণের ধৈর্য্য ও বি-
শ্বাস দেখা যায়। ১১ পরে আমি আর এক পশুকে দেখিলাম, সে স্থল
হইতে উঠিল, এবং মেষশাবকের ন্যায় তাহার দুই শৃঙ্গ ছিল, আর সে
নাগের ন্যায় কথা কহিত। ১২ সে ঐ প্রথম পশুর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাহার
সাক্ষাতে পরিচালনা করে; এবং যে প্রথম পশুর মৃত্যুজনক আঘা-
তের প্রতীকার করা হইয়াছিল, পৃথিবীকে ও তন্নিবাসীদিগকে তাহার
ভজনা করায়। ১৩ আর সে মহৎ মহৎ চিহ্ন-কার্য্য করে; এমন কি মনু-
ষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অগ্নি নামায়। ১৪ এইরূপে সেই
পশুর সাক্ষাতে যে সকল চিহ্ন-কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত
হইয়াছে, তদ্দ্বারা সে পৃথিবীনিবাসীদের ভ্রান্তি জন্মায়; সে পৃথিবীনি-
বাসীদিগকে বলে, 'যে পশু খড়্গ দ্বারা আহত হইয়াও বাঁচিয়া ছিল,
তাহার এক প্রতিমা নির্ম্মান কর।' ১৫ আর তাহাকে এই ক্ষমতা দত্ত
হইল যে, সে ঐ পশুর প্রতিমার মধ্যে নিশ্বাস প্রদান করে, যেন ঐ
পশুর প্রতিমা কথা কহিতে পারে, ও এমন করিতে পারে যে, যত
লোক সেই পশুর প্রতিমার ভজনা না করিবে, তাহাদিগকে বধ করা
হয়। ১৬ আর সে ক্ষুদ্র ও মহান্, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস, সকল-
কেই দক্ষিণ হস্তে কিম্বা ললাটে ছাব ধারণ করায়; ১৭ আর ঐ পশুর
ছাব অর্থাৎ নাম কিম্বা নামের সংখ্যা যে কেহ ধারণ না করে, তাহার
ক্রয় বিক্রয় করিবার অধিকার বদ্ধ করে। ১৮ এস্থলে জ্ঞান দেখা
যায়। যে বুদ্ধিমান্ সে ঐ পশুর সংখ্যা গণণা করুক; কেননা তাহা
মনুষ্যের সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যা ছয় শত ছেষট্টি।

মেষশাবক ও তাহার সঙ্গীগণ। পৃথিবীর শস্য ও দ্রাক্ষা ছেদন।

১৪ পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, সেই মেষশাবক সি-
য়োন পর্ব্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন, এবং তাঁহার সহিত
এক লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক, তাহাদের ললাটে তাঁহার নাম ও
তাঁহার পিতার নাম লিখিত। ২ পরে স্বর্গ হইতে বহু জলের কল্লোল ও
মহামেঘধ্বনির ন্যায় রব শুনিলাম; যে রব শুনিলাম, তাহাতে বোধ
হইল, যে বীণাবাদকদল আপন আপন বীণা বাজাইতেছে; ৩ আর
তাহারা সিংহাসনের সম্মুখে ও সেই চারি প্রাণীর ও প্রাচীনবর্গের
সম্মুখে নূতন একটী গীত গান করে; পৃথিবী হইতে ক্রীত সেই এক
লক্ষ চোয়াল্লিশ সহস্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ সেই গীত শিখিতে
পারিল না।

৪ ইহারা রমণীদের সংসর্গে কলুষিত হয় নাই, কারণ ইহারা অমৈ-
থুন। যে কোন স্থানে মেষশাবক গমন করেন, সেই স্থানে ইহারা তাঁ-
হার অনুগামী হয়। ইহারা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের নিমিত্ত অগ্রিমাংশ
বলিয়া মনুষ্যদের মধ্য হইতে ক্রীত হইয়াছে। ৫ আর "তাহাদের মুখে
কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায় নাই;" তাহারা নির্দ্দোষ। ৬ পরে আমি
আর এক দূতকে দেখিলাম, তিনি আকাশের মধ্য-পথে উড়িতেছেন,
তাঁহার কাছে অনন্তকালীন সুসমাচার আছে, যেন তিনি পৃথিবী-নিবা-
সীদিগকে, প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও প্রজাবৃন্দকে, সুসমাচার
জানান; ৭ তিনি উচ্চ রবে এই কথা কহিলেন, ঈশ্বরেক ভয় কর, ও
তাঁহাকে গৌরব প্রদান কর, কেননা তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত; যি-
নি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উনুই সকল উৎপন্ন করিয়াছেন, তাঁ-
হার ভজনা কর। ৮ পরে তাঁহার পশ্চাৎ দ্বিতীয় এক দূত আসিলেন,
তিনি কহিলেন, "পড়িল, পড়িল সেই মহতী বাবিল, যে সমস্ত জাতি-
কে আপনার বেশ্যাক্রিয়ার রোষমদিরা পান করাইয়াছে।" ৯ পরে তৃ-
তীয় এক দূত উহাঁদের পশ্চাৎ আসিলেন, তিনি উচ্চ রবে কহিলেন,
যদি কেহ সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, আর নিজ
ললাটে কি হস্তে ছাব ধারণ করে, ১০ তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই,
"রোষ-মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে অমিশ্রি-
তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে"; এবং পবিত্র দূতগনের সাক্ষাতে ও মেষশাব-
কের সাক্ষাতে "অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। ১১ তাহাদের যাত-
নার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে উঠে"; যাহারা সেই পশু ও তাহার
প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, এবং যে কেহ তাহার নামের ছাব ধারণ
করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না। ১২ এস্থলে
পবিত্রগনের ধৈর্য্য দেখা যায়, যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও যীশুর বি-

শ্বাস পালন করে। ১৩ পরে আমি স্বর্গ হইতে এই বাণী শুনিলাম, তুমি
লিখ, ধন্য সেই মৃতেরা যাহারা এখন অবধি প্রভুতে মরে, হাঁ, আত্মা
কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ
তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। ১৪ আর আমি দৃষ্টি
করিলাম, আর দেখ, শুভ্রবর্ণ একখানি মেঘ, “সেই মেঘের উপরে
মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি” বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ
মুকুট ও তাঁহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা। ১৫ পরে মন্দির হইতে
আর এক দূত বাহির হইয়া, যিনি মেঘের উপরে বসিয়া আছেন, তাঁ-
হাকে উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, “আপনার কাস্ত্যা লাগা-
উন, শস্য ছেদন করুন; কারণ শস্যচ্ছেদনের সময় আসিয়াছে;” কে-
ননা পৃথিবীর শস্য শুকাইয়া গেল। ১৬ তাহাতে, যিনি মেঘের উপরে
বসিয়া আছেন, তিনি আপন কাস্ত্যা পৃথিবীতে লাগাইলেন, ও পৃথি-
বীর শস্যচ্ছেদন করা হইল। ১৭ পরে স্বর্গস্থ মন্দির হইতে আর এক
দূত বাহির হইলেন; তাঁহারও হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা ছিল।
১৮ আর যজ্ঞবেদী হইতে আর এক দূত বাহির হইলেন, তিনি অগ্নির
উপরে কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট, তিনি ঐ তীক্ষ্ণ কাস্ত্যাধারী ব্যক্তিকে উচ্চ রবে
এই কথা কহিলেন, তোমার তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা লাগাও, পৃথিবীর দ্রাক্ষাল-
তার গুচ্ছ সকল ছেদন কর, কেননা তাহার ফল পাকিয়াছে। ১৯ তা-
হাতে ঐ দূত পৃথিবীতে আপন কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষা-গুচ্ছ
ছেদন করিলেন, আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুন্ডে নিক্ষেপ করিলেন।
২০ পরে নগরের বাহিরে ঐ কুন্ডে তাহা দলন করা গেল, তাহাতে কুন্ড
হইতে রক্ত বাহির হইল, এবং অশ্বগণের বলগা পর্য্যন্ত উঠিয়া এক
সহস্র ছয় শত তীর ব্যাপ্ত হইল।

সপ্ত অন্তিম আঘাত।

১৫ পরে আমি স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখিলাম, তাহা মহৎ ও
অদ্ভুত; সপ্ত দূতকে সপ্ত আঘাত লইয়া আসিতে দেখিলাম;
সেই সকল শেষ আঘাত, কেননা সেই সকল ঈশ্বরের রোষ সমাপ্ত
হইল। ২ আর আমি দেখিলাম, যেন অগ্নিমিশ্রিত কাচময় সমুদ্র; এবং
যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমা ও তাহার নামের সংখ্যার উপরে
বিজয়ী হইয়াছে, তাহারা ঐ কাচময় সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছে,
তাহাদের হস্তে ঈশ্বরের বীণা। ৩ আর তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির
গীত ও মেষশাবকের গীত গায়, বলে,“মহৎ ও আশ্চর্য্য তোমার ক্রি-
য়া সকল, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ
সকল, হে জাতিগণের রাজন্!

৪ হে প্রভু, কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের গৌরব কে না
করিবে? কেননা একমাত্র তুমিই সাধু, কেননা সমস্ত জাতি আসিয়া
তোমার সম্মুখে ভজনা করিবে, কেননা তোমার ধর্ম্মক্রিয়া সকল প্র-
কাশিত হইয়াছে।” ৫ আর তাহার পরে আমি দেখিলাম, স্বর্গে সাক্ষ্য-
তাম্বুর মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইল; ৬ তাহাতে ঐ সপ্ত আঘাতের কর্ত্তা
সপ্ত দূত মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহারা বিমল ও উজ্জ্বল
মসীনা-বস্ত্র পরিহিত, এবং তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণ পটুকা বদ্ধ।
৭ পরে চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণী ঐ সপ্ত দূতকে সপ্ত সুবর্ণ বাটি
দিলেন, সেগুলি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত ঈশ্বরের রোষে পরি-
পূর্ণ। ৮ তাহাতে ঈশ্বরের প্রতাপ হইতে ও তাঁহার পরাক্রম হইতে উৎ-
পন্ন ধূমে মন্দির পরিপূর্ণ হইল; এবং ঐ সপ্ত দুতের সপ্ত আঘাত সমা-
প্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

১৬ পরে আমি মন্দির হইতে এক উচ্চ বাণী শুনিলাম, তাহা ঐ
সপ্ত দূতকে কহিল, তোমরা যাও, ঈশ্বরের রোষের ঐ সপ্ত বা-
টি পৃথিবীতে ঢালিয়া দেও। ২ পরে প্রথম দূত গিয়া পৃথিবীর উপরে
আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সেই পশুর ছাববিশিষ্ট ও তাহার প্র-
তিমার ভজনাকারী মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথাজনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল।
৩ পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের উপরে আপন বাটি ঢালিলেন, তাহাতে
তাহা মৃত লোকের রক্তের তুল্য হইল, এবং সমস্ত জীবিত প্রাণী, সমু-
দ্রচর জীবগণ, মরিল।

৪ পরে তৃতীয় দূত নদনদী ও জলের উনুই সকলের উপরে আপন
বাটি ঢালিলেন, তাহাতে সে সকল রক্ত হইয়া গেল। ৫ তখন আমি
জল সমূহের দূতের এই বাণী শুনিলাম, হে সাধু, তুমি আছ ও তুমি
ছিলে, তুমি ন্যায়পরায়ণ, কারণ এরূপ বিচারাজ্ঞা করিয়াছ; ৬ কেননা
উহারা পবিত্রগণের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করিয়াছিল; আর তুমি
উহাদিগকে পানার্থে রক্ত দিয়াছ; তাহারা ইহার যোগ্য। ৭ পরে আমি
যজ্ঞবেদির এই বাণী শুনিলাম, হাঁ, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, তো-
মার বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য। ৮ পরে চতুর্থ দূত সুর্য্যের উপরে
আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে অগ্নি দ্বারা মনুষ্যদিগকে তাপিত
করিবার ক্ষমতা তাহাকে দত্ত হইল। ৯ তখন মনুষ্যেরা মহা উত্তাপে
তাপিত হইল, এবং যিনি এই সকল আঘাতের উপরে কর্ত্তৃত্ব করেন,
সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করিল; তাঁহাকে গৌরব প্রদান করিবার
জন্য মন ফিরাইল না। ১০ পরে পঞ্চম দূত সেই পশুর সিংহাসনের
উপরে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহাতে তাহার রাজ্য অন্ধকারময়
হইল, এবং লোকেরা বেদনা প্রযুক্ত আপন আপন জিহ্বা চর্ব্বণ
করিতে লাগিল; ১১ এবং আপনাদের বেদনা ও ক্ষত প্রযুক্ত স্বর্গের
ঈশ্বরের নিন্দা করিল; আপন আপন ক্রিয়া হইতে মন ফিরাইল না।
১২ পরে ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটীস মহানদীতে আপন বাটি ঢালিলেন; তাহা-
তে নদীর জল শুকাইয়া গেল, যেন সূর্য্যোদয় স্থান হইতে আগমনকা-
রী রাজাদের জন্য পথ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১৩ পরে আমি দে-
খিলাম, সেই নাগের মুখ ও পশুর মুখ ও ভাক্ত ভাববাদীর মুখ হইতে
ভেকের ন্যায় তিনটি অশুচী আত্মা বাহির হইল। ১৪ তাহারা ভূতদের
আত্মা, নানা চিহ্ন-কার্য্য করে; তাহারা জগৎ সমুদয়ের রাজাদের নি-
কটে গিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহাদিনের যুদ্ধার্থে তাহাদিগ-
কে একত্র করে।- ১৫ দেখ, আমি চোরের ন্যায় আসিতেছি; ধন্য সেই
ব্যক্তি, যে জাগিয়া থাকে, এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, যেন সে উলঙ্গ
হইয়া না বেড়ায়, এবং লোকে তাহার অপমান না দেখে। ১৬ -পরে
উহারা, ইব্রীয় ভাষায় যাহাকে হরমাগিদোন বলে, সেই স্থানে তাহাদি-
গকে একত্র করিল। ১৭ পরে সপ্তম দূত আকাশের উপরে আপন বা-
টি ঢালিলেন, তাহাতে মন্দিরের মধ্য হইতে, সিংহাসন হইতে, এই
মহাবাণী বাহির হইল, ‘হইয়াছে’। ১৮ আর বিদ্যুৎ ও শব্দ ও মেঘধ্বনি
হইল, এবং এক মহাভূমিকম্প হইল, পৃথিবীতে মনুষ্যের উৎপত্তিকাল
অবধি যেমন কখনও হয় নাই, এমন প্রচন্ড মহাভূমিকম্প হইল।
১৯ তাহাতে মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হইল, এবং জাতিগণের নগর
সকল পতিত হইল; এবং মহতী বাবিলকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ
করা গেল, যেন ঈশ্বরের ক্রোধের রোষমদিরাতে পূর্ণ পানপাত্র তাহা-
কে দেওয়া যায়। ২০ আর প্রত্যেক দ্বীপ পলায়ন করিল, ও পর্ব্বতগণ-
কে আর পাওয়া গেল না। ২১ আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে
বৃহৎ বৃহৎ শিলাবর্ষণ হইল, তাহার এক একটী এক এক তালন্ত পরি-
মিত; এই শিলা-বৃষ্টিরূপ আঘাত প্রযুক্ত মনুষ্যেরা ঈশ্বরের নিন্দা
করিল; কারণ সেই আঘাত অতিশয় ভারী।

মহাবেশ্যার দর্শন।

১৭ পরে ঐ সপ্ত বাটি যাঁহাদের হস্তে ছিল, সেই সপ্ত দূতের মধ্যে
এক জন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন,
আইস, “বহু জলের উপরে বসিয়া আছে” যে ঐ মহাবেশ্যা, আমি
তোমাকে তাহার বিচারসিদ্ধ দন্ড দেখাই, ২ “যাহার সহিত পৃথিবীর
রাজগণ ব্যভিচার করিয়াছে, এবং পৃথিবী-নিবাসীরা যাহার বেশ্যা-
ক্রিয়ার মদিরাতে মত্ত হইয়াছে”। ৩ পরে তিনি আত্মাতে আমাকে প্রা-
ন্তর মধ্যে লইয়া গেলেন; তাহাতে আমি এক নারীকে দেখিলাম, সে
সিন্দূরবর্ণ পশুর উপরে বসিয়া আছে; সেই পশু ধর্ম্মনিন্দার নামে
পরিপূর্ণ, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ।

৪ আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুবর্ণে
ও মূল্যবান্ মণিতে ও মুক্তায় মন্ডিতা, এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক
পানপাত্র আছে, ইহা ঘৃণার্হ দ্রব্যে ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে

পরিপূর্ণ| ৫ আর তাহার ললাটে এই নাম লিখিত আছে, এক নিগুঢ়-
তত্ত্ব;‘মহতী বাবিল, পৃথিবীর বেশ্যাগণের ও ঘৃনাস্পদ সকলের জন-
নী|’ ৬ আর আমি দেখিলাম, সেই নারী পবিত্রগণের রক্তে ও যীশুর
সাক্ষিগণের রক্তে মত্তা| তাহাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আশ্চর্য্য
বোধ হইল| ৭ আর সেই দূত আমাকে কহিলেন, তুমি আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিলে কেন? আমি ঐ নারীর ও উহার বাহনের অর্থাৎ যাহার সপ্ত
মস্তক ও দশ শৃঙ্গ, সেই পশুর নিগুঢ়তত্ত্ব তোমাকে জানাই| ৮ তুমি যে
পশুকে দেখিলে, সে ছিল, কিন্তু নাই; সে অগাধলোক হইতে উঠিবে
ও বিনাশে যাইবে| আর পৃথিবীনিবাসী যত লোকের নাম জগতের
পত্তনাবধি জীবন পুস্তকে লিখিত হয় নাই, তাহারা যখন সেই পশুকে
দেখিবে যে ছিল, এখন নাই, পরে হইবে, তখন আশ্চর্য্য জ্ঞান করি-
বে| ৯ এস্থলে জ্ঞানযুক্ত মন দেখা যায়| ঐ সপ্ত মস্তক সপ্ত পর্ব্বত,
তাহাদের উপরে ঐ নারী বসিয়া আছে; এবং তাহারা সপ্ত রাজা;
১০ তাহাদের পাঁচ জন পতিত হইয়াছে, এক জন আছে, আর এক
জন এ পর্য্যন্ত আইসে নাই; আসিলে তাহাকে অল্পকাল থাকিতে হই-
বে| ১১ আর যে পশু ছিল, এখন নাই, সে আপনি অষ্টম; সে সেই সা-
তটীর একটী, এবং সে বিনাশে যায়| ১২ আর তুমি যে দশ শৃঙ্গ দেখি-
লে, সে দশ রাজা; তাহারা এ পর্য্যন্ত রাজ্য প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু এক
ঘন্টার নিমিত্তে সেই পশুর সহিত রাজাদের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব পাইবে|
১৩ তাহারা এক মনা, এবং আপনাদের পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব সেই পশুকে
দেয়| ১৪ তাহারা মেষশাবকের সহিত যুদ্ধ করিবে, আর মেষশাবক
তাহাদিগকে জয় করিবেন, কারণ “তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের
রাজা;” এবং যাঁহারা তাঁহার সহবর্ত্তী, আহূত ও মনোনীত ও বিশ্বস্ত,
তাঁহারাও জয় করিবেন| ১৫ আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি যে
জল দেখিলে, ঐ বেশ্যা যাহাতে বসিয়া আছে, সেই জল প্রজাবৃন্দ ও
লোকারণ্য ও জাতিবৃন্দ ও ভাষাসমূহ| ১৬ আর তুমি যে ঐ দশ শৃঙ্গ
এবং পশুটা দেখিলে তাহারা সেই বেশ্যাকে ঘৃনা করিবে, এবং তাহা-
কে অনাথা ও নগ্না করিবে, তাহার মাংস ভক্ষণ করিবে, এবং তাহা-
কে আগুনে পোড়াইয়া দিবে| ১৭ কেননা ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে এই
প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, যেন তাহারা তাঁহারই মানস পূর্ণ করে, এবং এক-
মনা হয়; আর যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বাক্য সকল সিদ্ধ না হয়, সেই পর্য্য-
ন্ত আপন আপন রাজ্য সেই পশুকে দেয়| ১৮ আর তুমি যে নারীকে
দেখিলে, সে ঐ মহানগরী, যাহা পৃথিবীর রাজগণের উপরে রাজত্ব
করিতেছে|

মহতী বাবিলের বিনাশ|

১৮ এই সকলের পরে আমি স্বর্গ হইতে আর এক দূতকে নামিয়া
আসিতে দেখিলাম; তিনি মহাক্ষমতাপন্ন এবং তাঁহার প্রতাপে
পৃথিবী দীপ্তিময় হইল| ২ তিনি প্রবল রবে ডাকিয়া কহিলেন, ‘পড়িল,
পড়িল মহতী বাবিল; সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচী আত্মার
কারাগার হইয়া পড়িয়াছে| ৩ কেননা সমুদয় জাতি তাহার বেশ্যা ক্রি-
য়ার রোষমদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর রাজগণ তাহার সহিত
ব্যভিচার করিয়াছে, এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার বিলাসিতার প্র-
তাবে ধনবান্ হইয়াছে|’

৪ পরে আমি স্বর্গ হইতে এইরূপ আর এক বাণী শুনিলাম, ‘হে
আমার প্রজাগণ, উহা হইতে বাহিরে আইস, যেন উহার পাপ সক-
লের সহভাগী না হও, এবং উহার আঘাত সকল যেন প্রাপ্ত না হও|
৫ কেননা উহার পাপ আকাশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে এবং ঈশ্বর
উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন| ৬ সে যেরূপ ব্যবহার
করিত, তোমরাও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর; আর তাহার
ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ, দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দেও; সে যে পাত্রে
পেয় প্রস্তুত করিত, সেই পাত্রে তাহার জন্য দ্বিগুণ পরিমাণে পেয় প্র-
স্তুত কর| ৭ সে যত আত্মগৌরব ও বিলাস করিত, তাহাকে তত যন্ত্র-
ণা ও শোক দেও| কেননা সে মনে মনে বলিতেছে, আমি রাণীর মত
সিংহাসনে বসিয়া আছি, বিধবা নহি, কোন মতে শোক দেখিব না|
৮ এই জন্য একই দিনে তাহার আঘাত সকল-মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ
উপস্থিত হইবে; এবং তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া যাইবে; কা-
রণ তাহার বিচারকর্ত্তা প্রভু ঈশ্বর শক্তিমান্| ৯ আর পৃথিবীর যে
সকল রাজা তাহার সঙ্গে ব্যভিচার ও বিলাস করিত, তাহারা তাহার
দাহের ধূম দেখিয়া তাহার জন্য রোদন ও বক্ষে করাঘাত করিবে;
১০ তাহার যন্ত্রনার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা বলিবে হায়! হায়! সেই
মহানগরীর, বাবিলের সেই পরাক্রান্তা নগরীর সন্তাপ, কারণ এক
ঘন্টার মধ্যেই তোমার বিচার উপস্থিত! ১১ আর পৃথিবীর বণিকেরা
তাহার নিমিত্ত রোদন ও বিলাপ করিতেছে; কারণ তাহাদের বানিজ্য-
দ্রব্য কেহ আর ক্রয় করে না; ১২ এই সকল বানিজ্য-দ্রব্য-স্বর্ণ, রৌপ্য,
বহুমূল্য মণি, মুক্তা, মসীনা-বস্ত্র, বেগুনিয়া বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, সিন্দূরবর্ণ
বস্ত্র; সর্ব্বপ্রকার চন্দন কাষ্ঠ, হস্তিদন্তের সর্ব্বপ্রকার পাত্র, বহুমূল্য
কাষ্ঠের ও পিত্তলের লৌহের ও মর্ম্মরের সর্ব্বপ্রকার পাত্র, ১৩ এবং
দারুচিনি, এলাচি, ধূপ, সুগন্ধি লেপ্যদ্রব্য, কুন্দুরু, মদিরা, তৈল,
উত্তম সূজী ও গোম, পশু ও মেষ; এবং অশ্ব, রথ ও দাস ও মনুষ্য-
দের প্রাণ| ১৪ আর তোমার প্রানের অভিলষিত ফলসমূহ তোমা হই-
তে গিয়াছে, এবং তোমার সমস্ত শোভা ও ভূষা তোমা হইতে বিনষ্ট
হইয়াছে; লোকে তাহা আর কখনও পাইবে না| ১৫ ঐ সকলের যে
বণিকেরা তাহার ধনে ধনবান্ হইয়ছিল, তাহারা তাহার যন্ত্রণার ভয়ে
দূরে দাঁড়াইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে বলিবে, ১৬ হায়!
হায়! সেই মহানগরীর সন্তাপ, যে মসীনা-বস্ত্র, বেগুনিয়া বস্ত্র পরিহি-
তা ছিল, এবং সুবর্ণে ও বহুমূল্য মণি মুক্তায় মন্ডিতা ছিল; ১৭ কারণ
এক ঘন্টার মধ্যেই সেই মহাসম্পত্তি ধ্বংস হইল| আর প্রত্যেক কর্ণা-
ধার, ও জলপথে যে কেহ গমন করে, এবং মাল্লারা ও সমুদ্রব্যবসা-
য়ীরা সকলে দূরে দাঁড়াইল, ১৮ এবং তাহার দাহের ধূম দেখিয়া
উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সেই মহানগরীর তুল্য কোন্ নগর? ১৯ আর তাহা-
রা মস্তকে ধূলা দিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে
বলিতে লাগিল, হায়! হায়! সেই মহানগরীর সন্তাপ, যাহার ঐশ্বর্য্য
দ্বারা সমুদ্রগামী জাহাজের কর্ত্তারা সকলে ধনবান্ হইত; কারণ এক
ঘন্টার মধ্যেই সে ধ্বংস হইয়া গেল| ২০ হে স্বর্গ, হে পবিত্রগণ, হে প্রে-
রিতগণ, হে ভাববাদীগণ, তোমরা তাহার বিষয়ে আনন্দ কর; কেননা
সে তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার প্রতীকার
করিয়াছেন| ২১ পরে এক শক্তিমান দূত বৃহৎ এক পাট যাঁতার তুল্য
একখান প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায়
মহানগরী বাবিল মহাবলে নিপাতিতা হইবে, আর কখনও তাহার
উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না| ২২ বীণাবাদকদের, গায়কদের, বংশীবাদ-
কদের ও তূরীবাদকদের ধ্বনি তোমার মধ্যে আর কখনও শুনা যাই-
বে না; এবং আর কখনও কোন প্রকার শিল্পকারকে তোমার মধ্যে
পাওয়া যাইবে না; এবং যাঁতার শব্দ আর কখনও তোমার মধ্যে শুনা
যাইবে না; ২৩ এবং প্রদীপের শিখা আর কখনও তোমার মধ্যে জ্বলি-
বে না; এবং বর কন্যার রব আর কখনও তোমার মধ্যে শুনা যাইবে
না; কারণ তোমার বণিকেরা পৃথিবীর মহল্লোক ছিল, কারণ তোমার
মায়াতে সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হইত| ২৪ আর ভাববাদীগণের ও পবিত্রগ-
ণের রক্ত, এবং যত লোক পৃথিবীতে হত হইয়াছে, সেই সকলের রক্ত
ইহার মধ্যে পাওয়া গেল|

রাজাধিরাজ যীশুর বিজয়যাত্রা

১৯ এই সকলের পরে আমি যেন স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যের
মহারব শুনিলাম, তাহারা বলিতেছে-হাল্লিলূয়া, পরিত্রান ও
প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই; ২ কেননা তাহার বিচারজ্ঞা
সকল সত্য ও ন্যায্য; কারণ যে মহাবেশ্যা আপন বেশ্যাক্রিয়া দ্বারা
পৃথিবীকে ভ্রষ্ট করিত, তিনি তাহার বিচার করিয়াছেন, তাহার হস্ত
হইতে আপন দাসগণের রক্তপাতের পরিশোধ লইয়াছেন| ৩ পরে
তিনি দ্বিতীয় বার কহিল, হাল্লিলূয়া; আর যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে
সেই বেশ্যার ধূম উঠিতেছে|

৪ পরে সেই চব্বিশ জন প্রাচীন ও চারি প্রাণী প্রণিপাত করিয়া সিং-
হাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের ভজনা করিলেন, কহিলেন, আমেন; হাল্লিলূ-
য়া| ৫ পরে সেই সিংহাসন হইতে এই বাণী নির্গত হইল, হে ঈশ্বরের
দাসগণ, তোমরা যাহারা তাঁহাকে ভয় কর, তোমরা ক্ষুদ্র কি মহান্
সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান কর| ৬ পরে আমি বৃহৎ লোকার-
ণ্যের রব ও বহুজলের কল্লোল ও প্রবল মেঘগর্জ্জনের ন্যায় এই বা-
ণী শুনিলাম, হাল্লিলূয়া, কেননা আমাদের ঈশ্বর প্রভু, যিনি সর্ব্বশ-
ক্তিমান্ তিনি রাজত্ব গ্রহণ করিলেন| ৭ আইস, আমরা আনন্দ ও
উল্লাস করি, এবং তাঁহাকে গৌরব প্রদান করি, কারণ মেষশাবকের
বিবাহ উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার ভার্য্যা আপনাকে প্রস্তুত করিল|
৮ আর ইহাকে এই রব দত্ত হইল যে, সে উজ্জ্বল ও শুচী মসীনা-বস্ত্রে
আপনাকে সজ্জিত করে, কারণ সেই মসীনা-বস্ত্র পবিত্রগণের ধর্ম্মা-
চরণ| ৯ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি লিখ, ধন্য তাহারা, যাহা-
রা মেষশাবকের বিবাহভোজে নিমন্ত্রিত| আবার তিনি আমাকে
কহিলেন, এ সকল ঈশ্বরের সত্য বাক্য| ১০ তখন আমি তাঁহাকে
ভজনা করিবার জন্য তাঁহার চরণে পড়িলাম| তাহাতে তিনি আমা-
কে কহিলেন, দেখিও, এমন কর্ম্ম করিও না; আমি তোমার সহদাস,
এবং তোমার যে ভ্রাতৃগণ যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাহাদেরও সহ-
দাস; ঈশ্বরেরই ভজনা কর; কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববা-
ণীর আত্মা| ১১ পরে আমি দেখিলাম, স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ,
শ্বেতবর্ণ একটী অশ্ব; যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি বিশ্বা-
স্য ও সত্যময় নামে আখ্যাত, এবং তিনি ধর্ম্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ
করেন| ১২ তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখা এবং তাঁহার মস্তকে অনেক কিরীট;
এবং তাঁহার একটী লিখিত নাম আছে, যাহা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ
জানে না| ১৩ আর তিনি রক্তে ডুবান বস্ত্র পরিহিত; এবং "ঈশ্বরের
বাক্য"- এই নামে আখ্যাত| ১৪ আর স্বর্গস্থ সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন
করে, তাহারা শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহী, এবং শ্বেত শুচী মসীনা-বস্ত্র
পরিহিত| ১৫ আর তাঁহার মুখ হইতে এক তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়,
যেন তদ্দারা তিনি জাতিগণকে আঘাত করেন; আর তিনি লৌহদন্ড
দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবেন; এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের
প্রচন্ড ক্রোধরূপ মদিরাকুন্ড দলন করেন| ১৬ আর তাঁহার পরিচ্ছদে
ও ঊরুদেশে এই নাম লেখা আছে,-"রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্র-
ভু" ১৭ পরে আমি দেখিলাম, এক জন দূত সূর্য্যমধ্যে দাঁড়াইয়া
আছেন; আর তিনি উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া, আকাশের মধ্যপথে
যে সকল পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, সে সকলকে কহিলেন, আইস,
ঈশ্বরের মহাভোজে একত্র হও, ১৮ যেন রাজগণের মাংস, সম্প্রতিব-
র্গের মাংস, শক্তিমান্ লোকদের মাংস, অশ্বগণের ও তদারোহীদের
মাংস, এবং স্বাধীন ও দাস, ক্ষুদ্র ও মহান্ সকল মনুষ্যের মাংস
ভক্ষণ কর| ১৯ পরে আমি দেখিলাম, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তির ও তাঁহার
সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর রাজগণ ও
তাহাদের সৈন্যগণ একত্র হইল| ২০ তাহাতে সেই পশু ধরা পড়িল,
এবং যে ভাক্ত-ভাববাদী তাহার সাক্ষাতে চিহ্ন-কার্য্য করিয়া পশুর
ছাবধারী ও তাহার প্রতিমার ভজনাকারীদের ভ্রান্তি জন্মাইত, সেও
তাহার সঙ্গে ধরা পড়িল; তাহারা উভয়ে জীবন্তই প্রজ্বলিত গন্ধকময়
অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল| ২১ আর অবশিষ্ট সকলে সেই অশ্বারোহী ব্য-
ক্তির মুখ হইতে নির্গত তরবারী দ্বারা হত হইল; এবং সমস্ত পক্ষী তা-
হাদের মাংসে তৃপ্ত হইল|

বর্ষসহস্র ও মহাবিচারের বর্ণনা|

২০ পরে আমি স্বর্গ হইতে এক দূতকে নামিয়া আসিতে দেখি-
লাম, তাঁহার হস্তে অগাধ লোকের চাবি এবং বড় এক শৃঙ্খল
ছিল| ২ সেই নাগকে ধরিলেন; এবং সেই পুরাতন সর্প, এ দিয়াবল
[অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ]; তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বদ্ধ
রাখিলেন, ৩ আর তাহাকে অগাধলোকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সেই
স্থানের মুখ বদ্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর
সম্পূর্ণ না হইলে সে জাতিবৃন্দকে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে; তৎপ-
রে অল্প কালের নিমিত্ত তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে|
৪ পরে আমি কয়েকটী সিংহাসন দেখিলাম; সেগুলির উপরে কেহ
কেহ বসিলেন, তাঁহাদিগকে বিচার করিবার ভার দত্ত হইল| আর যী-
শুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের নিমিত্ত যাহারা কুঠার দ্বারা হত হইয়া-
ছিল, এবং যাহারা সেই পশুকে ও তাহার প্রতিমাকে ভজনা করে
নাই, আর আপন আপন ললাটে ও হস্তে তাহার ছাব ধারণ করে নাই,
তাহাদের প্রাণও দেখিলাম; তাহারা জীবিত হইয়া সহস্র বৎসর খ্রী-
ষ্টের সহিত রাজত্ব করিল| ৫ যে পর্য্যন্ত সে সহস্র বৎসর সমাপ্ত না
হইল, সে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট মৃতেরা জীবিত হইল না| ইহা প্রথম পুনরু-
ত্থান| ৬ যে কেহ এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবি-
ত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই; কিন্তু তাহারা
ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সঙ্গে
রাজত্ব করিবে| ৭ পরে সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার
কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে| ৮ তাহাতে সে "পৃথিবীর চারি কোণে
স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে", ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র
করিবার জন্য বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য|
৯ তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং
প্রিয় নগরটী ঘেরিল; তখন "স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে
গ্রাস করিল|" ১০ আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল "অগ্নি ও গন্ধ-
কের" হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও
আছে; আর তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র যন্ত্রনা ভোগ
করিবে| ১১ পরে আমি "এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার
উপরে বসিয়া আছেন," তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখ
হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল; "তাহাদের নিমিত্ত আর
স্থান পাওয়া গেল না"| ১২ আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত
লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখান
পুস্তক খোলা গেল", এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পু-
স্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন
আপন কার্য্যানুসারে" বিচারিত হইল| ১৩ আর সমুদ্র আপনার মধ্যব-
র্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্য-
বর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন
কার্য্যানুসারে বিচারিত হইল| ১৪ পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নি-
ক্ষিপ্ত হইল; তাহাই, অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু| ১৫ আর জী-
বন পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে
নিক্ষিপ্ত হইল|

নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর বর্ণনা|

২১ পরে আমি "এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী" দেখি-
লাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে;
এবং সমুদ্র আর নাই| ২ আর আমি দেখিলাম, "পবিত্র নগরী, নূতন
যিরূশালেম," স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে;
সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল|
৩ পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্য-
দের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করেন, এবং
তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকি-
বেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন|
৪ আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু
আর হইবে না; শোক বা আর্ত্তনাদ বা ব্যাথাও আর হইবে না; কারণ
প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল| ৫ আর তিনি সিংহাসনে বসিয়া
আছেন, তিনি কহিলেন, দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি| পরে
তিনি কহিলেন, লিখ, কেননা এ সকল কথা বিশ্বসনীয় ও সত্য|
৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, হইয়াছে; আমি আলফা এবং ওমেগা
আদি এবং অন্ত; যে পিপাসিত, আমি তাহাকে জীবন জলের উনুই
হইতে বিনামূল্যে জল দিব| ৭ যে জয় করে, সে এই সকলের অধি-

কারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে|
৮ কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যা-
গামী, বা মায়াবী বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর
অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু|
৯ আর যে সপ্ত দূতের কাছে সপ্ত শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটি
ছিল, তাঁহাদের মধ্যে এক দূত আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া
কহিলেন, আইস, আমি তোমাকে সেই কন্যাকে, মেষশাবকের ভার্য্যা-
কে দেখাই| ১০ পরে “তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ মহাপর্ব্বতে
লইয়া গিয়া” পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে,
ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল, ১১ সে ঈশ্বরের প্রতাপবি-
শিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্তম-
ণির তুল্য| ১২ তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে, দ্বাদশ পুরদ্বার
আছে; সেই সকল দ্বারে দ্বাদশ দূত থাকেন, এবং “কয়েকটী নাম সে-
গুলির উপরে লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানদের দ্বাদশ
বংশের নাম; ১৩ পূর্ব্বদিকে তিন দ্বার, উত্তরদিকে তিন দ্বার, দক্ষিণদি-
কে তিন দ্বার, ও পশ্চিমদিকে তিন দ্বার”| ১৪ আর নগরের প্রাচীরের
দ্বাদশ ভিত্তিমূল, সেগুলির উপরে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতদের
দ্বাদশ নাম আছে| ১৫ আর যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছি-
লেন, তাঁহার হস্তে ঐ নগর ও তাহার দ্বার সকল ও তাহার প্রাচীর
“মাপিবার জন্য একটী সুবর্ণ নল” ছিল| ১৬ ঐ নগর চতুষ্কোণ, তা-
হার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান| আর তিনি সেই নল দ্বারা নগর মাপিলে
দ্বাদশ সহস্র তীর পরিমাণ হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক
সমান| ১৭ পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরি-
মাণ অনুসারে এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল| ১৮ প্রাচীরের গাঁথনি সূ-
র্য্য-কান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত সুবর্ণময়|
১৯ নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সকল সর্ব্ববিধ মূল্যবান্ মণিতে ভূ-
ষিত; প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্রম-
ণির, ২০ চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয় মণির, সপ্তম
স্বর্ণমণির, অষ্টম গোমেদকের, নবম পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের,
একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটাহেলার| ২১ আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটী
মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তায় নির্ম্মিত; এবং নগরের চক স্ব-
চ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়| ২২ আর আমি নগরের মধ্যে কোন
মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক
স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ| ২৩ “আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের
বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোক-
ময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ| ২৪ আর জাতিগণ
তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার
মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন| ২৫ ঐ নগরের দ্বার সকল দিবা-
তে কখনও বদ্ধ হইবে না, বাস্তবিক সেখানে রাত্রি হইবে না| ২৬ আর
জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে আনীত হইবে|” ২৭ আর
অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃনাকারী ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে
প্রবেশ করিতে পাইবে না; কেবল মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে যাহা-
দের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে|

২২ আর তিনি আমাকে “জীবন-জলের নদী” দেখাইলেন, তাহা
স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিং-
হাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে;
২ “নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল
উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃ-
ক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক”| ৩ এবং “কোন শাপ হই-
বে না;” আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকি-
বে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে,
৪ ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে
থাকিবে| ৫ সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোক
কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ
“প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপ-
র্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে”| ৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন,
এই সকল বচন বিশ্বসনীয় ও সত্য; এবং যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, তা-
হা আপন দাসদিগকে দেখাইবার জন্য প্রভু, ভাববাদিগণের আত্মা
সকলের ঈশ্বর, আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন| ৭ আর দেখ,
আমি শীঘ্র আসিতেছি, ধন্য সেই জন, যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন
সকল পালন করে|

শেষ কথা| ৮ আমি যোহন এই সমস্ত দেখিলাম ও শুনিলাম| এই
সকল দেখিলে ও শুনিলে পর, যে দূত আমাকে এই সমস্ত দেখাইতে-
ছিলেন, আমি ভজনা করিবার জন্য তাঁহার চরণের সম্মুখে পড়ি-
লাম| ৯ আর তিনি আমাকে কহিলেন, দেখিও, এমন কর্ম্ম করিও না;
আমি তোমার সহদাস, এবং তোমার ভ্রাতা ভাববাদিগণের ও এই গ্র-
ন্থে লিখিত বচন পালনকারিগণের সহদাস; ঈশ্বরেরই ভজনা কর|
১০ আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন
সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় সন্নিকট| ১১ যে অধর্ম্মাচারী,
সে ইহার পরেও অধর্ম্মাচরণ করুক; এবং যে কলুষিত, সে ইহার
পরেও কলুষিত হউক; এবং যে ধার্ম্মিক, সে ইহার পরেও ধর্ম্মাচরণ
করুক; এবং যে পবিত্র, সে ইহার পরেও পবিত্রীকৃত হউক| ১২ “দেখ
আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহব-
র্ত্তী, যাহার যেমন কার্য্য, তাহাকে তেমন ফল দিব| ১৩ আমি আলফা
এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ,” আদি এবং অন্ত| ১৪ ধন্য তাহারা, যা-
হারা আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করে, যেন তাহারা জীবনবৃক্ষের
অধিকারী হয়, এবং দ্বার সকল দিয়া নগরে প্রবেশ করে| ১৫ বাহিরে
রহিয়াছে কুক্কুরগণ, মায়াবীগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতি-
মাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভাল বাসে ও রচনা করে|
১৬ আমি যীশু আপন দূতকে পাঠাইলাম, যেন সে মন্ডলীগণের নিমি-
ত্ত তোমাদের কাছে এই সকল সাক্ষ্য দেয়| আমি দায়ূদের মূল ও
বংশ, উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র| ১৭ আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন,
আইস| যে শুনে, সেও বলুক, আইস| আর যে পিপাসিত, সে আই-
সুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক| ১৮ যা-
হারা এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল শুনে, তাহাদের প্রত্যেক
জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত
আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিতে এই গ্রন্থে লিখিত
আঘাত সকল যোগ করিবেন; ১৯ আর যদি কেহ এই ভাববাণী-গ্রন্থের
বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ
হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন| ২০ যিনি এই
সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য, আমি শীঘ্র আসি-
তেছি| আমেন; প্রভু যীশু, আইস| ২১ প্রভু যীশুর অনুগ্রহ পবিত্রগ-
ণের সঙ্গে থাকুক| আমেন|